সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১৫

উইলিয়ম কেরী

উইলিয়ম কেরী

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক

শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ— বৈশাখ ১৩৪৯

দ্বিতীয় সংস্করণ—অগ্রহায়ণ ১৩৪৯

মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

২'৪—১৮।১১।১৯৪২

উইলিয়ম কেরী

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের সহিত কয়েক জন বৈদেশিক পণ্ডিত ও কর্ম্মীর নাম যুক্ত হইয়া আছে। বাংলা-গদ্যের গঠনের প্রারম্ভে ইহাদের উদ্যম ও অধ্যবসায় কোনও কালেই বিস্মৃত হইবার নহে। পোর্তুগীজ প্রভাবের যুগে পাদরি মানোএল-দা-আস্‌সুম্প্‌সাম্‌ এবং ইংরেজ প্রভাবের যুগে নাথানিয়েল ব্রাসি হাল্‌হেড, জোনাথান ডান্‌কান, এন. বি. এডমন্‌স্টোন, হেন্‌রি পিট্‌স ফর্‌স্টার, জন টমাস ও উইলিয়ম কেরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ ইহাদের সহযোগিতা না থাকিলে বিজ্ঞান ও অভিধানের আশ্রয়ে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে বাংলা-গদ্যের বিলম্ব ঘটিত। লজ্জার সহিতও এ কথা আজ আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রধানতঃ এই সকল বৈদেশিক কর্ম্মীর চেষ্টায় বাংলা গদ্য-সাহিত্যের গোড়াপত্তন হইয়াছে, ইহাদেরই উৎসাহে বাঙালী পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে সচেতন হইয়াছেন।

উপরি-উক্ত বৈদেশিক পণ্ডিত-সমাজে উইলিয়ম কেরী প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ; বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য তাঁহার পরিশ্রমের তুলনা হয় না। দীর্ঘ একচল্লিশ বৎসর কাল তিনি এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁহারই উদ্যোগে ও উৎসাহে দেশীয় পণ্ডিতেরা বাংলা-গদ্যের প্রাথমিক রূপ দান করিয়াছিলেন। বাংলা-গদ্যের প্রথম যুগকে আমরা বিশেষভাবে উইলিয়ম কেরীর প্রভাবের যুগ বলিতে পারি। এই ভাষার প্রতি তাঁহার সত্যকার প্রেম জন্মিয়াছিল। সত্য বটে, এই প্রেম অহেতুকী ছিল না। তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ও একমাত্র লক্ষ্য ছিল—অখ্রীষ্টিয়ান সমাজে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচার, এবং সেই উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি বাংলা ভাষার চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের মন চিরকাল সেই উদ্দেশ্যকে আঁকড়াইয়া থাকিতে পারে নাই; কাজ করিতে করিতে ভাষার প্রতি প্রীতি আপনিই জন্মিয়াছে এবং উইলিয়ম কেরী এই ভাষাকে বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার কাজে শেষ পর্য্যন্ত অন্য প্রেরণার কথা বিস্মৃত হইয়াছেন। যে প্রেরণাই তাঁহার থাকুক, বাংলা ভাষা ও বাঙালী জাতি তাঁহার চেষ্টার ফলে লাভবান হইয়াছে এবং আমরাও কৃতজ্ঞতাবশে তাঁহাকে তাঁহার যথাযোগ্য সম্মান দিয়া আসিতেছি।

কেরীর প্রতিভা বহুমুখী, জীবন বহুধাবিস্তৃত ছিল, তাঁহার জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিচয় দিতে গেলে একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে ততখানি বিস্তারের স্থান নাই। ধর্ম্মপ্রচারার্থ বঙ্গদেশ যাত্রা করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের সামান্য পরিচয় দিয়া, বঙ্গদেশে তাঁহার কার্য্যকলাপের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব। কারণ, কেরীর জীবনের এই অংশের ইতিহাস (১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নবেম্বর অর্থাৎ কলিকাতায় পদার্পণ-দিবস হইতে ১৮৩৪

খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুন মৃত্যু-দিবস পর্য্যন্ত ৪১ বৎসর) প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে বাংলা-গদ্যের প্রাথমিক ইতিহাসের সহিত জড়িত। বলিতে কি এই কালের মধ্যে তিনি এক দিনের জন্যও বঙ্গদেশ ত্যাগ করেন নাই —মদনাবাটীতে অবস্থানকালে টমাসের সঙ্গে একবার ভূটান গিয়াছিলেন; বঙ্গদেশের পরিধি তখন ভূটান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই ৪১ বৎসরের প্রথম ছয় বৎসর তাঁহার শিক্ষানবিশীর কাল; শিক্ষক—জন টমাস ও রামরাম বসু। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষে মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতির আগমনকাল হইতেই মিশনরী-গোষ্ঠীর তিনি পরিচালক, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের সূত্রপাত হইতেই শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন; কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহার সংস্রব। এই শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহায়তায় বাংলা-গদ্যের বিকাশ ও পরিণতি এবং উভয় ক্ষেত্রেই উইলিয়ম কেরী প্রধান।

প্রথম জীবন—ইংলণ্ডে

(আগস্ট ১৭৬১—জুন ১৭৯৩)

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগস্ট তারিখে নর্‌দাম্‌টন্‌শায়ারের পলার্স-পিউরি গ্রামে উইলিয়ম কেরী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা এড্‌মণ্ড কেরী তখন স্বহস্তে তাঁত বুনিয়া অন্নসংস্থান করিতেন। উইলিয়মের বয়স যখন ছয় বৎসর, এড্‌মণ্ড তখন তন্তুবায়বৃত্তি ত্যাগ করিয়া স্থানীয় অবৈতনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং স্থানীয় প্যারিশের

কেরানী নিযুক্ত হন। পিতার এই জীবিকা-পরিবর্ত্তন উইলিয়মের পক্ষে শুভফলদায়ক হইয়াছিল। শিক্ষক পিতার আদর্শে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার অসাধারণ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। ইতিহাস, ভূগোল অর্থাৎ পৃথিবীর নানা দেশের বিবরণ, ভ্রমণকাহিনী, বিশেষ করিয়া কলম্বসের আবিষ্কার-বৃত্তান্ত এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন করিবার আগ্রহ ও উৎসাহের কথা সকলেই উল্লেখ করিয়াছেন। এই সময়ের অধীত বিদ্যা উত্তরকালে বঙ্গদেশে অবস্থান-সময়ে স্থানীয় পশুপক্ষী ও বৃক্ষলতাদি সম্পর্কে গবেষণাকার্য্যে তাঁহার সহায় হইয়াছিল। ব্যাপটিস্ট মিশন সোসাইটির প্রথম ছয় খণ্ড 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাউণ্টসে' ইহার বহু পরিচয় আছে। পুস্তকগত জ্ঞান ছাড়াও বাল্যকাল হইতেই তিনি হাতে-কলমে উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান আলোচনা করিতেন। এই বিজ্ঞানে তিনি এমনই দক্ষ হইয়াছিলেন যে, এক সময় তাঁহাকে কলিকাতার কোম্পানির বাগানের তত্ত্বাবধায়ক-রূপে নিয়োগ করার প্রস্তাব উঠিয়াছিল, এবং বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ ডক্টর রক্সবার্গের অকালমৃত্যুতে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ *Flora Indica* পুস্তক উইলিয়ম কেরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। কলম্বসের জীবনী ও ভ্রমণকাহিনী বালক কেরীকে এমনই আবিষ্ট করিয়া রাখিত যে, তিনি দিনের পর দিন তাঁহার সহপাঠীদের কাছে কেবলই কলম্বসের গল্প করিতেন; তাঁহার উৎসাহাতিশয্য দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে কলম্বস নামে ডাকিয়া উপহাস করিত। অন্যান্য বিষয়ে কেরী সাধারণ ছাত্রদের মতই ছিলেন, কেবল তাঁহার পিতা বাল্যে তাঁহার পাটীগণিত বিষয়ে দক্ষতার উল্লেখ করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। বারো বৎসর বয়সে কেরী পলার্সপিউরির তন্তুবায়-পণ্ডিত টমাস জোন্‌সের নিকট বিশেষ মনোযোগের সহিত লাটিন ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। কথিত

আছে, তিনি মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই একটি লাটিন শব্দকোষ ('Vocabularium') কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন।

এড্‌মণ্ডের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না, সুতরাং বারো বৎসর বয়স হইতেই বালক কেরীকে উপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে হয়। প্রথম দুই বৎসর তিনি কৃষিকার্য্য শিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষ চর্ম্মরোগের জন্য রৌদ্রতাপ মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না বলিয়া এই জীবিকা তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয়। তিনি হ্যাকল্‌টনের জুতা-নির্ম্মাতা ক্লার্ক নিকল্‌সের সহযোগী হিসাবে জুতা-সেলাইয়ের কাজ শিখিতে আরম্ভ করিয়া চার বৎসর শিক্ষানবিশী করিয়াছিলেন। দুই সময়ে প্রত্যহ রবিবারে পলার্সপিউরি আসিয়া টমাস জোন্‌সের নিকট তিনি গ্রীকভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। ক্লার্ক নিকল্‌সের দোকানে কয়েকটি ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ ছিল, কেরী সেগুলিও মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে থাকেন। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্লার্ক নিকল্‌সের হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার আত্মীয় টি. ওল্ডের দোকানে কেরী শিক্ষানবিশ হন। এই ভদ্রলোক একাধারে মত্তপ, বদমেজাজী ও ধর্ম্মবাতিকগ্রস্ত ছিলেন; বালক কেরীর সহিত প্রায়শঃ তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ে তর্ক হইত। তর্কে জিতিবার জন্য কেরী প্রাণপণে ধর্ম্মগ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিতে থাকেন, এবং লাটিন, গ্রীক ও হিব্রু ভাষা শিক্ষায় অধিক মনোযোগী হন। এই সকল তর্কমূলক ধর্ম্মচর্চ্চা সত্ত্বেও কেরীর নৈতিক চরিত্র সংসর্গদোষে কলুষিত হইয়া পড়ে।

এই সময়ে জন ওয়ার (Warr) নামক এক জন সহ-শিক্ষানবিশের আদর্শ তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়, তাঁহার মনে সত্যকার ধর্ম্মভাব জাগ্রত হয়; চার্চ অব ইংলণ্ডের বিখ্যাত প্রচারক বেডফোর্ডের টমাস স্কটের সহিত তাঁহার এই সময়েই ঘনিষ্ঠতা জন্মে।

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে মনিব ওল্ডের শ্যালিকা নিরক্ষরা ডরোথি প্ল্যাকেটের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে নর্দাম্‌টন্‌শায়ারের ব্যাপটিস্টমণ্ডলীর পালকসজ্ঘে যোগদান করিয়া রাইল্যাণ্ড, সাট্‌ক্লিফ, ফুলার ও পীয়ার্সের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মুলটনে একটি অবৈতনিক পাঠশালার শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়া কেরী পিড্‌িংটন (হ্যাকল্‌টন) ত্যাগ করেন; জুতা-সেলাইয়ের ব্যবসায় তিনি তখনও পরিত্যাগ করেন নাই। তৎপূর্ব্বেই ক্যাপ্টেন কুকের ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়, এই পুস্তক মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া পৃথিবীর অখ্রীষ্টান "হিদেন" জাতিসমূহের অনন্ত নিগ্রহের কথা ভাবিয়া তাঁহার মনে বেদনা জাগে ও তাহাদের মুক্তির উপায় তিনি চিন্তা করিতে থাকেন। মুলটনে আসিয়া তিনি স্বহস্তে পৃথিবীর একটি বৃহৎ মানচিত্র প্রস্তুত করেন ও সেটিকে দেওয়ালে টাঙাইয়া হিদেনদের উদ্ধার-চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। তিনি এই সময়ে ডাচ, ইটালিয়ান ও ফ্রেঞ্চ ভাষাও শিখিতে থাকেন এবং ডাচ ভাষার একটি পুস্তক ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। তাঁহার এই প্রথম রচনা এখনও পাণ্ডুলিপি আকারেই আছে। ধীরে ধীরে জুতা-সেলাই ও শিক্ষকতাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কেরী ধর্ম্মযাজকবৃত্তি গ্রহণ করেন ও ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লীস্টার শহরের হার্ভি লেনে পাকাপাকি রকম পাদরিরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে এখান হইতেই তাঁহার *An Enquiry into the obligations of Christians to use means for the conversion of the Heathen* পুস্তক প্রকাশিত হয় এবং ঐ বৎসরের ২রা অক্টোবর তারিখে কেটারিঙের ঐতিহাসিক সভায় **The Particular Baptist Society for propagating the Gospel amongst the Heathen** নামক সমিতি তাঁহারই উদ্যোগে গঠিত হয়।

এই সভাই ব্যাপটিস্ট মিশনরী সমিতির প্রথম সভা। দ্বিতীয় সভা বসে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১এ অক্টোবর। ১৩ই নবেম্বর নর্থ্যাম্পটনের প্রাইমারী সমিতির সভায় কেরী উপস্থিত হইতে পারেন নাই। একটি পত্রে তিনি সমিতিকে বঙ্গদেশীয় মিশনরী জন টমাসের কথা জানান। জন টমাসই বাংলা দেশে আগত প্রথম ব্যাপটিস্ট মিশনরী। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি জাহাজের ডাক্তাররূপে বঙ্গদেশে আসেন এবং শেষ পর্য্যন্ত এখানে তাঁহার খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের প্রবৃত্তি প্রবল হয়। তিনি নিজে একাকী এই কার্য্যে অক্ষম জানিয়া কেটারিঙে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত এই সমিতির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। টমাসের সহিত কেরীর ইতিমধ্যেই পরিচয় হইয়াছিল এবং টমাস তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম বাংলা দেশে তাঁহাদের প্রচার-কার্য্য চালাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। টমাস বলেন, তিনি নিজেও বাংলা দেশে প্রচারকার্য্যের সুবিধার জন্য লণ্ডনে চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন; এক জন সঙ্গী পাইলে তিনি বাংলা দেশে প্রচারের ভার লইতে রাজি আছেন।

কেরীর পত্র পঠিত হইলে সমিতি জন টমাস সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিতে মনস্থ করেন। সমিতির সম্পাদকের উপর এই বিষয়ের ভার অর্পিত হয়।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি কেটারিঙে সমিতির অধিবেশনে "টমাস-অনুসন্ধানে"র ফল বিবৃত হয়; সমিতি ইহা সন্তোষজনক বিবেচনা করাতে টমাসকে সমিতির পক্ষে বাংলা দেশে প্রচারকার্য্য পরিচালনের অনুরোধ জ্ঞাপন করার প্রস্তাব হইল। টমাস যদি রাজি থাকেন তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গী কে হইবেন, পূর্ব্বাহ্নেই তাহা স্থির করিবার কথা উঠিল। উইলিয়ম কেরী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জন টমাসের সহকর্ম্মীরূপে নিজের নাম প্রস্তাব করিলেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন

ক্যাপ্টেন ক্রিস্‌মাসের অধীনে পরিচালিত ডেনিশ ইণ্ডিয়াম্যান (জাহাজ) 'প্রিন্সেস মারিয়া'-যোগে জন টমাসের নেতৃত্বে উইলিয়ম কেরী—পত্নী ডরোথি, শ্যালিকা ক্যাথারিন প্ল্যাকেট, পুত্র ফেলিক্স, উইলিয়ম, পিটার ও সন্তোজাত জ্যাবেজকে লইয়া বঙ্গদেশ-অভিমুখে যাত্রা করেন। আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে কেরীর জীবনের তিনটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব এই—ভাষা-শিক্ষায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা, শারীরিক ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া তাঁহার অপরিসীম অধ্যবসায়, এবং সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার প্রবল কৌতূহল।

কেরী, টমাস ও রামরাম বসু

(নবেম্বর ১৭৯৩—অক্টোবর ১৭৯৯)

কেরী-সমভিব্যাবহারে তৃতীয় বার বঙ্গদেশ অভিমুখে রওয়ানা হইবার পূর্ব্বেই টমাস বাংলা দেশ, বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। বিকৃত উচ্চারণ লইয়াই তিনি বাংলায় অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারেন এবং ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে দ্বিতীয় বার স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বেই রামরাম বসুর সহায়তায় বাইবেলের ম্যাথু, মার্ক, জেম্‌স, জেনেসিসের কিয়দংশ, সাম্‌স (Psalms) ও প্রফেসিজ এর বিভিন্ন অংশ বাংলায় অনুবাদ করিয়া মূল পাণ্ডুলিপির নকলের সাহায্যে মালদহের হিন্দুদের মধ্যে তাহার প্রচারও করিয়াছেন।

কেরী জাহাজেই টমাসের নিকট বাংলা শিখিতে আরম্ভ করেন, টমাসও জাহাজে বসিয়াই হিব্রু-ভাষাভিজ্ঞ কেরীর সাহায্যে জেনেসিসের অনুবাদ শেষ করেন। ১১ই নবেম্বর তারিখে কলিকাতা পৌঁছিয়াই রামরাম বসুর সহিত জাহাজঘাটে কেরীর পরিচয় হয়, টমাসের মুন্সী

রামরাম সেই দিন হইতেই মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে কেরীর মুন্‌শী নিযুক্ত হন। ১১ নবেম্বর ১৭৯৩ হইতে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মালদহের মদনাবাটীতে একটি অমার্জ্জনীয় অপরাধের জন্ম মুন্‌শীত্ব হইতে বরখাস্ত হওয়া পর্য্যন্ত রামরাম বসু বরাবরই কেরীর সহিত যুক্ত থাকিয়া ভাষা-শিক্ষায় এবং অনুবাদ-কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে পদার্পণ করিয়া পূরা সাড়ে সাত মাস কাল কেরী হাল-ভাঙা নৌকার মত সমগ্র পরিবার এবং মুন্‌শী সমেত সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় কলিকাতা হইতে ব্যাণ্ডেল, ব্যাণ্ডেল হইতে নদীয়া, নদীয়া হইতে ব্যবসায়ী নীলু দত্তের বদান্যতায় তাঁহার মাণিকতলার বাগানবাড়ীতে এবং শেষ পর্য্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলের দেবহাট্টায় ভাসিয়া বেড়াইতে থাকেন। এই সময়ে শারীরিক ও মানসিক অত্যধিক যন্ত্রণায় কেরী-পত্নী ডরোথি অর্দ্ধোন্মাদ হইয়া যান। এই সাংঘাতিক অবস্থার মধ্যেও কেরী এক দিনের জন্যও তাঁহার আসল উদ্দেশ্যের কথা বিস্মৃত হন নাই এবং ভাষা-শিক্ষা ও অনুবাদের কাজে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নাই। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় মালদহের মদনাবাটীর নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়কের পদে তিনি নিযুক্ত হন। ১৫ জুন ১৭৯৪ তারিখে কেরী সপরিবারে রামরাম বসু-সহ নৌকাযোগে ইছামতী, জলাঙ্গী, গঙ্গা, পদ্মা ও মহানন্দা নদীপথে মদনাবাটী পৌছান। পথিমধ্যে সুন্দরবনের কাছাকাছি চাঁদুরিয়া নামক স্থানে কেরী সর্ব্বপ্রথম বাংলায় বক্তৃতা করেন।

এই সময়েই তিনি নিজের সুখ-সুবিধার জন্য নিজেই বাংলা ভাষার একটি সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ ও একটি ব্যাকরণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের সূত্রপাত হইতেই কেরী বাংলা ভাষায় বেশ দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছেন, লিখিতে ও বলিতে তাঁহার বিশেষ অসুবিধা হয় না। এই সময়েই তাঁহার মাথায় বাইবেল-মুদ্রণের খেয়াল চাপে, তিনি ইংলণ্ড

হইতে হরফ প্রস্তুত করাইয়া আনিতে মনস্থ করেন। ৬ জানুয়ারির একটি পত্রে তিনি লিখিতেছেন, "I intend soon to send specimens of Bengalee letters, for types. A considerable part of this expense I hope to be able to bear myself." মদনাবাটীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি স্থানীয় কৃষক ও প্রজাদের জন্ম একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন; যত দূর জানা যায়, ইউরোপীয় মতে দেশীয় লোকদের শিক্ষা দিবার চেষ্টা ইহাই দ্বিতীয়। মালদহের গোয়ামাল্‌টি'র জন এলাবৃটন ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাঁহার বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

২৭ জানুয়ারি তারিখেই কেরী ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে লিখিতেছেন—

> It will be requisite for the society to send a printing press from *England*; and, if our lives are spared, we will repay them. We can engage native printers, to perform the press and compositor's work.

কেরীর জর্নালে ঐ বৎসরের ১৪ই জুন তারিখে লিখিত আছে—

> The Translation also goes on—Genesis is finished and Exodus to the XXIII d. Chapter. I have also for the purpose of exercising myself in the language, begun translating the gospel by John; which Moonshee afterwards corrects...

এই পর্য্যন্ত কেরীর অনুবাদের খবর মাত্র আমরা পাইতেছি, নমুনা দেখিতে পাই না। মদনাবাটী হইতে ১৩ আগস্ট তারিখে লিখিত একটি পত্রে তিনি স্বয়ং নমুনা দিয়াছেন, কেরী-লিখিত বাংলার ইহাই সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টান্ত। কেরী লিখিতেছেন,—

> Ram Ram Boshoo and Mohun Chund are now with me....I often exhort them, in the words of the apostle, 2 Cor. VI. 17, which in their language I thus express :—

বাহিরে আইস এবং আলাদা হও এবং অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করিও না এবং আমি কবুল করিব তোমারদিগকে এবং তোমরা হইবে আমার পুত্রগণ এবং কন্যাগণ এই মত বলেন সর্ব্বশক্ত ভগবান।*

সংস্কৃত ও চলতি বাংলা, এই দোটানার মধ্যে পড়িয়া কেরী কিছু কাল অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং কোনও ব্যাকরণ-অভিধানের আশ্রয় না পাইয়া শেষ পর্য্যন্ত নিজেই সংস্কৃতের আদর্শ ধরিয়া ব্যাকরণ-অভিধান রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। ফর্‌স্টারের অভিধান তখনও প্রকাশিত হয় নাই, এবং যে কারণেই হউক, হাল্‌হেডের ব্যাকরণ ও আপ্‌জনের অভিধান তখন পর্য্যন্ত তিনি সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি বলিতেছেন (৩১ ডিসেম্বর ১৭৯৫)—

> I have been trying to compose a compendious grammar of the language, which I send you, together with a few pages of the Mahabharat, with a translation, which I wrote out for my own exercise in the Bengalee... I have also begun to write a dictionary of the language, but this will be a work of time ; ...

বাংলা ভাষা শিক্ষা ও গদ্য রচনার কাজ এই ভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল, হঠাৎ মুন্‌শী রামরাম বসুর দুশ্চরিত্রতা প্রকাণ্ড বাধার সৃষ্টি করিল, ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কেরী নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে রামরাম বসুকে তাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইলেন। বসুর সঙ্গে সঙ্গে পাঠশালার পণ্ডিতটিও পলায়ন করিলেন। সকল কাজ একসঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল।

ঐ বৎসরের ১০ই অক্টোবর তারিখে জন ফাউন্‌টেন নামক এক জন যুবক প্রচারক কেরীর সহকারীরূপে মদনাবাটীতে উপস্থিত হইলেন।

---

* "Forth come and separate be : and unclean thing touch not . and I accept will you : and you shall be my sons and daughters · thus says the Almighty God."

এই যুবকের উৎসাহে কেরী আবার নূতন উদ্যমে কাজ আরম্ভ করিলেন, ফাউন্‌টেন অতি অল্প কালের মধ্যে বাংলা ভাষা শিখিয়া লইয়া স্কুলের কাজ ও অনুবাদের কাজে কেরীকে সাহায্য করিতে লাগিলেন, ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দ শেষ হইবার পূর্ব্বেই নিউ টেস্টামেণ্ট সম্পূর্ণ অনূদিত হইয়া গেল, শুধু ছাপার অপেক্ষা। কিন্তু তাহাতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, হিসাব করিয়া দেখা গেল, এ দেশে ১০০০০ কপি ছাপিতে ৪৩৭৫০৲ টাকা খরচ হইবে। সুতরাং ইংলণ্ড হইতে একটি মুদ্রাযন্ত্র ও হরফ পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া কেরী ১৬ই নবেম্বর তারিখে ফুলারকে পত্র দিলেন, এক জন দক্ষ মুদ্রাকরকেও ঐ সঙ্গে পাঠাইতে বলিলেন।

এই পত্রের জবাব আসিবার পূর্ব্বেই কেরী ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি কলিকাতা রওনা হইলেন—"To make the necessary enquiries about the expense of printing it here..."। তিনি তখনও সংস্কৃত শিখিতেছেন এবং প্রত্যহ হিন্দুস্থানীতেও পাঠ লইতেছেন। কলিকাতার মুদ্রাকর হিসাব করিয়া জানাইলেন যে, নিউ টেস্টামেণ্ট ছাপার অক্ষরে মোট ৬০০ পৃষ্ঠা হইবে, তাঁহারা সম্পূর্ণ নূতন সেট টাইপ কাটাইয়া সেই হরফে ১০০০০ কপি ছাপিয়া দিতে প্রায় ৪০ হাজার টাকা লইবেন। অত টাকা সংগ্রহ করা অসম্ভব জানিয়া কেরী দুঃখিত চিত্তে মদনাবাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুলাই তারিখে ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে লিখিত পত্রে দেখিতেছি—

I am forming a dictionary, Shanscrit, Bengallee and English, in which I mean to include all the words in common use. It is considerably advanced; and should my life be spared, I would also try to collate the Shanscrit with the Hebrew roots, where there is any familiarity between them....

মূল সমিতি কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র ও হরফের কোনই ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না, .সুতরাং মুদ্রাকরের সন্ধানও প্রয়োজন হইল না। মদনাবাটীতে কেরীর জীবনযাত্রাও নিরুপদ্রবে চলিতেছিল না। অনাবৃষ্টি অথবা অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে উপর্য্যুপরি তিন বৎসর নীলের কাজ প্রায় বন্ধ ছিল। সদয়হৃদয় উড্‌নি বিপন্ন কেরীকে সাহায্যের জন্য আরও দুই এক বৎসর কুঠির কাজ চালাইতে মনস্থ করিলেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সংবাদ পাওয়া গেল যে, কলিকাতায় দেশীয় ভাষার হরফ প্রস্তুতের একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে—

> A Letter-Foundry has lately been set up at Calcutta for the country languages, and I think it will be cheaper and better to furnish ourselves with types for printing the Bible in this country, than to have them cast in Europe....W. Carey, Jan. 1, 1798.

এই কারখানার কর্ত্তা কে ছিলেন জানা যায় না বটে, কিন্তু উইল্‌কিন্স-শিষ্য পঞ্চানন যে এখানে কাজ করিতেন, জে. সি. মার্শম্যান সে কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

> All trace of the author or the result of this project has been lost except the fact that the punches were cut by the workman whom Sir Charles Wilkins had trained up. Mr. Carey immediately placed himself in communication with the projector of this scheme, and relinquished all idea of obtaining Bengalee types from England.—*The Life and Times of Carey, Marshman and Ward*, Vol. I, p. 80.

এইখানেই পঞ্চাননের সহিত ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর পরিচয় হয় এবং তাহারই ফলে শ্রীরামপুরে ছাপাখানা স্থাপিত হইবার পর পঞ্চানন কেরীর সহিত যোগদান করেন।

ইহারই কিছু দিন পরে ইংলণ্ড হইতে সদ্য-আগত একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত

মুদ্রাযন্ত্র কলিকাতায় নিলামে বিক্রয় হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয়, মাত্র ৪৬ পাউণ্ড (জে. সি. মার্শম্যানের মতে ৪০ পাউণ্ড) মূল্য ধার্য্য হইয়াছিল। বাইবেল-মুদ্রণের সাহায্যের জন্য ধর্ম্মপ্রাণ উড্‌নি উহা ক্রয় করিয়া আনাইয়া কেরীকে দান করিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে (১৭৯৮) মুদ্রাযন্ত্রটি মদনাবাটী-ঘাটে আসিয়া পৌছিল। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে কেরী টাইপ অর্ডার দিবার জন্য কলিকাতা যাত্রা করিলেন। মদনাবাটীতে আসিয়াই তিনি একটি বিপদে পড়িলেন। জর্জ উড্‌নির নিকট হইতে মদনাবাটী কুঠির কাজ বন্ধ করিবার আদেশ আসিল। বিপন্ন কেরী নিকটবর্ত্তী খিদিরপুর গ্রামে নিজের এত দিনের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া উড্‌নির নিকট হইতে একটি নীলকুঠি ক্রয় করিলেন, কেরী ও ফাউন্‌টেন মুদ্রাযন্ত্রটি লইয়া সেখানে নূতন সংসার পাতিতে গেলেন।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর মার্শম্যান, ওয়ার্ড, ব্রান্সডন, গ্রাণ্ট প্রভৃতি নূতন মিশনরীদল কলিকাতায় আশ্রয় না পাইয়া ডেনিশ-রাজ্য শ্রীরামপুরে পদার্পণ করেন। জন ফাউন্‌টেন তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য পূর্ব্বেই কলিকাতা গিয়াছিলেন। ভবিষ্যতের কর্ম্মপন্থা নিজেরা স্থির করিতে না পারিয়া সকলের পরামর্শমত কেরীর মতামতের জন্য ফাউন্‌টেন ও ওয়ার্ড ১৪ই নবেম্বর নৌকাযোগে খিদিরপুর রওয়ানা হইলেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তাঁহারা কেরীর গৃহে পৌছিলেন। নিজের ও মিশনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে কেরী তিন সপ্তাহ সময় লইলেন এবং শেষ পয্যন্ত বহু কষ্টে উপার্জ্জিত খিদিরপুরের সমস্ত সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া মুদ্রাযন্ত্রটি সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে ২৫ ডিসেম্বর তারিখে শ্রীরামপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীরামপুর মিশন—কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড

(১০ জানুয়ারি ১৮০০—৩ মে ১৮০১)

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর রবিবার ব্যাপটিস্ট মিশনরী সোসাইটির দ্বিতীয় দল শ্রীরামপুরে উপস্থিত হন।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি কেরীর শুভাগমনে শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন হইল। ১১ই জানুয়ারি হইতে মিশনের কাজ আরম্ভ হইল। ওয়ার্ড, ব্রান্সডন ও কেরীর প্রথম পুত্র ফেলিক্স ছাপাখানা লইয়া পড়িলেন। সুদক্ষ মুদ্রাকর ওয়ার্ডের পরিচালনায় অত্যল্পকালমধ্যে খিদিরপুর হইতে আনীত কাঠের মুদ্রাযন্ত্রটি মিশন-বাড়ীর একটি কক্ষে স্থাপিত হইল এবং কলিকাতা হইতে ক্রীত হরফ সাজাইয়া ওয়ার্ড, ফেলিক্স, ব্রান্সডন ও এক জন দেশী কম্পোজিটর নিউ টেস্টামেণ্টের ম্যাথু-লিখিত সমাচার কম্পোজ করিতে এবং কপি ও প্রূফ সংশোধনের জন্য অবিরত কেরীর পিছনে ধাওয়া করিতে লাগিলেন। ১৮ই মার্চ তারিখে প্রথম শীট (sheet) মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত হইল। মার্চ মাসের গোড়ায় কলিকাতা হইতে পঞ্চানন আসিয়া শ্রীরামপুর মিশন-ছাপাখানার কাজে যোগদান করিয়াছিলেন; সুতরাং টাইপের অসুবিধা যেটুকু ছিল, তাহাও দূর হইয়াছিল। ওয়ার্ডের জার্নালে ১৮ই মার্চ তারিখে লিখিত আছে—

> This day brother Carey took an impression at the press of the first page in Matthew.

সেদিন মিশন-গোষ্ঠীর উৎসাহের আর সীমা ছিল না। বাংলা দেশের আকাশ-আচ্ছন্ন-করা কুসংস্কারের মেঘ ধীরে ধীরে কাটিয়া আসিতেছে, ইহা মানস নেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া সেদিন তাঁহারা উৎসব করিয়াছিলেন।

২৫এ মে তারিখে রামরাম বসু আসিয়া মিশনরী-গোষ্ঠীতে যোগ দিলেন এবং খ্রীষ্টমহিমাসম্বলিত 'হরকরা', 'জ্ঞানোদয়' প্রভৃতি কবিতা-পুস্তক রচনা করিয়া পুনরায় তাঁহাদের দলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের গোড়ায়* 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর মিশন-ছাপাখানা হইতে মুদ্রিত ইহাই সর্ব্বপ্রথম গদ্য-পুস্তক।† এই পুস্তকটি নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। ইহার পাণ্ডুলিপি ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিতের সাহায্যে কেরী কর্ত্তৃক সংশোধিত এবং মুদ্রাযন্ত্রের জন্য প্রস্তুত হইলেও টমাস ও রামরাম বসুর অনুবাদকে ভিত্তি করিয়াই এই পাণ্ডুলিপি রচিত হয়। রামরাম বসু, টমাস ও কেরীর নাম একত্র গ্রথিত করিয়া এই পুস্তকটি বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ১২৫ পৃষ্ঠায় (ডিমাই আটপেজী) সম্পূর্ণ এই পুস্তকের একটি মাত্র কপি শ্রীরামপুর কলেজ-লাইব্রেরির বোর্ড-রুম (শো-কেসে) রক্ষিত আছে। ভাষার নমুনা এইরূপ—

> আবরহামের সন্তান দাউদ তাহার সন্তান যিশু খ্রীষ্ট তাহার পূর্ব্ব পুরুষাখ্যান।
>
> আবরহাম হইতে যিসহকের উদ্ভব ও যিসহক হইতে যাকুবের উদ্ভব...

---

* ওয়ার্ডের জার্নাল, ১৫ই আগষ্ট, ১৮০০—

"and also 500 additional copies of Matthew for immediate distribution ; to which are annexed, some of the most remarkable prophecies in the Old Testament respecting Christ. These are now distributing...."

† খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী কর্ত্তৃক গেয় কতকগুলি সঙ্গীত ও রামরাম বসুর 'হরকরা' কবিতা ইতিপূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সঙ্গীতগুলির কয়েকটি কেরী কর্ত্তৃক রচিত।

অতএব তোমরা এই মত প্রার্থনা করহ হে আমারদের স্বর্গস্থ পিতঃ তোমার নাম পুণ্য করিয়া মানা যাউক। তোমার রাজ্য আইসুক তোমার ইচ্ছা যে মত স্বর্গেতে সেই মত পৃথিবীতে পালিত হউক। আমারদের দিবসিক আহার এই দিবসে দেও। ও যেমত আমরা আপনারদের দায়ীরদিগকে ক্ষমা করিতেছি সেই মত আমারদের দাওয়া সকল ক্ষমা করহ। এবং আমারদিগকে পরীক্ষায় লওয়াইও না কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা করহ কেননা রাজত্ব ও পরাক্রম ও গৌরব তোমার সদা সর্ব্বক্ষণে আমেন।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে কেরী বার্মিংহামের স্যামুয়েল পীয়ার্স লিখিত *A Letter to the Lascars* নামক পুস্তিকার অনুবাদ ও মুদ্রণ করেন।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারি বাংলা নিউ টেস্টামেণ্টের মুদ্রণ সম্পূর্ণ হয়। 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' পুস্তকের ভাষা অল্পকালের মধ্যে সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া কেরী এইরূপ দাঁড় করান—

এ আবরহামের সন্তান দাউদের সন্তান যেশু খ্রীষ্টের পূর্ব্ব পুরুষের পুস্তক—

আবরহাম জন্ম দিল য়িছ্‌হককে এবং য়িছ্‌হক জন্ম দিল যাঁকুবকে…

অতএব এই মত কামনা কর আমারদের পিতা তিনি স্বর্গে পবিত্র হউক তোমার নাম তোমার রাজ্য আগমন করুক তোমার ইচ্ছা হউক যেমন স্বর্গে তেমন পৃথিবীর উপরে অদ্য আমারদিগকে দিও আমারদের নিত্য ভক্ষ এবং মর্য্যাদা কর আমারদিগকে আমারদের দেনা যে মত আমরা মর্য্যাদা করি আমারদের দায় গৃহস্থেরদিগকে এবং আনয়ন করিও না আমারদিগকে পরীক্ষায় কিন্তু পরিত্রাণ কর আমারদিগকে আপদ হইতে একারণ রাজ্য ও শক্তি ও নাম তোমার সদাকাল আমেন।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কেরী ভাষার বিন্দুমাত্র শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। বাইবেল-মুদ্রণের ইতিহাস কেরীর শেষ-জীবন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলেও প্রাসঙ্গিকজ্ঞানে এইখানেই বর্ণনা করিতেছি। শ্রীরামপুর মিশনেরও ইতিহাস এইখানেই শেষ।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১ম সংস্করণ নিউ টেস্টামেণ্ট ডিমাই আটপেজী আকার, কোনও পৃষ্ঠা-সংখ্যা নাই। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে "১৮০৩" খ্রীষ্টাব্দ ছাপা থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮০২-এ ওল্ড টেস্টামেণ্টের The Pentateuch অংশ, ১৮০৩-এ Job, Song of Solomon, ১৮০৭-এ Isaiah—Malachi, ১৮০৯-এ Joshua—Esther, ১৮০৭-এ St. Luke's Gospel, Acts and Romans। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে নিউ টেস্টামেণ্টের তৃতীয় ফোলিও সংস্করণ, ২য় সংস্করণেরই পুনর্মুদ্রণ। ১৮১৩-তে The Pentateuch দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৮১৬-তে নিউ টেস্টামেণ্ট ৪র্থ সংস্করণ। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে এইরূপ ৮টি সংস্করণ হয়।

মার্ডকের ক্যাটালগ হইতে জানা যায় যে, 'লাসকারদের প্রতি' ও বিভিন্ন খণ্ড বাইবেল ছাড়া মিশন-প্রেস হইতে কেরীর নিম্নলিখিত পুস্তিকাগুলিও মুদ্রিত হইয়াছিল—

ওয়ার্ডের The Missionaries' Address to the Hindoos, কেরী-কৃত অনুবাদ।

কেরী-কৃত A Short Summary of the Gospel.

মৃত্যুর কিছু কাল পূর্ব্বেই কেরী সম্পূর্ণ বাইবেলের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন, সংশোধনে পূরা বারো বৎসর লাগিয়াছিল। ইহার মধ্যে নিউ টেস্টামেণ্টের ৮ম সংস্করণ স্থান পাইয়াছে। কেরীর শেষ সংশোধিত ভাষা এইরূপ—

অতএব এই মত প্রার্থনা কর হে আমারদের স্বর্গস্থ পিতা তোমার নাম পবিত্ররূপে মান্য হউক। তোমার রাজ্যের আগমন হউক। যেমন স্বর্গে তেমন পৃথিবীতে তোমার ইষ্টক্রিয়া করা যাউক। অদ্য আমারদের নিত্য ভক্ষ্য আমারদিগকে দেও। এবং যেমন আমরা আপনারদের ঋণধারির দিগকে মাফ করি সেই মত আমারদের ঋণ মাফ কর। এবং আমারদিগকে পরীক্ষায় চালাইও না কিন্তু আমাদিগকে আপদ হইতে পরিত্রাণ কর কেন না সদা সর্ব্বক্ষণে রাজ্য ও শক্তি ও গৌরব তোমার। আমিন।

ভাষার দিক দিয়া কেরী যে শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। মুন্‌শী ও পণ্ডিতদের উৎসাহিত করিয়া তিনি যাহা করিয়াছেন, তাঁহার নিজের কীর্ত্তি তাহার তুলনায় সামান্য। তথাপি তাঁহার নিউ টেস্টামেন্টের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের ফলেই ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল তারিখে ভারতের তদানীন্তন গবর্নর-জেনারেল মার্কুইস ওয়েলেস্‌লি কর্ত্তৃক পূর্ব্ব-বৎসরে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বঙ্গভাষার অধ্যাপক-(teacher)-পদে নিয়োগের প্রস্তাব ডেভিড ব্রাউন মারফৎ তাঁহার নিকট পৌঁছে। ভ্রাতৃমণ্ডলীর সহিত পরামর্শ করিয়া কেরী ৪ঠা মে ঐ পদ গ্রহণ করেন।

উইলিয়ম কেরী ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

(৪ মে ১৮০১—১৮৩১)

শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের প্রধান হিসাবে এবং অবিশ্বাসীদের মধ্যে ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচার ব্যপদেশে উইলিয়ম কেরী বাংলা ভাষার যে উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু বাংলা

ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ওয়েলেস্‌লি-প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করিয়াই কেরীর যথার্থ সাধনা সুরু হয়। কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ দেওয়ান রামকমল সেন তাঁহার সুবিখ্যাত *A Dictionary in English and Bengalee* (1834) গ্রন্থের ভূমিকায় (পৃ. ১৪) এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

> In 1800 the College of Fort William was instituted and the study of the Bengalee language was made imperative on young Civilians. Persons versed in the language were invited by Government and employed in the instruction of the young writers. From this time forward writing Bengalee correctly may be said to have begun in Calcutta; a number of books were supplied by the Serampore Press, which set the example of printing works in this and other eastern languages. The College Pundits following up the plan produced many excellent works. Amongst them the late *Mrityunjoy Vidyalankar*, the head Pundit of the College, was the most eminent. I must acknowledge here that whatever has been done towards the revival of the Bengalee language, its improvement, and in fact the establishing it as a language must be attributed to that excellent man Dr. Carey and his colle[a]gues, by whose liberality and great exertions many works have been carried through the Press and the general tone of the language of this province so greatly raised.

বাংলা ভাষার উন্নতির বিষয়ে এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দান অসামান্য, বস্তুতঃ আমাদের কাল পর্য্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি কেবল এই কারণেই। কোম্পানির রাইটারদিগকে যখন আরবী, ফারসী ও হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা দিবার কাজ কিয়ৎপরিমাণে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, তখন পর্য্যন্তও বাংলা দেশে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা শিক্ষা দিবার কোনও বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয় নাই। বাংলা-বিভাগের ভার লইতে পারেন, এমন কোনও ইংরেজের কথা কর্ত্তৃপক্ষ

অবগত ছিলেন না। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে শ্রীরামপুর মিশন হইতে নিউ টেস্টামেণ্টের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত ও প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে লর্ড ওয়েলেস্‌লির দৃষ্টি উইলিয়ম কেরীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁহারই নির্দ্দেশমত কলেজের প্রোভোস্ট ডেভিড ব্রাউন বাংলা-বিভাগের দায়িত্ব লইতে কেরীকে অনুরোধ করিয়া পত্র দেন। অনেক চিন্তার পর কেরী ঐ পদ গ্রহণে স্বীকৃত হন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে হইতে তিনি নিযুক্ত হন এবং ৪ঠা মে হইতে কলেজে যোগদান করেন।*

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সাট্‌ক্লিফের নিকট লিখিত একখানি পত্রে দেখিতে পাই, ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের কোনও সময়ে মারাঠী ভাষার শিক্ষকতার ভারও তাঁহার উপর অর্পিত হয় এবং তাঁহার বেতন দুই শত টাকা বৃদ্ধি পাইয়া মাসিক সাত শত হয়। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখের "পাবলিক ডিস্‌পিউটেশনে" তাঁহার ছাত্রদের কৃতিত্ব দৃষ্টে তাঁহাকে হাজার টাকা বেতনে অধ্যাপকের পদ দেওয়ার প্রস্তাব হয়, কিন্তু তৎকালে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি হেলিবরি (হার্টফোর্ড) কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ব্যয়সংক্ষেপ করিবার জন্য প্রোভোস্ট, সহকারী প্রোভোস্ট প্রভৃতি কয়েকটি মোটা মাহিনার পদ উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং সেই সময়েই (জানুয়ারি, ১৮০৭) কেরী বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ও মারাঠী ভাষার শিক্ষকরূপে মাসিক ১০০০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন।

শ্রীরামপুর মিশনের পাদরি হিসাবে উইলিয়ম কেরীর যে সঙ্কীর্ণতা দেখিয়া আমরা পীড়িত হই, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃত ও বাংলা

---

* জন ক্লার্ক মার্শম্যানের মতে ১২ই মে।

ভাষার অধ্যাপনা করিতে করিতে তাঁহাকে ধীরে ধীরে সেই সঙ্কীর্ণতা-বিমুক্ত হইতে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হই। বস্তুতঃ এই কলেজের জন্যই বাংলা দেশ কেরীকে নিবিড়ভাবে আপনার করিয়া পাইয়াছিল, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সেদিক দিয়াও কম সার্থক নয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা ভাষার প্রধান অধ্যাপক উইলিয়ম কেরীর যত্নে এবং উৎসাহে বাংলা-সাহিত্যের প্রথম সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

কেরী ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অধ্যাপক হিসাবে কলেজের সহিত যুক্ত ছিলেন। এই কালের মধ্যে তিনি বাংলা ভাষা সংক্রান্ত ব্যাকরণ, অভিধান ও বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা ছাড়াও বাংলা ও অন্যান্য বহু ভারতীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ এবং সংস্কৃত, মারাঠী, ওড়িয়া, অসমীয়া, পাঞ্জাবী, কর্ণাট প্রভৃতি ভাষার ব্যাকরণ অভিধানও সঙ্কলন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। এগুলির বিস্তৃত বিবরণী আমাদের এই জীবনীর পক্ষে অনাবশ্যক। যাঁহারা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে চাহেন, তাঁহারা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত (৪৬ বর্ষ) লেখকের "বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ" নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধ দেখিবেন। কেরী-সঙ্কলিত "Universal Dictionary" বা "পলিগ্লট ভোকাবুলারি"র বিস্তৃত উল্লেখও তাহাতে আছে।

এই কালের মধ্যে কেরীর আরও বহুবিধ কীর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে ভারতীয় কৃষি, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার বহুবিধ গবেষণা উল্লেখযোগ্য। বাংলা হরফ সংস্কার এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষার হরফ নির্ম্মাণ করাইয়া তিনি যথেষ্ট কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিখ্যাত লিনিয়ান সোসাইটির সভ্য হন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লণ্ডন জিওলজিকাল সোসাইটি, রয়াল এগ্রিকালচারাল

সোসাইটি প্রভৃতির সভ্য হন এবং ভারতবর্ষে এগ্রি-হর্টিকাল্‌চারাল সোসাইটি স্থাপন করেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উক্ত সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন এবং ঐ বৎসরেই মাসিক ৩০০ টাকা বেতনে গবর্মেণ্টের বাংলা-অনুবাদক-পদে প্রতিষ্ঠিত হন ; ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের বাজেয়াপ্তি আইন তাঁহারই অনুবাদ। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রসিদ্ধ সতীদাহ-নিবারক আইনের অনুবাদও তাঁহার।

কেরীর বিভিন্ন ভাষায় বাইবেল অনুবাদ এবং বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান রচনার বহর দেখিয়া অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ সন্দেহ করিয়াছেন, মিশনে এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রধান হওয়ার দরুন অপরের কৃতিত্ব তিনি আত্মসাৎ করিয়াছেন। কিন্তু সমসাময়িক বিবরণ হইতে যাঁহারা তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ অনুধাবন করিবেন, তাঁহারা এই বিরাটত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। এই সময়ে তাঁহার দৈনন্দিন কাজের একটি তালিকা এক জন মিশনরীর ব্যক্তিগত পত্রে পাই। তিনি শয্যাত্যাগ করিতেন পৌনে ছয়টায়, হিব্রু বাইবেলের এক অধ্যায় পাঠ ও উপাসনা করিতে সাতটা বাজিয়া যাইত। তার পর পরিবারস্থ সকলকে লইয়া বাংলায় উপাসনা করিতেন। প্রাতরাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মুন্‌শীর সহিত ফারসী পড়িতেন। প্রাতরাশের পর পণ্ডিতকে লইয়া রামায়ণ অনুবাদের কাজ চলিত, তার পর কলেজে গিয়া বেলা দুইটা পর্য্যন্ত শিক্ষকতা করিতেন। বাড়ি ফিরিয়া সমস্ত দিনের সঞ্চিত বিভিন্ন পুস্তকের প্রুফ দেখিতে হইত, তাহার পরিমাণ বড় কম ছিল না। সান্ধ্য-আহার সারিয়া তিনি মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিতের সহায়তায় সংস্কৃতে বাইবেল অনুবাদ করিতেন। এক অধ্যায় শেষ হইলেই তেলিঙ্গা পণ্ডিতের নিকট পাঠ লইতেন। রাত্রি নয়টার সময় তিনি একাকী বাংলা অনুবাদে বসিতেন। রাত্রি এগারোটার সময় গ্রীক বাইবেল এক

অধ্যায় পড়িয়া তিনি শয়ন করিতেন। নিতান্ত অসুস্থ না হইলে তিনি এই ধরনের পরিশ্রম হইতে কখনও বিরত হইতেন না। অসুখেও তিনি খুব কম পড়িয়াছেন।

কেরী-লিখিত বাংলা ও বাংলা ভাষা সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য পুস্তকাবলী

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে জন টমাস, রামরাম বসু ও উইলিয়ম কেরীর সমবেত চেষ্টা ও যত্নে অনূদিত 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।* ঐ মাসেই স্যামুয়েল পীয়ার্সের *A Letter to the Lascars* পুস্তকের কেরী-কৃত বাংলা অনুবাদ মুদ্রিত হয়, ইহাই একান্ত ভাবে কেরীর লিখিত প্রথম পুস্তিকা। এই ধরনের পুস্তিকা তিনি আরও লিখিয়াছেন, সেগুলির উল্লেখ অনাবশ্যক। আমরা এখানে কেরী লিখিত বা সঙ্কলিত বাংলা ভাষার উন্নতির সহিত সম্পর্কিত প্রধান প্রধান পুস্তকেরই পরিচয় দিতেছি।

১। **নিউ টেষ্টামেণ্ট।** ই° ১৮০১। পৃ. সংখ্যা নাই।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি (৭ই ফেব্রুয়ারি ছাপা শেষ হয়) টমাস-বসু-কেরী-ফাউনটেন-অনূদিত এবং কেরী-সম্পাদিত সমগ্র নিউ টেস্টামেণ্ট প্রকাশিত হয়। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

> ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য। / বিশেষত / যাহা মনুষ্যের ত্রাণ ও কার্য্যশোধনার্থে প্রকাশ করিয়াছেন।— / তাহাই ধর্ম্ম পুস্তক / তাহার অন্ত ভাগ।— / তাহা

* এই পুস্তকের কোনও মলাট বা আখ্যা-পত্র দেখি নাই। প্রথম পৃষ্ঠায় 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' এই নাম লেখা আছে।

আমারদের প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা যিশু খ্রীষ্টের। মঙ্গল সমাচার / গ্রীক ভাষা হইতে তর্জ্জমা হইল। / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— / ১৮০১

কেরীর জীবদ্দশায় এই পুস্তকের আটটি সংশোধিত সংস্করণ হইয়াছিল।

২। বাংলা ব্যাকরণ। ইং ১৮০১।

নিউ টেস্টামেণ্ট প্রথম সংস্করণ ছাপা হইবার অব্যবহিত পরেই (মে, ১৮০১) কেরীকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তকাদি লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয়। ওল্ড টেস্টামেণ্টের অনুবাদ মুদ্রিত হইতে হইতেই কলেজের জন্য দুইখানি পুস্তক তিনি সঙ্কলন করিয়া ফেলেন। সাইল্যাণ্ডকে লিখিত ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুনের পত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, কেরীর বাংলা ব্যাকরণটি সেই সময়েই সঙ্কলিত এবং অর্দ্ধেক মুদ্রিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টধর্ম্মসংক্রান্ত পুস্তক ও পুস্তিকা বাদ দিলে বাংলা-ভাষাবিষয়ক ইহাই কেরীর প্রথম পুস্তক, ইহার মুদ্রণকার্য্য শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দেই সম্পন্ন হইয়াছিল। ব্যাকরণটি হাল্‌হেডের ব্যাকরণের আদর্শে সম্পূর্ণ ইংরেজীতেই লেখা। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ ছিল—

A / Grammar / of the / Bengalee Language. / Serampore. / Printed at the Mission Press. / 1801.

প্রথম সংস্করণের পুস্তক আমরা দেখি নাই। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির ইংরেজী পুস্তক-সংগ্রহের তালিকার প্রথম ভলুমে (ইং ১৮৮৮) ৩৯৫ পৃষ্ঠায় ইহার অস্তিত্বের উল্লেখ আছে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা দেওয়া নাই। ইউস্টেস কেরী সঙ্কলিত *Memoir of William Carey, D. D.* (ইং ১৮৩৬) পুস্তকের পরিশিষ্টে ৫৮৭ হইতে ৬১০

পৃষ্ঠায় প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত এইচ. এইচ. উইল্‌সন "Remarks on the Character and Labours of Dr. Carey, as an Oriental Scholar and Translator" নামক যে নিবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে কেরীর ব্যাকরণের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে তিনি লিখিয়াছেন—

> I have made some distinctions and observations not noticed by him [Halhed], particularly on the declension of nouns and verbs, and the use of participles.

উইল্‌সন, গ্রীয়ার্‌সন প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথম সংস্করণের প্রায় দ্বিগুণ আকার লইয়াছিল।*

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

> Since the first edition of this work was published, the writer has had an opportunity of obtaining a more accurate knowledge of this language. The result of his application to it he has endeavoured to give in the following pages, which [on account of the variations from the former edition,] may be esteemed a new work.

এই ব্যাকরণ রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেরী তাঁহার ভূমিকায় (৪র্থ সংস্করণ, ১৮১৮) বলিয়াছেন—

* ২১ সেপ্টেম্বর ১৮০৩ তারিখে সাটক্লিফের নিকট লিখিত পত্রে কেরী স্বয়ং বলিতেছেন, "I am reprinting my Bengali grammar, with many alterations and additions." সাটক্লিফের নিকট লিখিত ২২ আগষ্ট ১৮০৫ তারিখের পত্রে আছে, "I have written and printed a second edition of my Bengali grammar, wholly new worked over, and greatly enlarged...."

Bengal, as the seat of the British government in India, and the centre of a great part of the commerce of the East, must be viewed as a country of very great importance. Its soil is fertile, its population great, and the necessary intercourse subsisting between its inhabitants and those of other countries who visit its ports, is rapidly increasing. A knowledge of the language of this country must therefore be a very desirable object.

The pleasure which a person feels in being able to converse upon any subject with those who have occasion to visit him, is very great. Many of the natives of this country, who are conversant with Europeans, are men of great respectability, well informed upon a variety of subjects both commercial and literary, and able to mix in conversation with pleasure and advantage. Indeed, husbandmen, labourers, and people in the lowest stations, are often able to give that information on local affairs which every friend of science would be proud to obtain...

সুতরাং বাংলা ভাষা শিক্ষা ইউরোপীয়দের পক্ষে একান্ত ভাবে আবশ্যক। তাহা ছাড়া, বাংলা ভাষার নিজস্ব মহিমার কথা উল্লেখ করিতেও কেরী ভুলেন নাই।

...Bengalee, a language which is spoken from the Bay of Bengal in the south, to the mountains of Bootan in the north, and from the borders of Ramgur to Arakan.

It has been supposed by some, that a knowledge of the Hindoosthanee language is sufficient for every purpose of business in any part of India. THIS IDEA IS VERY FAR FROM CORRECT; for though it be admitted, that persons may be found in every part of India who speak that language, yet Hindoosthanee is almost as much a foreign language, in all the countries of India, except those to the north-west of Bengal, which may be called Hindoosthan proper, as the French is in the other countries of Europe. In all the courts of justice in Bengal, and most probably in every other part of India, the poor usually give their evidence in the dialect of that particular country, and seldom understand any other ;...

The Bengalee may be considered as more nearly allied to the Sungskrita than any of the other languages of India ;...four-fifths of the words in the language are pure Sungskrita. WORDS MAY BE COMPOUNDED WITH SUCH FACILITY, AND TO SO GREAT AN EXTENT IN BENGALEE, AS TO CONVEY IDEAS WITH THE UTMOST PRECISION, A CIRCUMSTANCE WHICH ADDS MUCH TO ITS COPIOUSNESS. On these, and many other accounts, it may be esteemed one of THE MOST EXPRESSIVE AND ELEGANT LANGUAGES OF THE EAST.

কেরীর ব্যাকরণ এগারটি অধ্যায়ে বিভক্ত।—১। বর্ণপরিচয়, ২। যুক্তবর্ণ, ৩। শব্দ ও তাহার বিভিন্ন রূপ (বিশেষ্য), ৪। গুণবাচক শব্দ (বিশেষণ), ৫। সর্ব্বনাম, ৬। ক্রিয়াপদ, ৭। শব্দগঠন, ৮। সমাস, ৯। অব্যয় ও উপসর্গ, ১০। সন্ধিপ্রকরণ, এবং ১১। অন্বয় (syntax)।

এই ব্যাকরণের অধিকাংশ দৃষ্টান্ত-বাক্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক হইতে, প্রধানতঃ মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা হইতে, সংগৃহীত হইয়াছে। পুস্তকের শেষে একাদশ অধ্যায়ের পর সংখ্যাবাচক শব্দ, ওজন ও মাপের বিভাগ, টাকাকড়ির বিভাগ, সময়ের বিভাগ, বার, মাস ও তিথির হিসাব দেওয়া হইয়াছে।

কেরীর ব্যাকরণ বাংলা ভাষার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুস্তক হওয়া সত্ত্বেও গত দীর্ঘ দেড় শত বৎসর কালের মধ্যে এক উইল্‌সন সাহেব ব্যতীত অন্য কেহ ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই। পরবর্ত্তী কালে যে দুই এক জনের পুস্তকে এ বিষয়ে আলোচনা দেখা যায়, তাঁহারাও নির্ব্বিবাদে উইল্‌সনের আলোচনাই আত্মসাৎ করিয়াছেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মেরিডিথ টাউনসেণ্ড এই ব্যাকরণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

It is the one Grammar we have ever seen made for men ignorant of the language to be studied, divested of all rigmarole

about the structure of inflexions, and reduced to the half-dozen arbitrary formulas by which, and not by philosophical discussion, children learn their mother tongue.

পণ্ডিত এইচ. এইচ. উইল্‌সন লিখিয়াছেন—

The Bengali grammar of Dr. Carey explains the peculiarities of the Bengali alphabet, and the combination of its letters; the declension of substantives, and formation of derivative nouns; the inflexions of adjectives and pronouns; and the conjugations of the verbs: it gives copious lists and descriptions of the indeclinable verbs, adverbs, prepositions, etc., and closes with the syntax, and an appendix of numerals, and tables of weights and measures. The rules are comprehensive, though expressed with brevity and simplicity; and the examples are sufficiently numerous and well chosen. The syntax is the least satisfactorily illustrated; but this defect was fully remedied by a separate publication, printed also in 1801, of Dialogues in Bengali, with a translation into English...

৩। **কথোপকথন**। ইং ১৮০১। পৃ. সংখ্যা ৮+২১৭।

কেরীর এই *Dialogues*... পুস্তকখানি *Colloquies* নামেও প্রসিদ্ধ। পুস্তক আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে একটি "ফ্লাই লীফে" ঐ নাম দেওয়া আছে বলিয়া পুস্তকেরও ঐ নামে প্রসিদ্ধি হইয়াছে। বাংলায় উহা কেরীর 'কথোপকথন' নামে পরিচিত। পুস্তকারম্ভে কেরী স্বয়ং ঐ নাম দিয়াছেন। পুস্তকটির যথার্থ সম্পূর্ণ নাম এই—

Dialogues,/ intended/ to facilitate the acquiring/ of/ The Bengalee Language./ Serampore,/ Printed at the Mission Press./ 1801.

এই পুস্তক ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়; ভূমিকায় ৪ঠা আগস্ট, এই তারিখ দেওয়া আছে। বাঙালী-রচিত প্রথম বাংলা গদ্য-পুস্তক রামরাম বসু-প্রণীত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' মুদ্রণ-গৌরবে ইহা অপেক্ষা মাত্র এক মাসের বড়।

প্রথম সংস্করণের ভাষা অপেক্ষাকৃত চলতি-ঘেঁষা ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে সকল পরবর্ত্তী সংস্করণে কেরী কথোপকথনের ভাষাকে স্থানে স্থানে সংস্কৃত-ঘেঁষা করিয়া উন্নতির চেষ্টা করিয়াছেন।

Dialogues··· পুস্তকখানি নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। অনেকে এই পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, কেরীর ব্যাকরণ হইতেও ইহার গুরুত্ব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দিক দিয়া অধিক। উইল্‌সন বলিয়াছেন, এই পুস্তক বাংলা ফ্রেজ ও ইডিয়মের বৈচিত্র্যে পূর্ণ। মৌখিক ভাষা শিখিবার পক্ষে সে যুগে ইহার উপযোগিতা অনুমেয়।

ব্যাকরণের মত *Dialogues*··· পুস্তকেরও প্রথম সংস্করণে কেরীর নাম আখ্যা-পত্রে ছিল না। ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন—

> That the work might be as compleat as possible, I have employed some sensible natives to compose dialogues upon subjects of a domestic nature, and to give them precisely in the natural stile of the persons supposed to be speakers. I believe the imitation to be so exact, that they will not only assist the student, but furnish a considerable idea of the domestic economy of the country.
>
> The great want of books to assist in acquiring this language, which is current through an extent of country nearly equal to Great Britain, and which, when properly cultivated will be inferior to none, in elegance and perspicuity, has induced me to compile this small work : and to undertake the publishing of two or three more, principally Translations from the Sangskrito. These will form a regular series of books in the Bengalee, gradually becoming more and more difficult, till the student is introduced to the higher classical works in the language.

এই পুস্তক সম্পর্কে কেরীর কৃতিত্ব সঙ্কলনের ও সম্পাদনের, এবং এই কার্য্যে তিনি যে সাহস, বিচক্ষণতা ও বিবেচনাবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন,

সেকালের এক জন মিশনরীর পক্ষে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। গ্রন্থের রচনা সম্পর্কে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের কৃতিত্বও অস্বীকার করা যায় না। কেরীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার এক জন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু 'এশিয়াটিক জার্নালে' লিখিয়াছিলেন—

> **As evincing the practical tendency of his works, we may notice a very useful performance, his Bengali and English Colloquies. These were composed in the original Bengali, probably by a clever native, and may be compared, in respect of the graphic power they discover of showing life as it is,—in its rustic and familiar, as well as more polite forms,—to the detached scenes of a good play, exhibiting correct transcripts of nature.**

সে যুগের পণ্ডিতদের রচনার সহিত তাঁহাদের লিখিত ও অনূদিত পুস্তক মারফৎ আমাদের যে পরিচয় আছে, তাহাতে আমরা মনে করিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারই এই সকল কথোপকথন রচনার জন্য সম্ভবতঃ দায়ী। অন্য কেহই তাঁহার মত মৌখিক ভাষা এবং প্রচলিত ইডিয়ম সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। তাঁহার কথোপকথন-পারদর্শিতার পরিচয় আমরা তাঁহার 'বত্রিশ সিংহাসন' 'হিতোপদেশ' ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'য় যথেষ্ট পরিমাণে পাইয়াছি। তথাপি, কেরীর নামে যখন পুস্তকটি বাহির হইয়াছে, আজ সকল প্রশংসাই কেরীরই প্রাপ্য।

Dialogues... পুস্তকখানিতে চাকর ভাড়া করণ, সাহেবের হুকুম, সাহেব ও মুনসি, পরামর্শ, ভোজনের কথা, যাত্রা, পরিচয়, ভূমির কথা, মহাজন আসামি, বাগান করিবার হুকুম, ভদ্রলোক ভদ্রলোক, প্রাচীন প্রাচীন, শুপারিস, মজুরের কথা বার্ত্তা, খাতক মহাজনি, সাধু খাতকি, ঘটকালি, হাটের বিষয়, স্ত্রীলোকের হাট করা, স্ত্রীলোকের কথোপকথন, তিয়রিয়া* কথা, ইজারার পরামর্শ, ভিক্ষুকের কথা, কায

* তিয়রিয়া—জেলে, fisherman।

চেষ্টার কথা, কন্দল, স্ত্রীলোকের হাট করণ, যাজক ও যজমান, স্ত্রী লোক স্ত্রী লোক কথা বার্ত্তা, মাইয়া কন্দল, যজমান যাজকের কথা, জমিদার রাইয়ত এবং কথোপকথন—মোট একত্রিশটি অধ্যায় আছে। মূল বাংলা বাম পৃষ্ঠায় ও কেরীর ইংরেজী অনুবাদ দক্ষিণ পৃষ্ঠায় ছাপা। "জমিদার রাইয়ত" বৃহত্তম অধ্যায়, জমিদার ও প্রজার মধ্যে যত দূর সম্ভব, প্রায় সকল বাস্তব আলোচনাই দেওয়া হইয়াছে। শেষ অধ্যায় "কথোপকথনে" সাধারণভাবে বিবাহ, ঘটকালি, পণ, বিবাহরাত্রির খাওয়াদাওয়া ও রোসনাইয়ের কথা, বাকি সকল অধ্যায়েরই বিষয় শিরোনামায় দেওয়া আছে। তন্মধ্যে তিয়রিয়া কথা, ভিক্ষুকের কথা, হাটের বিষয়, স্ত্রীলোকের হাট করা, মজুরের কথাবার্ত্তা, স্ত্রীলোকের কথোপকথন প্রভৃতি অধ্যায় এমনই সহজ এবং বাস্তব ভঙ্গীতে রচিত যে, এগুলি পড়িলে টেকচাঁদ ঠাকুর, হুতোম ও দীনবন্ধু মিত্রের কথা মনে পড়ে। খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক পাদরি এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ হইয়া কেরী যে তাঁহার সঙ্কলনে "কন্দল" ও "মাইয়া কন্দল" অধ্যায় সন্নিবিষ্ট করিতে দ্বিধা করেন নাই, ইহাতে তাঁহার যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির পরিচয় পাই। অনেকে এই কারণে তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়াছেন, কিন্তু বাংলা ভাষার সর্ব্বপ্রকার সম্ভাবনা ও প্রকাশ-বৈচিত্র্যের পরিচয় দিতে বসিয়া কেরী বাক্যদুষ্টির জন্য নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন নাই। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সকল ছাত্রের এই 'কথোপকথন' বইখানির সহিত পরিচিত হওয়া উচিত।* আমরা কৌতূহলী পাঠকের জন্য ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ হইতে নীচে সামান্য দুই একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম। বাংলা ব্যাকরণের দিক দিয়া এই বইখানি লইয়া বিশেষ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

* দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার ১৩ সংখ্যক পুস্তক হিসাবে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে।

মজুরের কথা বার্ত্তা

ফলনা কায়েতের বাড়ী মুই কায করিতে গিয়াছিনু তার বাড়ী অনেক কায আছে। তুই যাবি।

না ভাই। মুই সে বাড়ীতে কায করিতে যাব না তারা বড় ঠেঁটা। মুই আর বছর তার বাড়ী কায করিয়াছিলাম মোর ছদিনের কড়ি হারামজাদগি করিয়া দিলে না মুই সে বেটার বাড়ী আর যাব না।

কেন ভাই। মুইত দেখিলাম সে মানুষ বড় খারা মোকে আগু এক টাকা দিয়াছে আর কহিয়াছে তুই আর লোক নিয়া আসিস মুই আগাম টাকা দিব তাকে।

আচ্ছা ভাই। যদি তুই মোকে সে বাড়ী নিয়া যাবি তবে মুই তোর ঠাঁই মোর খাটুনি নিব।

ভাল ভাই। তুই চল তোর যত খাটুনি হবে তা মুই তোকে দিব।...

স্ত্রীলোকের হাট করা

আয়টে সকাল করে চল সূতা না বিকেলে তো নুন তেল বেসাতি পাতি হবে না।

ওটে বুন সে দিন কলাঘাটার হাটে গিয়াছিলাম তাহাতে দেখিয়াছি সূতার কপালে আগুন লাগিয়াছে। পোড়া কপালে তাঁতি বলে কি আট পণ করে সূতাখান। সে সকল সূতা আমি এক কাহন বেচেচি টে।

সে দিন দেখে আর হাটপানে মুয়াতে ইচ্ছা করে না। চল দিদি যাই না গেলে তো হবে না ঘরে বেসাতি পাতি কিছু নাই ছেলেরা ভাত খাবে কি দিয়া আর আধ সেরটাইক কাপাইস আনিতে হবে।

ওগো দিদি সূতা আছে। বাহির কর দিকি দেখি।

নারে তোরে আর সূতা দিব না আর দিন তুই যে সূতা হাঁটকিয়াছিলি তাহাতে আমার সূতা নষ্ট হইয়াছে।

ওটে পাগল বুন। দেতো দেখি গোচের হয়তো নিব।...

কন্দল

আর শুনেছিসডে নিশ্মলের মা। এই যে বেণে মাগীর অহঙ্কারে আর চকে মুখে পথ দেখে না। হ্যাত্থাখ। কালি যে আমার ছেলে পথে ডাড়িয়াছিল তা ঐ বুড়া মাগী তিন চা'র ছেলের মা করিলে কি ভরন্ত কলসিডা অমনি ছেলের মাথার উপর তলানি দিয়া গেল। সেইহইতে বাইটের বাছা জরে ঝাউরে পড়েছে। এমন গরবাগুকি বলে আবার গালাগালি ঝকড়া করে। এ ভাতার খাগি সর্ব্বনাশির পুতটা মরুক তিন দিনে উহার তিনডা বেটার মাথা খাউক ঘাটে বসে মঙ্গল গাউক।

হাঁলো ঝি জামাই খাগি কি বলছিস। তোরা শুনছিস গো এ আঁটকুড়ি রাঁড়ির কথা। তুই আমার কি অহঙ্কার দেখিলি তিন কুলখাগি আমি কি দেখে তোর ছেলের মাথার উপর দিয়া কলসি নিয়া গিয়াছিলাম যে তুই ভাতার পুত কেটে গালাগালি দিচ্ছিস। তোর ভালডার মাথা খাই হালো ভালডা খাগি তোর বুকে কি বাঁশ দিয়াছিলাম হাডে।

থাকলো ছারকপালি গিদেরি থাক। তোর গিদেরে ছাই পল প্রায়। যদি আমার ছেলের কিছু ভাল মন্দ হয় তবে কি তোর ইটা ভিটা কিছু থাকিবে যা মনে আছে তা করিব। তখন তোমার কোন বাপে রাখে তাই দেখিব। হে ঠাকুর তুমি যদি থাক তবে উহার তিন বেটা যেন সাপের কামড়ে আজি রাত্রে মরে। ও যে কালি প্রাতঃকালে

বাছাং করে কান্দে তবেই ও অহঙ্কারির অহ্কারে ছাই পড়ে। হা বউরাঁড়ি তোর সর্ব্বনাশ হউক। তোর বংশে বাতি দিতে যেন কেউ থাকে না।

ওলো। তোর শাপে আমার বাঁ পার ধূলা ঝাড়া যাবে। তোর ঝি পুত কেটে দি আমার ঝি পুতের পায়। যালো যা বারোভূয়ারি ভাড়ানি হাট বাজার কুড়ানি খানকি যা। তোর গালাগালিতে আমার কি হবে লো কুন্দলি।

আইং। এমন কর্ম্ম কি ও দেখে করেছে তা নহে। ওও পোয়াতি বটে। যা বুন। তুইও যা। ও যাউক। আর বকড়া কল্লে কাজ নাই। পাড়াপড়সি রাতি পোয়াইলেই দেখা হবে এত বাড়াবাড়ি কেন।

৪। ওল্ড টেষ্টামেণ্ট—মোশার ব্যবস্থা। ইং ১৮০২।

টমাস, রামরাম বসু, মার্শম্যান ও ফাউন্টেনের আংশিক সহায়তায় অনূদিত কেরীর ওল্ড টেস্টামেণ্টের চারি খণ্ড ১৮০২ হইতে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাহির হইয়াছিল। প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ভুলক্রমে আখ্যা-পত্রে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া উল্লিখিত থাকিলেও উহা প্রকৃতপক্ষে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পুস্তকের আখ্যা-পত্র এইরূপ—

> ধর্ম্মপুস্তক / তাহা ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য।— / যাহা প্রকাশ করিয়াছেন মনুষ্যের ত্রাণ ও কাৰ্য্যশোধনার্থে— / তাহার প্রথম ভাগ যাহাতে চারিবর্গ— / মোশার ব্যবস্থা।— / রিশবালের বিবরণ।— / গীতাদি— / ভবিষ্যত বাক্য।— / মোশার ব্যবস্থা— / তর্জ্জমা হইল এব্রি ভাষা হইতে।— / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— / ১৮০১

The Pentateuch বা মোশার ব্যবস্থা অর্থাৎ ওল্ড টেস্টামেণ্টের প্রথম খণ্ড যে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় নাই, তাহার প্রমাণ কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের ১৮ ডিসেম্বর ১৮০১ তারিখের একটি চিঠিতে পাই। তাঁহারা লিখিতেছেন—

The first volume of the Old Testament is nearly half printed; viz., to the thirty-third chapter of Exodus.

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাইয়ের চিঠিতে দেখিতেছি—

The last sheet of the pentateuch will be printed next week; and we are about to print the last volume but one of the testament, including Job and Solomon's song. One hundred copies of the Psalms and Isaiah have been ordered by the College at Calcutta.

অর্থাৎ ওল্ড টেস্টামেণ্ট প্রথম খণ্ড ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে জুলাইয়ের শেষে বাহির হইয়াছিল। ঠিক এই সময়ে কেরী বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আরও কিছু কাজ করিতে বা করাইতে মনস্থ করিতেছিলেন, ডক্টর রাইল্যাণ্ডের নিকট ৩১এ আগস্ট তারিখে লিখিত তাঁহার পত্রে তাহা জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

I have some time past been contriving the plan of a work, which I propose to write in Bengalee. The design is to prove to the natives of this country, that the gospel is a necessary blessing to them...AND THE INSUFFICIENCY AND CONTRADICTION OF THE BOOKS BY THEM ACCOUNTED SACRED. I intend that it should occupy about two hundred pages...

বাহির হইয়া থাকিলে এই পুস্তকের সন্ধান আমরা পাই নাই।

৫-৬। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত। ইং ১৮০২।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দেই কেরী কর্ত্তৃক কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মহাভারতের ছাপা সুরু হয় আগে, ইহা চারি খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছিল। রামায়ণ পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমানে আমরা বাজারে যে সকল রামায়ণ-মহাভারতের সংস্করণ দেখি, তাহার প্রায় প্রত্যেকটিই শ্রীরামপুর

মিশন প্রেসের আদর্শে মুদ্রিত। পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার পরবর্ত্তী সংস্করণ কৃত্তিবাস-কাশীদাসের উপর কলম চালাইয়া "অবিশুদ্ধ" মূলকে বিশুদ্ধ করিয়াছিলেন।

৭। **ওল্ড টেষ্টামেণ্ট—দাউদের গীত।** ইং ১৮০৩।

ওল্ড টেস্টামেণ্টের তৃতীয় খণ্ড দ্বিতীয় খণ্ডের আগেই ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। আখ্যা-পত্র এইরূপ—

> দাউদের গীত।—/ এবং / য়িশ ঙাঁহার ভবিষ্যৎ বাক্য।—/ শ্রীরামপুরে ছাপা হইল / — ১৮০৩ / —

এই পুস্তক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইয়াছিল এবং ইহার এক শত খণ্ড ৬৵০ হিসাবে কলেজ কর্তৃক ক্রীত হইয়াছিল। ইংরেজী আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দ ভুল।

৮। **ওল্ড টেষ্টামেণ্ট—ভবিষ্যদ্বাক্য।** ইং ১৮০৭।

৮ মার্চ ১৮০৭ তারিখে আমেরিকার ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় কেরীকে 'ডক্টর অব ডিভিনিটি' উপাধি প্রদান করেন। ঐ বৎসরের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার পত্নী ডরোথি দীর্ঘ বারো বৎসর কাল উন্মাদরোগগ্রস্ত থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ঐ বৎসরেই ওল্ড টেস্টামেণ্টের চতুর্থ বা শেষ খণ্ড (ইশায়া—মালাচি) প্রকাশিত হয়। আখ্যা-পত্রে ভ্রমক্রমে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ মুদ্রিত হইয়াছে। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ—

> ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য।—/ যাজুষের ত্রাণ ও কার্য্যশোধনার্থে / যাহা প্রকাশ করিয়াছেন।—/ তাহাই / ধর্ম্মপুস্তক।/ তাহার প্রথম ভাগ যাহাতে চারি বর্গ।— যোশাকরণক ব্যবস্থা।/ য়িশরালের বিবরণ।— / গীতাদি।—

ভবিষ্যদ্বাক্য।/ তাহার চতুর্থ বর্গ ভবিষ্যদ্বাক্য এই।—/ এব্রি ভাষা হইতে তর্জ্জমা হইল।—/ শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—/ ১৮০৫

৯। **ওল্ড টেষ্টামেণ্ট—য়িশয়ালের বিবরণ।** ইং ১৮০৯।

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি কেরী কলিকাতার লালবাজার চ্যাপেল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৩৪নং বউবাজারে বাসা ভাড়া করিয়া কলিকাতাতে একটি পাকাপাকি রকমের আশ্রম স্থাপন করেন। জুন মাসের ২৪এ তারিখে ওল্ড টেস্টামেণ্টের শেষাংশ অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়া বাইবেল সম্পূর্ণ হয়। এই পুস্তকের আখ্যা-পত্র এইরূপ—

> ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য।/ বিশেষতঃ / মনুষ্যের ত্রাণ ও কার্য্যসাধনার্থে তিনি যাহা প্রকাশ / করিয়াছেন।—/ অর্থাৎ / ধর্ম্মপুস্তক।/ তাহার প্রথম ভাগ— যাহাতে চারিবর্গ / মোশার ব্যবস্থা।—/ য়িশয়ালের বিবরণ।—/ গীতাদি।—/ ভবিষ্যদ্বাক্য।—/ তাহার দ্বিতীয় বর্গ অর্থাৎ য়িশয়ালের বিবরণ এই।—/ এব্রি ভাষা হইতে তর্জ্জমা হইল।/ শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—/ ১৮০৯ /—

বাইবেল সম্পূর্ণ প্রকাশ করিয়া কেরীর মানসিক উত্তেজনা এত অধিক হয় যে, তিনি সাংঘাতিক অসুস্থ হইয়া পড়েন। জীবনের একমাত্র কাম্য বহু ঘাত-প্রতিঘাত্ এবং প্রতিবন্ধকের মধ্য দিয়া অধিগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রবল জ্বরবিকারে আক্রান্ত হন এবং দুই মাস কাল শয্যাশায়ী থাকেন। তাঁহার জীবনের আশা একেবারেই ছিল না। এই সময়ে ডক্টর মার্শম্যান ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁহার বদলে কাজ করিয়াছিলেন।

১০। **ইতিহাসমালা।** ইং ১৮১২। পৃ. ৩২০।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কেরী-সম্পাদিত 'ইতিহাসমালা' প্রকাশিত হয়। কেরীর বাংলা এবং অন্যান্য ভাষার রচনা লইয়া পণ্ডিত

উইল্‌সন প্রভৃতি সমসাময়িক পণ্ডিতেরা যে সকল আলোচনা করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী কালে যে সকল আলোচনা হইয়াছে, তাহার কোনটিতেই এই পুস্তক সম্বন্ধে উল্লেখ মাত্র নাই। ১৮০১ হইতে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে বা অন্যত্র বাংলা গদ্যে এবং ইংরেজীতে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে (ব্যাকরণ-অভিধান ইত্যাদি) যাহা কিছুই ছাপা হইয়াছে, যায় বাইবেল এবং আইনের বহি পর্য্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য, তাহার প্রায় সকলগুলির একাধিক কপি (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক শত কপি) কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ ক্রয় করিয়াছেন এবং কলেজের জন্য মুদ্রিত ও ক্রীত পুস্তকের তালিকা কলেজের কার্য্যবিবরণে সময়ে সময়ে বাহির হইয়াছে। রোবাক ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা দিয়াছেন। পরম আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কুত্রাপি কেরী-সঙ্কলিত 'ইতিহাসমালা'র নাম নাই। লং-ও তাঁহার তালিকায় এই পুস্তকের নামোল্লেখ করেন নাই। শ্রীরামপুর মেময়েরস-এ (দশটি) মিশন প্রেসে মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা হইতেও 'ইতিহাসমালা' বাদ পড়িয়াছে।* ইহার একটি মাত্র কারণ এই হইতে পারে যে, ১১ই মার্চের (১৮১২) অগ্নিকাণ্ডে 'ইতিহাসমালা'র অধিকাংশ কপি পুড়িয়া যায়, সুতরাং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে এই পুস্তক পাঠ্য-হিসাবে দেওয়া সম্ভব হয় নাই। পুস্তকের আখ্যা-পত্র এইরূপ—

ইতিহাসমালা। / or / A collection / of / Stories / in / the Bengalee Language. / Collected from various sources. / By W. Carey, D. D. / Teacher of the Sungskrit, Bengalee, and Mahratta Languages, / in the College of Fort William / Serampore : / Printed at the Mission Press. / 1812.

---

* শ্রীষ্মার্শ্‌ম তাঁহার *The Early Publications of the Serampore Missionaries* পুস্তকের শেষে এই দশটি মেময়েরস-এর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন।

'ইতিহাসমালা'র যতগুলি কপি আমরা দেখিয়াছি, তাহাদের কোনটিতে কোনও ভূমিকা নাই। কেরীর প্রত্যেক পুস্তকেই ভূমিকা আছে, এটিতে না থাকাটাও বিস্ময়কর। এই পুস্তকের একাধিক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে আছে।

'ইতিহাসমালা' নাম হইলেও এই পুস্তকে ইতিহাস অতি অল্পই আছে। 'ইতিহাসমালা' বিবিধ বিষয়ের ১৫০টি গল্পের সমষ্টি, গল্পগুলি বিভিন্ন স্থান হইতে আহৃত, সকলগুলিই অনুবাদ। কেরী সম্ভবতঃ এক্ষেত্রেও সম্পাদক ও সঙ্কলনকর্ত্তা।

'ইতিহাসমালা'র ভাষা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রাথমিক যুগের ভাষা অপেক্ষা অনেক উন্নত এবং গদ্যরচনার একটা স্টাইলও ইহাতে লক্ষিত হয়। গল্পগুলির অধিকাংশই ব্যঙ্গপ্রধান, বত্রিশ সিংহাসনের টুকরা টুকরা গল্পের মত। কেরী যদি স্বয়ং এগুলি রচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে, বাইবেল-অনুবাদের আড়ষ্টতা তিনি ইহাতে বর্জ্জন করিয়াছেন—অবশ্য 'কথোপকথনে'র সবেগ সাবলীলতা ইহাতে নাই, কিন্তু ভাষা নিতান্ত নীরসও নয়। সামান্য দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি—

৪০ চত্বারিংশ কথা।—

এক রাজার অতিসুন্দরী কন্যা কিন্তু সে হরিণীবদনা জন্মিয়াছিল রাজা তাহাতে সদা ভাবিত কি ক্রমে বিবাহ হইবেক স্বীকার কেহ করে না এই মতে প্রায় বার তের বৎসর বয়ঃক্রম হইল। এক দিবস রাজা ভাবিত হইয়া সভামধ্যে বসিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন রাত্রি প্রভাতে প্রথমে যাহার মুখ

দর্শন করিব তাহার সহিত কল্যাই কন্তার বিবাহ দিব। পর দিন প্রথম এক জন মন্ত্রিপুত্রকে দেখিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। মন্ত্রিপুত্র এক দিন রাজকন্তাকে জিজ্ঞাসিলেন তোমার হরিণীবদনের বিবরণ কি কন্তা কহিল তবে কহি শুন যদি তুমি ইহার প্রতিকার করিতে পার তবে আমার মনুষ্যের মুখ হইতে পারিবেক শুন আমি জাতিস্মরা পূর্ব্ব জন্মে হরিণী ছিলাম চিত্রকূট পর্ব্বতের মধ্যে একটা অতিবড় কূপ আছে তন্মধ্যে যে যে মানস করিয়া প্রাণ ত্যাগ করে তাহার জন্মান্তরে তাহাই সিদ্ধ হয় অতএব আমি রাজকন্তা হইব এই মানস করিয়া তাহাতে পড়িয়াছিলাম কিন্তু আমার মস্তকে একটা লতা লাগিয়া মাথা উপরে ছিল সর্ব্বাঙ্গ জল মধ্যে এ কারণ আমার এ দশা তুমি যদি সেই মাথা তথায় যাইয়া সেই জল মধ্যে ফেলিয়া দিতে পার তবে আমার মস্তক মনুষ্যাকার হয় মন্ত্রিপুত্র একথা শুনিয়া সেই চিত্রকূট পর্ব্বতে গিয়া সেই মত করিলে রাজকন্তার মনুষ্যের মস্তক হইল। রাজা দেখিয়া এবং বিবরণ শুনিয়া অতিতুষ্ট হইয়া মন্ত্রিপুত্রকে অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া রাজা কারলেন ইতি।—

রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' হইতে মাত্র বারো বৎসরের মধ্যে বাংলা ভাষার এই উন্নতি কেমন করিয়া সম্ভব হইল, তাহা বুঝিতে হইলে পণ্ডিত-মুন্সীগণের সমবেত চেষ্টা ও কেরীর বৈজ্ঞানিক নির্দ্দেশের কথা স্মরণ করিতে হইবে। Syntax বা ভাষার অন্বয় বস্তুটা কেরী বেশ ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-সংস্কৃত-বিভাগের অধ্যক্ষ হিসাবে ভাষার বিশুদ্ধতার প্রতিও তিনি কড়া নজর রাখিয়াছিলেন। ফারসী মিশ্রণের প্রতি তিনি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। 'ইতিহাসমালা'য় সেরূপ ভাষাসঙ্করের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। 'ইতিহাসমালা'র আর একটি "কথা" উদ্ধৃত করিতেছি—

১৩৪ চতুস্ত্রিংশদধিক শততম কথা ।—

সাধু স্বভাব এক ব্যক্তি পথে যাইতেছিলেন তথাতে এক সরোবরে কথগুলি লোক বড়িশীতে মাংসাদি অর্পণ করিয়া মৎস্য ধরিতেছে মৎস্যসকল আহারার্থ আসিয়া আপন২ প্রাণ দিতেছে ঐ সাধু এইরূপ দেখিয়া নিকটস্থিত এক রাজসভাতে গিয়া কহিলেন অদ্য পুষ্করিণীর তটে আশ্চর্য্য দেখিলাম সভাস্থিত ব্যক্তিরা কহিল কি তিনি কহিলেন দাতা ব্যক্তি নরকে যাইতেছে এবং গ্রহীতাও প্রাণ ত্যাগ করিতেছে তখন কোন সভ্য ব্যক্তি কহিল এমত হয় না কেননা দান করিলে উত্তম গতি হয় এবং গ্রহণ করিলে নিরপরাধে প্রাণ নাশ হয় না এই কথা শুনিয়া সাধু কহিলেন যে আহারের আশা দিয়া নিকটে বড়িশ মাংসাদি দান করিলে বিশ্বাসঘাতকের পাপ ভোগ করিতে হয় অতএব এমন দাতার অবশ্য নরক প্রাপ্তি হইতে পারে এবং ঐ মাংস আহারলোভি যে মৎস্যাদি তাহারও অবশ্য প্রাণ নাশ হইতে পারে এই কথা শুনিয়া সকলে জানিলেন যে দাতারও নরকপ্রাপ্তি সম্ভব বটে এবং গ্রহীতারও এ মৃত্যু সত্য বটে ইতি ।—

'ইতিহাসমালা'য় প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয়বিধ গল্পই আছে এবং হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত উৎস ছাড়াও অপেক্ষাকৃত আধুনিক ধনপতি-খুল্লনা-লহনা, রূপগোস্বামী-সনাতনগোস্বামী-কথা দেওয়া হইয়াছে; প্রসিদ্ধ চোরচক্রবর্ত্তী এবং আকবরের ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী বীরবরের কথাও বাদ যায় নাই। অনুবাদ কি পরিমাণে প্রাঞ্জল হইতে পারে, 'ইতিহাসমালা'র গল্পগুলি তাহার দৃষ্টান্ত।

'ইতিহাসমালা'র শেষ গল্পের শেষে একটি ছড়া-জাতীয় গদ্যাংশ সন্নিবিষ্ট আছে; সেটি এমনই অপরূপ যে, উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পরিলাম না।

মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা চিলে নিলে দুগণ্ডা বাকী রহিল ষোল তাহা ধুতে আটটা জলে পলাইল তবে থাকিল আট দুইটায় কিনিলাম দুই আটি কাট তবে থাকিল ছয় প্রতিবাসিকে চারিটা দিতে হয় তবে থাকিল দুই তার একটা চাখিয়া দেখিলাম মুই তবে থাকিল এক ঐ পাত পানে চাহিয়া দেখ এখন হইস যদি মানুষের পো তবে কাঁটাখান খাইয়া মাছখান থো আমি যেঁই মেয়ে তেঁই হিসাব দিলাম করে…।

১১। বাংলা-ইংরেজী অভিধান। ইং ১৮১৫-২৫।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের দিক দিয়া ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ একটি উল্লেখযোগ্য বৎসর। কেরীর যুগান্তকারী বাংলা-ইংরেজী অভিধানের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ এই বৎসর বাহির হয়। কিন্তু গোড়ার দিকে বড় হরফে ছাপাতে এই অভিধান এমন অতিকায় আকার ধারণ করে যে, কেরী অভিধানের বাকি অংশ সেই বড় হরফে ছাপা বন্ধ করিয়া বিশেষভাবে অভিধানের জন্য প্রস্তুত ছোট হরফে আবার গোড়া হইতে ছাপিতে আরম্ভ করেন,* ফলে কেরীর বাংলা-ইংরেজী অভিধানের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের বিক্রয় ও প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর রাইল্যাণ্ডকে লিখিত কেরীর একটি পত্রে দেখিতে পাই—

> I am now printing a dictionary of the Bengali, which will be pretty large, for I have got to page 256, quarto, and am not near through the first letter. That letter, however, begins more words than any two others.

কেরীর মৃত্যুর পরেই 'এশিয়াটিক জার্নালে' এই অভিধান প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছিল—

---

* "The first volume was printed in 1815; but the typographical form adopted being found likely to extend the work to an inconvenient size, it was subsequently reprinted..."—H. H. Wilson.

It was the opinion of his son, the late Felix Carey [d. in 1822], at the earliest stage of this work, as he told us at Serampore, that the first letter of the alphabet, forming the Sanscrit and Greek privative prefix, had been injudiciously multiplied by examples, the positive forms of which were to be found in the subsequent pages. The Doctor, however, acted from the best motive,—an anxiety to supply his pupils with a ready resolution of primary difficulties.

প্রথম খণ্ড প্রথম সংস্করণের অভিধান আমরা কুত্রাপি দেখি নাই, কোনও পুরাতন ক্যাটালগেও এই সংস্করণের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কেরীর অভিধানের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে (১৭ই এপ্রিল) এবং দ্বিতীয় খণ্ড দুই ভাগে সম্পূর্ণ ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে (৭ই জুন) প্রকাশিত হয়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ নানা কারণে উল্লেখযোগ্য, এক হিসাবে এই বৎসরকে যুগ-পরিবর্ত্তনের বৎসর বলা চলে; যে ভাষা এত দিন অনুবাদ-গ্রন্থ, বিচার-গ্রন্থ, ও পাঠ্যপুস্তকের অস্বাভাবিক আশ্রয়ে খোঁড়াইয়া চলিতেছিল, সাময়িক-পত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাষাকেই খোঁড়া পায়ে দৌড় করানো হইল।

উইলিয়ম কেরীর জীবনের সহিত শ্রীরামপুর মিশন হইতে প্রকাশিত 'দিগ্দর্শন' ও 'সমাচার দর্পণে'র পরোক্ষ যোগ আছে। 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশে প্রথমে আপত্তি জানাইলেও পরে নানা উপাদান সরবরাহ করিয়া কেরী ইহার পুষ্টিসাধনে যত্ন করিয়াছিলেন; এই পত্রিকাটিতে তাঁহার জীবনের অনেক কীর্ত্তির বিস্তারিত বিবরণ আছে।*

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য় সংস্করণ) দুই খণ্ড ও রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত তাঁহার 'বাংলা সাময়িক-পত্র' দ্রষ্টব্য।

'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' কেরীর অন্যতম কীর্ত্তি। ইহার সম্পাদনায় জোশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়ম ওয়ার্ড তাঁহার সহযোগী ছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস হইতে ইহার প্রকাশ আরম্ভ হয়।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই জোশুয়া মার্শম্যান ও তাঁহার পত্নী হ্যানা মার্শম্যানের বিশেষ চেষ্টায় শ্রীরামপুর কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হয়। মদনাবাটীতে ও খিদিরপুরে অবস্থানকালে এদেশে শিক্ষাবিস্তারের যে স্বপ্ন কেরী দেখিয়াছিলেন, এত দিনে যেন তাহা বাস্তবে পরিণত হইল।

জন মার্ডকের মতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কেরী-কৃত বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু কেরীর জীবনে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা—তাঁহার প্রায় শতাব্দীপাদের সাধনার ফল, তাঁহার বাংলা-ইংরেজী অভিধানের প্রথম খণ্ডের প্রকাশ। বৃহৎ অক্ষরে এই অভিধানের কিয়দংশ মুদ্রণ ও প্রকাশ করিতে গিয়া ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে সে কাজ কি ভাবে পরিত্যক্ত হয়, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। অভিধানের জন্য বিশেষভাবে ছোট হরফ প্রস্তুত করাইয়া কেরী তখন হইতেই অভিধান পুনর্মুদ্রণের কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন; ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল সমস্ত স্বরবর্ণ লইয়া প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ও প্রকাশিত হয়।

বাংলা ভাষা সম্পর্কে এইটিই কেরীর শেষ এবং শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর মুদ্রণের কাজ যথারীতি চলিতে থাকে এবং ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণ দুই ভাগে প্রকাশিত হইয়া অভিধান সম্পূর্ণ হয়। আখ্যা-পত্রটি (১ম খণ্ডের, ২য় খণ্ডের আখ্যা-পত্রও অনুরূপ) এইরূপ—

A / Dictionary / Of the / Bengalee Language, / In Which / The Words / Are Traced To Their Origin, / And / *Their Various*

Meanings Given. / Vol. I. / By W. Carey, D. D. / *Professor Of The Sungskrita, And Bengalee Languages, In the / College Of Fort William.* / Second Edition, With Corrections and Additions. / Serampore : / Printed At The Mission Press, / 1818.

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন অভিধান মুদ্রণ সম্পূর্ণ হয়, তখন অবিক্রীত প্রথম খণ্ডগুলিরও আখ্যা-পত্রের তারিখ বদল করিয়া ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ করা হয়। এই কারণে একই সংস্করণের আখ্যা-পত্রে ১৮১৮ এবং ১৮২৫ দুই তারিখই মুদ্রিত দেখা যায়। প্রথম খণ্ড ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।

এই পুস্তকের আকার ডিমাই কোয়ার্টো, দুই কলমে মুদ্রিত। প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা-সংখ্যা মোট ৬১৬। তন্মধ্যে ভূমিকা ৫ পৃষ্ঠা এবং সংস্কৃত ধাতুর তালিকা ৩৫ পৃষ্ঠা; দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা-সংখ্যা (দুই ভাগে ১-৭৯০+৭৯১-১৫৪৪) মোট ১৫৪৪, গোড়াতে প্রথম খণ্ডের ভূমিকাও যোজিত আছে।

কেরীর অভিধানে গুণ বা ধাতুর তালিকা হিসাবের মধ্যে ধরিলে প্রায় পঁচাশী হাজার শব্দ স্থান পাইয়াছে। এই অভিধানের ভূমিকায় কেরী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

কেরীর অভিধান সম্পর্কে অধ্যাপক এইচ. এইচ. উইল্‌সন যে মন্তব্য করিয়াছেন (১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ), তাহা হইতেই ইহার বিশেষত্ব ধরা পড়ে; পরবর্তী কালে এ বিষয়ে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা উইল্‌সনের কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। উইল্‌সন বলিয়াছেন—

> Besides the meanings of the words, their derivation is given wherever ascertainable. This is almost always the case, as the great mass of the words are Sanskrit...he endevoured to introduce into the dictionary every simple word used in the language, and

all the compound terms which are commonly current, or which are to be found in Bengali works, whether published or unpublished. It may be thought, indeed, that in the latter respect he has been more scrupulous than was absolutely necessary, and has inserted compounds which might have been dispensed with, their analysis being abvious, and their elements being explained in their appropriate places. The dictionary also includes many derivative terms, and private, attributive, and abstract nouns, which, though of legitimate construction, may rarely occur in composition, and are of palpable signification....it evinces his careful research, his conscientious exactitude, and his unwearied industry. The English equivalents of the Bengali words are well chosen, and of unquestionable accuracy. Local terms are rendered with the correctness which Dr. Carey's knowledge of the manners of the natives, and his long domestication amongst them, enabled him to attain ; and his scientific acquirements and conversancy with the subjects of natural history qualified him to employ, and not unfrequently to devise, characteristic denominations for the products of the animal or vegetable world peculiar to the East...the dictionary of Dr. Carey must ever be regarded as a standard authority.

পরবর্ত্তী কালে একাধিক প্রকাশক কেরীর অভিধানকে কেন্দ্র করিয়া কয়েকটি অভিধান প্রকাশ করিয়াছিলেন। মোহনপ্রসাদ ঠাকুর, রামকমল সেন, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, মর্টন, মেণ্ডিস, হটন প্রভৃতি অভিধানকারেরাও কেরীর নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন।

শেষ জীবন ও চরিত্র

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কেরীর বেতন পাঁচ শত টাকা কমিয়া যায় এবং গবর্মেণ্টের অনুবাদকের পদটি উঠিয়া যাওয়াতে তাঁহাকে আয়ের দিক দিয়া বিশেষ বিপন্ন হইতে হয়।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক-পদ হইতেও তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হয়। তিনি মাসিক পাঁচ শত টাকা হিসাবে পেন্‌শন পাইতে থাকেন। ৯ জুন ১৮৩৪ তারিখে ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈদেশিক সহায়ক উইলিয়ম কেরীর সংক্ষিপ্ত কীর্ত্তি ইহাই। অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠার গুণে তিনি একাকী যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা পৃথিবীতে কচিৎ মিলে। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইউস্টেস কেরী তাঁহার চরিত্র বর্ণনা করিতে বসিয়া যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহাই উদ্ধৃত করিয়া কেরী-প্রসঙ্গ শেষ [illegible]তেছি।

> In Dr. Carey's mind, and in the habits of his life, there is nothing of the marvellous to describe. There was no great and original transcendency of intellect; no enthusiasm and impetuosity of feeling; there was nothing in his mental character to dazzle or even to surprise. Whatever of usefulness and of consequent reputation he attained to, it was the result of an unreserved and patient devotion of a plain intelligence and a single heart to some great, yet well defined, and withal practicable objects...He had no genius, no imagination. He had nothing of the sentimental, the tasteful, the speculative, or the curious, in his constitution.

কেরী স্বয়ং একবার ইউস্টেসকে বলিয়াছিলেন—

> Eustace, if, after my removal, any one should think it worth his while to write my life, I will give you a criterion by which you may judge of its correctness. If he give me credit for being a plodder, he will describe me justly. Anything beyond this will be too much. I can plod. I can persevere in any definite pursuit. To this I owe everything.

উইলিয়ম কেরী ও বাংলা-সাহিত্য

বাংলা-গদ্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে উইলিয়ম কেরীর কর্ম্মময় দীর্ঘ জীবনের কাহিনী যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া আমরা সর্ব্বশেষে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করিব। বস্তুতঃ আমাদের ইতিহাসের পক্ষে এই অংশটুকুই প্রয়োজনীয়—আসল মানুষটিকে বাদ দিয়া তাঁহার কীর্ত্তিকথামাত্র প্রচার করিতে বসিলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়; কিন্তু একটি মানুষের জীবনকে সমগ্র-ভাবে দেখিলে কোনও খণ্ড বিষয়েও তাঁহার কৃতিত্বের পরিমাপ করা সহজ হয়; গোটা মানুষটি সম্বন্ধে পাঠকের মনে ঔৎসুক্য জাগ্রত করিতে পারিলে তৎসংক্রান্ত বিষয়টিও অনাগত ভবিষ্যতে একটি জাগ্রত মহিমা লাভ করে; ব্যক্তির অন্তরঙ্গতা বিষয়ের অন্তরঙ্গতায় পর্য্যবসিত হয়। কেরীর জীবন-কথা যিনি ঔৎসুক্য ও কৌতূহলের সহিত অনুধাবন করিয়াছেন, বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস হইতে তিনি আর তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবেন না। সাহিত্যের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়া সাহিত্যিকের জীবনী আলোচনা এই কারণেই এত মূল্যবান। বিশেষ করিয়া কেরী, মৃত্যুঞ্জয়, রামমোহন, ভবানীচরণ, ঈশ্বর গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, কৃষ্ণমোহন, রাজেন্দ্রলাল, প্যারীচরণ, কালীপ্রসন্ন, কৃষ্ণকমল প্রভৃতি বিরাট্ অথচ অধুনা-বিস্মৃত সাহিত্য-সেবকদের কীর্ত্তি অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত অনুধ্যান না করিলে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের কীর্ত্তির সম্যক্ পরিচয় লাভ করা কখনই সম্ভব নয়।

কেহ কেহ কেরীর সহিত বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের সম্পর্ককে কাকতালীয় ঘটনার পর্য্যায়ে ফেলিয়া তাঁহার কৃতিত্ব লাঘব করিতে চাহিয়াছেন, অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচাররূপ মূল লক্ষ্যে পৌঁছিতে অনিবার্য্যভাবে

বাংলা ভাষার যে সমৃদ্ধি ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য কেরীকে ষোল আনা পূজা দিতে তাঁহারা নারাজ। কেহ কেহ উৎসাহদাতা ও সঙ্কলয়িতা মাত্র হিসাবে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ গৌরব-কীর্ত্তনে কার্পণ্য করিয়াছেন; কেহ কেহ আবার ব্যাকরণ-অভিধানকার মাত্র জ্ঞানে তাঁহাকে শিল্পীর পর্য্যায়ে স্থান দেন নাই, মজুরের কোঠায় ফেলিয়া মজুরের প্রাপ্য সম্মানটুকু মাত্র তাঁহাকে দিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু আজ আমরা বুঝিতেছি, ইহার কোনও একটিতেই কেরীর পরিচয় সম্পূর্ণ নয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে তিনি সব মিলিয়া এক জন উইলিয়ম কেরী, কোনও অপ্রিয় তুলনার দ্বারা অথবা বৈদেশিকত্বের কারণ দর্শাইয়া আজ তাঁহার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করা চলে না।

বাংলা দেশে কেরীর অপর সকল কীর্ত্তিও যদি কোনও দিন নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়, বাংলা-সাহিত্য বাঁচিয়া থাকিলে তিনি স্বমহিমায় চিরদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, কারণ তিনিই সর্ব্বপ্রথম বাংলা ভাষাকে ভদ্র ও শিক্ষিত জনের আলোচ্য ভাষার মর্য্যাদা দান করিয়াছিলেন। এক দিক হইতে আরবী ও ফারসী এবং অন্য দিক হইতে সংস্কৃতের চাপে বাংলা ভাষায় যখন মৃতকল্প অবস্থা, তিনিই তখন আশ্চর্য্য রকম দূরদৃষ্টি দেখাইয়া এই ভাষার আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ করিতে দ্বিধা করেন নাই; অন্য প্রাদেশিক বা প্রচলিত ভাষার প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া সংস্কৃতানুসারিণী বাংলাকেই তিনি প্রচলিত ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচার মৌখিক প্রচারমাত্র নয়, তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে দীর্ঘ জীবনের সাধনার দ্বারা মুখের উক্তিকে সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম অনুভব করিয়াছিলেন—একটি বৃহৎ জাতির অন্তরের সর্ব্ববিধ ভাব প্রকাশের পক্ষে এবং সাংসারিক ও ব্যবহারিক সকলবিধ প্রয়োজন সাধনের পক্ষে

বাংলা ভাষার মাধ্যমই যথেষ্ট ; মাতা সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোনও ভাষার উপর নির্ভর না করিলেও তাহার চলিতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বৈদেশিক কেরী যাহা বুঝিয়াছিলেন, বাঙালী প্রধানদের তাহা সম্যক্ প্রণিধান করিতে আরও শতাব্দীকাল সময় লাগিয়াছিল। কিন্তু কেরীর সেদিনকার চিন্তা ও ভাবনার ফসল আমরা পাইয়াছি এবং পাইয়া লাভবান হইয়াছি।

কেরীর এই ভাবনার সাক্ষ্যস্বরূপ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাউন্সিলকে লিখিত তাঁহার ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের একটি পত্র আমরা পাইয়াছি। কলেজের আর্থিক অবস্থা তখন অত্যন্ত খারাপ, কর্তৃপক্ষ এই ওজুহাতে কলেজের বাংলা-বিভাগ উঠাইয়া দিবার আয়োজন করিতেছিলেন, এই ব্যবস্থায় বৃদ্ধ কেরী মর্ম্মে আঘাত পাইয়া লিখিয়াছিলেন—

To the Council of the College of Fort William
GENTLEMEN,

In reply to a letter from the Secretary to the College Council, under date of the 8th instant, calling upon me to state how far it may be necessary to maintain the Native Bengali Establishment in the College, which under existing circumstances appears "to be excessive," I beg leave to observe that the Establishment for the Bengalee and Sanskrit languages consists of

A First Pundit	at	200 Rs. per month.
A Second Pundit	at	100 Rs. ,,
A Writing Master	at	60 Rs. ,,
A Pundit	at	60 Rs.
Four Pundits	at	40 Rs. each Rs. 160

making a total of Sa. Rs. 580 per month.

Convinced as I am that the Bengalee language is superior in point of intrinsic merit to every language spoken in India, and in point of real utility yields to none, I can never persuade myself

to advise a step which would place it in a degraded point of view in the College. While therefore a first and second pundit are retained in the Persian and Hindoostanee Departments I must consider them as equally necessary in this.

...It is to be hoped that the present unprecedented and unmerited neglect of the Sanskrit and Bengalee languages will not continue....

13 August 1822. W. Carey*

কেরী নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন কি না, তাহা আজ বিচার করিতে বসিলে হয়তো বিচারে ভুল হইবে, কিন্তু তিনি যে সুদক্ষ সেনাপতি হিসাবে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিচালনাতেই যে যুদ্ধ জয় হইয়াছে, এ কথা আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই গোষ্ঠীপতি উইলিয়ম কেরীই বাংলা-সাহিত্যের চিরস্মরণীয়। এ কথাও আমাদের চিরদিনই মনে রাখিতে হইবে যে—

To Carey belongs the credit of having raised the language from its debased condition of an unsettled dialect to the character of a regular and permanent form of speech, capable, as in the past, of becoming the refined and comprehensive vehicle of a great literature in the future.—S. K. De : *Bengali Literature...*, p. 156.

ভবিষ্যতের সেই উত্তরাধিকার আমরা অর্জ্জন করিয়াছি, সুতরাং কেরীকে স্বীকার করার মধ্যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষকে স্মরণের পুণ্য আছে।

---

* Proceedings of the College of Fort William.—*Home Miscellaneous No. 567.* Pp. 65-66.

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১৪

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত

গোলোকনাথ শর্ম্মা, তারিণীচরণ মিত্র, চণ্ডীচরণ মুন্শী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, রামকিশোর তর্কচূড়ামণি, মোহনপ্রসাদ ঠাকুর, হরপ্রসাদ রায়, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক

শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ— বৈশাখ ১৩৪৯

দ্বিতীয় সংস্করণ—পৌষ ১৩৪৯

মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

২'৫—৪।১।১৯৪৩

পূর্ব্বাভাষ

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের গোড়ার ইতিহাস জানিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের ইতিহাসের সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে-সকল ইংরেজকে শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য এদেশে পাঠাইতেন, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে এদেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লী বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে কলেজের বিভিন্ন বিভাগের পণ্ডিত, মৌলবী প্রভৃতির নিয়োগ মঞ্জুর হয়। বাংলা-বিভাগের কর্ত্তা হন—শ্রীরামপুরের পাদরি উইলিয়ম কেরী। তাঁহার অধীনে যে-সকল পণ্ডিত নিযুক্ত হন, তাঁহাদের নামের তালিকা এই :—

প্রধান পণ্ডিত—	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার…বেতন	২০০৲
দ্বিতীয় পণ্ডিত—	রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি…	১০০৲
সহকারী পণ্ডিত—	শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়…	৪০৲
	আনন্দচন্দ্র	৪০৲
	রাজীবলোচন [মুখোপাধ্যায়]	৪০৲
	কাশীনাথ [মুখোপাধ্যায়]	৪০৲
	পদ্মলোচন চূড়ামণি	৪০৲
	রামরাম বসু	৪০৲

এই সকল পণ্ডিতের অনেকেই কেরীর সুপারিশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীরামপুর মিশনের পুস্তকাদি রচনা-ব্যাপারে সহায়তা করিবার জন্য মালদহ, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে কেরী তাঁহাদের সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে নিযুক্ত হইয়া কেরী বাংলা পাঠ্য পুস্তকের অভাবে বিশেষ অসুবিধায় পড়িলেন। কলেজ-কর্তৃপক্ষও এই অসুবিধা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না; তাঁহারা দেশীয় পণ্ডিতগণকে পুস্তক-রচনায় উৎসাহিত করিবার জন্য নগদ পুরস্কারের ব্যবস্থা করিলেন। ৭ জুলাই ১৮০১ তারিখে অনুষ্ঠিত কলেজ-অধিবেশনের কার্য্যবিবরণে প্রকাশ :—

> RESOLVED that Premiums shall be proposed to the learned Natives for encouraging literary works in the Native languages. (Home Dept. Miscellaneous No. 559, p. 6.)

ইহা ছাড়া পুস্তক-মুদ্রণ তখন ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল বলিয়া, এই সকল পুস্তক মুদ্রণের সাহায্যকল্পে কলেজ-কাউন্সিল তাহার অনেকগুলি খণ্ড কলেজ-লাইব্রেরির জন্য ক্রয় করিতেন। এই ব্যবস্থায় এবং কেরীর নিকট হইতে উৎসাহ পাইয়া কলেজের পণ্ডিতগণ পাঠ্য পুস্তক রচনায় মনোযোগী হইয়াছিলেন। ফলে আমরা যে-সকল পুস্তক লাভ করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে এইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

১।	রামরাম বসু	... রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	ইং ১৮০১
		লিপিমালা	১৮০২
২।	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	... বত্রিশ সিংহাসন	১৮০২
		প্রবোধচন্দ্রিকা	১৮৩৩
৩।	গোলোকনাথ শর্ম্মা	... হিতোপদেশ	১৮০২
৪।	তারিণীচরণ মিত্র	... ওরিয়েন্টাল ফেবুলিষ্ট	১৮০৩
৫।	চণ্ডীচরণ মুন্শী	... তোতা ইতিহাস	১৮০৫

৬।	রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং	১৮০৫
৭।	রামকিশোর তর্কচূড়ামণি	হিতোপদেশ	১৮০৮
৮।	মোহনপ্রসাদ ঠাকুর ...	ইংরেজী-বাংলা শব্দকোষ	১৮১০
		ইংরেজী-ওড়িয়া অভিধান	১৮১১
৯।	হরপ্রসাদ রায় ...	পুরুষপরীক্ষা	১৮১৫
১০।	কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ...	পদার্থকৌমুদী	১৮২১

এক জন (গোলোকনাথ) ছাড়া ইঁহারা সকলেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত যুক্ত ছিলেন। কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন এমন অনেকে পুস্তক-প্রকাশকালে কলেজ-কর্তৃপক্ষের অর্থসাহায্য লাভ করিয়াছেন; দৃষ্টান্তস্বরূপ গোলোকনাথ শর্ম্মার নাম করা যাইতে পারে। উপরের তালিকায় রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের জীবনী আমরা ইতিপূর্ব্বে এই গ্রন্থমালায় প্রকাশ করিয়াছি, বাকী কয় জন পণ্ডিতের সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, বর্ত্তমান পুস্তকে তাহাই বিবৃত হইল। ইঁহাদের রচিত পুস্তকগুলির অধিকাংশই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের পাঠ্য পুস্তক ছিল। কয়েকখানি পুস্তক—যেমন, রাজীবলোচনের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' ও হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষপরীক্ষা'—আবার দীর্ঘকাল ধরিয়া অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের ভাষাশিক্ষায় সহায়তা করিয়াছিল।

গোলোকনাথ শর্ম্মা

গোলোকনাথ শর্ম্মার কোন পরিচয় এত দিন আমাদের জানা ছিল না। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের চেষ্টার ফলে তাঁহার সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনরীদের 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাউণ্টসে' (প্রথম দুই খণ্ড) প্রকাশিত জন টমাস ও' উইলিয়ম কেরীর বিভিন্ন সময়ে লিখিত পত্রাবলী হইতে গোলোকনাথ শর্ম্মার সামান্য কিছু পরিচয় আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছি,···এই সামান্য পরিচয়টুকুও আবার সিঁড়িভাঙা অঙ্কের মত অনেক ধাপ ভাঙিয়া বাহির করিতে হইয়াছে।

মালদহ হইতে জন টমাসের আহ্বানে মদনাবাটীর নীলকুঠির অধ্যক্ষের চাকুরি লইয়া কেরী যখন নৌকাযোগে সুন্দরবন অঞ্চল হইতে যাত্রা করেন, তখন তাঁহার মুন্‌শী রামরাম বসু সঙ্গে ছিলেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি মদনাবাটী পৌঁছেন; টমাস তখন বারো মাইল দূরে মহীপালদীঘির নীলকুঠিতে অধ্যক্ষতা করিতেছেন। জন টমাস বাংলা ও সংস্কৃত শিখিবার জন্য এই সময়েই এক জন স্থানীয় পণ্ডিতকে নিযুক্ত করেন। এই পণ্ডিতই যে গোলোকনাথ শর্ম্মা, তাহা মনে করিবার পরোক্ষ কারণ আছে। ১৭৯৫ সনের ১লা নবেম্বর হইতে ১৭৯৬ সনের ২৬ জানুয়ারি তারিখের মধ্যে লেখা টমাসের ডায়ারি 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাউণ্টস' প্রথম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যার ২৭৮-২৯৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে। ইহার এক স্থলে টমাস লিখিয়াছেন, আমার পণ্ডিত যে "হিন্দু ফেব্‌ল্‌স" অনুবাদ করিতেছেন, তাহার মধ্য হইতে তিনটি গল্প বাছিয়া আমি তাহার ইংরেজী অনুবাদ ডক্টর রাইল্যাণ্ডের নিকট পাঠাইলাম। গল্প তিনটি এই—(1) Crow and the Deer,

(2) Old Dove and the young ones—Snare, (3) Jackals and Elephant. ১৮০১ সনের ১৫ই জুন উইলিয়ম কেরী ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে যে পত্র লেখেন, তাহার এক স্থলে আছে—

Our Pundit has also, nearly translated the Sunscrit fables, one or two of which brother Thomas sent you, which we are going to publish.

১৮০১ সনেই এই গল্পগুলি প্রকাশিত হয় এবং ইহাই গোলোকনাথ শর্ম্মার 'হিতোপদেশ'। ইতিপূর্ব্বে সকলেই কেরীর এই পত্রে লিখিত "Our Pundit" অর্থে ভুল করিয়া মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে বুঝিয়াছেন।

এই গোলোকনাথ পণ্ডিতের ভ্রাতা কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় ১৭৯৫ সনের প্রারম্ভেই কেরীর পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হন, ইনি কিশোরবয়স্ক ছিলেন এবং ইঁহার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট ছিল। এই কাশীনাথ পরবর্ত্তী কালের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন নহেন।

সুতরাং অনুমান করা যায়, গোলোকনাথ শর্ম্মার সম্পূর্ণ নাম গোলোকনাথ মুখোপাধ্যায় এবং মহীপালদীঘির (বর্ত্তমান দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত) কাছাকাছি কোনও স্থানে তাঁহার নিবাস ছিল। ইনি ১৭৯৪ সন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মিশনরীদের সহিত যুক্ত ছিলেন; কেরী যখন মালদহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামপুরে আগমন করেন, গোলোকনাথও তাঁহার সহিত আসিয়াছিলেন। টমাসের নির্দ্দেশে রচিত হিতোপদেশের গল্পগুলিই ১৮০১ সনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তকরূপে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে তাঁহার মৃত্যু হয়। 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাউণ্টসে'র ত্রয়োদশ সংখ্যায় (২য় খণ্ড) ৪০৯-৪১২ পৃষ্ঠায় জোশুয়া মার্শম্যানের জার্নালে এই মৃত্যুর উল্লেখ আছে। ২রা জুলাই (১৮০৩) তিনি লিখিয়াছেন—

Our brahman (Not a professor, but employed by them) Golook Naut is dead, at his own house, whither he had gone for his health. He died in all the superstition of hindoo idolatry.

১৩ই আগষ্ট লিখিতেছেন—

> We learnt by a letter from brother Fernandez* to-day, that our brahman's wife was *burnt with him.* Although we have his two brothers and other relations about us, they so sedulously concealed it, that we were totally ignorant of it till now.. We, however, thought it now our duty to bear a testimony against this infernal practice, by discharging the elder brother who kindled the fire, from our service for ever, as a man whose hands are stained with blood.

গোলোকনাথের 'হিতোপদেশে'র একটি ইংরেজী ও একটি বাংলা আখ্যা-পত্র আছে। ইংরেজী আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল "১৮০২", কিন্তু বাংলা আখ্যা-পত্রে "১৮০১" আছে। আমার মনে হয়, ইহা ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।† আখ্যা-পত্র দুইটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

* ইনি দিনাজপুরের একজন মোমবাতির ব্যবসায়ী ছিলেন, পরে মিশনের কাজে যোগদান করেন।

† শ্রীরামপুর মিশনরীদের Tenth *Memoir*-এ গোলোকনাথের 'হিতোপদেশে'র প্রকাশকাল ১৮০২ সন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ("A previous translation into Bengali by 'Goluk Nath Pundit' was published at Serampore in 1802." See *Indian Antiquary* for 1903, p. 241 ff)।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসেও যে এই পুস্তকের রচনা সম্পূর্ণ হয় নাই, ১৫ জুন ১৮০১ তারিখে লিখিত কেরীর একখানি পত্রের নিম্নাংশ হইতে তাহা জানা যাইবে :—

> I got Ram Boshu to compose a history of one of their kings, the first prose book ever written in the Bengali language; which we are also printing. Our Pundit has, also, nearly translated the Sunscrit fables,...which we are also going to publish.—*Memoir of William Carey*, pp. 453-54.

HEETOPADESHU, or Beneficial Instructions. *Translated from the original Sangskrit*, By GOLUK NATH, Pundit. SERAMPORE, PRINTED AT THE MISSION PRESS. 1802.

হিতোপদেশ।—সংগ্রহ ভাষাতে— গোলোক নাথ শর্ম্মণা ক্রিয়তে।—শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—১৮০১—

'হিতোপদেশে'র পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৪৭। রচনার নিদর্শনস্বরূপ ইহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করা গেল :—

কোন নদীর তীরেতে পাটলী পুত্র নামধেয় এক নগর আছে সে স্থানে সর্ব্ব স্বামী গুণোপেত সুদর্শন নামে রাজা ছিল। সেই রাজা এক কালে কোন কাহার মুখে দুই শ্লোক শুনিলেন তাহার অর্থ এই শাস্ত্র সকলের লোচন অতএব যে শাস্ত্র না জানে সেই অন্ধ। আর যৌবন ধন সম্পত্তি প্রভুত্ব অবিবেক ইহার যদি এক থাকে তবেই অনর্থ সমুদায় থাকিলে না জানি কি হয়। ইহা শুনিয়া সেই রাজা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমার পুত্রেরা অতি মূর্খ অতএব ইহারদের কি হবে এমন পুত্র থাকা না থাকা তুল্য। যে পুত্র অবিদ্বান ও অধার্ম্মিক সে পুত্রের কি কার্য্য যেমন কানার চক্ষু পীড়া মাত্র। যদি পুত্র হইয়া মরিত কিম্বা না হইত সে কেবল একবার দুঃখ কিন্তু মূর্খ পুত্র প্রতি পদে। বিদ্যাযুক্ত এবং সাধু যদি এক পুত্র হয় তিনি পুরুষের মধ্যে সিংহ। যেমন চন্দ্র। যাদৃশ রজনীতে চন্দ্র উদয় না হইলে কোটিং নক্ষত্রে অন্ধকার নাশ করিতে পারে না তাদৃশ এক শত মূর্খ পুত্র জানিবা এক সুপুত্রের তুল্য নহে। অপর যে ব্যক্তি অনেক দান ও পুণ্য করে তাহার পুত্র ধনবান ও ধীবান ও ধার্ম্মিক হয়। ঋণকর্ত্তা পিতা শত্রু মাতা অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা রূপবতী পুত্র অপণ্ডিত। উচ্চ বা নীচ হউক গুণবান সকল স্থানে পূজনীয়। যেমন বংশের গুণযুক্ত ধনুক নির্গুণ কি কার্য্যের। যে পুত্র না পাঠ করে সে পুত্র পণ্ডিতের মধ্যে কীদৃশ যেমন

পঙ্কের মধ্যে গরু পড়িলে হয়। গর্ভস্থ মনুষ্যের এই পাচ যোগ হইয়া থাকে আয়ু কর্ম্ম বিত্ত বিদ্যা নিধন। কিন্তু যদি কেহ ভাবে যে যা হবার তা হবে সে অতি অলসের কথা তাহার প্রমাণ যে মত রথের গতি কেবল চক্রেতে হয় না এবং পুরুষকারের চেষ্টা ব্যতিরেক হয় না। অপর কুম্ভকার আপন ইচ্ছা মত তাহার কার্য্য করিতে পারে তাদৃশ আত্ম কৃত কর্ম্ম মনুষ্যে করিতে পারে। অপরঞ্চ কাকের তাল ফেলার ন্যায় অগ্রে নিধি দেখিয়া পায় তাহা ঈশ্বর দত্ত বটে কিন্তু পুরুষার্থ অপেক্ষা করে যদি কোন কাহার অগ্রে পাকা তাল কাকে ফেলায় সে দেখিয়া যদি না যায় তবে কখন পাবে না অতএব যে পিতা মাতা তাহার পুত্রকে না পড়ায় সে শত্রু এবং সে পুত্র সভার মধ্যে কেমন দীপ্তি হয় যেমন হংসের মধ্যে বক। মুকের শোভা যাবৎ কিছু না বলে তাবৎ মাত্র। মোটা দ্রব্য চিক্কন হয় ও চিক্কন মোটা হয় যেমন চন্দ্র কৃষ্ণ পক্ষে ও শুক্ল পক্ষে। সে রাজা এই সকল চিন্তা করিয়া পণ্ডিতের সভা করিলেন। ভো ভো পণ্ডিতেরা অবধান কর। আমার পুত্রেরা নিত্য উল্টা পথগামী অতএব তাহারদের নীতি শাস্ত্রে পুনর্ব্বার জন্ম দেহ। যথা কাঞ্চন সংসর্গতে কাচ যে তিনি বহু মূল্য প্রস্তরের দীপ্তি ধারণ করেন তথা সন্নিধানেতে মূর্খ যে তিনি প্রবীণতা পান। তাহার স্থল এই যদি হীনের সহিত থাকে তবে হীন মতি হয় সমানের সংসর্গে সমতা হয় বিশিষ্টের সহিত থাকিলে বিশিষ্টতা পায়। অতঃপরে বিষ্ণু শর্ম্মা নামেতে ব্রাহ্মণ মহা পণ্ডিত সকল নীতি শাস্ত্রজ্ঞ বৃহস্পতির ন্যায় কহিলেন হে মহা রাজা এই সকল রাজ পুত্রেরদিগকে আমি নীতি শাস্ত্রেতে জ্ঞান করিয়া দিব বিনা ব্যাপারে কাহারু কিছু হয় না অতএব আমি মহা রাজার পুত্রেরদিগকে ছয় মাসের মধ্যে যে রূপে হয় সেই রূপে নীতি শাস্ত্রেতে জ্ঞান জন্মাইয়া দিব মহা রাজা তাহারদিগের কারণ কোন চিন্তা করিবেন না। রাজা বিনয় পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিতেছেন। যদি কীট পুষ্পের সহিত থাকে তবে মহতের শিরে

আরোহণ করে। আর সাধু ব্যক্তি যদ্যপি পাথর স্থাপন করে তবে সে পাথর দেবত্ব পায় যেমন পর্ব্বতের উপরের দ্রব্য নিকটে দীপ্তি হয় তেমন সতের নিকটে হীন বর্ণের দীপ্তি হয়। অতএব বিষ্ণু শর্ম্মাকে বহু মর্য্যাদা করিয়া রাজা আপন পুত্ত্রেরদিগকে লইয়া সমর্পণ করিলেন। অথ রাজ পুত্ত্রেরদের অগ্রে প্রস্তাব ক্রমেতে সেই পণ্ডিত কহিলেন যে কাব্য শাস্ত্র বিনোদেতে পণ্ডিতেরা কাল যাপন করেন মূর্খের কাল দুঃখ ও নিদ্রা ও কলহেতে যায়। অতএব তোমারদিগের জ্ঞান জন্য কাক কূর্ম্মাদির বিচিত্র কথা কহি। রাজ পুত্ত্রেরা কহিলেন বলিতে আজ্ঞা হউক।—(পৃ. ৪-৯)

তারিণীচরণ মিত্র

আনুমানিক ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তারিণীচরণের জন্ম হয়। কলিকাতার উত্তর-সিমলা বা পুরাতন-সিমলা অঞ্চলে তাঁহার নিবাস ছিল।* তাঁহার সম্বন্ধে যেটুকু জানা গিয়াছে, এখানে তাহাই লিপিবদ্ধ হইল।

৪ মে ১৮০১ তারিখে কলেজ-কমিটির অধিবেশনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিভিন্ন বিভাগে পণ্ডিত, মুন্‌শী প্রভৃতির নিয়োগ মঞ্জুর হয়। হিন্দুস্থানী-বিভাগের অধ্যক্ষ হন জন্ গিল্‌ক্রাইস্ট। তাঁহার অধীনে মীর বাহাদুর আলী মাসিক দুই শত টাকা বেতনে প্রধান মুন্‌শী, এবং তারিণী-চরণ মিত্র মাসিক এক শত টাকা বেতনে দ্বিতীয় মুন্‌শীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তারিণীচরণ গুণী লোক ছিলেন; অল্প দিনের মধ্যেই চাকুরীতে তাঁহার পদোন্নতি ঘটিয়াছিল। ১৯ ডিসেম্বর ১৮০৯ তারিখে হিন্দুস্থানী-বিভাগের তৎকালীন প্রধান মুন্‌শী মীর শের আলী আফশোষের মৃত্যু হইলে কলেজ-কমিটি তাঁহার পদে তারিণীচরণকে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে নিযুক্ত করেন। কলেজ-কমিটির কার্য্যবিবরণে প্রকাশ:—

> **At a Council held on 1 Feb. 1810. Meer Sher Ulee Ufsos, head Moonshee in the Hindoostanee Dept. having departed this life on the 19th of December 1809.—*Resolved* that the following promotions and appointments in that Dept. take effect from the 21 December, *viz.***

---

* The Second Report of the Calcutta School-Book Socy.'s Procdgs. Second Year, 1818-19, p. xiv. The Third Report of the Calcutta School-Book Socy.'s Procdgs. Third Year, 1819-20, p. xiv.

Tarnee Churn appointed Head Moonshee on the 21st December in the room of Meer Sher Uleè deceased,...*

হিন্দুস্থানী-বিভাগের প্রধান মুন্‌শীর পদে তারিণীচরণ অনেক দিন—১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ৫৮ বৎসর বয়সে মাসিক এক শত টাকা পেন্‌সনে এই কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন।†

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কার্য্যকালে আর একটি প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। এই প্রতিষ্ঠানটি—কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি, ৪ জুলাই ১৮১৭ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—ইংরেজী ও এ-দেশীয় ভাষায় পাঠশালার উপযোগী পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ, এবং সুলভে বা বিনামূল্যে সেগুলি বিতরণ। কোন ধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশ এই সমিতির উদ্দেশ্যবহির্ভূত ছিল, অবশ্য নীতিমূলক পুস্তকের কথা স্বতন্ত্র। বলা বাহুল্য, সে-সময় অনেকে পাঠশালা স্থাপন করিতেছিলেন, কিন্তু ছেলেদের পাঠোপযোগী পুস্তকের একান্ত অভাব ছিল। স্কুল-বুক সোসাইটির প্রথম বর্ষের বার্ষিক বিবরণে পরিচালক-সমিতির (Committe of Managers) মধ্যে তিন জন বাঙালীর নাম পাওয়া যায়। এই তিন জন—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাধাকান্ত দেব ও তারিণীচরণ মিত্র। তন্মধ্যে তারিণীচরণ ছিলেন সোসাইটির দেশীয়

---

* Home Dept. Miscellaneous No. 561, p. 186.

† The following situations to cease from 1 June 1830.

* * *

Tarnee Churn, Head Moonshee in the Hindoostanee Department of the College of Fort William, to whom a pension of Rs 100 per mensem ...is fifty-eight years of age. Sd. Wm. Price. 24 May 1830. (Home Mis. No. 571, p. 47.)

সম্পাদক বা নেটিব সেক্রেটরী। তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত স্কুল-বুক সোসাইটির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই সমাজের নবম রিপোর্ট বা ১৩শ ও ১৪শ বর্ষের (১৮৩০-৩১) কার্য্যবিবরণেও কমিটির সদস্য-হিসাবে তাঁহার নাম মুদ্রিত আছে। তাহার পর আর তাঁহার নাম পাওয়া যাইতেছে না।

আরও একটি প্রতিষ্ঠানের সহিত তারিণীচরণ সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইহা কলিকাতার ধর্ম্মসভা। ৪ ডিসেম্বর ১৮২৯ তারিখে গবর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সতীনিবারণের আইন জারি করেন। এই আইনের বিরুদ্ধে যাঁহারা গবর্মেণ্টের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন, তারিণীচরণ মিত্র তাঁহাদের অন্যতম। এই দরখাস্তে কোন ফল না হওয়ায় কলিকাতার হিন্দু বাঙালী ও হিন্দুস্থানী প্রধান লোকেরা ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারি সংস্কৃত কলেজে এক বিরাট্ সভা করিয়া "ধর্ম্মসভা" নামে এক সমাজ গঠন করেন। "সতীনিবারণের বিরুদ্ধে ইংলণ্ড দেশে আপীলকরণার্থে এবং হিন্দুদিগের ধর্ম্ম বজায়" রাখাই এই সমাজের উদ্দেশ্য ছিল। সতীনিবারণ-আইনের বিরুদ্ধে ধর্ম্মসভা হইতে বিলাতে যে আবেদন-পত্র প্রেরিত হয়, তারিণীচরণ মিত্র সেই আবেদন-পত্রের হিন্দী ও বঙ্গানুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮ জুলাই ১৮৩০ তারিখে ধর্ম্মসভার যে অধিবেশন হয়, তাহার কার্য্যবিবরণে প্রকাশ :—

> গত ৪ শ্রাবণ [১২৩৭] রবিবার ধর্ম্মসভার বৈঠক হইয়াছিল… শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন পুনর্ব্বার উত্থান করিয়া শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্রের অনেক প্রশংসা করিলেন বিশেষতঃ সতীর পক্ষীয় আরজী হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষায় এবং ব্যবস্থাপত্র অত্যুত্তমরূপে তরজমা করিয়াছেন এতদ্বিষয়ে ইঁহার ক্ষমতা ও বিজ্ঞতা ও পরিশ্রম বিশেষ প্রকাশ হইয়াছে। মিত্র বাবু এ প্রকার পরিশ্রম না করিলে ইঙ্গরেজী আরজীর অর্থ

ভাবতের বোধগম্য হইত না ইত্যাদি। অতএব ইঁহাকে ধন্যবাদ করা যাউক সভাস্থ সমস্তই কহিলেন অবশ্য কর্ত্তব্য।—'সমাচার দর্পণ', ৩১ জুলাই ১৮৩০।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তারিণীচরণ মিত্র কাশীরাজের দরবারে চাকরি গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের চেষ্টায় তিনি এই পদ লাভ করেন।* খুব সম্ভব ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

---

* শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র বাগলের সৌজন্যে আমি ১৮৩২-৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কাশীতে তারিণীচরণকে লিখিত রাধাকান্ত দেবের কতকগুলি পত্র দেখিয়াছি। এই সকল পত্রের কিছু কিছু নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"My dear Dada, I beg to acknowledge the receipt of your letter of the 11th ultimo and am sorry to learn that you suffered much in your way from the inclemency of the weather. I am very glad to hear that the Rajah received you with great respect,...I received a letter from the Rajah, in which I am happy to inform you, he highly applauds your great talents." (18 Aug. 1832.)

"...exceedingly sorry to hear of the inattention of the Rajah towards you. Should you find his Durbar to be of no advantage to you, I would advise you to return to Calcutta, as I had the pleasure of sending you there for your own benefit,...

I deeply regret to inform you that the Suttee Petition was dismissed after a long argument for three days." (17 Nov. 1832.)

"I am glad to learn that you are now doing the duty of the Moonsiff at Gopeegunge, and am anxious to know whether you receive your salary from the Rajah regularly every month, exclusive of that of your present office." (7 Aug. 1833.)

"I am exceedingly happy to learn that...the Rajah (to whom I beg to be remembered) has been pleased to permit you to stay and to discharge the functions of Commissioner at Benares." (18 May 1834.)

"...your letter of the 5th ultimo announcing the melancholy death of our much esteemed friend, the Rajah of Benares..." (12 May 1835.)

তারিণীচরণ বাংলা-গদ্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। বাংলা ভাষায় তাঁহার বিশেষ বুৎপত্তি ছিল; উর্দ্দু হিন্দী ও তিনি ভাল জানিতেনই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কার্য্যকালে তিনি হিন্দুস্থানী ভাষায় কতকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, আবার অনেক পুস্তক রচনায় সাহায্যও করিয়াছিলেন। এই সকল পুস্তক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অর্থানুকূল্যে অথবা কলেজে পঠনপাঠনের স্নবিধার জন্যই রচিত হইয়াছিল। আমরা এখানে কেবল তারিণীচরণের বাংলা রচনা সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

জন্ গিল্‌ক্রাইস্টের তত্ত্বাবধানে কলেজের পণ্ডিত, মৌলবী ও মুন্‌শীগণ ইংরেজী হইতে ঈসপের গল্প ও অন্যান্য প্রাচীন কাহিনী ছয়টি দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ-গ্রন্থ *The Oriental Fabulist* নামে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানির আখ্যা-পত্র এইরূপ :—

> **The Oriental Fabulist or Polyglot Translations of Esop's and Other Ancient Fables from The English Language, into Hindoostanee, Persian, Arabic, Brij B.hak,ha, Bongla, and Sunskrit, in the Roman Character, By Various Hands Under The Direction and Superintendence of John Gilchrist, For the Use of The College of Fort William. Calcutta, Printed At The Hurkaru Office. 1803.**

এই পুস্তকের বাংলা, ফার্সী ও হিন্দুস্থানী অংশ তারিণীচরণ-কৃত। এই অনুবাদে—বিশেষতঃ বাংলা অনুবাদে—তারিণীচরণের কৃতিত্ব কিরূপ, সে-সম্বন্ধে গ্রন্থের ভূমিকায় গিল্‌ক্রাইস্ট লিখিতেছেন :—

> **The names of the Learned Natives who have generally been employed on this Polyglot Translation, are as follows :**

Tarnee Churun Mitr,	**Bungla, Persian & Hindoostanee.**
Meer Buhadoor Ulee,	**Persian and Hindoostanee.**
Meer Sher Ulee Ufsos,	**Persian and Hindoostanee.**

Muoluwee Umanut Oollah, Arabic and Persian.
Sudul Misr, Sunskrit.
Sree Lal Kub, B,hak,ha.
Ghoolam Ushruf, Persian.

It behoves me now more particularly to specify, that to TARNEE CHURUN MITR'S patient labour and considerable proficiency in the English tongue, am I greatly indebted for the accuracy and dispatch, with which the Collection has been at last completed. The public may yet feel, and duly appreciate the benefit of his assiduity and talents, evident in the Bungla Version, especially when published, as I intend, in the proper character of that useful dialect; a design, that if duly encouraged, I may, as already hinted, extend to all the rest. (Pp. xxiv-xxv.)

'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিস্ট' ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক-রূপে রচিত হইয়াছিল। কলেজ-কর্তৃপক্ষের অর্থানুকূল্যে ইহা প্রকাশিত হয়। কলেজ-কমিটির ২৭ জুন ১৮০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণে প্রকাশ :—

Resolved that the sum of one thousand Rupees...be subscribed to the Oriental Fabulist and Hindee Moral Preceptor, the two works now published by Mr. Gilchrist.

Resolved that Mr. Gilchrist be required to deliver to the College only twenty copies of each of the respective works mentioned in the foregoing resolutions.—Home Dept. Mis. No. 559, pp. 256-57.

'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিস্ট'-রোমান অক্ষরে মুদ্রিত। 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'র ৫ম পুস্তকে ইহার বাংলা অংশ বাংলা হরফে প্রকাশিত হইয়াছে।

রচনার নিদর্শন :—

একবিংশতি কথা কেন্দুয়া ও পর্ব্বতী কুকুরের।

এক নেকড়িয়া ক্ষীণ ক্ষুধাতে আধমরা অসাবধানে এক সাবর্থী পুষ্ট কুকুরের পথে উপস্থিত হইল। নেকড়িয়া অত্যন্ত দুর্ব্বলত্বপ্রযুক্ত হিংসা

করিতে অশক্ত হইয়া, এই অতি উচিত ঠাওরাইলেক যে এ উত্তম কুকুরের সহিত সৌহার্দ করি ; পরে অন্য অন্য শিষ্টাচারের মধ্যে সে বড় শিষ্টরূপে তাহার রূপের প্রশংসা করিলেক। কুকুর কহিলেক, অবশ্য, কেন এমন না হইব, প্রকৃত আমি সচ্ছন্দে থাকি ; তুমিও যদি আমার মতাবলম্বী হও, তবে ত্বরা একেবারে এমনি ভাল দশায় পড়। কেন্দুয়া তাহার এ কথায় মন দিলেক, এবং জিজ্ঞাসা করিলেক যে এমন যথেষ্ট ভক্ষ্য উপার্জন করিতে আমাকে কি করিতে হইবেক। কুকুর উত্তর দিলেক, যে অত্যল্প কর্ম ; কেবল ভিখারিরদিগ্‌কে তাড়াইয়ো, আমার প্রভুর সহিত সোয়াগ করিয়ো, আর তাহার পরিজনের নিকট শিষ্ট থাকিয়ো। এই সকল কথায় ক্ষুধার্ত্ত নেকড়িয়া কিছু আপত্তি করিলেক না ; এবং বড় আগ্র হইয়া সম্মত হইল যে নূতন বন্ধু আমাকে যেখানে লইয়া যাইবেক সেইখানে তাহার সঙ্গে যাইব। তাহারা যখন দুইজনে ক্ষালন করিয়া যাইতেছিল, নেকড়িয়া দেখিলেক যে বন্ধুর ঘাড়ের চারিদিগের রোঁয়া মণ্ডলাকার উঠিয়া গিয়াছে, ইহাতে তাহার শ্রবণেচ্ছা হইল, এবং কারণ জিজ্ঞাসিলেক। কুকুর উত্তর দিলেক, কিছু নহে, কিম্বা কিছু হেতু হইবেক, বুঝি পাটার চিহ্ন যাহাতে কখন কখন শিকলি বান্ধা যায়। কেন্দুয়া বড় বিস্ময়াপন্ন হইয়া উত্তর করিলেক, হরি হরি শিকলি ! তবে বুঝা গেল যে সময়ে এবং যে স্থানে তুমি বেড়াইতে চাহ তাহাতে তোমাকে অনুমতি নাহিঁ। কুকুর মাথা হেট করিয়া কহিলেক, সর্বদা নহে ; কিন্তু ইহাতে কি দোষ ? নেকড়িয়া বলিলেক, ইহাতে এই দোষ যে তোমার ভোজনে আমি কোন অংশের বাসনা করিব না ; আমার বিবেচনায় স্বাধীনতার সহিত অর্দ্ধগ্রাস পরাধীনতার সহিত সম্পূর্ণ গ্রাস অপেক্ষা ভাল।

ফল, স্বতন্ত্রতার সহিত দিনপাতের সম্ভাবনা অত্যন্ত সৌষ্টবেতে দাসত্ব অপেক্ষা ভাল। (পৃ. ১১৭-১৮)

একত্রিংশতি কথা থেঁকশিয়াল ও ছাগলের।

এক থেঁকশিয়াল ও ছাগল একত্রে অতি গ্রীষ্ম দিনে ভ্রমণ করিতে করিতে, অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হইল; তখন কোথা এমন স্থান পাইবেক যেখানে জল থাকে, এজন্যে গ্রামের চারি দিগ দেখিতে লাগিল, পরে এক কূপের মধ্যে পরিষ্কৃত জল দেখিলেক। তাহারা দুই জনে বড় ইচ্ছাপূর্বক তাহাতে নাবিল, এবং যথেষ্টরূপে আপন আপন পিপাসা নিবির্ত্তি করিয়া, বিবেচনা করিতে লাগিল যে কেমন করিয়া বাহির হইব। অনেক উপায় উভয়ে ঠাওরিলেক আর খণ্ডিলেক। শেষে ধূর্ত্ত থেঁকশিয়াল বড়ই আহ্লাদে ডাকিয়া উঠিল, এক্ষণে আমার অন্তঃকরণে এক যুক্তি উপস্থিত হইল, তাহাতেই আমার হৃদবোধ হয় যে আমারদিগকে এ বিপত্তি হইতে উদ্ধার করিবেক: ছাগলকে কহিলেক, তাহাই কর, কেবল আপন পিছলী পায় দাঁড়াও, আর আগলী পা কূপের ধারে রাখ। এইরূপে আমি তোমার মাথার উপর চড়িব, আর সেইখান হইতে, এক লাফে উপরে যাইতে পারিব: যখন আমি ওখানে পঁহুছিলাম, তুমি জান তখন আমি অনায়াসে তোমার শিং ধরিয়া টানিয়া তুলিতে পারিব। বোকা ছাগল এ কথা বিলক্ষণ গ্রাহ্য করিলেক, এবং যে মত কহিয়াছিল তৎক্ষণাৎ সেই মত করিলেক: এই উপলক্ষে থেঁকশিয়াল, অক্লেশে উপরে গেল। ছাগল কহিলেক তুমি যে সাহায্য বলিয়াছিলে তাহা কর। শৃগাল উত্তর দিলেক, ওরে বুড়া নির্বোধ, তোর বুদ্ধি যদি তোর দাড়ির মত অর্দ্ধেক হইত, তবে তুই কখন এমন প্রত্যয় করিতিস না, যে তোর প্রাণ রক্ষা করিতে আমি আপন প্রাণকে সঙ্কটে ফেলিব। কিন্তু তোকে এক নীতি কহি, যদি তুই শুভাদৃষ্টক্রমে ইহা হইতে মুক্ত হইতে পারিস, তবে তাহা পশ্চাতে তোর কাজে আসিবেক: "কূপে হইতে কেমনে বাহির হইবে ইহা যাবৎ না বিলক্ষণ বিবেচনা না করহ, তাহার পূর্বে কদাচ তাহার ভিতর যাইতে অসংসাহসী করিও না।"

ফল যখন আমরা কোন বিষম দায়ে পড়ি, তখন এই উচিত যে প্রতিবাসীর সহায়তা অপেক্ষা আপন শক্তির উপর অধিক নির্ভর করি।

(পৃ. ১১৪-১৫)

তারিণীচরণ কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির অনুরোধে হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় কোন কোন-পুস্তক রচনা বা অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেনের সহযোগে ইংরেজী ও আর্বী হইতে ৩১টি কাহিনী বাংলায় অনুবাদ করিয়া 'নীতিকথা' নামে ৩৫ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন ; ঐ বৎসরেই ইহার তিনটি সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল।* 'নীতিকথা'র আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

নীতিকথা পাঠশালার নিমিত্তে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী দ্বারা বাঙ্গলা ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া সংগ্রহ ও মুদ্রিত করা গেল C. S. B. S. কলিকাতা শ্রীবিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় ছাপা হইল ইং ১৮১৮ এপ্রিল মাস।

---

* 1. A collection of Fables, 31 in all, have been translated into Bengalee, from the English and Arabic, by Baboos Tarinee Churun Mitr, Radhacant Deb, and Ram Comul Sen. These have been highly and universally approved, and found to constitute an excellent reading book. An edition of the first portion, amounting to 500 copies, having been distributed, another to double the extent was printed some months ago, together with 1,500 copies of a second portion. This additional supply is now nearly exhausted, which has induced your Committee to order a new edition of 4,000 copies of the whole with new matter,... (The First Report of the Calcutta School Book Society, 1818, p. 4.)

2. The third edition, to the extent of 4000 copies, of the *Fables* translated into *Bengalee*, by Baboos Tarinee Churun Mitr, and Radhacant Deb, and Ram Comol Sen, members of your Committee, and mentioned as ordered in the last year's Report, was soon after received from the press. This collection is commonly known by its Bengalee title of *Neeti Cotha*, (that is, moral instruction,) *Part 1st*. (The Second Report of the Calcutta School Book Society's Procdgs. Second Year 1818-19, p. 8.)

রচনারীতির নিদর্শন-স্বরূপ 'নীতিকথা' হইতে একটি নীতিকথা উদ্ধৃত করা হইল :—

১২ নীতিকথা

সিংহ ও বলদ

কোন সময় এক সিংহ একটা বলদ শিকার করিতে মনস্থ করিলেক কিন্তু বলদের বলাধিক্য হওন প্রযুক্ত নিকটে যাইতে পারিলেক না পক্ষে তাহাকে ছলিবার জন্যে নিকটে গিয়া কহিলেক ওহে বলদ আমি একটা হৃষ্টপুষ্ট ভেড়ার ছা মারিয়াছি অতএব আমার বাশনা এই যে অদ্য রাত্রে তুমি আমার গৃহে অধিষ্ঠান হইয়া ভোজন কর বলদ নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেক যখন বলদ সিংহের আলয়ে গেল দেখিলেক যে সিংহ অনেক কাষ্ঠ ও বড়২ হাঁডা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে বলদ ইহা দেখিয়া ফিরিয়া চলিল সিংহ কহিলেক তুমি এখানে আসিয়া কেন যাও বলদ উত্তর দিলেক যে আমি তোমাব মনস্থ জানিলাম ভেড়ার ছার নিমিত্তে এতাবৎ ঘটা নহে তাহা হইতে বড় কোন ব্যক্তির জন্যে আয়োজন করিয়াছ।

ইহার আভাষ এই

বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে যে শত্রুর কথা সত্য জানে ও তাহার সহিত প্রীতি করে। (পৃ. ১০-১১)

তারিণীচরণ উর্দ্দু ভাষায় 'নীতিকথা' অনুবাদ করিয়াছিলেন। 'নীতিকথা' দ্বিতীয় খণ্ড সঙ্কলন করেন—মে, হার্লি ও পীয়ার্সন; তারিণীচরণ ইহা হিন্দীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন।*

* The Second Report of the Calcutta School Book Society's Procdgs. Second Year 1818-19, pp. 11-12.

চণ্ডীচরণ মুন্‌শী

চণ্ডীচরণের কোনরূপ পরিচয় আমরা জানিতে পারি নাই। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পরেই, কেরীর অধীনে তিনি এই বিভাগে প্রবেশ করেন।

চণ্ডীচরণের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় তাঁহার 'তোতা ইতিহাসে'র জন্য। ইহা কাদির বখ্‌শ-প্রণীত ফার্সী 'তুতিনামা'র বঙ্গানুবাদ। এই অনুবাদ করিয়া তিনি কলেজ-কাউন্সিলের নিকট হইতে ১০০ টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। চণ্ডীচরণের 'তোতা ইতিহাসে'র পাণ্ডুলিপি কলেজ-কাউন্সিলের ১৬ জানুয়ারি ১৮০৪ তারিখের অধিবেশনে উপস্থাপিত হয়; এ-সম্বন্ধে কেরী লিখিয়াছিলেন:—

Sir,......

Accompanying this is a translation of the Toteenama from Persian into Bengalee by one of the Pundits of this Class, Chundeechurn. I will thank you to present it to the Council of the College. It is rendered into very plain and good Bengalee, and very fit for a class book. Should the Council order him any reward for his labour, it will be gratefully received by him, and as he is a poor man will be a great help to him.

W. Carey.

AGREED that the sum of one hundred Rupees be allowed to the Pundit Chundeechurn for his translation of the Toteenama in Bengalee.—Home Mis. No. 559, p. 304.

'তোতা ইতিহাস' ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত হয়। ইহা বহুল-প্রচারিত পুস্তক। লণ্ডন হইতেও ইহার একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রথম সংস্করণ 'তোতা ইতিহাসে'র পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২২৪ ; ইহার আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

তোতা ইতিহাস।— বাঙ্গালা ভাষাতে শ্রীচণ্ডীচরণ মুন্‌শীতে রচিত।— শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— ১৮০৫।—

ভাষার নিদর্শন-স্বরূপ প্রথম সংস্করণের 'তোতা ইতিহাস' হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

১৬ ষোড়শ ইতিহাস।—

চারি জন ধনবান গরিব হইয়াছিল তাহার কথা।—

যখন সূর্য্য অস্ত হইল এবং চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা প্রেমানলে দগ্ধা হইয়া ক্রন্দন করিতে২ তোতার অগ্রে যাইয়া কহিলেক ওহে শ্যামবর্ণ তোতা তুমি প্রত্যহ জ্ঞান বাক্য কহিয়া আমার গমন বারণ করিতেছ কিন্তু তোমার নীতবাক্যেতে আমার কোন উপকার হইবে না কেননা যে ব্যক্তি প্রেমাসক্ত হয় তাহার নীতবচনে কি হইতে পারে অতএব আমি প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারিয়া যে রূপ দগ্ধচিত্তা হইতেছি তাহা কি কহিব? তোতা কহিলেক শুন কর্ত্রী বন্ধুলোকের বাক্য শ্রবণ করা উচিত কিন্তু যে ব্যক্তি তাহা না শুনিয়া কার্য্য করে সে দুঃখ পায় এবং লজ্জিত হয়। যে মত চারিজন বন্ধুর মধ্যে এক জন কথা না শুনিয়া ব্যামহ পাইয়া ছিল? খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন যে সে কিরূপ ইতিহাস তাহা কহ তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।—

বলক নামে এক সহরে চারি জন বন্ধু ধনবান ছিল তাহারদের অত্যন্ত প্রীতি ছিল। কতক কাল পরে সেই চারি জন দুঃখী হইয়া বহুশাস্ত্রজ্ঞ এক পণ্ডিতের নিকটে যাইয়া আপনারদের দশার বিস্তারিত কহিলেন সেই পণ্ডিত তাহারদিগকে অনুগ্রহ করিয়া সেই চারি জনকে চারি মণি দিয়া কহিলেন যে এই চারি মণি তোমরা চারি জনে আপন২ মস্তকে রাখিয়া প্রস্থান কর। কিন্তু যাহার মস্তকহইতে মণি যে স্থানে

পাড়িবেক সেই ভূমি খনন করিলে যাহা বাহির হইবেক সে ব্যক্তি তাহাই লইবেক। পণ্ডিত এই রূপে সকলকে বিদায় করিলে তাহারা পণ্ডিতের আজ্ঞানুসারে কিছু দূরে গমন করিতে এক জনের মস্তকের মণি খুলিয়া ভূমিতে পাড়লে ঐ ব্যক্তি সেই স্থান খনন করিয়া তাম্র দেখিয়া আর তিন জনকে কহিলে যে আমার প্রাক্তনে তাম্র ছিল তাহা বাহির হইল অতএব আমি এ তাম্রকে স্বর্ণহইতে উত্তম জানিয়া লইলাম যদি তোমরা চাহ তবে এই স্থানে থাক। তাহারা তিন ব্যক্তি স্বীকৃত না হইয়া কিছু পথ যাইতে দ্বিতীয় জনের মাথার মণি মৃত্তিকায় পতন হইলে সে ব্যক্তি সেই স্থান খুঁদিয়া রূপার আকার দেখিয়া অন্য দুই জনকে বলিলেক যে আমার কপালহইতে রূপা বাহির হইয়াছে অতএব তোমরাও এই স্থানে থাকিয়া লও এবং তাহারা দুই পুরুষ সম্মত না হইয়া সেই স্থানহইতে কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিতেই তৃতীয় ব্যক্তির মস্তকের মণি মাটিতে পড়িল পরে সেই জন ঐ স্থান খুদিয়া স্বর্ণের আকার দেখিয়া চতুর্থ জনকে কহিলেক স্বর্ণহইতে অধিক আর কোন বস্তু নাই অতএব আইস দুই জনে এই স্থানে থাকি। চতুর্থ ব্যক্তি তাহা না শুনিয়া মনে করিলেক যে আরও অগ্রে গেলে রত্ন পাইব ইহা ভাবিয়া এক ক্রোশ পথ গমন করিতেই সেই মণি ভূমিতে পড়িলে সে জন সেই স্থান খনন করিয়া লোহার আকার দেখিয়া লজ্জিত হইয়া কহিলেক যে হায় কেন স্বর্ণ ত্যাগ করিলাম যদি বন্ধুর কথা শুনিতাম তবে ভাল হইত ইহা বলিয়া সেই স্থানে আসিয়া বন্ধুর এবং স্বর্ণের অন্বেষণ করিলেন তাহা দেখিতে না পাইয়া পুনর্ব্বার সে লোহা লইতে আসিয়া বিস্তর অন্বেষণ করিলে তাহাও পাইল না। অনন্তর সেই দুঃখী অনুপায় দেখিয়া সেই পণ্ডিতের নিকট গমন করিলে তাহাকেও সে স্থানে না দেখিয়া অতি খেদিত হইল।

তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে কেহ

আপন বন্ধুর কথা না মানে সে এই মত দুঃখ ও লজ্জা পায় অতএব তুমি এখন আপন প্রিয়তমের স্থানে যাও কেননা এই সময় যাওয়া ভাল। পরে খোজেস্তা যাইতে উদ্যত হইলেই পক্ষিগণেরা রব করিতে লাগিল ও প্রাতঃকাল হইল অতএব যাওয়া হইল না।—(পৃ. ১০৭-১০)

চণ্ডীচরণ আরও একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া কলেজ-কাউন্সিলের নিকট হইতে ৮০ টাকা পুরস্কৃত হইয়াছিলেন—ইহা ভগবদ্‌গীতার বঙ্গানুবাদ। ইহার পাণ্ডুলিপি কলেজ-কাউন্সিলের ১২ নবেম্বর ১৮০৪ তারিখের অধিবেশনে উপস্থাপিত হয়; এ-সম্বন্ধে কেরী লিখিয়াছিলেন:—

To the Council of the College of Fort William.

Gentlemen,

In consequence of the encouragement given to literary merit by this institution Rajeeb Lochun, a Pundit in the Bengalee Department has lately composed an history of Raja Krishnu Chunder Roy (late of Krishn nagur) in the Bengalee Language.

Chundee Churn, another Pundit in the same Department, has, with the help of some learned Brahmuns, translated the Bhagvut Geeta into Bengalee.

I have examined these works and think them to be worthy the patronage of the College, and recommend the writers as deserving some reward for their labours.

Accompanying this I send the manuscripts of these two works, which with the translation of the Tooteh numah, by Chundee Churn I recommend to be printed for the use of the Bengalee Class.

I am, Gentlemen,
Your most obedient humble servant,
W. Carey.

College
5th October 1804

RESOLVED that 100 copies of the History of Rajah Krishna Chunder Roy in the Bengalee Language, and 100 copies of the Translation of the Toote namah into the Bengalee Language be subscribed for by the College.

ORDERED that a fair copy of each of the foregoing works be made in order to be deposited in the Library of the College.

RESOLVED that a premium of Sicca Rupees 100 be awarded to Rajeeb Lochun Pundit for his History of Rajah Krishna Chunder Roy in the Bengalee Language. That a premium of Sicca Rupees Eighty be awarded to Chundee Churn Pundit for his translation of the Bhagbut Geeta into the Bengalee Language.*

চণ্ডীচরণ-কৃত ভগবদ্‌গীতার বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হইয়াছিল কি না জানিতে পারি নাই। তবে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইহা এবং 'তোতা ইতিহাস' যে "Ready for the Press" ছিল কলেজের নথিপত্রে তাহার উল্লেখ আছে।†

২৬ নবেম্বর ১৮০৮ তারিখে চণ্ডীচরণ মুন্‌শীর মৃত্যু হয়। পর-বৎসরের ২৭ জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত কলেজ-কাউন্সিল-অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণে প্রকাশ :—

Chundee Churn a Pundit of the fixed Bengalee Establishment having died on the 26 November 1808—Anund Chunder was appointed on the 2nd December 1808 to succeed him. (Home Mis. No. 560, p. 554.)

* Home Mis. No. 559, pp. 884-85.

† See also *Primitiæ Orientales*, iii. XXXIV.

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় মাসিক ৪০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের এক জন সহকারী পণ্ডিত ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কার্য্যবিবরণে উল্লিখিত আছে, তিনি কৃষ্ণনগর-রাজবংশের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন ("descended from the family of the Rajah")।

রাজীবলোচন 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়া তাহার পাণ্ডুলিপি কলেজের বাংলা-বিভাগের অধ্যক্ষ কেরীর হস্তে সমর্পণ করেন। তাঁহার রচনা পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া কেরী ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষকে যে পত্র লেখেন, এই পুস্তকের ২৮-২৯ পৃষ্ঠায় তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

কেরীর সুপারিশে কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ রাজীবলোচনকে এক শত টাকা পুরস্কার দিতে এবং পুস্তকখানি মুদ্রিত হইলে ১০০ খণ্ড ক্রয় করিতে স্বীকৃত হন।

রাজীবলোচন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত বেশী দিন যুক্ত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের পণ্ডিতগণের যে তালিকা পাওয়া যায়, তাহাতে রাজীবলোচনের নাম নাই।* কিন্তু কেরীর একখানি জীবন-চরিতে লিখিত হইয়াছে—"Rajib Lochan served throughout Carey's twenty-nine years…" এই পুস্তকে তথ্যঘটিত

---

* Roebuck: *Annals of the College of Fort William*. App. pp. 49-50.

অনেক ভুল আমাদের চোখে পড়িয়াছে। যদি উপরের উক্তিটি ভুল না হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, রাজীবলোচন ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্তই কোন-না-কোন ভাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত যুক্ত ছিলেন।*

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' মুদ্রিত হয়; ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১২০। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং।— শ্রীযুত রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়েন রচিতং।—

কৃষ্ণচন্দ্রমহারাজ ধরণীর মাজ
যাহার অধিকারে নবদ্বীপ সমাজ।
পূর্ব্ব বৃত্তান্ত যত করিয়া প্রচার
কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র পরে কহিব বিস্তার।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— ১৮০৫।

অনেকে ভুল করিয়া ইহার প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল "১৮০১" খ্রীষ্টাব্দ বলিয়াছেন। এই পুস্তক ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে পুনর্মুদ্রিত হয়। শ্রীরামপুর হইতে ইহা একাধিক বার মুদ্রিত হইয়াছিল; তাহা ছাড়া লং সাহেবের আদেশানুসারে গোপীনাথ চক্রবর্ত্তী অ্যাণ্ড কোম্পানির উদ্যোগে ১৭৮০ শকে প্রকাশিত একটি সংস্করণও আছে। শেষোক্ত সংস্করণের পুস্তকের অনেক স্থানে ভাষার বিন্যাস বিপর্য্যয় ইত্যাদি যে-সকল দোষ ছিল, তাহা গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সংশোধন করিয়া দেন। ১৩৪৩ সালে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস গ্রন্থকারের জীবনীসহ 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' পুস্তকের প্রথম সংস্করণ সযত্নে পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন।

---

* S. Pearce Carey : *William Carey*, (8th ed.), p. 227.

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ আমরা 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' পুস্তকের প্রথম সংস্করণ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

পরে কালীপ্রসাদ সিংহ শিবনিবাসে আসিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন রাজা বিরলে গিয়া পাত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন মুরসিদাবাদের যাবদীয় সংবাদ বিস্তার করিয়া কহ কালী-প্রসাদ সিংহ বিস্তারিত করিয়া সমস্ত নিবেদন করিল তিনি সমস্ত সমাচার জ্ঞাত হইয়া আত্মপাত্রকে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া রাজপ্রসাদ দিয়া যথেষ্ট সম্মান করিয়া আজ্ঞা করিলেন ভাল দিবস স্থির করহ রাজধানীতে যাইব কিঞ্চিৎ গৌণে শুভক্ষণে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় উত্তম২ মন্ত্রী লইয়া মুরসিদাবাদে উপস্থিত হইলেন কিঞ্চিৎ পরে নবাবের যাবদীয় প্রধান২ পাত্র মিত্রগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন সকলের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই নবাবের দ্বারে উপনীত হইয়া সম্বাদ দিলেন। নবাব সাহেব শুনিয়া আজ্ঞা করিলেন আসিতে কহ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নানাবিধ ভেটের দ্রব্য দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ভেটের সামগ্রী নবাব সাহেব দৃষ্টি করিয়া তুষ্ট হইয়া বসিতে আজ্ঞা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন শারীরিক ভাল আছ রাজা করপুটে নিবেদন করিলেন সাহেবের প্রসাদাৎ সকল মঙ্গল এবং শারীরিকও মঙ্গল এইরূপ অনেক শিষ্টাচার গেল ক্ষণেক বসিয়া রাজা নিবেদন করিলেন যদি আজ্ঞা হয় তবে বাসায় যাই অনেক২ নিবেদন আছে পশ্চাৎ গোচর করিব নবাব অনুমতি দিলেন। এ দিবস রাজা বাসায় আসিয়া মহারাজ মহেন্দ্র ও রাজা রামনারায়ণ ও রাজা রাজবল্লভ এবং জগৎসেট ও মীর জাফরালি খাঁ ইহারদিগের নিকট মনুষ্য প্রেরিত করিলেন আমি সাক্ষাৎ করিতে যাইব সকলেই অনুমতি করিলেন রাত্রে আসিতে কহিও ক্রমে২ রাজা সকলের নিকট রাত্রে গমন করিয়া আত্মনিবেদন করিলেন। পরে জগৎসেট কহিলেন এ দেশের অত্যন্ত অপ্রতুল. হইল দেশাধিকারী অতিদুরন্ত কারু বাক্য শুনে না দিনং

দৌরাত্ম্য অধিক হইতেছে অতএব সকলে একবাক্যতা হইয়া বিবেচনা না করিলে কাহারু নিষ্কৃতি নাই এই কথার পর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন আপনারা রাজদ্বারের কর্ত্তা আমরা আপনকারদিগের মতাবলম্বী যেমন২ কহিবেন সেইরূপ কার্য্য করিব ইহাই শুনিয়া জগৎসেট কহিলেন অদ্য বাসায় যাউন আমি মহারাজা মহেন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া নিভৃত এক স্থানে বসিয়া আপনকাকে ডাকাইব সে দিবস বিদায় হইয়া রাজা বাসায় আসিলেন পরে এক দিবস জগৎসেটের বাটীতে রাজা মহেন্দ্র প্রভৃতি সকলে বসিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে আহ্বান করিলেন দূত আসিয়া রাজাকে লইয়া গেল যথাযোগ্য স্থানে সকলে বসিলেন। ক্ষণেক পরে রাজা রামনারায়ণ প্রশ্ন করিলেন আপনারা সকলেই বিবেচনা করুন দেশাধিকারী অতিশয় দুর্বৃত্ত উত্তর২ দৌরাত্ম্যের বৃদ্ধি হইতেছে অতএব কি করা যায় এই কথার পর মহারাজা মহেন্দ্র কহিলেন আমরা পুরুষানুক্রমে নবাবের চাকর যদি আমারদিগের হইতে কোন ক্ষতি নবাব সাহেবের হয় তবে অধর্ম্ম এবং অখ্যাতি অতএব আমি কোন মন্দ কর্ম্মের মধ্যে থাকিব না তবে যে পূর্ব্বে এক আধ বাক্য কহিয়াছিলাম সে বড় উষ্মাপ্রযুক্ত এইক্ষণে বিবেচনা করিলাম এসব কার্য্য ভাল নয় এই কথার পর রাজা রামনারায়ণ ও রাজা রাজবল্লভ এবং জগৎসেট ও মীর জাফরালি খাঁ কহিলেন যদ্যপি আপনি এ পরামর্শ হইতে ক্ষান্ত হইলেন কিন্তু দেশ রক্ষা পায় না এবং ভদ্র লোকের জাতি প্রাণ থাকা ভার হইল। অনেক২ রূপ কহিতে মহারাজা মহেন্দ্র কহিলেন তোমরা কি প্রকার করিবা তখন রাজা রামনারায়ণ কহিলেন পূর্ব্বে এ কথার প্রস্তাব এক দিবস হইয়াছিল তাহাতে সকলে কহিয়াছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অতিবড় মন্ত্রী তাঁহাকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করা যাউক তিনি যেমন২ পরামর্শ দিবেন সেইমত কার্য্য করিব এখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এই সাক্ষাতে আছেন ইহাকে জিজ্ঞাসা করুন যেং পরামর্শ কহেন তাহাই

শ্রবণ করিয়া যে হয় পশ্চাৎ করিবেন। ইহার পর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি সকলি জ্ঞাত হইয়াছ এখন কি কর্ত্তব্য। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় হাস্য করিয়া নিবেদন করিলেন মহাশয়েরা সকলেই প্রধান মনুষ্য আপনকারা আমাকে অনুমতি করিতেছেন পরামর্শ দিতে এ বড় আশ্চর্য্য সে যে হউক আমি নিবেদন করি তাহা শ্রবণ করুন আমারদিগের দেশাধিকারী যিনি ইনি যবন ইহার দৌরাত্ম্যক্রমে আপনারা ব্যস্ত হইয়া উপায়ান্তর চিন্তা করিতেছেন। সমভিব্যাহৃত মীর জাফরালি খাঁ সাহেব ইনিও জাতে যবন অতএব আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। এই কথার পর সকলে হাস্য করিয়া কহিলেন হাঁ ইনি যবন বটেন কিন্তু ইহাঁর প্রকৃতি অতিউত্তম আপনি ইহাঁকে সন্দেহ করিবেন না পশ্চাৎ কৃষ্ণচন্দ্র রায় নিবেদন করিলেন এ দেশের উপর বুঝি ঈশ্বরের নিগ্রহ হইয়াছে নতুবা এককালীন এত হয় না প্রথম যিনি দেশাধিকারী ইহাঁর সর্ব্বদা পরানিষ্ঠ চিন্তা এবং যেখানে শুনেন সুন্দরী স্ত্রী আছে তাহা বলক্রমে গ্রহণ করেন এবং কিঞ্চিৎ অপরাধে জাতি প্রাণ নষ্ট করেন দ্বিতীয় বরগী আসিয়া দেশ লুট করে তাহাতে মনোযোগ নাই তৃতীয় সন্ন্যাসী আসিয়া যাহার উত্তম ঘর দেখে তাহাই ভাঙ্গিয়া কাষ্ঠ করে তাহা কেহ নিবারণ করে না অশেষ প্রকার এ দেশে উৎপাত হইয়াছে অতএব দেশের কর্ত্তা যবন থাকিলে কাহারু ধর্ম্ম থাকিবে না এবং জাতিও থাকিবে না অতএব ঈশ্বরের নিগ্রহ না হইলে এত উৎপাত হয় না আমি একারণ অনেক২ বিশিষ্ট লোককে কহিয়াছি তোমরা সকলে ঈশ্বরের আরাধনা বিশিষ্টরূপে কর যেন আর উৎপাত না হয় এবং যবন অধিকারী না থাকে আমু২ জাতি ধর্ম্ম রক্ষা পায় এইরূপ ব্যবহার আমি সর্ব্বদাই করিতেছি অতএব নিবেদন করি ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন নষ্ট করিবেন না কিন্তু এক সুপরামর্শ আছে আমি নিবেদন করি যদি সকলের পরামর্শ সিদ্ধ হয় তবে তাহার চেষ্টা পাইতে পারি। তখন সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন

কি পরামর্শ কহ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন সকলে মনোযোগ করিয়া শ্রবণ করুন।

এ দেশের অধিকারী সর্ব্বপ্রকারে উত্তম হন এবং অন্য জাতি ও এ দেশীয় না হন তবেই মঙ্গল হয়। জগৎসেট প্রভৃতি কহিলেন এমন কে তাহা বিস্তারিয়া কহ রাজা কহিলেন বিলাতে নিবাস জাতে ইঙ্গরাজ, কলিকাতায় কোঠি করিয়া আছেন যদি তাঁহারা এ রাজ্যের রাজা হন তবে সকল মঙ্গল হবেক। ইহা শুনিয়া সকলেই কহিলেন তাঁহারদিগের কি২ গুণ আছে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন তাঁহারদিগের গুণ এই২ সকল সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পরহিংসা করেন না যোদ্ধা অতিবড় প্রজাপন্তি যথেষ্ট দয়া এবং অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন বুঝিতে বৃহস্পতির ন্যায় ধনেতে কুবের তুল্য ধার্ম্মিক এবং অর্জুনের ন্যায় পরাক্রম প্রজা পালনে সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির এবং সকলে ঐক্যতাপন্ন শিষ্টের পালন দুষ্টের দমন রাজার সকল গুণ তাঁহারদিগের আছে অতএব যদি তাঁহারা এ দেশাধিকারী হন তবে সকলের নিস্তার নতুবা যবনে সকল নষ্ট করিবেক। এই কথার পর জগৎসেট কহিলেন তাঁহারা উত্তম বটেন তাহা আমি জ্ঞাত আছি কিন্তু তাঁহারদিগের বাক্য আমরাও বুঝিতে পারি না ও আমাদিগের বাক্য তাঁহারাও বুঝিতে পারেন না ইহার পর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন এখন তাঁহারা কলিকাতায় কোঠি করিয়া বাণিজ্য করিতেছেন সেই কলিকাতার দক্ষিণে কালীঘাট নামে এক স্থান আছে তাহাতে কালীঠাকুরাণী আছেন আমি মধ্যে২ কালীপূজার কারণ গিয়া থাকি সেই কালে কলিকাতার কোঠির যিনি বড় সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকি ইহাতেই তাঁহার চরিত্র আমি সমস্তই জ্ঞাত আছি। এই কথার পর রাজা রামনারায়ণ কহিলেন আপনি মধ্যে২ কলিকাতার কোঠির বড় সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন কিন্তু তাঁহার বাক্য কি প্রকারে আপনি বুঝেন আর আপনকার কথা তিনি বা কি প্রকারে জ্ঞাত হন।

এই কথার উত্তর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় করিলেন কলিকাতায় অনেক২ বিশিষ্ট লোকের বসতি আছে তাঁহারা সকলে ইঙ্গরাজী ভাষা অভ্যাস করিয়াছেন এবং সেই সকল বিশিষ্ট মনুষ্য সাহেবের চাকর আছেন তাঁহারাই বুঝাইয়া দেন। (পৃ. ৬৩-৭১)

দেখ অতিপূর্ব্বে দণ্ডী নামে এক রাজা ছিলেন সর্ব্বদা মৃগয়া করিতেন এক দিবস দণ্ডী রাজা মৃগয়াতে গমন করিলেন এক বনের মধ্যে গমন করিয়া মৃগয়া করিতেছেন ইতিমধ্যে এক অশ্বিনী দেখিলেন অত্যন্ত চঞ্চলগতি এবং আশ্চর্য্য মূর্ত্তি অশ্বিনীকে দেখিয়া রাজা অতিশয় হৃষ্ট হইয়া সকল সৈন্তকে কহিলেন এই অশ্বিনীকে ধর। রাজাজ্ঞা পাইয়া সকল সৈন্ত অশ্বিনীকে ধরিলেক দণ্ডী রাজা অশ্বিনীকে লইয়া আত্মরাজ্যে আসিলেন। অশ্বিনী দিবসে ঘোটকী রাত্রে এক অপূর্ব্বা সুন্দরী কন্তা হয় ইহাতে দণ্ডী রাজার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল এইরূপে কিছু কাল যায় এক দিবস রজনীতে সেই কন্তাকে দণ্ডী রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে আমাকে সত্য কহ তখন সেই কন্তা কহিলেন আমি স্বর্গের নর্ত্তকী ছিলাম এক দিবস ইন্দ্রের নিকটে নৃত্য করিতেছি অন্তমনস্কা হইলাম ইহাতেই তাল ভঙ্গ হইল তাল ভঙ্গ হওনে ইন্দ্র উষ্মা করিয়া কহিলেন যেমন তুমি মন্দ নৃত্য করিলা অতএব অশ্বিনী হইয়া সর্ব্বদা বনমধ্যে নৃত্য কর গিয়া। পরে আমি ইন্দ্রকে বহুবিধ স্তব করিলাম পরে ইন্দ্র কিঞ্চিৎ তুষ্ট হইয়া কহিলেন তুমি রজনীতে কন্তা হইবা। এবং দণ্ডী রাজা তোমাকে ধরিবেক তার পর মুক্ত হইয়া আমার নিকটে আসিবা। ইহা শুনিয়া দণ্ডী রাজা যত্নপূর্ব্বক অশ্বিনীকে রাখেন। এক দিবস শ্রীকৃষ্ণ আপন আলয় হইতে শ্রবণ করিলেন যে দণ্ডী রাজা এক অপূর্ব্বা অশ্বিনী পাইয়াছে সেই অশ্বিনী চাহিলেন দণ্ডী রাজা সে অশ্বিনী কদাচ দিলেন না পরে শ্রীকৃষ্ণ বহু সৈন্ত লইয়া যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন দণ্ডী রাজা শ্রবণ করিলেক যে শ্রীকৃষ্ণ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে

আসিতেছেন ইহা শুনিয়া পলাইয়া অনেক২ স্থানে গমন করিলেন পরে পাণ্ডব পুত্র যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন নকুল সহদেব ইহারদিগের মধ্যে ভীমের শরণাপন্ন হইলেন ভীম আশ্বাস করিলেন হে দণ্ডী রাজা অশ্বিনীর সহিত আমার নিকটে থাক তোমার কোন চিন্তা নাই দণ্ডী রাজা যথেষ্ট আশ্বাস পাইয়া ভীমের নিকটে রহিলেন পরে শ্রীকৃষ্ণ শুনিলেন যে দণ্ডী রাজা অশ্বিনীসহিত ভীমের শরণাপন্ন হইয়াছে পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণ দূত পাঠাইলেন যে দণ্ডী রাজা অশ্বিনীর সহিত সেখানে আছে অতএব তাহাকে এবং অশ্বিনীকে শীঘ্র আমার নিকট পাঠাইবেন এই সম্বাদ পাইয়া ভীম বড় ভাবিত হইলেন ভীমেরদিগের বল বুদ্ধি বিক্রম যে কিছু সকলি শ্রীকৃষ্ণ অন্তঃকরণে বিবেচনা করিলেন যে শরণাগত জনকে রক্ষা যদি না করি তবে বৃথা প্রাণ ধারণ করা যদি না দিই তবে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবেক কৃষ্ণের যুদ্ধেতে প্রাণ রক্ষা হইবে না তবে কি করি অনেক মত চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন বরং যুদ্ধেতে প্রাণ যায় সেও উত্তম তথাপি শরণাগত জনকে দেয়া মত নহে ইহাই স্থির করিয়া কৃষ্ণের দূতকে বিদায় করিলেন দণ্ডী রাজা ও অশ্বিনীকে দিলেন না শ্রীকৃষ্ণ এই সম্বাদ পাইয়া মহাক্রোধে সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে আগমন করিলেন পশ্চাৎ ভীম আত্মসহোদরেরদিগকে সম্বাদ দিলেন তখন যুধিষ্ঠির প্রভৃতি শুনিয়া মহাক্রোধান্বিত হইয়া রণ করিতে প্রবর্ত্ত। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন তোমরা আমার আশ্রিত দণ্ডী রাজার কারণ আমার সঙ্গে রণ করিতে আসিলা ভীমার্জুন কহিলেন আপনি যে কহিলেন সে প্রমাণ বটে কিন্তু শরণাগত জনের কারণ আমরা প্রাণ দিতে স্বীকার করিয়াছি তখন শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়া কহিলেন আমি তোমারদিগের সাহস এবং ধর্ম্মজ্ঞান দেখিবার কারণ এরূপ করিয়াছিলাম এইরূপে কথোপকথন অনেক হইল পশ্চাৎ অশ্বিনী সাক্ষাতে আসিয়া কৃষ্ণ দর্শন করিয়া ইন্দ্রের অভিসম্পাত হইতে মুক্ত হইয়া আত্মস্থানে গমন করিলেক।—(পৃ. ৮৬-৯০)

রামকিশোর তর্কচূড়ামণি

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইতিহাসে প্রকাশ, রামকিশোর তর্কচূড়ামণি ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের পণ্ডিত নিযুক্ত হন।* কিন্তু ৪ সেপ্টেম্বর ১৮০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কলেজ-অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠে জানা যায়, রামকিশোর তখনও সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে মাসিক ৪০৲ বেতনে পণ্ডিতের কার্য্য করিতেছেন ;† এই পদ অস্থায়ী ছিল বলিয়া মনে হয়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই নবেম্বর তারিখে লিখিত কেরীর একখানি পত্র হইতে রামকিশোরের মৃত্যুসংবাদ জানা যায়।‡

রামকিশোর সংস্কৃত হিতোপদেশ বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন ; তাঁহার 'হিতোপদেশ' ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনরীরা নিজেদের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

> ...They printed also the Hitopudesha : the work was translated however, by the late Raj [Ram ?]-Kishora Tarka Chooramonee.—*The Friend of India* (Quarterly Series), vol. II, No. viii, p. 566.

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইতিহাসে প্রকাশ :—

> FABLES, হিতোপদেশ by Ramukishoru Turkalunkaru, 8 vo. 1808.§

রামকিশোরের 'হিতোপদেশ' আমি এখনও কোথাও দেখি নাই।

---

* Roebuck : *The Annals of the College of Fort William* (1819), App. p. 50.

† Home Miscellaneous No, 559, p. 444. (Imperial Records)

‡ Home Mis. No. 565, p. 569.

§ Roebuck : *The Annals of the College of Fort William*, App. No. II, p. 29.

মোহনপ্রসাদ ঠাকুর

মোহনপ্রসাদ ঠাকুর সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তিনি ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অ্যাসিস্টাণ্ট লাইব্রেরিয়ানের পদে নিযুক্ত হন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দেও যে তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, রোবাকের গ্রন্থের শেষে তাহার উল্লেখ আছে। ইহার কিছু দিন পরেই তিনি শ্রীরামপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্রীরামপুর-নিবাসী কালিদাস মৈত্র তাঁহার 'বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে' (১২৬২ সাল) পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

> তৎকালে কলিকাতাপ্রভৃতি স্থানের নিয়মানুসারে মানিলোকের মান রক্ষা হওয়া অতি কঠিন হইয়াছিল, অপিচ যে সমস্ত অধমর্ণ উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিত না, তাহাদিগকে যাবজ্জীবন কারাগারে কাল যাপন করিতে হইত, সুতরাং সেইসমস্ত লোক আপনং মান সম্ভ্রম রক্ষার নিমিত্তে অন্য উপায় না থাকাপ্রযুক্ত শ্রীরামপুরে আসিয়া রক্ষা পাইত। কলিকাতায় ইন্সলবেন্ট কোর্ট, (Insolvent Court.) স্থাপিত হইলে পরে ঐ সমস্ত যোত্রহীন অধমর্ণগণ কলিকাতায় পুনরাগমন করিয়াছে.…(পৃ. ১৪)
>
> শ্রীরামপুরে শ্রীযুত কর্ণেলবর্গ সাহেব বিচারপতিপদে নিযুক্ত হইয়া শ্রীযুত বাবু মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের সহকারে তত্রস্থ বিচারালয়ে ইষ্টাম্প কাগজ ব্যবহারের নিয়ম করিয়াছিলেন, মোহনপ্রসাদ ঠাকুরও কলিকাতা-হইতে এই নগরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। (পৃ. ১৫)

কর্ণেলবর্গ ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের গবর্ণর হন এবং ১১ মে ১৮৩৩ তারিখে মারা যান। সুতরাং এই সময়ের মধ্যেই যে মোহনপ্রসাদ শ্রীরামপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ।

মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের যে-কয়খানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, প্রকাশকাল-সমেত সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল :—

A Vocabulary, Bengalee and English, for the use of Students. *By Mohunpersaud Takoor*, Assistant Librarian in the College of Fort William. Calcutta: Printed by Thomas Hubbard, At the Hindoostanee Press. 1810.

ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২০০+Errata ২। এই অভিধান হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

Of God.

ঈশ্বর	Eeshwor,	God.
ঈশ্বরত্ব	Eeshworotwo,	Godhead.
যিশু খ্রীষ্ট	Yeeshoo khreest,	Jesus Christ.
ধর্ম্মাত্মা	Dhormatma,	Holy Ghost.
সৃষ্টিকর্ত্তা	Sristi Korta,	Creator.
বিশ্বম্ভর	Bishwombhoro,	Providence.
সর্ব্বসমর্থ	Shorbo shomortho,	Omnipotent.
সর্ব্বব্যাপী	Shorbo byapee,	Omnipresent.
সর্ব্বজ্ঞ	Shorboggeeon,	Omniscient.
নিত্যতা	Nityota,	Eternity.

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে মোহনপ্রসাদ একখানি ওড়িয়া-ইংরেজী অভিধান প্রকাশ করেন। রোবাকের গ্রন্থে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-কর্তৃপক্ষের আনুকূল্যে যে-সকল গ্রন্থ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮১০ তারিখের পরে প্রকাশিত হয় তাহার তালিকায় প্রকাশ :—

10. An Ooriya and English Vocabulary. By Mohun Prusad Thakoor, Native Librarian to the College, and Author of a Bengalee and English Vocabulary, already published. The

Ooriya Language is the vernacular dialect of the Province of Orissa ; and as no Dictionary, or Vocabulary, of it has been yet printed, the present work will be of considerable utility. The compiler is well qualified for his undertaking, being a good English Scholar ; besides his knowledge of several other languages, Asiatic and European.*

এই অভিধানখানি আমি এখনও কোথাও দেখি নাই।

A Choice Selection of the most amusing Tales from the Persian, with The Rules of Life, compiled from Gladwin's Persian Classicks, To which is added, A Dictionary, comprising All the words contained in the Tales and Rules, with their interpretations in Bengalee By MOHUNPERSAUD TAKOOR, Assistant Librarian in the College of Fort William. Calcutta : Printed at the Times Press 1816.

ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা এইরূপ :—

আখ্যা-পত্র ও বিষয়-সূচী	...	১-৮
Persian Tales	...	৯-৬২
Rules of Conduct in Life	...	৬৩-৭৪
Dictionary	...	৭৫-১২৬

এই পুস্তকের এক খণ্ড উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতে আছে।

* Roebuck : *The Annals of the College of Fort William*, p. 288.

হরপ্রসাদ রায়

হরপ্রসাদের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তাঁহার নিবাস ছিল কাঁচরাপাড়া।* তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের এক জন অস্থায়ী পণ্ডিত ছিলেন।

বিদ্যাপতির 'পুরুষপরীক্ষা' অনুবাদ করিয়া তিনি কলেজের বাংলা-বিভাগের অধ্যক্ষ কেরীর হস্তে অর্পণ করেন। কেরী ২২ মার্চ ১৮১৫ তারিখে কলেজ-কাউন্সিলকে এ বিষয়ে যে পত্র লেখেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> Huru Prusada, a Pundit on the Bengalee fluctuating Establishment of the College has translated a Sunskrit work called Pooroosha Pureeksha, into the Bengalee language which he intends to print, if he can obtain the usual encouragement of a subscription of 100 copies... †

কলেজ-কাউন্সিল প্রতি খণ্ড ১০৲ হিসাবে এক শত খণ্ড 'পুরুষ-পরীক্ষা' গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন (৩০ মার্চ ১৮১৫)।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি 'পুরুষপরীক্ষা' প্রকাশিত হয়। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ২৭৩; আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

> শ্রীযুক্ত বিদ্যাপতি পণ্ডিতকর্ত্তৃক সংস্কৃতবাক্যে সংগৃহীতা পুরুষপরীক্ষা।—শ্রীহরপ্রসাদরায় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষাতে রচিতা।—শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—১৮১৫।

---

* Rev. James Long : *Returns relating to Native Printing Presses & Publications in Bengal*...(1855), p. 47.

† Imperial Records : *Home Miscellaneous No. 568*, p. 348.

'পুরুষপরীক্ষা'র আরও কতকগুলি সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা লণ্ডনে পুনর্মুদ্রিত হয়। ১৩১১ সালে বঙ্গবাসী কার্য্যালয় 'পুরুষপরীক্ষা'র একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন; কিন্তু পুস্তকের আখ্যা-পত্রে ও প্রকাশকের ভূমিকায় গ্রন্থকার-হিসাবে ভ্রমক্রমে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নাম মুদ্রিত হইয়াছে!

পুস্তকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ভূমিকায় প্রকাশ :—

নূতিনব প্রজ্ঞাবিশিষ্ট বালকেরদিগের নীতি শিক্ষার নিমিত্তে এবং কামকলা কৌতুকাবিষ্ট পুরস্ত্রীগণের হর্ষের নিমিত্তে শ্রীশিবসিংহ রাজার আজ্ঞানুসারে বিদ্যাপতি নামে কবি এই গ্রন্থ রচনা করিতেছেন…। যে গ্রন্থের লক্ষণোক্ত পরীক্ষার দ্বারা পুরুষ্ সকলের পরিচয় হয় এবং যে গ্রন্থের কথা সকল লোকের মনোরমা সেই পুরুষপরীক্ষা নামে পুস্তক রচনা করা যাইতেছে।—

…পৃথিবীতে পুরুষাকার মাত্র অনেক পুরুষ আছে সেই কেবল পুরুষাকার মনুষ্য সকলকে ত্যাগ করিয়া বাস্তব পুরুষকে বর্ণ করহ আমি ইহা কহিতেছি। সেই পুরুষ যে প্রকার হয় তাহা কহা যাইতেছে কেবল পুরুষাকার অনেক লোক মিলিতে পারে কিন্তু বক্ষ্যমাণ লক্ষণেতে যুক্ত যে পুরুষ সে অতি দুর্লভ তাহাও কহিতেছি বীর এবং সুধী ও বিদ্বান্ আর পুরুষার্থযুক্ত এই চারি প্রকার পুরুষ ভিন্ন যে লোক সকল তাহারা পুরুষাকার পশু কেবল পুচ্ছরহিত।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ প্রথম সংস্করণের 'পুরুষপরীক্ষা' হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

ইতি নিস্পৃহকথা।

জীবের আশাত্যাগ হইলেই তত্ত্বজ্ঞান হয় অর্থাৎ মোক্ষসাধক জ্ঞান হয় কিন্তু কেবল উত্তর কর্ণ করিলে তত্ত্বজ্ঞান হয় না যে পর্য্যন্ত মনেতে চাঞ্চল্য থাকে ও অর্থাভিলাষ থাকে এবং যাবৎ কন্দর্পের আবির্ভাব

থাকে আর যাবৎ সকল জীবেতে সমজ্ঞান না হয় ও যে পর্য্যন্ত প্রয়োজন-রহিত মিত্রতা না হয় তাবৎ পরমেশ্বর নিবিড় বনের ন্যায় থাকেন অর্থাৎ জীবের জ্ঞানের অগোচর থাকেন যখন বিষয় হইতে মনের নিবৃত্তি হয় তখন তত্ত্বজ্ঞান হয় সেই তত্ত্বজ্ঞানেতে ঈশ্বরদর্শন হইয়া জীবের মুক্তি হয়।

অথ নরসিদ্ধি কথা।—

উজ্জয়িনী নগরেতে এক রাজার তিন পুত্র ছিল প্রথম পুত্র ভর্ত্তৃহরি দ্বিতীয় শক তৃতীয় বিক্রমাদিত্য এই তিন সহোদরের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভর্ত্তৃহরি তিনি পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য হেতুক যেষাদি দোষেতে রহিত ও পবিত্র এবং শান্তান্তঃকরণ আর সকরুণ এবং সকল বিষয়েতে বিরক্ত ছিলেন। পরে রাজা পরলোক গত হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র ভর্ত্তৃহরি রাজ্যবাসনা করিতেন না কিন্তু মন্ত্রিরদিগের অনুনয়েতে কহিলেন যে আমি রাজ্যাভিলাষ করি না কেবল তোমারদের অনুরোধে রাজত্ব স্বীকার করিলাম কিন্তু ধর্ম্মার্থেই কিঞ্চিৎ কাল রাজত্ব করিব কেবল সুখার্থে রাজ্য করিব না আর আমি একবার যে সুখভোগ করিব পুনশ্চ সেই সুখভোগ করিব না এবং তোমরাও আমাকে সেই ভুক্ত ভোজনে প্রবৃত্ত করিবা না। এই পরামর্শ স্থির করিয়া ভর্ত্তৃহরি ঐ রাজ্যে রাজা হইয়া দণ্ডনীতি শাস্ত্রের মতে শত্রুগণকে জয় করিয়া ও শিষ্ট লোকের সর্দ্ধনা এবং দুষ্ট লোকের দমন আর প্রজাবর্গের পালন করিয়া এক বৎসর রাজত্ব করিলেন। পরে মন্ত্রিগণ এই নিবেদন করিলেন হে মহারাজ আপনি এক বৎসর রাজত্ব করিয়া সকল কর্ম্ম সিদ্ধ করিয়া যে রূপ সুখভোগ করিয়াছেন ইহার পর আগামি বৎসরে সেই সকল সুখ পুনশ্চ আসিবে কিন্তু সেই অনুভূত সুখের পুনর্ব্বার অনুভব করিলেই ভুক্তভোজন হইবে কিন্তু আপনি পূর্ব্বে আজ্ঞা করিয়াছেন যে তোমরা আমাকে ভুক্তভোজনে প্রবৃত্ত করিবা না এই নিমিত্তে নিবেদন করিলাম এখন মহারাজের যেমত ইচ্ছা হয় তাহাই করুন। রাজা ভর্ত্তৃহরি মন্ত্রিরদিগের ঐ কথা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন

যদি একবার ভুক্ত বিষয়ের পুনর্ব্বার ভোগ কর্ত্তব্য হয় তবে মনুষ্য কখনও তৃপ্ত হইতে পারে না এবং যে পুরুষ সম্বৎসর পর্য্যন্ত সময় বিশেষের যেং সুখ একবার অনুভব করিয়াছে সে প্রতিবর্ষে পুনশ্চ সেইং সুখের অনুভব করিতে পারে অধিক সুখভোগ করিতে পারে না অতএব একবার ভুক্ত সুখের পুনর্ব্বার ভোগ করা উত্তম পুরুষের কর্ত্তব্য নহে অপর ভোগ্য বস্তুর একবার ভোগ করিয়াও যে লোকের পিপাসা নিবৃত্তি না হয় তাহার সেই তৃষ্ণারূপ যে প্রাণান্তক রোগ সেই রোগের চিকিৎসাও হয় না অতএব আর সুখেচ্ছা কিম্বা রাজ্য বাসনা করিব না। রাজা ভর্ত্তৃহরি মন্ত্রিবর্দিগকে আপনার অভিপ্রায় জানাইয়া এবং রাজ্য ও সমুদায় সুখ ভোগ ত্যাগ করিয়া শক নামে ভ্রাতাকে রাজ্য দিয়া আপনি তপোবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর ভর্ত্তৃহরি সর্ব্বদা যোগাবলম্বন করিয়া ঈশ্বরেতে মনঃসংযোগ করিয়া থাকেন। এক সময়ে রাজা ঐ তপস্যা হইতে কিঞ্চিৎ কাল নিবৃত্ত হইয়া আপনার এক জীর্ণ বস্ত্র সীবন করিতে অর্থাৎ সেলাই করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে শ্রীমন্নারায়ণ ভর্ত্তৃহরিকে অবকাশপ্রাপ্ত দেখিয়া এই আজ্ঞা করিলেন যে ভর্ত্তৃহরি তুমি আমার প্রধান ভক্ত এবং অতি প্রিয় পাত্র সম্প্রতি আমি তোমাকে সন্তুষ্ট হইলাম তুমি আমার নিকটে বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা করহ। রাজা ভর্ত্তৃহরি পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া পরমেশ্বরের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক এই নিবেদন করিলেন হে জগদীশ্বর আমি সসাগরা পৃথিবী কামনা করি না এবং ইন্দ্রের অমরাবতী ইচ্ছা করি না ও কল্প পর্য্যন্ত পরমায়ু বাসনা করি না আর কোন সুখাভিলাষ করি না এবং দিব্যাঙ্গনা কামনা করি না আমি নিতান্ত কামনারহিত হইয়াছি আমার বাঞ্ছাবাঞ্ছা নাই আমাকে বরদান করিলে কি হইবে আপনি ত্রিলোকের কর্ত্তা যদি বরদানোৎসুক হইয়াছেন তবে কোন যাচক ব্যক্তিকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করুন। (পৃ. ২৬৮-৭২)

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন

কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননও কেরীর অধীনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের এক জন সহকারী পণ্ডিত ছিলেন। ১৮১৩ হইতে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত —এগার বৎসর কাল তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি 'পদার্থকৌমুদী' পুস্তকের পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়া গ্রন্থ-মুদ্রণে আনুকূল্য করিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

মহামহিম শ্রীযুত কালেজ কৌন্‌সলের সাহেবান বরাবরেষু

কালেজের পণ্ডিত শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের নিবেদনমিদং আমি ন্যায়দর্শনের ভাষাপরিচ্ছেদ পুস্তকের গৌড়দেশীয় সাধুভাষাতে সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী প্রভৃতি টীকার অনুসারে স্পষ্টরূপে অর্থপ্রকাশ করিতেছি যে শাস্ত্রের অতি কাঠিন্যপ্রযুক্ত অর্থপ্রকাশ করণে অদ্যাপি কোন পণ্ডিত প্রবৃত্ত হয়েন নাই—মেস্তর পিয়র সাহেবের মুদ্রাগৃহে এই পুস্তকের মূল-সহিত মুদ্রাকরণে পঞ্চ শত মুদ্রা ব্যয় হইবেক পুস্তকের মূল্যে শ্রীযুতেরদিগের বিবেচনায় নির্ভর করিয়া দৃষ্টি করিবার নিমিত্তে পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ সমর্পণ করিতেছি এইরূপ বিংশতি ভাগ হইবেক তাহাতে শ্রীযুতেরা অনুগ্রহপূর্ব্বক এক শত পুস্তক গ্রহণ করিলে পুস্তক মুদ্রিত হইতে পারে ও আমার পরিশ্রম সফল হয় এবং কালেজের পাঠার্থি সাহেবদিগের অনায়াসে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে বিদ্যা ও বাঙ্গালাভাষাতে নৈপুণ্য হইতে পারে অতএব নিবেদন যে অনুগ্রহপূর্ব্বক এই প্রতিপাল্য ব্যক্তির প্রতি সফলা আজ্ঞা হয় ইতি ১৮২০ সাল তারিখ ৭ ডিসেম্বর

শ্রীকাশীনাথশর্ম্মণঃ।

কলেজ-কাউন্সিল দশ খণ্ড পুস্তক ৫০৲ মূল্যে ক্রয় করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তক 'পদার্থকৌমুদী' নামে প্রকাশিত হয়; ইহার কথা পরে আলোচিত হইবে।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর (?) মাসে রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু হইলে সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। "শিমুল্যা-নিবাসী" কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন এই পদের জন্য আবেদন করেন এবং প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া মাসিক ৮০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ১৯ নবেম্বর ১৮২৫ হইতে ৩০ এপ্রিল ১৮২৭ তারিখ পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন।

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ২৪-পরগণা জেলার জজ-পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হন। এই সংবাদে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখিয়াছিলেন :—

> পাণ্ডিত্য কর্ম্মে নিয়োগ।—সিমুল্যা নিবাসি শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য যিনি সংস্কৃত কালেজের স্মার্ত্তাধ্যাপক ছিলেন তিনি ২১ বৈশাখ ৩ মে বৃহস্পতি বারে জেলা চব্বিশ পরগণার পাণ্ডিত্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।—১২ মে ১৮২৭ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

১৮২৭ হইতে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাশীনাথ ২৪-পরগণার পণ্ডিত ও সদর আমীনের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন—সংস্কৃত কলেজের নথিপত্র হইতে ইহা জানা গিয়াছে। ইহার পর তিনি চাকুরি হইতে বরখাস্ত হন। কাউন্সিল অব এডুকেশনের ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭ তারিখের অধিবেশনের কার্য্যবিবরণে প্রকাশ :—

> He was dismissed by order of the Sudder Dewany Audalat but by a subsequent proceedings of that Court it appearing that the said order did not prohibit his future employment...his name was registered in the Council's list for employment...

১৮৩২ হইতে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাশীনাথ কি করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় নাই। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় সংস্কৃত কলেজে যোগদান করেন।

সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ-শ্রেণীতে ছাত্রাধিক্য হওয়ায়, চারিটি শ্রেণীতে কুলাইতেছিল না। এই কারণে ব্যাকরণের পঞ্চম শ্রেণী স্থাপিত এবং মাসিক ৪০৲ বেতনে ঐ শ্রেণীর জন্য এক জন অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়া সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন সেক্রেটরী রসময় দত্ত ২৯ জানুয়ারি ১৮৪৭ তারিখে শিক্ষা-পরিষদ্‌কে লেখেন। পরবর্ত্তী ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট এই প্রস্তাব মঞ্জুর করেন। সেক্রেটরী রসময় দত্ত এই পদে কাশীনাথকে নিযুক্ত করিবার জন্য শিক্ষা-পরিষদ্‌কে সুপারিশ করিয়াছিলেন; কাশীনাথের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে তাঁহার উচ্চ ধারণা ছিল। শিক্ষা-পরিষদ্ ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭ তারিখের অধিবেশনে কাশীনাথের নিয়োগ মঞ্জুর করিয়াছিলেন।

কাশীনাথ ১২ই মার্চ ১৮৪৭ হইতে মাসিক ৪০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের ৫ম শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন।* এই সময় তাঁহার বয়স ৫৯ বৎসর—একরূপ বৃদ্ধ হইয়াছেন। এই কারণে তাঁহার দ্বারা অধ্যাপনা-কার্য্য আশানুরূপ ভাবে চলিতেছিল না। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইবার প্রাক্কালে বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের সাহিত্য-অধ্যাপক ও অস্থায়ী সেক্রেটরীরূপে সংস্কৃত কলেজের আমূল সংস্কারকল্পে

* কাশীনাথ পূর্ব্বে যে-যে চাকরি করিয়াছিলেন, সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রে তাহার এইরূপ বিবরণ আছে:—

Pundit of the College of Fort William from 1818 to 1824. Professor of Smriti in the Government Sanscrit College from 1825 to 1826. Pundit and Sudder Ameen of the District of 24 Purganahs from 1827 to 1831.—Annual Return...dated 1 May 1847.

শিক্ষা-পরিষদ্‌কে ১৬ ডিসেম্বর ১৮৫০ তারিখে এক সুদীর্ঘ রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন; কাশীনাথকে ব্যাকরণের অধ্যাপক-পদ হইতে সরাইয়া গ্রন্থাধ্যক্ষ-পদে, এবং গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে গ্রন্থাধ্যক্ষ-পদ হইতে ব্যাকরণ-অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব এই রিপোর্টে ছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

The 5th Grammar Professor, Pundit Kashinath Tarkapanchanan, is not quite equal to discharge the duties of his class. He is an old Pundit and seems to be in his dotage. He is altogether unacquainted with that discipline which is absolutely required for so young a class as his. Being an old man, he will not bear to be directed, as is usual with all Pundits of his age.

From all these circumstances his class is the most irregular of all. Therefore, I beg leave to propose that he be placed in charge of the library with his present salary, Rs. 40 a month,...

বিদ্যাসাগরের এই প্রস্তাব শিক্ষা-পরিষদ্‌ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। কলেজের বেতনের রসিদ-বইয়ে প্রকাশ, কাশীনাথ ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস হইতে "গ্রন্থাধ্যক্ষ" হিসাবে বেতন লইয়াছিলেন।

৮ নবেম্বর ১৮৫১ তারিখে কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হয়; মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর* হইয়াছিল। ১০ নবেম্বর তারিখে বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষা-পরিষদ্‌কে লিখিলেন :—

I have the honor to report for the information of the Council of Education, that on the 8th Instant, Pundit Kasinath Tarkapanchanan the Librarian expired.

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আমরা

* সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রে প্রকাশ, ১ মে ১৮৫১ তারিখে কাশীনাথের বয়স ছিল "৬৩"।

তাঁহার যে-কয়খানি গ্রন্থের সন্ধান করিতে পারিয়াছি, নিম্নে সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম।

১। **পদার্থকৌমুদী**। ইং ১৮২১। পৃ. ১৪৫।

A System of Logic; written in Sunscrit by The Venerable Sage Boodh, and explained in a Sunscrit commentary by The Very Learned Viswonath Turkaluncar, Translated into Bengalee By Kashee Nath Turkopunchanun. মহর্ষি গোতমকৃত ন্যায়দর্শন; মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ তর্কালঙ্কারকৃত তদীয় ভাষাপরিচ্ছেদঃ। শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চাননকৃত তদীয়ার্থ সাধুভাষা সংগ্রহঃ। গ্রন্থনাম পদার্থকৌমুদী। স্কুলবুক সোসাইটি দ্বারা কলিকাতা মিসন মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইল। C. S. B. S. Calcutta: Printed for the Calcutta School-Book Society, At the Baptist Mission Press, Circular Road 1821.

আখ্যা-পত্রের পর-পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের নিবাস ও গ্রন্থের প্রকাশকাল এইরূপ দেওয়া আছে:—

শ্রীবিশ্বনাথ তর্কালঙ্কার কৃত তদীয় ভাষাপরিচ্ছেদ।

আরিয়াদহ গ্রামনিবাসি শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন কৃতঃ গৌড় দেশ প্রচলিত সাধুভাষা রচিত, সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী সম্মত, তদীয়ার্থ সারসংগ্রহ।

গ্রন্থনাম পদার্থ কৌমুদী

কলিকাতা নগরে মিসন মুদ্রাযন্ত্রে বাঙ্গালা সন ১২২৭ সালের চৈত্র মাসে ২ তারিকে মুদ্রিত হইল।

রচনার নিদর্শন:—

বুদ্ধি দুই প্রকার হয় অনুভব ও স্মরণ। সেই অনুভব চারি প্রকার প্রত্যক্ষ অনুমিতি উপমিতি ও শাব্দ। এই প্রত্যক্ষাদি অনুভব চতুষ্টয়ের

করণ যে প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান ও শব্দ তাহার নাম প্রমাণ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় করণক যে অনুভব তাহার নাম প্রত্যক্ষ। সেই প্রত্যক্ষের করণ যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় তাহার নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ব্যাপ্তি জ্ঞান করণক যে অনুভব তাহার নাম অনুমিতি। সেই অনুমিতির করণ যে ব্যাপ্তি জ্ঞান তাহার নাম অনুমান প্রমাণ। সাদৃশ্য জ্ঞান করণক যে অনুভব তাহার নাম উপমিতি। সেই উপমিতির করণ যে সাদৃশ্য জ্ঞান তাহার নাম উপমান প্রমাণ। পদ জ্ঞান করণক যে অনুভব তাহার নাম শাব্দ। সেই শাব্দের করণ যে পদ জ্ঞান তাহার নাম শব্দ প্রমাণ। (পৃ. ৩৭-৩৮)

:। **আত্মতত্ত্ব কৌমুদী**। ইং ১৮২২। পৃ. ১৮৯+৫।

শ্রীশ্রীহরিঃ।—শ্রী আদি পুরুষায় নমঃ।—উৎপত্তি স্থিতি লয়, জগতের যাঁর হয়, পুনর্জন্ম হরে যাঁর জ্ঞান। অনাদি অনন্ত শান্ত, যাঁর মায়ায় জগদ্ভ্রান্ত, যিনি সেই পুরুষ প্রধান। গ্রন্থনাম **আত্মতত্ত্ব কৌমুদী**। শ্রীশ্রীকৃষ্ণমিশ্র কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন শ্রীগদাধরন্যায়রত্ন শ্রীরামকিঙ্কর শিরোমণি কৃত, সাধুভাষা রচিত তদর্থার্থ সংগ্রহ। গ্রন্থের সংখ্যা ছয় অঙ্ক, প্রথমাঙ্কের নাম বিবেকোদ্ভম, দ্বিতীয়াঙ্কের নাম মহামোহোদ্যোগ, তৃতীয়াঙ্কের নাম পাষণ্ডবিড়ম্বন, চতুর্থাঙ্কের নাম বিবেকোদ্যোগ, পঞ্চমাঙ্কের নাম বৈরাগ্যোৎপত্তি, ষষ্ঠাঙ্কের নাম প্রবোধোৎপত্তি, এই গ্রন্থের নাট্যশাস্ত্রোক্ত সংজ্ঞাশব্দের অর্থ এবং মোহবিবেকাদির লক্ষণ তত্তৎ শব্দার্থের নির্ঘণ্টপত্রে অকারাদিক্রমে দৃষ্টি করিয়া অবগত হইবা। পুস্তকের মূল্য ও মুদ্রাচতুষ্টয় মাত্র। মহেন্দ্রলাল প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সন ১২২৯ সাল।

ইহার রচনার নিদর্শনস্বরূপ কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল :—

এহি আশ্চর্য্য অজ্ঞানিলোকেরা অজ্ঞান দৃষ্টিতে নারীতে কিং আরোপিত না করিতেছে দেখ মুক্তা রচিত হার, শব্দায়মান মণিময়

স্বর্ণনূপুর, কুঙ্কুমের রাগ সুগন্ধি কুসুম রচিত আশ্চর্য্য মাল্য এবং আশ্চর্য্য বসন পরিধান, অর্থাৎ মুক্তাহারাদির শোভাতে শোভিতা কিন্তু ফলতঃ রক্ত মাংসময়ী যে নারী তাহাকে দর্শন করিয়া এই এই নারী কি পরমা সুন্দরী এইরূপ ভ্রান্তিতে ভ্রান্ত লোকেরা মুগ্ধ হইতেছে কিন্তু জ্ঞানিলোকেরা জ্ঞানদৃষ্টিতে সেই নারীকে নরকরূপে দর্শন করিতেছেন যেহেতু তাঁহারা তাবৎ বস্তুর বাহ্য ও অন্তর জ্ঞাত আছেন এবং নারীর কনকচম্পক সদৃশ যে শরীর তাহাও ফলতঃ মলমূত্রাদিতে পরিপূর্ণ আছে। (পৃ. ১০০-১০১)

৩। **পাষণ্ডপীড়ন**। ইং ১৮২৩। পৃ. ২৮৫।

শ্রীশ্রীদুর্গা।—জয়তি।—(পাষণ্ডপীড়ন নামক প্রত্যুত্তর) A Reply, Entitled "A TORMENT TO THE IRRELIGIOUS" কোন ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি কর্ত্তৃক কোন পণ্ডিতের সহায়তায় স্বদেশীয় লোক হিতার্থ প্রস্তুত ও প্রকাশিত হইল PREPARED AND PUBLISHED WITH THE ASSISTANCE OF A PUNDIT, *By a Person, wishing to defend and disseminate Religious principles.* FOR THE BENEFIT OF HIS COUNTRYMEN. সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল। [Printed at] the Sumachara Chundrica Press. CALCUTTA, 1823. কলিকাতা সন ১২২৯ ২০ মাঘ।

'পাষণ্ডপীড়ন' রচনার ইতিহাস এইরূপ। ৬ এপ্রিল ১৮২২ তারিখে শ্রীরামপুর মিশনরীদের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী" এই ছদ্ম স্বাক্ষরে এক ব্যক্তি চারিটি প্রশ্ন করেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে রামমোহন কর্ত্তৃক এই চারিটি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশিত হয়; উহা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীতে 'চারি প্রশ্নের উত্তর' নামে মুদ্রিত হইয়াছে। "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী" এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া প্রত্যুত্তর-স্বরূপ ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি 'পাষণ্ডপীড়ন' পুস্তক প্রকাশ

করেন। ইহাতে "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী"র চারি প্রশ্ন, "ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানী"র উত্তর, এবং "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী"র প্রত্যুত্তর একত্র মুদ্রিত হয়।

'পাষণ্ডপীড়ন' উমানন্দন (বা নন্দলাল) ঠাকুরের নির্দ্দেশে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন কর্ত্তৃক রচিত হয়। উমানন্দন ঠাকুর পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-গোষ্ঠীর হরিমোহন ঠাকুরের পুত্র। পুস্তকে গ্রন্থকাররূপে কাশীনাথের নাম না থাকিলেও, রামমোহনের 'চারি প্রশ্নের উত্তর' পুস্তকে তাহার ইঙ্গিত আছে; দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি :—

> আর যদি এক ব্যক্তি বহু কাল ম্লেচ্ছসেবা ও ম্লেচ্ছকে শাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া এবং তার দর্শনের অর্থ ভাষাতে রচনাপূর্ব্বক ম্লেচ্ছকে তাহা বিক্রয় করিতে পারে সে আস্ফালন করিয়া অন্যকে কহে যে তুমি ম্লেচ্ছের সংসর্গ কর ও দর্শনের অর্থ ভাষায় বিবরণ করিয়া ম্লেচ্ছকে দেও অতএব তুমি স্বধর্ম্মচ্যুত হও তবে সে ব্যক্তিকে কি কহা উচিত হয়।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ 'পাষণ্ডপীড়ন' হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

> ...নগরান্তবাসি মহাশয়কে যবন স্পর্শ করিয়া থাক বলিয়া কোন্ ভদ্রলোকে নিন্দা করিয়া থাকেন, যদি কেহ করেন, সেও অনুচিত, যেহেতু অত্যল্পপাপৈর্ব্বিপদঃ শুচীনাং পাপাত্মনাং পাপশতেন কিম্বা। অর্থাৎ শুচি ব্যক্তির অত্যল্প পাপেই বিপদ্ হয়। পাপাত্মার শতং পাপেও সমুদ্রের জলের ন্যায় হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, কি জানি, কে দেখিয়াছে, পরমেশ্বরই জানেন, কিন্তু অনেকেই বজ্জারভোক্তা বলিয়া মহাপুরুষকে নিন্দা করিয়া থাকেন, লোকপরম্পরা শুনিতে পাই, ন হ্যমূলা জনশ্রুতিঃ, বহু জনের বাক্য প্রায়ঃ অমূল হয় না, সুবোধ লোকেরাই বিবেচনা করিবেন।
>
> যে ব্যক্তি বাল্য অবধি অহোরাত্র যবনমাত্রের সহিত আলাপ পরিচয় একাসনে সহবাস ও অন্যং ভাবব্যবহার করিতেছেন, তেঁহ সুতরাং

আত্মমতে জগৎ ইহার ন্যায় অন্য ব্যক্তিকেও যবনজ্ঞান করিতে পারেন, সে যাহা হউক, তাঁহার এইরূপ যবনজ্ঞানে পরমাপ্যায়িত হইলাম, বুঝিলাম যে ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানিপণ্ডিতাভিমানীর বহু কালে বহু পরিশ্রমে এক্ষণে ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানের ফল সম্পূর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছে, ভাল, ভাল, ঈশ্বর মঙ্গল করুন, ক্রমে সর্ব্বত্রই যবনজ্ঞান হইবেক,…(পৃ. ১৮-২৯)

…ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীদিগের জিজ্ঞাসার এই তাৎপর্য্য যে, ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানি মহাশয়েরা যে নিগূঢ় শাস্ত্রের অনুসারে অভক্ষ্য ভক্ষণ অপেয় পান ও অগম্যাগমন ইত্যাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, সে নিগূঢ় শাস্ত্রের নাম কি ? কি দুঃসাহস, ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানি মহাশয়েরা শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণাদি প্রমাণের অনুসারে অতি সুগম কর্ম্মকাণ্ডে অশক্ত হইয়া অতি দুর্গম জ্ঞানকাণ্ডে প্রবৃত্তি করিতেছেন, যেমন একজন সামান্য পশুরক্ষণে অসমর্থ হইয়া হস্তিরক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু পশ্চাৎ তাহার যে দুর্গতিশ্রবণ আছে, তাঁহারদিগেরো বুঝি সেই দুর্গতি হইবেক। কি আশ্চর্য্য, সুরাচার্য্য সুরাসঙ্গে পরম রঙ্গে অচৈতন্য হইয়া শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত অবতারকে এবং তদুপাসক সকলকে অমান্য ও অযথ জ্ঞানে অম্লানবদনে অতিসামান্যের ন্যায় ব্যঙ্গ ও নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহার পিতা ও মাতা চিরকাল যে গৌরাঙ্গাবতারাদির সাধন ও তদ্ভক্তগণের অধরামৃত পান করিয়া উদ্ধার হইয়াছেন, সেই আপন কুলদেবতাকে কুলমূলের ন্যায় উক্তি করিয়াছেন, ধিক্২ এ নরাধমের কি গতি হইবেক, পিতামাতার বহুজন্মার্জ্জিত সুকৃতপুঞ্জপুঞ্জের ফলেই এতাদৃশ সুসন্তান জন্মিয়া কুল উজ্জ্বল করে। (পৃ. ১০০-১০১)

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'পাষণ্ডপীড়নে'র প্রকৃত রচয়িতা কে, জানিতেন না, কিন্তু তিনি 'সংবাদ প্রভাকরে' "সংবাদপত্র ও দেশীয় ভাষা এবং রচনা" প্রসঙ্গে 'পাষণ্ডপীড়নে'র ভাষা সম্বন্ধে এই মন্তব্য করিয়াছিলেন :—

৺বাবু উমানন্দন ঠাকুর, যিনি নন্দলাল ঠাকুর নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি 'পাষণ্ডপীড়ন' প্রভৃতি যে কয়েক খানা গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহা সর্ব্বাংশেই উত্তম অর্থাৎ শব্দের লালিত্য ও মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য সর্ব্বদিগেই উত্তম হইয়াছিল, তদ্দৃষ্টে অনেকেই সরস রচনায় শিক্ষিত হইয়াছেন।—'সংবাদ প্রভাকর,' ১৩ মার্চ ১৮৫৪।

"দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"র ৮ম গ্রন্থরূপে 'পাষণ্ডপীড়ন' রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

৪। সাধু সন্তোষিণী।

মুদ্রিত বাংলা পুস্তকের তালিকায় পাদরি লং এই পুস্তকের নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়াছেন :—

In 1826, the *Sadhu Santoshini* to prove that AFFIDAVITS on the Ganges water are forbidden by the Hindu Law, by Kashinath Tarkapanchanan. (Long's *Descriptive Catalogue...*, p. 50).

এই পুস্তকখানি এখনও পাওয়া যায় নাই।

৫। শ্যামাসন্তোষণ।

কলিকাতা রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'শ্যামাসন্তোষণস্তোত্র' নামে একখানি পুথি আছে। পুথিতে ইহার রচনাকাল—চৈত্র ১৭৫৩ শক (=১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ) এইরূপে দেওয়া আছে :—

রসশররমুনিচন্দ্রে বক্তিভেংশিন্ শকাব্দে
গগনগুণমিতাংশে সৌরচৈত্রে তথাহে।
ভক্তিবিরহিতসাধ্বী সদ্যুথাস্তোত্রজাতা
ভবতু চিরমবক্তাং

চতুর্থ পংক্তির শেষ অংশটুকু পুথিতে নাই। পরবর্ত্তী কালে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন বঙ্গানুবাদসমেত স্তোত্রটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে। ১ পৌষ ১৭৬৮ শকের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় 'শ্যামাসন্তোষণ' পুস্তকের উল্লেখ আছে :—

> …শ্রীযুক্ত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন স্বকৃত শ্যামাসন্তোষণ নামক গ্রন্থে ইহার স্পষ্ট বিবরণ করিয়াছেন যথা…। (পৃ. ৩৮৫)
>
> বর্ত্তমান শ্রীযুক্ত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন স্বকৃত শ্যামাসন্তোষণ গ্রন্থে দুই প্রকার গৃহস্থ অবধূতের প্রসঙ্গ লেখেন,…। (পৃ. ৩৮৭, পাদটীকা)

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১৩

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার
মদনমোহন তর্কালঙ্কার

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার
মদনমোহন তর্কালঙ্কার

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ— বৈশাখ ১৩৪১
দ্বিতীয় সংস্করণ—পৌষ ১৩৪১
মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
২৭৯—১২।১।১৯৩৫

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গঠনে শিল্পী হিসাবে প্রত্যক্ষভাবে যিনি খ্যাতিলাভ করেন নাই অথচ পরোক্ষভাবে যাঁহার দান অতুলনীয়, সেই পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের সহিত আধুনিক যুগের সাহিত্যসেবীদের পরিচয় সাধন করিবার প্রয়াসে এই সংক্ষিপ্ত জীবনীটি "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"য় লিপিবদ্ধ করিতেছি। এই ভাবে আপনাকে সম্পূর্ণ আড়ালে রাখিয়া মাতৃভাষার সেবা করিতে সে যুগের আর কোনও পণ্ডিতকেই আমরা দেখি না। গদ্য পদ্য উভয়বিধ রচনায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। যে 'সমাচার দর্পণ' উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষার্দ্ধ হইতে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল বাংলা দেশের সাহিত্য, সমাজ, শিক্ষা ও ধর্ম্মে বহু পরিবর্ত্তন ও সংস্কার সাধনে সহায় হইয়াছিল, জন ক্লার্ক মার্শম্যান নামে তাহার সম্পাদক হইলেও প্রথমাবস্থায় পণ্ডিত জয়গোপালই ছিলেন তাহার স্তম্ভ। এই সংবাদপত্র মারফৎ তিনিই ঋজু কঠিন বাংলা ভাষাকে নমনীয় করিয়া আমাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় অসাধারণ কীর্ত্তি— কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের সংস্কার সাধন। বাংলা দেশের ঘরে ঘরে শতাব্দীকালেরও ঊর্দ্ধকাল কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের নামাঙ্কিত যে দুইটি মহাকাব্য পঠিত ও গীত হইয়াছে, তাহার মনোহারিণী ভাষা যে জয়গোপালের, এ কথা আজ আমরা কয় জন

জানি? জয়গোপাল কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইবার পূর্ব্বে এই দুইটি ভাষা-মহাকাব্যের যে রূপ ছিল, তাহার সহিত পরবর্ত্তী সংস্করণগুলি মিলাইয়া দেখিলেই জয়গোপালের অসাধারণ কাব্যপ্রতিভার পরিচয় আমরা পাইব। সংস্কৃত ভাষায় মহাপণ্ডিত হইয়া মাতৃভাষার জন্য তাঁহার এই বিপুল অধ্যবসায় আজ সমগ্র বাঙালী জাতিকে জয়গোপালের নিকট ঋণী করিয়া রাখিয়াছে। বাঙালীর আত্মবিস্মৃতি ধীরে ধীরে ঘুচিতেছে; সেই পুরাতন ঋণ পরিশোধ করিবার সময় আসিয়াছে।

বংশ-পরিচয়

জয়গোপালের নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত বজরাপুর গ্রামে। তাঁহার পিতার নাম কেবলরাম তর্কপঞ্চানন। ইনি জাতিতে বারেন্দ্র-শ্রেণী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে এইটুকু জানা যায়:—

> কৃষ্ণরাম বেদান্তবাগীশের দুই পুত্র,—কেবলরাম তর্কপঞ্চানন ও সদানন্দ বিদ্যাবাগীশ। কেবলরাম তর্কপঞ্চাননের রঘূত্তম বাণীকণ্ঠ, সদাশিব তর্করত্ন, বলভদ্র বিদ্যাবাচস্পতি, কালিদাস সভাপতি, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, রামতনু ও কেশব এই সাত পুত্র…। রঘূত্তম বাণীকণ্ঠের তিন পুত্র—রামচন্দ্র, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ও মহেশ ন্যায়রত্ন।… সদাশিব তর্করত্নের পুত্র মাধব সার্ব্বভৌম। তৎপুত্র হলধর ন্যায়রত্ন ও মথুরানাথ।…জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের পুত্র তারক বিদ্যানিধি। তাঁহার তিন পুত্র শ্রীবিষ্ণু, শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ এবং এক কন্যা মৃণালিনী (স্বামী অক্ষয় মৈত্র)।—নগেন্দ্রনাথ বসু: 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', (বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিবরণ) ১৩৩৪, পৃ. ২১৯-২০।

কর্ম্ম-জীবন

জয়গোপাল প্রথমে তিন বৎসরকাল কোলব্রুক সাহেবের পণ্ডিত ছিলেন, তৎপরে ১৮০৫ হইতে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—১৮ বৎসর পাদরি কেরীর অধীনে শ্রীরামপুরে চাকরি করেন, সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্র* হইতে ইহা জানা গিয়াছে।

শ্রীরামপুরে অবস্থানকালে তিনি কিছু দিন মিশন-স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তাহার পর জে. সি. মার্শম্যানের সম্পাদকত্বে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ মে বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হইলে, তিনি প্রথমাবধি ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহার সম্পাদকীয় বিভাগের স্তম্ভ-স্বরূপ ছিলেন। ২ জুলাই ১৮৩৬ তারিখে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক লেখেন :—

> শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার…কবিবর পূর্ব্বে অনেক কালাবধি দর্পণ সম্পাদনানুকূল্যে নিযুক্ত ছিলেন…।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে জয়গোপাল মাসিক ৬০৲ বেতনে ইহার সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপকের পদ লাভ করেন। তিনি দীর্ঘ ২২ বৎসর কাল বিশেষ যোগ্যতার সহিত সংস্কৃত কলেজের কাব্য বা সাহিত্য-শ্রেণীর অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার বেতন ৬০৲ হইতে বাড়িয়া ৯০৲ পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিকথায় জয়গোপাল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> যখন তিনি [বিদ্যাসাগর] সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন সাহিত্যের অধ্যাপনাকার্য্য জয়গোপাল তর্কালঙ্কার নির্ব্বাহ করিতেন।

---

* Annual Return…dated 1 May 1845. ইহাতে জয়গোপালের বয়স "৭০ বৎসর" বলিয়া উল্লিখিত আছে।

ইনি অতি সুরসিক, সুলেখক, ভাবগ্রাহী ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন বটে, কিন্তু পড়া শুনা বড় একটা তাঁহার কাছে কিছু হইত না। শ্লোকটা আবৃত্তি করিলেন; ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অর্দ্ধেক ব্যাখ্যা হইতে না হইতেই তাঁহার 'ভাব লাগিয়া' গেল, গলার স্বর গদগদ হইয়া উঠিল, 'আহা, হা, দেখ দেখি, কেমন লিখেছে।' এই বলিয়া তিনি কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার গণ্ডস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া গেল; সেদিনকার মত পড়া এই স্থানেই সমাপ্ত হইল। কিন্তু সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে তাঁহার একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল;…জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের দুইটি কবিতা আমার মুখস্থ আছে। বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া তিনি লিখিতেছেন,—

ত্বৎকীর্ত্তিচন্দ্রমুদিতং গগনে নিশাম্য
রোহিণ্যপি স্বপতিসংশয়জাতশঙ্কা।
শ্রীকীর্ত্তিচন্দ্রনৃপ কজ্জললাঞ্ছনেন
প্রেয়াংসমঙ্কয়দসৌ ন বিধৌ কলঙ্কঃ॥

হে কীর্ত্তিচন্দ্র মহারাজ! তোমার কীর্ত্তি চন্দ্রের ন্যায় আকাশে উদিত হইয়াছে; ইহা দেখিয়া চন্দ্রের পতিব্রতা পত্নী রোহিণীরও মনে শঙ্কা হইল যে, পাছে তাঁহার স্বামীকে তিনি চিনিতে না পারেন; এই ভাবিয়া তিনি আপনার স্বামীর গায়ে একটি দাগ দিলেন, তাহাই আমরা চন্দ্রের কলঙ্ক বলিয়া থাকি।

দ্বিতীয় শ্লোকটি রচিত হয়, যখন মেকলে প্রভৃতি য়ুরোপীয়েরা সংস্কৃত কলেজ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কলেজের মুরুব্বি হরেস্ হেম্যান উইলসন তৎকালে বিলাতে অবস্থান করিতেছিলেন; তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কবিতাটি রচিত হইয়াছিল,—

অস্মিন্ সংস্কৃতপাঠসদ্মসরসি ত্বৎস্থাপিতা যে সুধী-
হংসাঃ কালবশেন পক্ষরহিতা দূরং গতে ত্বে ত্বয়ি।

তত্তীরে নিবসন্তি সংপ্রতি পুনর্ব্যাধাস্তদুচ্ছিত্তয়ে
তেভ্যস্তান্ যদি পাসি পালক তদা কীর্ত্তিশ্চিরং স্থাস্যতি ।

এই সংস্কৃত পাঠশালাটি একটি সরোবরতুল্য ; ইহাতে যে সকল বিদ্বান্ লোককে আপনি অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া আশ্রয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা হংসের তুল্য। এক্ষণে সেই সরোবরের নিকটে কয়েক জন ব্যাধ আসিয়া সেই হংসবংশ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। সেই ব্যাধের হস্ত হইতে আপনি যদি তাহাদিগকে পরিত্রাণ করেন, তবেই আপনার কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইবে।

সুকবি জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কাশীরাম দাসের মহাভারত edit করিয়া কিন্তু অখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ২২৩-২৫।

রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ

জয়গোপাল অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা বা সম্পাদন করিয়াছিলেন। সংক্ষিপ্ত মন্তব্য সহ এই সকল গ্রন্থের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

১। শিক্ষাসার।

ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের এক খণ্ড (পৃ. ৭২) আছে ; তাহার আখ্যাপত্র এইরূপ :—

শিক্ষাসার। অর্থাৎ গুরুদক্ষিণা ও চাণক্য শ্লোক ও দিনগণ্ডিকা ও শুভঙ্কর-কৃতা আর্য্যা। বালকেরদের শিক্ষার্থে শ্রীজয়গোপালতর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংগৃহীত। শ্রীরামপুরে দ্বিতীয়বার ছাপা হইল। সন ১৮১৮।—

এই পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠাটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

গুরুদক্ষিণা ।—

কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণং কংসকুঞ্জরকেশরী ।
কালিন্দীজলকল্লোলকোলাহলকুতূহলী ॥ সা তে ভবতু
সুপ্রীতা দেবী শিখরবাসিনী । উগ্রেণ তপসা লব্ধো
যয়া পশুপতিঃ পতিঃ ॥ প্রণামে জুড়িয়া পাণি
বন্দো মাতা বীণাপাণি তব পদে রহুক মোর মতি ।
তোমার চরণ সেবি ব্যাস বাল্মীকি কবি তোমা বিনা
আর নাহি গতি ॥ কৃপাদৃষ্টে চাহ যারে ইন্দ্রপদ দেহ
তারে তুমি মাতা সকলের সার । তব ভক্ত যেই জন
পূজে তারে ত্রিভুবন তব পদে মতি রহে যার ॥ বন্দো
হর গৌরী গঙ্গা বিপদনাশিনী । একে২ বন্দো যত
সুর সিদ্ধ মুনি ॥ পঞ্চদেব নবগ্রহ আদি যত জন ।
সাবধান হয়ে বন্দো সভার চরণ ॥ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বন্দো
করিয়া ভকতি । মাতা পিতা বন্দিলাম স্থির করি মতি ॥

২ । **বিল্বমঙ্গলকৃত কৃষ্ণবিষয়কশ্লোকাঃ** । ইং ১৮১৭ । পৃ. ৫২ ।

ইহাতে ১০৯টি শ্লোক ও পয়ারে তাহার বঙ্গানুবাদ আছে । পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় মুদ্রণকাল এইরূপ দেওয়া আছে :—"কলিকাতাতে ছাপা হইল ॥ ১২৪৪" । পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় জয়গোপাল তাঁহার পরিচয় এই ভাবে দিয়াছেন :—

চারি সমাজের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি ভূমিপতি ভূমিসুরপতি ।
তার রাজ্যে শ্রেষ্ঠ ধাম । সমাজপূজিত গ্রাম বজরাপুরেতে নিবসতি ॥
শ্রীজয়গোপালনাম হরিভক্তিলাভকাম উপনাম শ্রীতর্কালঙ্কার ।
ভক্তবৃন্দমধ্যরবি শ্রীবিল্বমঙ্গল কবি কবিতার প্রকাশে পয়ার ॥

রচনার নিদর্শন :—

কনককমলমালঃ কেশিকংসাদিকালঃ
সমরভুবি করালঃ প্রেমবাপীমরালঃ।
অখিলভুবনপালঃ পুণ্যবল্লীপ্রবাল-
স্তব ভবতু বিভূত্যৈ নন্দগোপালবালঃ ॥ ২ ॥

গলে দোলে কনককমল দিব্য মাল।
কেশিকংসচানূর প্রভৃতি দৈত্যকাল ॥
সমরে ভীষণ অতি প্রেমনদীহংস।
সমস্ত জগৎপতি যুবলীবতংস ॥
পুণ্যরূপ লতার সে নূতন পল্লব।
শ্রীনন্দনন্দন তব করুন বিভব ॥ ২ ॥

উপাসতাং ব্রহ্মবিদঃ পুরাণাঃ
সনাতনং ব্রহ্মনিবদ্ধচিত্তাঃ।
বয়ং যশোদাসুতবালকেলি-
কথাসুধাসিন্ধুষু মজ্জয়ামঃ ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানী পুরাতন যত মুনিগণ।
একচিত্তে নিত্য ব্রহ্ম করুন ভজন ॥
আমরা যশোদাপুত্রবাল্যলীলাকথা।
সুধার সাগরে মন মজাই সর্ব্বথা ॥ ৫ ॥

উদূখলং বা যমিনাং মনো বা ব্রজাঙ্গনানাং কুচকুট্মলং বা।
মুরারিনাম্নঃ কলভস্য বিষ্ণোরালানমাসীৎ ত্রয়মেব লোকে ॥ ৯ ॥

শিশুকালে উদূখলে বান্ধিল যশোদা।
ভক্তজনহৃদয়েতে বান্ধা কৃষ্ণ সদা ॥

ব্রজবালাস্তন আর বন্ধনের স্থান।
এই তিন মাত্র হরিকরীর আলান। ৯।

মধুরৈকরসং পদং বিভোর্মথুরাবীথিচরং ভজামহে।
নগরীমৃগশাবলোচনানয়নেন্দীবরবর্ষধর্ষিতং।৫৯।

মধুর রসের সার শ্রীকৃষ্ণচরণ।
মথুরাগমনকালে ভক্তি অনুক্ষণ।
গোপিকানয়নরম্যপঙ্কজগলিত।
অশ্রুতে পিচ্ছল পথে যে পদ স্খলিত। ৫৯।

৩। **পত্রের ধারা**। ইং ১৮২১। পৃ. ৫৬।

পত্রের ধারা। অর্থাৎ পাঠাপাঠ ও পট্টা ও কবুলিয়ত ও দরখাস্ত প্রভৃতি যাহা বালকেরদের শিক্ষার্থে সংগৃহীত হইল। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। সন ১৮২১ শাল।

এই পুস্তকের আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের নাম নাই। কিন্তু ইহার লেখক যে জয়গোপাল, পাদরি লঙের বাংলা পুস্তকের তালিকায় (নং ২২৫ দ্রষ্টব্য) তাহার উল্লেখ আছে।

রচনার নিদর্শনস্বরূপ 'পত্রের ধারা' হইতে একখানি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

বয়ঃকনিষ্ঠ খুড়াপ্রভৃতিকে এই পাঠ লিখিবেক।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় খুড়া
মহাশয় চরণেষু।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষি শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ শর্ম্মণঃ

প্রণামপূর্ব্বক নিবেদনমিদং মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে এ জনের সমস্ত মঙ্গল। পরং শ্রীরামপুরে শ্রীযুক্ত সাহেব লোকেরা অস্ত২ লোকেরদিগের বিদ্যাভ্যাসের নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছেন যদ্যপি অধ্যয়ন করিতে বাসনা

থাকে তবে শ্রীরামপুরের পাঠশালাতে আসিবেন এখানে বাসাখরচও পাইবেন অতএব এইখানে থাকিয়া অধ্যয়ন করা উপযুক্ত। আগামি মাসে পাঠ আরম্ভ হইবেক একারণ লিখিতেছি যে আপনারা অতিশীঘ্র আসিবেন কেননা এস্থানে অনেক শাস্ত্রের আলোচনা আছে এবং শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতিসুপণ্ডিত এঁহার নিকট থাকিলে অনেক উপকার আছে ইহা জ্ঞাত কারণ লিখিলাম ইতি তাং ৯ কার্ত্তিক।—পৃ. ৯।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তক চতুর্থ বার মুদ্রিত হয়। এই সংস্করণের পুস্তকে একটি নূতন অংশ দেখিতেছি ; এই নূতন অংশ ৬০-৮৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত "চাণক্যকর্ত্তৃক সংগৃহীত নীতিগ্রন্থ। সারসংগ্রহ।"

৪। **চণ্ডী**। ইং ১৮১৯ (?)

৩ এপ্রিল ১৮১৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশ :—

কবিকঙ্কণ চক্রবর্ত্তিকৃত ভাষা চণ্ডী গান পুস্তক নানাপ্রকার লিপি দোষেতে নষ্টপ্রায় হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার বহু দেশীয় বহুবিধ পুস্তক একত্র করিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ছাপা করিতেছেন অনুমান হয় যে লাগাদ শ্রাবণ ভাদ্র সমাপ্ত হইতে পারে।

জয়গোপাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'চণ্ডী' আমি কোথাও দেখি নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আখ্যাপত্রবিহীন একখানি প্রাচীন 'চণ্ডী' আছে, তাহা জয়গোপালের সংস্করণ হওয়া বিচিত্র নহে।

৫। **বাল্মীকিকৃত রামায়ণ**। কৃত্তিবাসঃকর্ত্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় রচিত। ১ম—৭ম কাণ্ড। ইং ১৮৩০-৩৪।

এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে 'সমাচার দর্পণ' লিখিয়াছিলেন :—

রামায়ণ।—কৃত্তিবাস পণ্ডিত রচিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বহুকালপর্য্যন্ত এতদ্দেশে প্রচলিত আছে কিন্তু ঐ রামায়ণ গ্রন্থে লিপিকর প্রমাদে ও

শিক্ষক ও গায়কদিগের ভ্রমপ্রযুক্ত অনেক২ স্থানে বর্ণচ্যুতি ও পয়ারভঙ্গ ও পয়ার লুপ্তইত্যাদি নানা দোষ হইয়াছে এইক্ষণে ঐ গ্রন্থ সুপণ্ডিতদ্বারা বর্ণাশুদ্ধ্যাদি বিচারপূর্ব্বক শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে উত্তম কাগজে ও উত্তমাক্ষরে ছাপারম্ভ হইয়াছে…(৩০ মে ১৮২৯)

এক্ষণে প্রকাশ হইয়াছে।—বাঙ্গলা ভাষার কাব্য অর্থাৎ রামায়ণের আভকাণ্ড কৃত্তিবাসপণ্ডিতকর্ত্তৃক বাঙ্গলা ভাষায় তরজমা করা এবং উত্তম পণ্ডিতকর্ত্তৃক সংশোধিত। মূল্য ৩ টাকা। (২০ মার্চ ১৮৩০)

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ১৮০২-৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সংস্করণ যে রামায়ণ প্রকাশিত হয়, তাহা প্রচলিত পুথির অনুযায়ী মুদ্রিত হইয়াছিল। জয়-গোপাল কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়া ইহা শ্রীরামপুর মিশন হইতে দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হয়। একই কাব্যাংশের আদি রূপ ও সংস্কৃত রূপ দেখিলে জয়গোপালের কৃতিত্ব আমরা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিব। আমরা নিয়ে একই অংশের দুই পাঠ দিলাম :—

আদি রূপ :—

তুই ছার দুরাচারী ৷ হরিলে পরের নারী
জীবনে নাহি তোর ভয়
দশরথ মহা রাজা দেব লোকে করে পূজা
শ্রীরাম তাহার তনয়।
যাহার ধনুক টান ত্রিভুবনে কম্পবান
হেন রাম লঙ্কার ভিতর
দেবরাজ করে পূজা , হেলে মারে বালি রাজা
তার সনে তোর পাঠান্তর।
সুগ্রীবের বিক্রম যত তাহারা কহিব কত
সে সকল হইব বিদিত

তোরে এক নাথি মারি কাঁপাইব লঙ্কাপুরী
কি করিবে তোর ইন্দ্রজিত।
শুন রাজা লঙ্কেশ্বর আমার বচন ধর
আমি আইলাম তোমার গোচর
শ্রীরাম সাগর পার তোর নাহিক নিস্তার
যমদ্বার নিকট যে তোর।
(ষষ্ঠ কাণ্ড, পৃ. ৫৪-৫৫)

জয়গোপালের সংস্কৃত রূপ :—

তুই ছার দুরাচারী হরিলি পরের নারী
পরলোকে নাহি তোর ভয়।
দশরথ মহারাজা দেব লোকে করে পূজা
শ্রীরাম যে তাঁহার তনয়।
যাহার দুর্জয় বাণ ডরে বিশ্ব কম্পবান
হেন রাম লঙ্কার ভিতর।
দেবরাজ করে পূজা হেলে মারে বালি রাজা
তার সঙ্গে তোর পাঠান্তর।
সুগ্রীবের বল যত তাহা বা কহিব কত
সে সকল হইবি বিদিত।
তোরে এক নাথি মারি কাঁপাইব লঙ্কাপুরী
কি করিবে তোর ইন্দ্রজিত।
শুন রাজা লঙ্কেশ্বর আমার বচন ধর
আইলাম দিতে সমাচার।
শ্রীরাম সাগর পার নাহিক নিস্তার আর
নিকটে যে তোর যমদ্বার॥
(ষষ্ঠ কাণ্ড, পৃ. ৬৬)

৬। **মহাভারত।** ইং ১৮৩৬। পৃ. ৪২৪।

The MUHABHARUT Translated into Bengalee Verse By KASEE DASS; and Revised and collated with various manuscripts, By Joy Gopal Turkulunkar, of the Government Sungskrit College, Calcutta, in two volumes. Vol. I. Printed at the Serampore Press 1836.

মহাভারত। আদি সভা বন পর্ব্ব। গৌড়ীয় ভাষাতে কাশীদাস কর্ত্তৃক পদ্য রচিত। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যকর্ত্তৃক সংশোধিত হইল। দুই বালম। তন্মধ্যে প্রথম বালম। শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল। শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে অথবা কলিকাতার লালদিঘীর ছাপাখানায় ডিরোজার সাহেবের দ্বারা বিক্রয়। ১৮৩৬।

ইহার "দ্বিতীয় বালম"-এর আখ্যা-পত্রও পূর্ব্ববৎ। এই "বালমে" "বিরাটাদি অবশিষ্ট পর্ব্ব" আছে। ইহাও ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৫২১।

'মহাভারত' প্রকাশিত হইলে ২ জুলাই ১৮৩৬ তারিখে 'সমাচার দর্পণ' লিখিয়াছিলেন :—

মহাভারত।—অনেক কালের পর আমরা পরমানন্দপূর্ব্বক অস্মদীয় এতদ্দেশীয় বন্ধুবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে যে মহাভারত সংশোধিত হইয়া প্রায় দুই বৎসরেরও অধিক হইল মুদ্রাঙ্কিত হইতেছিল তাহা এইক্ষণে সুসম্পন্ন হইয়াছে ঐ মহাগ্রন্থ পুস্তক যে নানা লিখিত এবং পর্য্যালোচনায় শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারকর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়াছে।… কাশীদাসকর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় পদ্যে অনুবাদিত ঐ গ্রন্থ এই প্রথমবার সমগ্র মুদ্রাঙ্কিত হইল।

পরন্ত বিজ্ঞের বিবেচনায় বোধ হইতে পারে যে সাধারণ অজ্ঞ লোকের লিখন ও পঠনেতে ঐ প্রাচীন এবং অতিপ্রসিদ্ধ হইলেও বিজ্ঞের অনাদর-প্রযুক্ত মুমূর্ষু প্রায় হইয়াছিল এইক্ষণে সুপণ্ডিতের সংশোধনরূপ মহৌষধ-সেবনেতে পুনর্যৌবন প্রাপ্ত হইল।

জয়গোপালের সংশোধিত মহাভারতই আধুনিক কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র প্রচারিত। আমরা জয়গোপাল-কৃত সংস্করণের কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি :—

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি।
পদ্ম পত্র যুগ্ম নেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ করে লাজ নাসিকা অতুল॥
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর॥
ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানু লম্বিত।
করিকর যুগবর জানু সুবলিত।
বুকপাটা দন্তছটা জিনিয়া দামিনী।
দেখি এরে ধৈর্য্য ধরে কোথা কে কামিনী॥
মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য ঢাকিয়াছে মেঘে।
অগ্নিঅংশু যেন পাংশু আচ্ছাদিল নাগে॥
এইরূপে নর মনে বিভিবেক লক্ষ।
কাশী ভণে কৃষ্ণজনে কি কর্ম্ম অশক্য॥

(আদি পর্ব্ব, পৃ. ১৩৩)

তুমি দেব নারায়ণ সভার উপর।
তোমাতে আছয় এই বড় চরাচর॥
তোমার মায়ার বশ আছে যত প্রাণী।
মন দেহ সভাকারে কর চক্রপাণি॥

তোমা হৈতে আইসে প্রাণী তোমাতে মিলায়।
বিধাতা করেন সৃষ্টি তোমার কৃপায়॥
আপনি পালন সৃষ্টি কর সভাকার।
তোমার আজ্ঞায় শিব করেন সংহার॥
তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি প্রলয় কারণ।
তুমি ধাতা তুমি কর্ত্তা তুমি পঞ্চানন॥
সুমতি কুমতি তুমি সুযুক্তি মন্ত্রণা।
তোমাহৈতে বিভিন্ন নাহিক কোন জনা॥
যত জীব তত শিব ঘটেতে তোমার।
বসিয়া প্রাণির ঘটে করহ বিচার॥
তুমি যে করিবা দেব সেই কর্ম্ম হয়।
তুমি বল কালে করে এ বড় বিস্ময়॥
সেই কাল আপনি হইলা নারায়ণ।
কালেতে নিযুক্ত করি করাও নিধন॥
যত কিছু দেখ নাথ তোমার তরঙ্গ।
সংহার করিয়া সব বসি দেখ রঙ্গ॥

(স্ত্রী পর্ব্ব, পৃ. ৩১৩)

৭। **পারসীক অভিধান।** ইং ১৮৩৮। পৃ. ৮৪।

পারসীক অভিধান অর্থাৎ পারসীক শব্দস্থলে স্বদেশীয় সাধুশব্দ সংগ্রহ শ্রীজয়গোপাল তর্কালঙ্কারকর্তৃক সংগৃহীত শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হইল। সন ১২৪৫ সাল।

ইহার "ভূমিকা"র কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

এই ভারতবর্ষে প্রায় নয় শত বৎসর হইল যবন সঞ্চার হওয়াতে তৎসমভিব্যাহারে যাবনিক ভাষা অর্থাৎ পারসী ও আরবীভাষা এই পুণ্যভূমিতে অধিষ্ঠান করিয়াছে অনন্তর ক্রমে যেমন যবনেরদের ভারতবর্ষাধিপত্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল তেমন রাজকীয় ভাষা বোধে সর্ব্বত্র সমাদর

হওয়াতে যাবনিক ভাষার উত্তরোত্তর এমত বৃদ্ধি হইল যে অন্য সকল ভাষাকে পরাস্ত করিয়া আপনি বর্দ্ধিষ্ণু হইল এবং অনেক অনেক স্থানে বঙ্গভাষাকে দূর করিয়া স্বয়ং প্রভুত্ব করিতে লাগিল বিষয় কর্ম্মে বিশেষত বিচারস্থানে অন্য ভাষার সম্পর্কও রাখিল না তবে যে কোন স্থলে অন্য ভাষা দেখা যায় সে কেবল নাম মাত্র। সুতরাং আমারদের বঙ্গভাষার তাদৃশ সমাদর না থাকাতে এইক্ষণে অনেক সাধুভাষা লুপ্তপ্রায়া হইয়াছে এবং চিরদিন অনালোচনাতে বিস্মৃতিকূপে মগ্না হইয়াছে যদ্যপি তাহার উদ্ধার করা অতি দুঃসাধ্য তথাপি আমি বহুপরিশ্রমে ক্রমে ক্রমে শব্দ সঙ্কলন করিয়া সেই বিদেশীয় ভাষাস্থলে স্বদেশীয় সাধু ভাষা পুনঃ সংস্থাপন করিবার কারণ এই পারসীক অভিধান সংগ্রহ করিলাম।

ইহাতে বিজ্ঞ মহাশয়েরা বিশেষরূপে জানিতে পারিবেন যে স্বকীয় ভাষার মধ্যে কত বিদেশীয় ভাষা লুক্কায়িতা হইয়া চিরকাল বিহার করিতেছে এবং তাঁহারা আর বিদেশীয় ভাষার অপেক্ষা না করিয়াই কেবল স্বদেশীয় ভাষা দ্বারা লিখন পঠন ও কথোপকথনাদি ব্যবহার করিয়া আপ্যায়িত হইবেন এবং স্বকীয় বস্তু সত্ত্বে পরকীয় বস্তু ব্যবহার করাতে যে লজ্জা ও গ্লানি তাহাহইতে মুক্ত হইতে পারিবেন এবং প্রধান ও অপ্রধান বিচারস্থলে বিদেশীয় ভাষা ও অক্ষর ব্যবহার না করিয়া স্বস্ব দেশ ভাষা ও অক্ষরেতেই বিচারীয় লিপ্যাদি করিতে সম্প্রতি যে রাজাজ্ঞা প্রকাশ হইয়াছে তাহাতেও সম্পূর্ণ উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

এই গ্রন্থে প্রায় পঞ্চশতাধিক ত্রিসহস্র চলিত শব্দ অকারাদি প্রত্যেক বর্ণক্রমে সূচী ক'রয়া বিন্যস্ত করা গিয়াছে ইহার মধ্যে পারসীক শব্দই অধিক কচিৎ আরবীয় শব্দও আছে...।

৮। **বঙ্গাভিধান।** ইং ১৮৩৮।

২৫ আগস্ট ১৮৩৮ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' এই বাংলা-ইংরেজী অভিধান সম্পর্কে নিম্নাংশ মুদ্রিত হইয়াছে :—

বঙ্গাভিধান।—স্বস্তি সমস্ত বিজ্ঞ মহাশয়েরদের বিজ্ঞাপন কারণ আমার এই নিবেদন। বঙ্গভূমি নিবাসি লোকের যে ভাষা সে হিন্দুস্থানীয় অন্য২ ভাষা হইতে উত্তমা যে হেতুক অন্যভাষাতে সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক অত্যল্প কিন্তু বঙ্গভাষাতে সংস্কৃতভাষার প্রাচুর্য্য আছে বিবেচনা করিলে জানা যায় যে বঙ্গভাষাতে প্রায়ই সংস্কৃত শব্দের চলন যদ্যপি ইদানীং ঐ সাধুভাষাতে অনেক ইতর ভাষার প্রবেশ হইয়াছে তথাপি বিজ্ঞ লোকেরা বিবেচনা পূর্ব্বক কেবল সংস্কৃতানুযায়ি ভাষা লিখিতে ও তদ্দ্বারা কথোপকথন করিতে চেষ্টা করিলে নির্ব্বাহ করিতে পারেন এই প্রকার লিখন পঠন ধারা অনেক প্রধান২ স্থানে আছে। এবং ইহাও উচিত হয় যে সাধু লোক সাধুভাষাদ্বারাই সাধুতা প্রকাশ করেন অসাধুভাষা ব্যবহার করিয়া অসাধুর ন্যায় হাস্যাস্পদ না হয়েন। অতএব এই বঙ্গভূমীয় তাবৎ লোকের বোধগম্য অথচ সর্ব্বদা ব্যবহারে উচ্চার্য্যমান যে সকল শব্দ প্রসিদ্ধ আছে সেই সকল শব্দ লিখনে ও পরস্পর কথোপকথনে হ্রস্ব দীর্ঘ ষত্ব ণত্ব জ্ঞান ব্যতিরেকে সংস্কৃতানভিজ্ঞ বিশিষ্ট বিষয়ি লোকের মানসিক ক্ষোভ সদা জন্মে তদ্দোষ পরিহারার্থ বঙ্গভাষা সংক্রান্ত সংস্কৃত শব্দ সকল সংকলনপূর্ব্বক (বঙ্গাভিধান) নামক এক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।...

এই গ্রন্থের বিশেষ সৌষ্ঠবার্থ এক দিকে তত্তদর্থক ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষারও বিন্যাস করা গেল তাহাতে ইঙ্গলণ্ড ভাষা ব্যবসায়ি লোকেরদের উভয় পক্ষেই মহোপকার সম্ভাবনা আছে...। শ্রীজয়গোপালশর্ম্মণঃ।

ইহা ছাড়া ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাদাসের 'ছন্দোমঞ্জরী' (পৃ. ৩১) ও চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যের 'বৃত্তরত্নাবলী' (পৃ. ১৫) জয়গোপাল প্রকাশ করিয়াছিলেন।*

---

* 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৫৭ দ্রষ্টব্য।

বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে দেবনাগর অক্ষরে 'শ্রীমহাভারত' প্রকাশিত হয়, তাহার তৃতীয় খণ্ড যে তিন জন পণ্ডিত কর্ত্তৃক "পরিশোধিত" হইয়া ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন।

মৃত্যু

১৩ এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখে ৭৪ বৎসর বয়সে জয়গোপাল পরলোক-গমন করেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল; তাঁহার স্থলে সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ অস্থায়ী ভাবে সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাংলা দেশে যে কয় জন কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, মদনমোহনের স্থান তাঁহাদের মধ্যে প্রায় পুরোভাগে ছিল। কিন্তু বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিয়া তিনি তাঁহার কবি-সম্মান নিজেই বর্জ্জন করিয়াছেন এবং বাংলা দেশও এক জন সত্যকার কবিকে হারাইয়াছে। তাঁহার কবি-প্রতিভার যেটুকু পরিচয় ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া আছে, তাহা দেখিয়া আজ আমরা আক্ষেপ মাত্র করিতে পারি। যে "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল" কবিতার প্রভাবেই এক দিন বাংলা দেশের শিশুসমাজ মুগ্ধ হইয়াছিল এবং যাহা আজিও শিশুরা মুখে মুখে আবৃত্তি করিয়া থাকে, তাহা মদনমোহনেরই রচনা। 'শিশুশিক্ষা'য় তাঁহার দান কোন দিন অস্বীকৃত হইবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃতিত্বের সহিত মদনমোহনের কৃতিত্ব বহু স্থলে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার জীবনী-আলোচনায় আমরা 'বাসবদত্তা'র কবি মদনমোহনকে বারংবার স্মরণ করিতেছি। বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারে যে কয় জন ব্রতী হইয়াছিলেন, মদনমোহন তাঁহাদের অন্যতম প্রধান। তিনি শেষ-জীবনে সাহিত্য ও সমাজ হইতে দূরে চলিয়া গেলেও তাঁহার প্রথম জীবনের কীর্ত্তি তাঁহাকে অমরতা দান করিয়াছে।

বাল্যজীবন

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে* নদীয়া জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ বিল্বগ্রামে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামধন চট্টোপাধ্যায়।

"সংস্কৃত কালেজের রিপোর্ট পুস্তক হইতে" মদনমোহনের ছাত্রজীবন সম্বন্ধে যেটুকু জানা যায়, তাহা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

> ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তর্কালঙ্কার মহাশয়···সংস্কৃত-কালেজে প্রবিষ্ট হন। তাঁহার তৎকালে বয়স দ্বাদশ বৎসর ছিল। ঐ বৎসরের ডিসেম্বর [জুন ?] মাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত-কালেজে প্রথম প্রবিষ্ট হন।···তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর একশ্রেণীতে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। উদারচিত্ত ও অসাধারণ প্রতিভায় উভয়ের কেহ কাহারও ন্যূন ছিলেন না। প্রথম পুরস্কার ইঁহাদিগের দুই জন ব্যতীত অপর কেহ পাইতে পারিত না। ক্রমে ক্রমে তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর পরস্পরের প্রতি অতিশয় আসক্ত হইয়া পড়িলেন।···তিন বৎসরকাল ব্যাকরণ শ্রেণীতে মুগ্ধবোধ পাঠ করিয়া উভয়েই সাহিত্য শ্রেণীতে উঠিলেন।···তৎকালে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন।·· দুই বৎসর সাহিত্য শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়া উভয় বন্ধুই অলঙ্কার শ্রেণীতে অলঙ্কার পাঠ আরম্ভ করেন। সুধীবর প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ তৎকালে অলঙ্কারের অধ্যাপক ছিলেন।···

---

* সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রে দেখিতেছি, ২৭ আগষ্ট ১৮৪৭ তারিখে মদনমোহনের বয়স ছিল "৩১"; ৩ জানুয়ারি ১৮৪৮ তারিখে বয়স ছিল "৩২"। এই বয়সের হিসাব মদনমোহনেরই দেওয়া।

অলঙ্কার শ্রেণীতে দুই বৎসর পাঠ করিয়া তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর কিছুদিন জ্যোতিষ শাস্ত্র পাঠ করেন। জ্যোতিষের পর কিছুদিন দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিয়া স্মৃতি শ্রেণীতে স্মৃতি পাঠারম্ভ করেন।...

স্মৃতি শ্রেণীতে তিন বৎসর অধ্যয়ন করিয়া তৃতীয় বৎসরের শেষে স্মৃতি শাস্ত্রে পরীক্ষা দেন।...তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর উভয়েই এই স্মৃতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জজপণ্ডিতের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন।* এই পরীক্ষার পর ১৮৪২ খৃঃঅব্দে তর্কালঙ্কার বিদ্যালয়-জীবন সমাপ্ত করেন।†

চাকুরী-জীবন

হিন্দুকলেজ পাঠশালা

সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, মদনমোহন ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে দুই মাস কাল হিন্দুকলেজ-সংলগ্ন পাঠশালায় শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন; তিনি ১ জানুয়ারি ১৮৪২ তারিখে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক হন। খুব সম্ভব তাঁহারই স্থলে বাংলা পাঠশালায় মদনমোহন নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

---

* বিদ্যাসাগর ২২ এপ্রিল ১৮৩৯ তারিখে হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষা দিয়া পর-মাসে প্রশংসাপত্র লাভ করেন। মদনমোহন হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষা দেন—৩১ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখে; শিক্ষা-বিভাগীয় রিপোর্টে ইহার উল্লেখ আছে।

† যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাভূষণ): 'কবিবর ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত ও তদ্গ্রন্থসমালোচনা' (সংবৎ ১৯২৮), পৃ. ১-৭।

বারাসত গবর্মেণ্ট বিদ্যালয়

মদনমোহনের জীবনীতে (পৃ. ৭) যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন, কলিকাতায় বাংলা পাঠশালার প্রধান শিক্ষকের পদে কার্য্য করিবার পরে মদনমোহন এক বৎসর বারাসত গবর্মেণ্ট বিদ্যালয়ের প্রথম পণ্ডিতের কার্য্য করেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত মদনমোহন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিতী করেন।

কৃষ্ণনগর কলেজ

তৎপরে মদনমোহন ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগর কলেজে পণ্ডিতের কার্য্য করিয়াছিলেন।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ

সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের মৃত্যু হইলে, মদনমোহন তাঁহার স্থলে ৯০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক রসময় দত্ত এই ৯০৲ বেতনের পদটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর এই সময়ে ৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক; কিন্তু তিনি ঐ পদ গ্রহণ না করিয়া, সতীর্থ মদনমোহনকে দিতে অনুরোধ করেন। সংস্কৃত কলেজে মদনমোহনের নিয়োগ-কাল—২৭ জুন ১৮৪৬।

চারি বৎসর সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত

করিবার পদ মদনমোহন ৫ নবেম্বর ১৮৫০ তারিখে পদত্যাগ-পত্র দাখিল করেন। তিনি পরবর্ত্তী ১৫ই নবেম্বর পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজে ছিলেন। কাউন্সিল-অব-এডুকেশন তাঁহার পদত্যাগে এইরূপ মন্তব্য করেন :—

> Ordered to be recorded with an expression of the high opinion entertained by the Council for the zeal and ability with which Pundit Muddonmohun Tarkalankar performed his duties during his connection with the Sanskrit College.

মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিত ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিয়া মদনমোহন মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিত হন। তিনি এই পদে পাঁচ বৎসর কার্য্য করিবার পর ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। তাঁহার স্থলে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন (ইনি প্রথম বিধবা-বিবাহ করেন) জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হন।

কান্দীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট

মুরশিদাবাদে এক বৎসর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়া মদনমোহন কান্দীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন।

মৃত্যু

৯ মার্চ ১৮৫৮ তারিখে কলেরা রোগে কান্দীতে মদনমোহনের মৃত্যু হয়।

তর্কালঙ্কার বহু সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। জীবনে তিনি অনেক সৎকর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। ১২৬০ সালে মুর্শিদাবাদে অবস্থানকালে,

তাঁহার এবং গঙ্গাচরণ সেনের সবিশেষ যত্নে বহরমপুরে দাতব্য সমাজ স্থাপিত হয়।* অনাথ-আতুরদের সাহায্যদানই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার জনহিতকর কার্য্য প্রসঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন :—

> কান্দী তর্কালঙ্কারের কীর্ত্তির চরমস্থান। কান্দীতে তিনি যৎকালে প্রথম আসেন তখন সেখানে রাস্তা, ঘাট, বিদ্যালয় প্রভৃতি কিছুই ছিল না। তিনি আসিয়া এই সকলেব প্রথম সৃষ্টি করেন। মুবশিদাবাদের ন্যায় কান্দীতেও একটী অনাথমন্দির সংস্থাপন করেন।···বালিকাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত এখানে একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন।··· তিনি স্বয়ং এই বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধাবণ কবিতেন। ইহা ভিন্ন কান্দীর ইংরাজী বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয়েরও ইনি সৃষ্টিকর্ত্তা। (পৃ ২৪-২৫)

কীর্ত্তি-কথা

কলিকাতায় সংস্কৃত যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মদনমোহনের উদ্যোগে কলিকাতায় সংস্কৃত যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন :—

> যৎকালে আমি ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কালেজে নিযুক্ত ছিলাম; তর্কালঙ্কারের উদ্যোগে, সংস্কৃতযন্ত্র নামে একটি ছাপাখানা সংস্থাপিত হয়। ঐ ছাপাখানায়, তিনি ও আমি, উভয়ে সমাংশভাগী ছিলাম।—'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস', বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী—বিবিধ, পৃ. ৬৭৫।

সেকালে সংস্কৃত যন্ত্রের বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থই এখানে মুদ্রিত হইয়াছিল। "কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর মূল পুস্তক

* 'সোমপ্রকাশ', ২৪ অক্টোবর ১৮৫৯।

দৃষ্টে পরিশোধিত” ভারতচন্দ্র রায়ের ‘অন্নদামঙ্গল’ এই যন্ত্রে মুদ্রিত সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ। বিদ্যাসাগরের চেষ্টাতেই কৃষ্ণনগর রাজবাটী হইতে ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গলে’র মূল পুথি সংগৃহীত হইয়াছিল। আচার্য্য কৃষ্ণকমল বলিয়াছেন :—

> বিদ্যাসাগর ভারতচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনা অতিশয় পছন্দ করিতেন। আমার বোধ হয়, যখন রসময় দত্তের সহিত অকৌশল হওয়াতে তিনি সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরির পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক [এপ্রিল ১৮৪৭] মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত একযোগে ছাপাখানার ব্যবসা আরম্ভ করেন, তখন ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ গ্রন্থই তাঁহার ছাপাখানার সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। আমি তাঁহাকে কোনও কোনও সময়ে ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গলের’ কবিতা গদগদভাবে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি। আমার বেশ মনে হইতেছে একদিন তিনি ‘হেথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া’ ইত্যাদি কবিতাটি বিশেষ আনন্দের সহিত পড়িতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—‘দেখ দেখি, কেমন পরিষ্কার ঝরঝরে ভাষা।’—‘পুরাতন প্রসঙ্গ’, ১ম পর্য্যায়, পৃ. ১৩৫।

বীটন-প্রতিষ্ঠিত হিন্দু বালিকা-বিদ্যালয় ও মদনমোহন

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ভারত-হিতৈষী ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন কর্ত্তৃক হিন্দু বালিকা-বিদ্যালয় (বর্ত্তমান বীটন কলেজ) স্থাপিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠার সঠিক ইতিহাস সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

> আমরা আনন্দিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি গত সোমবার [৭ মে ১৮৪৯] হিন্দুজাতীয়া বালিকারা বিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যারম্ভ করিয়াছেন, বাহির শিমুলিয়া পল্লীতে শ্রীযুত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের যে

বৈঠকখানা আছে উদ্যানমধ্যস্থ ঐ প্রশস্ত রম্য গৃহ বালিকাদিগের শিক্ষালয় হইয়াছে, চতুদ্দিগে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত বাগানের দক্ষিণদিগে দক্ষিণবাবু একমাত্র দ্বার রাখিয়াছেন, সে দ্বারে প্রহরী থাকিলেই স্ত্রীলোক ভিন্ন অন্য পুরুষ কেহ তথায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না,···বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম দিবসেই অনেক ভদ্র বালিকারা তথায় গমন করিয়াছিলেন, শিক্ষাদাত্রী এক সচ্চরিত্রা বিবী তাঁহারদিগের মনোরঞ্জন করিয়াছেন,··· আপাততঃ শিক্ষাদানের নিয়ম হইয়াছে প্রাতঃকালাবধি নয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত বালিকারা শিক্ষা করিবেন, ·।

প্রথম দিবস একবিংশতি বালিকা উপস্থিতা হইয়াছিলেন,·· বেথুন সাহেবকে এবং উদ্যোগকারি বান্ধবগণকে ধন্যবাদ দিয়া শ্রীযুত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাধুবাদ করি, উক্ত বাবু এক শত টাকা ভাড়ার উপযুক্ত বৈঠকখানা বিদ্যালয়ার্থ অমনি দিয়াছেন, বিদ্যালয়ের উপযুক্ত স্থান যেপর্য্যন্ত প্রস্তুত না হয় তন্মধ্যে দক্ষিণবাবু তাঁহার বৈঠকখানার ভাড়া লইবেন না, এবং উক্ত বাবু ১০০০ সহস্র টাকামূল্যে মৃজাপুরে সাড়ে পাঁচ বিঘা ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন বিদ্যালয় করণার্থ ঐ ভূমি প্রদান করিয়াছেন।—'সম্বাদ ভাস্কর', ১০ মে ১৮৪৯, বৃহস্পতিবার।

'···এতদ্ভিন্ন বিদ্যাগার প্রস্তুত করণ কালে এক সহস্র টাকা দিবেন, আর ঐ বিদ্যাগারের জন্য পুস্তক যাহার মূল্য ৫০০০ সহস্র টাকার ন্যূন নহে তাহাও দিতে স্বীকার করিলেন, ঐ সকল পুস্তক যথায় আছে আমরা তাহা জানি, এবং ইহাও বিশ্বাস করি দক্ষিণ বাবু যাহা স্বীকার করিয়াছেন তাহার অন্যথা হইবেক না, বিশেষতঃ সাহেবের সহিত কথোপকথনানন্তর বাটীতে আসিয়া এক পত্রমধ্যে এই সকল বিষয় লিখিয়া বেথুন সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং সাহেবও লিখিয়াছেন তিনি সন্তোষ পূর্ব্বক এই সকল দান গ্রহণ করিলেন।··· —'সম্বাদ ভাস্কর', ১২ মে ১৮৪৯।

…বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় উক্ত সাহেবের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া এমত সদ্ব্যাপারে যৎকিঞ্চিৎ আনুকূল্য করণার্থ সাহেবকে এক খণ্ড ভূমি দান করেন তাহার মূল্য ন্যূনাধিক ১২০০০ দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা। সেই ভূমির নিকটবর্ত্তি আর এক খণ্ড ভূমি ছিল কিয়ন্মাস গত হইল সাহেব তাহা স্বয়ং ক্রয় করেন সে খণ্ডের মূল্য প্রায় ১০০০০ টাকা কিন্তু ঐ দুই খণ্ড ভূমি নগরের প্রান্ত ভাগে স্থিত হওয়াতে সেখানে অভিপ্রেত বিদ্যামন্দির নির্ম্মাণ না করিয়া স্থানান্তরে করা অভিমত হইয়াছে অতএব সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হেদুয়া পুষ্করিণীর পশ্চিমে উত্তম সরকারী ভূমি থাকাতে সাহেব গবর্ণমেণ্টের নিকট স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া উক্ত দুই খণ্ড ভূমিব বিনিময়ে হেদুয়া পুষ্কবিণীব পশ্চিম দিক্স্থ ঐ ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ঐ স্থলেই বালিকাদের অধ্যয়নার্থ এক সুশোভিভ বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ঐ অট্টালিকা নির্ম্মাণে ৪০০০০ টাকা ব্যয় হইবে তাহার অদূরে বালিকাদিগের শিক্ষাদায়িনী বিবির গৃহ নির্ম্মাণ হইবে তাহাতেও ১৬০০০ টাকা ব্যয় হইবে অপর দৌবারিক প্রভৃতি ভৃত্যাদিগের গৃহ এবং ভূমি বেষ্টক প্রাচীর করিতে হইবেক তাহাতেও পাঁচ ছয় সহস্র টাকার প্রয়োজন। অতএব ঐ বিদ্যামন্দির নির্ম্মাণার্থ প্রায় ৬২০০০ টাকা ব্যয় হইবে এবং গবর্ণমেণ্ট যে ভূমির পরিবর্ত্তে হেদুয়া পুষ্করিণীর পশ্চিমদিক্স্থ ভূমি দান করিয়াছেন তাহার মূল্য ২২০০০ টাকা সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ ৮৪০০০ টাকা ব্যয় হইবেক। বেথুন সাহেব স্বয়ং এই বিপুল অর্থ দান করিতেছেন তাহাতে কেবল দক্ষিণারঞ্জন বাবু ১২০০০ টাকার ভূমি দিয়া আমারদের দেশের মান যৎকিঞ্চিৎ রক্ষা করিয়াছেন।—'সংবাদ সুধাংশু', ২৩ ভাদ্র ১২৫৭।

গত পরশ্ব সায়াহ্নে স্ত্রী বিদ্যালয়ের শিলারোপ হইল শ্রীযুত ডেপুটী গবর্ণর স্যর জান লিট্লর মহোদয়ের অধিষ্ঠান হওয়াতে সমস্ত সম্ভ্রান্ত রাজকীয় কর্ম্মচারি ইউরোপীয় মহাশয়ের ও এতদ্দেশীয় বহুং ধনি মানি

বিদ্বজ্জনের সমাগমে বিদ্যালয়ের অতিপ্রশস্ত ভূমিও অতি সংকীর্ণ হইয়াছিল। ইংরাজদিগের যেং নিয়মে প্রাসাদ বা সাধারণ বিদ্যালয়ের নির্ম্মাণারম্ভ হয় সেই সমুদয়ে নিয়ম সহিত মহামহা সমারোহ সহ স্ত্রী বিদ্যালয়ের শিলারোপ হইয়াছে।...এই বিদ্যালয়ের স্থাপন কাল স্মরণ নিমিত্ত লেডি লিটলর কর্ত্তৃক যে এক বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার প্রক্রিয়াও আমাদের দেশের বৃক্ষ প্রতিষ্ঠার ব্যাপার হইতে অতিশয় বিভিন্ন নয় ফলে বৃক্ষের তলে পুষ্পাদি অর্পণ হইয়াছিল বোধ হয় কোন মন্ত্র পাঠও হইয়া থাকিবেক।—'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', ৮ নবেম্বর ১৮৫০।

এই বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যাদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের যথেষ্ট বাধা ছিল। প্রধানতঃ যে তিন জন কৃতী বঙ্গসন্তানের সাহায্যে এই বাধা দূরীভূত হয়, তাঁহারা আর কেহই নহেন,—রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার। মদনমোহন স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নিজের দুই কন্যা—ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে বীটনের হিন্দু বালিকা-বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি বিনা বেতনে প্রতি দিন এই বিদ্যালয়ের বালিকাদের শিক্ষা দান করিয়াছেন এবং 'শিশুশিক্ষা' রচনা করিয়া তাহাদের পাঠ্য পুস্তকের অভাব অনেকটা মোচন করিয়াছিলেন। ২৯ মার্চ ১৮৫০ তারিখে বীটন এই বালিকা-বিদ্যালয় সম্পর্কে গবর্ণর-জেনারেল ডালহাউসিকে যে পত্র লেখেন তাহাতে মদনমোহনের সাহায্য সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছিলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য; তিনি লেখেন :—

The three Natives to whom I desire specially to record my gratitude for their assistance are Babu Ram Gopal Ghose, the well known merchant who was my principal adviser in the first instance and who procured me my first Pupils, Baboo

Dukkina Runjin Mookerjea, a Zemindar, who was previously unknown to me, but who as soon as my design was published, introduced himself to me for the purpose of offering me the free gift of a site for the school, or five beegahs of land valued at 10,000 Rupees in the Native quarter of the town and Pundit Madun Mohun Turkalunkar, one of the pundits of Sanscrit College, who not only sent two daughters to the school, but has continued to attend it daily, to give gratuitous instruction to the children in Bengali, and has employed his leisure time in the compilation of a series of elementary Bengali Books expressly for their use.

স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে আন্দোলন

দেশে যাহাতে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার হয় মদনমোহন তাহার জন্য সাময়িক পত্রে প্রবন্ধাদিও লিখিয়াছেন। রাজনারায়ণ বসু 'আত্ম-চরিতে' মদনমোহন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

> ইনি ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় "সর্ব্বশুভকরী" নামে পত্রিকা বাহির করেন।* এই পত্রিকাতে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে একটী প্রস্তাব তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক ঐরূপ উৎকৃষ্ট প্রস্তাব অদ্যাপি বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় বিষগ্রামের একজন ভট্টাচার্য্য হইয়া সমাজসংস্কার কার্য্যে যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি সহস্র সাধুবাদের উপযুক্ত। (পৃ. ৩৩)

আচার্য্য কৃষ্ণকমলও লিখিয়াছেন,—"তিনি [মদনমোহন] 'সর্ব্ব-শুভকরী' নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকাও সম্পাদন করিয়াছিলেন" ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ৫৪)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরচন্দ্র

* 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আমার 'বাংলা সাময়িক-পত্র' পুস্তকের ১৭৭-৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বা মদনমোহন কেহই 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' সম্পাদন করেন নাই। পত্রিকাখানি ঠনঠনিয়ার সর্ব্বশুভকরী সভার মুখপত্র ছিল। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—আগস্ট ১৮৫০ (ভাদ্র ১২৫৭)। পত্রিকায় সম্পাদক-রূপে মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের নাম আছে। কি সূত্রে ইহাতে বিদ্যাসাগর বা মদনমোহন তর্কালঙ্কারের রচনা স্থান পাইয়াছিল, সে-সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর-সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন যাহা লিখিয়াছেন, তাহা গ্রহণযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন :—

> হিন্দু-কলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ছাত্রগণ ঐক্য হইয়া, সর্ব্বশুভকরী নামক মাসিক সংবাদপত্রিকা প্রকাশ করেন। উক্ত সংবাদপত্রের অধ্যক্ষ বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি অনুরোধ করিয়া, অগ্রজকে বলেন যে, "আমাদের এই নূতন কাগজে প্রথম কি লেখা উচিত, তাহা আপনি স্বয়ং লিখিয়া দিন। প্রথম কাগজে আপনার রচনা প্রকাশ হইলে, কাগজের গৌরব হইবে এবং সকলে সমাদরপূর্ব্বক কাগজ দেখিবে।" উহাঁদের অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি প্রথমতঃ বাল্যবিবাহের দোষ কি, তাহা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বলিয়া, তৎকালীন কৃতবিদ্য লোকমাত্রেই সমাদরপূর্ব্বক সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা পাঠ করিতেন। পর মাসে, মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়, স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেন।—'বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত', ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৮৭-৮৮।

'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'র দ্বিতীয় সংখ্যায় (আশ্বিন, শকাব্দাঃ ১৭৭২) "স্ত্রীশিক্ষা" প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা একান্ত দুষ্প্রাপ্য বলিয়া আমরা মদনমোহনের রচনাটি নিম্নে মুদ্রিত করিলাম :—

স্ত্রীশিক্ষা।

এক বৎসরের অধিককাল গত হইল কন্যাসন্তানদিগের শিক্ষার নিমিত্ত এই মহানগরীতে এবং বারাসতে ও অন্যান্য কতিপয় স্থানে শিক্ষা

স্থান সংস্থাপিত হইয়াছে। এই শ্রেয়স্কর বিষয় সর্ব্বত্র প্রচারিত করিবার নিমিত্ত কএক জন মহাত্মা প্রথমতঃ দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া আপন আপন কন্যাসন্তানদিগকে তত্তৎ পাঠস্থানে নিয়োজিত করিয়াছেন। ঐ ভদ্র মহাশয়েরা সর্ব্বদাই মনের মধ্যে এইরূপ প্রত্যাশা করেন যে স্বদেশস্থ সমস্ত ভদ্র ব্যক্তিই তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া স্ব স্ব কন্যাগণের অধ্যয়ন সম্পাদনে যত্নপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হন।

কিন্তু কি দুঃখের বিষয় অদ্যাপি কেহই এই শ্রেয়স্কর বিষয়ে কিছুই উদ্যোগ করিতেছেন না। সকলেই কুসংস্কার ও ভ্রান্তি জালে মুগ্ধ ও ভ্রান্ত হইয়া স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ের ভাবি উপাদেয় ফল বোধগম্য করিতে পারিতেছেন না, কেবল কুসংস্কারমূলক কতকগুলিন কুতর্ক ও অকিঞ্চিৎকর আপত্তি উপস্থাপিত করিয়া এই মঙ্গল ব্যাপারের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছেন।

তাঁহারা কহেন

প্রথম। শিক্ষা কর্ম্মের উপযোগিনী যে সকল মানসিক শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির আবশ্যক স্ত্রীজাতির তাহা নাই স্বতরাং কন্যাসন্তানেরা শিখিতে পারে না।

দ্বিতীয়। স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার ব্যবহার এদেশে কখন নাই, এবং শাস্ত্রেও প্রতিষিদ্ধ আছে; অতএব লোকাচারবিরুদ্ধ ও শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ ব্যাপার কদাচ অনুষ্ঠানযোগ্য হইতে পারে না।

তৃতীয়। স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা করিলে দুর্ভাগ্য দুঃখ ও পতি-বিয়োগ দুঃখের ভাজন হইয়া চিরকাল কষ্টে জীবনযাপন করিবেক অতএব এতাদৃশ দৃষ্টদোষদূষিত বিষয় জানিয়া শুনিয়া পিতা মাতা কেমন করিয়া প্রাণসমান স্বসন্তানকে এই দারুণ দুঃখার্ণবে নিক্ষিপ্ত করিতে পারেন।

চতুর্থ। স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী হইলে স্বেচ্ছাচারিণী ও মুখরা হইবেক, বিদ্যার অহঙ্কারে মত্ত হইয়া পিতা মাতা ভর্ত্তা প্রভৃতি গুরুজনকে অবজ্ঞা করিবেক, এবং পরিশেষে দুশ্চরিত্রা হইয়া স্বয়ং পতিত হইবেক ও স্বকীয়

পবিত্র কুলকে পাতিত করিবেক ; অতএব স্ত্রীজাতিকে সর্ব্বথা অজ্ঞানান্ধ-কূপে নিক্ষিপ্ত রাখাই উচিত, কদাপি জ্ঞানপথের সোপানপ্রদর্শন করা উচিত নয়।

পঞ্চম। এই সমস্ত দৃষ্ট ও অদৃষ্ট দোষ উল্লঙ্ঘন করিয়াও যদ্যপি স্ত্রীজাতিকে বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করা যায়, তাহাতেই বা ফল কি ? ইহারা চাকরী করিতে পারিবেক না, আদালতে গতায়াত করিয়া কোন রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেক না, কোন সাহেব শুভার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে পারিবেক না, এবং হাট বাজারে বসিয়া বা কোন দেশ দেশান্তরে গমন করিয়া বাণিজ্য কার্য্যও সম্পন্ন করিতে পারিবেক না ; কুলের কামিনী অন্তঃপুরে বাস করে তাহার বিদ্যাশিক্ষায় কিছুই ইষ্টাপত্তি নাই, প্রত্যুত অনিষ্ট ঘটনার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

আমরা শাস্ত্র, ন্যায় ও যুক্তি অনুসারে তাঁহাদিগের এই সমস্ত আপত্তির প্রত্যেকের সমর্থ উত্তর প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। আমাদিগের প্রদত্ত উত্তর যদি অশাস্ত্রীয়, অন্যায্য, অযৌক্তিক ও পক্ষপাত-মূলক বলিয়া পক্ষপাতবিহীন দূরদর্শী প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা বোধ করেন, তবে আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি স্ত্রীশিক্ষার বিষয় আর কদাপি মুখেও আনিব না। আর যদি আমাদিগের উত্তর যথার্থ হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করেন, তবে অবিলম্বেই এই মহোপকারক বিষয়ের অনুষ্ঠানে দেশীয় ভদ্রলোকেরা প্রবৃত্ত হউন নতুবা আর যেন তাঁহারা আপনাদিগকে লোকসমাজে মনুষ্য বলিয়া পরিচয় না দেন।

প্রথম আপত্তির প্রত্যুত্তর দিবার পূর্ব্বে আমরা আপত্তিকারক মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, স্ত্রীজাতি যে বিদ্যাশিক্ষা করিতে সমর্থ নয় এরূপ সংস্কার তাঁহারা কি মূল হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন ? আর কোথায় বা এমত দৃষ্টান্ত উপলব্ধি করিয়াছেন, যে স্ত্রীজাতিরা যথা নিয়মে বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, শিক্ষা উপকরণ সমুদায় উপস্থিত ছিল,

বিচক্ষণ উপদেশক যথানিয়মে উপদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু কোন ফল দর্শে নাই, স্ত্রীগণেরা সকলেই মূর্খ হইয়াছিল। বোধ করি আপত্তিকারক মহাশয়েরা এই প্রশ্নের কিছুই উত্তর দিতে পারিবেন না, এবং কোথাও এতাদৃশ উদাহরণ দেখাইতে পারিবেন না। অতএব তাঁহাদিগের এই আপত্তি কেবল অমূলক কল্পনা দ্বারা উদ্ভাবিত মাত্র। ভাল তাঁহারা একবার পক্ষপাতশূন্য চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখুন না কেন, স্ত্রীজাতিরা কেনই বা শিখিতে পারিবেক না। তাহারা কি মানুষ নয়? সচেতন জীবমধ্যে পরিগণিত নয়? তাহাদের কি বুদ্ধিবৃত্তি নাই? মেধা নাই? তর্কশক্তি নাই? সদৃশানুভূতি নাই? কেন! আমরা ত ভূয়োভূয় দর্শন করিতেছি শিক্ষাকার্য্যের উপযোগিনী যে যে শক্তিমত্তার আবশ্যক, স্ত্রীজাতির সে সমুদায়ই আছে কোন অংশের ন্যূনতা নাই; বরং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের কোন কোন বুদ্ধিবৃত্তির আধিক্যই দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশ্বপিতা স্ত্রী ও পুরুষের কেবল আকারগত কিঞ্চিৎ ভেদ সংস্থাপন করিয়াছেন মাত্র। মানসিক শক্তি বিষয়ে কিছুই ন্যূনাধিক্য স্থাপন করেন নাই। অতএব বালকেরা যেরূপ শিখিতে পারে, বালিকারা সেরূপ কেন না পারিবেক? বরং কেহ কেহ বোধ করেন শৈশবকালে বালক অপেক্ষা বালিকারা স্বভাবতঃ ধীর ও মৃদু হয়, এ নিমিত্ত অধিকও শিক্ষা করিতে পারে। এ বিষয় আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, এক স্থানে এক অপাদান হইতে এককালে বিদ্যারম্ভ করিয়া বালক অপেক্ষা বালিকারা অধিক শিক্ষা করিয়াছে। আপত্তিকারক মহাশয়েরা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখুন, কত শত বিদেশীয় নারীগণ বিদ্যালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া স্ত্রীজাতির শিক্ষাশক্তিমত্তার দেদীপ্যমান প্রমাণ পথে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অতএব আমরা ভরসা করি অস্মদ্দেশীয় লোকেরা স্ত্রীজাতির শিক্ষা করণে শক্তি নাই বলিয়া আর অমূলক অকিঞ্চিৎকর বৃথা আপত্তি উত্থাপিত করিবেন না।

স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাস, ব্যবহার ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া যে আপত্তি

উত্থাপিত করেন ইহা কেবল অবহুজ্ঞতা ও অদূরদর্শিত্ব নিবন্ধন, সন্দেহ নাই। কারণ আমরা অতি প্রাচীন কালের ইতিহাস গ্রন্থে দেখিতে পাই, ভারতবর্ষীয় কামিনীগণেরা নানাবিধ বিদ্যার আলোচনা করিতেছেন। মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্যা আত্রেয়ী গুরুসন্নিধানে পাঠানুশীলনের প্রত্যূহ দর্শন করিয়া জনস্থানস্থিত ভগবান্ অগস্ত্যঋষির পুণ্যাশ্রমে পাঠার্থিনী হইয়া উপস্থিত হইতেছেন। ভগবান্ ব্রহ্মবিদ্বান্ যাজ্ঞবল্ক্য গার্গী ও মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দান করিতেছেন। বিদর্ভরাজনন্দিনী গুণবতী রুক্মিণী শিশুপালের সহিত পাণিগ্রহণরূপ অনিষ্টাপাত দর্শন করিয়া স্বহস্তে সাঙ্কেতিক পত্র লিখিয়া দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিতেছেন। উদয়নাচার্য্যের নন্দিনী সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শিনী লীলাবতী শঙ্করাচার্য্যের দিগ্বিজয় প্রস্তাবে স্বভর্ত্তা মণ্ডনমিশ্রের সহিত আচার্য্যের বিচারকালে মধ্যস্থতাবলম্বন ও মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ সমর্থন করিতেছেন। বোধ করি সকলেই জ্ঞাত আছেন, কর্ণাটরাজমহিষী ও মহাকবি কালিদাসপত্নী এবং বাভটদুহিতা অতিশয় পণ্ডিতা ছিলেন। আর বিশ্বদেবী গঙ্গাবাক্যাবলী নামে এক ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করিয়া চিরন্তনী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। খনা জ্যোতিষ শাস্ত্রে এমত পণ্ডিতা হইয়াছিলেন যে তাঁহার নিবদ্ধ বচন সকল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে প্রমাণরূপে পরিগণিত হইয়াছে। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি আপত্তিকারক মহাশয়েরাও ঐ খনার অনেক বচন অবগত আছেন এবং তদনুসারে বিবাহাদি শুভকর্ম্মের দিন ও লগ্ন নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। অনেকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, কিছু কাল হইল হঠীবিদ্যালঙ্কার নামে প্রসিদ্ধ এক রমণী বারাণসীক্ষেত্রে মঠ নির্ম্মাণ করিয়া ভূরি ভূরি ছাত্রদিগকে বিদ্যাদান করিয়াছেন। আমরা অনুসন্ধান করিয়া আরো কতকগুলি পণ্ডিতা বনিতার নাম উল্লেখ করিতে পারি কেবল পাঠকবর্গেরা বিরক্ত হইবেন ভাবিয়া বিরত হইলাম।

এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোক মাত্রেরি বিদ্যানুশীলনের প্রথা প্রচলিত ছিল। যাঁহারা বিদ্যা দ্বারা খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া লোকসমাজে অত্যন্ত প্রসিদ্ধা হইয়াছিলেন তাঁহাদিগেরি নাম ঐতিহ্যক্রমে অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে। ইহাও অসম্ভাবনীয় নহে, যে অস্মদ্দেশে উত্তম ইতিহাসগ্রন্থ না থাকাতে, হয় ত অনেকানেক প্রসিদ্ধ বিদ্যাবতীদিগেরও নাম কালক্রমে লোপ পাইয়া থাকিবেক। এস্থলে আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপে যে কএকজন প্রসিদ্ধ বিদ্যাবতীর নাম উল্লেখ করিলাম এতদ্ব্যতিরিক্ত যে আর কোন স্ত্রীলোকই বিদ্যানুশীলন করিত না এমত কদাপি সম্ভব হইতে পারে না। কারণ পুরুষজাতির মধ্যে পুরাতন পণ্ডিতবর্গের নাম উল্লেখ করিতে হইলে আমরা ব্যাস বাল্মীকি কালিদাসাদি কএক জন গ্রন্থকার ভিন্ন আর কাহারো নাম কবিতে পারি না; ইহা বলিয়া কি এই স্থির করিতে হইবেক যে পূর্ব্বকালে সর্ব্বসাধারণ পুরুষেরা বিদ্যানুশীলন করিত না। ফলতঃ এক্ষণ পর্য্যন্ত প্রচলিত কতিপয় পণ্ডিত পুরুষের নাম শ্রবণে যেমন প্রাচীনকালীন পুরুষসাধারণের বিদ্যাভ্যাস প্রথা স্থির হইতেছে, সেইরূপ পূর্ব্বকালের কতকগুলি বিদ্যাবতী কামিনীর নাম প্রাপ্তি দ্বারা স্ত্রীলোক সাধারণেরও তৎকালে বিদ্যানুশীলনের ব্যবহার অব্যাহতরূপে প্রচলিত ছিল স্থির কবিতে হইবেক সন্দেহ নাই।

কিছু কাল হইল এ দেশে স্ত্রীজাতির বিদ্যাভ্যাসের প্রথা কিঞ্চিৎ স্থগিত হইয়াছে তাদৃশ প্রচররূপ নাই, ইহা আমরাও অস্বীকার করি না। ইহার কারণ কি? অন্বেষণ করিলে অতি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবেক। এই দেশ যখন দুরন্ত যবন জাতি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল তৎকালে ঐ দুর্ব্বৃত্ত জাতির দৌরাত্ম্যে আমাদিগের সুখ সম্পত্তির একবারেই লোপাপত্তি হইয়াছিল। কেহ ইচ্ছানুসারে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে পারিত না। অগ্নিষ্টোম দর্শ পৌর্ণমাস প্রভৃতি যাগব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে

পারিত না। বসন্তোৎসব, কৌমুদী মহোৎসব প্রভৃতি উৎসব সকল একবারে উৎসন্ন হইয়া গেল। দুশ্চরিত্র যবনজাতির ভয়ে স্ত্রীলোকদিগের প্রকাশ্য স্থানে গমনাগমন ও বিদ্যানুশীলন সম্পূর্ণরূপে স্থগিত হইয়া গেল। সকলেই আপন আপন জাতি প্রাণ কুলশীল লইয়া শশব্যস্ত স্ত্রীজাতিকে বিদ্যা দান করিবেক কি পুরুষদিগেরও শাস্ত্রালোচনা মাথায় উঠিল। তদবধি স্ত্রীদিগের অন্তঃপুরনিবাস ও বিদ্যাভ্যাস নিরাস হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে জগদীশ্বরের কৃপায় আমাদিগের আর সে দুরবস্থা নাই, অত্যাচারী রাজা নাই। শুভদিন পাইয়া সকল শুভ কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করিতেছি। আমাদিগের লুপ্তপ্রায় অন্যান্য সদ্ব্যবহার সকল পুনরুদ্ধার করিতেছি। অতএব এমত সুখের সময়ে সংসারসুখের নিদানভূত আপন আপন পুত্র কলত্র কন্যাদিগকে কি বিদ্যারসের আস্বাদে বঞ্চিত রাখা উচিত? আমরা, যেমন হউক সাধ্যানুসারে আপন আপন পুত্রসন্তানদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইতেছি। কন্যাদিগের কি অপরাধ যে তাহাদিগকে অজ্ঞানগ্রস্ত করিয়া চিরকাল দুরবস্থায় নিক্ষিপ্ত রাখিব।

স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাস শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়। আমরা পুরাণ ইতিহাস ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্র উদ্ঘাটন করিয়া সকলের সমক্ষে দেখাইতে পারি "স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা করিতে নাই" এমত প্রমাণ কেহ একটীও দেখাইতে পারিবেন না, বরং পুত্রের মত কন্যাদিগের বিদ্যাশিক্ষার বিধানই সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবেন। যদি এই কর্ম্ম শাস্ত্রনিষিদ্ধ হইত তবে প্রাচীন মহাজনেরা কদাপি স্বয়ং অনুষ্ঠান করিতেন না।

আমরা স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে প্রাচীনব্যবহার ও শাস্ত্রবিধান দর্শাইলাম এইক্ষণে আপত্তিকারক মহাশয়েরা অপক্ষপাত চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন, সমুচিত উত্তর হইল কি না?

বিদ্যাভ্যাস করিলে নারীগণ বিধবা হয়, এই আপত্তি শুনিয়া হাস্য করাই বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সমুচিত উত্তর প্রদান। কারণ বিদ্যাভ্যাসের

সহিত বৈধব্য ঘটনার কিরূপে কার্য্যকারণভাব ঘটিতে পারে। পতির মৃত্যু হইলে নারী বিধবা হয়, এই পতিমরণরূপ দুর্ঘটনা যদি স্ত্রীর বিদ্যাভ্যাস-রূপ কারণবশতঃ উৎপন্ন হইতে পারে, তবে এক জনের মাদকদ্রব্য সেবনে অন্য জনের মত্ততা অন্য জনের চক্ষুর্লৌহিত্য অপর ব্যক্তির বুদ্ধিভ্রম ও তদিতরের বাক্যস্খলন সর্ব্বদাই সম্ভবিতে পারে। ফলতঃ বিদ্যার এমত মারাত্মক শক্তিও এপর্য্যন্ত কেহই অনুভব করেন নাই। অনেকেই বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন করিতেছেন ও করিবেন, কেহই আপন পরিবারের সংহারক হন নাই এবং হইবেনও না। আর বিদ্যাভ্যাস করিলে নারী দৌর্ভাগ্য দুঃখভাগিনী হয়, ইহা আরও হাসিবার কথা। কারণ যাঁহারা বিদ্যাধনের অধিকারী হইয়াছেন তাঁহারাই এই সংসারে যথার্থ সৌভাগ্যশালী ও যথার্থ ধনবান্, তদ্ভিন্নেরা কেবল এই বিশ্বম্ভরার ভারস্বরূপ, জীবন্মৃত, একান্ত হতভাগ্য, ও নিতান্ত দরিদ্র। বিদ্যারূপ ধনশালী ব্যক্তিরা আপনার অবিনশ্বর নির্ম্মল সনাতন বিদ্যার প্রভাবে যে কিরূপ অনির্ব্বচনীয় দুঃখাসম্ভিন্ন সুখাস্বাদ করিতেছেন তাহা তাঁহারাই জানেন। ইতর ধনবানের সেরূপ সুখ ভোগ হওয়া সুদূরে পরাহত মনেরও বিষয় নয়। অতএব স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী হইলে বিধবা অথবা দৌর্ভাগ্যবতী হইবে এই কথায় উত্তর না দেওয়াই সমুচিত উত্তর।

যাহারা কহেন বিদ্যাভ্যাস করিলে নারীগণ মুখর দুশ্চরিত্র ও অহঙ্কারী হইবে তাহাদিগকে উত্তর প্রদান সময়ে কিছু হিত উপদেশ দান করা বিহিত বোধ হইতেছে। বিদ্যাভ্যাসের ফলে মনুষ্যজাতি বিনয়ী সচ্চরিত্র ও শান্তস্বভাব না হইয়া তদ্বিপরীত হইয়াছে ইহা যদি কেহ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তবে তিনি আকাশপথে মনোহর উদ্যান মধ্যে সুরম্য হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে উত্তানপাদ হইয়া গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধরগণ গীতবাদ্য নাট্যক্রিয়াদি করিতেছে, ইহাও অহরহ দর্শন করিয়া থাকেন। ফলতঃ আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি, বিদ্যাবান্ মনুষ্যেরা যে দেশে বসতি করেন কিম্বা যে সমাজে উপবিষ্ট

হইয়া স্বৈর আলাপ করেন, এই অসম্ভব আপত্তিকারকেরা সেই সেই দেশ ও তত্তৎসমাজের ত্রিসীমা দিয়াও কখন গতায়াত করেন নাই। বিদ্যাবান্ মনুষ্যের চরিত দর্শন করা দূরে থাকুক কখন শ্রবণও করেন নাই। বিদ্বজ্জনের মস্তক বিনয়ালঙ্কারে ভূষিত হইয়া সর্ব্বদাই বিনম্র রহিয়াছে, ফলবত্তরুর শিখরদেশ ফলের ভারে নিত্যই অবনত আছে। বিদ্যারসাস্বাদকের মুখে হিত মিত ও মধুর বচন ভিন্ন কি কখন কর্কশ অপ্রিয় ও গর্হিত বাক্য নির্গত হইতে পারে? চন্দন কাষ্ঠ শত খণ্ড হইলেও কি তাহার অবয়বে মনোহর গন্ধ ভিন্ন দুর্গন্ধ নির্গীর্ণ হইতে পারে? আত্ম অপেক্ষায় স্বজাতীয় অথবা স্বদেশীয় লোকের অপকর্ষ এবং আপনার উৎকর্ষবোধ উদয় হওয়াতে মনুষ্যের মনে অহঙ্কার সঞ্চার হইয়া থাকে। কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তির মনে এতাদৃশ ভাবের উদয় কদাপি হইতে পারে না। তিনি সর্ব্বদাই মনে মনে আপনাকে অকিঞ্চন ও অপর্য্যাপ্ত ও অকিঞ্চিজ্-জ্ঞানসম্পন্ন ভাবিয়া থাকেন। জ্ঞানরূপ মহাশৈলে যিনি যে পরিমাণে আরোহণ করেন তাঁহার নিকট ঐ মহাশৈল ততই উন্নত ও দুরারোহরূপে প্রতীয়মান হয়, এবং আরূঢ় ব্যক্তির মনে মনে আপনাকে ততই তুচ্ছ বোধ হয়। মহার্ণব যে কিমাকার ও কি প্রকার বিস্তার তাহা সাংযাত্রিকেরাই বিলক্ষণ অনুভূত আছেন, ইতর ব্যক্তির তাহা বুদ্ধিরও গোচর নয়। এই নিমিত্ত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা মনের মধ্যে অহঙ্কার করিবেন কি আপনাদিগকে মৃত্তিকাবৎ তুচ্ছ পদার্থ বোধ করেন। সর্ব্বতত্ত্বদর্শী মহা পণ্ডিত সর্ আইজাক নিউটন মহাশয় অতিশয় বিনীত-বচনে কহিয়াছেন "আমি যে কিছু তত্ত্ব উদ্ভাবন ও পদার্থ গবেষণা করিলাম, ইহা কেবল বালকের ন্যায় বেলাভূমিতে উপলসকল সঙ্কলন করিলাম মাত্র, জ্ঞানমহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।"

স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ সুশীলা বিনয়বতী ও লজ্জাবতী ইহাদের ত কথাই নাই। বিদ্যাভ্যাস করিলে নিতান্ত উদ্ধত অবিনীত ও চঞ্চল ব্যক্তিরাও

একান্ত বিনীত শান্ত ও সুধীর হইবে সন্দেহ নাই। ঝঞ্ঝা করিলে যেমন মান নষ্ট হয়, জরার উদয়ে যেমন শরীরের লাবণ্য ভ্রষ্ট হয়, সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার ধ্বস্ত হয়, জ্ঞানালোক সঞ্চার হইলে সেইরূপ দুশ্চরিত্র দোষ নিরস্ত হয়। দুর্ব্বিনয় দোষ ও অধর্ম্মপ্রবৃত্তিরূপ মহারোগেব শান্তি নিমিত্ত বিদ্যাই একমাত্র মহৌষধ। হিতাহিত কার্য্যাকার্য্য ধর্ম্মাধর্ম্মেব উপদেশেব নিমিত্ত বিদ্যাই মহাগুরু স্বরূপ। শ্রদ্ধা শান্তি ও ধর্ম্মপথের পান্থগণের পথপ্রদর্শন নিমিত্ত বিদ্যাই একমাত্র সার্থ হইয়াছেন। অতএব বিদ্যালোক-সম্পন্ন কি পুরুষ কি স্ত্রী কেহই দুশ্চরিত্র ও অধর্ম্মপরায়ণ হইতে পারেন না, তাহা হইলে বিদ্যার মহিমা এতাদৃশ গুরুতররূপে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিই অঙ্গীকাব করিতেন না। সুতরাং বিদ্যাভ্যাস করিলে স্ত্রীলোক দুশ্চরিত অহঙ্কৃত ও মুখর হইবে এ কথা কথাই নয়।

স্ত্রীলোককে বিদ্যা শিখাইলে কি ফল হইবে, এই পঞ্চম আপত্তিই প্রতিপক্ষগণেব প্রধান আপত্তি বোধ হইতেছে। কারণ তাঁহাদিগের স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে যাবতীয় আপত্তি, বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণা ও অনুৎসাহ সকলি এতন্মূলক উত্থিত হইয়াছে, এবং একপ হওয়াও নিতান্ত বিস্ময়াবহ নহে, যেহেতু প্রারিপ্সিত বিষয়ে প্রয়োজনাভাব দর্শন হইলে কাজে কাজেই তদ্বিষয়ে অরুচি, অনুৎসাহ ও পরাঙ্মুখতা জন্মিতে পারে। অতএব আমরা এই আপত্তির সবিস্তর উত্তর এবং স্ত্রীজাতিকে বিদ্যাভ্যাস করাইলে যে যে মহোপকার দর্শিবে তাহা সপ্রমাণ উল্লেখ করিতেছি।

আমাদের দেশস্থ লোকেরা প্রায় সকলেই মনে করিয়া থাকেন, কতগুলি ধনোপার্জ্জন করা, সময়ে সময়ে সভা ও সমাজস্থলীতে অনর্গল বক্তৃতা করা, এবং রাজপুরুষগণের সন্নিধানে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করা, এই সকলই বিদ্যাভ্যাসের মুখ্য ফল। কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, তাঁহারা নিতান্তই অদূরদর্শী ও অত্যন্ত ভ্রান্ত। বিদ্যা যে কি অদ্ভুত পদার্থ, এবং তাহার ফল যে কি উপাদেয় ও কত মহৎ তাহা কিছুই জানেন না।

জানিলে কখনই এই সকল তুচ্ছ বিষয়কে বিদ্যার মুখ্য ফল বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। যথার্থ বিদ্যা হইলে এই মনুষ্য আর এক প্রকার মনুষ্য হয়, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি সকল নৈসর্গিক দোষসমূহনির্মুক্ত হইয়া কেবল গুণগ্রামে গুম্ফিত হয়। তাঁহার অন্তঃকরণে এমত কোন অনির্ব্বচনীয় অলৌকিক জ্যোতিঃপুঞ্জ প্রস্ফুরিত হইতে থাকে যদ্দ্বারা সমস্ত অজ্ঞানতমোরাশি বিনাশিত হইয়া যায় এবং বিশ্বের সমুদায় তত্ত্ব তাঁহার নিকট স্ফুটরূপে অবভাসিত হইতে থাকে। দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয় সকল তাঁহার শাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া কেবল যথার্থ পথে পর্য্যটন ও তত্ত্বের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়। দয়া, দাক্ষিণ্য, ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যাদি গুণগ্রাম তাঁহাব হৃদয়ে আসিয়া নিত্য অধিষ্ঠান করে। কাম ক্রোধ লোভ ঈর্ষ্যা দ্বেষ মাৎসর্য্য প্রভৃতি দোষবর্গ তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে আশ্রয় না পাইয়া হতাশ হইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করে। শাঠ্য কাপট্য পৈশুন্য প্রভৃতি দস্যুগণের প্রবেশাবরোধ নিমিত্ত তাঁহার চিত্ত নিত্যই বদ্ধকবাট হইয়া থাকে। তাঁহার মুখমণ্ডল এমত সৌম্য আকার ধারণ করে যে দর্শন মাত্রেই দর্শকগণের অন্তঃকরণে হর্ষ ও ভক্তির সঞ্চার হয়। তিনি দক্ষিণ হস্তে সত্য ও বাম হস্তে ন্যায় এই উভয়কে অবলম্বন করিয়া অকুতোভয়ে সকল ব্যাপার সমাধান করিতে থাকেন। সংসারের সকল ব্যক্তিই তাঁহার আত্মীয়, একবারো কাহারো প্রতি অনাত্মীয় ও শত্রুভাব বুদ্ধির আবির্ভাব হয় না; সুতরাং বিবাদবিসম্বাদ কুতর্ক কলহ জিগীষা দম্ভ, তাঁহার চিন্তা-পথে অবতীর্ণই হইতে পারে না। অধিক কি? এই দুঃখময় সংসার তাঁহার সন্নিধানে কেবল সুখের নিধানরূপে ভাসমান হইতে থাকে। অতএব এতাদৃশ বিদ্যাবান্ মহাপুরুষ কি তুচ্ছ ধনোপার্জ্জনকে পরম পুরুষার্থ বোধ করেন? লোকসমাজে বক্তৃতা করা কি তাঁহার পক্ষে শ্লাঘ্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? এবং রাজা কি রাজকীয় পুরুষ সমীপে সুখ্যাতিলাভকে তিনি গুরুতর লাভ বলিয়া বোধ করেন?

বলন্টিন জামীরে ডুবাল নামক একজন ইউরোপীয় পণ্ডিতের চরিত ও অস্মদ্দেশীয় মথুরানাথ তর্কবাগীশ নামক পণ্ডিতের চরিত শ্রবণ করিলেই ইহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। ডুবাল রাজপ্রসাদলাভের বিষয়ে এমত উদাসীন ছিলেন যে রাজবাটীর মধ্যে বহুকাল বাস করিয়াও রাজপরিবারের সকলকে চিনিতেন না। মথুরানাথের বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য শ্রবণ করিয়া নবদ্বীপের রাজা সাক্ষাৎ করিবার বাসনায় দূত দ্বারা ঐ পণ্ডিতকে কএকবার আহ্বান করেন। নিস্পৃহ মথুরানাথ বিদ্যালোচনার ব্যাঘাতের আশঙ্কা করিয়া রাজসন্নিধানে গমনে অসম্মত হইলে রাজা স্বয়ং তাঁহার আশ্রমকুটীরে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। দেখিলেন মথুরানাথ যথার্থ বিদ্যাবান্ কিন্তু অত্যন্ত দুরবস্থাগ্রস্ত। রাজা তাঁহার সেই সাংসারিক দুরবস্থা দূর করিবার বাসনায় কিছু অর্থ প্রদান করিবার ছলে প্রশ্ন করিলেন। "আপনকার যদি কিছু অনুপপত্তি থাকে আজ্ঞা করিলে আমি তাহা পূরণ করিতে প্রস্তুত আছি" মথুরানাথ শুনিয়া উত্তর করিলেন আমি চারি খণ্ড চিন্তামণি গ্রন্থের উপপত্তি করিয়াছি, আমার অনুপপত্তি কি? রাজা এই উত্তর শ্রবণে মথুরানাথকে একেবারে ধনতৃষ্ণাশূন্য দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অতএব যাঁহারা ধনোপার্জ্জনাদিই বিদ্যার মুখ্য ফল বলিয়া বোধ করেন তাঁহাদিগকে অদূরদর্শি বলিতে পারা যায় কি না?

এতাদৃশ মহোপকারক ও মনুষ্যত্বসম্পাদক বিদ্যানুশীলনে স্ত্রীজাতিকে নিযুক্ত করিলে এই সকল উপাদেয় ফলের কি সমুদায় লাভ হইবেক না? যদিও সমুদায় না হয় কিয়দংশেরও কি লাভ হইবেক না? আর যদ্যপি অস্মদ্দেশীয় লোকেরা নিতান্তই ধনোপার্জ্জনের নিমিত্ত লালায়িতচিত্ত হন, স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী হইলে তাঁহাদিগকে একবারেই যে নিরাশ করিবে এমত কদাপি সম্ভাবনীয় নহে। আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি তাহারা অবশ্যই তাঁহাদের ধনোপার্জ্জনের মনোরথ সম্পন্ন করিতে পারিবে।

তাহারা অন্তঃপুরে বসিয়া নানাবিধ শিল্পকার্য্য ও কারুকর্ম্ম নির্ম্মাণ করিবে তদ্দ্বারা অনায়াসে অভিলষিত অর্থেরও অধিগম হইতে পারিবে। পুরুষেরা গৃহে বসিয়া যে সকল লেখা পড়া করেন স্ত্রীজাতিরা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাহায্য দান করিতে পারিবে। গৃহস্থালী ব্যাপারের আয় ব্যয় বিষয়ক লিখন পঠন নির্ব্বাহার্থে বেতন দিয়া যে সমুদায় লোক নিযুক্ত করিতে হয় গৃহের গৃহিণী ও নন্দিনীরা অনায়াসে তৎসমুদায় সম্পাদন করিতে যে সমর্থা হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? এবং তাহারা স্বয়ং গ্রন্থাদিব রচনা ও অনুবাদ করিয়া তদ্দ্বারা ভূরি ভূরি অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থা হইবে। রাজদ্বারে অথবা বণিগ্‌জনের কর্ম্মালয়ে চাকরি করা বই কি অর্থোপার্জ্জনের অন্য উপায় নাই? বোধ করি সকলেই অবগত থাকিবেন ফ্রান্সদেশীয় মেড্যাম ডি ষ্টেল নামে এক পণ্ডিতা রমণী অনেক বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং তত্তৎ বিষয়ে সেই সেই গ্রন্থ অদ্যাপি অত্যুৎকৃষ্টরূপে পরিগণিত আছে। তাঁহার ঐ সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইবামাত্রেই মুদ্রাকারকেরা যথেষ্ট অর্থ দানপূর্ব্বক ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত, এইরূপে তিনি অপর্য্যাপ্ত ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। মিস্ এজওয়ার্থ নাম্নী ইংলণ্ডবাসিনী এক রমণী নানাবিধ পুস্তক রচনা করিয়া অনায়াসে অনেক ধন সংগ্রহ করিয়াছেন। এইরূপে ইউরোপের যে সকল রমণীরা এক্ষণে অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন, এমত শত শত ব্যক্তির নাম আমরা উল্লেখ করিতে পারি। আর চিত্রকর্ম্ম শিল্পকর্ম্ম ও অন্যবিধ কারুকর্ম্ম দ্বারা বিলাতের যে রমণী অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারেন এমত স্ত্রীলোকই দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইউরোপের কি ধনী কি দরিদ্র সকল পরিবারের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। শিশু সন্তানগণকে তাঁহারা প্রথমেই বিদ্যারম্ভার্থে গ্রাম বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন না। শিশুগণের জননী জ্যেষ্ঠভগিনী পিসী মাসী ইহাঁরাই প্রথমে শিক্ষা দেন, এবং সেই অকৃত্রিম বাৎসল্য ও অনুপম

স্নেহ সহকারে শিশুগণের চিত্তক্ষেত্রে যে সকল উপাদেয় উপদেশ বীজ বপন করা হয় সেই সকল বীজ অত্যল্প কাল মধ্যে উদ্ভিন্ন হইয়া ইউরোপীয় জাতিকে এইরূপ বিদ্যাফলে ভূষিত করিতেছে যে এক্ষণে ভূমণ্ডলে বিদ্যা বিষয়ে উহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা তুল্যকক্ষ মনুষ্য আর পাওয়াই যায় না। অতএব অস্মদ্দেশীয় লোকেরা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে বাল্যকালে জননীর দত্ত উপদেশ ও গুরুমহাশয়ের উপদেশ এ উভয়ের কত ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। আমাদের দেশস্থ শিশুগণ পঞ্চমবর্ষ অতীত না হইলে পাঠশালায় পাঠার্থে নিযুক্ত হইতেই পারে না। আর ঐরূপ বালককে যখন গুরুর সন্নিধানে প্রথম উপস্থাপিত করা হয় তখন সে সেই অপরিচিত ভীষণাকার শিক্ষক মহাশয়কে ব্যাঘ্র অথবা মূৰ্ত্তিমান্ মৃত্যুবাজ বোধ করিয়া ভয়ে তাঁহার নিকটেই যাইতে চায় না, উপদেশ গ্রহণের ত কথাই নাই। কিন্তু সেই শিশুগণের জননী প্রভৃতিরা যদি স্বয়ং শিক্ষাদান করিতে পারিতেন তবে পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করণের প্রয়োজন কি? তাহার পূর্ব্বেও তাহারা জননীর ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া একবার তাঁহার সুধাসোদর পয়োধরের রসাস্বাদ ও একবার তাঁহার মুখচন্দ্রবিনিঃসৃত অনুপম উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিত। এবং তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহমিশ্রিত সুললিত উপন্যাস ছলে কত শত মহোপকারক বিষয়ের শিক্ষা লাভ শৈশবকালেই সম্পন্ন হইত।

আপত্তিকারক মহাশয়েরা মনোমধ্যে ভাবিয়া দেখুন এতদ্দেশে স্ত্রীজাতির বিদ্যাভ্যাস না থাকাতে তাঁহাদের স্ত্রীপরিবারেরা কিরূপ দুরবস্থায় গৃহস্থাশ্রম যাত্রা সম্বরণ করিতেছে, এবং তাঁহারাই বা স্বয়ং মূর্খ পরিবারবর্গ বেষ্টিত হইয়া কত কষ্টে কালহরণ করিতেছেন। যাহার সহিত চিরকাল এক শরীরের ন্যায় হইয়া বাস করিতে হয়, ও যাহার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইতে হয়, এবং শাস্ত্রানুসারে যে ব্যক্তি শরীরের অর্দ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়; সেই সহধর্ম্মিণী পশুর মত ঘোরতর মূর্খ, ইহা অপেক্ষা

আর কি অধিকতর কষ্ট ঘটিতে পারে? গৃহের অবোধ স্ত্রীজাতিরা সর্ব্বদাই সংসারের সামান্য বিষয় লইয়া পরস্পর এমত ঘোরতর কলহ উত্থাপিত করে যে তন্নিমিত্ত তাহারাই কেবল স্বয়ং অশেষ ক্লেশ সহ্য করে এমত নহে, গৃহস্থ ব্যক্তিকেও সাতিশয় বিরক্ত করে। এবং কখন কখন সেই কন্দল অত্যন্ত অনর্থেরও হেতু হইয়া উঠে। আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি এতদ্দেশে কি ধনাঢ্য কি দরিদ্র এমত পরিবারই নাই যাহার গৃহে সর্ব্বদা স্ত্রীজাতির নিরর্থক কন্দল উপস্থিত হয় না ও তজ্জন্য পরিবারের কর্ত্তাকে কষ্টভোগ করিতে হয় না। অতএব স্ত্রীজাতির এই প্রকার কুক্কুর কন্দল নিবারণের উপায় বিদ্যা শিক্ষা ভিন্ন আর কি আছে?

গৃহের স্ত্রীবর্গেরা অনেকেই এমত অবোধ যে গৃহস্থের দুঃসময় দুরবস্থা ও অসঙ্গতির প্রতি একবারও নেত্রপাত করে না, কখন পুরোহিতের প্রতারণায় কখন বা প্রতিবেশিনীগণের কুমন্ত্রণায় মুগ্ধ হইয়া অশেষ ব্যয়ায়াসসাধ্য বৃথা ব্রতানুষ্ঠানে সঙ্কল্পারূঢ় হয় এবং তজ্জন্য গৃহস্বামিকে যৎপরোনাস্তি বিব্রত করে। বোধ করি ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না, অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীগণেরা বিদ্যারূপ অলঙ্কার না থাকাতে সুবর্ণের অলঙ্কার ও সুচিক্কণ বসনাদিকে পরম পদার্থ বলিয়া গণ্য করে, এবং কোন প্রতিবেশিনীকে আপন অপেক্ষা উত্তম বেশ ভূষায় ভূষিত ও সুসজ্জিত দেখিলে ঈর্ষ্যায় মনে মনে অত্যন্ত কাতর হয়, ও সেইরূপ বসন ভূষণের নিমিত্ত আপন ভর্ত্তাকে প্রত্যহই বিরক্ত করিতে থাকে, তাঁহার অর্থ সামর্থ্য আছে কি না? একবারো বিবেচনা করে না। আমরা অবগত আছি অলঙ্কারাদি বিষয়ক ভার্য্যার নির্ব্বন্ধাতিশয় এড়াইতে না পারিয়া অনেক ভদ্র ব্যক্তিকে অভদ্ররূপে অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। যদি কোন পুরুষ অন্তঃকরণের দৃঢ়তা বশতঃ ভার্য্যার সেই নির্ব্বন্ধ লঙ্ঘন করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহাকে দাম্পত্যনিবন্ধনসুখে যাবজ্জীবন বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। কারণ, ভর্ত্তা বৈষয়িক সুখের নিধান স্বরূপ স্বকীয়

প্রেয়সীর প্রার্থনা পরিপূরণে অসমর্থ হইয়া চিরকাল ক্ষোভে বিমনায়মান থাকেন। ভোগাভিলাষিণী পত্নীও সকল সুখের নিদানভূত প্রাণাধিক প্রিয়তমের নিকট প্রার্থনাভঙ্গ দুঃখে দুঃখিনী ও আপনাকে অভাগিনী জ্ঞান করিয়া চিরকাল অস্বচ্ছন্দচিত্তা হইয়া থাকে। সুতরাং দম্পতীর পরস্পর এইরূপ অসন্তোষ জন্মিলে আর সাংসারিক সুখের বিষয় কি রহিল? কিন্তু যদি ঐ অবোধ অবলাগণের শরীরে বিদ্যারূপ অলঙ্কার সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত হয়, এবং যদি সেই বিদ্যারূপ অলঙ্কার প্রভার প্রভাবে সামান্য অলঙ্কার সম্ভারকে শরীরের ভার ও অসার বলিয়া বোধ জন্মে, তাহা হইলে অস্মদ্দেশীয় জায়াপতীর ঐ অপরিহার্য্য দুঃখ কি একেবারে দূরীভূত হইবে না? এবং তাঁহারা স্বচ্ছন্দে কি প্রণয়সুখ সম্ভোগ করিতে পারিবেন না?

এতদ্দেশীয় স্ত্রীজনেরা আপন আপন গৃহ কর্ম্ম সমাধা করিয়া মধ্যে মধ্যে অনেক অবকাশ পাইয়া থাকে। শাস্ত্রজ্ঞান না থাকাতে ঐ অবকাশকাল ভদ্ররূপে অতিবাহিত করিতে পারে না। তখন কার্য্যান্তরে অব্যাসক্ত অন্তঃকরণে নানা দুর্ম্মতি ও দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হয়। পঞ্জরবদ্ধ পক্ষির ন্যায় পর্য্যাকুলচিত্তে একবার দ্বারের কবাট উদ্ঘাটন করিয়া রাজপথ অবলোকন করিতে থাকে, একবার গবাক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া পরপুরুষ-দিদৃক্ষায় ইতস্ততো দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকে, একবার বা স্বৈর সখীর সঙ্গে হাস পরিহাস ও অসদ্বিষয়ক আলাপপ্রসঙ্গে নানা অসাধু কল্পনার উদ্ভাবন করিতে থাকে। কোন প্রকারেই অস্থির চিত্তকে সুস্থির করিতে পারে না। এই প্রকারে অনেক রমণীর ব্যভিচার দোষ স্পর্শও হইয়া থাকে। এরূপ দুর্ঘটনা হওয়াও নিতান্ত অসম্ভাবনীয় নহে। যেহেতু পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, কার্য্যান্তরে অবিনিযোজিত সময় অতিশয় ভয়াবহ হয়। কিন্তু স্ত্রীজাতির যদি শাস্ত্রজ্ঞান থাকিত, এবং সেই শাস্ত্রানুশীলন রস আস্বাদ করিয়া সুখে কালযাপন করিবার সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে কদাপি অন্তঃকরণে দুর্ম্মতি বা দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হইত না,

এবং দুর্ব্বশ দুষ্ট ইন্দ্রিয়গণ কখনই তাহাদিগের নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল চরিত্রকে সকলঙ্ক ও অপবিত্র করিতে পারিত না।

হায়। আমাদিগের সেই সৌভাগ্য ও সুখের দিন কবে সমাগত হইবে। এবং কবেই বা অস্মদ্দেশীয় হতভাগ্য নারীগণের সেই সৌভাগ্য-সূচক শুভগ্রহের উদয় হইবেক। যখন আমরা দেখিতে পাইব, আমাদিগের স্ত্রীপরিবারেরা বৃথা কন্দল কলহ পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রীয় তর্ক বিতর্ক দ্বারা সুখে কালহরণ কবিতেছে। সাবিত্রী পঞ্চমী অনন্ত পিপীতকী প্রভৃতি ব্রতোপবাসানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ ও তত্তন্নামকীর্ত্তনেও বিলজ্জিত হইয়া ইতিহাস পুরাণাদি পুস্তকে পারায়ণব্রতে দীক্ষিতা হইতেছে। স্বামিসন্নিধানে তুচ্ছ বসন ভূষণাদি প্রার্থনার কথা পরিহরণ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ কাব্যালঙ্কার বিষয়ক প্রসঙ্গে স্বয়ং সুখিত ও প্রিয়তমকে সুখায়িত করিতেছে। কেহ বা কবকমলে বিচিত্র তুলিকা ধারণ করিয়া চিত্রপটে বিবিধ জগতী পদার্থের চিত্র বিন্যাস করিতেছে। কেহ বা সূচী ও তন্তুসন্তান হস্তে লইয়া শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। কেহ বা পুত্র কন্যা প্রভৃতি শিশুসন্তানগণকে সন্নিধানে উপবেশিত করিয়া তাহাদিগের কোমল মানস ক্ষেত্রে নির্ম্মল উপদেশ বীজ সকল বপন করিতেছে। কেহ বা নানা দেশীয় ইতিহাস সন্দর্ভ সন্দর্শনপূর্ব্বক সত্যাসত্য নির্ব্বচন করিয়া তদ্গতমনে নবীন ললিত সন্দর্ভ সঙ্কলিত করিতেছে। কেহ বা দৃষ্টিপথের পুরোভাগে বিচিত্র ভূচিত্র সকল সংস্থাপিত করিয়া ভূগোলের তত্ত্ব নির্ণয় করিতেছে। কেহ বা নিশাভাগে অনাবৃত উন্নত প্রদেশে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ম্মল নভোমণ্ডলে দূরবীক্ষণ বিনিবেশিত করিয়া গ্রহনক্ষত্রাদির পরস্পরের অন্তর ও সঞ্চারাদি গবেষণা করিতেছে। তখন আমাদিগের কি সুখের অবস্থা উপস্থিত হইবে, এবং কত সুখেই বা এই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিব।

হে করুণাময় জগদীশ্বর! আমাদিগের দেশীয় লোকের অন্তঃকরণ

হইতে কুসংস্কার ও কুমতি দূর করিয়া সুমতি প্রদান করুন যাহাতে সকলেই একমনা, এককর্ম্মা ও এক উদ্যোগ হইয়া দৃঢ়তর অধ্যবসায়ে আরোহণপূর্ব্বক আপন আপন নন্দিনী ও গৃহিণী প্রভৃতি স্ত্রীপরিবারকে বিদ্যাভ্যাস কার্য্যে নিয়োজিত করেন।

আমাদিগের বোধ হইতেছে এ দেশের হতভাগা সীমন্তিনীগণের দুরবস্থা দর্শনে করুণাময় বিশ্বকর্ত্তার অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইয়াছে এবং সেই দুরবস্থা একবারে দূর করিবার নিমিত্ত তাঁহার সম্পূর্ণ অভিনিবেশও হইয়াছে। যেহেতুক তিনি এতদ্দেশীয় লোকসমূহকে স্ত্রীশিক্ষানুষ্ঠান বিষয়ে ব্যয়কাতর, অনুৎসাহী, অনুদ্যোগী ও সাহসবিহীন সুতরাং তদনুষ্ঠানে অসমর্থ বিবেচনা করিয়া অতি দূর দেশ হইতে একজন উদারচিত্ত মহানুভাব মহাপুরুষকে ঐ সংকল্প সম্পাদনের নিমিত্ত আনিয়া দিয়াছেন। এই মহাত্মা বিদ্যাদান বিষয়ে যেমন বদান্য তেমনি উৎসাহগুণসম্পন্ন, এদেশের অবস্থানুসারে এক্ষণে যাদৃশ ব্যক্তির নিতান্ত আবশ্যক ইনি যথার্থতই সেই রূপ। বোধ করি উক্ত মহাত্মার নাম সকলেই অবগত আছেন। ইনি এক্ষণে আমাদের দেশে শিক্ষাসমাজের সর্ব্বাধ্যক্ষ। ইঁহার নাম অনরেবল ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন। ইনি সেই সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত সাধন করিবার নিমিত্ত গত বর্ষে এই মহানগরীতে এক বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। স্বয়ং আসিয়া সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করেন। এবং সেই বিদ্যালয়ের যখন যে সকল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয়াদির আবশ্যক হয়, উক্ত মহাত্মা একাকী অকাতরে তৎসমুদায় নির্ব্বাহ করিতেছেন।

বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপনার কালে আমরা মনে করিয়াছিলাম, এ দেশের প্রাচীন লোকেরা প্রথমতঃ এতৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন না, কারণ তাঁহারা স্বভাবসিদ্ধ বদ্ধমূল কুসংস্কারের একান্ত বিধেয়। ভদ্রাভদ্র কিছুই বিবেচনা করেন না কেবল গতানুগতিক ন্যায়ে পুরাতন পদবীর

অনুসরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা বাল্যাবধি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে ইউরোপীয় বিদ্যার অনুশীলন করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছেন, ন্যায় নীতি পদার্থমীমাংসা প্রভৃতি পাঠ করিয়া সত্যাসত্য নির্ব্বচন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, নানাবিধ ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ দ্বারা নানা দেশের আচার ব্যবহার চরিত অবগত হইয়া অন্তঃকরণের কুসংস্কার দোষ শোধন করিয়াছেন, এবং সর্ব্বদা স্বদেশের দুর্দ্দশা বিমোচন ও মঙ্গল সম্পাদন করিবার আকাঙ্ক্ষায় কথাপ্রসঙ্গে কত প্রকার সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্কল্পে আরূঢ় হইয়া থাকেন। তাঁহারা এই অবসর পাইয়া অবশ্যই আহ্লাদে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া এক উদ্যমেই এই মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইবেন, এবং সাধ্যানুসারে ঐ বিদেশীয় বান্ধবের সাহায্য দান করিবেন। হা! আমরা কি দারুণ ভ্রমে পতিত ছিলাম, আমাদের সেই ফলোম্মুখী আশালতা কোথায় বিলীন হইয়া গেল। সভ্যাভিমানী নবীনতন্ত্রের লোকেরা একবারে আমাদিগকে হতাশ কারয়া দিয়াছেন। কথা কহিব কি? আমরা দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়াছি, হস্তপাদাদি সকল উদরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভাবিয়াছিলাম সভ্যাভিমানী নব্য সম্প্রদায়িক মহাশয়েরা স্বকীয় বিদ্যার প্রভাবে দেশের সকল প্রকার দুরবস্থা দূর করিবেন। স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষা ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রদেশে প্রচারিত করিবেন, বাল্যপরিণয় প্রথা সুদূরপরাহত করিয়া দিবেন। বিধবাগণের দারুণ যন্ত্রণা ও দুঃখ দূর করিয়া দিয়া তাহাদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কার প্রদান করিবেন। এবং সকল দুরবস্থার নিদানভূত যে জাত্যভিমান তাহাকে আর স্থান দিবেন না। এই সমুদায় মহৎ কার্য্য যাঁহাদের কৃতিসাধ্য ভাবিয়া আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম, সেই নবীন সম্প্রদায়িক মহাত্মারা প্রথম সংগ্রামের উপক্রমেই অর্থাৎ বালিকাবিদ্যালয়ের প্রারম্ভেই যেরূপ দৃষ্টান্ত দর্শাইয়াছেন, সেই এক আঁচড়েই তাঁহাদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, উৎসাহ, উদ্যোগ, দেশোপকারিতা প্রভৃতি সমুদায় গুণের

পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমরা এক প্রকার স্থির করিয়াছি, এ দেশের মৃত্তিকায় যথার্থ উৎসাহী ও যথার্থ হিতকারী মনুষ্য জন্মিতে পারে না। অতএব এ দেশ মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা অথবা বিধবা বিবাহ প্রভৃতি যে কিছু মহৎ কার্য্য যখন ঘটিবে, তাহা বিদেশীয় লোকের অর্থাৎ ইউরোপীয় জাতির হস্ত দ্বারাই সম্পাদিত হইবে, দেশের লোক কেবল হা করিয়া চাহিয়া রহিবেন। বরং পারেন ত সাধ্যানুসারে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে ত্রুটি করিবেন না। কি লজ্জার বিষয়! কি লজ্জার বিষয়। অনরবল বীটন মহাশয় যে আমাদিগেরি কন্যাসন্তানগণের শিক্ষার্থে প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন ইহা একবারও কেহ মনে ভাবিলেন না, তিনি যে কেবল আমাদিগেরি হিত করিবার নিমিত্ত কায়মনোবাক্যে অশেষ আয়াস পাইতেছেন ইহা একবারও আলোচনা করিলেন না, তিনি যে নিতান্ত স্বার্থশূন্য কেবল আমাদেরি কন্যাগণের নিমিত্ত প্রতিমাসে সাত আট শত টাকা ব্যয় করিয়া যথার্থ মিত্রের কার্য্য করিতেছেন ও বহুসহস্র টাকা ব্যয় করিয়া উৎকৃষ্ট বিদ্যামন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন, ইহা একবারও বিবেচনা করিলেন না, কেবল অহরহ ঐ মহানুভাবের নিন্দাবাদ, অকীর্ত্তি রচনা ও মিথ্যাকলঙ্ক জল্পনা করিয়া আপন আপন ইংরাজি বিদ্যার পরিচয় দিলেন। কি লজ্জার কথা! কি লজ্জার কথা। এ দেশীয় লোকের ইউরোপীয় বিদ্যাধ্যয়ন ও সভ্যতার উদয় কেবল অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়া কলাপেই পর্য্যবসিত হইল। বীটন সাহেবের সহিত এ দেশের লোকেরা যে প্রকার অসদ্ব্যবহার করিলেন, শুনিয়া বিদেশীয় ভদ্র লোকেরা কি মনে করিতেছেন, আমরা বোধ করি তাঁহারা এ দেশকে অকৃতজ্ঞ পাষণ্ড বলিয়া নিরন্তর ভর্ৎসনা করিতেছেন সন্দেহ নাই।

এই প্রস্তাব সময়ে আমরা বাবু রামচন্দ্র ঘোষাল, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, বাবু ঈশানচন্দ্র বসু, বাবু গুরুচরণ দত্ত, বাবু

রসিকলাল সেন, পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার, পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, বাবু শম্ভুচন্দ্র পণ্ডিত প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মার গুণকীর্ত্তন না করিয়া লেখনী সঞ্চালন স্থগিত করিতে পারি না, যেহেতু উক্ত মহাশয়েরা যথার্থ মহানুভাব ও যথার্থ উদার স্বভাবের কার্য্য করিয়া দেশের নাম রক্ষা করিয়াছেন, এবং যদি জগদীশ্বরের ইচ্ছায় স্ত্রীশিক্ষা ব্যবহার এদেশে পুনর্ব্বার প্রচরদ্রূপ হয় তবে এই উল্লিখিত মহাত্মারাই তাহার প্রথম প্রচারক অথবা পুনরুদ্ধারক বলিয়া দেশ বিদেশে খ্যাতি প্রতিষ্ঠা পুণ্য কীর্ত্তি প্রশংসার পাত্র হইয়া জগদীশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদের অদ্বিতীয় আধার হইবেন।

আমাদের বোধ হইতেছে এই প্রসঙ্গ সময়ে আর কতকগুলিন মহাত্মারা সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর ধন্যবাদের আস্পদ হইতে পারেন। বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র, বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র, বাবু নবীনকৃষ্ণ মিত্র, বাবু প্যারীচাঁদ সরকার ইঁহারা কলিকাতা নগরীয় বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপনার প্রায় সমকালেই স্বয়ং পরিশ্রম দান ও স্বয়ং অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়া আপনাদিগের নিবাসস্থান বারাশতে এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। বিদ্যালয় স্থাপনার পরে কতকগুলি ঘোর পাষণ্ড রাক্ষস লোকেরা এই সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে অসহমান হইয়া সেই সাধুগণের উপর দারুণ উপদ্রব ও ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিল, তথাপি সেই সাধুগণ স্বাবলম্বিত অধ্যবসায় হইতে নিরস্ত না হইয়া বরং অধিকতর প্রয়াসে অকুতোভয়ে স্বকার্য্য সাধন করিতেছেন। ইঁহাদিগের অধিক ধন সম্পত্তি নাই, রাজকীয় কোন প্রধান পদে নিয়োগ নাই, বরং ইঁহাদিগের নামও কেহ জানেন না। এমত সামান্যাবস্থাপন্ন হইয়াও ইঁহারা কেবল আপন২ পরিশ্রম ও মনের দৃঢ়তা সহকারে এতাদৃশ গুরুতর ব্যাপার সমাধা করিতেছেন। অতএব ইঁহাদিগের নাম ও গুণগ্রাম পাষাণনিহিত রেখার ন্যায় সর্ব্বসাধারণের অন্তঃকরণে চিরজাগরূক থাকা অত্যাবশ্যক।

রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ

মদনমোহন তর্কালঙ্কার এক জন সুলেখক ছিলেন। গদ্য ও পদ্য উভয় রচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। যেমন সংস্কৃতবহুল ভাষায়, তেমনই সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি লিখিতে পারিতেন। তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা সম্বন্ধে আচার্য্য কৃষ্ণকমল বলিয়াছেন :—

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্য আমার বড় আপশোষ হয়। স্কুলে যত দিন শিক্ষক ছিলেন, সেই সময়েই তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়ার পর আর সে দিকে নজর দেন নাই। তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা তাঁহাকে যে স্বাতন্ত্র্যদান করিয়াছিল, সেই স্বাতন্ত্র্য বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা অমূল্য জিনিষ। সেই স্বাতন্ত্র্যই বাঙ্গালা সাহিত্যকে বৈচিত্র্য দান করিতে পারিত, শুধু বিদ্যাসাগরের ভাষাই বাঙ্গালার একমাত্র উপকরণ হইয়া থাকিত না। কিন্তু তিনি সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালা-সাহিত্যচর্চ্চাও ছাড়িলেন। যিনি 'বাসবদত্তা'র প্রণেতা তাঁহারই 'শিশুশিক্ষা' এখনও আমাদের ছেলে-মেয়েদের উপভোগ্য জিনিষ। তাঁহার 'পাখী সব করে রব' কবিতাটি কোন্ শিশু না স্মর করিয়া আবৃত্তি করিয়াছে?...

আমার মনে আছে, তিনি একবার সর্ব্বশুভকরী পত্রিকাতে 'অসামান্যশেমুসীসম্পন্ন' এইরূপ শব্দপ্রয়োগ করিয়াছিলেন।... সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা মদনমোহনের সংস্কৃত কলেজের শিক্ষকতার সময়ে তাঁহারই উদ্যোগে আবির্ভূত হইয়াছিল, কিন্তু কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পরই অদর্শন হইল। পত্রিকাখানি সংস্কৃতবহুল প্রগাঢ় রচনার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ছিল। কিন্তু এই মদনমোহনই আবার তাঁহার বাসবদত্তা নামক পদ্যগ্রন্থে অতি সরল প্রাঞ্জল ভাষার চমৎকার নমুনা দেখাইয়া গিয়াছেন। লোকটি নিঃসন্দেহ বিশ্বব্যাপিনী শক্তির (Versatility) অধিকারী ছিলেন। —'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ৫৩-৫৫।

মদনমোহন যে কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে, নিম্নে সেগুলির তালিকা দিতেছি :—

১। **রসতরঙ্গিণী**। ইং ১৮৩৪ (?)

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মদনমোহনের জীবনীতে (পৃ. ৪) লিখিয়াছেন, সংস্কৃত কলেজে "অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন সময়েই সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তর্কালঙ্কার রসতরঙ্গিণীনামক কবিতা গ্রন্থে বঙ্গভাষায় তাঁহার বিচিত্র কবিত্ব শক্তির প্রথম পরিচয় দেন।"

'রসতরঙ্গিণী'র ১ম সংস্করণ আমি দেখি নাই। ১৯২২ সংবতে প্রকাশিত ৩য় সংস্করণ হইতে "ভূমিকা" অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের সময়াবধি অনেকানেক কবি-কুলতিলক ত্রিলোকলোকলোকনানন্দদায়ক মহাকবীশ্বর মহাশয়দিগের যে সুরসিকসমূহাহ্লাদক সুরসসংসিক্ত স্বাদু কবিতা সকল এতদ্ভুবনমণ্ডলাকাশে উজ্জ্বলতর তারকার ন্যায় প্রকাশমান ছিল তাহা এই ক্ষণে প্রায় কালরূপি-কালরাত্রির কালতিমিরাবৃত হইয়া বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল, যদিচ এতৎ কবিতা সকলের অনেকাংশ ভুবনাবতংস পণ্ডিতবংশোত্তংস পরম পণ্ডিত মহাশয়দিগের বিমলবদনবিকচকমলকুহরে বিরাজমান আছে কিন্তু তন্মধু শ্রীমন্মধুব্রত মহাশয়দিগের মধুব্রতভঙ্গশঙ্কায় প্রায় সঙ্কুচিত থাকাতে সাধারণ সকলের সুলভ নহে, এটা উন্নতাশয় মাত্রেরি নৈসর্গিকী রীতি, সুতরাং তত্তৎ স্বাদু কাব্য সাধারণের আস্বাদযোগ্য না হওয়াতে কালক্রমে ক্ষীণতাই হইতেছে, অতএব এই ক্ষণে আমি ঐ উদ্ভট কবিতা সকল সঙ্কলন করিয়া সাধারণজনগণের আস্বাদনার্থ তত্তৎকবিতার্থ যথার্থ রূপে ভাষায় পয়ারাদি নানা ছন্দোবন্ধে ভাষিত করিয়া প্রকাশকরণেচ্ছু হইয়াছি, তন্মধ্যে প্রথমতঃ আস্তরসঘটিত শ্লোক সকল এতদ্গ্রন্থে প্রকাশ করিলাম,…

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ 'রসতরঙ্গিণী' হইতে মূলসমেত কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি :—

উদেতি ঘনমণ্ডলী নটতি নীলকণ্ঠাবলি-
স্তড়িদ্বলতি সর্ব্বতো বহতি কেতকীমারুতঃ।
তথাপি যদি নাগতঃ সখি স তত্র মন্যেঽধুনা
দধাতি মকরধ্বজস্ত্রুটিতশিঞ্জিনীকং ধনুঃ॥

সজল জলদগণ, ব্যাকুল করায় মন,
তাহে আরো তার কোলে তড়িতের রেখা লো।
কেতকী বনের বায়, মন্দ মন্দ বহে তায়,
আনন্দে ময়ূরগণ ঘন ডাকে কেকা লো।
কি হইবে বল সোই, তথাপি সে এলো কোই,
হেন দিনে কেমনে রহিব আমি একা লো।
বুঝি মদনের পাছে, ধনুগুণ ছিঁড়িয়াছে,
অনুমান সে জনের তাই নাই দেখা লো॥

লোচনে হরিণগর্ব্বমোচনে
মা বিভূষয় কৃশাঙ্গি কজ্জলৈঃ।
শুদ্ধ এব যদি জীবহারকঃ
সায়কো হি গরলৈর্ণ লিপ্যতে॥

শুধু সুধামুখি নয়নে তব।
যদি যুবজনা মোহিত সব॥
তবে বল দেখি কি ফল দেখে।
উজ্জ্বল করিছ কজ্জল মেখে॥
শুধু শরে যদি জীবন হরে।
কি ফল গরল মাখিয়া তারে॥

জানীমো বয়মাসনস্থ কমলে তস্যা মুখেন্দোস্থিযা
সংকোচং সমুপাগতে স ভগবান্ ত্রস্থঃ সরোজাসনঃ।
ভুগ্নং ভ্রূলতিকাযুগং বিহিতবান্ বক্রে দৃশৌ সৃষ্টবান্
মধ্যং বিস্মৃতবান্ কচাংশ্চ কুটিলান্ বামভ্রুবঃ সৃষ্টবান্।

অনুমানি অনুরাগে, বিধি তার আগে ভাগে,
বদনকমলখানি যতনেতে সৃজিল।
সৃজিতে সৃজিতে তায়, বসিতে ঘটিল দায়,
মুখ দেখে আসনকমল মুখ মুদিল।
ব্যস্ত হয়ে প্রজাপতি, গড়িলেন দ্রুতগতি,
তাই অতি ভুরুপাঁতি, বাঁকা হয়ে রহিল।
বেঁকিল নয়ন শেষ, কুটিল হইল কেশ,
গঠিতে মাঝারদেশ একেবারে ভুলিল।

২। **বাসবদত্তা**। ইং ১৮৩৬ (শক ১৭৫৮)।

রাজনারায়ণ বসু 'আত্ম-চরিতে (পৃ. ৩৩) লিখিয়াছেন :—

মদনমোহন তর্কালঙ্কার সে সময়ের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বঙ্গভাষায় একজন সুকবি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহার প্রণীত প্রধান কবিতার নাম বাসবদত্তা।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন :—

তর্কালঙ্কার সংস্কৃত বাসবদত্তার অবিকল অনুবাদ করেন নাই। তাহা হইলে বাসবদত্তার রচয়িতা বলিয়া কবি-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিতেন না। তিনি বাসবদত্তা-ঘটিত উপাখ্যানমাত্র অবলম্বন করিয়া, নিজের ভাবে, নিজের ভাষায়, নিজের ছন্দে ও নিজের রাগ রাগিণীতে এই কবিতা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বিংশবর্ষীয় পঠদ্দশাপন্ন ছাত্র এত ছন্দ ও এত রাগ রাগিণী শিক্ষা করিয়া তাহাতে এমন সুললিত

কবিতামালা কি রূপে রচনা করিলেন তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ 'বাসবদত্তা' হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

প্রভাত বর্ণন।

রাগিণী বিভাস। তাল আড়াঠেকা।

গচ্ছতি রজনী, কোকিল রমণী, কূজতি ভৃশ-মনুবারং।
বিকসিত কুসুমং, রৌতিচ বিহগং, কল কল-মলিপরি-পারং॥
গতবতি তিমিরে, উদয়তি মিহিরে, স্ফুটতি চ নলিনী জালং।
কুমুদ কলাপে, বিহিত বিলাপে, সীদতি রহসি বিশালং॥
বিরহিত শোকে, কজতি কোকে, হৃষ্যতি বিগত বিকারং।
সকল কিশোরী, তৃষিত চকোরী, রোদিতি সকরুণ তারং॥
শ্রীকবি মদন, ধৃতহরি চরণ, রচয়তি রহিত বিষাদং।
বিহিত সুসজ্জাং, পরিহর শয্যাং, নৃপসুত স্মর হরি পাদং॥

কামিনীর সজ্জা।

... ...

একাবলী ছন্দঃ।

একেত চিক্কণ চিকুর জাল।
তাহাতে গাঁথান মুকুতা মাল॥
বিনাইয়া বেণী বাঁধিল ভালা।
বেড়িয়া বিলসে বকুল মালা॥
খেদেতে ফুবধ হেরি খোঁপায়।
রাগিণী নাগিনী রাগে কোঁপায়॥
মলয়জ রজ রস মিশালে।
তিলেকে তিলক করিল ভালে॥

অঞ্জনে রঞ্জন করিল আঁখি।
যেন নাচে দুটি খঞ্জন পাখি॥
গৃধিনী গঞ্জিত শ্রবণ মূলে।
কুণ্ডল যুগল পরিল তুলে॥
সহজে অধর বাঁধুলি ফুল।
রঙ্গিণী বঙ্গিম করিল মূল॥
মোহন মুকুরে মোহন ছাঁদ।
নিরখিয়া নিজে নিন্দিল চাঁদ॥
তরুণ তরল তারকাকার।
গলে গজমতি গঞ্জিল হার॥
পয়োধর পরে ঈষৎ দোলে।
যেন শশী রাশি সুমেরু কোলে॥
বাঁধে কুচযুগে কাঁচলী কসে।
যেন কি চিত্রিল হেম কলসে॥
কর কিসলয়ে মণি বলয়।
সাজে ভুজে মণি কেয়ূরদ্বয়॥
মুখর মঞ্জিম মঞ্জীর শোভা।
যুব জন মন মরাল লোভা॥
কটিতটে করে মধুর রব।
শুনি যেন কি জাগে মনোভব॥
সখীগণে মনে মিটায়ে আশ।
বাছিয়া বাছিয়া পরাল বাস॥
চিরদিন যার যে ছিল মনে।
সেই সাজাইল সেই ভূষণে॥
একে রাকা নিশাকর বরণী।
তাহে বেশ ভূষা ধরিয়া ধনি॥

দাঁড়াইল আসি সখীর মাঝে।
তারা তারাপতি লুকায় লাজে॥
চলিতে নূপুর বাজিছে পায়।
কত শত কাম মোহিত তায়॥
ধনি কহে কথা মধুর স্বরে।
যেন রাশি রাশি পীযূষ ক্ষরে॥
আজি মনোচোর মিলিবে বলে।
মৃদু মৃদু হাস মুখ-কমলে॥
গরবে উলসি উঠিছে কায়।
সঘন আপন মূরতি চায়॥
শুনলো যুবতি কহিছে কবি।
হের না আপনি আপন ছবি॥
যে তব নয়ন বিষম ফাঁদা।
শেষে কি আপনি পড়িবে বাঁধা॥
কামারের গলে পড়িলে অসি।
তারে কি কাটে না ওলো রূপসী॥

কামিনীর বিরহোৎকণ্ঠিতা।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়াঠেকা।

কই এল সই সেই প্রাণ কালিয়া।
স্মর খর শরে তনু যায় জ্বলিয়া॥
এ বন ফুলের মালা, বিষম শূলের জ্বালা,
এ দেহ বিহনে কালা, যায় বুঝি গলিয়া।
আনিতে যে গেল গেল, পুনঃ নাহি ফিরে এল,
নাথ বা আসিতেছিল, কে রাখিল ছলিয়া॥

৩। **শিশুশিক্ষা**। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ—ইং ১৮৪৯ ; তৃতীয় ভাগ—ইং ১৮৫০।

মদনমোহন প্রথম ভাগ 'শিশুশিক্ষা' কাউন্সিল-অব-এডুকেশনের সভাপতি বীটন সাহেবকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ-পত্রের প্রথমাংশ এইরূপ :—

> অনেকেই অবগত আছেন, প্রথম পাঠোপযোগি পুস্তকের অসদ্ভাবে অস্মদ্দেশীয় শিশুগণের যথানিয়মে স্বদেশ ভাষাশিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে না। আমি সেই অসদ্ভাব নিরাকরণ ও বিশেষতঃ বালিকাগণের শিক্ষা সংসাধন করিবার আশয়ে যে পুস্তকপরম্পরা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই কয়েকটি পত্র দ্বারা তাহার প্রাথমিক সূত্রপাত করিলাম।

প্রথম ভাগ 'শিশুশিক্ষা' হইতে একটি কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি। কবিতাটি সর্ব্বজনপরিচিত :—

> পাখী সব করে রব, রাতি পোহাইল।
> কাননে কুসুম কলি, সকলি ফুটিল॥
> রাখাল গরুর পাল, লয়ে যায় মাঠে।
> শিশুগণ দেয় মন, নিজ নিজ পাঠে॥
> ফুটিল মালতী ফুল, সৌরভ ছুটিল।
> পরিমল লোভে অলি, আসিয়া জুটিল॥
> গগনে উঠিল রবি, লোহিত বরণ।
> আলোক পাইয়া লোক, পুলকিত মন॥
> শীতল বাতাস বয়, জুড়ায় শরীর।
> পাতায় পাতায় পড়ে, নিশির শিশির॥
> উঠ শিশু, মুখ ধোও, পর নিজ বেশ।
> আপন পাঠেতে মন, করহ নিবেশ॥

দ্বিতীয় ভাগ 'শিশুশিক্ষা'ও ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার "মুখবন্ধে"র তারিখ—"৭ই বৈশাখ। সংবৎ ১৯০৬।" এই মুখবন্ধে প্রকাশ :—

শিশুশিক্ষার প্রথম ভাগে, কেবল অসংযুক্তবর্ণপরিচয়ের উপায় ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, সংযুক্তবর্ণপরিচয়ের নিমিত্ত, দ্বিতীয় ভাগ সঙ্কলিত হইল।

'তৃতীয় ভাগ 'শিশুশিক্ষা' পর-বৎসর প্রকাশিত হয়। ইহার "মুখবন্ধে"র তারিখ—"১৬ই ভাদ্র, শকাব্দাঃ ১৭৭২।" মুখবন্ধটি এইরূপ :—

শিশুশিক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে বর্ণ পরিচয়ের উপায় ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। একণে তৃতীয় ভাগে অতি ঋজু ভাষায় নীতিগর্ভ নানাবিষয়ক প্রস্তাব সকল সঙ্কলিত হইল।

কেবল মনোরঞ্জনের নিমিত্ত শিশুগণের উন্মেষোন্মুখ চিত্তে কোন প্রকার কুসংস্কার সঞ্চারিত করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। এ নিমিত্ত হংসীর স্বর্ণডিম্ব প্রসব, শৃগাল ও সারসের পরস্পর পরিহাস নিমন্ত্রণ, ব্যাঘ্রের গৃহদ্বারে বৃহৎ পাকস্থালী ও কাষ্ঠভার দর্শনে ভয়ে বলীবর্দ্দের পলায়ন, পুরস্কার লোভে বক কর্ত্তৃক বৃকের কণ্ঠবিদ্ধ অস্থিখণ্ড বহিষ্করণ, ধূর্ত্ত শৃগালের কপট স্তবে মুগ্ধ হইয়া কাকের স্বীয় মধুর স্বর পরিচয় দান প্রভৃতি অসম্বদ্ধ অবাস্তবিক বিষয় সকল প্রস্তাবিত না করিয়া সুসম্বদ্ধ নীতিগর্ভ আখ্যান সকল সম্বদ্ধ করা গেল।

মদনমোহন অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাভূষণ) তর্কালঙ্কারের জীবনীতে লিখিয়াছেন :—

সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী, চিন্তামণি-দীধিতি, বেদান্ত-পরিভাষা এই তিন খানি পুস্তকের সংস্করণ ও প্রথম মুদ্রাঙ্কন দ্বারা তর্কালঙ্কার মহাশয় সংস্কৃত

দর্শন শাস্ত্রের বিলক্ষণ উপকার করিয়া গিয়াছেন। শব্দশক্তি-প্রকাশিকা ও বোপদেবের ধাতুপাঠ এই দুই খানি ব্যাকরণ গ্রন্থ এবং কাদম্বরী, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত এই তিনখানি সাহিত্যগ্রন্থ সংশোধিত ও মুদ্রাঙ্কিত করিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় সংস্কৃত কাব্য ও ব্যাকরণ-সংসারে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন। (পৃ. ৪১-৪২)

আমি মদনমোহনের যে-সকল সম্পাদিত গ্রন্থ দেখিয়াছি, সেগুলির একটি তালিকা দিলাম :—

খণ্ডনখণ্ডখাদ্যম্—শ্রীহর্ষবিরচিতম্। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৫ সংবৎ।

কবিকল্পদ্রুমঃ—বোপদেব কৃত। পরিভাষা টীকা সহ। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৫ সংবৎ।

অনুমানচিন্তামণিদীধিতিঃ—রঘুনাথ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য-কৃত। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৫ সংবৎ।

বৈয়াকরণভূষণসারঃ—কৌণ্ড ভট্ট কৃত। তারানাথ তর্কবাচস্পতি পরিশোধিত। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৬ সংবৎ।

আত্মতত্ত্ববিবেকঃ—উদয়নাচার্য্য-কৃত। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন পরিশোধিত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৬ সংবৎ।

দশকুমারচরিতম্—দণ্ডি-কৃত। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৬ সংবৎ।

কাদম্বরী—বাণভট্ট-কৃত। ১৯০৬ (?) সংবৎ।

মেঘদূতম্—কালিদাস-কৃত। মল্লিনাথ-কৃত টীকা সহ। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৭ সংবৎ।

কুমারসম্ভবম্, ১-৭ সর্গ—কালিদাস-কৃত। মল্লিনাথ-কৃত সঞ্জীবনী ব্যাখ্যা। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৭ সংবৎ।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

১৭৬২—১৮১৯

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—শ্রাবণ ১৩৪৭
পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ—শ্রাবণ ১৩৪৯
তৃতীয় মুদ্রণ—কার্ত্তিক ১৩৫০

মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৩—২৩।১০।১৯৪৩

আজিকার বাঙালী পাঠকের মনে স্বতই প্রশ্ন উঠিতে পারে, বর্ত্তমানে বিস্মৃত এই স্মরণীয় ব্যক্তিটি কে ছিলেন, বাংলা-সাহিত্যের সহিত ইঁহার সম্পর্কই বা কি ছিল এবং অধুনাই বা তাঁহার স্থান কোথায়। আমরা আত্মবিস্মৃত অনৈতিহাসিক জাতি বলিয়া এ প্রশ্ন উঠা অস্বাভাবিক নয় এবং এই বিস্মৃতির জন্য এ যুগের বাঙালীকে দোষও দেওয়া যায় না। কারণ, আজ প্রায় এক শত তেইশ বৎসর হইল, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ইহধাম হইতে বিদায় লইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গুণমুগ্ধ ভক্ত-সম্প্রদায় তাঁহার কীর্ত্তিকে চিরস্মরণীয় করিবার সুযোগ পান নাই। ইহার দুইটি কারণ হইতে পারে। এক, ইউরোপের নূতন ভাবধারা আসিয়া বাঙালী সমাজকে ঠিক এই সময়ে এমন ভাবে আলোড়িত করে যে, ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা সাময়িক ভাবে বিলুপ্ত হইয়াছিল। সমাজ যখন সহজ অবস্থায় ফিরিয়া আসিল, মৃত্যুঞ্জয় তখন বিস্মৃতপ্রায়। নূতনের পূজারী যাঁহারা, তাঁহারা নিজেদের জ্ঞান ও শিক্ষাদীক্ষা মত প্রথমটা পুরাতনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া নূতনকেই সর্ব্বপ্রকার গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, এমন কি, তাঁহারা বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি-গৌরবও মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি যাঁহারা সত্যকার অধিকারী, তাঁহাদিগকে না দিয়া পরবর্ত্তীয়দের স্কন্ধে চাপাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রচারের ফলে জনসাধারণের মনেও ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল। দ্বিতীয় কারণ, এবং

অপেক্ষাকৃত সঙ্গত কারণ এই যে, মৃত্যুঞ্জয় কেবলমাত্র "অভিনব যুবক সাহেবজাতে"র নিমিত্ত রচিত পাঠ্য পুস্তকের লেখক, এই ধারণাই প্রচলিত থাকাতে সে যুগের প্রধান ব্যক্তিরা তাঁহার রচনার সহিত পরিচিত হন নাই। তাঁহাদের প্রশংসাপত্র ব্যতিরেকে সে যুগে কিছুই চলিত না, সুতরাং মৃত্যুঞ্জয়ও সাধারণভাবে চলেন নাই। এত দিনেও যে এই ভুল ভাঙিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাও মন্দের ভাল। প্রারম্ভে সাধারণভাবে একটি সংবাদ দেওয়া আবশ্যক বোধ করিতেছি— মৃত্যুঞ্জয় আজিকার দিনে যত অজ্ঞাতই হউন, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদার্দ্ধে তাঁহার তুল্য সম্মাননীয় পণ্ডিত দ্বিতীয় ছিলেন না এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথম অব্যবহৃত অপ্রচলিত এবং সদ্য-গড়িয়া-তোলা বাংলা-গদ্যের একটা সচল মহনীয় রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যে ভাষা ও সাহিত্য লইয়া আজ আমরা বিশ্বসংসারে গৌরব বোধ করিতেছি, সেদিন সেই অপোগণ্ড ভাষার ভবিষ্যৎ বিচিত্র বিকাশের সম্ভাবনার চিত্র তাঁহার মানস নেত্রেই প্রতিভাত হইয়াছিল; মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার মধ্যে বাংলা-গদ্যের সেই মৃত্যুঞ্জয়-ইতিহাসেরই সূত্রপাত হইয়াছে।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশিত হয়। তৎপূর্ব্বে যাঁহারা বাংলা-গদ্যে গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম যথাক্রমে—রামরাম বসু, উইলিয়ম কেরী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, গোলোকনাথ শর্ম্মা, তারিণীচরণ মিত্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ মুন্সী, রামকিশোর

তর্কচূড়ামণি ও হরপ্রসাদ রায়। পাণ্ডিত্য ও ভাষার গুণ বিচার না করিয়াও শুধু রচিত-পুস্তকের সংখ্যাধিক্যেই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এই দলের প্রধান। গোলোক শর্ম্মা, তারিণীচরণ, রাজীবলোচন, চণ্ডীচরণ, রামকিশোর ও হরপ্রসাদ প্রত্যেকেই একখানি করিয়া, এবং কেরী ও রামরাম প্রত্যেকেই দুইখানি করিয়া সাহিত্যবিষয়ক গদ্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। একা মৃত্যুঞ্জয়ই ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চারিখানি গ্রন্থ—'বত্রিশ সিংহাসন', 'হিতোপদেশ', 'রাজাবলি' ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' রচনা করেন, তন্মধ্যে প্রথম তিনখানি তাঁহার জীবিতকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এখানে আরও একটি কথা বলা আবশ্যক। অনেকের এই ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, মৃত্যুঞ্জয়ের রচিত গ্রন্থগুলির তেমন প্রচার ছিল না। আসলে কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক পর্য্যন্ত তাঁহার 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' বাংলা দেশে বহুল প্রচারিত ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও সে যুগে ঐ পুস্তকের বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকারকে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

শুধু রচিত পুস্তকের সংখ্যাধিক্যেই নয়, পাণ্ডিত্য ও ভাষাজ্ঞানের দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলেও মৃত্যুঞ্জয়ের প্রাধান্য সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না; উক্ত লেখক-সম্প্রদায়মধ্যে একমাত্র তাঁহারই ভাষাজ্ঞান ও সাহিত্যবুদ্ধি এত অধিক পরিমাণে ছিল যে, লিখিতে বসিয়াই তিনি লেখার একটা স্টাইল খাড়া করিতে পারিয়াছেন; সাধু ও চলতি—এই দুই ভিন্ন রীতির

পার্থক্য বাংলা দেশে সর্ব্বপ্রথম তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তিনিই বাংলা-গদ্যের সর্ব্বপ্রথম কন্‌শাস আর্টিস্ট (conscious artist)। বাকী যাঁহারা লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ভিন্নধর্ম্মী নানা শব্দ জোড়া দিয়া অর্থপূর্ণ বাক্য গঠনে প্রাণান্তকর প্রয়াস করিতে হইয়াছে; তাঁহাদের অসমঞ্জস ভাষার মধ্যেই এই প্রয়াসের ইতিহাস বর্ত্তমান। বিদ্যালঙ্কার সংস্কৃত ভাষায় এবং বেদান্ত, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রে এমনই পারঙ্গম ছিলেন যে, সম্পূর্ণ নূতন ভাষায় বিভিন্ন স্টাইলের কৌশল ও সহজ পারদর্শিতা তিনি অক্লেশে প্রদর্শন করিয়াছেন; পাঠকেরা তাহার অসংখ্য নিদর্শন মৃত্যুঞ্জয়ের গ্রন্থগুলির মধ্যেই পাইবেন। "শিল্পী মৃত্যুঞ্জয়" শিরোনামায় আমরা মৃত্যুঞ্জয়ের বাংলা-গদ্যের সংক্ষেপ আলোচনা করিয়াছি; সেই অধ্যায় পাঠ করিলে বাংলা-গদ্যের প্রথম শিল্পী মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিয়াছি, সে সম্বন্ধে কাহারও কোনও সংশয় থাকিবে না।

আর একটি বিষয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের কৃতিত্ব আমরা ভুলিয়াছি। সহমরণ-প্রথা শাস্ত্রীয় কি না, ইহা লইয়া যখন প্রবর্ত্তক ও নিষেধক, এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের আর শেষ ছিল না, তাহারও বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে মৃত্যুঞ্জয়ের মত এক জন গোঁড়া ব্রাহ্মণপণ্ডিত মনের অকৃত্রিম উদারতায় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতির অনুরোধে সংস্কৃত ভাষায় যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, নিষেধকেরা তাহাই মূল প্রমাণস্বরূপ মান্য করিয়াছিলেন। রামমোহন তাঁহার

Some Remarks etc. পুস্তকে মৃত্যুঞ্জয়ের মতই প্রমাণ-স্বরূপ দাখিল করেন। মৃত্যুঞ্জয়ের মূল সংস্কৃত "পাতি" আর পাওয়া যায় না, তবে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যা মাসিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' (*Friend of India*) পত্রে তাহার যে সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয়, তাহাতেই দেখা যায়, মৃত্যুঞ্জয় বলিতেছেন—

> 'Hence I regard a woman's burning herself as an unworthy act, and a life of abstinence and chastity as highly excellent.

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কি ওড়িয়া ?

আনুমানিক ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরে মৃত্যুঞ্জয়ের জন্ম হয় ; মেদিনীপুর তখন উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মার্শম্যানের মতে মৃত্যুঞ্জয় উৎকল-জাত ("a native of Orissa")।* কেরীর চরিতকার জর্জ স্মিথ লিখিয়াছেন, মৃত্যুঞ্জয়ের মাতৃভাষা ওড়িয়া, এই ওড়িয়া ভাষায় তিনি বাইবেল অনুবাদ করেন।† হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও জর্জ স্মিথের প্রতিধ্বনি

* John Clark Marshman : *The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward*, (1859), i. 180.

† "The chief pundit, Mritunjaya, skilled in both dialects, first adapted the Bengali version to the language of the Ooriyas which was his own."—George Smith : *The Life of William Carey, D. D.*, (1885), p. 257.

করিয়া তাঁহাকে "জাতিতে উড়িয়া" বলিয়াছেন।* কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুঞ্জয় ওড়িয়া ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন নাই ;—এই অনুবাদ করেন পুরুষরাম নামে একজন ওড়িয়া পণ্ডিত।† আসলে মৃত্যুঞ্জয় কুলীন ব্রাহ্মণ—চট্টোপাধ্যায়-বংশসম্ভূত, এবং তৎকালে উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত মেদিনীপুরে তাঁহার জন্ম হইলেও তিনি বহু দিন কলিকাতা-নিবাসী ছিলেন। এ সম্বন্ধে দুইটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।

(ক) সংবাদপত্রে কুলীন ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে নিন্দার প্রতিবাদ করিয়া ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তৎসম্পাদিত 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় লেখেন :—

> ...ত্রিবেণীনিবাসি ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য এবং ধর্ম্মদবহির্গাছি নিবাসি নবদ্বীপের রাজগুরু ভট্টাচার্য্য ৺রঘুমণি বিদ্যাভূষণ ও গুপ্তপল্লীনিবাসি ৺বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার চতুর্ভুজ-ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যের পিতামহ কলিকাতানিবাসি ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য ইঁহারদিগকে পূর্ব্বের গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরেরা বিলক্ষণরূপে সুপণ্ডিত বিবেচক জানিয়া মহামান্য করিতেন সেই সকল এবং তত্তুল্য বা ন্যূনাধিক তাবৎ পণ্ডিত পুরুষানুক্রমে কুলীনকে কন্যাদান করিয়াছেন এবং অদ্যাবধি

* "বাঙ্গালা সাহিত্য"—'বঙ্গদর্শন,' ফাল্গুন ১২৮৭, পৃ. ৪৯৬।

† ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ২০ সেপ্টেম্বর ১৮০৪ তারিখের কার্য্যবিবরণে প্রকাশ—

READY FOR THE PRESS.

82. The New Testament in the Orissa Language translated by Poorush Ram the Orissa Pundit, revised and compared with the original Greek by Mr. Wm. Carey.

> তৎসন্তানেরা করিতেছেন যদি কুলীনের কোন দোষ থাকিত তবে তাঁহারাই যথাশাস্ত্র লিখিয়া রহিতের প্রার্থনা করিতেন…।
> —২৫ ডিসেম্বর ১৮৩০ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

(খ) ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বেহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (ইনি নাট্যকার ও অভিনেতা বিহারীলাল নহেন) ৫২ নং রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট হইতে মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলি' পুস্তকের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করেন। তিনি নিজকে মৃত্যুঞ্জয়ের "পৌত্র" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার তৎসম্পাদিত 'নবজীবনে' (মাঘ ১২৯৫) "মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার"* নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি লিখিয়াছেন, মৃত্যুঞ্জয়ের পৌত্র "বেহারীবাবুর অনুগ্রহেই আমরা মৃত্যুঞ্জয়ের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত করিতে পারিলাম। ইঁহাদের বর্ত্তমান বাস, রাজা রাজবল্লভের ষ্ট্রীট্ বাগবাজার কলিকাতা।" এই প্রবন্ধে প্রকাশ :—

> ১৭৬২।৬৩ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে মৃত্যুঞ্জয় জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় তাঁহার জীবনকাল যাবৎ মেদিনীপুর উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল ; সেই সময়ে ঐ অঞ্চলে একভাগ বাঙ্গালা, একভাগ হিন্দী, একভাগ উড়িয়া একরূপ ত্র্যহস্পর্শ ভাষা প্রচলিত ছিল। এই কারণেই মার্শমান সাহেব মৃত্যুঞ্জয়কে উড়িষ্যা-জাত বলিয়াছেন, এবং অদ্যাপি অনেকে মৃত্যুঞ্জয়কে উড়িয়া বলিয়া জানেন।

* মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নাম লইয়াও অনেক লেখক ও গবেষক বরাবর ভুল করিয়া আসিতেছেন—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (ইং ১৮৫৪) এই ভুলের প্রবর্ত্তক এবং 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (ইং ১৮৭৩) গ্রন্থের লেখক রামগতি ন্যায়রত্ন প্রধান প্রচারক।

বাস্তবিক মৃত্যুঞ্জয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, খণের চাটুতি, শ্রীকরের সন্তান।

মৃত্যুঞ্জয়ের জন্ম মেদিনীপুরে, বিদ্যা শিক্ষা নাটোরের সভাপণ্ডিতের নিকটে, নাটোরে। নাটোর তখন অর্দ্ধবাঙ্গালার রাজধানী।

...কৈশোরে তিনি নাটোরে, এবং যৌবনে কলিকাতায় বাস করাতে,...

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিতী

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে-সব ইংরেজ সিবিলিয়ানকে এদেশে পাঠাইতেন, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দিবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে এ-দেশীয় ভাষা এবং অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া যে অবশ্য-প্রয়োজন, ইহা গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে কলেজ-কাউন্সিলের অধিবেশনে এই কলেজের বিভিন্ন বিভাগে পণ্ডিত, মৌলবী প্রভৃতির নিয়োগ মঞ্জুর হয়। বাংলা (পরে সংস্কৃত ও মরাঠী) বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন—পাদরি উইলিয়ম কেরী। তাঁহার অধীনে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বাংলা-বিভাগের প্রধান পণ্ডিতরূপে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে নিযুক্ত হন।

কলেজে প্রবেশ করিয়া কেরী দেখিলেন, পাঠনার উপযোগী

কোন বাংলা গদ্যগ্রন্থ নাই। পাঠ্য পুস্তকের অভাব কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষও অনুভব করিয়াছিলেন; এই কারণে তাঁহারা দেশীয় পণ্ডিতদিগকে গদ্যগ্রন্থ-রচনায় উৎসাহ দিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। ইহা ছাড়া এই সকল রচনা প্রকাশের আনুকূল্যার্থ কলেজ-কাউন্সিল পুস্তকের অনেকগুলি খণ্ড কলেজের জন্য ক্রয় করিতেন। বলা বাহুল্য, তখন পুস্তক-মুদ্রণ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কলেজের পাঠ্য পুস্তকরূপে 'বত্রিশ সিংহাসন' রচনা করিয়া পারিশ্রমিক-স্বরূপ কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে দুই শত টাকা পাইয়াছিলেন।* ইহা ছাড়া কলেজের জন্য এক শত খণ্ড 'বত্রিশ সিংহাসন' ছয় শত টাকা মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছিল।

---

* To Charles Rothman Esqr.
Secretary to the Council of the College.

Sir,

In consequence of the Council of the College having offered rewards to learned natives for literary works, which may be useful to the Institution, I beg leave to represent to the Council that Mritoonjoy, Head Pundit of the College, has translated from the Shanscrit language into Classical Bengalee Prose the Butteesee Singhasun...They are works of considerable merit and such as deserve remuneration. Mritoonjoy's was eleven months employed on this work...

I am, Sir,
Your most obedient Servant,
W. Carey
Bengalee Teacher.

P. S. Mritoonjoy the Head Pundit in the Bengalee Department translated the Butteesee Singhasun into the Bengalee Language, which is an excellent class book...

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে নূতন ব্যবস্থানুযায়ী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিবিলিয়ানদিগকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য এক জন অধ্যাপকের প্রয়োজন হয়। মৃত্যুঞ্জয় বাংলা ভাষায় পারদর্শী ত ছিলেনই, পরন্তু সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। কেরী তাঁহাকেই এই পদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিলেন :—

> I take the liberty to recommend Mritoonjoya Vidyalunkuru who till the present time has been first Pundit in the Bengalee language, to be the Sangskrit Pundit, under the new arrangement. He is one of the best Sangskrit scholars with whom I am acquainted. Both he and Ram Nath [Vidyavachaspati, second Pundit] have always afforded me every necessary assistance in teaching that language, though they derived no emolument therefrom. Mritoonjoya has uniformly conducted himself with the greatest propriety, and is willing to go through any examination respecting his abilities, and knowledge of the Sangskrit language which the College Council may think proper.—Procdgs. of the College of Fort William, dated 4 Sept. 1805.

বলা বাহুল্য, কেরীর সুপারিশ গ্রাহ্য হইয়াছিল।

RESOLVED that the sum of 200 Sicca Rupees be presented to the Head Pundit Mritoonjoy...as rewards for their respective works recommended by Mr. Carey.—Procdgs. of the College of Fort William, dated 18 July 1808.

সুপ্রীম-কোর্টে পণ্ডিতী

মৃত্যুঞ্জয়ের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সুপ্রীম-কোর্টের প্রধান বিচারপতি তাঁহাকে ঐ কোর্টের পণ্ডিত-পদে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। মৃত্যুঞ্জয় দীর্ঘ ১৫ বৎসর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে প্রধান পণ্ডিতের কার্য্য করিতেছেন, কিন্তু কেরীর বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহার কোন আর্থিক উন্নতি হয় নাই; তাহার কারণ, সিবিলিয়ানদের জন্য বিলাতে হেলিবেরি কলেজের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় গবর্মেণ্ট ক্রমেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ব্যয় ও কার্য্যপরিধি সঙ্কোচ করিতেছিলেন। এরূপ অবস্থায় মৃত্যুঞ্জয় সুপ্রীম-কোর্টের পণ্ডিতী গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া ৯ জুলাই ১৮১৬ তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাউন্সিলকে পদত্যাগ-পত্র পাঠাইলেন। পত্রখানি এইরূপ :—

মহামহিম শ্রীযুত কালেজ কৌনসলের সাহেবান বরাবরেষু।—লিখিতং শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণঃ উপেক্ষাপত্রমিদংকার্য্যঞ্চাগে সুপরোম কোর্টের প্রধান জজ সাহেব অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে ঐ কোর্টের পাণ্ডিত্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিতে চাহেন একারণ আমার কালেজের প্রধান পাণ্ডিত্যকর্ম্ম আমি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক উপেক্ষা করিলাম অতএব সাহেবলোককর্ত্তা কৃপাপূর্ব্বক আমার উপেক্ষাপত্র গ্রাহ্য করিতে আজ্ঞা হয় নিবেদনমিতি ১৮১৬ সাল তারিখ ৯.

জুলাই—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণঃ।—Home Dept. Miscellaneous No. 564, p. 181.

৯ই জুলাই তারিখেই এই পদত্যাগ-পত্র কলেজ-কাউন্সিলে পেশ করিবার সময় কেরী মৃত্যুঞ্জয়ের উচ্চ প্রশংসা করিয়া লিখিলেন :—

> ...I beg leave on this occasion to observe that the conduct of Mritoonjuya during the long time in which he has held his office in the College, has conducted himself to my entire satisfaction. In point of learning very few are his equals, and no one with whom I have any acquaintance exceeds him.
>
> In case of his resignation being accepted by the College Council, I beg leave to recommend Rama Natha, who has hitherto been second Pundit, as a proper man to succeed to his office, and Rama Juya the son of Mritoonjuya to the office of the Second Pundit instead of Rama Natha. Ram Juya is very little inferior to his father in general science, and will probably in a few years be his equal, and perhaps will exceed him.—*Ibid.*, p. 180.

মৃত্যুঞ্জয়ের পদত্যাগ-পত্র গৃহীত এবং কেরীর প্রস্তাবিত ব্যবস্থা অনুমোদিত হইয়াছিল (১৩ জুলাই ১৮১৬)।

সুপ্রীম-কোর্টের বিচারপতি সার্ ফ্রান্সিস ম্যাক্‌নটেনের অধীনে মৃত্যুঞ্জয় পারদর্শিতার সহিত জজ-পণ্ডিতের কাজ

করিয়াছিলেন। হিন্দু ব্যবহার-শাস্ত্রে রীতিমত জ্ঞান না থাকায় তৎকালে ইউরোপীয় বিচারকেরা হিন্দু পণ্ডিতের সাহায্যে হিন্দুর মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতেন। মৃত্যুঞ্জয় এই কার্য্যে ম্যাক্‌নটেনের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। তখনকার দিনে সুপ্রীম-কোর্টে ধনী হিন্দুদের মকদ্দমা লাগিয়াই থাকিত। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ অক্টোবর তারিখে শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' লেখেন :—

> সুপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমাকরণ অতিশয় সম্মানের লক্ষণ ছিল বিশেষতঃ সুপ্রিমকোর্টে অমুকের দুই তিনটা একুটির মোকদ্দমা চলিতেছে ইহা প্রকাশে তিনি যেরূপ সম্ভ্রমপ্রাপ্ত হইতেন আমারদের বোধ হয় যে দুর্গোৎসবে বিশ হাজার টাকা ব্যয় করিলেও তাদৃশ সম্মানপ্রাপ্ত হইতেন না।

এই সকল মামলা-মকদ্দমার অনিবার্য্য ফল সম্বন্ধে 'সমাচার দর্পণ' আরও লেখেন :—

> পাণ্ডিত্যবিষয়ে অদ্বিতীয় সুপ্রিমকোর্টের পণ্ডিত যে ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তিনি কহিতেন যে ধনাঢ্য যত লোক সুপ্রিমকোর্টে প্রবিষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা একেবারে নিঃস্ব হইয়া সেই আদালত হইতে মুক্ত হইয়াছেন ইহা ব্যতিরেকে আর কিছুই দেখি নাই।

জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগ

নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত মৃত্যুঞ্জয়ের যোগ ছিল। কলিকাতায় হিন্দুকলেজের স্থাপনার জন্য ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের

২১ মে তারিখের একটি সভায় এই প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলী প্রণয়নের উদ্দেশ্যে দেশী বিদেশী লোক লইয়া একটি সমিতি গঠিত হয়। মৃত্যুঞ্জয় এই সমিতির এক জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ছাত্রগণের পাঠ্য পুস্তক রচনার জন্য ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটি প্রতিষ্ঠা হয়। মৃত্যুঞ্জয় ইহার পরিচালক-সমিতির (Committee of Managers) এক জন হিন্দু সদস্য ছিলেন।

মৃত্যু

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি কয়েক মাসের অবসর লইয়া মৃত্যুঞ্জয় তীর্থভ্রমণে বাহির হন। ১২ ডিসেম্বর ১৮১৮ তারিখে শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' লেখেন :—

> সুপ্রীমকোর্টের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত বিচারক সাহেবেরদের নিকটে চারি মাসের বিদায় লইয়া কাশী তীর্থ দর্শনার্থ যাত্রা করিয়াছেন।

মৃত্যুঞ্জয় কাশী, প্রয়াগ, গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। পথে মুর্শিদাবাদের নিকট তাঁহার মৃত্যু হয়। এই ঘটনার তারিখ ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি। তাঁহার মৃত্যুতে 'সমাচার দর্পণ' ১৯এ জুন তারিখে যাহা লেখেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

> মরণ।—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য নানা শাস্ত্রীয় বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছিলেন ও উপার্জনানুসারে বিদ্যা বিতরণ

করিয়াছেন এবং মোং কলিকাতায় কোম্পানির কালেজের আরম্ভাবধি তাহার প্রধান পাণ্ডিত্য কর্ম্ম পাইয়া অনেক২ বিশিষ্ট সন্তানেবদের অনৌপাধিক উপকার করত বহুকাল ক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং দুই তিন বৎসর হইল কালেজের পাণ্ডিত্য কর্ম্মেতে স্বসদৃশ পুত্রকে অভিষিক্ত করিয়া আপনি সুপ্রীমকোর্টের পাণ্ডিত্য কর্ম্ম করিতেছিলেন পরে আট মাস হইল সুপ্রীমকোর্টের সাহেবেরদের নিকট বিদায় লইয়া তীর্থদর্শনার্থ গিয়া কাশী প্রয়াগ গয়া প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিয়া বাটী আসিতেছিলেন, পথে মোং মুরশেদাবাদের নিকটে গঙ্গাতীরে জ্ঞানপূর্ব্বক পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

গ্রন্থাবলী

মৃত্যুঞ্জয় অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।* এই সকল গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় প্রকাশিত বিভিন্ন সংস্করণের তারিখ সমেত, নিম্নে দেওয়া হইল :—

* পাদরি লং লিখিয়াছেন, আনুমানিক ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃত হইতে অনুবাদ করিয়া 'দায়রত্নাবলী' প্রকাশ করিয়াছিলেন। "About 1805, (S. T.) HINDU LAW OF INHERITANCE, *Dayratnabali*, by Mritunjoy Videalankar." —Long's *Descriptive Catalogue*…(1855), p 55. আমি এই পুস্তক কোথাও দেখি নাই।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাগজপত্রে (Home Misc. No. 559, p. 490 ;

১। বত্রিশ সিংহাসন। ইং ১৮০২।

বত্রিশ সিংহাসন।—সংগ্রহ ভাষাতে।—মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে।—শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—১৮০২

ইহার প্রথম সংস্করণ (পৃ. ২১০) ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে, দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ১৯৮) ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং তৃতীয় সংস্করণ (পৃ. ১৪৪) ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে "লন্ডন মহা নগরে চাপা" একটি সংস্করণ "শ্রী বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ পুত্তলিকা সিংহাসন সংগ্রহ বাঙ্গালা ভাষাতে" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

২। হিতোপদেশ। ইং ১৮০৮।

পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি নীতিশাস্ত্রহইতে উদ্ধৃত। মিত্রলাভ সুহৃদ্ভেদ বিগ্রহ সন্ধি। এতচ্চতুষ্টয়াবয়ব বিশিষ্ট হিতোপদেশ।—বিষ্ণুশর্ম্মকর্ত্তৃক সংগৃহীত। বাঙ্গালা ভাষাতে। মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে।—শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—১৮০৮।—

July 26, 1805) "Literary Notices" শিরোনামায় দেখা যায়, মৃত্যুঞ্জয় হিন্দুদিগের আচারব্যবহার-সম্পর্কে একটি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ—

PREPARING FOR THE PRESS.

A View of the Manners and Customs of the Hindoos, as they exist at the present time; in which many popular practices are contrasted with the ancient observances prescribed by the Vedas; an original work in the Bengalee language, composed by Mritoonjoy Vidyalankar, head pundit in the Sanscrit and Bengalee Languages in the College of Fort William.

মৃত্যুঞ্জয়ের এই পুস্তকখানি খুব সম্ভব মুদ্রিত হয় নাই; ইহার উল্লেখ অন্য কোথাও দেখি নাই।

ইহার প্রথম সংস্করণ (পৃ. ২৪৩) ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ১৯৭) ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়।

৩। রাজাবলি। ইং ১৮০৮।

রাজাবলি।—সংগ্রহ ভাষাতে।—মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে।—শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— ১৮০৮।—

ইহার প্রথম সংস্করণ (পৃ. ২৯৫) ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ পৃ. ২২১) ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

'রাজাবলি'তে কলির আরম্ভ হইতে ইংরেজ-অধিকার পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাট্‌গণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। ইহাই ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত ভারতবর্ষের প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস।

৪। An Apology for The Present System of Hindoo Worship. Written in the Bengalee Language, and Accompanied by an English Translation. Calcutta: Printed by A. G. Balfour, at the Government Gazette Press, No. 1, Mission Row. 1817.

'বেদান্ত চন্দ্রিকা' ইংরেজী অনুবাদসহ মুদ্রিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার-হিসাবে মৃত্যুঞ্জয়ের নাম পুস্তকে না থাকিলেও 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' যে তাঁহারই রচনা, তাহার দুইটি প্রমাণ দিতেছি।

(ক) কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক (ইং ১৮১৯-২০) বিবরণের দ্বিতীয় পরিশিষ্টে কতকগুলি মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা আছে ; এই তালিকার ৪১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ,—

34. Vedanta-chondrica....On the Vedant System ; (in defence of Hindoo Idolatry, against

the observations of Rammohun Roy,)...Mrityonjoy Bidyaloncar.

(খ) ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে 'ক্যালকাটা রিভিয়ু'তে "Vedantism ;—What is it ?" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহাতে মৃত্যুঞ্জয় ও তাঁহার 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে, তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

Of the first work [*The Vedanta Chandrika* ;—an Apology for the present system of Hindu worship]...., less is known ; indeed, very few appear to have ever heard even of its existence. As the original production of a native of our own day, on a very abstruse and metaphysical subject, it is at once curious and important. It was published, in 1817, anonymously ; and the following are the only scanty particulars which we have been enabled to glean concerning the author and his work. His name was Mirtyunjaya Vidyalankara. He was head Pandit of the College of Fort William ; and afterwards Pandit of the Supreme Court under Sir Francis Macnaghten. He died, about 1820, at Moorshedabad, on his return from Benaras ; bearing universally the character of a very learned man in all the Darsans or systems of Sanskrit learning and philosophy. He was himself wholly unacquainted with the English language. His son, who succeeded to his station at the Supreme Court, has been known to ascribe the credit of having

aided his father with the English translation to the late Sir W. H. Macnaghten. Of the work itself two hundred and fifty copies were originally struck off ; and there has been no second edition, it has long been difficult if not impossible to obtain a copy ; indeed, we have never seen one except that which has fallen into our own possession. (Pp. 44-45.)

৫। প্রবোধ চন্দ্রিকা। ইং ১৮৩৩।

প্রবোধ চন্দ্রিকা। শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক কোর্ট উলিয়ম কালেজের ছাত্রেরদের নিমিত্ত রচিত। শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সন ১৮৩৩।

ইহার প্রথম সংস্করণ (পৃ. ১৯৫) ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে, দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ১৮৯) ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং তৃতীয় সংস্করণ (পৃ. ১৮৯) ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়। 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' সেকালে কলেজের সিনিয়র ডিবিসনে পাঠ্য গ্রন্থ ছিল। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে "কলিকাতা ইউনিবর্সিটীর অনুমত্যনুসারে" ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস হইতে ইহা পুনর্মুদ্রিত হয়; ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৮৮।

আনুমানিক ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয় এই পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার অনুরোধে ৫ জানুয়ারি ১৮১৯ তারিখে উইলিয়ম কেরী নিম্নোক্ত পত্রখানি কোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষকে লেখেন :—

Mritoonjuya, formerly Chief Pundit of the College, some years ago at my suggestion undertook the abovementioned work, to which he has given the name of Prabodha-chundrika. It is a

sketch of the whole cycle of Hindoo Literature, illustrated by familiar examples and interspersed with anecdotes intended to exemplify the different sciences described therein. He requests something by way of reward, or rather as an acknowledgment of the sense the College Council entertains of his labours. The work is now in the Serampore Press and will be printed without any application for a subscription. I consider it, however, as a work which as a class book will be of great value in the College.

Mritoonjuya discharged the duties of Chief Pundit of the College from its commencement till the time he was removed to the Supreme Court, in a manner honourable to himself and satisfactory to me. He translated some work from the Sunskrit, and composed other from other materials which are used in College as class books; for none of these did he ever receive any reward more than the pay of his office. This his last request will not therefore, I hope, appear unreasonable. I think 300 Rupees would be a proper testimony of the value of his labours. I expect the book will sell for about Rs. 8 a copy.

5 Jany. 1819. Wm. Carey.*

কলেজ-কাউন্সিল ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য ৫০ খণ্ড 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' ক্রয় করিয়া লেখককে উৎসাহিত করিতে স্বীকৃত হন।† কিন্তু ইহার

* Home Dept. Miscellaneous No. 565, p. 288.

† *Ibid.*, pp. 288-89.

কয়েক মাস পরেই মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হয়। 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় নাই ; ইহা ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

মৃত্যুঞ্জয়ের এই সকল রচনা 'মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী' নামে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট সাহায্য লাভ করিয়া অনেকে গ্রন্থ-রচনায় উৎসাহিত হইয়াছিলেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

(ক) মৃত্যুঞ্জয়ের সহায়তায় উইলিয়ম কেরী ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত হিতোপদেশ প্রকাশ করেন।

(খ) ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। এই ব্যাকরণ রচনায় মৃত্যুঞ্জয় তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন।*

(গ) ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে 'সাংখ্য ভাষা সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়। অনুবাদক হিসাবে পুস্তকে রামজয় তর্কালঙ্কারের† নাম থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহার পিতা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এই অনুবাদকার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' লিখিয়াছিলেন :—

* ভূমিকায় কেরী লিখিয়াছেন :—"He wishes here also to acknowledge the great assistance he has received—from Mrityoonjuyu Vidyalunkaru, and Ramunathu Vasuspati,…who have been always ready to contribute to this work, and to whose zeal and abilities he is happy to bear this testimony."

† রামজয় তর্কালঙ্কার আরও একখানি গ্রন্থের রচয়িতা ; উহা ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'দায়কৌমুদী এবং দত্তককৌমুদী এবং ব্যবস্থাসংগ্রহঃ'। ৩ ডিসেম্বর ১৮৪৭ তারিখে রামজয়ের মৃত্যু হয়।

...The Sankhya Pruvuchuna has been also published by them in Bengalee; but for the translation the world is indebted to Mritoon-juya and Ram-juya Turkulunkara, the late and present Chief Pundits in the Supreme Court.—*The Friend of India* (Quarterly Series), Vol. II, No. VIII, p. 567.

পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞান

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সে-যুগের এক জন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। তাঁহার কলিকাতা বাগবাজারের বাসগৃহে রীতিমত শাস্ত্রচর্চ্চা হইত। রামমোহন রায় তাঁহার 'কবিতাকারের সহিত বিচার' পুস্তিকার এক স্থলে লিখিয়াছেন—

আমরা ঈশ কেন কঠ মুণ্ডক মাণ্ডুক্য ঐ দশোপনিষদের মধ্যে সম্পূর্ণ ৫ পাঁচ উপনিষদের ভাষা বিবরণ ভগবান্ আচার্য্যের ভাষ্যের অনুসারে করিয়াছি...ঐ সকল মূল উপনিষদ ও আচার্য্যের ভাষ্য এবং বেদান্ত দর্শন ও তাহার ভাষ্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের বাটীতে এবং কালেজে ও অন্য২ পণ্ডিতের নিকট এই দেশেই আছে...।

ওয়ার্ডের গ্রন্থে প্রকাশ, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে বাগবাজারে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের চতুষ্পাঠী ছিল; ১৫ জন ছাত্র তথায় অধ্যয়ন

করিত।* এই চতুষ্পাঠীতে মৃত্যুঞ্জয় বেদান্তাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। তখন ন্যায় ও স্মৃতি-শাস্ত্রের তুলনায় বেদান্তের চর্চ্চা কম হইত; কিন্তু একেবারেই যে হইত না, এরূপ মনে করিবার কোনও হেতু নাই। মৃত্যুঞ্জয় বেদান্ত ও উপনিষদে যে পারঙ্গম ছিলেন, ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার 'বত্রিশ সিংহাসন' পুস্তকের নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে :—

ন্যূনাধিক্য ভাবে বর্ত্তমান যে২ বস্তু সে সকল বস্তুর সীমাস্থান অবশ্য কেহ আছে যেমন সরোবর হ্রদ নদীনদাদিতে ন্যূনাধিক্য ভাবেতে স্থিত হইয়াছেন যে জল তাহার সীমাস্থান সমুদ্র তদ্বৎ ঐশ্বর্য্য বীর্য্য যশঃ শোভা জ্ঞান বৈরাগ্যাদি ন্যূনাতিরেক ভাবে প্রাণিবর্গে আছেন অতএব ঐশ্বর্য্যাদি যাবদুত্তম গুণের সীমাস্থান কাহাকেও অবশ্য বলিতে হইবে ইহাতে যাহাকে বলিবা তিনি এক পরমেশ্বর তাহার স্বরূপ এই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা কার্য্য রূপে এবং কারণ রূপে অভিব্যক্ত সকলের অন্তঃকরণ ব্যাপারসাক্ষী পাদহীন অথচ সর্ব্বত্রগ এবং পাণিহীন সর্ব্বগ্রাহী নেত্রহীন সর্ব্বদর্শী শ্রোত্রহীন সর্ব্বশ্রোতা তিনি সকলকে জানেন তাহাকে কেহ জানে না সর্ব্বত্রস্থিত কিন্তু সকলেরি দুর্লভ তাহার কেহ আধার নয় তিনি সকলের আধার সচ্চিদানন্দমাত্রস্বরূপ তাহার শক্তি দুর্ঘটঘটনপটুতরা অতএব তাহাকেই মহামায়া করিয়া শাস্ত্রে বলেন তিনি সকল জগতের মূল কারণস্বরূপা অতএব তাহাকে

* William Ward: *A View of the History, Literature, and Mythology of the Hindoos*, Vol. IV (1820), 3rd ed., p. 495.

মূল প্রকৃতিও বলেন ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞেরা ঈশ্বরশক্তির কার্য্য জগৎকে স্বপ্নের ন্যায় জানেন অতএব ঈশ্বরশক্তিকে মহানিদ্রা করিয়া বলেন এতাদৃশ শক্তিসহকারী নির্গুণ নিষ্কর্ম্ম সচ্চিদানন্দমাত্রস্বরূপ পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণক হন। এবম্বিধপরমেশ্বরবিষয়ক আদর নৈরন্তর্য্য দীর্ঘকাল সেবিত জ্ঞান মোক্ষের কারণ হন।—'বত্রিশ সিংহাসন' ('মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী') পৃ. ৪৭-৪৮।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'ও বেদান্তে তাঁহার গভীর জ্ঞানের সাক্ষ্য দিতেছে।

হিন্দুশাস্ত্রে মৃত্যুঞ্জয়ের গভীর জ্ঞানের কথা রাজপুরুষদেরও অজ্ঞাত ছিল না। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি সহগমন সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান অনুসন্ধান করিয়া জানাইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। বহু শাস্ত্রগ্রন্থ মন্থন করিয়া উত্তরে মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃত ভাষায় যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম :—"চিতারোহণ অপরিহার্য্য নয়,—ইচ্ছাধীন বিষয়মাত্র। অনুগমন এবং ধর্ম্মজীবনযাপন—এই উভয়ের মধ্যে শেষটিই শ্রেয়তর। যে স্ত্রী অনুমৃতা না হয় অথবা অনুগমনের সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হয়, তাহার কোন দোষ বর্ত্তে না।"*

---

* সহমরণের বিরুদ্ধে আন্দোলনকালে রামমোহন রায় তাঁহার প্রচারিত একখানি ইংরেজী পুস্তিকায় মৃত্যুঞ্জয়ের এই মত উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।—Some Remarks in vindication of the resolution passed by the Government of Bengal in 1829 abolishing the practice of female sacrifices in India.—The Eng. Works of Raja Rammohun Roy, pub. by Sadharan Brahma Samaj. (1934), pp. 73-74.

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মৃত্যুঞ্জয়ের এই অভিমত ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত হয়। রামমোহন রায়ের সহমরণবিষয়ক প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সহগমন যে অবশ্যকর্ত্তব্য নয়, বরং ব্রহ্মচর্য্য ও সহগমনের মধ্যে প্রথমটিই শ্রেয়ঃ—এই অভিমত মৃত্যুঞ্জয় রামমোহনের পূর্ব্বেই প্রচার করিয়াছিলেন।

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যা মাসিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রে সতীদাহ সম্বন্ধে মৃত্যুঞ্জয়ের অভিমতের সারাংশ ইংরেজীতে মুদ্রিত হইয়াছে। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র পুরাতন সংখ্যাগুলি সহজপ্রাপ্য নহে বলিয়া আমরা ঐ সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

> ...We intreat permission to subjoin a few extracts from a document in our possession, drawn up in Sungskrita about two years ago by Mrityoonjuya-Vidyalunkura, the chief pundit successively in the College of Fort William, and in the Supreme Court, at the request of the Chief Judge in the Sudder Dewanee Adawlut, who wished him to ascertain from a comparison of all the works extant on the subject, the precise point of law relative to burning widows, according to those who recommend the practice. This document, as the Compiler of it, from his own extensive learning and the assistance of his friends, had an opportunity of consulting more works on the subject than almost any pundit in

this presidency, may be regarded as possessing the highest legal authority according to the Hindoos. After having consulted nearly thirty works on the subject current in Bengal and the northern, western and southern parts of Hindoosthan, among which are all those quoted for the practice by the author of this pamphlet, he says, "Having examined all these works and weighed their meaning, I thus reply to the questions I have been desired to answer." He then states Munoo having directed the following formula to be addressed to the bride by the priest at the time of marriage, "be thou perpetually the companion of thy husband, in life and in death." Hareeta, a later writer, says that it is the inheritance of every woman belonging to the four casts, not being pregnant or not having a little child, to burn herself with her husband. The Compiler afterwards quotes *Vishnoo-moonee* as speaking thus, "Let the wife either embrace a life of abstinence and chastity, or mount the burning pile;" but he forbids the latter to the unchaste. He then enumerates particularly the various rules laid down by him and others who have followed him on the same side of the question, relative to the time and circumstances in which a woman is permitted to burn herself, and in what cases she is even by them absolutely forbidden. These extracts shew that binding the woman, and the other acts of additional

cruelty which the author of this pamphlet justifies, are totally forbidden. The *Soodheekoumoodee* as quoted by the Compiler says, Let the mother enter the fire after the son has kindled it around his father's corpse; but to the father's corpse and the mother let him not set fire; if the son set fire to the *living* mother, he has on him the guilt of murdering both a woman, and a mother. Thus the possibility of a woman's being bound to her husband's corpse is taken away: while the act is left perfectly optional, the son is not to be in the least degree accessary to the mother's death; if she burn herself at all, it must be throwing herself into the flames already kindled. And the *Nirnuya-sindhoo* forbids the use of any bandage, bamboos, or wood by way of confining the woman on the funeral pile; nor before she enter it must the least persuasion be used, nor must she be placed on the fire by others. Thus the practice as existing in Bengal and defended in this work, is deliberate murder even according to the legal authorities which recommend burning as optional.

Mrityoonjuya however shews from various authors, that though burning is termed optional, it is still not to be recommended. To this effect he quotes the *Vijuyuntee*, "While Brumhachurya and burning are perfectly optional, burning may arise from concupiscence, but Brumhachurya cannot; hence they are not equally worthy, how

then can they be equally optional? By Brumhachurya the widow obtains bliss though she have no son." He then quotes several authors, as declaring, that women ought not to burn, because it is merely a work of concupiscence; the *Julwamala vilas* and others as declaring that the practice is merely the effect of cupidity and not the fruit of a virtuous and constant mind; and the *Mitakshura* as declaring, that by embracing a life of abstinence the widow by means of divine wisdom may obtain beatitude; and hence, that a woman's burning herself is improper; adding, that in former ages nothing was heard of women's burning themselves: it is found only in this corrupt age.

The following is the conclusion drawn by this able pundit and jurist from the perusal of the whole of these works. "After perusing many works on this subject the following are my deliberate and digested ideas; Vishnoomoonee and various others say, that the husband being dead, the wife may either embrace a life of abstinence and chastity, or mount the burning pile; but on viewing the whole I esteem a life of abstinence and chastity, to accord best with the law; the preference appears evidently to be on that side. Vyasa, Sungkoo, Ungeera, and Hareeta speaking of a widow's burning, say, that by burning herself with her husband she may obtain connubial bliss in heaven; while by a life of abstinence and

chastity, she, attaining sacred wisdom, may certainly obtain final beatitude. Hence to destroy herself for the sake of a little evanescent bliss, cannot be her duty : burning is for none but for those who despising final beatitude, desire nothing beyond a little short lived pleasure. Hence I regard a woman's burning herself as an unworthy act, and a life of abstinence and chastity as highly excellent.—In the Shastras appear many prohibitions of a woman's dying with her husband, but against a life of abstinence and chastity there is no prohibition. Against her burning herself the following authorities are found. In the Meemangsha-durshuna, it is declared that every kind of self-inflicted injury is sin. The Sankhya says, that a useless death is undoubtedly sinful. The killing for sacrifice commanded by the Shastras has a reasonable cause and is yet sinful in a certain degree because it destroys life. And while by the Meemangsha, either of the two may be chosen ; by the Sankhya, a life of abstinence and chastity is alone esteemed lawful. But by the Vedanta, all works springing from concupiscence, are to be abhorred and forsaken ; hence a woman's burning herself from the desire of connubial bliss, ought certainly to be rejected with abhorrence."

He further adds, "No blame whatever is attached to those who prevent a woman's burning. In the Shastras it is said, that Kundurpa

being consumed to ashes by the eye of Shiva, his wife Rutee, determined to burn herself; and commanded her husband's friend Mudhoo to prepare the funeral pile. Upon this the gods forbad her; on which account she desisted, but by Kalee-dasa no blame is attached to them for this conduct. Thus also in the Shree-Bhaguvuta: a woman, Kripee, had a son, a mighty hero, from love to whom she forbore to burn herself with her husband; yet she was deemed guilty of no sin therein. Now also we hear of sons and other relatives attempting to dissuade a woman from burning; yet they are esteemed guilty of no crime. It is also evident that a woman in thus burning herself, dies merely from her own self-will, and from no regard to any shastra; such the command of a thousand shastras would not induce to die. They merely reason thus, "By the death of my husband I have sustained an irreparable loss; it is better for me to die than to live;" hence a woman determines to die; and her relatives seeing this mind in her, provide the funeral pile, and say, "if you are determined to die, to die by falling from a precipice would be tedious, die in this manner:" thus a father who has a son determined to go to a distant country, finding all dissuasion vain, at length sends a guide with him who knows all the rivers and dangerous places. The various shastras therefore, describe this action as being merely that

of one who having received an incurable wound, is determined to die whether by falling from a precipice, by fire, or by water.—*The Friend of India* (Monthly Series) for October 1819, pp. 473-76.

শিল্পী মৃত্যুঞ্জয়

বাংলা-গদ্যের সহিত মৃত্যুঞ্জয়ের সম্পর্ক পূর্ব্বাপর অনুধাবন করিলে একটি বিষয়ে বিস্ময় বোধ না করিয়া থাকা যায় না—তাঁহার প্রতিষ্ঠার ভাগ্যপরিবর্ত্তন। জীবিতকালে এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পরে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যে-মৃত্যুঞ্জয় বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও লেখক বলিয়া সর্ব্বত্র মান্য হইয়াছেন, কেরী যাঁহার পাণ্ডিত্য ও রচনাক্ষমতায় মুগ্ধ ছিলেন এবং নিজে চাকুরীতে প্রধান হইয়াও যাঁহার পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন,* দেওয়ান রামকমল সেন যাঁহাকে পণ্ডিতসমাজে "the most eminent" বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন এবং জন ক্লার্ক মার্শম্যান যাঁহাকে "colossus of literature" বলিতে দ্বিধা করেন নাই—উনবিংশ শতাব্দীর

* "Mr. Carey sat under his instructions two or three hours daily when in Calcutta, and the effect of this intercourse was speedily visible in the superior accuracy and purity of his translations."—J. C. Marshman : *The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward*, i. 180.

শেষার্দ্ধেই দেখিতে পাই, সেই মৃত্যুঞ্জয়ের বাংলা রচনা লইয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা উপহাস করিতেছেন!

মৃত্যুঞ্জয়ের অধিকাংশ রচনাই এখন আমাদের হস্তগত হইয়াছে, সুতরাং আন্দাজে বা লোকশ্রুতি অনুযায়ী তাঁহার রচনার বিচার করা আর চলে না। এই রচনাগুলি পাঠ করিয়া আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বাংলা-গদ্যের যখন নিতান্ত শৈশবাবস্থা, তখনই তিনি বিভিন্ন গদ্যরীতি লইয়া পরীক্ষা চালাইয়াছেন এবং তাঁহার বিভিন্ন পুস্তক বিভিন্ন রীতিতে রচনা করিবার দুঃসাহস দেখাইয়াছেন। ঐ শিশু ভাষার ভবিষ্যৎ বিচিত্র সম্ভাবনার কথা সর্ব্বপ্রথম তাঁহারই মানস নেত্রে ধরা পড়িয়াছিল এবং কোনও প্রাচীন আদর্শের অভাবে তিনি নানা আদর্শ লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় জ্ঞানী মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃত রীতিকে যত দূর সম্ভব প্রাধান্য দিয়াছেন, কিন্তু খাঁটি বাংলা রীতিকেও তিনি উপেক্ষা করেন নাই। সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টিকর্ত্তা যখন উপকরণ লইয়া পরীক্ষা করেন, তখন সমগ্র ভবিষ্যৎকে তিনি দেখিতে পান না বলিয়া কোনও একটি বিশেষ প্রকরণকেই একান্ত করিয়া দেখিতে পারেন না। মৃত্যুঞ্জয়ও কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট রীতিকেই একমাত্র রীতি বলিয়া প্রচার করিতে পারেন নাই; শিল্পিসুলভ প্রেমে সবগুলিকেই ভবিষ্যৎ বিচারকের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার 'বত্রিশ সিংহাসন,' 'হিতোপদেশ,' 'রাজাবলি,' 'বেদান্তচন্দ্রিকা' এবং বিশেষ করিয়া 'প্রবোধ

চন্দ্রিকা'র ভাষায় এইরূপ নানা শিল্পনিদর্শন আছে। আমরা সেগুলি চয়ন করিয়া পাঠক-সমাজের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি।

সহৃদয় পাঠককে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে বলি যে, মৃত্যুঞ্জয়ের সমগ্র পুস্তকের রচনাকাল ১৮০২ হইতে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, মাত্র ষোল বৎসর। এই কয়েক বৎসরের ইতিহাসই বাংলা গদ্যের ইতিহাসের 'দি বুক অব জেনেসিস'। সুতরাং একটু যত্নবান্ হইয়া বাক্যের অন্বয় নির্ণয় করিয়া বাক্যার্থ গ্রহণ করিতে হইবে, বাহিরের কঠিন রূপই কাঠিন্যের পর্য্যাপ্ত প্রমাণ নয়। বিরামচিহ্নের অভাব অথবা চিহ্ন-বিপর্য্যয় যথার্থ রসিককে প্রতিহত করিবে না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

> এই কালে এক ব্যাঘ্র সেখানে আইল ব্যাঘ্রকে দেখিয়া বিজয়পাল গাছের উপরে চড়িলেন সেই গাছে এক বানর ছিল। সেই বানর রাজপুত্রকে কহিল হে রাজপুত্র কিছু ভয় নাহি উপরে আইস। বানরের কথা শুনিয়া রাজপুত্র উচ্চেতে গেলেন। সন্ধ্যাকাল হইলে রাত্রিতে রাজকুমারের আলস্য দেখিয়া বানর কহিলেন হে রাজপুত্র বৃক্ষের নাগতে ব্যাঘ্র আছে তুমি আমার ক্রোড়ে নিদ্রা যাও। রাজপুত্র সেইরূপ নিদ্রা গেলেন। ব্যাঘ্র বানরকে কহিল ওহে বানর মনুষ্য জাতিতে বিশ্বাস করিও না রাজপুত্রকে ফেলিয়া দেহ তোমার ও আমার আহার হউক। বানর কহিল শুন রে ব্যাঘ্র রাজপুত্র আমাকে বিশ্বাস করিয়াছেন তাহাকে আমি নষ্ট করিব না। বানরের কথা শুনিয়া ব্যাঘ্র চুপ করিয়া থাকিল কিঞ্চিৎ কালের পর রাজপুত্র শয়ন ত্যাগ করিয়া

বসিলেন। বানর রাজপুত্রের উরুদেশে মস্তক দিয়া নিদ্রা গেলেন। ব্যাঘ্র পুনর্ব্বার রাজপুত্রকে কহিল হে রাজকুমার বানর জাতিকে বিশ্বাস কি তুমি বানরকে ফেলিয়া দেহ যে আমার আহার হউক তোমার ভয় আমাহইতে কিছু নাই। রাজপুত্র ব্যাঘ্রের কথা শুনিয়া বানরকে ফেলিয়া দিলেন। বানর পড়িয়া বৃক্ষের মধ্যে ডাল ধরিয়া রহিল নামতে পড়িল না। তাহা দেখিয়া রাজকুমার অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। বানর কহিল রাজপুত্র ভয় করিও না। তার পর প্রাতঃকাল হইল ব্যাঘ্র সে স্থানহইতে গেল।—'বত্রিশ সিংহাসন' (ইং ১৮০২), পৃ. ৯-১০।

হে মহারাজ শুন রাজলক্ষ্মী কখন কাহাতেও স্থির হইয়া থাকেন না। রক্ত মাংস মল মূত্র নানাবিধ ব্যাধিময় এ শরীরও স্থির নয় এবং পুত্র মিত্র কলত্র প্রভৃতি কেহ নিত্য নয় অতএব এ সকলে আত্যন্তিক প্রীতি করা জ্ঞানী জনের উপযুক্ত নয় প্রীতি যেমন সুখদায়ক বিচ্ছেদে ততোধিক দুঃখদায়ক হন অতএব নিত্য বস্তুতে মনোভিনিবেশ জ্ঞানীর কর্ত্তব্য। নিত্য বস্তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরম পুরুষ ব্যতিরেক কেহ নয় তাঁহাতে মন সুস্থির হইলে জীব অসার সংসার কারাগারহইতে মুক্ত হন।—ঐ (ইং ১৮০২), পৃ. ২৭।

দক্ষিণ সমুদ্রতীরে টিট্টিভেরা স্ত্রী পুরুষে বাস করে তাহাতে প্রসব কাল নিকট হইলে টিট্টিভী পতিকে বলিল হে নাথ প্রসবোপযুক্ত নির্জন স্থান অনুসন্ধান কর। টিট্টিভ বলিল হে প্রিয়ে এই স্থান সে বলিল এ স্থান সমুদ্রবেলাকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় টিট্টিভ বলিল সমুদ্র কি আমাকে নিগ্রহ করিবেন টিট্টিভী হাসিয়া

বলিল হে স্বামি তোমাতে আর সমুদ্রেতে বিস্তর অন্তর টিট্টিভ বলিল যে লোক জানে না অর্থাৎ যাহার বুদ্ধি নাই সে দুঃখের পরিচ্ছেদ করিতে পারে না আর যাহার বুদ্ধি আছে সে কষ্টেতেও অবসন্ন হয় না অনুপযুক্ত কার্য্যের আরম্ভ ও অন্তরঙ্গের সহিত বিরোধ ও বলবানের সহিত আস্পর্দ্ধা ও স্ত্রীলোকেরদিগেতে বিশ্বাস এই চারি মৃত্যুর দ্বার অনন্তর পতির বাক্যহেতুক সে ঐ স্থানেতেই প্রসব হইল। এই সকল শুনিয়া সমুদ্রও তাহার সামর্থ্য জানিবার নিমিত্তে সেই অণ্ড সকল অপহরণ করিলেন। তাহার পর টিট্টিভী শোকাতুরা হইয়া ভর্ত্তাকে বলিল হে প্রাণনাথ দুঃখ উপস্থিত হইল আমার সেই সকল অণ্ড নষ্ট হইল টিট্টিভ বলিল হে প্রিয়ে ভয় করিও না ইহা বলিয়া পক্ষিরদিগের মিলন করিয়া পক্ষিরদিগের প্রধান গরুড়ের নিকট গেল সেখানে যাইয়া টিট্টিভ সকল বৃত্তান্ত ভগবান্ গরুড়ের অগ্রেতে নিবেদন করিল হে প্রভো আপন গৃহেতে অবস্থিত আমি অপরাধ ব্যতিরেকে সমুদ্রকর্তৃক নিগৃহীত হইয়াছি। অনন্তর তাহার বচন শুনিয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ ভগবান্ নারায়ণ প্রভু বিজ্ঞাপিত হইয়া সমুদ্রকে অণ্ড দানের নিমিত্তে আদেশ করিলেন তাহার পর সমুদ্র ভগবানের আজ্ঞা মস্তকে করিয়া সে অণ্ড সকল টিট্টিভকে সমর্পণ করিলেন।—
'হিতোপদেশ' (ইং ১৮০৮), পৃ. ৮৪।

যে সিংহাসনে কোটি কোটি লক্ষ স্বর্ণদাতারা বসিতেন সেই সিংহাসনে মুষ্টিমাত্র ভিক্ষার্থী অনায়াসে বসিল। যে সিংহাসনে বিবিধপ্রকার রত্নালঙ্কারধারিরা বসিতেন সে সিংহাসনে ভস্ম-বিভূষিতসর্ব্বাঙ্গ যুবযোগী বসিল। যে সিংহাসনে অমূল্য রত্নময় কিরীটধারি রাজারা বসিতেন সেই সিংহাসনে জটাধারী

বসিল। যে সিংহাসনস্থ রাজারদের নিকটে অনাবৃত অঙ্গে কেহ যাইতে পারিত না সেই সিংহাসনে স্বয়ং দিগম্বর রাজা হইল। যে সিংহাসনস্থ রাজারদের সম্মুখে অঞ্জলীকৃত হস্তদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া লোকেরা দাঁড়াইয়া থাকিত সেই সিংহাসনের রাজা স্বয়ং উর্দ্ধবাহু হইল।—'রাজাবলি' (ইং ১৮০৮), পৃ. ১৩৪।

দণ্ডকারণ্যে প্রাচী নদীতীরে বহুকালাবধি এক তপস্বী তপস্যা করেন বিবিধ কৃচ্ছ্র সাধ্য তপঃ করিয়াও তপঃসিদ্ধিভাগী হন না। দৈবাৎ ঐ তপোধনের তপোবনেতে এক দিবস নারদ মুনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ তপস্বী বহুমানপুরঃসর পাদ্যার্ঘ্যাসন দান ও স্বাগত প্রশ্ন করিয়া নারদ মুনিকে নিবেদন করিলেন। হে ঈশ্বরদর্শি মুনি বহু কাল ব্যতীত হইল আমি তপস্যা করিতেছি তপঃসিদ্ধি হয় না কত কালে আমার তপঃসিদ্ধি হইবে ইহা আপনি ঈশ্বরসমীপে জানিয়া আমাকে আজ্ঞা করিবেন। তাপসের এই বাক্য শুনিয়া নারদ মুনি ঈশ্বর সন্নিধানে গিয়া তাহার কথা নিবেদন করিলেন। ঈশ্বর আজ্ঞা করিলেন ঐ তাপসের তপোবনোপকণ্ঠে যে অতিবৃহৎ তিন্তিড়ী বৃক্ষ আছে সে বৃক্ষের যত পত্র তত শত বৎসরে তার তপস্যাসিদ্ধি হইবে।—'প্রবোধ চন্দ্রিকা' (ইং ১৮১৩), পৃ. ২৫৫।

ইহা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল তবে কি আজি খাওয়া হবে না ক্ষুধায় কি মরিব। তৎপত্নী কহিল মরুকম্যানে আজি কি পিঠা না খাইলেই নয় দেখিদেকি হাড়িকুঁড়ী খুদকুঁড়া যদি কিছু থাকে। ইহা কহিয়া ঘরহইতে খুদকুঁড়া আনিয়া বাটিতে বসিয়া কহিল শীলটা ভাল বটে লোড়াটা বা ইচ্ছা তা এতে কি চিকণ বাটা হয় মরুক যেমন হউক বাটি ত। ইহা কহিয়া

খুদকুঁড়া বাটিয়া কহিল বাটা তো এক প্রকার হইল আলুণি পিঠা খাইবা না। লুণ তেল আনিতে হইবে। গতিক্রিয়ার এই কথা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল ওরে বাছা ঠক তৈল লবণ কোথাহইতে গোছে গাছে কিছু আন। ইহা শুনিয়া ঠক নামে তৎপুত্র কোন পড়সীর এক ছালিয়াকে আয় আমার সঙ্গে তোকে মোয়া দিব এইরূপে ভুলাইয়া সঙ্গে লইয়া বাজারে গিয়া এক মুদির দোকানে ঐ বালককে বন্ধক রাখিয়া তৈল লবণ লইয়া ঘরে আইল। তৎপিতা জিজ্ঞাসিল কিরূপে তৈল লবণ আনিলি ঠক কহিল এক ছোড়াকে ভুলাইয়া বন্ধক দিয়া মুদি শালাকে ঠকিয়া আনিলাম ইহা শুনিয়া তৎপিতা কহিল হাঁ মোর বাছা এই তো বটে না হবে কেন আমার পুত্র ভাল অন্ন করিয়া খাইতে পারিবে। এইরূপে পুত্রের ধন্যবাদ করিয়া ভার্য্যাকে কহিল ওলো মাগি যা যা শীঘ্র পিঠা করিগা ক্ষুধাতে বাঁচি না।—ঐ (ইং ১৮১৩), পৃ. ২৬০-৬১।

এক স্থানে অনেক বক বসিয়াছিল অকস্মাৎ সেই স্থানে মানস সরোবরনিবাসী এক রাজহংস আসিয়া উপস্থিত হইল। বকেরা ঐ হংসকে দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া লোহিত লোচন লপন চরণ ধবল শরীর তুমি কে হে। হংস কহিল আমি রাজহংস। বকেরা কহিল ওহো তুমিই রাজহংস বটে ভাল এক্ষণে কোথাহইতে আইলা। মানস কাসারহইতে। সে স্থানে কি আছে। স্বর্ণ বর্ণ রাজীবরাজী পীযূষতুল্য জল নানা রত্নেতে নিবদ্ধ আলবাল যাহাদের এতাদৃশ পাদপপংক্তি প্রতীরেতে বহুবিধ মণিখচিত হিরণ্ময় সোপানাবলি এই সকল তথা আছে। এতদ্রূপ উত্তর প্রত্যুত্তরানন্তর বকেরা কহিল সেখানে শামুক আছে হংস

কহিল না। এই কথা শ্রবণমাত্রে কচ্ছেরা হংসকে হো হো করিয়া উপহাস করিল।—ঐ (ইং ১৮১৩), পৃ. ২৬৬।

দক্ষিণ দেশে উজ্জয়িনী নামে নগরীতে দাক্ষিণাত্য রাজরাজী-শিরোরত্নরঞ্জিতচরণ উজ্জয়িনী বিজয় নামে এক সার্ব্বভৌম মহারাজ ছিলেন। তাঁহার পুত্র বীরকেশরীনামা এক দিবস অরণ্যান্তরালে মৃগয়া করিয়া ইতস্ততো বন ভ্রমণজনিত পরিশ্রমেতে নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া তরুণিস্তনসুন্দর ইন্দীবর কৈরবকোরক সুন্দরীমুখমনোহরান্দোলিতোৎফুল্লরাজীব নির্ম্মল সুস্নিগ্ধজল পুষ্করিণী তটস্থলে বটবিটপিচ্ছায়াতে নিদাঘকালীন দিবসাবসান সময়ে বটজটাতে ঘোটক বন্ধন করিয়া নিজভৃত্যজনসমাজাগমন প্রতীক্ষাতে উপবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর রাজদ্বারস্থিত ঘটীযন্ত্র দগুতাম্রীতুল্য দিবাকর জলনিমগ্ন ন্যায় অস্তমিত হইলেন।—ঐ, (ইং ১৮১৩), পৃ. ২৭১-৭২।

তাহার স্ত্রী কপালে করাঘাত করিয়া ও মা এ কি হইল শিয়ালের কামড় বড মন্দ না জানি মোর ভাগ্যে কি আছে অভাগিনী জন্মদুঃখিনী মুই। মোরা চাস্ করিব ফসল পাবো রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছরশুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবো ছেলেপিলাগুলি পুষিব। যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয় সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটি কেবল উড়িধানের মুড়ী ও মটর মসূর শাক পাত শামুক গুগুলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি খড়কুটা কাটা শুকনা পাতা কঞ্চী তুঁষ ও বিলঘুঁটিয়া কুড়াইয়া জালানি করি। কাপাস তুলি তুলা করি ফুড়ী পিঁজী পাইজ করি চরকাতে সূতা কাটি কাপড় বুনাইয়া পরি। আপনি মাটে

ঘাটে বেড়াইয়া ফলফুলারিটা যা পাই তাহা হাটে বাজারে মাতায় মোট করিয়া লইয়া গিয়া বেচিয়া পোণেক দশ গণ্ডা যা পাই। ও মিন্‌সা পাড়াপড়সিদের ঘরে মুনিস্‌ খাটিয়া দুই চারি পোণ যাহা পায় তাহাতে তাঁতির বাণী দি ও তেল লুণ করি কাটনা কাটি ভাড়া ভানি ধান কুড়াই ও সিজাই শুকাই ভানি খুদ কুঁড়া ফেণ আমানি খাই। শাক ভাত পেট ভরিয়া যে দিন খাই সে দিন তো জন্মতিথি। কাপড় বিনা কেয়ো পাচা ঠুকরিয়া খায় তেল বিহনে মাতায় খড়ি উড়ে। শীতের দিনে কাঁথা খানী ছালিয়া গুলিকের গায় দি আপনারা দুই প্রাণী বিচালি বিছাইয়া পোয়ালের বিঁড়ায় মাতা দিয়া মেলের মাদুর গায় দিয়া শুই। বাসন গহনা কখন চক্ষেও দেখিতে পাই না যদি কখন পাথরায় খাইতে পাই ও রাঙ্গা তালের পাতা কাণে পরিতে ও পুঁতির মালা গলায় পরিতে ও রাঙ্গ সীসা পিতলের বালা তাড় মল খাড়ু গায় পরিতে পাই তবেতো রাজরাণী হই। এ দুঃখেও দুরন্ত রাজা হাজা শুকা হইলেও আপন রাজস্বের কড়া গণ্ডা ক্রান্তি বট ধূল ছাড়ে না এক আধ দিন আগে পাছে সহে না। যদ্যপিস্যাৎ কখন হয় তবে তার সুদ দাম২ বুঝিয়া লয় কড়া কপর্দ্দকও ছাড়ে না। যদি দিবার যোত্র না হয় তবে সানা মোড়ল পাটোয়ারি ইজারদার তালুকদার জমীদারেরা পাইক পেয়াদা পাঠাইয়া হাল যোয়াল ফাল হালিয়া বলদ দামড়া গরু বাছুর বকনা কাঁথা পাতরা চুপড়ী কুলা ধুচনীপর্য্যন্ত বেচিয়া গোবাড়িয়া করিয়া পিটিয়া সর্ব্বস্ব লয়। মহাজনের দশগুণ সুদ দিয়াও মূল আদায় করিতে পারি না কত্তো বা সাধ্য সাধনা করি হাতে ধরি পায় পড়ি হাত জুড়ি দাঁতে কুটা করি। হে ঈশ্বর দুঃখির উপরেই দুঃখ ওরে পোড়া

বিধাতা আমারদের কপালে এত দুঃখ লেখিস্ তোর কি ভাতের পাতে আমরাই ছাই দিয়াছি।—ঐ, পৃ. ২৮৯-৯০।

দুর্গম বন পর্ব্বতে কণ্টকোদ্ধার করিয়া প্রথম পথপ্রবর্ত্তক প্রাচীনতর বিদ্যাজ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতেরদের কর্তৃক প্রকাশিত পথের পরিষ্কার করিয়া সেই পথের পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমত্বকারীও যদি হউন প্রাচীন পণ্ডিতেরা তথাপি তাদৃশ প্রাচীনতর পণ্ডিতেরদের হইতে বড হন না যে প্রথম পথপ্রবর্ত্তক সেই বড ও তৎপ্রবর্ত্তিত ও তদুত্তরপণ্ডিতপরিষ্কৃত যে পথ সেই পথ। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ইতি। আধুনিক ধনমদমত্ত ভ্রান্তেরদের স্বাহঙ্কার-কুজ্ঞানেতে কৃত যে পথ সে কেবল লোকবিনাশার্থ কিম্বা তারদের রাজপথ পরিত্যাগে নূতনপথগামীরা বিপদ্‌গ্রস্ত অবশ্য হয় ও গমনকালে নানা নিষেধবাক্য না মানিয়া তৎপথগামীরা ততোধিক বিপত্তিভাগী হয়।—'বেদান্ত চন্দ্রিকা' (ইং ১৮১৭), পৃ. ২০৯।

পরমার্থদর্শী ধার্ম্মিক সৎপুরুষেরদের নির্ম্মলজলবদ্‌বুদ্ধিতে বেদান্তসিদ্ধান্ত বিস্তারার্থে তৈলকণাবৎ বেদান্তসিদ্ধান্তলেশমাত্র প্রক্ষেপ করা গেল আর যেমন মণি পথে ঘাটে পড়িয়া থাকে না কিন্তু তৎপরীক্ষকেরা উত্তম সংপুটেতে অতিযত্নে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া রাখেন তেমনি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নিতান্ত লৌকিক ভাষাতে থাকে না কিন্তু সুপক্ব বদরীফলবৎ বাক্যেতে বদ্ধ হইলেই থাকে। আরো যেমন রূপালঙ্কারবতী সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয়ার্থবোদ্ধা সুচতুর পুরুষেরা দিগম্বরী অসতী নারীর সন্দর্শনে পরাঙ্মুখ হন তেমনি সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষার হৃদয়ার্থবোদ্ধা সৎপুরুষেরা নগ্না উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণমাত্রেতেই পরাঙ্মুখ হন।—ঐ, পৃ. ২১৩।

যথেচ্ছভাবে আহৃত উপরের দৃষ্টান্তগুলি হইতে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, ভাষার ব্যাকরণ-অভিধানও যখন সুষ্ঠুভাবে রচিত ও সঙ্কলিত হয় নাই, মৃত্যুঞ্জয় তখনই কতকগুলি অপ্রচলিত ও পঙ্গু শব্দ পরস্পর যোজনা করিয়া নানা বিচিত্র রস উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার চেষ্টা আংশিক ফলবতী হইয়াছিল। অর্থাৎ শিল্পীর প্রতিভা তাঁহার ছিল। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসাগর-সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ উক্তি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। তিনি লিখিতে পারিতেন—

মৃত্যুঞ্জয় বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্ব্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বাংলা-গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন।···মৃত্যুঞ্জয় বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্য্যকুশলতা দান করিয়াছেন—এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন—কিন্তু যিনি এই সেনানীর রচনাকর্ত্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকেই দিতে হয়।

যে কারণেই হউক, পণ্ডিতী ভাষা লইয়া মৃত্যুঞ্জয়কে পরবর্ত্তী কালে অনেক লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছে। এই অপবাদ মিথ্যা, এত দিনে তাহার ক্ষালন হওয়া আবশ্যক।

মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষার "উৎকটত্ব" দেখাইতে গিয়া রাজনারায়ণ বসু-প্রমুখ* পণ্ডিতগণ 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র "কোকিলকুল-কলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে" এই বাক্যটিই বারংবার উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং এই অতিসমাসবদ্ধ বাক্যের সুকঠিন বাহ্য রূপই পাঠক-সম্প্রদায়কে মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে বিরূপ করিয়া তুলিয়াছে। এই বিরূপতা বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া রবীন্দ্রনাথের মত সাহিত্য-প্রধানকেও ভীত চকিত করিয়াছে, ইহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কিংবদন্তী অনুযায়ী চিল কর্ত্তৃক কর্ত্তিত এবং ঊর্দ্ধে নীত কর্ণখণ্ডের প্রতি ইঁহারা ঊর্দ্ধমুখী হইয়াই ধাবমান হইয়াছেন, স্বীয় মস্তকসংলগ্ন কর্ণে হস্তক্ষেপ করিয়া তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সত্যাসত্য নির্ণয়ের চেষ্টা কেহ করেন নাই। কিন্তু আসলে যে মৃত্যুঞ্জয় "মধ্যমপ্রাণাক্ষর-বহুলা বাণী"র উদাহরণ স্বরূপই উক্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, এই সামান্য তথ্যটি কেহ হিসাবের মধ্যে আনেন নাই। 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র যে-অংশে উক্ত উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত হইল :—

> বর্গের মধ্যে প্রথম তৃতীয় পঞ্চম বর্ণ আর য র ল এই আঠার অক্ষর অল্পপ্রাণ হয়। এতদ্ব্যতিরিক্ত মহাপ্রাণ হয়। কোন পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন বর্ণ তিন প্রকার হয় মহাপ্রাণ মধ্যপ্রাণ ও অল্পপ্রাণ। বর্গের ঘকারাদি পাঁচ চতুর্থবর্ণ আর ভকার ও রেফ

* 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা' (ইং ১৮৭৮), পৃ. ২১-২২।

ও বিসর্গযুক্ত অনুস্বারযুত ও সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ব বর্ণ এই সকল মহাপ্রাণ হয়। বর্গের আদি ককারাদি পাঁচ পঞ্চম বর্ণ ঙকারাদি পাঁচ য ব ল ও ককারাদি এই সকল অক্ষর অল্পপ্রাণ। অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণভিন্ন যে অক্ষর সে মধ্যপ্রাণ হয়…।

আচার্য্য প্রভাকরনামা গুরু রাজপুত্রকে কহিলেন হে রাজপুত্র তোমার চিত্তের বিলাসের নিমিত্তে কথা প্রস্তাবে কিছু শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত কহিলাম সম্প্রতি বাক্যের দশবিধ গুণ হয় তাহার বিশেষ কহি শুন।

শ্লেষ। প্রসাদ। সমতা। মাধুর্য্য। সুকুমারতা। অর্থ-ব্যক্তি। উদারত্ব। ওজ। কান্তি। সমাধি এই দশ প্রকার গুণ সকল বাক্যের প্রাণ হয় কেননা এই গুণব্যতিরেকে যে ভাষা সে মৃতপ্রায়। এই সকল গুণের বৈপরীত্য কোন২ ভাষাতে দেখা যায়। এই সব গুণের প্রত্যেকের লক্ষণ ও উদাহরণ শুন।…

বাক্যপ্রবন্ধেতে যে অবৈষম্য সে সমতাখ্য গুণ হয়। বাক্যপ্রবন্ধ মৃদু ও স্ফুট ও মধ্যম এই তিন ভেদেতে ত্রিবিধ হয়। অল্পপ্রাণাক্ষরময় বাক্য মৃদু বাক্য হয়। মহাপ্রাণাক্ষর প্রচুর বাক্য স্ফুট বাক্য হয়। মধ্যম প্রাণাক্ষরবহুলা বাণী মধ্যম হয়। "কোকিলকুলকলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছী-করাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে"। এতদ্রূপ বৈষম্য দোষরহিত যে বাক্য সে সাম্যগুণবৎ বাক্য হয়। ('মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী,' পৃ. ২২৯, ২৪৩-৪৪)

মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষার সহিত তুলনায় রামমোহনের ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে সেদিনও পর্য্যন্ত সাময়িক পত্রিকায় আন্দোলন হইতে দেখিয়াছি। এ প্রসঙ্গে আমরা

নিজেরা কোনও প্রতিবাদ করিব না। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী ১৩২১ সালে উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিরূপে যে উক্তি করিয়াছিলেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিতেছি। চৌধুরী মহাশয় বলিতেছেন—

মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার কালের হিসাব এবং ক্ষমতার হিসাব,—দুই হিসাবেই এই [পণ্ডিত] শ্রেণীর লেখকদিগের অগ্রগণ্য। তাঁহার রচিত প্রবোধচন্দ্রিকা ১৮১০ [১৮৩৩ ?] খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রবোধচন্দ্রিকায়াং প্রথমস্তবকে মুখবন্ধে ভাষাপ্রশংসানাম প্রথমকুসুমের শেষাংশে লিখিত আছে যে—

"গৌড়ীয় ভাষাতে অভিনব যুবক সাহেবজাতের শিক্ষার্থে কোন পণ্ডিত প্রবোধ-চন্দ্রিকা নামে গ্রন্থ রচিতেছেন—"

বঙ্গভাষাসম্বন্ধে তর্কালঙ্কারমহাশয়ের ধারণা কিরূপ ছিল তাহার পরিচয় তিনি নিজেই দিয়াছেন—

"অস্মদাদির ভাষার যুগবৎ বৈখরীরূপতামাত্র প্রতীতি সে উচ্চারণ-ক্রিয়ার অতিশীঘ্রতাপ্রযুক্ত উপর্যধোভাবাবস্থিত কোমলতর-বহুল-কমলদল সূচীবেধন ক্রিয়ার মত।..."

ফলতঃ এ সকল তর্কালঙ্কারমহাশয়ের নিজের রচনা নহে। দণ্ডীর কাব্যাদর্শ প্রভৃতি গ্রন্থের সংস্কৃত পদ্যকে ছন্দমুক্ত এবং বিভক্তিচ্যুত করিয়া তর্কালঙ্কারমহাশয় এই কিম্ভুতকিমাকার গদ্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।...নিজে কখনই এরূপ রচনাকে গদ্যের আদর্শ মনে করেন নাই। সংস্কৃত পদ্যের ছন্দপাত করিলে তাহা যে বাঙলা গদ্যে পরিণত হয়, এরূপ ধারণা যে তাঁহার মনে ছিল একথা বিশ্বাস করা কঠিন।" কেমনা তিনি একদিকে যেমন সাধু-ভাষার আদি-লেখক—অপরদিকেও তিনি তেমনি চলতি-ভাষারও

আদর্শ লেখক। নিম্নে তাঁহার চল্‌তি-ভাষার নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"মোরা চাস্ করিব ফসল পাবো, রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে, তাহাতেই বছরশুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবো, ছেলেপিলাগুলি পুষিব। যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয়, সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটি, কেবল উড়িধানের মুড়ী ও মটর মসুর শাক পাত শামুখ গুগুলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি। খড়কুটা কাটা শুকনা পাতা কঞ্চী তুঁষ ও বিলঘুঁটিয়া কুড়াইয়া জ্বালানি করি। কাপাস তুলি তুলা করি ফুড়ী পিঁজী পাইজ করি চরকাতে সূতা কাটি, কাপড় বুনাইয়া পরি। আপনি মাটে ঘাটে বেড়াইয়া ফলফুলারিটা যা পাই তাহা হাটে বাজারে মাতায় মোট করিয়া লইয়া গিয়া বেচিয়া পোণেক দশ গণ্ডা যা পাই। ও মিন্‌সা পাড়াপড়সিদের ঘরে মুনিস্ খাটিয়া দুই চারি পোণ যাহা পায়, তাহাতে তাঁতির বাণী দি ও তেল নুণ করি, কাটনা কাটি, ভাড়া ভানি, ধান কুড়াই ও সিজাই শুকাই ভানি, খুদ কুঁড়া ফেণ আমানি খাই। শাক ভাত পেট ভরিয়া যে দিন খাই, সে দিন তো জন্মতিথি। শীতের দিনে কাঁথা খানী ছালিয়া গুলিকের গায় দি। আপনারা দুই প্রাণী বিচালি বিছাইয়া পোয়ালের বিঁড়ায় মাতা দিয়া মেলের মাদুর গায় দিয়া শুই। বাসন গহনা কখন চক্ষেও দেখিতে পাই না। যদি কখন পাথরায় খাইতে পাই ও রাঙ্গা তালের পাতা কাণে পরিতে ও পুঁতির মালা গলায় পরিতে ও রাঙ্গ সীসা পিতলের বালা তাড় মল খাড়ু গায় পরিতে পাই তবেতো রাজরাণী হই। এ দুঃখেও দুরন্ত রাজা হাজা শুকা হইলেও আপন রাজস্বের কড়া গণ্ডা ক্রান্তি কট ধূল ছাড়ে

না। এক আদ দিন আগে পাছে সহে না। যদ্যপিস্যাৎ কখন হয় তবে তার সুদ দামং বুঝিয়া লয়, কড়া কপর্দ্দকও ছাড়ে না। যদি দিবার যোত্র না হয় তবে সানা মোড়ল পাটোয়ারি ইজারদার তালুকদার জমীদারেরা পাইক পেয়াদা পাঠাইয়া হাল যোয়াল ফাল হালিয়া বলদ দামড়া গরু বাছুর বকনা কাঁথা পাতরা চুপড়ী কুলা ধুচনী পর্য্যন্ত বেচিয়' গোবাড়িয়া করিয়া পিটিয়া সর্ব্বস্ব লয়। মহাজনের দশগুণ সুদ দিয়াও মূল আদায় করিতে পারি না, কতো বা সাধ্য সাধনা করি, হাতে ধরি পায় পড়ি হাত জুড়ি দাঁতে কুটা করি। হে ঈশ্বর দুঃখির উপরেই দুঃখ। ওরে পোড়া বিধাতা আমারদের কপালে এত দুঃখ লেখিস্। তোর কি ভাতের পাতে আমরাই ছাই দিয়াছি।"

এ ভাষা অস্মদীয় ভাষা হউক আর না হউক, ইহা যে খাঁটি বাঙ্গলা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ ভাষা সজীব সতেজ সরল স্বচ্ছন্দ ও সরস। ইহার গতি মুক্ত ;—ইহার শরীরে লেশমাত্রও জড়তা নাই। এবং এ ভাষা যে সাহিত্য-রচনার উপযোগী উপরোক্ত নমুনাই তাহার প্রমাণ।...আমার বিশ্বাস, আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকেরা যদি তর্কালঙ্কারমহাশয়ের রচনার এই বঙ্গীয় রীতি অবলম্বন করিতেন তাহা হইলে কালক্রমে এই ভাষা সুসংস্কৃত এবং পুষ্ট হইয়া আমাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিত।

কিন্তু তাঁহার [রামমোহন রায়ের] অবলম্বিত রীতি যে বঙ্গসাহিত্যে গ্রাহ্য হয় নাই তাহার প্রধান কারণ, তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষ্যকারদিগের রচনাপদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। এ গদ্য, আমরা যাহাকে modern prose বলি, তাহা নয়।

পদে পদে পূর্ব্বপক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হওয়া আধুনিক গদ্যের প্রকৃতি নয়।—'সবুজ পত্র', ফাল্গুন ১৩২১।

চিত্র

রবার্ট হোম-অঙ্কিত "কেরী ও তাঁহার মুনশী" চিত্রখানি সুপরিচিত। এই চিত্রে অঙ্কিত পণ্ডিতটিকে এ-যাবৎ অনেকেই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রতিকৃতি বলিয়া চালাইয়াছেন।* এই ভুলের সূত্রপাত হয় কেরী সম্বন্ধে ডক্টর উইল্‌সনের রচনার একটি পাদটীকা হইতে। পাদটীকাটি এইরূপ :—

> Mritunjaya pundit...is the individual whose portrait is included in the picture taken by Mr. Home of Dr. Carey, and which has been engraved.—Eustace Carey : *Memoir of William Carey*, D. D., (MDCCCXXXVI), p. 597*n*.

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা নদীয়ার পণ্ডিত রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার ওরফে গোপাল ন্যায়ালঙ্কারের চিত্র—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের চিত্র নহে। এ-কথার প্রমাণ কেরীর একখানি পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে পাওয়া যাইবে। কেরী লিখিতেছেন :—

> In compliance with your wish though not my own, I have sat for my portrait. Ward has

* কেদারনাথ মজুমদার আবার ইহাকে রামরাম বসুর চিত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

greatly desired that I should be drawn as engaged in the work of translating the Scriptures. So the artist, Mr. Home, has introduced the pundit, whom I employ as my amanuensis, as sitting by me. His likeness is a very good one. His name is Gopal Nyayalankara.—S. Pearce Carey : *William Carey*, 8th ed., p. 302.

আরও একটি কথা, মার্শম্যান সাহেব মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের আকৃতির বর্ণনায় "unwieldy figure" কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু রবার্ট হোম-অঙ্কিত পণ্ডিতের আকৃতি ঠিক তাহার বিপরীত।

উপসংহার

বাংলা-গদ্যের প্রথম সক্ষম শিল্পী মৃত্যুঞ্জয়ের বিলুপ্তপ্রায় জীবনী ও কীর্ত্তির সংক্ষেপ পরিচয় প্রদত্ত হইল। তিনি যে অসাধারণ কীর্ত্তিমান্ এবং বিপুল পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তাহা কালধর্ম্মে আমরা আজ বিস্মৃত হইলেও তাঁহার কালে তিনি উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত ছিলেন না। বৃহৎ সৌধের ভিত্তি-প্রস্তর-স্থাপন-দিনে আমরা উৎসব করিয়া থাকি, কিন্তু সৌধ-সমাপ্তির পর যুগ যুগ অতীত হইলে সেই ভিত্তির কথা কয় জন স্মরণ রাখি? স্মরণ রাখি, আর নাই রাখি, তাহার অস্তিত্ব ও প্রাধান্য সহৃদয় লোকের কাছে চিরদিনই সত্য রহিয়া যায়।

মৃত্যুঞ্জয়ের বিরাটত্ব যিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, সে-যুগের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক সেই জন ক্লার্ক মার্শম্যান তাঁহার সম্বন্ধে যে প্রশস্তি করিয়াছেন, তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া আমি সেই যুগন্ধরের প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি। তাঁহার মত বৈদেশিক প্রধানের উক্তি শুনিলে সকলেই বিস্মিত হইয়া ভাবিবেন, কি অসাধারণ আত্মবিস্মৃতির ফলে এমন লোককে আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। মার্শম্যান বলিতেছেন,—

> At the head of the establishment of Pundits [at the College of Fort William] stood Mritunjoy, who, although a native of Orissa, usually regarded as the Bœotia of the country, was a colossus of literature. He bore a strong resemblance to our great lexicographer [Dr. Johnson], not only by his stupendous acquirements and the soundness of his critical judgment, but also in his rough features and unwieldy figure. His knowledge of the Sanscrit classics was unrivalled, and his Bengalee composition has never been surpassed for ease, simplicity, and vigour.—J. C. Marshman: *The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward*, i. 180.

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৬

রামরাম বসু

১৭৫৭—১৮১৩

রামরাম বসু

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক

শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—মাঘ ১৩৪৭

দ্বিতীয় সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৪৯

মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

২·২—২৪।৯।১৯৪২

বাংলা-গদ্যের ইতিহাসের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহাদের নিকট রামরাম বসুর নাম অজ্ঞাত নহে। তাঁহার রচিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'ই বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত বাঙালী-রচিত প্রথম মৌলিক গদ্য-গ্রন্থ।

রামরাম বসুর বাল্যজীবন সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু জানা নাই। আনুমানিক ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল ধরিয়া লইবার সন্তোষজনক প্রমাণ আছে।* বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র ভূমিকায় রামরাম বসু নিজে লিখিয়া গিয়াছেন যে, "আমি তাহারদিগের [প্রতাপাদিত্যের] স্বশ্রেণী একেই জাতি," সেজন্য তাঁহাকে বঙ্গজ কায়স্থ বলিয়া গণ্য করিতে হয়। তাহা ছাড়া, প্রচলিত জীবন-কাহিনীতে তাঁহার জন্মস্থান চুঁচুড়া ও শিক্ষাস্থল ২৪-পরগণার নিম্‌তা গ্রাম বলিয়া উল্লিখিত আছে।

রামরাম বসুর বাল্য ও প্রথম জীবন সম্বন্ধে আর কিছু জানা না গেলেও কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিবার উপায় আছে। পর-জীবনে রামরাম বসু জন টমাস, উইলিয়ম কেরী-প্রমুখ মিশনরী ও সরকারী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত কর্ম্মসূত্রে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেজন্য মিশনরীদের জীবনী, শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের কার্য্যবিবরণাদি ও অন্যান্য গ্রন্থে এবং সরকারী দপ্তরে রামরাম বসুর উল্লেখ আছে। এই সকল বিবরণ অবলম্বন করিয়াই তাঁহার এই সংক্ষিপ্ত জীবনী সঙ্কলিত হইয়াছে।

---

* বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম যে ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশনরী আসেন, তাঁহার নাম জন্‌ টমাস। এই টমাসকে রামরাম বসু কিছু দিন বাংলা শিখাইয়াছিলেন। টমাস ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিয়া গিয়াছেন, রামরাম বসুর বয়স "about 35."

জন্ টমাসের মুন্শী

রামরাম বসু মিশনরীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে জন্ টমাসের সংস্রবে আসেন। টমাস এক জন ব্যাপটিস্ট মিশনরী, ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম এই দেশে আসেন, কিন্তু পর-বৎসরই বিলাত ফিরিয়া গিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আবার বাংলায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময়ে ভারতপ্রবাসী দু-চার জন ইংরেজ হিন্দুদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারের প্রয়োজন অনুভব করিতেছিলেন। ইহাদের এক জন—রেভারেণ্ড ডেবিড ব্রাউন (ইনি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রভোস্ট হন) ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, "Out of ten million natives, we know of no Christian." এইরূপ আরও কয়েক জন ইংরেজের সহিত টমাসের পরিচয় হইল। তাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে তাঁহার আনুকূল্য করিতে প্রস্তুত হইলেন।

কিন্তু এদেশের লোকের মধ্যে প্রচারকার্য্য চালাইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বাংলা ভাষা শেখা দরকার, তাই টমাস বাংলা শিখিবার জন্য এক জন উপযুক্ত শিক্ষকের সন্ধান করিতে লাগিলেন। তখন উইলিয়ম চেম্বার্স সুপ্রীম-কোর্টের ফার্সী দোভাষী। তিনি টমাসকে এক জন সুদক্ষ বাংলা শিক্ষকের সন্ধান দিলেন—ইনিই আমাদের রামরাম বসু।*

---

* "He was one of the most accomplished Bengalee scholars of the day, and wielded the power of sarcasm inherent in the language with singular effect."—J. C. Marshman *The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward*, i. 182.

ফার্সী ভাষাতেও রামরাম বসুর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। কেরী একখানি পত্রে লিখিয়াছেন, "Ram Boshoo is a good Persian scholar."—Eustace Carey *Memoir of William Carey*, p. 119.

চেম্বার্সের সুপারিশে তিনি টমাসের মুন্‌শী নিযুক্ত হইলেন (৮ মার্চ ১৭৮৭)। *

হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের পরামর্শে শীঘ্রই টমাসকে ধর্ম্মযাজক-রূপে মালদহ যাইতে হইল। মালদহে তখন কোম্পানীর রেশম-কুঠির কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট ছিলেন—জর্জ উড্‌নী। ঠিক হইল, উড্‌নী-পরিবারে টমাস বাস করিবেন, বাংলা শিখিতে থাকিবেন এবং দেশীয় লোকের মধ্যে খ্রীষ্ট-মহিমা প্রচার করিবেন।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে মুন্‌শী রামরাম বসু-সহ টমাস মালদহে পৌঁছিলেন। মুন্‌শীর নিকট তিনি বাংলা শিখিতে লাগিলেন ও অল্পস্বল্প বাংলা শিখিয়া পর-বৎসর এপ্রিল মাসে সর্ব্বপ্রথম বাংলায় ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিলেন। টমাস যখন বাংলায় প্রচার করিতেন, তখন রামরাম বসুকে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সাহায্য করিতে হইত। কিছু দিন পরে টমাস লক্ষ্য করিলেন, খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি রামরাম বসু আকৃষ্ট হইতেছেন। তাঁহার মনে বিশেষ আশা জাগিল যে, এক দিন রামরাম বসু স্বধর্ম্মের পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন। একটি ঘটনায় এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হইল। ঘটনাটি টমাসের জীবনীতে এইরূপ বর্ণিত আছে,—

> **This man [Ram Basu] told him in June, 1788, that he had found Jesus to be the answerer of his prayer. He had cried to Him in sickness, and a speedy cure had been granted. Towards the end of the same month, he brought Mr. Thomas, "a gospel hymn of his own composing, the first ever seen or heard of in the Bengalese language,"—a lyric which still holds its place in our**

---

* C. B. Lewis. *The Life of John Thomas, Surgeon of the Earl of Oxford East Indiaman, and the First Baptist Missionary to Bengal,* (1873), p. 65.

collections of Bengali hymns. Ram Basu's daily conversation betokened also a deep conviction of the truth of the gospel, and there was reason to hope he might soon be an acknowledged follower of Christ.—*The Life of John Thomas*, (1873), pp. 111-12.

১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে রচিত রামরাম বসুর খ্রীষ্ট-স্তবটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল,—

কে আর তারিতে পারে
লর্ড জিজস্ ক্রাইষ্ট বিনে গো।
পাতক সাগর ঘোর
লর্ড জিজস্ ক্রাইষ্ট বিনা গো।

সেই মহাশয় ঈশ্বর তনয়
পাপির ত্রাণের হেতু।
তাঁরে যেই জন করয়ে ভজন
পার হবে ভবসেতু।

এই পৃথিবীতে নাহি কোন জন
নিষ্পাপি ও কলেবর।
জগতের ত্রাণকর্ত্তা সেই জন
জিজস্ ও নাম তাঁহার।

ঈশ্বর আপনি জন্মিল অবনী
উদ্ধারিতে পাপি জন।
যেই পাপী হয় ভজয়ে তাঁহার
সেই পাবে পরিত্রাণ।

আকার নিকার ধর্ম্ম অবতার
সেই জগতের নাথ।

তাঁহার বিহনে স্বর্গের ভুবনে
গমন দুর্গম পথ।

সে বদন বাণী শুন সব প্রাণী
যে কেহ তৃষিত হয়।
যে নর আসিবে শুদ্ধ বারি পাবে
আমি দিব সে তাহায়।

অতএব মন কর রে ভজন
তাঁহাকে জানিয়া সার।
তাঁহার বিহনে পাতকি তারণে
কোন জন নাহি আর।*

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসের শেষের দিকে আমরা টমাসকে নবদ্বীপে দেখিতে পাই। তিনি সংস্কৃত ভাষা শিখিবার জন্যই সেখানে যান। নবদ্বীপকে তিনি "হিন্দু অক্সফোর্ড" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নবদ্বীপে পঞ্চানন বিদ্যালঙ্কারের চেষ্টায় টমাস এক জন ভাল পণ্ডিতের

* *The Life of John Thomas*, (1878), pp. 111-12.

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত 'যিশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত' নামে একখানি পুস্তক শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরিতে আছে (G. 10. 59)। পুস্তকখানি তিন ভাগে বিভক্ত, তৃতীয় ভাগে ("বাঙ্গালি বয়") ১-২ পৃষ্ঠায় রামরাম বসুর সঙ্গীতটি স্থান পাইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রথম চারিটি পংক্তি এইরূপ,—

"কে আর তারিতে পারে।
ঈশ্বর যিশু খ্রীষ্ট বিনা গো।
সাগর ও ঘোরে ঈশ্বর।
যিশু খ্রীষ্ট বিনা গো।"

সন্ধান পান। তাঁহার নাম পদ্মলোচন। টমাস তাঁহার অধীনে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অভ্যাস করিতে লাগিলেন।

১০ ডিসেম্বর ১৭৯১ তারিখে টমাস নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করেন ও পর-বৎসর (ইং ১৭৯২) ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য রামরাম বসুও কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

স্বদেশে ফিরিয়া এই বৎসরের নবেম্বর মাসে তিনি তথাকার ব্যাপটিস্ট মণ্ডলীকে ভারতবর্ষে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে একটি বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই বিবরণে রামরাম বসু সম্বন্ধে কিছু তথ্য আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল,—

Third Meeting of the primary Society at Northampton
November 13 1792

* * *

Brother Thomas having been requested to give a Narrative of himself, and his labours in India, he wrote the following which appeared in Rippon's Baptist Annual Register No V (p 356)

* * *

Some little account of *Bosnoo* the Munshee He is about 35 years of age and a person of more than ordinary capacity, and has been well educated in the Persian language, he was recommended to me by Mr W C—, who is a great Persian scholar, and I have employed him in the office of my Munshee or teacher, all the time I have been in *Bengal.* It was he that composed the *Bengal Hymn* which I annex, and many other sonnets of his own accord, without any assistance from me or any other, and it was he who chiefly laboured with me, in the translation of Matthew, Mark, James, &c. and he often disputes with and confounds the Bramins, both learned and unlearned though he is not a Bramin himself, but of the writer *Cast*, and this is not in a small degree extraordinary, for the Bramins think

it a very great condescension to hold an argument with any person whose *Cast* is inferior to that of a Bramin. This man has a considerable degree of knowledge and gifts, and I hope they will one day shine forth to the good of many. I should have baptized him, but his relations refused to give him his wife and children. He will accomplish his wishes I hope, before I return, and then his family will be numbered with the stated hearers, and he himself be baptized. *

কেরীর মুন্‌শী

টমাস ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিলেন। এবার তাঁহার সঙ্গে আসিলেন উইলিয়ম কেরী। ১১ নবেম্বর ১৭৯৩ তারিখে তাঁহারা কলিকাতায় পৌঁছিবার পর রামরাম বসুও আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। রামরাম বসুকে পাইয়া টমাস যেমন আনন্দিত হইলেন, তেমনই একটি সংবাদে ক্ষুণ্ণও হইলেন। স্বদেশযাত্রা-কালে টমাস রামরাম বসুকে খ্রীষ্টধর্ম্মে অনুরাগী দেখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতির সময়ে কোন খ্রীষ্টান বন্ধু বা সাহায্যকারী না থাকাতে রামরাম বসু অর্থকষ্টে পড়েন ও অবশেষে বন্ধু ও পরিজনদের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া তাঁহাদের তুষ্টির জন্য পৌত্তলিক আচার অনুষ্ঠানও পালন করেন। রামরাম বসুর দুরবস্থার কথা টমাস তাঁহার একখানি পত্রে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

Jany. 8, 1794.

...It was very afflicting to hear of *Ram Boshoo's* great persecution and fall. Deserted by Englishmen, and persecuted by his

---

* *Periodical Accounts relative to the Baptist Missionary Society.* Vol. I, pp. 19-20.

own countrymen, he was nigh unto death. The natives gathered in bodies, and threw dust in the air as he passed along the streets in *Calcutta*. At last one of his relations offered him an asylum on condition of his bowing down to their idols. The practice of the Roman Catholics strengthened this temptation, and he was prevailed on. He is now with Mr. *Carey*, from whom you will have a more circumstantial account. He thinks well of him, and I hope he at heart is convinced of his error.

I am pursuing my Shanscrit studies, and keep a Pundit: brother *Carey* pays *Moonshee* twenty rupees per month, which takes almost half his income...—*Periodical Accounts relative to the Baptist Missionary Society.* Vol. I (1792-1800), pp. 78-79.

যাহা হউক, রামরাম বসুকে কৃত কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত দেখিয়া টমাস আশ্বস্ত হইলেন। এদেশবাসীর মধ্যে প্রচারকার্য্য চালাইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বাংলা শেখা দরকার বুঝিয়া কেরী রামরাম বসুকে মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে মুন্‌শী নিযুক্ত করিলেন (নবেম্বর ১৭৯৩)। দুইটি কারণে রামরাম বসুকে কেরীর বড় পছন্দ হইয়াছিল—প্রথমতঃ, তাঁহার কথাবার্ত্তা, দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার অল্পস্বল্প ইংরেজী-জ্ঞান। টমাস সংস্কৃত ভাষা ভালরূপে আয়ত্ত করিবার জন্য পদ্মলোচনকে পুনরায় নিযুক্ত করিলেন।

অর্থাভাবে কেরী ও টমাসের পক্ষে বেশী দিন কলিকাতায় থাকা সম্ভব হইল না। তাঁহারা স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া অবশেষে মালদহে গিয়া জর্জ উড্‌নীর দুইটি নীলকুঠির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন। টমাস ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে মহীপালদীঘির নীলকুঠিতে এবং কেরী পরবর্ত্তী জুন মাসের ১৫ই তারিখে মদনাবাটীর নীলকুঠিতে উপস্থিত হন। উভয় কুঠির মধ্যে ব্যবধান মাত্র কয়েক ক্রোশ পথ। রামরাম বসুও কেরীর সঙ্গে মদনাবাটী গিয়াছিলেন।

অর্থসঙ্কট হইতে মুক্তি পাইয়া মিশনরীরা দেশীয় লোকের মধ্যে খ্রীষ্টতত্ত্ব-প্রচারের আশায় উৎফুল্ল হইলেন। কেরী বাইবেলের বঙ্গানুবাদে হাত দিলেন। রামরাম বসু তাঁহাকে সকল বিষয়ে সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কেরী তাঁহার 'জর্ণালে' লিখিতেছেন,—

> 21 [Jany. 1794]. This evening I had a very profitable conversation with Moonshi, about spiritual things, and I do hope that he may one day be a very useful and eminent man. I am so well able to understand him, and he me, that we are determined to begin correcting the translation of Genesis to-morrow.—*Memoir of William Carey*, p. 142.

কিন্তু ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহার ফলে কেরী তাঁহার মুনশী রামরাম বসুকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

মহীপালদীঘিতে টমাস এক দিন লোকমুখে জানিতে পারিলেন যে, রামরাম বসু কিছু দিন হইতে একটি তরুণী বিধবার প্রতি আসক্ত এবং এই বিধবার একটি সন্তান হওয়াতে শিশুটিকে গোপনে হত্যা করা হইয়াছে। ব্যাপারটা সত্য কি না, অবিলম্বে তদন্ত করিবার জন্য টমাস কেরীকে লিখিয়া পাঠাইলেন। অনুসন্ধানে সকলই প্রকাশ পাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে রামরাম বসুও মদনাবাটী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।* কেরী ও টমাস উভয়েই রামরাম বসুকে নিষ্কলঙ্কচরিত্র জ্ঞান করিতেন, তাঁহার এই পদস্খলন মিশনরীদের দারুণ মনঃকষ্টের কারণ হইয়াছিল। মদনাবাটী হইতে ১৭ জুন ১৭৯৬ তারিখের একটি পত্রে কেরী লিখিলেন,—

> ...I have been forced for the honour of the gospel, to discharge the Moonshi, who...was guilty of a crime which required this step, considering the profession he had made of the gospel. The discouragement arising from this circumstance is not small.

* C. B. Lewis. *The Life of John Thomas*, pp. 294-95.

as he is certainly a man of the very best natural abilities that I have ever found among the natives, and being well acquainted with the phraseology of scripture, was peculiarly fitted to assist in the translation , but I have now no hope of him.*

শ্রীরামপুর ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশন ও রামরাম বসু

ইহার পর তিন-চার বৎসর আর আমরা রামরাম বসুর কোন সংবাদ পাই না। তবে মদনাবাটীর মত নির্জ্জন জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে পাঁচ বৎসরের উপর কাটাইয়া পুত্রপরিবার-সহ কেরী যখন ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে শ্রীরামপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন ঐ বৎসরের মে মাসের শেষাশেষি রামরাম বসু আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কেরী তখন ওয়ার্ড, মার্শম্যান, ফাউণ্টেন প্রভৃতির সাহচর্য্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন, শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, মিশনরীরা সোসাইটির নামে শ্রীরামপুরে একখানি বাড়ী কিনিয়াছেন, একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে, একটি বাংলা-বিদ্যালয় খুলিবার আয়োজনও চলিতেছে। রামরাম বসুর মত গুণী লোকের সাহায্য পাইলে নানা দিক্ হইতে প্রচার-কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইবে—ইহা ভাবিয়া কেরী যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণায় ব্যবস্থা করিয়া পুনরায় তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। এই প্রসঙ্গে ওয়ার্ড লিখিয়াছেন,—

Mr. Ward's Journals.

Lord's-day, May 25, 1800. ...*Ram Boshoo* having just received notice of our arrival, came up this day, and accompanied brother C. in the evening preaching. He is a very sensible man ; speaks English pretty well, though he cannot read it ; and knows

* Eustace Carey : *Memoir of William Carey, D. D.*, p. 264.

enough to despise the superstitions of his country. Brother C. talked to him very closely, and has translated Dr. Ryland's letter to him.

• • •

Lord's-day, June 29, 1800...Ram Boshoo is with us on a small allowance.*

রামরাম বসু মিশনরীদের একাধিক পুস্তিকা ও গান রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল পুস্তিকা বহুল বিতরণের ফলে হিন্দুদের মধ্যে চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কৃষ্ণ পাল নামে এক ছুতার সর্ব্বপ্রথম বাঙালীদের মধ্যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান হয়।

রামরাম বসুর খ্রীষ্টতত্ত্ব-বিষয়ক রচনাগুলির মধ্যে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে লিখিত খ্রীষ্ট-স্তবটির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর অনুরোধে তিনি 'হরকরা'† ('গস্‌পেল মেসেঞ্জার') নামে একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। ওয়ার্ডের 'জর্ণালে' প্রকাশ,—

Lord's-day, June 22, 1800. ...Ram Boshoo has written a piece, which is printed . we call it the Gospel's Messenger.‡

Lord's-day, June 29. ...The piece which he has written in recommendation of the Bible, is likely to be useful. The natives are fond of rhymes, and it is written in their own idom.

ইহা যে ১০০ পংক্তির একখানি কবিতা-পুস্তক, তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যাইবে,—

* *Periodical Accounts relative to the Baptist Missionary Society.* Vol. II, pp. 62-63, 66.

† "...Ram Basu's *Harkara*, a poetical tract, intended as an introduction to the gospel, which this singular man had written and presented to the missionaries."—*The Life of Thomas*, (1873), p. 865.

‡ *Periodical Accounts*...Vol. II, pp. 65, 66.

> ...a very earnest and pertinent address to the natives, respecting the gospel. It was written by Ram Boshoo, and contains a hundred lines in Bengallee verse. (Missionaries to the Society, dated *Serampore, Aug* 15, 1800) *

'হরকরা' ('গস্‌পেল মেসেঞ্জার') ইংরেজী,† ওড়িয়া ও হিন্দী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ‡

এই বৎসরের (ইং ১৮০০) শেষাশেষি রামরাম বসু আরও একখানি কবিতা-পুস্তক শ্রীরামপুর মিশনরীদের রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। § পুস্তকখানির নাম 'জ্ঞানোদয়'। ব্যাপটিস্ট মিশনরী সোসাইটির বিবরণীতে প্রকাশ,—

---

* *Ibid*, p 69.

† এই ইংরেজী অনুবাদ করেন ফারনান্ডেজ (Fernandez)।—*A Vindication of the Hindoos* ...By a Bengal Officer. Part II. London, 1808, pp 165-75, 191-92 দ্রষ্টব্য।

‡ Murdoch *Catalogue of the Christian Vernacular Literature of India*, pp. 36, 44.

§ "We have printed, besides a number of evangelical hymns, a piece ['Gospel Messenger'] written by a native, Ram Boshu, to usher in the bible...We have another piece nearly ready, written by a native (Ram Boshu), exposing the folly and danger of the Hindu system. This is peculiarly pointed against Brahmunism, something like those thundering addresses against the idle, corrupt, and ignorant clergy of the church of Rome, at the commencement of the reformation...—*Mission House, Serampore, Oct.* 10, 1800." (*Memoir of William Carey*, D. D. p. 408.

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসে, অথবা পর-বৎসরের জানুয়ারি মাসে 'জ্ঞানোদয়' মুদ্রিত হইয়াছিল। পাদরি লঙের মতে (*Cat.*, p. 85) ইহার প্রকাশকাল ইং ১৮০১।

Deep Chund's Journal

...On this we went to this house, and sat down in the midst of a number of brahmans, musselmans and others, to whom I read part of the *Gyan odos*,* which says that "they who read and judge concerning the vedas will become *chundals*.

* This book was written by Ram Bhose, who brings in this passage from the Hindoo writings.†

ইহাতে হিন্দুদের পৌত্তলিকতার তীব্র প্রতিবাদ ছিল। ওয়াড লিখিতেছেন,—

From Mr. Ward's Journal

Lord's-day Aug. 31, 1800 After dinner, brother Carey read and translated to us a most cutting piece in verse against the brammhans, written by *Ram Boshoo* "You may think you are gods, says he, and have no sin, but when you leave the body you will be as light as the sun, and all your sins will be magnified in an inconceivable manner." We have the honour of printing the first book that was ever printed in Bengallee; and this is the first piece in which brammhans have been opposed, perhaps for thousands of years... ‡

খ্রীষ্ট-মহিমা-প্রচারে রামরাম বসুর অক্লান্ত প্রচেষ্টার কথা বিলাতে বাপ্‌টিস্ট-মণ্ডলীর অজ্ঞাত ছিল না। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত তিনি স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন—এরূপ আশাও তাঁহারা পোষণ করিতেন। এই সকল কারণে তাঁহারা মাঝে মাঝে বসু-মহাশয়কে পত্রাদি লিখিয়া উৎসাহিত করিতেন। এইরূপ একখানি পত্রের উত্তরে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রামরাম বসু যাহা লেখেন,

† *Periodical Accounts relative to the Baptist Missionary Society.* Vol. III (1804-08), p. 271.

‡ *Periodical Accounts....* Vol. II, p. 111.

তাহার ইংরেজী অনুবাদ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি, পত্রখানিতে অনেক কাজের কথা আছে।

RAM BOSHOO TO DR RYLAND
(Translated by Mr Carey)

Feb 10 1801

Salutation!

The three books and affectionate letter which you sent me by Mr Marshman and the other missionaries I received with great joy. I also feel very thankful that you have so great a favour towards me, a poor creature. I had heard of you before from Mr. Carey, but now know much more of you from your letter.

After the missionaries had arrived a long time in Bengal I heard of them and went to Calcutta where I understood that they resided at Serampore. I therefore went thither and visited them where I heard all particulars and remained with them some time. Soon after this Mr Forsyth* obtained me a place to live with Mr Douglas to manage the Company's hemp experimental farm, where I have been four or five months. Rishera the place where I reside is near to Serampore on which account I have opportunity frequently to visit the missionaries and hear the gospel.

Oh sir! I am most wretched. When the gospel was first published in this country I heard it. Mr Thomas had been here but a few days when I became his moonshi and taught him the language of the country. After he had learned a little, he began to translate, and preach in many places where he was much esteemed, and where the word was manifested to many people.

After this Mr Carey came hither. I also taught him the language and the gospel was also proclaimed. But *as* I was under Mr Thomas, *so* I remained. I understood something of the gospel, and can make it known a little to others but cannot leave my cast. This is my great difficulty. But what God hath said in Matt vi 7—12 gives me hope. This I seek after, and

* ইনি লণ্ডন মিশনরী সোসাইটির এক জন প্রচারক

have hope from no other quarter. Whatever else relates to me, you will understand from Mr. Carey's letters.

You have sent me the great Word—the Bible what can I send you? Only for the purpose of ushering in the gospel I have written two little pieces, which the missionaries have printed. I enclose you a copy of them, the particulars of which will be given by Mr. Carey. The people of this country will read such little pieces. I have a desire to turn all the bible thus into verse, but must labour to supply the wants of my family, so that I have much travelling from one place to another, and am seldom long at rest. Yet at my leisure I have written a little: when I have finished any subject, I will send you a copy. All other news Mr Carey will send.

RAM BOSHOO. *

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে রামরাম বসু দুইটি ইংরেজী খ্রীষ্টসঙ্গীত বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ওয়ার্ড তাঁহার জর্নালে লিখিয়াছেন,—

From Mr. Ward's Journal.

March 6, 1802. Ram Boshoo came up to-day and brought with him some translations in Bengalee verse, of "Jesus, I love thy charming name," &c. and of, "He dies, the friend of sinners dies," &c. We have now three-and twenty hymns printed in a little book in Bengalee. †

ইংরেজী মূল সহ রামরাম বসু-কৃত সঙ্গীত দুইটির অনুবাদ নিম্নে [illegible] করিলাম। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, অনুবাদে তিনি কিরূপ দক্ষ ছিলেন।

১

1. Jesus, I love Thy charming name,
'Tis music to my ear;
Fain would I sound it out so loud,
That earth and heaven should hear.

* Periodical Accounts..., Vol. II, pp. 187-88.
† Ibid., Vol. II, p. 245.

2. Yes, Thou art precious to my soul,
   My transport and my trust ;
Jewels, to Thee, are gaudy toys,
   And gold is sordid dust.

3. All my capacious powers can wish,
   In thee doth richly meet :
Nor to mine eyes is light so dear,
   Nor friendship half so sweet.

4. Thy grace still dwells upon my heart,
   And sheds its fragrance there .
The noblest balm of all its wounds,
   The cordial of its care.

5. I'll speak the honours of Thy name
   With my last labouring breath .
Then speechless, clasp Thee in mine arms,
   The antidote of death

Philip Doddridge. 1755.

হে খ্রীষ্ট যিশু মুক্তিদ ।
    পাপির পাপ কারাগারে হে খ্রীষ্ট যিশু ।
হেদে খ্রীষ্ট যিশু মুক্তিদ ।
    যিশু খ্রীষ্ট মুক্তি দাতা হে ।
হেদে পাপের প্রায়শ্চিত্তা ।
    সেই সেই জগৎ করতা হে খ্রীষ্ট যিশু ।

ওহে খ্রীষ্ট বর   জগৎ ঈশ্বর
    প্রেমী তব নাম গানে ।
কিবা মধুময়   অতি অনুপম ।
    সুশ্রাব্য আমার কানে ।

মোর অভিলাষ করিতে প্রকাশ
এমতে তোমার নাম।
পৃথ্বীতে যে জন করয়ে শ্রবণ।
সেই মত স্বর্গধাম।

মোর মন প্রেম তোমাতে অসীম।
আমার বিশ্বাস তুমি।
তুমি মহাশয় মহানন্দময়।
তুলনা কি দিব আমি।

মহানন্দ যত স্বর্গে সেই মত।
তুলনা করি হে যবে।
খেলানার ন্যায় বহ্মানন্দ হয়।
স্বর্গ পৃথ্বীবত তবে।

মম বাঞ্ছা যত তোমাতে স্থাপিত।
আলো তব তুল্য নয়।
প্রীতি মিথ্যা বটে তাহা নাই টুটে।
তব তুল্য কোথা হয়।

অনুগ্রহ তোর হৃদয়েতে মোর
বসিবে আপন গুণে।
যেন ফুল হয় সুগন্ধি করয়।
বৃক্ষতলে সর্ব্ব স্থানে।

সব দুঃখ মোর অনুগ্রহে তোর।
পলায়ণ করে ক্ষণে।
কোঁকানি সন্তাপ আর অনুতাপ।
পলায় সব ঐ মনে।

শেষ শ্বাসাবধি নাম গুণনিধি
সম্ভ্রম করিব আমি।
তবে মৃত্যু কালে তব বক্ষঃস্থলে।
শোব জিনি মৃত্যু স্বামী।

২

1. He dies! the Friend of Sinners dies!
Lo! Salem's daughers weep around,
A solemn darkness veils the skies!
A sudden trembling shakes the ground!

2. Come saints, and drop a tear or two
For Him who groaned beneath your load
He shed a thousand drops for you,
A thousand drops of richest blood!

3. Here's love and grief beyond degree,
The Lord of glory dies for men!
But lo! What sudden joys we see!
Jesus the dead revives again.

4. The rising God forsakes the tomb,
Up to His Father's court He flies
Cherubic legions guard Him home,
And shout Him welcome to the skies.

5. Break off your tears, ye saints, and tell
How high our great Deliverer reigns,
Sing how He spoiled the hosts of hell,
And led the tyrant, death, in chains

6. Say, "Live for ever, wondrous king!
Born to redeem, and strong to save!"
Then ask the monster, "Where's thy sting?"
And, "Where's thy victory, bosting grave?"

Isaac Watts. 1706.

হে শুন পাতকিগণ।
ত্রাণের আছয়ে উপায় হে।
আছয়ে উপায় হে।
আছে ত্রাণের উপায় হে।

খ্রীষ্ট অবতরিল পাতকির প্রায়শ্চিত্তের হেতু।
হে ও শুন।

পাপির বন্ধু মরে দেখ সর্ব্ব নরে।
কাঁদি শালমের রামা।
মেঘ আচ্ছাদন তিমির সঘন।
ঘন ভূমি কম্পমানা।

পুণ্যবান নর আইস রে সত্বর।
কাঁদিব তাঁহার হেতু।
যিনি কাতরাণ পাপির কারণ।
তিনি সে ত্রাণের সেতু।

বিন্দু সহস্রাবধি রক্ত মূল্য নিধি।
ফেলিতেছেন ধারায়।
দুঃখ অনুক্রম এখানে অসীম।
আর প্রেম দেখা যায়।

কিবানন্দময় মৃত্যু করি জয়।
পুনশ্চ রিও উত্থান।
সমাজি ছাড়িয়া ঈশ্বর উঠিয়া।
শূন্ত পথে স্বর্গে যান।

দূতগণ যত সবাই ঐ পথ।
তাঁহার সঙ্গেতে যায়।
মহানন্দ মনে আনন্দ গায়নে।
স্বর্গপুর পূর্ণ হয়।

পুণ্যবান জন ত্যজিয়া ক্রন্দন।
সে প্রভু সম্পদ গাও।
তাঁহে প্রেম করি পাপ পরিহরি।
মৃত্যু পরে স্বর্গে যাও।

কর সে কীর্ত্তন কিমতে সে জন।
নর্ক সেনা নষ্ট করি।
মৃত্যুকে বাঁধিয়া নিজ রথে লৈয়া।
গতি কৈল স্বর্গ পুরী।*

রামরাম বসু শ্রীরামপুরের পাদরি ওয়ার্ডের অনুরোধে 'খ্রীষ্টবিবরণামৃতং' নামে কবিতায় একখানি খ্রীষ্টচরিতও লিখিয়া দিয়াছিলেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্ড তাঁহার জর্ণালে লিখিতেছেন,—

Mr. WARD'S JOURNAL.

Apr. 25, 1803...Yesterday at Calcutta Ram Boshoo called upon me at brother Carey's lodgings, by appointment. I wished to engage him to write for us a life of Christ in bengalee rhyme,

* ইংরেজী সঙ্গীত দুইটি *Psalms and Hymns with Supplement for Public, Social and Private Worship.* Prepared for the Use of the Baptist Denomination, (1908), pp. 79, 57 হইতে গৃহীত। বাংলা সঙ্গীত দুইটি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত 'যিশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত' পুস্তকের "তৃতীয় বাঙ্গালি ঘর" বিভাগে তৃতীয় ও দ্বিতীয় গীতরূপে যথাক্রমে ৪-৫ ও ২-৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

to give away, in the hope it might be useful. The Hindoos have been used to scarcely any thing but poetry ; and in consequence the bible is more strange, and unacceptable to them. They have their histories of Ram, Chreeshno, &c. in poetry ; and it is probable that these poems have contributed more than any thing else to fix and disseminate the peculiar notions and customs of the Hindoos. Ram Boshoo was of the same opinion, and entered very cheerfully into the work, promising to devote his nights to it till it was accomplished."*

'খ্রীষ্টবিবরণামৃতং' ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে।† পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে ইহার একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।‡ স্বর্গীয় গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

---

* *Periodical Accounts relative to the Baptist Missionary Society.* Vol. II (1801-04), p. 379.

† "Serampore and Early Printed Tracts...In 1805, *Life of Christ in Verse.*"—Long's *Descriptive Catalogue...*, p. 85. কিন্তু লং এই তালিকার ২৬ পৃষ্ঠায় অন্যরূপ লিখিয়াছেন,—"In 1810, one Ram Bose, a Hindu, composed a LIFE OF CHRIST, in verse, which passed through two editions, and was translated into Uriya and Hindi."

‡ মারডক্ (Murdoch) তাঁহার *Catalogue of the Christian Vernacular Literature of India* পুস্তকের ৭ পৃষ্ঠায় 'খ্রীষ্টবিবরণামৃতং' পুস্তকের অপর একটি সংস্করণের এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন :—"The Immortal History of Christ, Verse. 12 mo. 250 pp. By Ram Basu. About 1810."

শ্রীরামপুর কলেজ-লাইব্রেরিতে আখ্যাপত্রহীন এক খণ্ড 'খ্রীষ্টবিবরণামৃতং' আছে (Case G. Shelf 10. No. 57)। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৪৬। মূল পুস্তক ২৩৭ পৃষ্ঠায় শেষ; ২৩৮-৪৬ পৃষ্ঠায় একখানি পত্র মুদ্রিত হইয়াছে। পত্রখানির আরম্ভ এইরূপ :—"বঙ্গদেশস্থানাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি শ্রীকেরি সাহেব শ্রীমার্শমন সাহেবের নিবেদন. মিদং।"

পুস্তক-সংগ্রহে এক খণ্ড 'খ্রীষ্টবিবরণামৃতং' আছে। ইহার আখ্যাপত্র নাই। পুস্তকখানি খণ্ডিত, মাত্র ২৬ পৃষ্ঠা আছে। এখানির ছাপা দেখিয়া প্রথম সংস্করণের পুস্তক বলিয়া মনে হয়। রচনার নিদর্শন হিসাবে ইহার প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করা হইল,—

অথ খ্রীষ্টবিবরণামৃতং স্তবং লিখ্যতে।—

যুড়িয়া উভয় কর বন্দি যে জগদীশ্বর
স্থষ্টি স্থিতি যাহার কারণ
দয়াতে যে গুণময় অবতরি য়হোদায়
ত্রাণহেতু লভিল মরণ
যে প্রভু এদেন কৈল আদমেরে নিম্মাইল
খওয়া কৈল আদম কারণ
আদ্যে স্থজি দুই জনে তাহার সন্তানগণে
পরিপূর্ণ করিল ভুবন।
শয়তানের প্রতারণে এদেনের উদ্যানে
খওয়া ঈশ্বরাজ্ঞা ভঙ্গ করি
প্রভুর নিষেধ ফলে আদমেরে খাওয়াইলে
তাহে সে হইল পাপকারী।
পাপ করি মহাদম ঈশ্বরাগ্রে হৈয়াধম
অধোগতি হইল দোঁহার
তাদের সন্তান যত পাপে রত অধোগত
কেহ নারে হইতে উদ্ধার।
পূর্ব্বে যবে স্থষ্টি কৈল প্রভু এই আজ্ঞা কৈল
পাপ পুণ্য করি নিরূপণ
যেই পাপ করিবেক নরকেতে পড়িবেক
পুণ্য স্বর্গে গমন কারণ।

আদম পাপেতে রত তাহার সন্তান যত
সেই পাপে সবে অধোগতি
দেখিলেন দয়াময় নর হৈল পাপাশ্রয়
তারদের নাহিক নিষ্কৃতি।
পূর্ব্ব আজ্ঞা অনুক্রমে শাস্তি দিলে পাপাত্মনে
কভু তাদের নহিবে উদ্ধার
দয়াতে করুণাময় কৈল অন্ত উপায়
মানবের করিতে নিস্তার।
প্রভু বলিলেন পাপ নরের দুস্তর তাপ
সহ্য তারা করিতে নারিবে
তাহার যন্ত্রণা যত মানবে অনন্ত খ্যাত
কভু তার শোধ না হইবে।
আমার দ্বিতীয় বাণী শুনহ সকল প্রাণী
পাপসম প্রায়শ্চিত্য করণে
নাহিক সন্দেহ তায় খণ্ডিবে নরক দায়
সর্ব্ব পাপ হইবে মোচনে।
এই মত নিরূপণ কৈলা অনাথের ধন
কিন্তু তার কি হবে উপায়
ঈশ্বর নিষেধ কথা হইয়াছে পাপ খ্যাতা
তার তুল্য প্রায়শ্চিত্য কোথায়।
অনন্ত ভুবন নরে যদি উৎসর্গিতে পারে
তথাচ সমান তার নবে
ঈশ্বর নিষেধ তুল্য দ্রব্য কোথা মহামূল্য
কিমতে প্রায়শ্চিত্য তার হবে।

দয়াতে জগৎ সার হৈয়া নর অবতার
ভব্যবক্তা বাক্য অনুসারে
পাপের যন্ত্রণা লই মরি তিন দিন বই
পুনর্ব্বার উঠিলা সত্বরে।

ভব্যবক্তা যে বলিল কন্যাতে উদ্ভব হৈল
যিশু খ্রীষ্ট নাম বৈল তাঁর
পাপের প্রায়শ্চিত্য সেই তাকে বিশ্বাসীযে যেই
সে নরকে পাইবে নিস্তার।

সেই সর্ব্ব বিবরণ তাঁর যত শিষ্যগণ
মাতিউ দ্বিতীয় মার্ক হয়
তৃতীয়েতে লুক নাম সবে ভক্ত অনুপম
চতুর্থে য়োহন মহাশয়।

এই মত বারো জন খ্রীষ্টশিষ্য মহাত্মন
খ্রীষ্ট সাতে ছিল সর্ব্ব কাল
যে কিছু করিল তিঁহ হইয়া মানব দেহ
সে সকল রচিল বিশাল।

তার মধ্যে এই চারি ` লিখিল বিস্তার করি
জন্ম কর্ম্ম মরণ উত্থান
তার পর যেই মতে গেল স্বর্গ ভুবনেতে
সে সকল করিল রচন।

সেই সর্ব্ব গ্রন্থ যত ছিল নানা ভাষাগত
গ্রীক্ আদি ভাষায় আছিল
তাহার আদেশ করি ইঙ্গরাজ আদি সর্ব্ব পুরী
নিজ২ ভাষা স্থিত কৈল।

বাঙ্গলার ত্রাণকারণ ইঙ্গরাজ কোন জন
সর্ব্বগ্রন্থ বাঙ্গালায় লিখিল।
তার কিছু২ লই অন্তরে প্রফুল্ল হই
বাঙ্গালির ত্রাণের কারণে
খ্রীষ্ট বিবরণামৃত করি গ্রন্থ নাম স্থিত
গীত ছন্দে কোন লোক ভনে।

খুব সম্ভব, 'খ্রীষ্টবিবরণামৃতং' পুস্তকের আখ্যাপত্রে গ্রন্থকাররূপে রামরাম বসুর নাম ছিল না, কিন্তু ইহা যে তাঁহার রচিত, তাহার ইঙ্গিত পুস্তকের মধ্যেও পাওয়া যায়। ১৩ পৃঠায় আছে,—

সেই সকল বিবরণ পয়ারেতে রচন
করা যায় গ্রন্থ অনুসারে
মাতিউ আদি গ্রন্থ যেই পাচালি রচিল সেই
ভিন্ন না ভাবিও কোন নরে।

'মাতিউ'র অনুবাদ যে রামরাম বসু করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে লেখা টমাসের একখানি চিঠিতে প্রকাশ,—

> ...it was he who chiefly laboured with me, in the translation of Matthew, Mark, James etc.*

'খ্রীষ্টবিবরণামৃতং' ওড়িয়া ভাষাতেও অনূদিত হইয়াছিল।†

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিতী

রামরাম বসুর জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে-সকল ইংরেজ সিবিলিয়ান এদেশে পাঠাইতেন,

* *Periodical Accounts relative to the Baptist Missionary Society.* Vol. I, p. 18.
† Murdoch : *Catalogue of the Christian Vernacular Literature of India*, p. 86.

তাহাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দিবার পূর্ব্বে দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া যে অবশ্যপ্রয়োজন, তখনকার গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লি ইহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। নবাগত সিবিলিয়ানদিগকে দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য ৪ মে ১৮০১ তারিখে কলেজ-কাউন্সিলের অধিবেশনে এই কলেজের বিভিন্ন বিভাগে পণ্ডিত মৌলবী প্রভৃতির নিয়োগ মঞ্জুর হয়। বাংলা-বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন—পাদরি উইলিয়ম কেরী। তাঁহার অধীনে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রধান পণ্ডিতের পদে এবং রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদে যথাক্রমে দুই শত ও এক শত টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলেন। ইহা ছাড়া মাসিক ৪০৲ বেতনে আরও ছয় জন সহকারী পণ্ডিত নিযুক্ত হন, রামরাম বসু ইঁহাদের মধ্যে এক জন। অন্য পাঁচ জন পণ্ডিতের নাম:—শ্রীপতি [রায়], আনন্দচন্দ্র, রাজীবলোচন [মুখোপাধ্যায়], কাশীনাথ [মুখোপাধ্যায়], পদ্মলোচন * [চূড়ামণি]। †

কলেজে প্রবেশ করিয়া কেরী দেখিলেন, বাংলা শিক্ষা দিবার উপযোগী কোন পুস্তক নাই। পাঠ্য পুস্তকের অভাব কলেজের কর্ত্তৃপক্ষেরাও অনুভব করিয়াছিলেন। এই কারণে তাঁহারা দেশীয়

* ইনিই জন্ টমাসের সংস্কৃত-শিক্ষক ছিলেন। কেরী কিছু দিন টমাসের সহিত কাটাইয়াছিলেন, কাজেই পণ্ডিত পদ্মলোচনের সহিত তাঁহারও পরিচয় ছিল। পদ্মলোচন চূড়ামণির নিবাস নবদ্বীপে।—*The Life of John Thomas*, pp. 183, 248, 276, 313, 373.

† Proceedings of the College of Fort William. *Home Mss.* Vol. No. 559, p. 5.

পণ্ডিতদিগকে পুস্তক-রচনায় উৎসাহ দিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। কেরী নিজেই বাংলা ব্যাকরণ রচনায় হাত দিলেন এবং রামরাম বসুকে দিয়া একখানি গদ্যগ্রন্থ লেখাইলেন—ইহার নাম 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'। *

ইহার ইংরেজী ও বাংলা আখ্যাপত্র দুইটি এইরূপ :—

The History of Raja Pritapadityu, *By Ram Ram Boshoo*, one of the Pundits in the College of Fort-William. Serampore, Printed at the Mission Press. 1802.

রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র যিনি বাস করিলেন যশহরের ধুমঘাটে একব্বর বাদসাহের আমলে।—রাম রাম বসুর রচিত।— শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— ১৮০১।—

'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে শ্রীরামপুরে

* "When the appointment was made, I saw that I had a very important charge committed to me, and no books or helps of any kind to assist me. I therefore set about compiling a grammar, which is now half printed. I got Ram Boshu to compose a history of one of their kings the first prose book ever written in the Bengali language; which we are also printing. Our Pundit has, also, nearly translated the Sunscrit fables,...which we are also going to publish."—Mr. Carey to Dr. Ryland, *Serampore*, *June* 15, 1801. (*Memoir of William Carey*, pp. 453-54.)

মরাঠী পাঠ্যপুস্তকের অভাবে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' বাংলা হইতে মরাঠীতে রূপান্তরিত হইয়াছিল। অনুবাদ করিয়াছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মরাঠী-বিভাগের প্রধান পণ্ডিত—বৈদ্যনাথ। এই মরাঠী-অনুবাদের জন্য কেরীর সুপারিশে কলেজ-কর্তৃপক্ষ ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বৈদ্যনাথকে তিন শত টাকা পুরস্কার দিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন (*Home Dept Miscellaneous* No. 559, p. 442)। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে এই অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (Roebuck's *Annals of the College of Fort William*, Appendix, p. 31)।

মুদ্রিত হয়।* ইহাই বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত বাঙালী-রচিত প্রথম মৌলিক গদ্যগ্রন্থ। এই পুস্তকখানি রচনা করিয়া রামরাম বসু কলেজ-কাউন্সিলের নিকট হইতে তিন শত টাকা পারিতোষিক পান। এই সম্পর্কে কেরী কলেজ-কর্তৃপক্ষকে যে পত্র লেখেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। উহা কলেজ-কাউন্সিলের ১৮ জুলাই ১৮০৩ তারিখের অধিবেশনে পঠিত হয়,—

To Charles Rothman Esqr.

Secretary to the Council of the College.

Sir,

In consequence of the Council of the College having offered rewards to learned natives for literary works, which may be useful to the Institution, I beg leave to represent to the Council that Mritoonjoy, Head Pundit of the College, has translated from the Shanscrit language into Classical Bengalee Prose the Butteesee Singhasun which is a very useful class book—and also that Ram Ram Bose has composed a History in the same language called Pritapeadytta—which is used by the students. They are works of considerable merit and such as deserve remuneration. Mritoonjoy's was eleven months employed on his work and Ram Ram Bose one year, six months.

I am, Sir,
Your most obedient Servant,
W. Carey
Bengalee Teacher.

---

* ইহার প্রকাশকাল ইংরেজী আখ্যাপত্রে ইং "১৮০২", কিন্তু বাংলা আখ্যাপত্রে "১৮০১" দেওয়া আছে। শেষোক্ত বৎসরটিই ঠিক। মার্শম্যান লিখিয়াছেন :—

"He, therefore, employed Ram-bosoo...to compile a History of King Pritapadityu, an edition of which was published in July, 1801 at the Serampore press, and this may be regarded as the first prose work—the laws and the tracts excepted—printed in the Bengalee language."—J. C. Marshman : *The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward* (1859), i. 159-60.

P. S. Mritoonjoy the head Pundit in the Bengalee Department translated the Butteesee Singhasun into the Bengalee Language, which is an excellent class book. Ram Ram Bose also wrote the History of Raja Pritapaditya (the first prose work ever written in the language and an authentic history of the government of Bengal from the beginning of the reign of Achber to the end of that of Johangeer) and another book called Lippi Mala— which are also very useful class books. They have applied for rewards. I think about 400 Rupees will be a remuneration for Mritoonjoy, and about 600 for Ram Ram Bose.

Resolved that the sum of 200 Sicca Rupees be presented to the Head Pundit Mritoonjoy and 300 Sicca Rupees to Ram Ram Bose as rewards for their respective works recommended by Mr. Carey.*

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল :—

দৈবক্রমে দেখ এক দিবস মহারাজা স্নান করিয়া সিংহাসনের উপর গাত্র মোচন করিতেছিলেন। একটা চিল্ল পক্ষি তিরেতে বিদ্ধিত হইয়া শূন্ত হইতে মহারাজার সম্মুখে পড়িল অকস্মাৎ ইহাতে রাজা প্রথমত তটস্থ হইয়া চমকিৎ ছিলেন পশ্চাৎ জানিলেন তিরে বিদ্ধিত চিল্ল পক্ষি। লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ চিল্লকে কেটা তির মারিয়াছে। তাহারা তত্ত্ব করিয়া কহিল মহারাজা কুমার বাহাদুর তির মারিয়াছেন এ চিল্লকে। তাহাকে সেই স্থানে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন পুত্র তুমি এ চিল্লকে তির মারিলা স্বৈকার করিলে রাজা বসন্তরায়কেও ঐখানে ডাকাইয়া সে চিল্ল দেখাইলেন এবং কহিলেন তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র ইহা মারিয়াছেন। শ্রবণ করিয়া রাজা বসন্তরায় কুমার বাহাদুরের মুখ চুম্বন করিয়া পরমাদরে সম্মান করিলেন তাহাকে এবং ব্যাখ্যা করিয়া

* Proceedings of the College of Fort William.—*Home Mis.* Vol. No. 559, pp. 263-64.

মহারাজার নিকট নিবেদন করিলেন মহারাজা কুমার বাহাদুর সর্ব্ব বিদ্যাতেই নিপুণ ইহার তুল্য গুণজ্ঞ বালক আমি দেখি নাই। এ আশ্চর্য্য ক্ষমতাপন্ন ইহার অনেক দৈবশক্তি দেবতা ইহাকে প্রসন্ন। এই২ মতে প্রশংসা করিতেছিলেন।—

কিঞ্চিত পরে মহারাজা বালক আপন স্থানে বিদায় করিয়া দিলে ভ্রাতা বসন্তরায়কে সাতে করিয়া পূজার অট্টালিকায় নিভৃতি স্থানে গতি করিলেন এবং কহিলেন তাহাকে এই যে আমার বালক ইহাকে তুমি কি জ্ঞান করহ। তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন মহারাজা ইহার লক্ষণা পেক্ষণে বুঝা যায় এ অতি উন্নত হবেক দৈব্য ভাগ্য ইহার অধিক জানা যায়। এ একটা অতি বড় মানুষ হবেক। মহারাজা কহিলেন সে প্রমাণ হইতে পারে। আমিও বুঝিতে পারি তাহা ভাবিয়া ইহাকে ছোট জ্ঞান করিবা না। এ আমার বংশে মহা অসুর অবতার হইয়াছে ইহার কোষ্ঠীতে বলে এ পিতৃদ্রোহী হবেক। তাহা আমাকে কি মারিবেন। আমার প্রায় আখের হইয়া আইল কিন্তু আমার নাম ইহা হইতে লোপ হবেক তোমার সংহারকর্ত্তা এ হবেক ইহার আর সন্দেহ করিও না অতএব আমি বলি এখন সাবধান হও ইহাকে মারিয়া ফেলিলে সকলের আপদ যায় এ কথা অল্প জ্ঞান করিবা না এই মত কর নতুবা ইহার ক্রিয়াতে পশ্চাৎ যথেষ্ট নিরামোদ হইবে।—(পৃ ৫২-৫৪)

রাজা প্রতাপাদিত্য মহারাজা হইলেন। তাহার রাণী মহারাণী। বঙ্গভূমি অধিকার সমস্তই তাহারি করতলে। এই মত বৈভবে কতক কাল গত হয়। রাজা প্রতাপাদিত্য মনে বিচার করেন আমি এক ছত্রী রাজা হইব এ দেশের মধ্যে কিন্তু খুড়া মহাশয় থাকিতে হইতে পারে না। ইহার মরণের পরে ইহার সন্তানেরদিগকে দূর করিয়া দিব। তবেই আমার একাধিপত্য হইল। এখন কিছু কাল ধৈর্য্য অবলম্বন কর্ত্তব্য। এই মতে ঐশ্বর্য্য পর২ বৃদ্ধি হইতেছে। নিকটাবর্ত্তি আর৲

পট্টীদার যেং ছিল সমস্তকেই উৎখ্যাত করিয়া দিয়া আপনিই সর্ব্বাধ্যক্ষ হইল। কোন ক্রমে আর হ্রাস নাই পর পর বৃদ্ধি।—

বিবেচনা করিল আমার ধনের কিছু অধিক আকিঞ্চন নাই। তাহা প্রচুর মতেই আছে। এখন আমি কেন সামন্তের বাহুল্য না করিয়া এ একাদশ ভূঁয়ারদিগকে আপন কাবুর মধ্যে না আনি। এখন আমি ইহাতে অপারক নাহি সর্ব্বক্ষম।—(পৃ. ১০৯-১০)

'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'র তৃতীয় সংখ্যক পুস্তকরূপে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে 'লিপি মালা' নামে রামরাম বসুর আর একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহার ইংরেজী ও বাংলা আখ্যাপত্র এইরূপ :—

Lippi Mala, or The Bracelet of Writing ; being a series of Letters on different subjects. *By Ram Ram Boshoo*, One of the Pundits in the College of Fort-William. Serampore : Printed at the Mission Press. 1802.

লিপি মালা পুস্তক।— রাম রাম বসুর রচিত।— শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— ১৮০২।—

এই পুস্তকের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে রচনার উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর আভাস পাওয়া যাইবে,—

এ হেন্দুস্থান মধ্যস্থল বঙ্গ দেশ কার্য্য ক্রমে এ সময় অন্যোন্য দেশীয় ও উপদ্বীপীয় ও পর্ব্বতস্থ ত্রিবিধ লোক উত্তম মধ্যম অধম অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে এবং অনেক অনেকের অবস্থিতি ও এই স্থানে এখন এ স্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা তাহারা এ দেশীয় চলন ভাষা অবগত নহিলে রাজ ক্রিয়া ক্ষম হইতে পারেণ না ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলন ভাষা ও লেখা পড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ব্ববিধ কার্য্য ক্ষমতাপন্ন হয়েন। এতদর্থে এ ভূমীয় যাবদীয় লেখা

পড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে গ্রন্থিত করিয়া লিপি মালা নাম পুস্তক রচণা করা গেল। প্রথম ধারা দুই তিন অধ্যায় তাহার প্রথমতো রাজাগণ অন্য রাজারদিগকে লেখেন তাহার প্রত্যুত্তর পূর্ব্বক দ্বিতীয় রাজাগণ আপন সচিব লোককে অনুজ্ঞা ও বিধি ব্যবস্থাক্রম দান। ইতি প্রথম ধারা। দ্বিতীয় ধারা সামান্য লেখা পড়া। সমান সমানীকে গুরু লঘুকে এবং লঘু গুরুকে প্রভু কর্ম্মকরকে এবং অঙ্কমালা এই মতে পুস্তক লেখা যাইতেছে। (পৃ ৩-৪)

'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' পুস্তকে ফার্সী শব্দের বাহুল্য আছে, কিন্তু 'লিপি মালা' সম্বন্ধে সে-কথা বলা চলে না। রচনার নিদর্শনস্বরূপ 'লিপি মালা' হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

.. এই মতে প্রেমাশক্ত সতী ও মাতাকে প্রণাম করিয়া আর২ সমস্ত ভগিনী ও অমাত্যগণকে সম্ভাষ করিয়া যজ্ঞ স্থানে পিতার নিকটে যাইয়া প্রণাম করিলে দক্ষ তাহাকে দেখিবা মাত্রেই হরকোপে কোপিত হইয়া শিব নিন্দায় প্রবর্ত্ত হইল। কহিল কন্যে তুমি কিমর্থে এখানে আসিয়াছ তোমার স্বামী ভূতের পতি শ্মশান মসানে তাহার অবস্থিতি হাড় মালা গলায় সাপ লইয়া তাহার খেলা বাদিয়ার বেশ তোমার কপাল মন্দ অতএব এমত ঘটনা তোমাকে হইয়াছে আমি তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলাম না। এ দেবসভা আমি ব্রহ্মার পুত্র বাদিয়ার নিমন্ত্রণ দেবসভায় হইতে পারে না। সতী কহিলেন পিতা এমত কুৎসা মহাদেবের প্রতি কহ কেন মহাদেব দেবদেব ব্রহ্মা বিষ্ণু ইত্যাদি যাহার পদ যুগে শরণাগত যে হর মহাবীর ত্রিপুরাসুরকে সংহার করিলেন যে হর কালকূট পান করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিলেন তাহাকে কুৎসা বাক্য তোমা ব্যতিরেক কেহ কহে না তুমি এ অনুচিত ক্রিয়া কেন কর। নন্দি কহিল দক্ষ নিন্দার প্রতি ফল পাইবা যে মুখে শিব নিন্দা করিলা তাহা তোমার নাশ হইয়া ছাগল বদন হইবেক এই সকল বাক্যে দক্ষ

পুনর্ব্বার শিব নিন্দা করিতে প্রবর্ত্ত হইলে সতী মহা ক্রোধে উত্থান করিয়া কহিতেছেন পিতা সকলের উপযুক্ত গুরু নিন্দা শ্রবণে লোক নিন্দকের শিব ছেদন করিবেক নতুবা নিজ প্রাণ ত্যাগ করিবেক কিম্বা সে স্থান ত্যাগ করিবেক আমি আপন প্রাণ ত্যাগ করিব তোমার আত্মজা তনু আর রাখিব না এই কহিয়া বসন আটিয়া পরিয়া যাইয়া মধ্যস্থানে বসিয়া শিব রূপ ধ্যানে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।—(পৃ. ১১১-১৩)

পূর্ব্বকালে বিষ্ণু উপাসক বৈষ্ণব পৃথিবীতে অতি অল্প ছিল হরিভক্তি ব্যতিরেক জীবের মুক্তাভাব এতদর্থে আপনে কৃষ্ণ বৎসর শত চারি হইল নবদ্বীপ পুরিমধ্যে শ্রীজগন্নাথমিশ্র ব্রাহ্মণের ঔরসে সচি ব্রাহ্মণির উদরে অবতার হইলেন তাহার নাম থুইলেন গৌরাঙ্গচন্দ্র। পরে এই মতে বাল্যক্রিড়ায় অল্প কাল যাপন করিয়া নবদ্বীপের প্রধান ভট্টাচার্য্য শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমের চতুষ্পাটিতে পঠেন যেমত আর২ পড়ুয়ারা ও পঠেন উনিও সেই মত পাঠ করেন বটে। কিন্তু ভট্টাচার্য্য যাহা একবার অধ্যায়ন করান তাহা তৎক্ষণাত অভ্যাস হয় এ মত উৎপন্ন মেধা এবং যাহা পাঠের মধ্যে আইসে নাই তাহাও শুনিয়া অবগত এমত শ্রুতিধর আর রূপবান এবং কমলাঙ্গ বাক্য অমৃত তত্তুল্য ইহাতে সার্ব্বভৌম বিস্ময়াপন্ন হইয়া বিবেচনা করিলেন এ বালক কদাচ সামান্য নহে ইহার তদন্ত আর কিছু থাকিবেক তাহার সন্দেহ নাই। এই চিন্তাতে ভট্টাচার্য্য সদা সর্ব্বদা চৈতন্যের প্রতি তটস্থ থাকেন ইহার পরিষ্কার নিমিত্ত ভট্টাচার্য্য সমস্ত পড়ুয়ারদের আজ্ঞা করিলেন তোমরা এক জন প্রতি দিবস প্রাতে আমার প্রাতঃস্নানের সময় ধুতি বস্ত্র এবং পুষ্পের শাজি ঘাটে লইয়া যাইও এই নিয়ম থাকিল। তদনন্তরে পড়ুয়ারা প্রতি দিবস সেই নিয়ম মত এক জন বস্ত্র ও পুষ্প ঘাটে লইয়া যান এই মত বারি চৈতন্যের পালার দিন তিনিও সেই মত করিলেন ভট্টাচার্য্য গৌরাঙ্গগমন জানিয়া কটি পর্য্যন্ত জলে দাণ্ডাইয়া বস্ত্রের কারণ চৈতন্যেরদিগে হস্ত

বিস্তার করিলে তিনি জলে তিন চারি পাদার্পণ করিলেন তাহার পদবিক্ষেপের স্থলে এক২ পদ্ম প্রস্ফোটিত প্রতি পদের তলে হইল ইহা দেখিয়া ভট্টাচার্য্য চমতকৃত হইলেন কিন্তু তখন কিছুই বলিলেন না পরে সমায়ান্তরে ভট্টাচার্য্য কহিলেন গৌরাঙ্গ শুন আমার নিবেদন এত দিবস পর্য্যন্ত তুমি আমার পড়ুয়া ছিলা বটে আজি অবধি আর আবশ্যক নাই পাঠ করিতে আমাব স্থানে যাহা হউক আমার সমস্ত পুথি প্রস্তুত আছে যদি আবশ্যক হয় তাহা সমস্ত দৃষ্টি কর ইহাতেই সমস্ত অভ্যাস হইবেক তুমি কেটা তাহা আমার সুগোচর হইল তুমি সামান্য মনুষ্য নহ তাহা আমার বস্ত্র প্রদানের সময় প্রকাশ হইয়াছে। ইহা শুনিয়া গৌরাঙ্গ কুন্ঠিত হইয়া কহিতেছেন মহাশয় আমি আপনকার পড়ুয়া যাহা আজ্ঞা করিলেন তাহাই আমার কর্ত্তব্য অতএব সেই দিবস হইতে চৈতন্য ভট্টাচার্য্যের সমস্ত পুস্তক আপনি২ আবৃত করিতে২ অল্প কালেই মহা মহোপাধ্যায় হইলেন দেশেতে প্রকাশ হইল যে গৌরাঙ্গ সামান্য মনুষ্য নহেন তিনি কোন অবতার হবেন তাহার সন্দেহ নাই এই রূপে কতক কাল গত হয় ইতি মধ্যে তেঁহার বিবাহ ক্রমে২ একেব বিয়োগে অন্য হইল বয়ঃক্রম ও পচিশ বৎসর হইল তাবত সুন্দর রূপ প্রকাশ হয় নাই ইতি মধ্যে কেশব ভারতী নামে এক জন দণ্ডী পশ্চিম হইতে আসিয়া চৈতন্যকে গোপ্তে ডাকিয়া কহিলেন কহ তুমি নিশ্চিন্ত আছহ তোমার বুঝি কিছু মনে নাই যে কারণ তোমার আগমন বুঝি তাহা বিস্মৃতি হইয়াছ এমত কথনের পরে তিনি কহিলেন আমি প্রকাশ হওনের অসঙ্গতিতে নিরস্ত আছি এবং আপনকার আপেক্ষিক পরে দুই জন নবদ্বীপ হইতে প্রস্থান করিয়া শান্তিপুর যাইয়া আর দুই জন অদ্বৈত আর নিত্যানন্দ তিনজন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। (পৃ. ১২৪-২৯)

মৃত্যু

জীবনের অবশিষ্ট কাল রামরাম বসু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিত হিসাবেই কাটাইয়াছিলেন। কেহ কেহ কেরীর "অপ্রকাশিত কাগজ-পত্রের" উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, কলেজের কর্তৃপক্ষের সহিত মতান্তর হওয়ায় রামরাম বসু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পদ ত্যাগ করেন। কিন্তু ইহা যে ঠিক নহে এবং কেরী যে এরূপ কোন উক্তি করিতে পারেন না, তাহা কেরীর নিজেরই নিম্নোদ্ধৃত চিঠি হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়,—

To the Council of the College of Fort William.

Gentlemen,

Ram Pam Boshoo, one of the Pundits on the Bengalee Establishment died last week.

I beg to recommend his son, Nurottumo Boshoo, as a proper person to occupy his place. Nurottumo has been employed for the last eight years as a supernumerary or Certificate Pundit in the College, and has conducted himself so as to give universal satisfaction. He is fully competent to the duties of the office.

I am, Gentlemen

11 August, 1813. Obediently yours

Wm. Carey

Ram Ram Bose a Pundit of the fixed Establisment having died on the 7 August, 1813

Nuruttom Bose was appointed on the 8 August to succeed him. (*Home Mis*. Vol. No. 562, p. 487.)

ইহা হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে, ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট, অর্থাৎ মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত, রামরাম বসু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের এক জন পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত ছিলেন ও তাঁহার মৃত্যুর পরদিন হইতে তাঁহার পুত্র নরোত্তম বসু ঐ পদে নিযুক্ত হন।

রামরাম বসু ও রামমোহন রায়

রামরাম বসু ও রামমোহন রায়ের নাম একত্র যুক্ত হইয়া কতকগুলি কথা চলিয়া আসিয়াছে। ইহাদের একটি এই যে, রামরাম বসু রামমোহনের দ্বারা 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র পাণ্ডুলিপি সংশোধিত করাইয়া লইয়াছিলেন। এই উক্তি প্রথমে নিখিলনাথ রায় মহাশয় করেন ও প্রমাণ-হিসাবে "শ্রীরামপুর মিশনে রক্ষিত কেরীর অপ্রকাশিত কাগজপত্রের" উল্লেখ করেন। পরবর্ত্তী কোন কোন লেখক নিজেদের গ্রন্থে নির্ব্বিচারে উহার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। আর একটি ধারণাও চলিয়া আসিতেছে যে, রামমোহন রায়ই না-কি রামরাম বসুকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে দেন নাই। এই দুইটি বিষয়েরই একটু আলোচনা প্রয়োজন।

শ্রীরামপুর মিশনে বর্ত্তমানে কেরীর অপ্রকাশিত কাগজপত্র কিছু নাই। কোন দিন ছিল কি না, সে-বিষয়েও সন্দেহ আছে। এই তথা-কথিত কাগজপত্রের বলে যে উক্তি করা হইয়াছে, তাহার একটি যে নির্ভরযোগ্য নয়, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি। সুতরাং এই কাগজপত্র সম্বন্ধে ভাল করিয়া অনুসন্ধান না-হওয়া পর্য্যন্ত অন্য প্রমাণের সাহায্যেই প্রশ্নগুলির মীমাংসা করা উচিত।

প্রথমেই আমরা দেখি, রামরাম বসু ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে জন্ টমাসের বাংলা মুন্‌শী নিযুক্ত হন। তখন যে বাংলা ও ফার্সীতে রামরাম বসুর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল এবং কাজ চালাইবার মত ইংরেজীর জ্ঞানও ছিল, তাহার প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে রামরাম বসুর আরও দুইখানি পুস্তিকা শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাদের তারিখ যথাক্রমে ইং ১৮০০ ও ১৮০১। তাহা ছাড়া তিনি কেরীর

বাইবেলের বঙ্গানুবাদ মার্জ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল কারণে মনে হয়, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রকাশের সময়ে তাঁহার অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিবার আবশ্যক ছিল না। পক্ষান্তরে রামমোহন ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোন বাংলা পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন বা লিখিয়াছেন বলিয়া নিশ্চয়তা নাই। অবশ্য তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার আত্মজীবনী বলিয়া যে সংক্ষিপ্ত রচনাটি বিলাতে প্রকাশিত হয়, তাহাতে ষোল বৎসর বয়সে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একটি পুস্তক রচনার উল্লেখ আছে। কিন্তু এই আত্মজীবনী তাঁহার নিজের রচিত কি না, সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। সুতরাং উহার উপর নির্ভর করিয়া রামমোহনের বাল্যরচনা সম্বন্ধে কোন উক্তি করা সঙ্গত হইবে না। তাহা ছাড়া এই পুস্তক বাংলায় রচিত, এরূপ কোন প্রমাণ নাই। রামমোহন সম্বন্ধে অধিকতর নির্ভরযোগ্য যে-সকল সমসাময়িক প্রমাণ আছে, তাহা হইতে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে তিনি কোন বাংলা পুস্তক প্রণয়ন করেন নাই, তাহা প্রায় নিশ্চিতই বলা চলে। এ-পর্য্যন্ত যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে 'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুয়াহিদীন'ই তাঁহার প্রথম রচনা বলিয়া মনে হয়। উহা আর্বী ও ফার্সী ভাষায় রচিত ও ১৮০৩-০৪ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকাশিত হয়। রামরাম বসুর প্রায় সকল রচনাই ইহার পূর্ব্বে প্রকাশিত। সুতরাং তিনি বাংলা গদ্য লিখিতে রামমোহন-রচিত পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে কোন পুস্তক দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন বা রামমোহন দ্বারা 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' সংশোধন করাইয়া লওয়া আবশ্যক জ্ঞান করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবার কোন হেতু দেখি না।

রামরাম বসু যে রামমোহনের বহুপূর্ব্বে বাংলা রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার একটি উদাহরণ—১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে

প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত তাঁহার কবিতা (ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত)। তখন রামমোহন নিতান্ত বালক। রামরাম বসু রামমোহন অপেক্ষা বয়সে ১৬-১৭ বৎসরের বড় ছিলেন।

এইবার রামরাম বসুর খ্রীষ্টধর্ম্ম-অবলম্বনের কথা ধরা যাক। টমাস ও কেরীর অধীনে রামরাম বসু জীবনের শেষ কয় বৎসর চাকুরি করিয়াছিলেন এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি এরূপ বিশ্বাস দেখাইয়াছিলেন যে, টমাস ও কেরীর ধারণা হইয়াছিল, রামরাম বসু শেষ পর্য্যন্ত খ্রীষ্টিয়ান হইবেন। কিন্তু এ-বিষয়ে তাঁহারা ভ্রান্ত হইয়াছিলেন বলিতে হইবে। রামরাম বসু মিশনরীদের প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন—কেরীর অনুরোধে খ্রীষ্টতত্ত্ব বিষয়ে ও হিন্দুদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে পুস্তিকাও লিখিয়া দিয়াছেন; কিন্তু তিনি পরিবার-পরিজন ও স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম বরণ করিতে কখনই সাহসী হন নাই। এই মর্ম্মে একটি উক্তি ইতিপূর্ব্বেই অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে। এখানে আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা জন মার্শম্যানের। তিনি লিখিতেছেন,—

> He had a clearer perception of the truths of Christianity than any other native at the time, and he regarded the popular superstitions of the country with philosophical contempt, but he did not possess sufficient resolution to renounce his family connections, and avow himself a Christian ...But like those who assisted in the construction of the ark, and yet obtained no asylum in it, Ram-bosoo, though he contributed largely to the introduction of Christian truth into the country, never himself sought refuge in the doctrines of the Gospel.*

* John Clark Marshman : *The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward* (1859), i. 132.

এই কথাটাই টমাসের জীবনীতে আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে।—

> This man, [Ram Basu] within the first year of Mr Thomas's settlement at Malda, had given him hopes that he was a believer in the Lord Jesus Christ, and, although he carefully preserved his caste, he appears to have professed a very hearty reception of the doctrines of the gospel It may be feared that he was not sincere from the first; and that the wily Munshi combined with other natives cruelly to impose upon the missionary, when, detached from all the world besides, he was laboring in longing hope that by his means a church of Jesus Christ might be gathered from amongst the natives of Bengal Ram Basu was a clever man, with a pleasing address He wrote Bengali hymns and, at a later date, some very effective tracts, and almost down to his death, in 1813, hopes were cherished that he might after all declare himself a disciple of Christ. *

দেখা যাইতেছে, রামরাম বসু খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান সম্বন্ধে নিজের বিশ্বাস অপেক্ষা আর্থিক ও সাংসারিক স্বার্থের দ্বারা অনেক বেশী চালিত হইয়াছেন এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে খ্রীষ্টিয়ান হইবার সঙ্কল্প না থাকিলেও বরাবরই মিশনরীদের মনে এই আশা জাগাইয়া রাখিয়াছেন। এই ব্যাপার ইং ১৭৮৭ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮১৩ পর্য্যন্ত চলিয়াছে। ইহার মধ্যে রামমোহনের প্রভাব কল্পনা করিবার হেতু মাত্র নাই।

তবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকুরী করার সময়ে রামরাম বসুর সহিত রামমোহনের পরিচয় ছিল, এরূপ মনে করা একেবারে অসঙ্গত হইবে না। রামমোহনের নিজের ও তাঁহার বন্ধু জন্ ডিগবীর উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত

* *Memoirs of the Rev. John Thomas*, (1871), p. 55.

রামমোহনের বিশেষ সংস্রব ছিল। অন্য প্রমাণ হইতে আরও জানা যায় যে, রামমোহন ইং ১৮০১ হইতে ১৮০৩ পর্য্যন্ত বেশীর ভাগ সময় কলিকাতায় কাটাইয়াছিলেন। এই সময়ে, অর্থাৎ ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস হইতে, রামরাম বসু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের এক জন পণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার সহিত রামমোহনের পরিচয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

মোটের উপর মনে হয়, রামরাম বসু ও রামমোহনের কার্য্যকলাপের মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য থাকায় পরবর্ত্তী যুগে দুই জনকে লইয়া একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হয় ও উহার ফলে রামরামের উপর রামমোহনের প্রভাব আরোপিত হয়। নহিলে হিন্দু পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে অন্দোলন সম্বন্ধে রামরাম বসু যে রামমোহনের অগ্রণী ছিলেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই অন্দোলনে তিনি প্রধানতঃ মিশনরীদের কথারই প্রতিধ্বনি করিলেও হিন্দু একেশ্বরবাদের সন্ধান একেবারে পান নাই তাহা বলা চলে না। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার রচিত 'লিপিমালা' পুস্তকের ভূমিকায় আমরা পাই,—

> সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা জ্ঞানদ সিদ্ধি দাতা পরম ব্রহ্মের উদ্দিশ্যে নত হইয়া প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করা যাইতেছে।

রামমোহনের প্রতিভা এবং পাণ্ডিত্য রামরাম বসুর না থাকিলেও তিনি যে রামমোহনের পূর্ব্বেই পৌত্তলিকতা হইতে ব্রহ্মোপাসনার দিকে ফিরিয়াছিলেন, তাহা এই ছত্রটি স্পষ্ট প্রমাণ করে।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১৭

গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার—রাধামোহন সেন
ব্রজমোহন মজুমদার—নীলরত্ন হালদার

গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার—রাধামোহন সেন
ব্রজমোহন মজুমদার—নীলরত্ন হালদার

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক

শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—শ্রাবণ ১৩৪৯

দ্বিতীয় সংস্করণ—চৈত্র ১৩৪৯

মূল্য চার আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

২·২—২২।৩।১৯৪৩

গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মিশনরীদের উদ্যোগে কলিকাতায় বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্যাপকভাবে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন আরম্ভ হয়। কিন্তু সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা তখন মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন না; তাঁহারা অন্তঃপুরে কন্যাদের বিদ্যাচর্চ্চার ব্যবস্থা করিতেন। এই কারণে মিশনরী-পরিচালিত বালিকা-বিদ্যালয়গুলিতে দরিদ্র ঘরের—অনেক স্থলে নিম্ন জাতির মেয়েরাই লেখাপড়া শিখিত। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বীটন কর্ত্তৃক বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যাগণকে প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিতে দেখা যায় নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে হিন্দু বালিকাদের শিক্ষাবিস্তারকল্পে কলিকাতায় যে-কয়েকটি খ্রীষ্টীয় মহিলা-সমিতির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার মধ্যে The Female Juvenile Society for the Establishment and Support of Bengalee Female Schools এর নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই মহিলা-সমিতিটি খুব সম্ভব, ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়।* নন্দনবাগান, গৌরীবেড়ে, জানবাজার ও চিৎপুর অঞ্চলে সমিতির বালিকা-বিদ্যালয় ছিল। এই বিদ্যালয়গুলির

* ২৯ আগষ্ট ১৮১৯ তারিখে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির সেক্রেটারী পীয়ার্স (W. H. Pearce) সোসাইটির অন্যতম সভ্য ফর্বস (G. Forbes) সাহেবকে একখানি পত্র লেখেন। তাহা হইতে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কীয় অংশটুকু নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। এখানে বলা প্রয়োজন, পীয়ার্স ফিমেল জুভিনাইল সোসাইটির সভাপতিও ছিলেন :—

নাম—জুভিনাইল স্কুল, লিভারপুল স্কুল, সালেম স্কুল ও বার্মিংহাম স্কুল।* স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার জন্য এই মহিলা-প্রতিষ্ঠানের

...there are not more than two hundred Bengalee Schools, averaging twenty-one pupils each, or four thousand and two hundred Children under instruction from Chitpoor Bridge to Birjootulao....Females too in Calcutta are in an inferior proportion, ...from this number Hindoo *Girls* are excluded, a single School for this interesting, but neglected class of our fellow subjects having never, I believe, till without these last three months, existed in Calcutta.*

* "Many attempts to collect a Female School had been previously made, but failed on account of the prejudices of the parents. The one here referred to was instituted at the expence of a small 'Society for the promotion of Female Bengalee Schools,' formed a few months ago in a Ladies' [Mrs. Lawson and Pearce's] Seminary in Calcutta."—The Second Report of the Calcutta School-Book Society's Proceedings. Second Year, 1818-19. P. 88.

এখানে ফিমেল জুভিনাইল সোসাইটির কথাই বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে লাশিংটন সাহেবের *The Hist., Design, and Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions* (Dec. 1828) পুস্তকের ১৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* নিম্নের অংশ পাঠ করিলে বালিকা-বিদ্যালয়গুলির এইরূপ নামকরণের হেতু জানা যাইবে :—

Female Juvenile Society.—The Second Report of the Calcutta Female Juvenile Society...is dated the 14th of December last....The Society has been in operation upwards of two years and a half : ...Each of the Schools "is placed under the particular care of a Member of the Committee, and is visited by her, if possible, once or twice every week; and as a mark of gratitude as well as matter of convenience, the schools (with the exception of that first formed, called the "Juvenile School") are named after the place in which the Ladies reside, who, as appears by recent accounts, have contributed to their support. The second is called the "Liverpool School," the third that of "Salem," and another near Chitpore established since the date of the Report, the "Birmingham School."—*The Calcutta Journal*, 11 March 1822, pp. 105-06.

উপরে যে সালেম স্কুলের কথা বলা হইয়াছে, তাহাই 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকে উল্লিখিত "ঠনঠন পাঠশালা"।

উদ্যোগে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানিতে প্রাচীন ও আধুনিক কালের অনেক বিদুষী হিন্দু মহিলার দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া স্ত্রীশিক্ষা যে সামাজিক রীতি ও নীতিবিরুদ্ধ নয়, তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল।

ফিমেল জুভিনাইল সোসাইটিই যে প্রথমে নন্দনবাগানে জুভিনাইল স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যাপকভাবে স্ত্রীশিক্ষার সূচনা করেন, 'স্ত্রী শিক্ষা-বিধায়ক' পুস্তকে তাহার উল্লেখ আছে। ইহাতে প্রকাশ—

> কেবল আমারদের দেশের স্ত্রী লোকের লেখা পড়ার পদ্ধি আগে ছিল না, এই জন্যে কিছু দিন কেহ করে নাই। কিন্তু প্রথম ইং ১৮২০ [১৮১৯ ?] শালের জুন মাসে শ্রীযুত সাহেব লোকেরা এই কলিকাতার নন্দন বাগানে যুবনাইল পাঠশাল নামে এক পাঠশালা করিলেন, তাহাতে আগে কোন কন্যা পড়িতে স্বীকার করিয়াছিল না, এই ক্ষণে এই কলিকাতায় প্রায় পঞ্চাশটা স্ত্রী পাঠশালা হইয়াছে।—'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক', ৩য় সংস্করণ (ইং ১৮২৪), পৃ. ৯।

'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকখানি রচনা করেন—গৌরমোহন বিদ্যা-লঙ্কার, সে-যুগের এক জন খ্যাতনামা পণ্ডিত; তিনি সংস্কৃত কলেজের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক বজরাপুর-নিবাসী জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের ভ্রাতুষ্পুত্র।*

* "কৃষ্ণরাম বেদান্তবাগীশের দুই পুত্র,—কেবলরাম তর্কপঞ্চানন ও সদানন্দ বিদ্যাবাগীশ। কেবলরাম তর্কপঞ্চাননের মধুসূদন বাণীকণ্ঠ, সদাশিব তর্কবাগীশ, রামজয় বিদ্যাবাচস্পতি, কালিদাস সভাপতি, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, রামতনু ও হেরম্ব, এই সাত পুত্র…। মধুসূদন বাণীকণ্ঠের তিন পুত্র—রামচন্দ্র, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ও মহেশ ন্যায়রত্ন।…"—নগেন্দ্রনাথ বসু: 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', (বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বিবরণ) ১৩৩৪, পৃ. ২১৯।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকাল হইতে গৌরমোহন এই দুই প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। তখন ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় বিদ্যালয়ের উপযোগী সুলিখিত পাঠ্য পুস্তকের একান্ত অভাব ছিল, এবং প্রধানতঃ এই অভাব পূরণের জন্যই ৪ জুলাই ১৮১৭ তারিখে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয়। স্কুল সোসাইটি প্রকৃতপক্ষে স্কুলবুক সোসাইটিরই শাখা; কলিকাতায় যে-সকল বিদ্যালয় আছে, সেগুলির সাহায্য ও উন্নতিবিধান এবং প্রয়োজন-মত নূতন বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালন—এই উদ্দেশ্যে ১ সেপ্টেম্বর ১৮১৮ তারিখে গঠিত হয়। দুইটি প্রতিষ্ঠানই বে-সরকারী; দেশী ও বিদেশী বহু কৃতবিদ্য হিতৈষী ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হইত। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার স্কুলবুক সোসাইটির গ্রন্থপ্রকাশাদি কার্য্যে সহায়তা করিতেন এবং স্কুল সোসাইটির হেড পণ্ডিত ছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাঁহার কর্ম্মপটুতার কিরূপ সুনাম ছিল, তাহা ২৯ আগষ্ট ১৮১৯ তারিখে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির অন্যতর সম্পাদক ডবলিউ. এইচ. পীয়ার্স কর্ত্তৃক লিখিত একখানি পত্রের নিম্নাংশ পাঠ করিলেই জানা যাইবে:—

...Nor shall I pass unnoticed the zealous, expert, and indefatigable services of Gourmohun Pundit, in the joint employ of the School-Book and School Societies, in the latter of which he is attached to my department.—The Second Report of the Calcutta School-Book Society's Proceedings. Second Year, 1818-19. P. 87.

শিক্ষাপ্রদ ও কৌতূহলোদ্দীপক বহু পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করিয়া স্কুলবুক সোসাইটি শিক্ষার্থীদের অশেষ হিতসাধন করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। এইরূপ প্রতিষ্ঠান দ্বারা দেশের কি পরিমাণ মঙ্গল সাধিত হইতেছে, তাহা জ্ঞাপন করিবার জন্য ১৮ জন ব্রাহ্মণ ও ১১ জন কায়স্থ একটি বিজ্ঞপ্তি

স্বাক্ষর করিয়া সোসাইটিকে পাঠাইয়াছিলেন। এই বিজ্ঞপ্তিটি গৌর-মোহনের রচনা,* আমরা নিম্নে উহা উদ্ধৃত করিলাম :—

শ্রীশ্রীপরমেশ্বরো জয়তি।

এতদ্দেশি বিষয়ি লোকেরা স্বকীয় ভাষায় শুদ্ধরূপে লিখনে ও শব্দার্থবোধে ও নানা দেশীয় বিবরণ জ্ঞানে প্রায় অনেকে অপটু ছিলেন। তাহার কারণ এই যে সংস্কৃতে অসংস্কৃত লোকেরদিগের শুদ্ধ লিখন ও শব্দার্থবোধ দুর্ঘট এবং বালক কালাবধি স্ব২ শিক্ষকের নিকট শুদ্ধ লিখন পঠনাদি হইলেও তৎসংস্কার বশতঃ লোকেরা শুদ্ধ লিখনাদি ক্ষম হইতে পারেন পূর্ব্বে তাহাও অত্যল্প ছিল এবং বঙ্গ ভাষাতে দেশ বিভাগ বিবরণার্থে কোন পুস্তকও রচিত ছিল না সুতরাং এতদ্দেশীয়েরা শুদ্ধ লিখন ও শব্দার্থবোধ ও অন্য দেশবৃত্তান্ত জ্ঞানে অপটু প্রায় এবং জন্মান্ধ সদৃশ হইয়া অর্থকরী কিঞ্চিদ্বিদ্যোপার্জ্জন দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া কাল ক্ষেপ করিতেন।

এবং এতদ্দেশীয় পণ্ডিত কর্তৃক শুদ্ধীকৃত মুদ্রিত পুস্তকও প্রচলিত ছিল না যে তত্তমুদ্রিত পুস্তক বর্ণানুসারে তাঁহারা শুদ্ধ লিখনাদিতে ক্ষমতাপন্ন হবেন। পরে শ্রীযুক্ত ইংলণ্ডীয় লোকেরা মুদ্রিত পুস্তকের

* "This was an allusion to a document drawn up by *Gour Mohun Pundit*, and signed by several respectable Brahmins and Cay'sths, expressive of their want of the means of instruction previous to the introduction of the press by the Europeans; noticing their disapprobation of "certain inflammatory works, as the Rotimongjoree, Bidya Soondar, ...and the Cam-sastro, not to mention many others, calculated (to use their own words) to shake the minds of the youth and put them upon bad ways;" and concluding with their satisfaction in the amusing and instructive works published by the Calcutta School-Book Society."—The Third Report of the Calcutta School-Book Society's Proceedings. Third Year, 1819-20. P. viii n.

প্রচার করিলেও এতদ্দেশীয়েরা তৎপথপ্রবৃত্ত হইয়া কামসংবর্দ্ধক নানাবিধ রতিমঞ্জরী বিদ্যাসুন্দর কামশাস্ত্র প্রচার করিয়া বালকেরদিগের মনশ্চাঞ্চল্য করিয়া কুপথ দৃষ্টিই বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

এইক্ষণে লোকনিকরাশেষ হিতার্থি শ্রীযুক্ত ইংলণ্ডীয় ও শ্রীযুক্ত বাঙ্গালি লোক কর্ত্তৃক বঙ্গ দেশস্থ দুস্থ বালকেরদিগের জ্ঞানোদয়ার্থে অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক জনমনোমহান্ধকার নিকরোৎসারণ কারণাখণ্ড প্রতাপান্বিত মার্ত্তণ্ড প্রতিবিম্ব স্কুলবুক সোসাইটি নামক এক সমাজোদিত হইয়াছেন তাহার প্রখরতর কর নিকর স্বরূপ যে ভূগোল বৃত্তান্ত ও দিগ্দর্শন ও অভিধান ইত্যাদি নানাবিধ মহোপকার জনক শুদ্ধ পুস্তক তদ্দ্বারা লোক সমূহের অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট হইয়া ক্রমে২ জ্ঞানোদয়ের উপক্রম হইতেছে অতএব বঙ্গ দেশস্থ লোকেরা স্কুলবুক সোসাইটির উপকার বার২ স্বীকার করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন যে স্কুলবুক সোসাইটি এই রূপে আমারদিগের জ্ঞান প্রদান করুন।*

১৮৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির অর্থসঙ্কট উপস্থিত হয়। এই সময় ব্যয়সঙ্কোচের জন্য গৌরমোহন ও অন্য কয়েক জন প্রাচীন কর্ম্মচারীকে বিদায় দিবার কথা উঠে। গৌরমোহনের কৃতিত্ব ও পাণ্ডিত্যের কথা স্মরণ করিয়া সোসাইটির কর্ত্তৃপক্ষস্থানীয় ডেভিড হেয়ার ও পীয়ার্স প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, পণ্ডিতের প্রতি কমিটির একটা কর্ত্তব্য আছে, বিদায় দিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে যেন অন্যত্র একটি চাকুরী সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ প্রস্তাবের ফলেই গৌরমোহন কিছু দিন পরে রাধাকান্ত দেবের চেষ্টায় সুখসাগরের মুন্সেফ নিযুক্ত হন। তাঁহার এই নূতন পদলাভের কথা ৮ জুন ১৮৩৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পাঠে আমরা জানিতে পারি। 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশ,—

* The Third Report of the Calcutta School-Book Society's Proceedings. Third Year, 1819-20. PP. 49-50.

পরম্পরা শুনিতেছি যে সুখসাগরের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য লোভ ও পক্ষপাত ও হিংসা দ্বেষ ও মাৎসর্য্য শূন্য হইয়া ধর্ম্মতঃ প্রজাবর্গের বিবাদ ভঞ্জন দ্বারা তাহারদিগের সন্তোষ জন্মাইতেছেন···ঐ মুন্সেফ ২০ বৎসরপর্য্যন্ত স্কুল ও স্কুলবুক সোসাইটির সুপ্রেণ্টণ্ডেণ্টী কার্য্য নিরপরাধে সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিয়া তদুভয় সভার সেক্রেটরি ও মেম্বর ও প্রসিডেণ্ট প্রভৃতি অনেক মহামহিম সাহেব লোকের সুখ্যাতি পত্র পাইয়াছেন সংপ্রতিও তাদৃশ প্রজা রঞ্জন ও শুদ্ধ লিখনাদি দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন··· ।

গ্রন্থাবলী

গৌরমোহন কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এ-পর্য্যন্ত আমরা তাঁহার দুইখানি মাত্র পুস্তক দেখিবার সুবিধা পাইয়াছি। প্রকাশকাল-সমেত পুস্তক দুইখানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।—

১। **স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক**। মার্চ ১৮২২। পৃ. ২৪।

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের এক খণ্ড বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে। ইহার আখ্যা-পত্রের প্রতিলিপি নিম্নে মুদ্রিত হইল :—

> স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক। অর্থাৎ পুরাতন ও ইদানীন্তন ও বিদেশীয় স্ত্রী লোকের শিক্ষার দৃষ্টান্ত। কলিকাতার মিশুন মুদ্রাগৃহে মুদ্রিত হইল বাং সন ১২২৮.
>
> THE IMPORTANCE of FEMALE EDUCATION; or evidence in favour of the EDUCATION OF HINDOO FEMALES, from the examples of illustrious women, both ancient and modern.
>
> *Calcutta*: Printed at The Baptist Mission Press, for The Female Juvenile Society for the Establishment and Support of Bengalee Female Schools. 1822.

পুস্তকখানি ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী ৬ই এপ্রিল তারিখে 'সমাচার দর্পণ' লেখেন :—

> স্ত্রী শিক্ষা।—এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাবিধায়ক এক গ্রন্থ পূর্ব্বং প্রমাণ সহকারে মোকাম কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ দেওয়া যাইতেছে।…('সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৩)

'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে'র দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়—ইহার উল্লেখ ঐ সোসাইটির পঞ্চম রিপোর্টে আছে।

কয়েক মাসের ব্যবধানে 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে'র দুইটি সংস্করণ মুদ্রিত হইবার কারণ আছে। তখন মিশনরীদের চেষ্টায় চারি দিকেই বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। চার্চ মিশনরী সোসাইটির পৃষ্ঠপোষকতায় মিস কুক (পরে বিবি উইলসন) নামে এক মহিলা অনেকগুলি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছিলেন। এই সময়ে লোকমত গঠনের জন্য 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া প্রধানতঃ বিতরণের জন্যই কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি ঐ বৎসরের আগস্ট মাসে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন।

'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ (পৃ. ৪৫) প্রকাশিত হয় ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই সংস্করণের গোড়ায় "দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন" নামে একটি অধ্যায় সংযোজিত হয়।* কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির ষষ্ঠ রিপোর্টে (ইং ১৮২৪-২৫) প্রকাশ :—

* এই তৃতীয় সংস্করণের 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"র ৬ষ্ঠ গ্রন্থরূপে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

Gourmohun's Treatise on Female Education has been reprinted, the second edition of 500 copies having been rapidly distributed. The author has enlarged it to nearly double its original size, and has improved it by simplifying the language and by suiting it to the capacity of those for whose use it is intended. (P. 6.)

এই সংস্করণে সংযোজিত "দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন" অধ্যায় হইতে রচনায় নিদর্শন-স্বরূপ কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল :—

প্র। ওলো। এখন যে অনেক মেয়্যা মানুষ লেখা পড়া করিতে আরম্ভ করিল এ কেমন ধারা। কালেং কতই হবে ইহা তোমার মনে কেমন লাগে।

উ। তবে মন দিয়া শুন দিদি। সাহেবেরা এই যে ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝি এত কালের পর আমারদের কপাল ফিরিয়াছে, এমন জ্ঞান হয়।

প্র। কেন গো। সে সকল পুরুষের কায। তাহাতে আমারদের ভাল মন্দ কি।

উ। শুন লো। ইহাতে আমারদের ভাগ্য বড় ভাল বোধ হইতেছে; কেননা এদেশের স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া করে না, ইহাতেই তাহারা প্রায় পশুর মত অজ্ঞান থাকে। কেবল ঘর দ্বারের কায কর্ম্ম করিয়া কাল কাটায়।

প্র। ভাল। লেখা পড়া শিখিলে কি ঘরের কায কর্ম্ম করিতে হয় না। স্ত্রীলোকের ঘর দ্বারের কায রাঁধা বাড়া ছেলাপিলা প্রতিপালন না করিলে চলিবে কেন। তাহা কি পুরুষে করিবে।

উ। না। পুরুষে করিবে কেন, স্ত্রীলোকেরই করিতে হয়, কিন্তু লেখা পড়াতে যদি কিছু জ্ঞান হয় তবে ঘরের কায কর্ম্ম সারিয়া অবকাশ মতে দুই দণ্ড লেখা পড়া দিয়া থাকিলে মন স্থির থাকে, এবং আপনার পত্রাও বুঝিয়া পড়িয়া দিতে পারে।

প্র। ভাল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার কথায় বুঝিলাম যে লেখা পড়া আবশ্যক বটে। কিন্তু সে কালের স্ত্রীলোকেরা কহেন, যে লেখা পড়া যদি স্ত্রীলোকে করে তবে সে বিধবা হয় এ কি সত্য কথা। যদি এটা সত্য হয় তবে যেনে আমি পড়িব না, কি জানি ভাঙ্গা কপাল যদি ভাঙ্গে।

উ। না বইন, সে কেবল কথার কথা। কারণ আমি আমার ঠাকুরাণী দিদির ঠাঁই শুনিয়াছি যে কোন শাস্ত্রে এমত লেখা নাই, যে মেয়্যা মানুষ পড়িলে রাঁড় হয়। কেবল গতর শোগা মাগিরা এ কথার সৃষ্টি করিয়া তিলে তাল করিয়াছে। যদি তাহা হইত তবে কত স্ত্রীলোকের বিদ্যার কথা পুরাণে শুনিয়াছি, ও বড়২ মানুষের স্ত্রীলোকেরা প্রায় সকলেই লেখা পড়া করে এমত শুনিতে পাই। সংপ্রতি সাক্ষাতে দেখ না কেন, বিবিরা তো সাহেবের মত লেখা পড়া জানে, তাহারা কেন রাঁড় হয় না।

প্র। ভাল। যদি দোষ নাই তবে এত দিন এ দেশের মেয়্যা মানুষে কেন শিখে নাই।

উ। শুন লো। যখন স্ত্রীলোক মা বাপের বাড়ী থাকে, তখন তাহারা কেবল খেলা ধূলা ও নাট রঙ্গ দেখিয়া বেড়ায়। বাপ মারও লেখা পড়ার কথা কহেন না। কেবল কহেন, যে ঘরের কায কর্ম্ম রাঁধা বাড়া না শিখিলে পরের ঘর কন্না কেমন করিয়া চালাইবি। সংসারের কর্ম্ম বেয়া বোয়া শিখিলেই শ্বশুর বাড়ী সুখ্যাতি হবে। নতুবা অখ্যাতির সীমা নাই। কিন্তু জ্ঞানের কথা কিছুই কহেন না।

প্র। হায়২ কেমন দুঃখের কথা দিদি। ভাল প্রায় সকল গাঁয়েই তো পাঠশাল আছে, তবে বালকেরা আপনারাই সেখানে গিয়া কেন শিখে না। তখন তো বাল্যকাল থাকে কোন স্থানে যাইবার বাধা নাই।

উ। হেসে দেখ দিদি। বাহির পানে তাকাইতে দেয় না। যদি

ছোট২ কন্যারা বাটীর বালকের লেখা পড়া দেখিয়া সাদ করিয়া কিছু শিখে ও পাততাড়ি হাতে করে তবে তাহার অখ্যাতি জগৎ বেড়ে হয়। সকলে কহে যে এই মদ্দা ঢেঁটি ছুঁড়ি বেটা ছেলের মত লেখা পড়া শিখে, এ ছুঁড়ি বড় অসৎ হবে। এখনি এই, শেষে না জানি কি হবে। যে গাছ বাড়ে তাহার অঙ্কুরে জানা যায়। (পৃ. ১-৪)

'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' হইতে আরও কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

যদি বল স্ত্রী লোকের বুদ্ধি অল্প এ কারণ তাহাদের বিদ্যা হয় না, অতএব পিতা মাতাও তাহাদের বিদ্যার জন্যে উদ্যোগ করেন না, এ কথা অতি অনুপযুক্ত। যেহেতুক নীতি শাস্ত্রে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর বুদ্ধি চতুর্গুণ ও ব্যবসায় ছয় গুণ কহিয়াছেন। এবং এ দেশের স্ত্রী লোকেদের পড়া শুনার বিষয়ে বুদ্ধি পরীক্ষা সংপ্রতি কেহই করেণ নাই। এবং শাস্ত্র বিদ্যা ও জ্ঞান ও শিল্প বিদ্যা শিক্ষা করাইলে যদি তাঁহারা বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে না পারেণ তবে তাঁহারদিগকে নির্বোধ কহা উচিত হয়। এ দেশের লোকেরা বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞানের উপদেশ স্ত্রী লোককে প্রায় দেন না বরং তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ বিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করে তবে তাঁহাকে মিথ্যা জনরব মাত্র সিদ্ধ নানা অশাস্ত্রীয় প্রতিবন্ধক দেখাইয়া ও ব্যবহার দুষ্ট বলিয়া মানা করাণ। স্ত্রী সকল গৃহকর্মের কিছু অপকাশ পাইয়া বিনা উপদেশে কেবল আপন বুদ্ধিতে শ্রী নির্ম্মাণ আলিপনা সিন্দুর চুবড়ী গাঁথা কৌটা কাটা বুটা তোলা ও নানা প্রকার মিঠাই পাক করা খএরের গাছ কৌটা ইত্যাদি দ্রব্যের আকার গড়ন ও চুল বান্ধা। যাহা পুরুষেরা উপদেশ বিনা কদাচ করিতে পারেণ না এই সকল অনায়াসে করেণ। তবে কি তাঁহারা বালক কাল অবধি বিদ্যা শিখিতে অশক্ত হন এমত নহে।

যদি স্ত্রীলোকের শাস্ত্রীয় জ্ঞান থাকিত তবে তাঁহারা স্বামির ও শ্বশুরের সেবা কি রূপে করিতে হয় ও স্বামির সোহাতে ও স্বামির বাক্য

পালন করাতে কি ফল, তাহা জানিয়া শাস্ত্রের মত স্বামির সেবা করিতেন এবং স্বামির আজ্ঞানুসারিণী হইতেন। এখনকার স্ত্রী লোক প্রায় অজ্ঞান এই নিমিত্ত তাহাদের নানা দোষ ঘটিতেছে। তাঁহাদের লেখা পড়া জ্ঞান যদি থাকিত তবে আপনং ঘরের কর্ম্ম ও পতির সেবার অবকাশে পুস্তকাদি পড়িয়া সুস্থির মনে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিত। (পৃ. ২২-২৩)

'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে'র তৃতীয় সংস্করণে প্রচলিত বহু প্রবাদবাক্য পাওয়া যায়। এই সকল প্রবাদবাক্যের কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যাঁহারা প্রবাদবাক্য সংগ্রহ করেন, এগুলি তাঁহাদের কাজে লাগিতে পারে :—

১। যে গাছ বাড়ে তাহার অঙ্কুরে জানা যায়। (পৃ. ৪)

২। ধীর পানী পাতর বিঁধে। (পৃ. ৫)

৩। যে খেলে সে কানা কড়িতেও খেলিতে পারে। (পৃ. ৬)

৪। যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না। (পৃ. ৬)

৫। গাছে নাই উঠিতেই এক কাঁধি। (পৃ. ৬)

৬। শতেক রাঁড় এক আয়ো যারে সেবা দেয় সেই বলে আমার মত হইও। (পৃ. ৭)

৭। কিসে নাই কি পান্তাভাতে ঘি। (পৃ. ১০)

৮। কাকের বাসায় কোকিলের ছা জাতি স্বভাবে কাড়ে রা। (পৃ. ১২)

৯। সাচা বড় সাঁচা তার বাপে গোড়খাই। (পৃ. ১২)

১০। কবার কথা নয় না কহিলেও নয়। (পৃ. ১৩)

১১। দশের লাঠি একের বোঝা। (পৃ. ১৩)

১২। ধীরেং বুঝে সকল তাঁতি জিনে। (পৃ. ১৪)

১৩। মুখে মৌ বর্ষেণ, হৃদয়ে পিপুল ঘষেণ। (পৃ. ১৪)

১৪। সাধ করিয়াছেন কেউটিয়া, পাকিলে খাবেন ডেউটিয়া। (পৃ. ১৫)

১৫। এঁটো খাই মিঠার লোভে। (পৃ. ১৬)

১৬। বড় হাঁড়ির আমানি ভাল। (পৃ. ১৬)

১৭। যে ছেলে ভাঁটা মারে তার নাটা হেন চক্ষু। (পৃ. ১৬)

১৮। মানুষ বড় মান, তার ছেঁড়া দুইটা কান। (পৃ. ১৬)

১৯। পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ সে পিরিতে কিবা কাজ। (পৃ. ১৭)

২০। আগে তুলা দিয়া সহাই পাছে লোহা দিয়া বহাই। (পৃ. ১৮)

২১। পিঁড়ার জিনিলে পেঁড়োর জিনা যায়। (পৃ. ১৯)

'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে'র কোন সংস্করণেই গ্রন্থকারের নাম নাই। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি অনেকে ভুলক্রমে রাধাকান্ত দেবকেই এই পুস্তকের লেখক বলিয়াছেন। 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক'-রচনায় রাধাকান্ত গৌরমোহনকে কিছু সাহায্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি যে ইহার রচয়িতা নহেন, তাহা ২০ মার্চ ১৮৫১ তারিখে ড্রিঙ্কওয়াটার বীটনকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রের নিম্নাংশ পাঠ করিলেই পরিস্ফুট হইবে :—

> On perusing the new edition of the *Stri Siksha Vidayaka* which you lent me the other day I find that the first part of it containing Dialogues between two Native females in a vulgar colloquial style is comparatively a modern addition made I believe by Goura Mohana Vidyalankara the late Pandit of the School Society in some of the subsequent editions of the work—I knew nothing of it before—the second part is an exhortation to the Hindoo females by English ladies to enlighten their minds with education. It was also I think composed by the said Pandit—but most of the materials were supplied by me especially the instance of some Sanskrit texts on behalf of female education and the examples of educated women both ancient and modern. To this [illegible] share in the execution of the work and no [illegible] therefore conscientiously take upon myself [illegible]...

২। **কবিতামৃতকূপ**। ইং ১৮২৬। পৃ. ৪৪।

'A Choice Collection of Sunscrit Couplets, with A Translation in Bengalee. কবিতামৃতকূপ। সংপ্রভরত্নাকর হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থহইতে সংগৃহীত। পাঠশালার বালকদিগের জ্ঞানবৃদ্ধি ও নীতি শিক্ষার কারণ কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটিদ্বারা শ্রী গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল। শক ১৮২৬। C. S. B. S. Printed at the Calcutta School-Book Society's Press. 1826.

পুস্তিকাখানির শ্লোক-সংখ্যা ১০৬। ইহার "ভূমিকা" নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

> বঙ্গ দেশীয় পাঠশালায় শিশুদিগের জ্ঞান ও নীতি বৃদ্ধির কারণ চাণক্য মুনি কর্ত্তৃক সংগৃহীত এক পুস্তক মাত্র আছে, প্রায় সকল বালকেই তাহা পাঠ করিয়া থাকে ; এবং সেই পুস্তকে তাহাদিগের অধিক আমোদ দেখিয়া বালক সকলের জ্ঞান সুনীতি বৃদ্ধির কারণ চাণক্য মুনি সংগৃহীত পুস্তকের ন্যায় কবিতামৃত কূপ নামক অপর এক পুস্তক নানা গ্রন্থহইতে সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করিলাম। বোধ হয়, যে ইহাতে শিশুদিগের অধিক জ্ঞান ও নীতিজ্ঞতা হইবে, অতএব যদি এই পুস্তক সকলের গ্রাহ্য হয়, তবে পুনর্ব্বার ছাপান যাইবে ইতি। ইহার ছাপার ব্যয়ের কারণ মূল্য আনা মাত্র।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ এই পুস্তিকা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> অনভ্যস্তাঃ কাব্যেষ্বলসমতয়ঃ শাস্ত্রগহনে-
> ষ্বদুঃখজ্ঞা বাচাং পরিণতিষু মূকাঃ পরগুণে।
> বিদগ্ধানাং গোষ্ঠীষ্বকৃতপরিচর্য্যাশ্চ খলু যে
> ভবেয়ুস্তে বিদ্যা পরভণিতিকণ্ডূতিনিকষাঃ।

যাহারা কাব্যপথে পথিক নহে, অর্থাৎ যাহাদিগের কাব্যজ্ঞান নাই, আর যাহারা শাস্ত্ররূপ বন গমনে অলস এবং পরের বাক্য পরিণাম বিষয়ে অন্তঃখঞ্জ, ও পরগুণ কহিতে মূক, এবং বিদগ্ধ সভাতে যাহারা বাস করে নাই, তাহারা কি অন্যের বাক্যরূপ কণ্ডূতি অর্থাৎ চুলকনার নিবারক পাষাণ বিশেষ হইতে পারে? ইহার তাৎপর্য্য এই, যাহারা এই২ রূপ করে নাই, তাহারা পরের বাক্য বুঝিতে পারে না। ১০৫। (পৃ. ৪৩)

* * *

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির পঞ্চম রিপোর্ট বা ৫ম ও ৬ষ্ঠ বর্ষের (ইং ১৮২২-২৩) কার্য্যবিবরণে গৌরমোহনের আর একখানি পুস্তক ("Gormohon's Shunscrit Grammar, in Bengali") "যন্ত্রস্থ" হইবার সংবাদ আছে, কিন্তু ইহা ছাপার হরফে আত্মপ্রকাশ করে নাই বলিয়াই মনে হয়।

রাধামোহন সেন

কলিকাতার কাঁসারিপাড়ায় এক কায়স্থ-পরিবারে রাধামোহন সেনের জন্ম হয়। তাঁহার জীবনকাহিনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও, তাঁহার রচিত 'সঙ্গীততরঙ্গে'র কথা অনেকের অবিদিত নাই। প্যারীচাঁদ মিত্রের পিতা রামনারায়ণ মিত্র 'সঙ্গীততরঙ্গ'-রচনায় রাধামোহনকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।*

কাশীপ্রসাদ ঘোষ রাধামোহন সেনের রচনার এক জন পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি (?) সংখ্যা 'লিটারারি গেজেট' পত্রে "On Bengali Works and Writers" প্রবন্ধে লেখেন, "কলিকাতার যোড়াসাঁকোর শ্রীযুত রাধামোহন সেন বাঙ্গলা ভাষায় কাব্যরচনার বিষয়ে স্বদেশীয় লোকের মধ্যে অতিপ্রসিদ্ধ।" তিনি রাধামোহন সেনের কয়েকটি সঙ্গীত ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। একটি এইরূপ :—

"বিরহ-অনলে ভস্ম হ'লো ত ভস্মের রাশি।
তাই আরাধনা রূপে সমীরণে সম্ভাষি।
যদি বায়ু সখা হয়্যা, এ ভস্ম কিঞ্চিৎ লয়্যা,
দেয় শ্যামের শরীরে এই মনে অভিলাষী।"

* শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ 'কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র' পুস্তকের ১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—"তিনি [রামনারায়ণ মিত্র] রামমোহন রায়ের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং ধর্ম্মপুস্তকের ও ধর্ম্মসঙ্গীতের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। ইনিই রাধামোহন সেনের সাহায্যে 'সঙ্গীততরঙ্গ' নামক উৎকৃষ্ট সঙ্গীত-বিজ্ঞান গ্রন্থ প্রকাশ করেন।"

A heap of ashes soon will be,
    my frame by love's cremation,
Wherefore upon the gale I call,
    by way of invocation.
That may it prove a friend to me
    and some of the ashes bearing
Scatter it o'er my loved-one's form.
This wish my heart's declaring.*

রাধামোহনের পুত্র ভোলানাথ সেনেরও সে-যুগে সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতি ছিল। ১৬ মে ১৮৩১ তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লেখেন :—

এতন্নগরের বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট নিবাসি শ্রীরাধামোহন সেনের পুত্র শ্রীযুত ভোলানাথ সেন যিনি শ্রীযুত দেওয়ান দ্বারিকানাথ ঠাকুরের অধীনতায় বিষয় কর্ম্ম করেন ঐ সেনজ বঙ্গদূত নামক বাঙ্গালা সমাচার পত্রের প্রকাশক হইয়াছেন প্রায় এক বৎসরাধিক হইবেক এবং তিনি রিফার্মর নামক এক ইংরাজী সমাচার পত্র প্রকাশ করিতেছেন প্রায় মাস ত্রয়াধিক হইবেক…।

গ্রন্থাবলী

রাধামোহন যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, প্রকাশকাল-অনুযায়ী সেগুলির একটি তালিকা দেওয়া হইল :—

১। **সঙ্গীততরঙ্গ**। ইং ১৮১৮ (২৫ আষাঢ় ১২২৫)। পৃ. ২৭৬।

সঙ্গীততরঙ্গ। তাহাতে। শ্রী রাধামোহন সেন দাস। কৃত।—কলিকাতার বাঙ্গালি। প্রেসে। বাঙ্গলা অক্ষরে। ছাপা হইল। সন ১২২৫। ১৭৪০ শক।

*'বঙ্গভাষার লেখক', পৃ. ৪৬৬।

ইহাতে রামচাঁদ রায়ের খোদিত ছয়খানি রাগ-রাগিণীর লাইন-এনগ্রেভিং আছে।

'সঙ্গীততরঙ্গে' শতাধিক সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কবিতায় প্রত্যেক রাগ-রাগিণীর রূপ-বর্ণনাও আছে। গ্রন্থকার "ভূমিকা"য় লিখিতেছেন :—

সঙ্গীত বিস্তার বহুতর গ্রন্থ হয়।
তাবতের ভাষা করা যুক্তিমত নয়।
অতএব কত গুলি গ্রন্থকে ভাঙ্গিয়া।
প্রকাশ করিব আমি নানা ভাষা দিয়া।
সংস্কৃত আদি তাতে যেসব বচন।
গদ্য পদ্য রূপে তাহা করিব রচন।
সোমেশ্বর মত আদি যত মত আছে।
শ্রেণিমত না রচিব রচিব আগে পাছে।
হিন্দুস্থান অবধি করিয়া নানা দেশ।
কলিকাতা পর্য্যন্ত যে বাঙ্গালার শেষ।
হিন্দুস্থানি লোক কি বাঙ্গালি লোক যত।
সকলের অতি গ্রাহ্য হনুমান মত।
তত্রাপি রচিব আমি এরূপ নিয়মে।
নাদ পুরাণের মত প্রকাশ প্রথমে।
মধ্যে মধ্যে অন্য অন্য মত প্রকাশিব।
সর্ব্বশেষে হনুমান মত বিরচিব।
গ্রন্থসাগরে কবিতা সলিল কল্পিত।
নানা মত নদ নদী তাহাতে মিলিত।
ভাব রস ছন্দ অলঙ্কার আদি যত।
জলজন্তু জলচর পক্ষিগণ মত।
গায়্যা রাগ বাদ্য রূপ পবনের সঙ্গ।
সঙ্গীত নামেতে তায় উঠিল তরঙ্গ।
বুদ্ধিরূপ ক্ষুদ্র তরি তাহাতে ডুবিল।
জ্ঞান সমারূঢ় ছিল ভাসিতে লাগিল।
উদ্ধার কারণে মন উপায় করিল।
পয়ার ছন্দের সূত্রে তাহাকে বান্ধিল।
ভাষা পুস্তি রূপ তটে টানিয়া তুলিল।
সঙ্গীত তরঙ্গ নাম তদর্থে হইল।

(পৃ. ২-৩)

'সঙ্গীততরঙ্গ' হইতে আরও দু-একটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি :

ভৈরব রাগের ধ্যান ও ধারা। ১।

ভয়রোঁ আদি রাগ শিবের বেশ।
শিব অবয়ব গুণে বিশেষ।
ভুজঙ্গ নির্ম্মিত শিরেতে জটা।
জটায় বেড়িয়া ভুজঙ্গ ঘটা।

হিল্লোল কল্লোল তরঙ্গবায়।
ঝরঝর গঙ্গা ঝরিছে তায়॥
ভাল শোভা হরিতাল তিলকে।
সুধাংশুকলা কপালফলকে॥
আসন বসন বাঘের ছালা।
দলমল দোলে মুণ্ডের মালা॥
কোটি শশধর জিনিয়া কায়।
তাহাতে বিভূতি কলঙ্ক প্রায়॥
বৃষভ বাহন করে ত্রিশূল।
অক্ষির ভাব ঢুলু ঢুলু ঢুল॥
সম্পূরণ ভাবে বেড়ান ফিরি।
ধৈবত গান্ধার হুরেতে গিরি॥
রিখভ সম্বাদি গান্ধার বাদি।
খরজ তাহাতে হবে অম্বাদি॥
ছয় দণ্ড নিশি থাকিতে গাবে।
অরুণ উদয়ে সকধা পাবে॥

'সঙ্গীততরঙ্গ' ১২৫৬ সালে গ্রন্থকারের পৌত্র "শ্রীআদিনাথ সেন দাসের অনুমত্যনুসারে পুন সংশোধনপূর্ব্বক মুদ্রিত" হয়। এই সংস্করণের সহিত ১ম সংস্করণের পুস্তকের অনেক স্থলে পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় ১৩১০ সালের শ্রাবণ মাসে ১ম সংস্করণের 'সঙ্গীততরঙ্গ' পুনর্মুদ্রিত করেন। "তবে ১২৫৬ সালের গ্রন্থে যে-যে স্থলে অত্যাবশ্যক অতিরিক্ত পাঠ" আছে, তাহা পাদটীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

২। **বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিণী**। ইং ১৮২৬। পৃ. ১০০।

> অথ বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিণী সংস্কৃত গ্রন্থ এবং তদনুযায়ীক ভাষা বিরচিত পদ্য শ্রীরাধামোহন সেন দাস কর্ত্তৃক কলিকাতার শ্রীবিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় মুদ্রাঙ্কিত হইল ১২৩২

রাধামোহন গুপ্তপল্লী-নিবাসী চিরঞ্জীব শর্ম্মা-রচিত 'বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিণী' পয়ারে অনুবাদ করেন। ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন হইতে পুস্তকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যাইবে :—

> বিজ্ঞাপন।—...বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী সংস্কৃত গ্রন্থ এবং তদনুযায়ি ভাষা বিরচিত পদ্য শ্রীযুত রাধামোহন সেনকৃত...মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে বৈষ্ণব শৈব শাক্ত হরিহরাদ্বৈতবাদী নৈয়ায়িক মীমাংসক বৈদান্তিক

পৌরাণিক আলঙ্কারিক সাংখ্য পাতঞ্জলিকপ্রভৃতির সভায় আগমন এবং ব্রহ্ম নিরূপণার্থে তাঁহাবদিগের বিচার এবং তাহার মীমাংসা ইত্যাদি আছে।...মূল্য ২ দুই টাকা নিরূপিত হইয়াছে।

রচনার নিদর্শন-হিসাবে 'বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিণী' হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

অত্রান্তরে কৃষ্ণোপাসকঃ। রাধাদিগোপীজনদৃকচকোরনিপীয়মানানন-পূর্ণচন্দ্রাৎ। বংশীনিনাদার্জিতজীবতৃষ্ণাৎ কৃষ্ণাৎ পরঃ কঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। ৫৬।

অস্য ভাষা।

পয়ার।

শ্রীকৃষ্ণের উপাসক কহেন তখন।
অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র প্রভুর বদন।
শ্রীরাধিকা আদি করি-এত গোপীগণ।
চকোর সমান সেই সবার নয়ন।
লাবণ্য সুধার আশে পক্ষ ভরে রয়।
অর্থাৎ স্থিরতা ভাবে অনিমেক হয়।
অথবা বরণছটা দলিত অঞ্জন।
কিম্বা জলধরঘটা করিয়া গঞ্জন।
নৃত্য করিতেছে দুটি নয়নখঞ্জন।
গোপিকাগণের মন করেন রঞ্জন।
বংশীরবে মেঘনাদ শুনিয়া মধুর।
গোপিকার শ্রবণচাতক তৃষ্ণাতুর।
জগতের মনোহর শ্রীমধুসূদন।
তাঁর তুল্য শ্রেষ্ঠ আর আছে কোন জন। ৫৬।

৩। অন্নপূর্ণা মঙ্গল। ইং ১৮৩৩।

শ্রীহরিঃ। শরণং। অন্নপূর্ণা মঙ্গল গৌড়ীয় ভাষা ভাষিত পুস্তক মহাকবি শ্রীল শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্ররায় গুণাকর কর্তৃক রচিত অনুলিপি হেতুক বহুবিধ অশুদ্ধ সম্প্রতি সংশোধিত হইয়া কলিকাতা নগরে বঙ্গদূত যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। শকাব্দাঃ ১৭৫৫, সম্বত ১৮৯০ বাং ১২৪০ ইং ১৮৩৩

ভারতচন্দ্রের রচনায় যে-যে স্থল অবাচক বা ত্রুটিপূর্ণ মনে হইয়াছে, গ্রন্থকার সেই সেই স্থলে টীকাকারে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

। ব্যতিক্রম বিষয়ক ।

ক্রম দোষ হয় অন্নদার বন্দনায় ।
ছন্দোভঙ্গ পদ রাজ সভা বর্ণনায় ।
অনুলিপি যাহাতে অশুদ্ধ ঘটিয়াছে ।
স্থানে স্থানে অনেক শোধিত হইয়াছে ।
কোন কোন স্থানে ব্যতিক্রম সম্ভাবনা ।
পরিবর্ত্তে তথা তথা নূতন রচনা ।
কোতাও বা তুল্য পদ রহিল বিনাশ ।
তদধঃ শোধিত পত্র পাইল প্রকাশ ।
নানা স্থানে অগৌরব বচন বিন্যাস ।
মধ্যে মধ্যে তার বিনিময় উপন্যাস ।
দুরূপ উপবনে তাররূপ গাছে ।
ক্বচিত বা দুষ্টমাযা ফল ফলিয়াছে ।

আনুপূর্ব্বী যদিস্যাত্ করেন শীলন ।
বহুপদে দেখিবেন আছে কুমিলন ।
অর্থাতেকাক্ষরি মিল ভাষাপক্ষে হেয় ।
অক্ত অক্ত বিষয়ে সাধারু উপমেয় ।
প্রচলিত অক্ষর মিল বুঝিবা সত্তম ।
স্বরে স্বরে হলে হলে মিলন উত্তম ।
কথিত বিবিধ শব্দ ব্যাপ্ত অগণন ।
হয় নয় পরীক্ষা করিবা সুধীজন ।
উক্ত তাবতের পত্র পংক্তি অঙ্কগণ ।
নাহি লিখিলাম অতি বাহুল্য কারণ ।
শ্রীরাধা মোহন সেন করয়ে প্রার্থনা ।
অত্র প্রমাণেতে করিবেন বিবেচনা ।

৪ । **রসসার সঙ্গীত** । ইং ১৮৩৯ । পৃ. ৭৭ ।

শ্রীহরিঃ । শরণং । বিচক্ষণাগ্রগণ্যসংকবীন্দ্র ৺ রাধামোহন সেনস্য মহাশয় রচিত রসসার সঙ্গীত বঙ্গদূত যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল শকাব্দাঃ ১৭৬০ ১২৪৫ সাল ইং ১৮৩৯ সাল

ইহার ১ম পৃষ্ঠা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

। আলাহিয়া অথবা আলায়্যা রাগিণী ।

। আড়া তেতালা ।

আমি আমিই কি সেই আমি আমি বুঝিতে নারি । ধ্রু° ।

তুমি তুমিই তাই বলি, অথবা ভিন্ন কি ।

তার আকার অবয়ব, দেখি এ শরীরে সব ।

তুমি আমাকে কি দেখ, পুরুষ কি নারী । ১ ।

সে যদি হইয়া থাকি, শরীর গোপনে রাখি, মনে

কোথায় দেখি তায়, মনঃ হয়ে ভাবি । ২ ।

ব্রজমোহন মজুমদার

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিয়া এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হন। কলিকাতায় অবস্থানকালে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারকার্য্যে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে। এই উদ্দেশ্যে তিনি "আত্মীয় সভা" নামে একটি সভার সূচনা করেন ; এই সভায় ব্রহ্মসম্বন্ধীয় আলোচনা, বেদপাঠ ও ব্রহ্মসঙ্গীত হইত। সভার নির্ব্বাহকারী ছিলেন বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ধর্ম্মসংস্কারকার্য্যে এক দল বন্ধু ও শিষ্য তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

ব্রজমোহন মজুমদার রামমোহন রায়ের এইরূপ এক জন বন্ধু ও শিষ্য। মজুমদার-গৃহে একবার আত্মীয় সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনের বিবরণ ২২ মে ১৮১৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হয়। বিবরণটি এইরূপ :—

> বেদান্ত মত।—৯ মে রবিবার শ্রীযুত রাধাচরণ মজুমদারের পুত্র শ্রীকৃষ্ণমোহন ও শ্রীব্রজমোহন মজুমদারের ঘরে শ্রীযুত রামমোহন রায় প্রভৃতি সকল বৈদান্তিকেরা একত্র হইলেন এবং পরস্পর আপনারদের মতের বিবেচনা করিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে সেই সভাতে জাতির প্রতি বিধি কিম্বা নিষেধ বিষয়ে বিচার হইল ও খাদ্যের প্রতি যে নিষেধ আছে তাহারও বিষয়ে বিচার হইল। এবং যুবতি স্ত্রীর স্বামি মরণানন্তর সহমরণ না করিয়া কেবল ব্রহ্মচর্য্যে কাল ক্ষেপ কর্ত্তব্য এই বিষয়েও অনেক বিবেচনা হইল এবং বৈদিক কর্ম্মের বিষয়ে বিচার হইল সেই সময়ে বেদের

উপনিষদহইতে আপনারদের মতানুযারি বাক্য পড়া গেল ও তাহার অর্থ করা গেল ও তাঁহারা বেদান্তের মতানুসারে গীত গাইলেন।

ব্রজমোহনের ভ্রাতা কৃষ্ণমোহনও রামমোহনের এক জন ভক্ত ছিলেন। তিনি আত্মীয় সভা বা ব্রহ্মসভার জন্য কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন; এগুলি রামমোহন-প্রকাশিত 'ব্রহ্মসঙ্গীতে' স্থান পাইয়াছে। কৃষ্ণমোহনের একটি সঙ্গীত এইরূপ :—

তুমি কার, কে তোমার কারে বল হে আপন।
মহামায়া নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন।
রজ্জুতে হয় যেমন, ভ্রমে অহি দরশন।
প্রপঞ্চ জগত মিথ্যা সত্য নিরঞ্জন।
নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে সুখে,
প্রভাত হইলে দশ দিগেতে গমন।
তেমনি জানিবে সব, অমাত্য বন্ধু বান্ধব,
সময়ে পলাবে তারা, কে করে বারণ।
কোথা কুসুম চন্দন, মণিময় আভরণ,
কোথা বা রহিবে তব প্রাণ প্রিয়জন।
ধন যৌবন গুমান, কোথা রবে অভিমান,
যখন করিবে গ্রাস নিঠুর শমন। ৮২।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রজমোহন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন; ইহার নাম—'ব্রাহ্ম পৌত্তলিক সম্বাদ'।* অনেকে ভুল

* কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির ৩য় বার্ষিক (ইং ১৮১৯-২০) কার্য্যবিবরণের ৫ম পরিশিষ্টে দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত বাংলা পুস্তকের যে তালিকা আছে, তাহাতে প্রকাশ :—

করিয়া পুস্তকখানির নাম 'পৌত্তলিক মুখচপেটিকা' বলিয়া আসিতেছেন। ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যায় এই পুস্তক সম্বন্ধে একটি আলোচনা প্রকাশ করেন, তাহার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

> Art. IV.—Strictures on the Present System of Hindoo Polytheism, a work in the Bengalee language, by Brujo-mohun. 8vo. pp. 84 No title page,—no printer's name or date affixed.
>
> ...Of its author we have been able to discover no trace beyond his name, with which he has modestly furnished us in the last line of the book. The work, however, bears internal marks of being purely native...(p. 249.)

এই পুস্তকখানি ইংরেজীতেও *A Tract Against the Prevailing System of Idolatry* নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পৃ. সংখ্যা ৬৮; পুস্তকের কোন ভূমিকা বা আখ্যা-পত্র নাই, কেবল শেষে রচনাকাল ও গ্রন্থকারের নাম এইরূপ দেওয়া আছে :—

> In the year 1742, the 7th of Joisthya according to the Hindoo chronology, or the 19th of May 1820, according to the Christian Era.
>
> IAM DEBASHYA.

৩৩. *[illegible]*, Conference between a True Believer and [illegible]. Birjomohon Mozoomdar.

পাদরি লঙের বাঙ্গালা-পুস্তকের তালিকাতেও এই নামই আছে, তবে তিনি ইহার গ্রন্থকার-রূপে ব্রজমোহন [illegible] নামোল্লেখ করিয়াছেন। ব্রজমোহনের পক্ষে এই পুস্তকের গ্রন্থকার হওয়াও বিচিত্র নহে; কারণ, তিনি তাঁহার অনেক রচনা [illegible] [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন; [illegible] 'পৌত্তলিক প্রবোধ-প্রণেতা' [illegible] [illegible] [illegible] করে।

এই পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

A TRACT
AGAINST

The Idolatry commonly practised by the Hindoos.

I WOULD ask those Pundits, together with their followers, who are averse to the worship of the supreme God*, and devoted to the service of images: Why do you make yourselves the laughing-stock of all sensible men, by considering miserable images which are devoid of sense, motion and the power of speech, as the omniscient, omnipresent and almighty God? And why do you expose yourselves to the scorn and contempt of all the world, by considering such absurd practices, as playing with the fingers on the mouth, beating one's sides, snapping the fingers and stamping with the foot on the ground, further clapping with the hands and singing exceedingly obscene and abominable songs, and finally bending and moving the body in various disgusting ways, as spiritual worship?

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল ব্রজমোহনের মৃত্যু হয়। ইহার অব্যবহিত পরে Deocar Schmid নামে এক জন পাদরি ব্রজমোহনের পুস্তকখানির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে মাসিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' (জুন ১৮২১, পৃ. ১৯২) লিখিয়াছিলেন :—

DEATH OF BRUJA-MOHUNA.—We are deeply concerned to state, that Bruja-mohuna the Author of that excellent treatise against Idolatry lately reviewed by us, died about two months ago. This information we obtain from the preface to a Translation of this valuable work, by our esteemed friend the Rev. Deocar Smith, which we lay before our readers in his own words.

* Which according to the theology of the Hindoos is incompatible with the use of images.

"Brujo-mohun's father was a person of respectability, and was once employed as Dewan by Mr. Middleton, one of the late Residents at the court of Lucknow. Bruja-mohuna was a good Bengalee scholar, and had some knowledge of Sungskrita. He had made considerable progress in the study of the English language, and was also well versed in Astronomy; and at the time of his death was engaged in translating Ferguson's Astronomy into Bengalee for the School Book Society.* He was a follower of the Vedanta doctrine, in so far as to believe God to be a pure spirit; but he denied that the human soul was an emanation from God: and he admired very much the morality of the New Testament. Being suddenly taken ill of a billious fever on the 6th of April last, he begged his friend Ram-mohuna-raya to procure him the aid of a European physician, which request was immediately complied with; but it was too late:—the medicine administered did not produce the desired effect, and he died the very same night, aged thirty-seven years."†

---

* কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক (ইং ১৮১৮-১৯) রিপোর্টের ৪৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশ :—

> Birjoomohan-Mojoomdar and the Brothers Palit, three Hindoos who had claimed and obtained the patronage of the Society for their translation into *Bengalee* of *Ferguson's* Introduction to *Astronomy*, state in a recent letter to the Hindoo Native Secretary of this Institution that the translation has been completed, and 96 pages printed.

সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক (ইং ১৮১৯-২০) রিপোর্টের শেষে যে আয়-ব্যয়ের হিসাব আছে, তাহার ব্যয়-বিভাগের একটি দফা এইরূপ :—

> Birjoomohun Mojoomdar and Palits for 90 pp. of Ferguson's Astron. translated, etc...168-0-0

† ব্রজমোহনের এই পরিচয়টুকু রামমোহনের নিকট হইতে প্রাপ্ত। অনুবাদক পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—"Rammohun Roy, his intimate friend, has communicated to the translator the following particulars concerning him—"

ব্রজমোহনের পুস্তকখানি পাদরি ডবলিউ মর্টনও অনুবাদ করিয়া ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশ করেন। এই সঙ্গে তিনি মূল বাংলা পুস্তকখানিও পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহার আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

ওঁ তৎসৎ। অর্থাৎ শ্রীযুত ব্রজমোহন দেবকর্ত্তৃক বিরচিত। তথ্যপ্রকাশ। পুনর্ব্বার শুদ্ধীকরণ পূর্ব্বক টীকা সহিত মুদ্রাঙ্কণ করা গেল।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রজমোহনের পুস্তকখানি ‘পৌত্তলিক প্রবোধ’ নামে প্রকাশ করেন। ব্রজমোহনের প্রথম সংস্করণের পুস্তক হস্তগত না হওয়ায়, রচনার নিদর্শন-স্বরূপ ‘পৌত্তলিক প্রবোধ’ হইতে কিছু উদ্ধৃত হইল :—

প্রাজ্ঞ—চেতনরহিত স্পন্দনরহিত বাক্যরহিত এরূপ যে অত্যন্ত জড় পুত্তলিকা তাহাকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া তাবৎ প্রাজ্ঞ লোকের নিকট কেন আপনাকে হাস্যাস্পদ কর, আর বিজাতীয় মুখবাদ্য করবাদ্য অঙ্গুলিধ্বনি ও ভূমিতে পদাঘাত আর করতালী এবং অত্যন্ত নিন্দিত ও অশ্রাব্য গীত আর নানা কুৎসিত অঙ্গ ভঙ্গীকে পরমার্থ সাধন জানিয়া তাবৎ মনুষ্যের ব্যঙ্গ বিদ্রূপের আলয় কেন হইতেছ। (পৃ. ১)

পৌত্তলিক—আমরা পুত্তলিকার আরাধনা করি না কিন্তু এ সকল পুত্তলিকা বিশেষ বিশেষ দেবতার প্রতিমূর্ত্তি হয়েন, ঐ সকল দেবতা জন্ম মরণ রহিত নিত্য সর্ব্বজ্ঞ পরব্রহ্ম হয়েন, ইঁহার দ্বারা দেবতাদিগের আরাধনা করিয়া থাকি।

প্রাজ্ঞ—জিজ্ঞাসা করি ঐ বিশেষ বিশেষ দেবতারা সকলেই পরব্রহ্ম হয়েন কি তাঁহারদিগের মধ্যে এক জনকে পরব্রহ্ম কহ, ইহার উভয়ই অসম্ভব হয়, যে হেতু সকলকে পৃথক্ পৃথক্ পরব্রহ্ম মানিলে বেদ বাক্য অপ্রমাণ হয়, যেহেতু বেদে সর্ব্বত্র এক ব্রহ্ম কহেন, এবং অনেক ব্রহ্ম

ব্রহ্ম কহিলে যুক্তিবিরুদ্ধ হয়, যে হেতু ঐ পাঁচ জন কি দশ জন স্বতন্ত্র ব্রহ্ম যদি হয়েন তবে সকলের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের শক্তি এবং অন্ত সর্ব্ব শক্তি তাঁহাদের মানিতে হইবেক, কেননা যাহার সর্ব্ব শক্তি নাই তাহাকে ব্রহ্ম বলা যায় না, এরূপে এক সর্ব্ব শক্তি বিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে যদি সৃষ্টি প্রভৃতি জগতের তাবৎ কার্য্য নির্ব্বাহ হইল তবে অন্ত সকল ব্রহ্ম সম্যক্ প্রকারে অপ্রয়োজন হইলেন, অতএব প্রত্যেক ঐ সকল দেবতাকে স্বতন্ত্র পরব্রহ্ম কহিতে পারিবে না, আর তাঁহারদিগের মধ্যে কেবল একেকেও ব্রহ্ম কহা শাস্ত্র এবং যুক্তি বিরুদ্ধ হয় যেহেতু যেমন ঐ এককে কল্পনা করিয়া পুরাণাদিতে ব্রহ্ম কহিয়াছেন, সেই রূপ অন্ত অন্তকেও স্থানান্তরে কল্পনা করিয়া ব্রহ্ম কহেন, অতএব কল্পনাকে এক স্থানে সত্য জ্ঞান করা অন্ত স্থানে সত্য জ্ঞান না করা এ সর্ব্বথা অসিদ্ধ হয়।

পৌত্তলিক—তাঁহারা সকলে পৃথক্ পৃথক্ নহেন, বস্তুত এক কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ শরীরে দৃষ্ট হয়েন। (পৃ. ৯-১০)

পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে লিখিত বলিয়া ব্রজমোহনের পুস্তকখানি সে-যুগে মিশনরী-মহলে অতিরিক্ত প্রশংসালাভ করিয়াছিল। জে. সি. মার্শম্যান লিখিয়াছেন :—

...a pamphlet appeared in Calcutta in the Bengalee language, which created an extraordinary sensation in Hindoo society. It was compiled by Brujumohun, a learned Brahmin, who placed his name in the last line of the book,...The style of the work was idiomatic and attractive, combining great simplicity and ease with great vigour and strength; but its chief power lay in the pungency of its satire. Brujumohun was well versed in the shasters, and quoted them with great efficacy against the popular superstition. He was familiar with the mental habits, thoughts, and feelings of his countrymen, and was enabled to address them with great effect. Seldom has the system of Hindoo idolatry been subject to so severe and irritating an exposure. From the elegance of its diction, the pamphlet may be considered as one of the most valuable of vernacular classics.—J. C. Marshman : *The Life and Times of Carey, Marshman and Ward* ([illegible]), ii. [illegible].

নীলরত্ন হালদার

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যে-সকল বাঙালী লেখক ও পণ্ডিতের যথেষ্ট খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল অথচ বর্ত্তমান কালে যাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছেন, নীলরত্ন হালদার তাঁহাদের এক জন। সে-যুগে সাময়িক-পত্র পরিচালনায় ইনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত 'বঙ্গদূত' নামক সাপ্তাহিক পত্র সমসাময়িক বিদ্বজ্জন-সমাজে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিল। সঙ্গীত-রচনাতেও তাঁহার বিশেষ হাত ছিল। নীলরত্ন হালদারের পরিচয় মোটামুটি সংবাদ-পত্র পরিচালন ও সঙ্গীত-রচনাবিষয়ক হইলেও বাংলা-সাহিত্যের গঠনেও তাঁহার কিছু দান আছে। অর্থাৎ উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে সাহিত্য-সাধকদের মধ্যে তিনি এক জন। তাঁহার রচিত ও প্রকাশিত পুস্তক-গুলির তালিকা দেখিলেই এ বিষয়ে যে-কেহ নিঃসন্দেহ হইবেন। এমন এক দিন ছিল, যখন নীলরত্নের 'কবিতা রত্নাকর' ও 'বহুদর্শন' বাংলা দেশের শিক্ষার্থী মাত্রকেই পাঠ করিতে হইত। নীলরত্নের এই পরিচয় মোটেই সম্পূর্ণ নয়, তবে যতটুকু সংগ্রহ করা গেল, ভবিষ্যৎ জীবনীকারের জন্য ততটুকুই এই চরিতমালায় লিপিবদ্ধ করিয়া বাঁধিলাম।

রাজনারায়ণ বসু তাঁহার 'সেকাল আর একাল' পুস্তকে (২য় সং, পৃ. ৬৭-৮) নীলরত্ন হালদারের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন :—

> বাবু নীলরত্ন হালদার বঙ্গদূতে সম্পাদক ছিলেন। ইনি নানা ভাষায় পণ্ডিত ও সুকবি ও সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন, এবং অতি

সুপুরুষ ছিলেন। ইনি চুঁচুড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ বাবু, বাবু নীলমণি হালদার মহাশয়ের পুত্র। তৎকালে তাঁহার পিতার ন্যায় কেহ বাবু ছিল না। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের পর টরেন্স সাহেবের আমলে নীলরত্ন বাবু সল্ট বোর্ডের দেওয়ান ছিলেন।

৭ আগস্ট ১৮৩৭ তারিখে নীলরত্নের পিতা নীলমণি হালদারের মৃত্যু হয়। তিনি ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে একটি মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া পুস্তক-মুদ্রণ কার্য্যের প্রসারকল্পে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

সংবাদপত্র-পরিচালনা

সাংবাদিক হিসাবে নীলরত্ন হালদারের বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। তিনি 'বঙ্গদূত' নামে সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদন করিতেন। 'বঙ্গদূতে'র ইতিহাস এইরূপ :—

ইংরেজী, বাংলা, ফার্সী ও নাগরী—এই চারি ভাষায় 'বেঙ্গল হেরল্ড' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় প্রকাশ করিবার জন্য ৭ নং বাঁশতলা গলির সার্জন আর. মন্টগোমারি মার্টিনকে ৫ মে ১৮২৯ তারিখে সরকার লাইসেন্স মঞ্জুর করেন। 'বেঙ্গল হেরল্ড' কেবল ইংরেজীতেই প্রকাশিত হইত; ইহার "সহচর" ছিল 'বঙ্গদূত'। 'বঙ্গদূতে'র প্রথম সংখ্যার তারিখ ৯ মে ১৮২৯ (শনিবার)। 'বেঙ্গল হেরল্ড' পত্রের প্রথম সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় উহার অনুষ্ঠান-পত্র মুদ্রিত হইয়াছে; তাহাতে 'বঙ্গদূত' সম্বন্ধে নিম্নাংশ পাওয়া যায় :—

> **Prospectus of the *Bengal Herald*....**
>
> A Native paper to be printed in the Bengalee, Persian and Nagree character, will be subjoined, but distinct, and under the superintendence of the most talented Hindoos; translations from whose contributions will be occasionally made.

The English portion of the *Herald* will contain *Sixteen Pages*, royal quarto, and the *Native Eight*, which will admit of separate subscription, the former at the rate of *Two* rupees and the latter *One*, monthly.

To be printed and Published every Saturday night, for the Proprietors.

R. M. Martin,
Dwarkanath Tagore,
Prussunna Comar Tagore,
Rammohun Roy,
Neel Rutton Holdar, and
Rajkissen Sing.

'বঙ্গদূত' পত্রের শিরোভাগে এই কবিতাটি শোভা পাইত :—

সংগোপনেরবিবৃত্তিং প্রবদন্তি দূতাঃ সর্বে ন তত্র সুজনা হিতমত্যুপেতাঃ।
কিন্ত্বাখিলার্থকলনাবহদেশদূতপ্রজ্ঞাময়ং বিতনুতে খলু বঙ্গদূতং ।
অন্য অন্য দূতগণ, সামান্য যে বিবরণ, সেইমাত্র কহে সংগোপনে।
তাহাতে সচরাচরে, তত্ত্ব না জানিতে পারে, মূঢ় রহে মর্ম অন্বেষণে।
অতএব সাধারণ, সর্বজন প্রয়োজন, স্বদেশ বিদেশ সমুদ্ভূত।
সমাচার সমুচ্চয়, প্রকাশ করিয়া কয়, হিতকারী এই বঙ্গদূত।

অবকাশের অভাবে কিছু দিন পরে নীলরত্ন হালদার 'বঙ্গদূতে'র সম্পাদকীয় কার্য্য হইতে অবসর লইতে বাধ্য হইলে, 'সঙ্গীততরঙ্গ'-রচয়িতা রাধামোহন সেনের পুত্র ভোলানাথ সেন ইহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন।* ইহার জন্য তাঁহাকে ১৩ এপ্রিল ১৮৩০ তারিখে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হইয়াছিল।

---

* সমসাময়িক 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্র এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—"প্রথমতঃ সন ১২৩৬ সালে বঙ্গদূত শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদার মহাশয় তাহার প্রকাশক হইয়াছিলেন কিন্তু শেষ রক্ষা হইল না যেহেতুক সুপ্রিম কোর্টে জামিনের দায়ে দোষী হইবার আশঙ্কা করিতেছিলেন শেষে সমীপবর্তী হইতে আদেশ হয় তাহাতেই ত্যক্ত হইয়া ত্যাগ করিলেন শ্রীযুত ভোলানাথ সেন সম্প্রতি বিলক্ষণরূপে মহানন্দে রত হইয়া বঙ্গদূতের এডিটর নাম প্রকাশ করিলেন শেষে তব দুরদৃষ্ট কারণ হিন্দুস্থানে ত্যক্ত হইলেন…।"—[illegible] জানুয়ারি [illegible] তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ 'বঙ্গদূত' হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

গৌড়দেশের শ্রীবৃদ্ধি।—গত কএক বৎসরের মধ্যে কলিকাতার ও গৌড় রাজ্যের সর্ব্বত্র অনেক ধন বৃদ্ধি হইয়াছে ইহার কোন সন্দেহ নাই অতএব কি কারণে বৃদ্ধি হয় তাহার অনুসন্ধান করা আমারদিগের সুতরাং আবশ্যক, অতএব লিখিতেছি এই দেশের পূর্ব্বাপেক্ষা যে এক্ষণে অবস্থান্তর হইয়াছে ইহার কারণ এই যে পূর্ব্বাপেক্ষা ভূম্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ এ দেশে অবাধে বাণিজ্য ব্যবসায় চলিতেছে, বিশেষতঃ অনেক য়োরোপীয় মহাশয়েরদিগের সমাগম হইয়াছে, অতএব এই ত্রিবিধ কারণকে দৃঢ়ীভূত করণার্থে নানা প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু যেহেতুক ঐ সকল কারণ সকলেই প্রত্যক্ষ অতএব তাহার ভূমিকার অপেক্ষা নাই যেহেতুক প্রত্যক্ষে কিং প্রমাণং। পূর্ব্ব ত্রিশ বৎসর যেসকল ভূমি ১৫ পোনের টাকা মূল্যে ক্রীত হইয়াছিল এক্ষণে ৩০০ তিন শত টাকা পর্য্যন্ত তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এবং এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দৃষ্ট, এমতে ভূম্যাদির মূল্য বৃদ্ধির দ্বারা সম্পন্ন হওয়াতে জনপদের পদ বৃদ্ধি হইয়াছে যেসকল লোক পূর্ব্বে কোন পদেই গণ্য ছিল না এক্ষণে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে এবং দিন দিন দীনের দীর্ঘতা হ্রস্বতাকে পাইয়া তাহারদিগের বান্তব দিন প্রকাশ পাইতেছে।

এই মধ্যবিত্তেরদিগের উদয়ের পূর্ব্বে সমুদয় ধন এতদ্দেশের অত্যল্প লোকের হস্তেই ছিল তাহারদিগের অধীন হইয়া অপর তাবৎ লোক থাকিত ইহাতে জনসমূহ সমূহ দুঃখে অর্থাৎ কায়িক ও মানসিক ক্লেশে ক্লেশিত থাকিত অতএব দেশব্যবহার ও ধর্ম্মশাসন অপেক্ষা ঐ পূর্ব্বোক্ত প্রকরণ এতদ্দেশে সুনীতি বর্ত্তনের মূলীভূত কারণ হইতেছে ও হইবেক। এই নূতন শ্রেণী হইতে যেসকল উপকার উৎপাত্ত তাহার সংখ্যা ব্যাখ্যাতিরিক্ত এবং ঐ অসংখ্যোপকার কেবল গৌড়দেশস্থ প্রজার প্রতিই

এমত নহে কিন্তু ইংগ্লণ্ডপতির এতদ্দেশীয় রাজ্যের সৌভাগ্য ও ধৈর্য্য প্রভৃতিও বটে। অতএব যেহেতুক লোকেরদিগের যখন এপ্রকার শ্রেণীবদ্ধ হইল তখন স্বাধীনতাও অদূরে সেই শ্রেণী প্রাপ্তা হইবেক। ইহার অধিক দৃষ্টান্ত কি দিব ইংগ্লণ্ডের পূর্ব্ববৃত্তান্ত দেখিলেই প্রত্যক্ষ হইবেক।—১৩ জুন ১৮২৯।

গীত রচনা

সঙ্গীতশাস্ত্রে নীলরত্ন হালদারের রীতিমত অধিকার ছিল। তিনি বহু গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। এখানে তাঁহার একটি গান উদ্ধৃত করিতেছি; এই গানটি রামমোহন রায়ের 'ব্রহ্মসঙ্গীতে' স্থান পাইয়াছে।—

অহে পথিক শুন, কোথায় কর গমন,
নিবাসে নিরাশ হয়ে প্রবাসে কেন ভ্রমণ।
যে দেখ ইন্দ্রিয় গ্রাম, এ নহে স্বকীয় ধাম,
আত্ম তত্ত্ব নিজ ধাম, কর তার অন্বেষণ।
পঞ্চ ভূতময় দেশে, ষড়্ ভূতের উপদেশে,
ভ্রম কেন অনুদ্দেশে, দেশে যেব কি কারণ। ১।

রচিত গ্রন্থ

লেখক-হিসাবে সে-যুগে নীলরত্নের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে যেগুলি আমার দেখিবার সুবিধা হইয়াছে বা যেগুলির উল্লেখ সাময়িক-পত্রে পাইয়াছি, নিম্নে সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম :—

১। **কবিতা রত্নাকর**। ইং ১৮২৫। পৃ. ৯৬।

এই পুস্তকের ২য় সংস্করণ (পৃ. ১৬৬) ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে মার্শম্যান সাহেব প্রবাদবাক্যগুলির ইংরেজী অনুবাদও সংযোজন করিয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকের আখ্যা-পত্রটি এইরূপ:—

> কবিতা রত্নাকর। অর্থাৎ বঙ্গের মধ্যে পণ্ডিতের ন্যায় বক্তৃতা ও সভ্যতা হওনের জন্য সুগম উপায় স্থির করিয়া যে সকল কবিতার এক ভাগ ভাষা কথার মধ্যে সর্ব্বদা সকলে প্রমাণ দিয়া থাকেন তাহার সম্পূর্ণ শ্লোক মূলগ্রন্থ পুরাণ ও স্মৃতি ও অন্যান্য ধর্ম্ম শাস্ত্র ও নীতি শাস্ত্র ও কাব্যশাস্ত্রাদিহইতে উদ্ধার করিয়া অপর যথাশ্রুত মহাজন পুরুষবাক্য ও সাধুবাক্য ও কবিবাক্যপ্রভৃতি উদ্ভট কবিতা একত্র করিয়া এবং তাহার অর্থ ও আনুষঙ্গিক ইতিহাস ও পরিহাস গৌড়ীয় ভাষায় রচনা করিয়া শ্রীনীলরত্ন শর্ম্মকর্ত্তৃক যাহা সংগৃহীত হয় তাহা ইঙ্গরেজী ভাষায় তরজমার সহিত দ্বিতীয়বার শ্রীরামপুরে মুদ্রাঙ্কিত হইল সন ১৮৩০

২। **জ্যোতিষ**। ইং ১৮২৫।

২৩ জুলাই ১৮২৫ তারিখে 'সমাচার দর্পণ' লেখেন:—

> …সম্প্রতি প্রাচীন জ্যোতিষ যামল ও কেরলী ও মধ্যোক্ত ও সর্ব্বার্থচিন্তামণিপ্রভৃতি গ্রন্থের সারোদ্ধার পূর্ব্বক জ্যোতিষের ফল ঐক্যের নিমিত্তে শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদার মহাশয় এক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন ঐ গ্রন্থ অতি আশ্চর্য্য ও অনেক লোকোপকারি হইয়াছে যেহেতুক এই সকল প্রাচীন গ্রন্থ ও তাহার সকর্ত্ত এদেশে প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল অতএব এই সংগ্রহগ্রন্থ হওয়াতে এ সকল গ্রন্থ ও তাহার সকর্ত্ত পুনঃপ্রকাশিত হইল তদ্দ্বারা লোকেরা অনায়াসে শুভাশুভ জানিতে পারিবেক এবং পরম্পরা সম্বন্ধে চিরকাল থাকিবেক।

৩। **পরমায়ুঃ প্রকাশ।** ইং ১৮২৬। পৃ. ৬৮।

এই পুস্তকের আখ্যাপত্রহীন দুই খণ্ড দেখিয়াছি। পুস্তকের গোড়ায়—"অথ নীলরত্নজ্যোতিঃ প্রথমাভায়াং প্রথম কিরণে। পরমায়ুঃ প্রকাশ।" এবং শেষে—"সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ শকাব্দাঃ ১৭৪৭। ১৯ মাঘ॥" লেখা আছে।

৪। **অদৃষ্ট প্রকাশ।** ইং ১৮২৬। পৃ. ৬৯।

এই পুস্তকের আখ্যাপত্রহীন এক খণ্ড দেখিয়াছি। পুস্তকের গোড়ায়—"অথ নীলরত্ন জ্যোতিঃ প্রথমাভায়াং দ্বিতীয় কিরণে। অদৃষ্ট প্রকাশ॥" এবং শেষে—"শকাব্দাঃ ১৭৪৭ ফাল্গুণী পূর্ণিমা। সমাপ্তোয়ং গ্রন্থ॥" লেখা আছে।

৫। **বহুদর্শন।** ইং ১৮২৬। পৃ. ১৪৭।

The Bohoodurson, or Various Spectacles, being *A Choice collection of Proverbs and Morals in the English, Latin, Bengalee, Sanscrit, Persian and Arabic languages.* Compiled By Neelrutna Haldar "A Proverb is the Child of Experience."

বহুদর্শন অর্থাৎ ইংরেজীয় ও লাটিনজাতীয় ও গৌড়ীয় ও সংস্কৃত ও পারস্য ও আরবীয় ভাষায় বহুবিধ দৃষ্টান্ত ও নীতিশিক্ষা। শ্রীনীলরত্ন হালদারকর্তৃক সংগৃহীত। Serampore. 1826.

"দর্পণের অনুষ্ঠান পত্রে" এই পুস্তক প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন:—

…বহুকালাবধি বঙ্গভাষায় বহুবিধ দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করণে বহুতর যত্ন ছিল যেহেতুক এক গ্রন্থে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে বহুদর্শী হওনের সম্ভাবনা হয় অতএব এই সংগ্রহ ভিন্নজাতীয় প্রসিদ্ধ বাক্য এবং শাস্ত্রোক্তির তাৎপর্য্য স্বজাতীয় শাস্ত্রোক্তি ও চলিতোক্তির সহিত ঐক্যাকাক্যতা ও সমতায় করিয়া

অর্থাৎ প্রথমতো ইংরাজী ও লাটিন ভাষার বিবিধ পুস্তকান্তর্গত চলিত দৃষ্টান্ত ও নীতিশিক্ষাবিষয়ক গদ্যপদ্য তদীয় বাক্যার্থ ভাবার্থ সাধুভাষায় প্রকাশপূর্ব্বক তত্তদুক্তির তাৎপর্য্য সংস্কৃত মূলের সহিত তুল্য মূল্য করিয়া এবং দ্বিতীয়তো পারস্য ভাষার বহুপ্রয়োজনীয় অথচ সমাজব্যবহৃত অশেষ বিশেষ গদ্যপদ্য ইংরাজী ও সংস্কৃত প্রমাণের সহিত সমতাপূর্ব্বক তাহার প্রত্যেকের যথার্থ অর্থ সাধু ভাষায় প্রকাশ করিয়া এবং তৃতীয়তঃ আরবীয় ভাষোক্ত বিবিধ দৃষ্টান্ত ও নীতিশিক্ষা পারস্য ও ইংরাজী ও সংস্কৃতের সহিত একতাৎপর্য্যক্রমে তত্তদুক্তির যথভাবার্থ পৃথক২ বর্ণন করিয়া কিঞ্চিৎ সংগ্রহ

৬। দম্পতী শিক্ষা। ইং ১৮৩৪ (বাং ১২৪০)।

এই পুস্তকে "সাংসারিক ব্যবস্থা নানা পুরাণাদিহইতে" সংগৃহীত হইয়াছে। পাদরি লং লিখিয়াছেন :—"In 1834 Nil Ratna Haldar published Dampati Shikha on the duties of husband and wife taken from the Shastras."

৭। সর্ব্বাম্নায়তরঙ্গিণী। ইং ১৮৫১ (বাং ১২৫৮)।

ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির বাংলা পুস্তক-তালিকায় (Vol. ii. Pt. IV, p. 211) নীলরত্ন হালদারের রচনা বলিয়া এই পুস্তকের উল্লেখ আছে। সাহিত্য-পরিষদে ইহার আখ্যা-পত্রহীন একখণ্ড আছে, তাহা হইতে "ভূমিকা"র কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল :—

...ইহাতে হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খ্রীষ্টান্ এই চারি জাতির স্ব স্ব ধর্ম্ম বিচার হেতু সর্ব্বদেশের ধর্ম্ম এক পরমেশ্বরোপাসনা, ইহাই শাস্ত্রোক্তি ও সদ্যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হইল। এবং অজ্ঞানতঃ এরূপ পরস্পর বিবাদ করিলে কোন ফল দর্শে না; অতএব স্বদেশীয় পরস্পর ঐক্য প্রতিজ্ঞা

করাতেই সকল কল্প কলে ও সদাচারো সিদ্ধ হয়, ইহাই বহুবিধ কুতর্কচ্ছেদ পূর্ব্বক নির্যাস করা গেল। গ্রন্থের প্রয়োজন কেবল সাধুজনের স্বধর্ম্মস্থাপন এবং পরকীয় ধর্ম্মে প্রবৃত্তি নিবারণ মাত্র। যেহেতুক ইদানী কলিকাতানগরে অনেকে অনেক প্রকার ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া, কোন্ ধর্ম্ম উত্তম কোন্ ধর্ম্ম অধম এই প্রকার সংশয়সন্দিহানচিত্ত ব্যক্তিসকল সর্ব্বশেষে সর্ব্বধর্ম্মত্যাগী হইয়া নাস্তিকপথাবলম্বন পূর্ব্বক "ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট" হইতেছেন। অতএব সকল ধর্ম্মের মর্ম্ম এক ঈশ্বরকে মান্য এবং তৎসৃষ্ট সর্ব্বজীবের প্রতি সমভাবে দয়া করা ইহাই পরিণামে উপদেশ করা গেল এবং তাহাতেই নাস্তিকতাও রহিত করা হইল।

বহুধর্ম্মের বাদানুবাদঘটিত বিচার রাজসভা ব্যতিরেকে বর্ণন করাতে সুশ্রাব্য হয় না। যেহেতু পূর্ব্বকালে গৌড়দেশের রাজসভায় নানা ধর্ম্মের বিচার হওয়াতে তদুপলক্ষে বিবাদার্ণবতরঙ্গিণী নামক এক গ্রন্থ হইয়াছিল। অতএব সেই দৃষ্টান্তে সম্প্রতি শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরেল বাহাদুরকে এতদ্দেশের রাজস্বরূপ নিশ্চয় করিয়া, রূপকালঙ্কারে সেই দরবারে সভা কল্পনা পূর্ব্বক হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টানের পরস্পর বিচার বর্ণন করিলাম। এবং রাজা প্রজার প্রতি সচরাচর অপক্ষপাতি, সকলের পক্ষে সপক্ষ কাহারো পক্ষে বিপক্ষ নহেন, সুতরাং সেই অভিপ্রায়ে রাজমন্ত্রী কর্ত্তৃক সর্ব্ব সাধারণের সারোপদেশ অবশেষে প্রকাশ করিলাম।... এতদ্দ্রূপে নির্ব্বংসর ধর্ম্মকথনপূর্ব্বক সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বির প্রতি স্ব স্ব ধর্ম্মে প্রবৃত্তি দেওয়াতে, সর্ব্বজনেরি আমোদ বিস্তার করা গেল, এজন্য এ গ্রন্থের নাম সর্ব্বামোদতরঙ্গিণী হইল।...কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাটী স্ট্রীট সন ১২৫৮ সাল।

৮। **শ্রীশ্রীমহাদেব স্তোত্রং।** ইং ১৮৫২। পৃ. ৩১।

বহির ভক্তি রস অর্থাৎ কবর্বাতার শ্রীপূর্ণানন্দ বিনির্মিতং শ্রীশ্রীমহাদেব স্তোত্রং। শ্রীনিত্য পর্ব্বণা। সঙ্কেতেন সঙ্গীতছন্দঃ প্রবন্ধেন তথা ভাষা পয়ার

সম্প্রতি নিবদ্ধঃ। কলিকাতা ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রালয়ে বহুবাজারীয় পশ্চিম চূণাগলিকিস্তিং পূর্ব্ব ১৮৫ সংখ্যক ভবনে শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কর্তৃক মুদ্রিতং বভূব। শকাব্দাঃ ১৭৭৪। ১২৫৯ সাল।

৯। **শ্রুতিগানরত্ন।** ইং ১৮৫৩।

১৩ এপ্রিল ১৮৫৪ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

সন ১২৬০ সালের সমস্ত ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ।— ·অগ্রহায়ণ মাস।...বাবু নীলরত্ন হালদার মহাশয় 'শ্রুতিগানরত্ন' নামে এক প্রকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশ করেন।

১০। **পার্ব্বতী গীত রত্নং।** ইং ১৮৫৪। পৃ. ৩২।

পার্ব্বতী গীত রত্নং। অর্থাৎ সপ্তশতী চণ্ডী প্রণীত শক্রাদি মাহাত্ম্য স্তোত্রাত্মক গানং বহুবিধ সংস্কৃত ছন্দঃ প্রবন্ধেন তথা ভাষা পদ্যেন শ্রীনীলরত্ন শর্ম্মণা বিরচিতং। কলিকাতা বহুবাজার ভাস্কর যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত মভুৎ। সন ১২৬১।

এই পুস্তিকার শেষ কয় পংক্তি এইরূপ :—

যেমন অমরগণে, রাখিলা গো মহারণে,
আমারেও নিজ গুণে, রাখ দুর্গা অন্ধকারে।
অন্তকালে ভয় কর, অভয় সকল হর,
শ্রীহরি ভক্তি বিতর, নিরাময় সহকারে।
নীলরত্ন এই চায়, ধরিয়া তোমার পায়,
মুক্তির তুমি উপায়, বুঝেছি শাস্ত্র বিচারে।

১৭ অক্টোবর ১৮৫৪ তারিখে 'সংবাদ ভাস্করে' এই পুস্তিকার সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

• • •

নীলরত্ন হালদারের আরও একখানি পুস্তক প্রকাশের সঙ্কল্পের কথা জানা যায়। ২০ জুন ১৮৫৪ তারিখের 'সংবাদ ভাস্করে' প্রকাশ :—

শ্রীযুক্ত বাবু নীলরত্ন হালদার মহাশয় স্বনাম প্রসিদ্ধই আছেন যদিও বিখ্যাত ধনি বাবু নীলমণি হালদার মহাশয় উঁহার জন্মদাতা ছিলেন তথাচ তৎ পুত্রত্ব রূপে নীলরত্ন বাবুর পরিচয় প্রচার করিতে হয় না যেহেতুক নীলরত্ন বাবু বিবিধ ভাষায় বিদ্বান ও গ্রন্থকর্ত্তা নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছেন এতদ্দেশীয় প্রসিদ্ধ ধনি সন্তানদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি নীলরত্ন বাবুর ন্যায় লিখন পঠন ও জ্ঞান কথন বিদ্যালোচন গান বাদ্যাদি বিষয়ে সুখ্যাত হইতে পারেন নাই উক্ত বাবু অনেক গ্রন্থ করিয়াছেন তাঁহার কৃত পুস্তক সকল পাঠ করিয়া বহু লোকের জ্ঞান লাভ হইয়াছে, হালদার মহাশয় প্রথমাবস্থায় নানা কাব্য গ্রন্থ করিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার কবিতা শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে তৎপরে নীলরত্ন বাবু জ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদি রচনা করিতে প্রবর্ত্ত হয়েন তাহাতেও জ্ঞানিগণ মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং এইক্ষণে শ্রীযুত বাবু এক গুরুতর কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে আমরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছি, পরমেশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ হালদার বাবুর অভিলাষ পরিপূর্ণ হউক।

আমরা বিশেষ জানি রাজা রামমোহন রায় মহাশয় প্রাণ দ্বারা ভগবদ্গীতার গূঢ়ার্থ সকল প্রকাশ করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন কিন্তু সময়াভাব কিম্বা অন্য কোন কারণ যাহাই থাকুক ফলে জ্ঞানি প্রধান রাজা বাহাদুরও তাহাতে সিদ্ধাভিলাষ হইতে পারেন নাই কেবল একটী গানের মধ্যে এই মাত্র নিবিষ্ট করিয়াছিলেন "ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব রে," ইহার মূল ভগবদ্গীতার শ্লোকার্দ্ধ এই "ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন" রাজা রামমোহন রায় যাহাতে বিস্তর ব্যাকুল হইয়াছিলেন বাবু নীলরত্ন হালদার মহাশয় সেই বিষয়ে যোগারূঢ়

হইয়াছেন অর্থাৎ ভগবদ্গীতার সারোদ্ধার করিয়া গান রচনা করিতেছেন ...বাবু নীলরত্ন যাহা ধরিয়াছেন তাহা অপূর্ব্বরত্নই করিবেন অতএব আমরা ঐ সকল গানামৃত পান পিপাসু হইয়া চাতকের ন্যায় রহিলাম।

নীলরত্ন নিজেই যে গ্রন্থরচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে,—অপরের গ্রন্থ প্রকাশেও আনুকূল্য করিয়াছেন। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের প্রতিপক্ষ গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য রংপুরে 'জ্ঞানাঞ্জন' নামে একখানি বিচার-গ্রন্থ রচনা করেন। মধুসূদন তর্কালঙ্কারের ভূমিকা সহ ইহার একটি সংস্করণ ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়। তর্কালঙ্কারের ভূমিকায় প্রকাশ :—

এই ভারতবর্ষে সর্ব্বসাধারণ লোককর্ত্তৃক মান্য অথচ অনুষ্ঠের অনাদি পুরুষ পরম্পরা প্রচলিত যে বৈদিক ধর্ম্ম তাহা আধুনিক সামান্য-কর্ত্তৃক অমান্য হইয়াছে ইত্যবধানে রামনারায়ণপুর মথুরানিবাসি শ্রীযুত গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য রংপুরে থাকিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় প্রভৃতির ব্যবহার্য্য বিবিধোপনিষৎ স্মৃতিপুরাণেতিহাস ন্যায় বেদান্ত সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসা ও তন্ত্র প্রভৃতি নানা প্রমাণ সমূহ এবং ভিন্নজাতীয় শাস্ত্র অর্থাৎ পারসী ও আরবী প্রভৃতি বহুবিধ লৌকিক প্রমাণ ও সদ্যুক্তিদ্বারা কুতর্কের উচ্ছেদপূর্ব্বক বেদপ্রণীত লোক পরম্পরাকর্ত্তৃক চিরকালানুষ্ঠিত অবিগীত ভারতবর্ষীয় চাতুর্ব্বর্ণ ধর্ম্মের যথার্থরূপে সমবয় স্থাপন করণ এবং এই ধর্ম্ম বিষয়ে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় লোকসমূহকর্ত্তৃক যেসকল বিতণ্ডাবাদ সংঘটনের সম্ভাবনা তাহাও নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত ও সদ্যুক্তিদ্বারা নিরাকরণার্থে জ্ঞানাঞ্জন নামে গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন ইহা সবিচক্ষণ মাত্রেরই সুশ্রাব্য ও আদরণীয় ইত্যবধানে যথার্থবোধে কৃতজ্ঞ শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদারের বিশেষ আনুকূল্যদ্বারা যত্নতে মুদ্রাঙ্কিত করা গেল।...

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৯

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ
হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—কার্ত্তিক ১৩৪৮
দ্বিতীয় সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৪৯
মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
২.৪—১২।১০।১৯৪২

বাংলা ভাষায় প্রথম বাংলা অভিধানকার হিসাবে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নাম বাঙালী মাত্রেরই স্মরণীয়। কিন্তু বিদ্যাবাগীশ মহাশয় মাত্র অভিধানকারই ছিলেন না, তিনি এক জন খ্যাতনামা স্মার্ত পণ্ডিত ছিলেন। সে যুগের সামাজিক বহু ব্যাপারেই তাঁহাকে বিধান দিতে হইত। এতদ্‌ব্যতীত, তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রথম আচার্য ছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত কোনও বিস্তৃত আলোচনা হয় নাই। ইহাতে আমাদের জাতীয় অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ পাইয়াছে। সেকালের সাময়িক পত্রাদি এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্র হইতে আমি বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের কিছু বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি। এই পুস্তিকায় তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।

বাল্য ও ছাত্রজীবন

বিদ্যাবাগীশের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে—১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। তাহাতে তাঁহার বাল্য ও ছাত্রজীবন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটি পাওয়া যায় :—

> মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ১৭০৭ শকের ২৯ মাঘ বুধবারে পালপাড়া নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণের চারি পুত্র; জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম নন্দকুমার

বিদ্যালঙ্কার, তিনি গার্হস্থ্য আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলে হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধৌত নামে খ্যাত ছিলেন, মধ্যম পুত্রের নাম রামধন বিদ্যালঙ্কার, তিনি স্মৃতি শাস্ত্রে উৎকৃষ্ট রূপে ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং আপন গৃহেতেই অধ্যাপনা করিতেন, তৃতীয় পুত্রের নাম রামপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, এবং শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছিলেন।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ব্যাকরণাদি ব্যুৎপত্তি শাস্ত্র স্বীয় গ্রামেই অধ্যয়ন পূর্ব্বক কাশী প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। পরন্তু প্রত্যাগমনানন্তর প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে শান্তিপুরস্থ রামমোহন বিদ্যাবাচস্পতি গোস্বামি ভট্টাচার্য্যের নিকটে স্মৃত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

পরন্তু হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী দেশ পর্য্যটন করত রঙ্গপুরে উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ কালেক্টরির দেওয়ান রাজা রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলে রাজা তাঁহার শাস্ত্র চর্চ্চা বিষয়ে অত্যন্ত আমোদ প্রযুক্ত তীর্থস্বামিকে মহা সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিলেন। রামমোহন রায় তীর্থস্বামিকে সমভিব্যাহারি করিয়া ১৭৩৪ শকে [১৭৩৮ ?] কলিকাতা নগরে আগমন করিলেন। এই কালে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অন্যান্য ভ্রাতারা তাঁহার প্রতি অনেক প্রকার বিরাগ প্রকাশ করাতে, এবং তাঁহাকে পৃথক করিয়া দেওয়াতে, তিনি অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হয়েন, এ প্রযুক্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উক্ত তীর্থস্বামী রাজার নিকটে তাঁহাকে আনয়ন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অতিশয় বুদ্ধিমান, এবং সংস্কৃত ভাষাতে শব্দালঙ্কারাদি ব্যুৎপত্তি শাস্ত্রে ও ধর্ম্ম শাস্ত্রে অত্যন্ত ব্যুৎপন্ন প্রযুক্ত রাজা তাঁহাকে মহা সম্ভ্রম পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। তিনি ঐ রাজার ইচ্ছানুসারে তাঁহার সমভিব্যাহারি শিবপ্রসাদ মিশ্র নামক এক জন ব্যুৎপন্ন পণ্ডিতের নিকটে উপনিষৎ ও

বেদান্ত দর্শনাদি মোক্ষ প্রযোজক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাঁহার স্বাভাবিক উজ্জ্বল মেধা বশতঃ অত্যল্প কাল মধ্যে উক্ত শাস্ত্রে অসাধারণ সংস্কারাপন্ন হইলেন। প্রথমতঃ তিনি বঙ্গভাষাতে এক অভিধান ও জ্যোতিঃ শাস্ত্রের একখণ্ড প্রকাশ করেন, এবং তাহা বিক্রয় দ্বারা কিঞ্চিৎ ধন সংগ্রহ পূর্ব্বক পরিবারের বাসের জন্য শিমুলিয়াস্থ হেদুয়া পুষ্করিণীর উত্তরে এক বাটী ক্রয় করেন। পরন্তু তিনি রাজার নিকটে ক্রমশঃ অতিশয় প্রতিপন্ন হইয়া তাঁহার বিশেষ আনুকূল্য দ্বারা হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণে এক চতুষ্পাঠী সংস্থাপন পূর্ব্বক কয়েক জন ছাত্রকে বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান এপ্রকার উজ্জ্বল হইল, যে সাকার উপাসকদিগের সহিত রাজার যে সকল শাস্ত্রীয় বিচার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনিই প্রধান সহযোগী ছিলেন—রাজা তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেন না। এবম্প্রকার ধর্ম্ম চর্চ্চা জন্য তিনি ক্রমশঃ অত্যন্ত মান্য ও বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন।—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' ১ বৈশাখ ১৭৬৭ শক।

কর্ম্মজীবন

কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ২৪-পরগণা জিলা-আদালতের জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হওয়ায়, কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। এই পদে এক জন যোগ্য অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার জন্য কলেজ-কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। এই পদের জন্য পনর জন প্রার্থীর মধ্যে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ পরীক্ষায়

সর্ব্বাংশে উপযুক্ত বিবেচিত হন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ১৪ মে ১৮২৭* তারিখ হইতে মাসিক ৮০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার নিয়োগ-সম্পর্কে সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন সেক্রেটরী উইলিয়ম প্রাইসের নিম্নলিখিত মন্তব্যটি উদ্ধৃত করিবার যোগ্য :—

> ...A public notification was issued, inviting the attendance of candidates at the Sanscrit College, for the purpose of undergoing an examination as to their respective qualifications for the office, as well as for obtainınig certificates of proficiency as Pundit of the Court, the examination to be conducted by the Commitee appointed by Government to determine the fitness of candidates for public appointment. Fifteen individuals accordingly came forward on the occasion and they were duly examined by Mr. Wilson and myself orally and wrote written answers to Law questions in our presence. These exercises having been circulated to the other members of the Commitee, and compared with the result of the oral examination, the Members concur in considering Ramchandra Vidyavageesha as eminently qualified for the situation and the Secretary begs therefore to recommend him as a fit person to succeed to the appointment of Smriti Professor in the Sanscrit College, vacated by the resignation of Kasinatha. 16th May 1827.

রামচন্দ্র দশ বৎসর সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তাহার পর একটি অভাবনীয় ব্যাপারে তিনি পদচ্যুত হন। ব্যাপারটি সংক্ষেপে এই :—

গবর্মেন্ট ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগস্ট কাশীর বিশম্ভর পণ্ডিতের জমিদারি-সংক্রান্ত একটি মামলা সম্পর্কে দুইটি প্রশ্ন পাঠাইয়া তৎসম্বন্ধে

* Abstract of Salaries and Establishment of the Calcutta Government Sanscrit College on 1st May 1835. ইহাতে "Date of Appointment" স্থলে রামচন্দ্রের নিয়োগের এই তারিখ দেওয়া আছে।

সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপকের অভিমত বা ব্যবস্থাপত্র চাহিয়া পাঠান। পরবর্ত্তী ১৫ই আগস্ট তারিখে রামচন্দ্র যথারীতি ব্যবস্থাপত্র দেন, এই ব্যবস্থাপত্রে সংস্কৃত কলেজের অন্যান্য পণ্ডিতবর্গেরও স্বাক্ষর ছিল।*

এই ব্যবস্থাপত্র সকৌন্সিল গবর্নর-জেনারেলের নিকট ভ্রমাত্মক বিবেচিত হওয়ায়, বিদ্যাবাগীশকে স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপকের পদ হইতে অপসারিত করাই সাব্যস্ত হয়। তদনুসারে ১৩ মার্চ ১৮৩৭ তারিখে ভারত-গবর্মেণ্টের সেক্রেটরী ম্যাক্‌নটেন (W. H. Macnaghten) বাংলা-সরকারের সেক্রেটরীকে যাহা লিখিয়া পাঠান, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :—

> In the opinion of the Governor General of India in Council the whole of the Pundits of the Sanscrit College who had signed the Vyavastah deserved to be removed from the College, but as they are not professors of the science of Law and as their offence may have amounted to nothing more than carelessness in testifying the accuracy of the opinion which has since been proved to be erroneous it may be sufficient as an example that the professor of Law, Ramchandar Surmona be expelled, and that the rest be admonished as to the impropriety of their conduct

কর্তৃপক্ষের এই আদেশ অনুসারে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে কর্ম্ম হইতে অপসারিত করা হয়। সংস্কৃত কলেজের কর্ম্মচারীদের মাহিনার খাতায় প্রকাশ, বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত মাহিনা পাইয়াছিলেন।

১৮ মে ১৮৩৭ তারিখে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ইংরেজীতে একখানি দীর্ঘ আবেদনপত্র গবর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলে পেশ করিয়াছিলেন;

* ৪৫শ বর্ষ ২য় সংখ্যা (পৃ. ১১১-১৩) 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রশ্নগুলি ব্যবস্থাপত্র সমেত মুদ্রিত হইয়াছে।

ইহাতে তিনি নিজের ব্যবস্থাপত্র যে নির্ভুল, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য পূর্ব্বগামী বহু পণ্ডিতের—এমন কি, উইলসন সাহেবের নজীরের উল্লেখ করেন। তিনি আরও জানাইয়াছিলেন :—

> That this order in Council was carried into effect on the 1st instant, and copies of the correspondence forwarded to your memorialist on the 12th instant by the College Secretary, and that your memorialist was thus expelled from the Institution, thrown out of employ, and degraded in the estimation of Society, without the erroneousness of his opinion having been pointed out to him or an opportunity afforded for his conviction, or for enabling him to justify himself before the Supreme authority by furnishing such explanations as might have been required.

এই আবেদনপত্রে কোন ফল হয় নাই।* এ-সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করিতেছি :—

> READ an extract from the General Dept. No. 74 dated the 21 June last transferring for consideration Petitions of the Dismissed Pundits of the Benares and Sanscrit Colleges praying restoration to office.
>
> RESOLUTION : On a full and careful reconsideration of all the opinions which have been delivered in this case the Right

* বিদ্যাবাগীশের পদচ্যুতির কারণ সম্বন্ধে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বলেন :—

"রাজা রামমোহন রায়ের সহিত কোন কোন ইংরাজের অপ্রণয় থাকাতে তিনি এক ব্যবস্থা উপলক্ষে রাজার সহযোগি বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রতি অনর্থক অপবাদ প্রদান করিয়া তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করাইলেন।"—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' ১ বৈশাখ ১৭৬৭ শক।

দুইটি কারণে এই মন্তব্য ভিত্তিহীন বলিয়াই মনে হয়। প্রথমতঃ, রামচন্দ্রের পদচ্যুতির সাত বৎসর পূর্ব্বে রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন এবং তথায় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়তঃ, পণ্ডিতদের ব্যবস্থাপত্র-সম্পর্কে কেবলমাত্র রামচন্দ্রই পদচ্যুত হন নাই—পরন্তু কাশী সংস্কৃত কলেজের এক জন পণ্ডিতেরও চাকরি গিয়াছিল।

Honble the Governor General of India in Council is of opinion that they afford a strong preponderating evidence, amounting to presumptive proof that the dismissed Pundits were actuated by corrupt motives in the exposition of the Law on the point submitted for their opinion. His Lordship in Council accordingly resolves that their petitions be rejected.—Extract from the Proceedings of the Rt. Honble the Governor General in Council in the Revenue Dept. under date the 25 Septr. 1837.

বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রতি গবর্মেণ্ট সুবিচার করেন নাই। তাঁহাকে আত্মপক্ষ-সমর্থনের সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাঁহার অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহার ব্যবস্থাপত্রের ত্রুটি তাঁহাকে দেখাইয়া দেওয়া হয় নাই।

রামচন্দ্র শেষ-পর্য্যন্ত সুবিচার লাভের আশায় বিলাতে কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচনায় তিনি নিরপরাধী সাব্যস্ত হন, কিন্তু পূর্ব্বপদ আর ফিরিয়া পান নাই, তাঁহাকে জানান হইয়াছিল যে, ভবিষ্যতে কোন পদ শূন্য হইলে অগ্রে তাঁহার বিষয় বিবেচনা করা হইবে।*

হিন্দুকলেজ পাঠশালার অধ্যাপক

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে হিন্দুকলেজ-সংলগ্ন বাংলা পাঠশালার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয়। হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষগণ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে ঐ পাঠশালার প্রধান অধ্যাপকের পদে নির্ব্বাচিত করেন। ১৮ জানুয়ারি

* রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পদচ্যুতি সম্পর্কে সমস্ত নথিপত্র কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে আছে। এ সম্বন্ধে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের আদেশাদি ভারত-গবর্মেন্টের দপ্তরে দেখিয়াছি (Public Dept. Procdgs. 5 Aug. 1840, Nos. 17, 18, 20 ; 19 Aug. 1840.)

১৮৪০ তারিখে এই পাঠশালার পাঠারম্ভকালে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বাংলায় একটি বক্তৃতা করেন। ইহা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শিক্ষায় অগ্রসর পাঠশালার ছাত্রদিগকে কতকগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা পরে 'নীতিদর্শন' নামে প্রকাশিত হয়।*

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ছয় মাস পাঠশালার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে। কারণ, ১ জুলাই ১৮৪০ তারিখে ক্ষেত্রমোহন দত্ত মাসিক ৪০৲ বেতনে "সুপারিণ্টেডেণ্ট" নিযুক্ত হন। এই পাঠশালার প্রথম শিক্ষক ছিলেন—রমানাথ শর্ম্মণঃ, ইনি ১৮ জানুয়ারি ১৮৪০ তারিখে মাসিক ২০৲ বেতনে নিযুক্ত হন।†

সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটরী মধুসূদন তর্কালঙ্কারের মৃত্যু হয়। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই শূন্য পদের জন্য আবেদন করিলে কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকেই নির্ব্বাচিত করেন।

বিদ্যাবাগীশ ১ জানুয়ারি ১৮৪২ তারিখ হইতে মাসিক ৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহ-সম্পাদকের কার্য্যে যোগদান করেন। এই পদে তিনি মৃত্যুকাল (১ মার্চ ১৮৪৫) পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন।

ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার

বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার সম্বন্ধে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় নিম্নলিখিত বিবরণটি পাওয়া যায়:—

* "Ramchunder Bidyabagish, the late Professor of Law in the Sanscrit College, delivered in 1840, a course of Lectures on Ethics to the more advanced students of this school."—*Report of the Late General Committee of Public Instruction for 1840-41 and 1841-42*, p. 78.

† *Ibid.*, p. 58.

' রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ যত্ন দ্বারা মাণিকতলাতে ব্রহ্মোপাসনা জন্য ক্ষুদ্র আকারে আত্মীয় সভা নাম্নী এক সভা সংস্থাপিতা হয়, তাহাতে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ব্রহ্ম জ্ঞান বিষয়ক ব্যাখ্যান করিতেন। পরে যখন ১৭৫১ শকের ১১ মাঘ দিবসে ব্রাহ্মসমাজ যোড়াসাঁকোস্থ বর্ত্তমান গৃহে স্থাপিত হইল, তখন তিনি তাহার এক জন অধ্যক্ষ হইলেন, এবং তত্ত্ববিদ্যা বিষয়ক ব্যাখ্যান দ্বারা স্বদেশস্থ লোকদিগকে ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ প্রদান করিতে নিযুক্ত হইলেন।*... বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যদিও তাঁহার তাবৎ জীবন পর্য্যন্ত সাধারণ রূপে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের জন্য যত্নশীল ছিলেন, কিন্তু তাঁহার চিত্তে ইহা সর্ব্বদা জাগৎ ছিল, যে বিধিবৎ প্রতিজ্ঞার সহিত ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে সে ধর্ম্মের স্থৈর্য্য হইতে পারে না, এবং তদনুসারে পূর্ব্বে একবার রাজা রামমোহন রায়ের সহযোগী হইয়া এই রূপ বিধিবৎ ব্রহ্মোপাসনা লোকদিগকে উপদেশ করিবার জন্য উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে অজ্ঞানের প্রাবল্য ও দ্বেষের আধিক্য প্রযুক্ত কেহ তদ্বিষয়ে সাহসী হইলেন না। সম্প্রতি যখন জ্ঞান বলে লোকের মন সত্য ধর্ম্ম গ্রহণের উপযুক্ত হইতেছে, তখন তিনি তাঁহার মানস সফল হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া আচার্য্য রূপে বেদান্ত শাস্ত্রের সারার্থানুসারে বিধি পূর্ব্বক এই ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশে প্রচার করিবার জন্য ১৭৬৫ শকের ৭ পৌষ বৃহস্পতিবার দিবা দুই প্রহর তিন ঘণ্টার সময়ে প্রথমতঃ একবিংশতি ব্যক্তিকে উক্ত ধর্ম্মে প্রবিষ্ট করিলেন, এবং তজ্জন্য ব্রাহ্মদিগের সম্মুখে যে মহানন্দ ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা অনেক ব্রাহ্মেরই হৃদয়ঙ্গম আছে।—"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা", বৈশাখ ১৭৬৭ শক।

* আত্মীয় সভা ও ব্রহ্মসভা সম্বন্ধে যাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের 'মডার্ন রিভিয়ু'তে প্রকাশিত আমার "Societies founded by Rammohun Roy for Religious Reform" প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সমাজ সম্বন্ধে আধুনিক মতাবলম্বী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্বেই তিনি বিধবা-বিবাহের সপক্ষে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। বিদ্যাবাগীশের মৃত্যুর পর এক জন পত্রলেখক ১১ মার্চ ১৮৪৫ তারিখের *Bengal Harkaru and India Gazette* পত্রে লেখেন :—

> The lib'ral *vyavastha* which he recently gave regarding the remarriage of Hindoo widows, on the application of the Bengal British India Society should rank him at the head of Hindoo reformers

কিন্তু বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সহমরণ প্রথাকে শাস্ত্রীয় বলিয়া সমর্থন করিয়াছিলেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গবর্নর জেনারেল বেন্টিঙ্ক সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে আইন জারি করিলে ঐ আইন রহিত করিবার জন্য যে আবেদনপত্র রাজদরবারে প্রেরিত হয়, তাহাতে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ লোকভয়প্রযুক্ত তিনি এরূপ করিয়া থাকিবেন,—বিশেষতঃ এই সময় তিনি সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক, তাঁহার সহকর্ম্মী অধ্যাপকদের অনেকেই সহমরণ-প্রথার অনুকূলে ছিলেন। ইহার ফলে তাঁহাকে রামমোহন রায়ের বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল।

মৃত্যুকালে বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মসমাজকে পাঁচ শত টাকা দান করিয়া যান। ১ বৈশাখ ১৭৬৮ শকের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র গোড়ায় নিম্নোক্ত অংশটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

> বিজ্ঞাপন।—ব্রাহ্মসমাজের গত আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় পরলোক গমন কালে ব্রাহ্মসমাজের জন্য যে ৫০০ পঞ্চ শত টাকা দান করিয়াছিলেন তাহা শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীশ্রীধর শর্ম্মা। প্রধান উপাচার্য্য।

মৃত্যু

সহকারী-সম্পাদকরূপে কিছু দিন সংস্কৃত কলেজে কার্য্য করিবার পর বিদ্যাবাগীশ পীড়াগ্রস্ত হন এবং দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মার্চ তাঁহার মৃত্যু হয়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশ :—

> তিনি ১৭৬৫ শকের মাঘ মাসে পক্ষাঘাত রোগে পীড়িত হইলেন। তদবধি ইংরাজী ও বাঙ্গালি চিকিৎসক দ্বারা অনেক প্রকার চিকিৎসা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে উপশম না হইয়া শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইতে লাগিল। ইহাতে তিনি অনুভব করিলেন, যে কাশী অঞ্চলের জল বায়ু সুস্থতাদায়ক, এবং তথায় উত্তম উত্তম মোসলমান চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা হইবারও সম্ভাবনা, অতএব তিনি ১৭৬৬ শকের ৯ ফাল্গুণ বুধবার দিবা নয় ঘণ্টার সময়ে কাশী যাত্রা করিলেন। কিন্তু তথায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে পরমেশ্বর তাঁহাকে পীড়ার যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিলেন, এবং তিনি ছয় কন্যা মাত্র বর্ত্তমান রাখিয়া গত ২০ ফাল্গুণ রবিবার [২ মার্চ ১৮৪৫] দিবা অষ্ট ঘণ্টার সময়ে মুরশিদাবাদে ৫৯ বৎসর ২১ দিন বয়ঃক্রমে ইহ লোক হইতে অবসৃত হইলেন।

সংস্কৃত কলেজের কর্ম্মচারিবর্গের বেতনের খাতায় দেখিতেছি, ১০৪৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ছয় মাস বিদ্যাবাগীশ ছুটিতে ছিলেন এবং তাঁহার স্থলে গোবিন্দ শিরোমণি অস্থায়ী ভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন সেক্রেটরী রসময় দত্ত ৫ এপ্রিল ১৮৪৫ তারিখে কাউন্সিল অব এডুকেশনকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে বিদ্যাবাগীশের মৃত্যুর সঠিক তারিখ দেওয়া আছে। পত্রখানি এইরূপ :—

> With reference to my letter dated 26th February last submitting for sanction a Bill for a moiety of salary of Ramchandar

Bidyabageesha Assistant Secretary to this Institution retrenched by the Civil Auditor for the month of January last and order of Government dated 26th ultimo I have the honor to submit for sanction the enclosed Bill for a similar retrenchment for February last.

2. Ramchandar Bidyabageesha died on the 2nd March last.*

গ্রন্থাবলী

পণ্ডিত ও সুবক্তা হিসাবে বিদ্যাবাগীশের খ্যাতি ছিল। গ্রন্থ-রচনাতেও তাঁহার নৈপুণ্য কম ছিল না। তাঁহার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি :—

১। **জ্যোতিষসংগ্রহসার**। ১০ মাঘ ১২২৩ সাল = ১৮১৭, জানুয়ারি। পৃ. ১৫৫।

গ্রন্থের প্রারম্ভে মুদ্রিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে গ্রন্থকারের নাম ও নিবাস পাওয়া যায় :—

সেই সত্য পরাৎপরে বাক্যমন অগোচরে বিশ্বব্যাপি বিশ্বের কারণে।
দ্বিজরামচন্দ্র নাম বাস পালপাড়া গ্রাম নতিস্তুতি করি কায়মনে।
বারতিথিবারাশিলগ্ন শুনিতে সকলে মগ্ন গৃহস্থের সদা প্রয়োজন।
সবিশেষ জানিবারে জ্যোতিষ অপেক্ষা করে এইহেতু করিয়া যতন।
শকে সপ্তদশশতে আটত্রিশ দিয়া তাতে সাধারণ বোধের কারণ।
জ্যোতিষসংগ্রহসার যথাশক্তি আপনার করিলাম ভাষাবিবরণ।

* ১১ মার্চ ১৮৪৫ তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা'য় এক জন পত্রলেখক বিদ্যাবাগীশের মৃত্যু-তারিখ "২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৫" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'ও ১৩ মার্চ ১৮৪৫ তারিখে এই পত্রলেখকের প্রদত্ত তারিখের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। তারিখটি যে ভুল তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রথম সংগ্রহ এই মনে বড় ভয় সেই যদি ত্রুটি থাকে কোনস্থানে।
শুধিবেন সাধুজনে কৃপা করি নিজগুণে দোষনাশে সাধু সন্নিধানে॥

২। **অভিধান।** মূল্য ১৲। ই° ১৮১৮ (?)

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির প্রথম বার্ষিক বিবরণের (ইং ১৮১৭-১৮) ·ম পৃষ্ঠায় এই অভিধান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বর্ণনা পাওয়া যায় :—

> A small volume has recently appeared, the design and contents of which are stated in an English and Bengalee advertisement prefixed. The author, Ramchundur Surma, there remarks that he has constantly had occasion to observe in private correspondenc and public documents written in Bengalee the deficiency of his countrymen (Pundits only excepted) in orthography which has induced him to collect as many Bengalee words as are derived from the Sunscrit, and are in most common use, and to publish them, with their definitions or synonymous words, in the form of a pocket volume. This little work therefore, under the name of *Obhidhan*, (vocabulary) is intended to instruct the natives both in the spelling and the meaning of terms

ইহাই বাংলা ভাষার প্রথম বাংলা অভিধান। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে এই অভিধানের এক খণ্ড আছে, কিন্তু তাহার আখ্যাপত্র নাই।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে এই অভিধানের বর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের স্বত্ব তিনি কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটিকে তিন শত টাকায় বিক্রয় করিয়াছিলেন। সোসাইটির চতুর্থ বর্ষের (ইং ১৮২০-২১) কার্য্য-বিবরণের শেষে মুদ্রিত আয়ব্যয়ের হিসাবে ব্যয়-বিভাগের একটি দফা

Ram Chundro's Remuneration,
(including 120 Copies of his Obhidhan)...300 0 0

বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক আছে, তালিকায় এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় :—

"বঙ্গভাষাভিধান pp. iv. 516. Cal. 1820. 12°."

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে আখ্যাপত্রহীন এক এক খণ্ড 'অভিধান' আছে। তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৫১৬ নয়, কলম্-সংখ্যা ৫১৬, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দুই কলম্।

এই অভিধান-প্রসঙ্গে পাদরি লং তাঁহার বাংলা পুস্তকের তালিকায় লিখিয়াছেন, "The author was a Pandit connected with the Calcutta School Book Society."

৩। **পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে প্রথম ব্যাখ্যান** / শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মা কর্তৃক / ব্রাহ্ম সমাজ / কলিকাতা / বুধবার ৬ ভাদ্র / শকাব্দা / ১৭৫০ / [পৃ. ৭]

> ২য় ব্যাখ্যান (১৩ ভাদ্র), ৩য় (২০ ভাদ্র), ৪র্থ (শনিবার ৩০ ভাদ্র), ৫ম (৭ আশ্বিন), ৬ষ্ঠ (১৩ আশ্বিন), ৭ম (২০ আশ্বিন), ৮ম (২৭ আশ্বিন), ৯ম (১০ কার্ত্তিক), ১০ম (১৭ কার্ত্তিক), ১২শ (১লা অগ্রহায়ণ), উনসপ্ততি (১১ মাঘ শনিবার শকাব্দা ১৭৫১)।

এই ব্যাখ্যানগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে আছে। ব্রিটিশ মিউজিয়মে 'পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে প্রথমাবধি সপ্তদশ ব্যাখ্যান', ২য় সংস্করণ, পৃ. ৬৩, কলিকাতা ১৭৫৮, আছে।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ 'পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে প্রথম ব্যাখ্যান' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> এই সকল দেদীপ্যমান প্রমাণ দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে পরমেশ্বরের সত্তাকে অবলম্বন করিয়া তাবৎ বস্তু রহিয়াছেন, অতএব পরমেশ্বর বোধে যে কেহ যে কোন বস্তুর উপাসনা করেন তাহাতে পরমেশ্বরেরই উপাসনা হয়, এবং প্রত্যক্ষও দেখিতেছি যে যেসকল ব্যক্তিরা

পাষাণের কিম্বা বৃক্ষের কিম্বা নদীর কিম্বা মূর্ত্তি বিশেষের উপাসনা করিয়া থাকেন তাঁহারা ঐ পাষাণকে পাষাণ বোধে বৃক্ষকে বৃক্ষ বোধে নদীকে নদী বোধে ও মূর্ত্তিবিশেষকে কেবল মূর্ত্তি বোধে উপাসনা করেন না কিন্তু পরমেশ্বর বোধে কিম্বা পরমেশ্বরের আবির্ভাবস্থান বোধে উপাসনা করিয়া থাকেন অতএব তাঁহাদের প্রতি দ্বেষ ও গ্লানি শাস্ত্রত এবং যুক্তিত সর্ব্বথা অযোগ্য হয়। যদ্যপিও তাঁহারা পরম্পরা উপদেশ দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন পরমেশ্বরকে পরিচ্ছিন্ন বোধে উপাসনা করিতেছেন, তথাপি সে উপাসনা সর্ব্বথা পরমেশ্বরের উপাসনা নহে এমৎ কহা যায় না, যেমন মনুষ্য খট্টাতে কিম্বা অট্টালিকাতে কিম্বা বৃক্ষোপরি শয়ন করিলে সে শয়নের আধার পৃথিবীই পরম্পরায় হইয়া থাকেন,…।

৮। **বিবাদচিন্তামণিঃ।** ই° ১৮৩৭। পৃ. ১৭৩।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বাচস্পতি মিশ্রের 'বিবাদচিন্তামণি'র একটি 'শোধিত" সংস্করণ দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

৯। **হিন্দুকালেজ পাঠশালার পাঠারম্ভকালে বক্তৃতা।**
৬ মাঘ ১২৪৬ (= ১৮ জানুয়ারি ১৮৪০)। পৃ. ১৬।

রামচন্দ্র মিত্র-কৃত ইহার সারাংশের ইংরেজী অনুবাদও এই পুস্তিকার সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল।

বক্তৃতাটির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

সভাস্থমহাশয়দিগের মধ্যে যাঁহাদিগকে উপস্থিত দেখিতেছি তাঁহারা অনেকে পাঠশালার শিলারোপণের দিবস উপস্থিত ছিলেন, অদ্য পাঠারম্ভ-কালেও তাঁহারা এবং অন্যান্য মান্য বিজ্ঞ ধনাঢ্য বহুতর মহাশয়রা অধিষ্ঠিত আছেন এবং অস্মদ্দেশাধিপতি ইংলণ্ডীয় রাজকর্ম্মকারকেরা ও অন্যান্য ইংলণ্ডীয় মহানুভব মহাশয়রা এই সভাতে উপস্থিত থাকাতে অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের বিশেষ আহ্লাদ জন্মিতেছে, যেহেতু ইংলণ্ডাধিকৃত ভারতবর্ষীয়

লোকদিগের মধ্যে কতিপয় লোকের এরূপ সংস্কার ছিল, যে রাজ্যাধিপতির স্বজাতীয় ভাষা প্রচারে যাদৃশ উদ্যোগ অনুরাগ এবং রাজস্বব্যয়, গৌড়ীয়-ভাষার প্রতি তাদৃশ নাই কিন্তু এইক্ষণে হিন্দুকালেজের অন্তঃপাতি এতৎ পাঠশালাসংস্থাপনে তাঁহাদিগের উৎসাহ এবং সাহায্য প্রদান দর্শনে ঐ ব্যক্তিদিগের পূর্ব্বসংস্কারের নিবৃত্তির সম্ভাবনা, যেহেতু তাহারদিগের এইক্ষণে অবশ্যই প্রতীতি হইবেক যে মহানুভব ইংলণ্ডীয় মহাশয়দিগের কদাচ এমত অভিপ্রায় নহে যে লোকোপকারিবিদ্যা কেবল তাঁহাদিগের স্বদেশীয় ভাষার অধীনে রাখেন, কারণ বিদ্যা এবং তৎসম্বন্ধি সংস্কার অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, ভাষা সেই বিদ্যার বাহকস্বরূপ হইয়া মনেতে সংস্কার জন্মাইবার সাধনমাত্র, অতএব যে কোন ভাষা উক্ত সংস্কারজননে সক্ষম অথচ অনায়াসলভ্য তাহাই লোকের বিদ্যাজননের কারণ হইতে পারে, বিশেষতঃ প্রাচীন ইতিহাস ও লৌকিকপ্রত্যক্ষ যুক্তি সাহায্যে বিবেচনা করিলে এমৎ কদাচ সম্ভব হয় না যে ইংলণ্ডাধিকৃত ভারতবর্ষ যাহার পরিমাণ প্রায় ছই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার চতুরস্রক্রোশ, এবং যাহাতে প্রায় দশ কোটি মনুষ্য বাস করিতেছে, এবং যদ্দেশীয় ব্যক্তিরা স্ব২ ভাষাতে লৌকিককর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে, এতাদৃশ প্রশস্ত রাজ্যের উক্ত-সংখ্যক লোকেরা কেবল ইংলণ্ডীয়ভাষাবলম্বনে বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া সভ্যতা প্রাপ্তি পূর্ব্বক কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইবেক।

• • •

…এতদ্দেশীয় ভাষার অন্নতা বিষয়ে কোন আপত্তি সম্ভবে না, কারণ সংস্কৃত ভাষা হইতে গৌড়ীয় ভাষা উৎপন্ন হয়, এবং যে কোন শব্দ সংস্কৃত ভাষায় চলিত আছে তাহা গৌড়ীয় ভাষায় অনায়াসে ব্যবহার্য্য হইতে পারে, অতএব ইহার বৃদ্ধি হওনের অধিক সম্ভাবনা, এবং এই রীত্যনুসারে গ্রীক এবং লাটিন প্রভৃতি ভাষা হইতে আহরণ করিয়া ইংলণ্ডীয় ভাষার বৃদ্ধি হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষার অতিপ্রাচীনতা

বাহুল্যপ্রযুক্ত তৎসহকারে গৌড়ীয় ভাষায় সকল অভিপ্রায় প্রকাশ হইতে পারে, ঐ সংস্কৃত ভাষার বাহুল্য ও প্রাচীনতার প্রমাণ কেবল অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্র নহে, কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ ইংলণ্ডীয় মহানুভব মহাশয়েরা স্ব স্ব গ্রন্থে গ্রীক লাটিন প্রভৃতি ভাষা হইতে উক্ত ভাষার বাহুল্য এবং উৎকৃষ্টতা লিখিয়াছেন, অতএব এতাদৃশ সংস্কৃত ভাষা হইতে গৌড়ীয় ভাষাসংগ্রহেও যদ্যপি বিদ্যাবিশেষের তাৎপর্য্য প্রকাশ না হয়, তবে দেশান্তরীয় ভাষা দ্বারা প্রয়োজনানুসারে গৌড়ীয় ভাষা বৃদ্ধি করণে কোন প্রতিবন্ধক নাই, অতএব ভাষার অল্পতা বিষয়ে আপত্তি কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না।

অপর ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তাদিগের গ্রন্থদ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে খ্রীষ্টশকের ৯০০ নয় শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ এক্ষণে প্রায় তিন হাজার বৎসর হইল সংস্কৃত ভাষার অবস্থিতি ছিল, অতএব ইহাদ্বারা উপলব্ধি হইতে পারে যে তৎকালে সংস্কৃত মূলক ভাষাবলম্বি লোকেরা অধিক বিজ্ঞ ছিলেন, কারণ প্রয়োজনানুসারে ভাষার সৃষ্টি হইয়া থাকে, অতএব ঐ ভাষার বাহুল্য দেখিয়া তাৎকালিক লোকদিগের বহুতর প্রয়োজন সপ্রমাণ হইতেছে সুতরাং সভ্যতাব্যতিরেকে এতাদৃশ প্রয়োজনের আধিক্য সম্ভবে না, অতএব এইক্ষণে লোকদিগের বিদ্যোপার্জ্জন হইলে পশ্চাৎ সভ্যতার উদ্ভাব এবং বৃদ্ধি হয়।

• • •

সংস্কৃতভাষাবলম্বন না করিয়া গৌড়ীয়ভাষাতে বিদ্যা এবং দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দেওনের প্রয়োজন এই যে সংস্কৃত প্রচলিত লৌকিকভাষা নহে কেবল শাস্ত্রীয়ভাষা এবং অতিশয় কঠিন, ও তদুপার্জ্জন বহুকাল ও বহুশ্রমসাধ্য, অতএব দেশান্তরীয়ভাষাতে সাধারণের বিদ্যা উপার্জ্জনে যেরূপ ব্যাঘাত এবং [illegible] দোষ, তাহা সকল সংস্কৃতভাষার অবলম্বনে ঘটিবার সম্ভাবনা, এ কারণ দেশস্থসাধারণের বিজ্ঞতাকাঙ্ক্ষী হইলে

প্রচলিত ভাষার অবলম্বন ব্যতিরেকে অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারে না, এই-হেতু এতৎপাঠশালাস্থ ছাত্রদিগকে গৌড়ীয়ভাষাদ্বারা বিদ্যোপার্জন করান যাইবেক, অর্থাৎ যে ভাষা তাহারা মাতৃক্রোড়াবধি লালন পালনদ্বারা অভ্যাস করিয়া তদ্দ্বারা জ্ঞাত পদার্থে সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, অতএব ইহাতে তাহাদিগের অপ্রাপ্ত সংস্কার যে ভাষান্তর তদভ্যাসের শ্রমনিবৃত্তি হওয়াতে অনায়াসে প্রয়োজনোপযোগি বিদ্যা অভ্যাস করিবেক।

এতৎ পাঠশালাতে যে২ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া যাইবেক তাহা কথিত হইল, এবং বালকেরা ঐ সকল বিদ্যাতে পারগ হইলে যেরূপ বিদ্বান হইতে পারিবেক তাহা সভাস্থ মহাশয়দিগের অবশ্য অনুভূত হইতেছে। এই গুরুতর প্রার্থনীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্তে যেসকল শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন তন্মধ্যে প্রধানকর্ম্মের ভার হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন এবং উপযুক্ত সহকারীও দিয়াছেন আমিও আহ্লাদ পূর্ব্বক এই মহোপকারি বিষয়ের ভার গ্রহণ করিয়াছি…।

এক্ষণে আমি আশ্বাস করি যে আমার অধ্যাপকতাবস্থায় এতন্মহোপকারি আদি পাঠশালাস্থ কতিপয় ছাত্র শৈশবাবস্থায় মাতৃ-ক্রোড়রূপ সুখশয্যাতে উপদেশব্যতিরেকে শ্রবণানুসারে যে ভাষা অভ্যাস করিয়াছে সেই ভাষাদ্বারা উৎকৃষ্ট বিজ্ঞ হয় এবং অস্মৎ শুভাদৃষ্ট বশত এই আকাঙ্ক্ষিত বিষয় সুসম্পন্ন হইলে এমত প্রত্যাশা করি যে ভারতবর্ষীয় ইতিহাসবেত্তারা স্ব স্ব গ্রন্থে উক্ত বৃত্তান্তসম্বলিত মদীয় নাম সংকলন করিবেন।

অপর, বোধ হয় যে এতন্মহোপকারি কর্ম্ম সমাধার ভার পরমেশ্বর কর্ত্তৃক অস্মৎপ্রতি নির্দ্ধারিত ছিল এবং ইহাও তাঁহার মানস ছিল যে এতদ্দেশের পুনঃসভ্যাবস্থা মহাশয়দিগের দৃষ্টি গোচর হইবেক।

এই অভীষ্ট বিষয়ের সিদ্ধি তৎকালে হইবেক যৎকালে এতৎপ্রধান পাঠশালাহইতে সুশিক্ষিত ছাত্র ইংলণ্ডাধিকৃত ভারতবর্ষের দেশে, নগরে, গ্রামে, এবং কুটীরদ্বারে শিক্ষকরূপে প্রেরিত হইতে পারিবেক, সম্প্রতি এই সকল বাক্য মনঃকল্পিত প্রায় বোধ হইলেও ভবিষ্যদ্বাক্য যদি বিশ্বাস যোগ্য হয় তবে মদুক্ত ভবিষ্যদ্বাক্য এতৎ শকাব্দীয় শতাঙ্ক পরিবর্ত্ত হওনের পূর্ব্বে অবশ্য সুসিদ্ধ হইবেক এবং তৎকালে ইংলণ্ডাধিকৃত ভারতবর্ষস্থ ব্যক্তিদিগের লৌকিক ও পারমার্থিক স্বাধীনতা স্বয়ং দেদীপ্যমানা হইবেক।

এক্ষণে দেশনিয়মানুসারে প্রসিদ্ধ শ্লোকের আবৃত্তি পূর্ব্বক জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি।

যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।

যস্মাদ্ধিয়ঃ প্রবর্ত্তন্তে স তে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি।

যাহার নিয়মে বায়ু সর্ব্বদা বহিতেছেন ও যাঁহার ভয়ে সূর্য্য যথাযোগ্যকালে উত্তাপ দিতেছেন, এবং যিনি অন্তর্যামী হইয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রেরণ করেন, তিনি তাবতের প্রতিপালক হউন।

কলিকাতা। ৮ মাঘ সন ১২৪৬ সাল।	শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণঃ। সংস্কৃত এবং গৌড়ীয়ভাষাধ্যাপকস্য হিন্দুকালেজ পাঠশালা।

(৮). **নীতিদর্শন**। ইং ১৮৪১।

(ক) নীতিদর্শন উপদেশ ১ সংখ্যা হিন্দুকালেজান্তর্গত বাঙ্গালা পাঠশালায় ছাত্রদিগের হিতার্থে অধ্যাপক শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক বিবৃত। ২১ মাঘ ১২৪৭ সাল। হিন্দু কালেজ মুদ্রাপুরস্থ শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির প্রজ্ঞাযন্ত্রে মুদ্রিত। [পৃ. ৯]

(খ) নীতিদর্শন পিতাপুত্রের পরস্পর কর্ত্তব্য উপদেশ ২ সংখ্যা হিন্দু কালেজান্তর্গত বাঙ্গালা পাঠশালায় ছাত্রদিগের হিতার্থে অধ্যাপক

শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক বিবৃত। ২৯ ফাল্গুণ ১২৪৭ সাল। হিন্দুকালেজ মুদ্রাপুরস্থ শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির প্রজ্ঞাযন্ত্রে মুদ্রিত। [পৃ. ১১]

প্রথম সংখ্যা 'নীতিদর্শন' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা গেল :—

[পৃ. ৮] পূর্ব্ব লিখিত উপদেশ আপাততঃ কতিপয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ক্রমশঃ ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। যথা।

১ ভূমিকা, অর্থাৎ নীতিদর্শনোপদেশের প্রয়োজন, এবং উপকার।

২ মাতা পিতা ও সন্তান উভয়ের পরস্পর কর্ত্তব্য এবং বিধি।

৩ বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন এবং উপকার।

৪ সত্যের মাহাত্ম্য এবং অসত্যের দোষ।

৫ কৃতজ্ঞতার প্রয়োজন এবং আবশ্যকতা।

৬ মিত্রতা ফল, ও পরস্পর কর্ত্তব্যতা।

৭ পরোপকার প্রয়োজন।

৮ ইন্দ্রিয় সংযম।

৯ নম্রতার উপকার।

১০ স্বদেশপ্রীতি।

১১ প্রতিহিংসা।

১২ বিবাহ সংস্কারের উপকার, এবং বহুত্বের দোষ।

১৩ লাম্পট্য দোষ।

১৪ দ্যূতক্রিয়া নিষেধ।

১৫ দানের সাত্ত্বিকতা।

১৬ ইতিহাসোপদেশের প্রয়োজন।

১৭ দেশপর্য্যটনের উপকার।

১৮ বাণিজ্যের উপকার।

১৯ সন্ধিবিগ্রহ।

২০ রাজার প্রয়োজন, ও দেশবিশেষে তাহার অবস্থার ভিন্নতা

২১ প্রজাগণের স্বাধীনতা ও রাজাজ্ঞা প্রতিপালনের প্রয়োজন

২২ সন্ধ্যাবন্ধা স্থাপনের আবশ্যকতা।

২৩ দেশাধিপতিরদিগের পরস্পর কর্ত্তব্য।

২৪ সমাপ্তি পরিচ্ছেদ।

[পৃ. ৯] পূর্ব্বোক্ত উপদেশদ্বারা বিহিত কর্ম্মজ্ঞান ও তদনুসারে কর্ম্মানুশীলন-রূপ যে নীতি ও তাহার জ্ঞান যে শাস্ত্রদ্বারা হয় তাহাকে নীতিশাস্ত্র কহে, উক্ত নীতি ঈশ্বরকৃত, ও দেশ বিশেষে সাধারণ লোক কৃত, আর দেশ রক্ষার্থ কৃত, এতদ্রূপে ত্রিবিধা হয়, এবং ঐ ত্রিবিধ কর্ম্মের উপদেশ বক্ষ্যমাণ শ্রেণীতে বিশেষ রূপে বিবরণ করা যাইবেক, তদ্দ্বারা নীতি উপদেশের উপকার বিশেষরূপে জ্ঞাত হইবেক।

বালকদিগের প্রতি উপদেশ দেওনের জন্ম এ উদ্যোগ হইতেছে, এ কারণ তাহাদিগের বোধ সুগমের নিমিত্ত সুলভ দৃষ্টান্ত ও প্রসিদ্ধ শব্দদ্বারা সংগৃহীত হওয়া উচিতবোধে যথাসাধ্য যত্ন বিহিত হইবেক ইতি।

'নীতিদর্শন' পুস্তিকার প্রথম দুইটি সংখ্যা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে আছে। ব্রিটিশ মিউজিয়মে 'নীতিদর্শনে'র ৩য়-৫ম সংখ্যা (একত্রে মুদ্রিত) আছে।

হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধূত

আনুমানিক ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে সুখসাগরের নিকটবর্ত্তী পালপাড়া গ্রামে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের জন্ম হয়।

প্রথম-জীবনে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার অধ্যাপনা করিতেন। ন্যায়দর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহার গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি পরে গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন এবং হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধূত নামে খ্যাত হন।

হরিহরানন্দ রাজা রামমোহন রায়ের এক জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন কেহ কেহ বলিয়াছেন, তিনি রামমোহনের গুরু ছিলেন, রামমোহন তাঁহার নিকট রীতিমত তন্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। রামমোহনের বয়স যখন ১৪ বৎসর (১৭৮৮ খ্রীঃ), তখন তাঁহার সহিত রাধানগরে হরিহরানন্দের পরিচয় হয়। তদবধি উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বিদ্যমান ছিল।*

---

* সুপ্রীম কোর্টে রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের বৈষয়িক মকদ্দমায় হরিহরানন্দ রামমোহনের পক্ষে এক জন সাক্ষী ছিলেন। ২৭ আগষ্ট ১৮১৮ তারিখযুক্ত জবানবন্দীতে হরিহরানন্দ বলেন :—

> Nandakumar Vidyalankar of Manicktala in Calcutta Pundit aged fifty-six years or thereabouts...He is a Brahmin and maintains himself by the donations and contributions of his disciples *shishyas*. He hath known the Defendant Rammohun Roy from the time that the said Defendant attained the age of fourteen years and hath ever since been on the most intimate terms with him

এই মকদ্দমার নথিপত্রের সহিত নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার-স্বাক্ষরিত দুইটি দলিল আছে। একটির তারিখ ২০ ডিসেম্বর ১৭৯৯, ইহাতে তাঁহার নিবাস "সাং রঘুনাথপুর"

সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবার পর হরিহরানন্দ দেশ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন। রামমোহন রায়ের রংপুরে অবস্থানকালে (ইং ১৮০৯-১৮১৪) হরিহরানন্দ রামমোহনের নিকট গিয়া উপস্থিত হন। তিনি যে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তথায় ছিলেন, তাহার প্রমাণ—এই সময় রংপুরে নিষ্পাদিত রামমোহনের বিষয়-সংক্রান্ত একটি দলিলে সাক্ষিস্বরূপ তাঁহার নামের স্বাক্ষর আছে।

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি রামমোহন রংপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হন। হরিহরানন্দও রামমোহনের সহিত কলিকাতা আসিয়াছিলেন। এই সময় তিনি তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে আনাইয়া রামমোহনের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন।

কলিকাতায় অবস্থানকালে হরিহরানন্দ 'কুলার্ণব' তন্ত্র প্রকাশ করেন। তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রত্যক্ষ নিদর্শন—'মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে'র* তাঁহার রচিত টীকা। ১৭৯৬ শকাব্দে (ইং ১৮৭৪)

বলা হইয়াছে। অপরটির তারিখ "রংপুর, ১৪ জানুয়ারি ১৮১২", ইহাতে তাঁহার নিবাস "সাং পালপাড়া" দেওয়া আছে। শিবনাথ শাস্ত্রী ভুলক্রমে "পালপাড়া"কে "মালপাড়া" করিয়াছেন।

* কেহ কেহ মনে করেন, মূল মহানির্ব্বাণতন্ত্রই হরিহরানন্দ কর্ত্তৃক সংকলিত বা রচিত।—

> ...it has been suggested that the Mahanirvana was a fabrication in whole or in part of Hariharananda.—Avalon : Introduction to *Mahanirvan Tantra*, p. vii.

মহানির্ব্বাণতন্ত্রের হরিহরানন্দ-কৃত টীকা সম্বন্ধে Avalon লিখিয়াছেন :—

> The Manuscript of the commentary which is with the editor, is almost entirely in the Raja's handwriting. In the beginning of each chapter of the Commentary the Raja writes *Om namo Brahmane*...—*Ibid.*, p. viii.

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সম্পাদকতায় রামায়ণ যন্ত্রে বঙ্গাক্ষরে 'মহানির্ব্বাণ তন্ত্রম্ (পূর্ব্বকাণ্ডম্)' "কুলাবধূত শ্রীমদ্ধরিহরানন্দনাথভারতীবিরচিতয়া টীকয়া সহিতম্" মুদ্রিত হইয়া সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

কলিকাতায় অবস্থানকালে হরিহরানন্দ রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা'র অধিবেশনেও যোগ দিতেন। আত্মীয় সভায় শাস্ত্রীয় আলোচনা হইত। ইহার সেক্রেটরী বা নির্ব্বাহক ছিলেন—বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।* এই সভায় সহমরণ-নিষেধক আলোচনাও চলিত।† সহমরণ-বিষয়ে সংবাদপত্রেও তখন খুব আন্দোলন চলিতেছিল। এই প্রসঙ্গে হরিহরানন্দের একখানি পত্র ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' প্রকাশিত হয়, পত্রখানি উদ্ধৃত হইল :—

TO THE EDITOR OF THE INDIA GAZETTE

Sir,

Without wishing to stand forward either as the advocate or opponent of the concremation of Widows with the bodies of their deceased Husbands, but ranking myself among Brahmuns who consider themselves bound by their birth, to obey the ordinances and maintain the correct observance of Hindoo law, I deem it proper to call the attention of the public to a point of great importance now at issue amongst the followers of that law, and upon the determination of which, the lives of thousands of the female sex depend.

In the year 1818, a body of Hindoos prepared a petition to Government, for the removal of the existing restrictions on burning Widows, in cases not sanctioned by any Shastur,

* B. N Banerji "Societies Founded by Rammohun Roy for Religious Reform"—*The Modern Review*, February 1935, pp. 415-19.

† 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' প্রথম খণ্ড (২য় সংস্করণ), পৃ. ৩০০ দ্রষ্টব্য।

while another body petitioned for at least further restrictions, if not the total abrogation of the practice, upon the ground of its absolute illegality Some months ago too, Bykunthnauth Banoorjee, Secretary to the Brahmyu or Unitarian Hindoo community, published a tract in Bungla, a translation of which into English is also before the public, wherein he not only maintains that it is the incumbent duty of Hindoo Widows, to live as ascetics, and thus acquire divine absorption, but expressly accuses those who bind down a Widow with the corpse of her Husband, and also use bamboos to press her down and prevent her escape, should she attempt to fly from the flaming pile, as guilty of deliberate woman murder

In support of this charge, as well as of his declaration of the illegality of the practice generally, he has adduced strong arguments founded upon the authorities considered the most sacred

This tract we hear has been generally circulated in Calcutta, and its vicinity, and has also been submitted to several Pundits of the Zillah and Provincial Courts in Bengal, through their respective Judges and Magistrates. It is reported too, that consequent to the appearance of that publication, some Brahmuns of learning were requested by their wealthy followers to reply to that treatise, and I was therefore in sanguine expectation that the subject would undergo a thorough investigation

This report has now entirely subsided, and the practice of burning Widows is still carried on, and in the manner which has been declared illegal and murderous. At this I cannot help astonishment, as I am at a loss to conceive how persons can reconcile themselves to the stigma of being accused of woman murder, without attempting to shew the injustice of the charge, or if they find themselves unqualified to do that, without at least ceasing to expose themselves to the reiteration of such a charge by further perseverance in similar conduct I feel also both surprise and regret that

European Gentlemen, who boast of the humanity and morality of their religion, should conduct themselves towards persons who submit quietly to the imputation of murder, with the same politeness and kindness as they would shew to the most respectable persons. I however must call on those Baboos and Pundits either to vindicate their conduct by the sacred authorities, or to give up all claims to be considered as adherents of the Shasturs; as if they do not obey written law, they must be looked upon as followers of blind unchangeable custom, which deserves no more to be regarded with respect in this instance than in the case of child murder at Gunga Saugur, which has long ago been suppressed by Government.

March 27, 1818.

HURRIHURANUND.*

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্বরচিত জীবন-চরিতের এক স্থলে হরিহরানন্দের উল্লেখ আছে। তিনি লিখিয়াছেন :—

এখানে [দিল্লীতে] সুখানন্দ নাথ স্বামীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি সাত্ত্বিক ব্রহ্মোপাসক। হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর শিষ্য। এই হরিহরানন্দের সঙ্গে রাম মোহন রায়ের বড় বন্ধুত্ব ছিল। তিনি রাম মোহন রায়ের বাগানেই থা কত্তেন। ইঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাম চন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। আমি দিল্লিতে পঁহুছিবা মাত্রই সুখানন্দ স্বামী আমাকে আঙ্গুর প্রভৃতি পাঠাইয়া দিলেন। আমিও তাঁহাকে উপঢৌকন পাঠাইয়া দিলাম এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনিও আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। এইরূপে তাঁহার সহিত আমার দেখা সাক্ষাৎ, আলাপ পরিচয় হইল। সুখানন্দ স্বামী বলিলেন

* ১১ এপ্রিল ১৮১৯ তারিখের 'ক্যালকাটা জর্নালে' (পৃ. ১১৮-১২০) উদ্ধৃত। হরিহরানন্দ ইংরেজী জানিতেন না, সুতরাং ইহা রামমোহনের রচনা হওয়া অসম্ভব নহে।

যে, "আমি এবং রাম মোহন রায় উভয়েই হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর শিষ্য; রাম মোহন রায় আমার মতন তান্ত্রিক ব্রহ্মাবধূত ছিলেন।"—'পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবন-চরিত'—প্রিয়নাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত (১৮৯৮), পৃ. ১৪৩।

শেষ-জীবনে হরিহরানন্দনাথ কাশীবাস করিতেছিলেন। তথায় ১৭ জানুয়ারি ১৮৩২ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৭[illegible] বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' এ প্রস্তাব লেখেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

নির্বাণপ্রাপ্ত।—সুখসাগরের সমীপবর্ত্তি পালপাড়া গ্রামে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার এক জন অধ্যাপক ছিলেন তিনি কলিকাতার সংস্কৃত বিদ্যা[illegible] শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের অগ্রজ ন্যায় দর্শনে এবং তন্ত্রে বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের এরূপ শক্তি ছিল যে সংপ্রতি তাদৃশ দুর্লভ বিশেষতঃ তাঁহার সবক্তৃতা শক্তি যেরূপ ছিল যে তাদৃক আমরা প্রায় দেখি না ইনি অল্প বয়সেই গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া নানা দেশ ও দিগ দর্শন করিয়াছিলেন শেষে প্রায় বিংশতি বৎসর হইতে কাশীতে বাস করিতেন কাশীতে রাজাপ্রভৃতি অনেকে এবং কলিকাতা নগর ও পশ্চিম রাজ্যের লোকের মধ্যে অনেকেই তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন কাশীতে বাসের মধ্যে প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইবেক একবার কলিকাতা নগরে আগমন করিয়াছিলেন তৎকালে কুলার্ণবনামে এক গ্রন্থ তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হয় কাশী নগরের জনেরা তাঁহার অত্যন্ত মান করিতেন এবং আমরা শুনিয়াছি যে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগের পরেই উক্ত হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামীকুলাবধূত পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সম্প্রতি তিনি সপ্ততি বর্ষ বয়স্ক হইয়া এই মাঘ মাসের পঞ্চম দিবস [১৭ জানুয়ারি ১৮৩২] পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ব্বাহ্নসময়ে কাশীক্ষেত্রে সমাধিপূর্ব্বক পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন ইঁহার মৃত্যুতে আমরা অবশ্য

দুঃখিত হইলাম যেহেতু এতাদৃক লোক ইদানীং অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। তাঁহার পরিবারের মধ্যে কেবল এক পুত্র শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য পিতৃব্যদের সহিত দেশে বাস করিতেছেন।—'সমাচার দর্পণ', ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—০

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ— ফাল্গুন ১৩৪৭
দ্বিতীয় সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৪৯
মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
২'৫—১৭।১০।১৯৪২

আজকাল সমাজে সংবাদপত্র নিত্যব্যবহার্য্য জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সংবাদপত্র মুদ্রণ ও বিতরণের বিধিব্যবস্থাও একটা বিরাট্ ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। অথচ সংবাদপত্রের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলা দেশে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। তাহার ফলে জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নব জাগরণ সুরু হয়, সংবাদপত্র প্রকাশ উহার একটি দিক্। বাংলা দেশের—তথা ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র ইংরেজী। উহা ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ জানুয়ারি তারিখে হিকি (Hicky) সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহার প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে—১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙালী কর্ত্তৃক বাংলা ভাষায় প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। যিনি এই সংবাদপত্র প্রকাশ করেন, তাঁহার নাম গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য; তিনিই প্রথম বাঙালী সাংবাদিকের গৌরবময় পদের অধিকারী।

শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানার কম্পোজিটর

গঙ্গাকিশোরের বাড়ী ছিল শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী বহড়া গ্রামে। ব্যাপটিস্ট মিশনরীরা প্রচারকার্য্যের সুবিধার জন্য শ্রীরামপুরে বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করিলে গঙ্গাকিশোর কম্পোজিটর-রূপে শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানায় প্রবেশ করেন। এইখানে তিনি ছাপাখানার কাজ বিশেষভাবে শিখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। শ্রীরামপুরে কিছু দিন চাকরি করিবার পর—উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে—স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিবার ইচ্ছায় উদ্যোগী পুরুষ গঙ্গাকিশোর কলিকাতায় আসেন।

কলিকাতায় পুস্তক-বিক্রয়ের ব্যবসা

কলিকাতায় আসিয়া গঙ্গাকিশোর পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যবসায়ে হাত দিলেন। এদিকে তখনও কোন বাঙালীর নজর পড়ে নাই। শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' পত্র গঙ্গাকিশোর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

> এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে বিক্রয়ার্থে বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিতকরণের প্রথমোদ্যোগ কেবল ১৬ বৎসরাবধি হইতেছে ইহা দেখিয়া আমারদের আশ্চর্য্য বোধ হয় যে এত অল্প কালের মধ্যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ছাপার কর্ম্মের এমত উন্নতি হইয়াছে। প্রথম যে পুস্তক মুদ্রিত হয় তাহার নাম অন্নদামঙ্গল শ্রীরামপুরের ছাপাখানার এক জন কর্ম্মকারক শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য তাহা বিক্রয়ার্থে প্রকাশ করেন। (৩০ জানুয়ারি ১৮৩০)

গঙ্গাকিশোর প্রথমে (ইং ১৮১৬) ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর ছাপাখানায় বাংলা বই ছাপিতে সুরু করিলেন; তন্মধ্যে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' উল্লেখযোগ্য; ইহাই বোধ হয়, ছাপার হরফে প্রথম সচিত্র বাংলা পুস্তক। স্বরচিত দুই-তিন খানি পুস্তক ছাড়া তিনি 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী', 'লক্ষ্মীচরিত্র', 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি', 'চাণক্যশ্লোক' এবং লল্লুলালের সহযোগে রামমোহন রায়ের কোন কোন পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন।* গঙ্গাকিশোরের প্রকাশিত পুস্তকগুলির কাটতি ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল; তিনি কলিকাতায় একটি আপিস ও বইয়ের দোকান খুলিলেন। ক্রমে পুস্তকের ব্যবসায়ে তিনি বিলক্ষণ লাভবান্

---

* কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক (ইং ১৮১৯-২০) রিপোর্টের দ্বিতীয় পরিশিষ্টে (পৃ. ৬০-৬৬) এ দেশের মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর একটি দীর্ঘ তালিকা আছে। ইহা হইতে গঙ্গাকিশোরের প্রকাশিত কতকগুলি পুস্তকের নাম পাওয়া যায়।

হইয়াছিলেন। তিনি বাংলা দেশের প্রধান প্রধান শহর ও পল্লীগ্রামে প্রতিনিধি রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; তাহারাই তাঁহার পুস্তকগুলির বিক্রয় বাড়াইয়া দিয়াছিল।

কলিকাতায় দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

দেশীয় লোকদের মধ্যে বাবুরাম নামে এক জন হিন্দুই সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃত ও হিন্দী গ্রন্থ ছাপিবার জন্য খিদিরপুরে একটি দেবনাগরী অক্ষরের মুদ্রাযন্ত্র আনুমানিক ১৮০৬-৭ খ্রীষ্টাব্দে* স্থাপন করেন। তাঁহার ছাপাখানা

* ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দেও খিদিরপুরে বাবুরামের সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে; ইহা কোলব্রুকের আজ্ঞায় মুদ্রিত, বিদ্যাকর মিশ্রের সূচিসমন্বিত 'অমরকোষ'। 'হেমচন্দ্রকোষ'ও এই বৎসর বাবুরাম কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮০৮ তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ৭ম বার্ষিক পরীক্ষা উপলক্ষে ভিজিটর-রূপে লর্ড মিন্টো যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে বাবুরামের সংস্কৃত যন্ত্র সম্বন্ধে এই অংশটি আছে :—

A printing press has been established by learned Hindoos, furnished with complete founts of improved Nagree types of different sizes, for the printing of books in the Sunskrit language. This press has been encouraged by the College to undertake an edition of the best Sunskrit Dictionaries, and a compilation of the Sunskrit rules of Grammar. The first of these works is completed, and with the second, which is in considerable forwardness, will form a valuable collection of Sunskrit Philology. It may be hoped, that the introduction of the art of printing among the Hindoos, which has been thus begun by the institution of a Sunskrit press, will promote the diffusion of knowledge among this numerous and very ancient people; ......—Roebuck: *Annals of the College of Fort William*, p. 155.

সংস্কৃত যন্ত্র নামে পরিচিত ছিল। বাবুরাম এক জন সারস্বত ব্রাহ্মণ, নিবাস মির্জ্জাপুরের ত্রিলোচন ঘাটে।* এই ছাপাখানার মুদ্রাকর ছিল মদন পাল নামে এক জন সদ্গোপ।

১৮১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ব্রজভাষার মুন্‌শী লল্লুলাল কবি নামে এক জন গুজরাটী ব্রাহ্মণ বাবুরামের সংস্কৃত যন্ত্রের স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে।† লল্লুলালের আমলেও ছাপাখানা সংস্কৃত যন্ত্র নামে পরিচিত ছিল, এবং পূর্ব্বোক্ত মদন পালই তাহার মুদ্রাকর ছিলেন।‡ সংস্কৃত বা হিন্দী পুস্তক ছাড়া বাংলা পুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থাও লল্লুলাল করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কৃত যন্ত্র পটলডাঙ্গায় অবস্থিত ছিল। এই মুদ্রাযন্ত্রে পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রথম গ্রন্থ 'জ্যোতিষসংগ্রহসার' ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মুদ্রিত হয়।

* ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত লল্লুলাল কবি-সঙ্কলিত 'সভাবিলাস' নামক হিন্দী পুস্তকের শেষে বাবুরামের এই পরিচয় পাওয়া যায়।

† ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে 'কিরাতার্জ্জুনীয়' ছাড়া বাবুরামের সংস্কৃত যন্ত্রে তৎপরবর্ত্তী কালে মুদ্রিত অপর কোন পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। লল্লুলাল কবির সংস্কৃত যন্ত্রে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে (সংবৎ ১৮৭২) তুলসীদাসের 'বিনয়পত্রিকা' নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হয়, এই ছাপাখানায় তৎপূর্ব্বে মুদ্রিত আর কোন পুস্তকের সন্ধান এখনও পাই নাই।

‡ ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে লল্লুলাল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে ব্রজভাষার মুন্‌শী নিযুক্ত হন। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে চাকুরি হইতে বিদায় লইয়া আগ্রা ফিরিবার সময় তিনি মুদ্রাযন্ত্রটি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। গুজরাটী হইলেও তিনি ও তাঁহার স্বজনবর্গ আগ্রা-গোকুলপুরায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতেন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে লল্লুলালের মৃত্যু হয়।

তখন বাংলা বই ছাপিতে হইলে প্রধানতঃ ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর যন্ত্রালয়, লালবাজারে হিন্দুস্থানী প্রেস, লল্লূলালের সংস্কৃত যন্ত্র, বাঙ্গালি প্রেস বা বাঙ্গালা যন্ত্র, অথবা শ্রীরামপুর-মিশন-যন্ত্রালয়ের শরণাপন্ন হইতে হইত। তখন পর্য্যন্ত কোন বাঙালীই মুদ্রাযন্ত্র-প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন নাই। গঙ্গাকিশোর বইয়ের ব্যবসা করিয়া লাভবান্ হইয়াছিলেন। তিনি ভরসা করিয়া একটি বাংলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার মুদ্রাযন্ত্রটি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ইহার নাম—বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস বা আপিস। এই নাম তাঁহার ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত একাধিক গ্রন্থে পাওয়া যায়।*

বাঙালী-প্রবর্ত্তিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের প্রচার

মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাকিশোরের দৃষ্টি পড়িল সংবাদপত্র-প্রকাশের উপর। তখন পর্য্যন্ত খাস কলিকাতা হইতে কোন বাংলা সাময়িক-পত্র বাহির হয় নাই। বাঙালীর একখানি বাংলা সংবাদপত্র হইলে অনেক পাঠক জুটিতে পারে। এই অভাব পূরণ হয় 'বাঙ্গাল গেজেটি'র দ্বারা। কিন্তু এই পত্রিকা-প্রকাশ একক গঙ্গাকিশোরেরই কৃতিত্ব নয়, এই ব্যাপারে গঙ্গাকিশোরের সহিত হরচন্দ্র রায় নামে আর এক জন সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

'বাঙ্গাল গেজেটি' বাংলা ভাষার আদি সংবাদপত্র কি না, ইহা লইয়া অনেক দিন হইতে আলোচনা চলিতেছে। এক পক্ষের মতে শ্রীরামপুরের

* দৃষ্টান্তস্বরূপ ১২২৬ সালে (ইং ১৮১৯) "বাঙ্গালগেজেটি আফিসে ছাপা" আত্মীয় সভা-নির্ব্বাহক বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত ভগবদ্গীতার পদ্যানুবাদের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

'সমাচার দর্পণ'ই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। অপর পক্ষ বলেন, এই সম্মান গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের 'বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রাপ্য। এখন বিবেচ্য, কোন্‌খানি আগে প্রকাশিত হয়।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার 'সংবাদ প্রভাকরে' সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন; তাহাতে তিনি লেখেন যে, শ্রীরামপুর মিশন কর্ত্তৃক ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত 'সমাচার দর্পণ' প্রথম বাংলা সংবাদপত্র নহে,—প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'বাঙ্গাল গেজেটি' ১২২২ কিংবা ১২২৩ (ইং ১৮১৫-১৬) সালে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।* পাদরি লং ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে—'সমাচার দর্পণ'কে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বলিয়াছিলেন,† কিন্তু ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে—সম্ভবতঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উক্তি পাঠ করিয়া, তিনি পূর্ব্বমত বর্জ্জন করেন।‡ তদবধি প্রথম বাংলা সংবাদপত্র কোন্‌খানি—এই লইয়া আলোচনা চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কেহই এ-যাবৎ 'বাঙ্গাল গেজেটি'র কোন সংখ্যা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে এ বিষয়ে আমি কতকগুলি প্রমাণের সন্ধান পাই; গৌণ প্রমাণ হইলেও এগুলির দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, 'বাঙ্গাল গেজেটি' ১৮১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় নাই—হইয়াছিল ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক; ইহাও মনে হয় যে, 'সমাচার দর্পণ' সম্ভবতঃ 'বাঙ্গাল গেজেটি'র অগ্রজ। কিন্তু 'বাঙ্গাল গেজেটি' যে বাঙালী-প্রবর্ত্তিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র, তাহা নিশ্চিত। প্রমাণগুলি পর পর উপস্থাপিত করিতেছি।

---

* এই প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ ৮ মে ১৮৫২ তারিখের *Englishman and Military Chronicle* পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

† *The Calcutta Review* for 1850, p. 145.

‡ Long's *Descriptive Catalogue of Bengali Works.*

১১ জুন ১৮৩১ তারিখের 'সমাচার দর্পণে'র সম্পাদকীয় উক্তি পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, প্রথম বাংলা সংবাদপত্র সম্পর্কীয় আলোচনার সূত্রপাত হয়—১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উক্তির অন্ততঃ বিশ বৎসর পূর্ব্বে। 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশ :—

> দর্পণ ও বাঙ্গাল গেজেট। চন্দ্রিকার এক পত্র লেখক দর্পণে প্রকাশিত এক পত্রের উত্তর দেওনেতে কহেন দর্পণ যে প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত হয় ইহা তিনি স্বীকার করেন না এবং তিনি কহেন যে দর্পণ প্রকাশ হওনের পূর্ব্বে গঙ্গাকিশোর নামক এক ব্যক্তি প্রথম বাঙ্গাল গেজেটনামে এক সম্বাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।*
>
> ইহাতে আমারদের এই উত্তর যে আমারদের প্রথম সংখ্যক দর্পণ প্রকাশ হওনের দুই সপ্তাহ পরে অনুমান হয় যে বাঙ্গাল গেজেটনামে পত্র প্রকাশ হয় **কিন্তু কদাচ পূর্ব্বে নহে।** চন্দ্রিকার পত্রপ্রেরক মহাশয় যদ্যপি অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ বাঙ্গাল গেজেটের প্রথম সংখ্যার তারিখ আমারদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন তবে দর্পণের প্রথম সংখ্যার সঙ্গে ঐক্য করিয়া ইহার পৌর্ব্বাপর্য্যের মীমাংসা শীঘ্র হইতে পারে। যদ্যপি তাঁহার নিকটে ঐ পত্রের প্রথম সংখ্যা না থাকে তবে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের যে ইঙ্গলণ্ডীয় সম্বাদ পত্রে তৎপত্রের ইশ্‌তেহার প্রকাশ হয় তাহাতে অন্বেষণ করিতে হইবে। যেহেতুক **ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গভাষায় যে সকল সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয় তন্মধ্যে দর্পণ আদি পত্র ইহা আমরা স্পষ্ট জ্ঞাত হইয়া** তৎসম্ভ্রম অনিবার্য্য প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলে অমনি কদাচ উপেক্ষা করা যাইবে না।—'সমাচার দর্পণ,' ১১ জুন ১৮৩১।

* 'সমাচার চন্দ্রিকা', ৬ জুন ১৮৩১।—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৬ দ্রষ্টব্য।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি পাওয়া যায় না, কাজেই আলোচ্য বিষয়ে আর কোন পত্র 'চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানিবার উপায় নাই। কিন্তু এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে যে, সেরূপ কোন কিছু প্রকাশিত হইয়া থাকিলে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক মন্তব্য সহ তাহা স্বীয় পত্রে পুনর্মুদ্রিত করিতেন। সুতরাং ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে যতটা তথ্য জানা ছিল, তদবলম্বনে 'সমাচার দর্পণে'র দ্বিধাহীন উক্তি এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ মীমাংসা করিয়া দিয়াছিল।

১৮৩১ হইতে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে পিছাইয়া যাওয়া যাক। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র প্রথম সংখ্যায় নিম্নোদ্ধৃত অংশ প্রকাশিত হয়:—

> The first Hindoo who established a press in Calcutta was Babooram, a native of Hindoosthan...He was followed by Gunga Kishore, formerly employed at the Serampore press, who appears to have been the first who conceived the idea of printing works in the current language as a means of acquiring wealth.* To ascertain the pulse of the Hindoo public, he printed several works at the press of a European, for which

* ১২৩২ সালের (ইং ১৮২৫) পঞ্জিকা সমালোচনাকালে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' লিখিয়াছেন যে, বাঙালী কর্ত্তৃক প্রথম মুদ্রাযন্ত্র অগ্রদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র অংশটি এইরূপ:—

Hindoo Almanack for 1825....The compiler of the Almanack is Gungadhur. It is printed in the country, near Ugrudweep, at a press, which was, we believe, the first ever established among the natives. It is dedicated under God, to the Raja of Krishnanugur, whose family, now reduced to poverty, were formerly the greatest patrons of literature in Bengal.—*The Friend of India* (Quarterly Series) for October 1825, pp. 189-90.

having obtained a ready sale, he established an office of his own, and opened a book-shop. For more than six years, he continued to print in Calcutta various works in the Bengalee language, but having disagreed with his coadjutor, he has now removed his press to his native village. He appointed agents in the chief towns and villages in Bengal, from whom his books were purchased with great avidity; and within a fortnight after the publication from the Serampore press of the Sumachar Durpun, the first Native Weekly Journal printed in India, he published another, which we hear has since failed.—"On the effect of the Native Press in India," pp. 184-85.

'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া'র এই উক্তি 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশের দুই বৎসর পরে এবং বিলোপের এক বৎসর পরে প্রকাশিত হয়, সুতরাং ইহার মূল্য সমধিক।

এইবার আমরা ১৪ মে ১৮১৮ ও ৯ জুলাই ১৮১৮ তারিখের দুইটি বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করিতেছি। এগুলি একেবারে সমসাময়িক সাক্ষ্য, এগুলি হইতে জানা যায়, 'বাঙ্গাল গেজেটি' ১৪ই মে ও ৯ই জুলাই তারিখের মধ্যে কোন-না-কোন দিনে প্রকাশিত হইয়াছিল। দুইটি বিজ্ঞাপনের প্রথমটি এইরূপ:—

HURROCHUNDER ROY begs leave to inform his Friends and the Public in general, that he has established a BENGALEE PRINTING PRESS, at No. 45, Chorebagaun Street, where he intends to publish a WEEKLY BENGAL GAZETTE, to comprise the Translation of Civil Appointments, Government Notifications, and such other Local Matter, as may be deemed interesting to the Reader, into a plain, concise, and correct Bengalee Language; to which will be added the Almanack, for the subsequent Months, with the Hindoo Births, Marriages and Deaths.

Advertisement for insertion in this Gazette, will be received at 2 Annas per line. English and Persian, the same Price.

Gentlemen wishing to become Subscribers to this Weekly Publication will be pleased to send their Names to HURRO-CHUNDER ROY, at this PRESS, No. 45, Chorebagaun Street, where every information will be thankfully received.

The Price of Subscription is 2 Rupees per Month, Extras included. *Calcutta, 12th May*, 1818.

দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—

HURROCHUNDER ROY

Having established a BENGALEE PRINTING PRESS and a WEEKLY BENGAL GAZETTE, which he publishes on Fridays, containing the Translation of Civil Appointments, Government Nótifications and Regulations, and such other LOCAL MATTER as are deemed interesting to the Reader, into a plain, concise and correct Bengalee Language, and having spared no pains or trouble to render it as interesting as possible, earnestly hopes that in consideration of the heavy expenses which he has incurred, Gentlemen who have a knowledge and proficiency in that language, will be pleased to patronize his undertaking, by becoming subscribers to the BENGAL GAZETTE. No publication of this nature having hitherto been before the Public, HURROCHUNDER ROY trusts that the community in general will encourage and support his exertions in the attempt which he has made, and afford him a small share of their Patronage.

Gentlemen wishing to become Subscribers to this WEEKLY PUBLICATION will be pleased to send their names to HURROCHUNDER ROY, at his Press, No. 145, Chorebagaun Street, where every information will be thankfully received.

The Price of Subscription is 2 Rupees per Month. Extras included.

Calcutta, Chorebagaum Street, No. 145.

বিজ্ঞাপন দুইটি হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইতেছে যে, 'বাঙ্গাল গেজেটি' ১৮১৫ বা ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় নাই,—হইয়াছিল ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ যে-বৎসর 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়। এই সকল

বিজ্ঞাপনে 'বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রকাশকরূপে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের নামের স্থলে আমরা হরচন্দ্র রায়ের নাম পাইতেছি। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, হরচন্দ্রেরও বাড়ী ছিল শ্রীরামপুরে। রামমোহন রায়ের "আত্মীয় সভা"র সহিত তাঁহার যোগ ছিল। রামমোহন রায়ের 'কবিতাকারের সহিত বিচার' পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় তাঁহার নাম পাওয়া যায়। গঙ্গাকিশোরের 'বাঙ্গাল গেজেটি' যন্ত্রালয়ের তিনিও এক জন মালিক ছিলেন,—এ কথার প্রমাণ 'ফেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র উদ্ধৃত অংশে দ্রষ্টব্য। সুতরাং 'বাঙ্গাল গেজেটি' পত্রের প্রকাশকরূপে হরচন্দ্র রায়ের নাম বিজ্ঞাপনে ছাপা হইয়াছে বলিয়া, কাগজের সহিত গঙ্গাকিশোরের কোন সম্পর্ক ছিল না, এরূপ মনে করিবার হেতু নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'বাঙ্গাল গেজেটি' ১৪ই মে হইতে ৯ই জুলাই ১৮১৮ তারিখের মধ্যে কোন দিন প্রকাশিত হইয়াছিল—ইহা নিঃসন্দেহ। ঠিক কোন্ তারিখে প্রকাশিত হয়, জানা না গেলেও, ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' অতি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, ২৩ মে ১৮১৮ তারিখে 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশের এক পক্ষ মধ্যে 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হয়। তখন 'বাঙ্গাল গেজেটি'র দুই জন পরিচালক—গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ও হরচন্দ্র রায় জীবিত, কিন্তু তাঁহারা কেহ এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার জানা নাই। ইহা ছাড়া, ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদকও দৃঢ়তার সহিত অনুরূপ কথা বলেন, তাঁহার মতে 'বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রকাশকাল 'সমাচার দর্পণে'র "কদাচ পূর্ব্বে নহে," "ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গভাষায় যে সকল সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয় তন্মধ্যে দর্পণ আদি পত্র ইহা আমরা স্পষ্ট জ্ঞাত হইয়া" ইত্যাদি। এই কারণে 'সমাচার দর্পণ'কে 'বাঙ্গাল গেজেটি'র অগ্রজ মনে করিলে অসঙ্গত হইবে না।

প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রসঙ্গে একটি নূতন সংবাদ সম্প্রতি জানা গিয়াছে। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্নালে' (পৃ. ৫৯) ১৬ মে ১৮১৮ তারিখের 'ওরিয়েণ্টাল স্টার' পত্রিকা হইতে নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

BENGALEE NEWSPAPER.

From the Oriental Star, May 16.—Amongst the improvements which are taking place in Calcutta, we observe with satisfaction that the publication of a Bengalee newspaper has been commenced. The diffusion of general knowledge and information amongst the natives must lead to beneficial effects; and the publication we allude to, under proper regulations, may become of infinite use, by affording the more ready means of communication between the natives and the European residents.—*The Asiatic Journal and Monthly Register* (London) for January 1819, p. 59.

দেখা যাইতেছে, ১৬ মে ১৮১৮ তারিখে 'ওরিয়েণ্টাল স্টার' কলিকাতায় বাঙালী-প্রবর্ত্তিত একখানা বাংলা সংবাদপত্রের কথা জ্ঞাপন করিতেছেন। এই সংবাদপত্র যে 'বাঙ্গাল গেজেটি', তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, শ্রীরামপুর হইতে 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয় পরবর্ত্তী ২৩এ মে (শনিবার) তারিখে। কিন্তু এই সংবাদটিকে আমি 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশ সম্বন্ধে প্রমাণ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। আমার সংশয়ের কারণ বলিতেছি।

১৪ মে ১৮১৮ তারিখের 'গবর্মেণ্ট গেজেটে' প্রকাশিত, ১২ই মে তারিখযুক্ত একটি বিজ্ঞাপনে (ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত) 'বাঙ্গাল গেজেটি' "বাহির হইবে" ("intends to publish") বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং 'ওরিয়েণ্টাল স্টারে'র ১৬ই মে তারিখের সংবাদে দেখা যাইতেছে, "The publication of a Bengalee Newspaper has been

commenced." তাহা হইলে ১২ই হইতে ১৬ই মে তারিখের কোন এক দিনে 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হইত, সুতরাং ১৫ মে ১৮১৮ (শুক্রবার) তারিখে উহা প্রকাশিত হইয়াছিল ধরিতে হইবে। 'বাঙ্গাল গেজেটি' "বাহির হইবে"—এই বিজ্ঞাপন ১৪ই মে বাহির হইবার পরদিনই ১৫ই মে তারিখে কাগজ বাহির হইয়াছে এবং এই ১৫ই তারিখেই 'ওরিয়েণ্টাল স্টারে'র সাহেব সম্পাদক সেই পত্রিকা দৃষ্টে সেই দিনই তাহার উপর মন্তব্য লিখিয়াছেন ও সেই মন্তব্য তাহার পরের দিন অর্থাৎ ১৬ই প্রকাশিত হইয়াছে—এই জাতীয় তৎপরতা সে-যুগে সম্ভব ছিল কি না, বিশেষভাবে বিবেচ্য। সে-যুগের ছাপাখানা ও সংবাদপত্র পরিচালন ব্যাপারে যাঁহাদের জ্ঞান আছে, তাঁহারাই বুঝিবেন, ইহার মধ্যে কোন গল্‌তি. থাকা সম্ভব। আমার বিশ্বাস, এই সংবাদের অর্থ—'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে ; "the publication··· has been commenced" কথাগুলির দ্বারা সম্পাদক মহাশয় ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

এই সকল কারণে 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশের সঠিক কাল নিরূপণ বিষয়ে 'ওরিয়েণ্টাল স্টারে'র সংবাদটি নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না। যত দিন পর্য্যন্ত আরও বলবৎ প্রমাণ না পাওয়া যাইতেছে, তত দিন পর্য্যন্ত কোন্‌খানি প্রথম বাংলা সংবাদপত্র—এ-বিষয়ে চরম কথা বলা বোধ হয় উচিত হইবে না।

'বাঙ্গাল গেজেটি'র কোন সংখ্যা এ-পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত না হওয়ায় উহার বিষয়-বিন্যাস ও রচনা-পদ্ধতি কিরূপ ছিল, তাহা বিশেষভাবে জানিবার উপায় নাই। পূর্ব্বোদ্ধৃত একটি বিজ্ঞাপন হইতে আমরা জানিতে পারি যে, উহাতে সরকারী বিজ্ঞাপন, আইন ও কর্ম্মচারি-নিয়োগ সংক্রান্ত

নানা সংবাদ ও সরল বাংলায় স্থানীয় লোকের রুচিকর নানা কথা থাকিত এবং উহার সডাক মাসিক মূল্য দুই টাকা ছিল। ইহা ছাড়া, সমকালীন সাময়িক-পত্র পাঠে আরও জানা যায়, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে এই 'বাঙ্গাল গেজেটি' পত্রে সহমরণ-বিষয়ে ঐ বৎসরে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। বিলাতের 'এশিয়াটিক জর্নাল' পত্রের ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই সংখ্যায় (পৃ. ৬৯) প্রকাশ :—

> The India Gazette says, "We have been informed that this little work [on Suttees] has been republished in a newspaper, which for some time past has been printed and circulated in the Bengalee language and character, under the sole conduct of natives. This additional publicity which the labours of Rammohun Roy will thus obtain, cannot fail to produce beneficial consequences; and we are happy to find, that the conductors of the Bengalee Journal have determined to give insertion of articles that are likely to prove more advantageous to their countrymen,...

তখন "বাঙালী-পরিচালিত" অপর কোন বাংলা সংবাদপত্র ছিল না, সুতরাং উদ্ধৃত অংশে 'বাঙ্গাল গেজেটি'র কথাই বলা হইয়াছে।

'বাঙ্গাল গেজেটি' বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। উহা বৎসরখানেক চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়।

গ্রন্থপ্রকাশের কার্য্য

রচিত গ্রন্থ

গঙ্গাকিশোরের রচিত কয়েকখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সংক্ষিপ্ত মন্তব্য সহ এই সকল গ্রন্থের একটি তালিকা নিয়ে দেওয়া হইল।

১। **A Grammar, in English and Bengalee**। ইং ১৮১৬। পৃ. ২১৬।

A Grammar, in English and Bengalee: containing what is necessary to the knowledge of the English Tongue. To which is added a Translation of Words from one to three Syllables, laid down in a plain and familiar way. By Gungakissore, Bhutachargee. Calcutta: From the Press of Ferris and Co. 1816.

ইহা বাংলা ভাষায় একখানি ইংরেজী ব্যাকরণ; কেহ কেহ ইহাকে বাঙালীর লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণ মনে করিয়া ভুল করিয়াছেন। এই ইংরেজী ব্যাকরণ বাংলায় প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গঙ্গাকিশোর লিখিয়াছেন:—

এতদ্দেশীয় প্রায় অনেক বালকগণ ইংরাজী ব্যাকরণ পাঠ করিতে আরব্ধ করিয়া অত্যল্প কাল পরে তাঁহারদিগের উহাতে অলস তাচ্ছল্য এবং অশ্রেদ্ধা জন্মে তাহার কারণ এই অভিপ্রায় হয় যে বালকত্ব ধর্ম্ম হেতু তাঁহারদিগের বুদ্ধির তরলতা প্রযুক্ত ও মোনের চঞ্চলতা প্রযুক্ত ঐ ব্যাকরণের যে পাঠ তাঁহারদিগের গুরু ও বন্ধু জনেরা দেন তাহা মোনে রাখিতে পারেণ না অতএব সুৎরাং তাঁহারদিগের অলসাদি জন্মাইতে পারে যেহেতুক মনুষ্যেরদিগের মন যে বিষয় কঠীন্ এবং শ্রম সাধ্য হয় তাহাতে অক্লেশে প্রবিষ্ট হয় না বিশেষত বালকগণদিগের অতএব আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে ইংরাজী ব্যাকরণের অর্থ আমারদিগের আপনার ভাষাতে সংগ্রহ থাকিলে যে সকল বালকেরা ইংরাজী ব্যাকরণ পাঠ করিতে বাঞ্ছা করিবেন তাঁহারদিগের অতি সুসাধ্য হইতে পারে একারণ যথাসাধ্য এক সংক্ষেপ ইংরাজী ব্যাকরণের অর্থ আমারদিগের সাধু ভাষাতে সংগ্রহ করা গেল…।

মেং ফেরিসকোম্পানি শাহেবের ছাপাখানায় যে দায়ভাগ ভাষাতে ছাপা হইতেছে তাহা প্রায় প্রস্তুত হইল

—•—

শ্রীযুৎ গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যেন—

পরোপকৃতয়েকৃতঃ—

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ঠিক এই বৎসরেই (ইং ১৮১৬) রামচন্দ্র-রচিত 'ইঙ্গ্লিষ দর্পণ' নামে বাংলা ভাষায় আর একখানি ইংরেজী ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। এই রামচন্দ্র ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের এক জন সহকারী পণ্ডিত। ইহার পূর্ণ নাম রামচন্দ্র রায়।

২। **দায়ভাগ**। ইং ১৮১৬-১৭।

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ইংরেজী ব্যাকরণের ভূমিকায় গঙ্গাকিশোর লিখিয়াছেন :—

> মেং ফেরিসকোম্পানি শাহেবের ছাপাখানায় যে দায়ভাগ ভাষাতে ছাপা হইতেছে তাহা প্রায় প্রস্তুত হইল

এই 'দায়ভাগ' ১৮১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ব্যবস্থা-দর্পণ' গ্রন্থের "ভূমিকা"য় শ্যামাচরণ শর্ম্ম-সরকার ইহার স্বল্প পরিচয় দিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন :—

> বঙ্গভাষায় এপর্য্যন্ত ধর্ম্মশাস্ত্রার পুস্তক চারি খানি বই লিখিত হয় নাই, কিন্তু ঐ কএক খানই সর্ব্বপ্রকারে ক্ষুদ্র,...। তৃতীয় খানি বহোরা নিবাসি গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের লিখিত, ইহাতে দায়াধিকার অশৌচ ও প্রায়শ্চিত্ত এই তিন প্রকরণ স্থূল রূপে সঙ্ক্ষেপে লিখিত আছে।—পৃ. ১৶৹, পাদটীকা।

৩। **দ্রব্যগুণ**। ইং ১৮২৪।*

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তকখানি বটতলা হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল।

---

* "১৮২৪...কলিকাতার বাহিরে মোং বহেড়াতে শ্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যকৃত দ্রব্যগুণ ভাষা"।—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ), পৃ. ৭৬।

৪। **চিকিৎসার্ণব**। ইং ১৮২০ (?)। পৃ. ৭২।

শ্রীশ্রীদুর্গা শহায়। চিকিৎসার্ন্নব। নাড়ীজ্ঞান নিরূপণ। ।জ্বরলক্ষণ। পাঁচন ও ঔষধাদি এবং দ্রব্যাদি শোধন প্রকরণ মুদ্রাঙ্কিত হইল কলিকাতা.........

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের এক খণ্ড দেখিয়াছি। ইহার আখ্যাপত্রে প্রকাশকালটি কীটদষ্ট, তবে ছাপা দেখিয়া মনে হয়, ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি ইহা মুদ্রিত। পরবর্ত্তী কালে ইহা বটতলা হইতে পুনর্মু্দ্রিত হইয়াছিল।

পুস্তকের গোড়ার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা হইতে গ্রন্থকারের নামধাম জানা যাইবে :—

> গুরুপদে রাখি মতি বন্দোদেব গণপতি তুষ্টা হন ভগবতি তবে অতি শীঘ্রগতি পূরে অভিলাস। জগৎ জননি যারে তুষ্টা হন এ সংসারে সেজন .সকল পারে অনাআসে করিতে প্রকাশ। চিকীৎসার্ণব নাম গ্রন্থ অতি গুণধাম চিন্তা করি অবিরাম দেখি চিত্ত হবে চমকিৎ। ভাসায় কোমল-মিষ্টি গ্রন্থ যে নূতনসৃষ্টি কিছুদিন করি দৃষ্টি মূর্খ বৈদ্য হইবে পণ্ডিৎ। নাড়িপ্রকাশানুসারে যদি নাড়ী বোধ করে চিকীৎসা করিতে পারে এ কারণে নাড়ীজ্ঞানে করি নিরূপিত। না থাকিলে নাড়ীবোধ হবে কেন রোগবোধ মূর্খ বৈদ্য করে ক্রোধ বিষবড়ি দিয়া করে হিতে বীপরীৎ। ব্যাধিতে পীড়িত লোক নানামতে পায় শোক তার কিছু করি যোগ উপায় কারণ। বৈদ্যকের শাস্ত্রমত পাঁচনাদি আছে কত তার মধ্যে সার যত এই গ্রন্থে করি নিরূপণ। যে জ্বরে যে অধিকার বিস্তারিয়া কব তার সভাকার উপগার হবে অতিশয়। ঔষধী নানামত বিস্তারিয়া কব কত অল্পে করি গুণশত শাস্ত্রমত করিব নির্ণয়। সুরধনি তিরে ধাম ধন্য সে বহরাগ্রাম গঙ্গাকিশোর নাম দ্বিজদিন অতি। চন্দ্রতেজ করি চুর তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর ভুবনে দ্বিতীয়শূর মহারাজা তাঁর অধিকারেতে বসতি। গ্রন্থে কোন থাকে ভুল গুনিগণ দিবে কূল দোষছাড়া নাহি মূল সাধুজনে

আছয়ে প্রকাশ। অল্প দোষে সুধাকরে কি করিতে পারে তারে গঙ্গাধর ধরে শিরে অন্ধকার ঘোরতরে অনায়াসে করয়ে বিনাশ।

সম্পাদিত প্রাচীন গ্রন্থ

গঙ্গাকিশোর কয়েকখানি প্রাচীন গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দুইখানির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে দুইখানির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

১। **অন্নদামঙ্গল**। ইং ১৮১৬। পৃ. ৩১৮

Oonoodah Mongul, exhibiting the Tales of Biddah and Soonder. To which is added, The Memoirs of Rajah Prutapadityu. Embellished with Six Cuts. Calcutta From the Press of Ferris and Co. 1816.

যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বলা চলে, ছাপার অক্ষরে ইহাই ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'র প্রথম সংস্করণ।

এই পুস্তকে ছয়খানি চিত্র আছে, প্রায় সবগুলিই লাইন-এন্‌গ্রেভিং। চিত্রের ব্লকগুলি রামচাঁদ রায়ের (হরচন্দ্র রায়ের আত্মীয়?) তৈয়ারি। ইহার পূর্ব্বে মুদ্রিত আর কোন সচিত্র বাংলা বই এখনও আমার নজরে পড়ে নাই।

এই পুস্তকের এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগারে আছে। ইহার সম্বন্ধে প্রাচীন সংবাদপত্র হইতে কিছু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮১৬ তারিখের 'গবর্ণমেণ্ট গেজেটে' এই পুস্তকের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

মে° ফেরিস এন কোম্পানি সাহেবের
ছাপা খানায় সিঘ্র প্রকাষ হইবেক
অন্নদা মঙ্গল ও বিদ্যা সুন্দর পুস্তক
অনেক পণ্ডিতের দ্বারা শোধিয়া শ্রীযুত

পদ্মলোচন চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য* মহাস
য়ের দ্বারা বর্ণ্ণ শুদ্ধকরিয়া উত্তম বাঙ্গলা
অক্ষরে ছাপা হইতেছে পস্তকের প্রতি
উপক্ষণে এক২ প্রতিমূর্ত্তি থাকিবেক মূল্য
৪ টাকা নিরূপণ হইল জাহার লইবার
ইচ্ছা হয় আপন নাম ঐ ছাপাখানায়
কিম্বা এই আপিষে শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর
ভট্টাচার্য্যের নিকট পাঠাইবেন ইতি—

১। শ্রীভগবদ্গীতা।

গঙ্গাকিশোর "গভ্যরচিত ভাষাঅর্থ" সহ ভগবদ্গীতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের (পৃ. ২১৬) এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌-গ্রন্থাগারে আছে। তাহার আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

শ্রীশ্রীহরিঃ। শ্রীভগবদ্গীতা। । নমো ভগবতে বাসুদেবায় । অষ্টাদশ অধ্যায় সংস্কৃত মূলগ্রন্থ । [এবং] গভ্যরচিত ভাষাঅর্থ সংগ্রহ । শ্রীগঙ্গাকিশোর ভটাচার্য্যেন প্রকাশিত । বাঙ্গালা যন্ত্রে দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইল। মোকাম বহরা। সন ১২৩১ সাল।

---

* পদ্মলোচন চূড়ামণি নদীয়ার এক জন খ্যাতনামা পণ্ডিত। তিনি কিছু দিনের জন্ত ভারতে আগত প্রথম ব্যাপটিষ্ট মিশনরী জন্ টমাসের পণ্ডিত ছিলেন। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৭৯৫ তারিখে মদনাবাটী হইতে লিখিত একখানি পত্রে জন্ টমাস লিখিয়াছিলেন :—

I have a pundit to assist me in the translation, whose name is Podo Loson, a native of that famous metropolis of Bengal Learning, Nuddea. —*Periodical Accounts*...i. 205.

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইলে, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে পদ্মলোচন চূড়ামণি মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে উইলিয়ম কেরীর অধীনে এক জন সহকারী পণ্ডিত নিযুক্ত হন। এই কর্ম্মে তিনি অনেক দিন নিযুক্ত ছিলেন।

ইহা ছাড়া, গঙ্গাকিশোর 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'চাণক্যশ্লোক' প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

মৃত্যু

হরচন্দ্রের সহিত মতানৈক্য হওয়াতে* ১৮১৯ (?) খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাকিশোর বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয় নিজ গ্রাম বহরায় লইয়া যান—ইহার উল্লেখ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' হইতে উদ্ধৃত বিবরণে আছে। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের পূর্ব্বেই যে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে।

গঙ্গাকিশোরের মৃত্যুর পরেও অনেক দিন যাবৎ তাঁহার বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয়ের অস্তিত্ব ছিল। ১৭৬৬ শকে (ইং ১৮৪৪) মুদ্রিত 'ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ॥ প্রকৃতিখণ্ড॥ তদ্ভাষা রামলোচন দাস কর্ত্তৃক পঞ্চছন্দে বিরচিত' পুস্তকের আখ্যাপত্রে আছে :—

> গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যমহাশয়স্য বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয়ে শ্রীমহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা শ্রীভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়স্যানুমত্যনুসারে ছাপা হইল বহরা গ্রামে।

* গঙ্গাকিশোরের সহিত পৃথক্ হইবার কিছু দিন পরেই হরচন্দ্র রায় ৯ নং আড়কুলিতে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে এই মুদ্রাযন্ত্রে 'শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ঃ' এবং 'উদ্ধবদূত' একত্র মুদ্রিত হয়; পুস্তকদ্বয়ের শেষে "রায় শ্রীহরচন্দ্র শর্ম্মণো মুদ্রাক্ষর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিতমিদং গ্রন্থদ্বয়ং"—এইরূপ উল্লেখ আছে। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত রামরত্ন ন্যায়পঞ্চাননের 'ভগবতী গীতা'র শেষ কয় পংক্তি এইরূপ :—

> "মুদ্রিত হইল শেষে কলিকাতায় একদেশে
> শ্রীযুৎ হরচন্দ্র রায়ের আপিসে।
> ছাপা হইল আড়কুলি তার নাম পশ্চিমে কালির ধাম
> খ্যাত দত্তপুরী পূর্ব্ব পাশে॥"

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১৬

রামমোহন রায়

১৭৭৪—১৮৩৩

রামমোহন রায়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ় ১৩৪৯
দ্বিতীয় সংস্করণ—ভাদ্র ১৩৪৯
মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৩—১৫।৯।১৯৪২


Rammohun Roy

ভূমিকা

'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'য় আমরা যাঁহাদের জীবনী প্রকাশ করিতেছি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গঠনে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই দান স্মরণীয়। বস্তুতপক্ষে ইঁহাদেরই কীর্ত্তি ও সাধনার উপরেই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা। এখন পর্য্যন্ত যাঁহাদের জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, বাংলা-সাহিত্যের দিক্ দিয়া তাঁহাদের কাহারও সুষ্ঠু জীবনচরিত এতাবৎ কাল বাহির হয় নাই। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশে রামমোহন রায়ের কীর্ত্তি অসামান্য। তাঁহার বহু জীবনী বাজারে প্রচলিত আছে। এতৎসত্ত্বেও এই চরিতমালায় তাঁহার জীবনী নূতন করিয়া কেন লিখিত হইতেছে, এই প্রশ্নের জবাব সর্ব্বাগ্রে দিতেছি। প্রচলিত জীবনচরিতগুলির মধ্যে তিনখানির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

Mary Carpenter : *The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy.* 1866.

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত,' ১ম সং, ১৮৮১।

S. D. Collet : *Life and Letters of Raja Rammohun Roy.* London, 1900.

ইহার মধ্যে দুইখানি বৈদেশিক ভক্তদের লিখিত, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্থান এই জীবনীগুলিতে অতিশয় সঙ্কীর্ণ। এই সকল জীবনী যখন লিখিত হয়, তখন রামমোহন সম্বন্ধে বহু তথ্য অনাবিষ্কৃত ছিল। আমি দীর্ঘকাল সরকারী দপ্তরখানা ও রামমোহনের সমসাময়িক সংবাদ-পত্রের দুষ্প্রাপ্য সংখ্যাগুলি ঘাঁটিয়া রামমোহন সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য

আবিষ্কার করিয়াছি। এই আবিষ্কারের ফলে রামমোহনের বহুমুখী প্রতিভার এমন সকল পরিচয় উদ্ঘাটিত হইয়াছে, যাহা এত দিন লুক্কায়িত ছিল। 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'য় এই সকল নূতন তথ্য লইয়া আলোচনার সুযোগ নাই, স্বল্প-পরিসরে ইহাতে ইঙ্গিত মাত্র দেওয়া হইয়াছে। জানি না, রামমোহনের বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখিয়া উঠিতে পারিব কি না; না পারিলেও, যদি ভবিষ্যতে কেহ লেখেন, তাঁহার সুবিধার জন্য আমি এ-যাবৎ যে-সকল নূতন তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি, সেগুলির প্রতি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিম্নে একটি তালিকা দিতেছি :—

THE MODERN REVIEW.

April,	1926	The Padishah of Delhi to King George the Fourth of England.
Apr.-May,	1926	Rajah Rammohun Roy's Mission to England.
June,	1927	An Unpublished letter of Rajah Rammohun Roy. P. 764.
Oct.	1928	Rammohun Roy on International Fellowship.
		Raja Rammohun Roy at Rangpur. P. 484.
Dec.	1928	The English in India should adopt Bengali as their language.
Jan.-Feb.	1929	Rammohun Roy's Political Mission to England.
May,	1929	Rammohun Roy on the value of Modern Knowledge. P. 650.
June,	1929	Rammohun Roy and an English Official.
July,	1929	Rammohun Roy on Religious Freedom and Social Equality.
Oct.	1929	The Last Days of Rajah Rammohun Roy.
Jan.	1930	Rammohun Roy's Engagements with the Emperor of Delhi.

May,	1930	Rammohun Roy in the Service of the East India Company.
Apr.-May, August,	1931	Rammohun Roy as a Journalist.
March,	1932	English Impressions of Rammohun Roy before his visit to England.
June,	1932	Rammohun Roy on the disabilities of Hindu and Muhammadan Jurors.
Dec.	1933	Three Tracts by Rammohun Roy.
Jan.	1934	Rammohun Roy's Embassy to England.
May,	1934	Answers of Rammohun Roy to Queries on the Salt Monopoly.
Oct.	1934	Hariharananda-Nāth Tirthaswami Kulabadhuta—The Spiritual Guide of Rammohun Roy.
Apr.	1935	Societies founded by Rammohun Roy for Religious Reform.
Oct.	1935	Rammohun Roy's Reception at Liverpool.

JOURNAL OF THE BIHAR AND ORISSA RESEARCH SOCIETY.

Vol. xvi,	Pt. II	Rammohun Roy as an Educational Pioneer.

THE CALCUTTA REVIEW.

Aug.	1931	A Chapter in the Personal History of Raja Rammohun Roy.
Dec.	1933	Rammohun Roy : The First Phase.
Jan.	1934	Rammohun Roy.
March,	1934	Rejoinder to 'A Note on Rammohun Roy : The First Phase.'
Oct.	1935	Sutherland's Reminiscences of Rammohun Roy.

বঙ্গশ্রী

আশ্বিন,	১৩৪০	রামমোহন রায়ের প্রথম জীবন
অগ্রহায়ণ,	১৩৪০	রামমোহন রায়
আষাঢ়,	১৩৪১	রামরাম বসু ও রামমোহন রায়
শ্রাবণ,	১৩৪১	ধর্ম্মসংস্কারক রামমোহন রায়—প্রথম অভিব্যক্তি
ভাদ্র,	১৩৪২	রামমোহন রায় সংক্রান্ত একটি দলিল।

দেশ

২৬ জুন	১৯৩৭	প্রাচীন ইংরেজী সংবাদপত্রে রামমোহন রায়ের কথা।

১৯২৬	*Rajah Rammohun Roy's Mission to England.*
১৯৩৭	'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ
১৯৪২	'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ

এগুলির মধ্যে তিনটি প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধ তিনটি এই :—

Rammohun Roy: The First Phase. (*From New and Unpublished Sources.*) *The Calcutta Review* for Dec. 1933.

Rammohun Roy: (*From New and Unpublished Sources.*) *The Calcutta Review* for Jany. 1934.

ধর্ম্মসংস্কারক রামমোহন রায়—প্রথম অভিব্যক্তি। 'বঙ্গশ্রী', শ্রাবণ ১৩৪১।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায় রামমোহনের নামে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের ইকুইটি ডিভিসনে একটি মকদ্দমা রুজু করেন। এই মকদ্দমায় রামমোহনের প্রথম-জীবন ও বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রায় সকল কথাই উঠে, এবং রামমোহনের

নিজের, তাঁহার বন্ধু ও আত্মীয়স্বজন এবং তাঁহার কর্মচারীদের সাক্ষ্য ও জবানবন্দি লওয়া হয়। রামমোহনের পরিবার-পরিজন, বাল্যজীবন, বিষয়-সম্পত্তি ও চাকুরি ব্যবসায় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করিতে হইলে এই সকল জবানবন্দির ব্যবহার অপরিহার্য্য। এই তিনটি প্রবন্ধে রামমোহনের প্রথম জীবনের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ এই সকল কাগজপত্র ও বোর্ড অব রেভিনিউয়ের পত্রাবলীর সাহায্যে রচিত।

এই তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশের চার-পাঁচ বৎসর পরে পরলোকগত রমাপ্রসাদ চন্দ ও শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার-সম্পাদিত *Selections from Official Letters and Documents relating to the Life of Raja Rammohun Roy* (1938) নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহারা এক শ্রেণীর লোক কর্ত্তৃক এই গ্রন্থে বহু নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটনের জন্য অভিনন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমার বাংলা ও ইংরেজী প্রবন্ধ তিনটিতে রামমোহনের প্রথম-জীবন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যে-সকল সংবাদ আছে, এই সুবৃহৎ গ্রন্থে তাহার অতিরিক্ত একটি সংবাদও নাই। আমার ভাগ্য-দেবতা আমার প্রতি অপ্রসন্ন ছিলেন বলিয়াই উপরি-উল্লিখিত বিচারকদের হিসাব হইতে আমি বাদ পড়িয়াছিলাম। শুধু তাঁহারাই নন, রামমোহনের এই জীবনচরিতকারেরাও আমাকে হিসাবের মধ্যে ধরেন নাই। ধরিবার কারণ যে যথেষ্ট ছিল, তাহার একটি সামান্য প্রমাণ এই: রামমোহন-জননী তারিণী দেবীর শ্রীক্ষেত্র গমন ও তথায় মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে, 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত চন্দ-মহাশয়ের একটি প্রবন্ধের ভুল সংশোধনার্থ আমি ২৬ জুন ১৯৩৭ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় 'সংবাদ কৌমুদী'র যে বিবরণটুকু উদ্ধৃত করি, তাহাও দেখিতেছি, বিনা-স্বীকৃতিতে উক্ত গ্রন্থে যথাযথভাবে স্থান পাইয়াছে।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার *Raja Rammohun Roy and the Last Moghuls.* A Selection from Official Records (1803-1859) নামক আরও একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ তিন বৎসর পূর্ব্বে (ইং ১৯৩৯) প্রকাশ করিয়া রামমোহন-ভক্তদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কিন্তু মজুমদার-মহাশয় এই গ্রন্থে রামমোহনের যে-সকল চিঠিপত্র বা রামমোহন-সংক্রান্ত যে-সকল সংবাদ তাঁহার আবিষ্কার হিসাবে স্থান দিয়াছেন, তাহার সকলগুলিই যে বর্ত্তমান জীবনী-লেখক 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রে এবং *Raja Rammohun Roy's Mission to England* (1926) পুস্তকে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল—এই সামান্য সত্য কথাটি জ্ঞাপন করিতে তাঁহার ভুল হইয়াছে। এমন কি, গত বর্ষে (ইং ১৯৪১) প্রকাশিত মজুমদার মহাশয়ের *Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India.* A Selection from Records (1775-1845) পুস্তকে মৎকর্ত্তৃক বহুপূর্ব্বে প্রকাশিত বহু উপাদান সন্নিবিষ্ট হইলেও সেই সেই উপাদান-সম্পর্কে আমার পরিশ্রম স্বীকৃত হয় নাই। সম্পূর্ণ সহায়সম্পদহীনভাবে আমি যে সামান্য কাজ করিয়াছি, তাহা এই ভাবে উপেক্ষিত হওয়াতে আমি বেদনা বোধ করিয়াছি, তাহা বলাই বাহুল্য।

৭৩ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড,
বেলগাছিয়া, কলিকাতা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রামমোহন রায়

পিতৃপরিচয়

ইংরেজ-শাসনকালে ভারতবর্ষে যে-সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, রামমোহন রায় তাঁহাদের এক জন। অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পূর্ণ হইবার দু-এক বৎসর পূর্ব্বে হুগলী জেলার রাধানগরে এক সম্পন্ন বাঙালী ভদ্রলোকের ঘরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি যে-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, সেই ধরণের পরিবার তখনকার দিনে বাংলা দেশে বিরল ছিল না। সে-যুগে অনেক বাঙালীই অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে মুসলমান রাজসরকারে, বিশেষ করিয়া মুসলমান শাসকদের রাজস্ব-বিভাগে চাকুরী লইতেন ও সেই চাকুরীলব্ধ অর্থে ভূসম্পত্তি কিনিয়া স্বগ্রামে জমিদার বা তালুকদার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করিতেন।

রামমোহনের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, সকলেই এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার রাজসরকারে চাকুরী করিয়া 'রায়-রায়ান্' উপাধি পান। তাঁহার পিতামহ ব্রজবিনোদ, আলিবর্দ্দী খাঁর শাসনকালে বিশিষ্ট কর্ম্মচারী ছিলেন এবং সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহ্ আলম যখন পূর্ব্বদেশে ছিলেন, তখন তিনি তাঁহার অধীনে কর্ম্মচারী হিসাবে সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায়ও মুর্শিদাবাদ সরকারে কাজ করিতেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। কিন্তু

পর-জীবনে তাঁহাকে আমরা নিজগ্রামে বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত দেখিতে পাই।

রামকান্ত ছাড়া ব্রজবিনোদের আরও ছয় পুত্র ছিল। ইঁহাদের নাম—নিমানন্দ, রামকিশোর, রাধামোহন, গোপীমোহন, রামরাম ও বিষ্ণুরাম। ভ্রাতাদের মধ্যে রামকান্ত পঞ্চম ছিলেন। ইঁহারা সকলে রাধানগরের পৈতৃক ভদ্রাসনে একত্র বাস করিলেও পৃথগন্ন ছিলেন এবং প্রত্যেকের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিও স্বতন্ত্র ছিল। রামকান্ত রায়ের তিন সংসার ছিল। প্রথমা স্ত্রী সুভদ্রা দেবী নিঃসন্তান ছিলেন; দ্বিতীয়া তারিণী দেবী জগমোহন, রামমোহন ও এক কন্যার মাতা, ও তৃতীয়া রামমণি দেবী—রামলোচন রায়ের মাতা ছিলেন।

তারিণী দেবীর দুই পুত্রের মধ্যে রামমোহন কনিষ্ঠ। পিতার রাধানগরে বাসকালেই ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে* তাঁহার জন্ম হয়। তারিণী দেবী তেজস্বিনী, প্রখর বুদ্ধিশীলা ও নিষ্ঠাবতী মহিলা ছিলেন। রামমোহনের চরিত্রের অনেক গুণ সম্ভবতঃ তাঁহার মাতার নিকট হইতে পাওয়া।

---

* রামমোহনের জন্মের দুইটি তারিখ চলিয়া আসিতেছে, ইং ১৭৭২ ও ১৭৭৪। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি ঠিক্, তাহা নিঃসংশয়রূপে নির্দ্ধারণ করিবার উপায় না থাকিলেও ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের পক্ষে সমসাময়িক প্রমাণ আছে। ইহা রামমোহনের মনিব ও বন্ধু জন্ ডিগবীর দুইটি উক্তি। ডিগবীর উদ্যোগে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে *Trans. of an Abridgment of the Vedant,...Likewise A Trans. of the Cena Upanishad* প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে তিনি রামমোহনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের বয়স ৪৩ বৎসর, এবং ডিগবীর সহিত যখন তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁহার বয়স ২৭ বৎসর। এই দুইটি উক্তি হইতেই রামমোহনের জন্মবৎসর—ইং ১৭৭৪ পাওয়া যায়। ডিগবী ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এদেশে আসেন, এবং পর-বৎসর (ইং ১৮০১) কলিকাতায় রামমোহনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের জন্ম ধরিলে, ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৭ বৎসর হয়। কিন্তু ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ডিগবী এদেশেই আসেন নাই,—রামমোহনের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া ত দূরের কথা।

রামমোহনের বাল্যকাল সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না বলিলেই চলে। তাঁহার বাল্যশিক্ষা সম্বন্ধে কিংবদন্তী এইরূপ: তিনি কিছু দিন গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় পড়িয়া, বাড়ীতে ফার্সী শেখেন, অতঃপর তাঁহার পিতা তাঁহাকে আর্বী শিখিবার জন্য পাটনায় এবং শেষে সংস্কৃত শিখিবার জন্য কাশীতে পাঠাইয়াছিলেন। এই সকল কথার মধ্যে কতটা সত্য নিহিত আছে, তাহা বলা দুরূহ। রামমোহনের বন্ধু অ্যাডাম সাহেব আবার একখানি পত্রে লিখিয়াছেন (ইং ১৮২৬) যে, রামমোহন দশ বৎসর কাশীতে থাকিয়া সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন। কিন্তু রামমোহন যে একাদিক্রমে দশ বৎসর কাশীতে থাকিতে পারেন না, তাহা সুনিশ্চিত। বাল্যকালে রামমোহনের তিনটি আনুষ্ঠানিক বিবাহের কথাও আমরা জানিতে পারি। অতি অল্প বয়সে তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়। অ্যাডামের একখানি পত্রে প্রকাশ, রামমোহনের বয়স যখন মাত্র ৯ বৎসর, সেই সময় তাঁহার পিতা এক বৎসরেরও কম ব্যবধানে দুই বার পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন।

রামমোহন তাঁহার জীবনের প্রথম ১৪ বৎসর যে প্রধানতঃ রাধানগরের বাড়ীতেই কাটাইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই বাড়ীতেই চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাঁহার সহিত নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের পরিচয় হয়। এই নন্দকুমার প্রথম-জীবনে অধ্যাপক ছিলেন ও পর-জীবনে তান্ত্রিক সাধনা করিয়া হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধূত নামে পরিচিত হন। মনে হয়, রামমোহনের সংস্কৃত শাস্ত্রে অধিকার অনেকটা ইঁহার শিক্ষার ফল। অন্ততঃ তিনিই যে রামমোহনকে তান্ত্রিক মতে আকৃষ্ট করেন, তাহা নিঃসন্দেহ। তিনি বয়সে রামমোহন অপেক্ষা প্রায় ১১ বৎসরের বড় ছিলেন।

পর-বৎসর, অর্থাৎ রামমোহনের বয়স যখন ১৫, তখন তিনি অন্ত

প্রকার ধর্ম্ম দেখিবার মানসে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া দুই-তিন বৎসরের জন্ত তিব্বতে গিয়াছিলেন,—ডাঃ কার্পেণ্টার এই কথা রামমোহনের মুখে শুনিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু রামমোহন তাঁহার কোন রচনাতেই নিজমুখে তিব্বত-ভ্রমণের কথা বলেন নাই। তাঁহার প্রথম-জীবনের ভ্রমণ সম্বন্ধে, ১৮০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'তুহ্ফাৎ-উল্-মুয়াহ্হিদীনে' এইরূপ লিখিয়াছেন :—

> আমি পৃথিবীর সুদূর প্রদেশগুলিতে, পার্ব্বত্য ও সমতল ভূমিতে পর্য্যটন করিয়াছি।

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি রামকান্ত রায় তিন স্ত্রী, তিন পুত্র ও দৌহিত্র সহ রাধানগরের পৈতৃক বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যান এবং নিকটেই লাঙ্গুলপাড়া গ্রামে নূতন বাড়ী স্থাপন করেন। কি কারণে রামকান্ত পৈতৃক ভিটা ত্যাগ করেন, তাহা জানা যায় না। তবে রাধানগরের বাড়ীতে স্থানাভাব ইহার একটি কারণ হইতে পারে। এই সময়ে রামকান্তের অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল। তিনি ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কোম্পানীর নিকট হইতে নয় বৎসরের জন্ত (ইং ১৭৯১-১৮০০) ভুরস্থট পরগণা ইজারা লন। রামকান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগমোহন এই ইজারার জন্ত পিতার জামিন হন। রামকান্ত পুত্রদিগকে অল্প বয়স হইতেই বিষয়কর্ম্মে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরের চেতোয়া পরগণার হরিরামপুর নামে একটি বড় তালুক জগমোহন রায়ের নামে কেনা হয়। ১৭৯২-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন কোথায় কি করিতেছিলেন, জানা যায় না বটে, তবে ২২ মার্চ ১৭৯৬ তারিখ লেখা তাঁহার লিখিত একখানি বাংলা চিঠি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই সময়ে তিনিও পিতার বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন।

সম্পত্তি-বিভাগ

স্ত্রীপুত্র পরিজন লইয়া রামকান্ত রায় লাঙ্গুলপাড়ার নূতন বাড়ীতে দিন কাটাইতেছিলেন, এমন সময়ে একটি ঘটনা ঘটিল। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর (১৯ অগ্রহায়ণ ১২০৩) একটি দানপত্র দ্বারা নিজের জন্য কিছু অংশ রাখিয়া, রামকান্ত বাকী সমস্ত সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। জগমোহন, রামমোহন ও রামলোচন তিন জনই এই দলিলে স্বীকারপত্র লিখিয়া দিলেন এবং উহা খানাকুল কৃষ্ণনগরের কাজীর নিকট রেজেষ্ট্রী করিয়া লওয়া হইল। কোন্ পুত্র কোন্ সম্পত্তি পাইবেন, তাহার তালিকা করিয়া দিয়া রামকান্ত লিখিলেন যে, তাঁহার তিন পুত্র এই ভাগ অনুযায়ী বসতবাটী ও জমিজমা ভোগ করিবেন, এবং কাহারও সম্পত্তির উপর অন্য কাহারও কোন প্রকার দাবী দাওয়া থাকিবে না, তিন পুত্রের কাহাকেও নগদ টাকা দেওয়া হইল না, বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বে যাহাকে যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারই থাকিবে এবং পরে যদি দেওয়া হয়, তাহা হইলেও এইরূপ ব্যবস্থাই হইবে, তিন পুত্রের অংশ ছাড়া তাঁহার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির সামান্য অংশ ও বর্দ্ধমানের বসতবাটী তাঁহার নিজের রহিল, তাঁহার বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ দেনা বা উপার্জ্জনের সহিত তাঁহার পুত্রদের এবং পুত্রদের আয়ের সহিতও তাঁহার কোন সম্পর্ক রহিল না; অতঃপর তিনি যাহা উপার্জ্জন করিবেন, তাহা তিনি যাহাকে ইচ্ছা দিবেন; পৈতৃক বিগ্রহের সেবা ও পূজার ভার পুত্রেরা সমভাবে লইবেন, কিন্তু তাঁহার নিজের স্থাপিত বিগ্রহের জন্য তিনি নিজে দায়ী, উহার সহিত পুত্রদের কোন সংস্রব নাই; জগমোহন রায় ও রামমোহন রায় তাঁহাদের মাতামহদত্ত জমিজমা পাইবেন; রামলোচন রায় তাঁহার মাতামহদত্ত জমি পাইবেন; ৺ভট্টাচার্য্যের কন্যা [তারিণী দেবী] নিজ

পুত্রদের নামে যে জমি এবং পুষ্করিণী ক্রয় করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে দেওয়া হইল এবং ৺রামশঙ্কর রায়ের কন্যা [রামমণি দেবী] যে-সকল জমি ক্রয় করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে দেওয়া হইল; তালুক হরিরামপুর সম্পূর্ণ জগমোহন রায়ের, উহার সহিত রামমোহন রায় বা রামলোচন রায়ের কোন সংস্রব নাই।

রামকান্ত রায়ের তিন পুত্রই এই দলিলে নিজ নিজ অংশের নীচে, "আমি শ্রী ····· রায় বসতবাটী প্রভৃতি যাহা আমাকে দেওয়া হইল তাহা গ্রহণ করিলাম ও এই বাটোয়ারা অনুযায়ী দখল ও ভোগ করিব; যদি অন্য কাহারও নামে লিখিত জমিজমাতে দাবী করি বা কেহ করে তবে তাহা মিথ্যা"—এই মর্ম্মে স্বাক্ষর করিলেন।

এই বাটোয়ারা অনুযায়ী রামমোহন নিম্নলিখিত সম্পত্তি পাইলেন :—

শ্রীরামমোহন রায়ের অংশ

মৌজা লাঙ্গুলপাড়া :—

বসতবাটী ও বেড়, চৌহদ্দিযুক্ত, গাছ প্রভৃতি সহ এবং খিড়কীর দরজার দিকে পুষ্করিণী ও নূতন পুষ্করিণী। এই সকলের অর্দ্ধেক ···	১ দফা
গোহালবাড়ী ও বেড়, গাছসহ ও চৌহদ্দিযুক্ত বাড়ী ···	৮ বিঘা

মৌজা কৃষ্ণনগর :—

সূর্য্যদাস রায়ের বেড় ধানের জমি ···	৯ বিঘা
কোঠালিয়ারকুণ্ডের ধানের জমি ···	৩ বিঘা
পরগণা চন্দ্রকোণায় পুরণচক্ ···	১০ বিঘা
মৌজা কাট্যাদলে পৈতৃক বেড়ে আমার অংশ ···	১ দফা
মৌজা কলিকাতায় জোড়াসাঁকোতে রামকৃষ্ণ শেঠ ও অন্যান্য লোক হইতে ক্রীত বাড়ী ও পুষ্করিণী। চৌহদ্দিযুক্ত ···	১ দফা
গোপীনাথপুরে পৈতৃক পুষ্করিণীতে নিজ অংশ ···	১ দফা

অন্য ভ্রাতাদের অংশের বর্ণনা এখানে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তবে মোটামুটি এই কথা বলা যাইতে পারে যে, একটি তালুকের (হরিরামপুর) কথা বাদ দিলে তিন পুত্রই সমান ভাগ পান। বসতবাড়ীর মধ্যে লাঙ্গুলপাড়ার নূতন বাড়ী সমানভাবে জগমোহন ও রামমোহনের ভাগে পড়িল। রামকান্ত রাধানগরের পৈতৃক বাড়ীর স্বত্ব ত্যাগ করেন নাই; উহা দেওয়া হইল রামলোচন রায়কে। রামকান্ত রায়ের কলিকাতা জোড়াসাঁকোর বাড়ী একমাত্র রামমোহনেরই ভাগে পড়িল; এই বাড়ীটির মূল্য তখনকার দিনে আন্দাজ তিন হাজার টাকা।

সম্পত্তি ভাগ হইয়া গেল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িল। কিছু দিন পরেই মাতা-সহ রামলোচন রায় লাঙ্গুলপাড়া হইতে রাধানগরে চলিয়া গেলেন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত (পৌষ ১২১৬) সেইখানেই বাস করিলেন। রামকান্ত বর্দ্ধমানে চলিয়া গেলেন এবং সেইখানে থাকিয়া নিজের ইজারা-লওয়া জমিদারী ও বর্দ্ধমানাধিপতি তেজচন্দ্রের মাতা মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। এখানে বলা প্রয়োজন, তিনি মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর মোক্তার ছিলেন। সম্পত্তি-বিভাগের পর হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত রামকান্ত সাধারণতঃ বর্দ্ধমানেই থাকিতেন, কিন্তু মাঝে মাঝে লাঙ্গুলপাড়া ও রাধানগরেও যে না-যাইতেন, এমন নহে। তাঁহার পুত্রেরাও সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য বর্দ্ধমানে যাইতেন। দেশে থাকিলে রামমোহনও অন্য পুত্রদের [illegible] পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। কিন্তু রামকান্তের পত্নীরা কখনও বর্দ্ধমানে গিয়া বাস করেন নাই।

সম্পত্তি-বিভাগের ফলে রামলোচন রায় ও তাঁহার মাতা লাঙ্গুলপাড়ার বাড়ী হইতে চলিয়া গেলেন, কিন্তু সেখানে কোন বিশেষ ব্যবস্থা-পরিবর্ত্তন হইল না। তারিণী দেবী কর্ত্রী হইয়া বাড়ীর ঐহিক ও পারত্রিক সকল

কাজ নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র, পুত্রবধূ, দৌহিত্র (গুরুদাস মুখোপাধ্যায়) প্রভৃতি তাঁহারই কর্তৃত্বাধীনে বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময় হইতে রামমোহনের কার্য্যকলাপ ও গতিবিধি সম্বন্ধে আমরা আরও একটু বেশী সংবাদ পাইতে আরম্ভ করি। এই সকল সংবাদ যথেষ্ট না হইলেও উহাদের সাহায্যে এই সময় রামমোহন কোথায় কি কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, তাহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। রামমোহনের জ্যেষ্ঠ নিমানন্দের পুত্র গুরুপ্রসাদ রায়ের জবানবন্দিতে প্রকাশ, সম্পত্তি-বিভাগের নয় মাস পরে রামমোহন কলিকাতায় বাস করিতে যান। কিন্তু এত শীঘ্রই তিনি কলিকাতার বাসিন্দা হইয়াছিলেন কি-না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন যে কলিকাতা যান, তাহার কারণ খুব সম্ভব একটি বৈষয়িক ব্যাপার। এই বৎসর তিনি অনরেবল অ্যান্ড্রু র‍্যামজে নামে কোম্পানীর এক সিবিলিয়ানকে সাড়ে সাত হাজার টাকা কর্জ দেন। এই টাকাটা রামমোহন তাঁহার সরকার—গোলোকনারায়ণ সরকারের হাতে এক এটর্নীর আপিসে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেইখানে র‍্যামজে দলিল লিখিয়া দেন।

ইহার পর রামমোহনের লিখিত ২১ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৮ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৯ তারিখের দুইটি পত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, ১৭৯৮ ও ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি ভুরশুট পরগণায় পিতার বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছেন। এই সকল আভাস-ইঙ্গিত হইতে মনে হয়, রামমোহন এই কয় বৎসর বিষয়কর্ম উপলক্ষে কলিকাতা, বর্দ্ধমান, লাঙ্গুলপাড়া ও নিকটবর্ত্তী নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন বিষয়সম্পত্তি-সংক্রান্ত একটি বড় কার্য্য

সমাধা করেন। এই বৎসরের ১২ই জুলাই তিনি বর্দ্ধমানে গঙ্গাধর ঘোষ ও রামতনু রায়ের নিকট হইতে ৩,১০০ ও ১,২৫০ টাকায় গোবিন্দপুর ও রামেশ্বরপুর :নামে দুইটি বড় তালুক একই দিনে ক্রয় করেন। ইহার প্রথমটি জাহানাবাদ পরগণায় ও দ্বিতীয়টি চন্দ্রকোণা পরগণায় অবস্থিত। রামমোহনের ভূসম্পত্তির মধ্যে এ-দুটি খুব মূল্যবান্ ছিল। উহা হইতে আদায়-খরচ ও সদর-জমা (বাৎসরিক ২১,৮৬৮৫১৭) দিয়া রামমোহনের পাঁচ-ছয় হাজার টাকা আয় হইত।

রায়-পরিবারের ভাগ্যবিপর্য্যয়

১৭৯৯ ও ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎ রায়-পরিবারের ঘোরতর দুরবস্থা উপস্থিত হইল এবং ইহার ফলে তিন বৎসরের মধ্যে উঁহারা প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেলেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধমানে রামকান্ত রায়ের যে প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা ছিল, তাহার অবসান হইল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে রামকান্ত রায়ের ভুরশুটের ইজারার মিয়াদ ফুরাইয়া গেল এবং দেখা গেল, তাঁহার খাজনায় কিস্তি বাকী পড়িয়াছে। এই সময় বাকী খাজনা বাবদ তাঁহার নিকট বর্দ্ধমানের রাজার দাবীও প্রায় আশী হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। এই সকল ঋণ শোধ করিবার সঙ্গতি রামকান্তের ছিল না। সুতরাং ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি সর্ব্বপ্রথমে গবর্মেণ্ট তাঁহাকে বাকী খাজনার জন্ত কলিকাতার দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ করিলেন। এই টাকার (সুদ ও আসলে ৩,৩৩৮৵৫) কিয়দংশ রামকান্ত নিজে শোধ করিলেন, বাকীটা তাঁহার পুত্র ও জামিন জগমোহন রায়ের সম্পত্তির অংশ-বিশেষ বিক্রয় করিয়া শোধ করা হইল, এবং রামকান্ত মুক্তি

খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মুক্তি পাইলেন। কিন্তু বর্দ্ধমানের রাজা প্রাপ্য টাকার জন্য তখনই আবার তাঁহাকে দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ করিলেন। এইবারে রামকান্তকে প্রথমে হুগলী ও পরে বর্দ্ধমানের জেলে রাখা হইল। পরে বর্দ্ধমানের মহারাজাকে পাঁচ শত টাকা নগদ ও বাকী টাকা এগার বৎসরে শোধ করিবেন—এই মর্ম্মে একটি কিস্তিবন্দির দলিল লিখিয়া দিয়া দেওয়ানী জেল হইতে মুক্তি পান। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে জগমোহন রায়ও গবর্মেণ্টের খাজনা বাকী ফেলিলেন এবং তাঁহাকেও মেদিনীপুরের দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। এই জেল হইতে তিনি মুক্তি পাইলেন ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে।

রায়-পরিবারের এই ভাগ্যবিপর্য্যয় হইতে একমাত্র রামমোহনই মুক্ত রহিলেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তিনি "পাটনা, কাশী ও কলিকাতা হইতে দূরবর্ত্তী প্রদেশে" যাইবার জন্য অন্তরঙ্গ বন্ধু ("confidential friend") রাজীবলোচন রায়ের সহিত নিজের তালুকাদির বিলি-বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি, পুত্র রাধাপ্রসাদ জন্মিবার পূর্ব্বেই, রামমোহন পশ্চিম যাত্রা করিলেন। এই যাত্রার উদ্দেশ্য খুব সম্ভব চাকুরী বা অর্থোপার্জন। যে ব্যাঙ্কেকে তিনি বৎসর-তিনেক পূর্ব্বে সাড়ে সাত হাজার টাকা কর্জ দেন, তিনি তখন কাশীতে ছিলেন।

কিন্তু রামমোহনের বিদেশ-প্রবাস দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ইহার পর বৎসর-দুই রামমোহন কলিকাতা হইতে কোথাও গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কয়েক বৎসর পরে (ইং ১৮০৯) বড়লাটের নিকট একটি দরখাস্তে রামমোহন জানান যে, তাঁহার বংশ ও শিক্ষা সম্বন্ধে সকল সংবাদই সদর দেওয়ানী আদালত ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান

কর্ম্মচারিগণ ও কোম্পানীর অন্যান্য কর্মচারীদের নিকট হইতে জানা যাইবে। তাঁহাকে রংপুরের দেওয়ানীর জন্য সুপারিশ করিবার সময়ে কলেক্টর ডিগবীও লেখেন (৩১ জানুয়ারি ১৮১০) যে, সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান কাজী ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান ফার্সী মুন্শী রামমোহন রায়ের চরিত্র ও কর্ম্মদক্ষতা সম্বন্ধে সংবাদ দিতে পারিবেন। এই সকল উক্তি হইতে মনে হয়, রামমোহন সদর দেওয়ানী আদালতের ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত কোন-না-কোন প্রকারে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইংরেজ কর্ম্মচারিগণের ফার্সী ও মুসলমান আইন শিক্ষার প্রয়োজনের জন্য সে-যুগে কলিকাতায় মুসলমানী বিদ্যার খুব চর্চ্চা ছিল। সুতরাং রামমোহন কলিকাতার উচ্চপদস্থ মুসলমান মৌলবীদের সাহায্যে আর্বী-ফার্সীর ব্যুৎপত্তি গভীরতর করেন, তাহাও অসম্ভব নয়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে খুব সম্ভব কলিকাতাতেই তিনি জন্ ডিগবীর সহিতও পরিচিত হন। ডিগবী ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এদেশে আসেন এবং অন্য সকল সিবিলিয়ানদের মত সর্ব্বপ্রথম কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দেশীয় ভাষা শিক্ষা করেন। ডিগবী বলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার সহিত রামমোহনের প্রথম পরিচয় হওয়ার সময়ে রামমোহনের বয়স সাতাইশ বৎসর ছিল। আমাদের হিসাবে উহা ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দেই হয়।

কলিকাতায় রামমোহন নানা বৈষয়িক কাজকর্ম্মও করিতেন।[৭] তিনি কোম্পানীর কাগজ কিনিতেন ও উহার ব্যবসা করিতেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় টমাস উডফোর্ড নামে কোম্পানীর আর এক জন সিবিলিয়ানকে পাঁচ হাজার টাকা কর্জ দেন। এই টাকাটা কর্জ দিবার সময় রামমোহনের তহবিলে মাত্র দুই হাজার টাকা, বাকী তিন হাজার টাকা জোড়াসাঁকোর জয়কৃষ্ণ সিংহের নিকট হইতে

আনা হয়। উডফোর্ড ইহার জন্য রামমোহনকে তমস্সুক লিখিয়া দেন।

ইহার কয়েক মাস পরেই রামমোহন ঢাকা-জালালপুরে (বর্ত্তমান ফরিদপুরে) যথারীতি জামিন দিয়া উডফোর্ডের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছেন (৭ মার্চ ১৮০৩) দেখিতে পাই। উডফোর্ড ঢাকা-জালালপুরের কলেক্টর ছিলেন। রামমোহনের এই দেওয়ানী-পদ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। দুই মাস পরেই ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে তিনি পদত্যাগ করেন। ইহার কারণ, অসুস্থতার জন্য উডফোর্ডের ঢাকা-জালালপুর ত্যাগ।

আর্থিক দুশ্চিন্তা ও দুর্দ্দশার মধ্যে এই সময়ে—১২১০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে (মে-জুন ১৮০৩) বর্দ্ধমানের বাড়ীতে রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্রদের মধ্যে রামলোচন রায় সম্ভবতঃ তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার দৌহিত্র গুরুদাস মুখোপাধ্যায় মৃত্যুর পরের দিন বর্দ্ধমানে আসিয়া পৌছেন। তাঁহার অপর দুই পুত্রের মধ্যে জগমোহন রায় তখন মেদিনীপুর জেলে, রামমোহন খুব সম্ভব কলিকাতায় অথবা ঢাকা-জালালপুর হইতে কলিকাতার পথে। তিনি ১৪ই মে (২রা জ্যৈষ্ঠ) ঢাকা-জালালপুরের কর্ম্ম ত্যাগ করেন। তিনি পিতার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ছিলেন না বলিয়াই আমাদের ধারণা।*

* আমরা মকদ্দমার যে-সকল কাগজপত্রের সাহায্যে এই অধ্যায় রচনা করিয়াছি, উহাদের মধ্যে তারিণী দেবীকে রামমোহনের পক্ষ হইতে জেরা করিবার উদ্দেশ্যে লিখিত কয়েকটি প্রশ্ন আছে। উহাদের একটি এইরূপ :—"উল্লিখিত রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর সময়ে রামমোহন রায় কোথায় ছিলেন, এ-বিষয়ে কি জানেন, কি শুনিয়াছেন, কি বিশ্বাস করেন?" ঠিক এই ধরণের প্রশ্ন জগমোহন সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, কিন্তু রামলোচন সম্পর্কে এ প্রশ্ন করা হয় নাই। জগমোহন পিতার মৃত্যুর সময়ে অনুপস্থিত ছিলেন। সেজন্য মনে হয়, রামমোহনও পিতার মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলেন

রামকান্তের মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ লইয়া রামমোহন ও অন্যান্য সকলের মধ্যে একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। পরিশেষে রামমোহন নিজ-ব্যয়ে কলিকাতায় এক শ্রাদ্ধ করিলেন, তারিণী দেবী দৌহিত্রের অলঙ্কারাদি বন্ধক রাখিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া লাঙ্গুলপাড়ায় শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিলেন এবং সেই শ্রাদ্ধ করিলেন রামলোচন রায়, জগমোহন জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসাবে মেদিনীপুর জেলের মধ্যেই আর একটি শ্রাদ্ধ করিলেন।

মৃত্যুকালে রামকান্তের কোন নগদ টাকা ছিল না। সম্পত্তির মধ্যে বর্দ্ধমানে সাত-আট হাজার টাকা মূল্যের একটি বাড়ী ও পঞ্চাশ-ষাট বিঘা নিষ্কর ও ব্রহ্মোত্তর ছিল। বাড়ীটি বর্দ্ধমানের মহারাজা ঋণের জন্য দখল করিয়া লইলেন, ব্রহ্মোত্তর জমি রামকান্তের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তারিণী দেবী কর্ত্তৃক দেবসেবায় নিয়োজিত হইল।

রামকান্তের মৃত্যু ও জগমোহনের কারাবাসের জন্য রায়-পরিবার যখন দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তখন রামমোহনের অবস্থা বেশ সম্পন্ন। তিনি নিজেও এই কথার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন এবং আমরা তাঁহাকে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে লাঙ্গুলপাড়ায় একটি নূতন তালুক কিনিতেও দেখি।

রামমোহন ইহার কিছু দিন পরেই সম্ভবতঃ মুর্শিদাবাদে যান। এই সময় তাঁহার দুই সিবিলিয়ান পৃষ্ঠপোষক—র‍্যাম্‌জে এবং উডফোর্ডও মুর্শিদাবাদে ছিলেন। মুর্শিদাবাদে ১৮০৩ অথবা ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের একেশ্বরবাদ-সম্বন্ধীয় আর্বী ও ফার্সী পুস্তক 'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুয়াহ্‌হিদীন' প্রকাশিত হয় বলিয়া মিস কলেট বলিয়া গিয়াছেন। ইহা ঠিক হওয়াই সম্ভব।

না। তাহা ছাড়া রায়-পরিবারের পুরোহিত রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] জবানবন্দিতে আছে :—"রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর সময়ে জগমোহন রায় মেদিনীপুর জেলে ছিলেন এবং রামমোহন রায় বিদেশে ছিলেন, যে জেলায় [illegible] ..."

রামমোহন ও জন্ ডিগবী

রামমোহনের উপরিতন কর্ম্মচারী, মনিব ও বন্ধু হিসাবে জন্ ডিগবীর নাম সুপরিচিত। কিন্তু যে-সকল ইংরেজ রাজপুরুষের সহিত তাঁহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়, ডিগবী তাঁহাদের প্রধান হইলেও প্রথম নহেন। ইহার পূর্ব্বে রামমোহন যে উডফোর্ড নামে এক জন সিবিলিয়ানকে টাকা কর্জ্জ দেন ও তাঁহার অধীনে কাজ করেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে উডফোর্ড মুর্শিদাবাদে বদলি হন এবং রামমোহনও সম্ভবতঃ তাঁহার সঙ্গে সেখানে যান। কিন্তু পর-বৎসরই উডফোর্ড পীড়িত হইয়া পড়েন এবং ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে সমুদ্র-যাত্রা করেন। এই ঘটনার পর রামমোহন ডিগবীর অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করেন।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত রামমোহনের সহিত ডিগবীর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের যুগ। এই সময়ে রামমোহন ডিগবীর সহিত প্রথমে রামগড়, পরে রামগড় হইতে যশোহর, যশোহর হইতে ভাগলপুর, এবং সর্ব্বশেষে ভাগলপুর হইতে রংপুর যান। কিন্তু ডিগবীর সহিত রামমোহনের কেবল মাত্র মনিব কর্ম্মচারীর সম্বন্ধই ছিল না। রামমোহন ডিগবীর নিকট হইতে গভীর ভাবে ইংরেজী শিক্ষা করেন। ডিগবীও রামমোহনকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন।

রামমোহন যখন যেখানে যে-চাকুরীই করুন না কেন, সর্ব্বদাই আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ-বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ডিগবী ভাগলপুরে বদলি হইবার পর রামমোহনও ভাগলপুরে গিয়াছিলেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি

তারিখে রামমোহন ভাগলপুরে পৌছেন; সেই দিন তাঁহার সহিত সেখানকার কলেক্টর সার্ ফ্রেডারিক হ্যামিল্টনের একটা সংঘর্ষ হয়। মুসলমান আমলে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সম্মুখ দিয়া সাধারণ লোকের পাল্কীতে বা ঘোড়ায় চড়িয়া বা ছাতা-মাথায় যাইবার অধিকার ছিল না। ইংরেজরা যখন প্রথম এই দেশে আসেন, তখন তাঁহাদের কেহ কেহ এইরূপ সম্মান আদায় করিতে ভালবাসিতেন। সার্ ফ্রেডারিক হ্যামিল্টনও এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। রামমোহন যখন পাল্কীতে করিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি এক ইটের পাঁজার উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন। এক জন দেশীয় লোককে সম্মুখ দিয়া পাল্কী চড়িয়া চাপরাসী বরকন্দাজ লইয়া যাইতে দেখিয়া সার্ ফ্রেডারিকের অত্যন্ত রাগ হইল। তিনি চীৎকার করিয়া রামমোহনকে পাল্কী হইতে নামিতে বলিতে লাগিলেন, এবং ইহাতে রামমোহনের পাল্কী থামে না দেখিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া গিয়া তাঁহার পাল্কী আট্‌কাইলেন। তখন রামমোহন পাল্কী হইতে নামিয়া সার্ ফ্রেডারিক হ্যামিল্টনকে ভদ্রভাবে অভিবাদন করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে সার্ ফ্রেডারিকের রাগ থামে না দেখিয়া গালাগালিতে কর্ণপাত না করিয়া আবার পাল্কীতে চড়িয়া চলিয়া গেলেন ও কিছু দিন পরে (১২ এপ্রিল ১৮০৯) স্বয়ং বড়লাট লর্ড মিণ্টোর নিকট এই অপমানের প্রতিকারের জন্য আবেদন করিলেন। এই আবেদনের ফলে আদেশ হইল যে, ভবিষ্যতে সার্ ফ্রেডারিক হ্যামিল্টন যেন দেশীয় লোকের সহিত এইরূপ ব্যবহার না করেন।

রামমোহনের এই আবেদনপত্রখানি ইংরেজীতে লিখিত। এটিকে আপাততঃ তাঁহার সর্বপ্রথম ইংরেজী রচনা বলিতে হইবে। প্রচলিত কোন রামমোহন-জীবনীতে ইহা নাই, এই কারণে আবেদনপত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

To the Right Hon'ble Lord Minto

Governor-General, etc. etc.

The humble petition of Rammohun Roy

Most humbly sheweth,

That your petitioner, in common with all the native subjects of the British Government, looks up to your Lordship as the guardian of the just rights and dignities of that class of your subjects against all acts which have a tendency either directly or indirectly to invade those rights and dignities, and your petitioner more especially appeals to your Lordship as, from the nature of the treatment, however degrading, which he has experienced, and from the nature of the existing circumstances with reference to the rank and distinction of the gentleman from whom it proceeded, your petitioner is precluded from any other means of obtaining redress.

Confiding therefore in the impartial justice of the British Government and in the acknowledged wisdom which governs and directs all its measures in the just spirit of an enlarged and liberal policy, your petitioner proceeds with diffidency and humility to lay before your Lordship, the following circumstances of severe degradation and injury, which he has unmeritedly experienced at the hands of Sir Frederick Hamilton.

On the 1st of January last, your petitioner arrived at the Ghaut of the river of Bhaugulpur, and hired a house in that town. Proceeding to that house at about 4 o'clock in the afternoon, your petitioner passed in his palanquin through a road on the left side of which Sir Frederick Hamilton was standing among some bricks. The door of the palanquin being shut to exclude the dust of the road, your petitioner did not see that gentleman, nor did the peon who preceded the palanquin, apprise your petitioner of the circumstance, he not knowing the gentleman, much less supposing that, that gentleman (who was standing alone among the bricks), was the Collector of the district. As your petitioner was passing, Sir Frederick Hamilton repeatedly called out to him to get out of his palanquin, and that with an epithet of abuse too

gross to admit of being stated here without a departure from the respect due to your Lordship. One of the servants of your petitioner who followed in the retinue, explained to Sir Frederick Hamilton, that your petitioner had not observed him in passing by; nevertheless that gentleman still continued to use the same offensive language, and when the palanquin had proceeded to the distance of about 300 yds. from the spot where Sir Frederick Hamilton had stood, that gentleman overtook it on horseback. Your petitioner then for the first time understood that the gentleman who was riding alongside of his palanquin, was the Collector of the district, and that he required a form of external respect, which, to whatever extent it might have been enforced under the Mogul Government, your petitioner had conceived from daily observation, to have fallen under the milder, more enlightened and more liberal policy of the British Government, into entire disuse and disesteem. Your petitioner then, far from wishing to withhold any manifestation of the respect due to the public officers of a Government which he held in the highest veneration, and notwithstanding the novelty of the form in which that respect was required to be testified, alighted from his palanquin and saluted Sir Frederick Hamilton, apologizing to him for the omission of that act of public respect on the grounds that, in point of fact, your petitioner did not see him before, on account of the doors of his palanquin being nearly closed. Your petitioner stated however at the same time that even if the doors had been open, your petitioner would not have known him, nor would have supposed him to be the Collector of the district. Upon this Sir Frederick asked your petitioner how the servant of the latter came to explain to him already, with your petitioner's salam, the reason of your petitioner's not having alighted from his palanquin. Your petitioner's servants stated in reply to the observations of Sir Frederick Hamilton that, he had not been desired by your petitioner to give that explanation, but that seeing that your petitioner had gone on and knowing that the doors of the palanquin were almost shut, he had explained that circumstance to Sir Frederick Hamilton, in the hope

of inducing that gentleman to discontinue his abusive language, but that he the servant had not expressed your petitioner's salam as he had had no communication with your petitioner on the subject; Sir Frederick Hamilton then desired your petitioner to discharge the servant from his service and went away. In the course of that conversation, calculated by concession and apology to pacify the temper of Sir Frederick Hamilton, that gentleman still did not abstain from harsh and indecorous language. The intelligence of your petitioner's having been thus disgraced has been spread over the town, and your Lordship's humane and enlightened mind will easily conceive, what must be the sensations of any native gentleman under a public indignity and disgrace, which as being inflicted by an English gentleman, and that gentleman an officer of Government, he is precluded from resenting, however strong the conviction of his own mind that such ill-treatment has been unmerited, wanton and capricious. If natives, therefore, of caste and rank were to be subjected to treatment which must infallibly dishonour and degrade them, not only within the pale of their own religion and society, but also within the circle of the English societies of high respectability into which they have the honour of being most liberally and affably admitted, they would be virtually condemned to close confinement within their house from the dread of being assaulted in the streets with every species of ignominy and degradation. Your petitioner is aware that the spirit of the British laws would not tolerate an act of arbitrary aggression, even against the lowest class of individuals, but much less would it continue an unjust degradation of persons of respectability, whether that respectability be derived from the society in which they move or from birth, fortune, or education; that your petitioner has some pretensions to urge on this point, the following circumstances will shew :—

Your petitioner's grandfather was at various times, chief of different districts during the administration of His Highness the Nawab Mohabut Jung, and your petitioner's father for several years, rented a farm from Government the revenue of which was

lakhs of rupees. The education which your petitioner has received, as well as the particulars of his birth and parentage, will be made known to your Lordship by a reference to the principal officers of the Sudder Dewani Adawlats and the College of Fort William, and many of the gentlemen in the service of the Hon'ble Company, as well as other gentlemen of respectability and character. Your petitioner throwing himself, his character and the honor of his family on the impartial justice, liberality and feeling of your Lordship, entertains the most confident expectation that your Lordship will be pleased to afford to your petitioner every just degree of satisfaction for the injury which his character has sustained, from the hasty and indecorous conduct of Sir Frederick Hamilton, by taking such notice of that conduct, as it may appear to your Lordship to merit.

And your petitioner in duty bound shall ever pray.

12th April 1809.

রামমোহনের চাকুরী সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। এখানে উহা সংশোধন করা আবশ্যক। যে নয় বৎসরের কথা বলা হইয়াছে, এই সময় রামমোহন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরী করিতেন, ইহাই সকলের বিশ্বাস। প্রকৃত প্রস্তাবে রামমোহন এই কয় বৎসরের মধ্যে অতি অল্প কালই কোম্পানীর চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত ডিগবী রামগড়ের অস্থায়ী জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করেন। রামমোহন এই সময়ে তাঁহার অধীনে ফৌজদারী আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। ইহার পর ডিগবী যখন রংপুরের কলেক্টর হন, তখন তিনি কয়েক মাসের জন্ত রামমোহনকে অস্থায়ী দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন (ডিসেম্বর ১৮০৯ হইতে)। ডিগবী রামমোহন সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। সেজন্ত তিনি রামমোহনকে স্থায়ী দেওয়ান করিবার জন্ত অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু কলিকাতার বোর্ড-অব-রেভিনিউ কিছুতেই

তাহাতে সম্মত হইলেন না। এমন কি, ডিগবীর পীড়াপীড়ির উত্তরে তাঁহাকে লিখিলেন, "ভবিষ্যতে ডিগবী যদি বোর্ডের প্রতি এইরূপ অসম্মানসূচক ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাঁহারা উহার সমুচিত উত্তর দিতে বাধ্য হইবেন।" ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে অন্য লোক রংপুরের দেওয়ান নিযুক্ত হইল।

রামমোহনকে স্থায়ী ভাবে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিতে বোর্ডের এইরূপ প্রবল আপত্তি হইবার কারণ কি, সে-সম্বন্ধে অনেকেরই কৌতূহল হইতে পারে। এই বিষয়ে বোর্ড ডিগবীকে যে চিঠি লেখেন, তাহাতে রামমোহনের নিয়োগের বিরুদ্ধে দুইটি যুক্তি দেওয়া হয়। প্রথম যুক্তি এই যে, দেওয়ানের কাজ করিতে হইলে খাজনা আদায়ের সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতা এবং নিয়মাবলীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, রামমোহন ফৌজদারী আদালতের অস্থায়ী সেরেস্তাদারের কার্য্যে এই জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় আপত্তি তাঁহার জামিন সম্বন্ধে। রামমোহন রংপুরের দুই জন জমিদারকে তাঁহার জামিন হইতে স্বীকার করাইয়াছিলেন। বোর্ড বলেন, কোন দেওয়ানের জামিন যে-জেলায় তিনি কাজ করিতেছেন, সেই জেলার জমিদার হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

এই ত গেল প্রকাশ্য আপত্তির কথা। ইহা ছাড়া, বোর্ড-অব-রেভেনিউয়ের কাগজপত্রের মধ্যে এ-বিষয়ে উহার প্রেসিডেন্ট বুলিন ক্রীস্প সাহেবের স্বহস্তলিখিত একটি মন্তব্য আমি দেখিয়াছি। উহাতে রামমোহনের নিয়োগ সম্বন্ধে উল্লিখিত আপত্তি দুইটি ছাড়া আর একটি আপত্তির উল্লেখ আছে, এবং সেই আপত্তিই প্রকৃত আপত্তি [illegible]। অন্য কথার পর বুলিন ক্রীস্প লিখিতেছেন, "রামমোহনের [illegible] থাকাকালীন তাঁহার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে [illegible]

কথা ("unfavourable mention of his conduct") আমার কানে আসিয়াছে।"

সে যাহা হউক, এই বিবরণ হইতে দেখা গেল, রামমোহন দুই বার অল্প কালের জন্য ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরী করেন। বাকী সময় তিনি ডিগবীর খাস কর্মচারী ছিলেন। ডিগবী যে-সময়ে যশোহরে ছিলেন (ডিসেম্বর ১৮০৭*—জুন ১৮০৮), তখন রামমোহন যে তাঁহার খাস ফার্সী মুন্‌শী ছিলেন, এ-কথার উল্লেখ ডিগবীর একটি চিঠিতে আছে। দেশীয় লোকের সহিত কাজকর্মের সুবিধার জন্য সেকালের অনেক সাহেব বাঙালী 'বাবু' রাখিতেন। ইহাদিগকে দেওয়ান বলা হইত। রামমোহনও ডিগবীর সহিত এইরূপেই সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি সাধারণ লোকের নিকট 'ডিগবীর দেওয়ান' বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

রামমোহনের বৈষয়িক উন্নতি

রংপুরে রামমোহন চাকুরী ও ব্যবসা দ্বারা যে যথেষ্ট অর্থোপার্জন করিতেছিলেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সময়ে রংপুর ও কলিকাতা দুই জায়গাতেই তাঁহার হিসাবনবীশ ও তহবিলদার ছিল। রংপুরে যে তাঁহার হিসাবপত্র রাখিত, তাহার নাম ভবানী ঘোষ ও কলিকাতার তহবিলদারের নাম গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায়। রামমোহন বাহির হইতে যে টাকাকড়ি পাঠাইতেন, তহবিলদার গোপীমোহন তাঁহার নামে

* ১৫ জানুয়ারি ১৮০৮ তারিখে ডিগবী ভাগলপুর কোর্টের রেজিষ্ট্রার হন, কয় দিন পরেই আবার তিনি যশোহরে ফিরিয়া আসেন।

উহা কলিকাতায় জমা করিয়া রাখিত। এই প্রসঙ্গে একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। রংপুর ছাড়িয়া কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হইবার পর রামমোহন "বেনিয়ানে"র কাজ করিতেন, ইহার উল্লেখ সেকালের সুপ্রীম কোর্টের জুরির তালিকায় পাওয়া গিয়াছে।*

এই কয় বৎসরের মধ্যে রামমোহন তিনটি তালুক কেনেন। উহাদের প্রথম দুইটির নাম বীরলুক ও কৃষ্ণনগর (জাহানাবাদ পরগণা), তৃতীয় তালুকটির নাম শ্রীরামপুর (পরগণা ভুরশুট)।

অনেকেই বলিয়াছেন, রামমোহন ১০ বৎসর সরকারী চাকুরী করিয়া বার্ষিক ১০ হাজার টাকা আয়ের বিষয়-সম্পত্তি করিয়াছিলেন। রামমোহনের এই আর্থিক উন্নতির মূলে কিশোরীচাঁদ মিত্র ঘুষের ইঙ্গিত করিয়াছেন। লিয়োনার্ড আবার ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে ইহার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন যে, রামমোহন যাহা লইতেন, তাহা ঘুষ নহে—সেকালের দেওয়ানের "legal perquisites." ইহারা কেহই জানিতেন না যে, রামমোহন মাত্র ১ বৎসর ৯ মাস বিভিন্ন স্থানে সরকারী চাকরি করিয়াছিলেন। সরকারী চাকরিতে তিনি যাহাই সঞ্চয় করুন না কেন, তাঁহার অন্য আয়ের পথও ছিল, তিনি দীর্ঘকাল ডিগবীর খাস মুন্সীর কাজ করিয়াছেন, কলিকাতায় কোম্পানীর কাগজের ব্যবসা করিয়াছেন এবং সিবিলিয়ান প্রভৃতিকে টাকাকড়ি কর্জ দিয়াছেন।

এইরূপে রামমোহনের অবস্থায় যখন উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছিল, তখন লাঙ্গুলপাড়ায় তাঁহার আত্মীয় ও পরিজনবর্গ ক্রমেই নিতান্ত দারিদ্র্যের দিকে চলিয়াছিল। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন যখন মুর্শিদাবাদ

* "Calcutta's Indian Jurors A Hundred Years Ago."—*The Calcutta Municipal Gazette* for May 30, 1936.

যান তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহন মেদিনীপুরের দেওয়ানী জেলে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এই সময়ে মাতা তারিণী দেবী তাঁহাকে মাসিক দশ টাকা করিয়া অর্থসাহায্য করিতেন। গবর্ণমেন্টকে কিছু টাকা দিয়া জেল হইতে মুক্তি পাইবার জন্য জগমোহন অর্থশালী কনিষ্ঠের নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করেন। অনেক চিঠিপত্র লেখালেখির পর ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সুদসমেত ফিরাইয়া দিবেন, এই মর্ম্মে তমসুক লিখিয়া দিবার পর রামমোহন জ্যেষ্ঠকে এক হাজার টাকা কর্জ দেন। জগমোহনও এই টাকা গবর্মেন্টকে দিয়া এবং বাকী ৩,৩৫৮ টাকা মাসিক ১৫০ টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করিয়া দিবেন, এই অঙ্গীকারপত্র দিয়া মেদিনীপুর-জেল হইতে মুক্তি পাইলেন (৯ মার্চ ১৮০৫)। কিন্তু জগমোহন এই টাকার একটি পয়সাও শোধ করিতে পারিলেন না। ১২১৮ সালের চৈত্র মাসে (মার্চ-এপ্রিল ১৮১২) তাঁহার মৃত্যু হইল।

জগমোহনের পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। তখন গোবিন্দপ্রসাদের বয়স পনর বৎসর। জগমোহনের মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে ১২১৬ সালের পৌষ মাসে (ডিসেম্বর-জানুয়ারি ১৮০৯-১০) রামমোহনের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা রামলোচনেরও মৃত্যু হইয়াছিল। ইহার পর রায়-পরিবারে এক রামমোহন ব্যতীত আর প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ কেহ রহিল না।

রামমোহনের পরিবার-পরিজনের যখন এইরূপ অবস্থা তখন তিনি নিজে প্রবাসী। রামমোহনের নিজের উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ইং ১৮০৩ হইতে ১৮১৪ পর্য্যন্ত এগার বৎসর তিনি শুধু ভাই বা মা নয়, নিজের পুত্র-পরিবার হইতেও দূরে ছিলেন। ইং ১৮০৯ হইতে ১৮১৩ পর্য্যন্ত রামমোহনের ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায় বাকুলার

সহিত রংপুরে ছিলেন। গুরুদাসের পিতার একটি পত্র হইতে রামমোহন ও গুরুদাস জগমোহনের মৃত্যুর সংবাদ জানিতে পারেন।

জগমোহনের মৃত্যুকালে রামমোহন যে স্বগ্রামে ছিলেন না, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে তাঁহার সম্বন্ধে প্রচলিত একটি কিংবদন্তীর কোন ভিত্তি নাই দেখা যাইতেছে। মিস কলেট তাঁহার জীবনীতে লিখিয়াছেন :—

> ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে [রামমোহনের] জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী তাঁহার অনুগমন করেন। শোনা যায়, রামমোহন তাঁহাকে এই ভীষণ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সফল হন নাই। পরে যখন শরীরে আগুন আসিয়া লাগিল তখন জগমোহনের পত্নী চিতা হইতে উঠিয়া আসিবার উপক্রম করেন। কিন্তু তাঁহার গোঁড়া আত্মীয় ও পুরোহিতেরা তাঁহাকে বাঁশ দিয়া চাপিয়া রাখে এবং তাঁহার চীৎকার ডুবাইবার জন্য চারি দিকে ঢোল কাঁশি ইত্যাদি বাজান হয়। রামমোহন তাঁহাকে রক্ষা করিতে না পারিয়া অসীম ক্রোধ ও অনুকম্পায় অধীর হইয়া সেইখানেই প্রতিজ্ঞা করেন এই নিষ্ঠুর প্রথা উচ্ছেদ না করিয়া তিনি বিশ্রাম করিবেন না।

এই গল্পটি মিস কলেট রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিকট হইতে পান। তিনি আবার উহা তাঁহার পিতা নন্দকিশোর বসুর নিকট শোনেন। নন্দকিশোর রামমোহনের এক জন বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন।

জগমোহনের তিন পত্নীর মধ্যে কেহ সত্যই স্বামীর অনুগমন করিয়াছিলেন কি-না তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। অন্ততঃ গোবিন্দপ্রসাদের মাতা দুর্গা দেবী যে অনুগমন করেন নাই তাহা সুনিশ্চিত, তিনি স্বামীর মৃত্যুর ৯ বৎসর পরে (১৩ এপ্রিল ১৮২১) রামমোহনের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে একটি মকদ্দমা আনিয়াছিলেন। তবে রায়-পরিবারে অনুগমনের রেওয়াজ ছিল বলিয়া মনে হয় না। রামমোহনের

পিতা রামকান্তের তিন পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের কেহই সহমরণে যান নাই। রামমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামলোচনের পত্নীও সহমৃতা হন নাই। সে যাহা হউক, জগমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার কোন পত্নী সহগামিনী হইলেও রামমোহন যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না তাহা সুনিশ্চিত, কারণ তখন ও পরবর্ত্তী দুই বৎসর পর্য্যন্ত তিনি যে সুদূর রংপুরে অবস্থান করিতেছিলেন তাহা পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি।

রামমোহনের কলিকাতা-বাস

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ জুলাই রংপুর কলেক্টরীর ভার স্কেণ্ট নামে এক সিবিলিয়ানকে বুঝাইয়া দিয়া ডিগবী দীর্ঘ ছুটি লইলেন। সেই সঙ্গে রামমোহনও রংপুর ত্যাগ করিলেন। এই বৎসরের মাঝামাঝি তাঁহাকে কলিকাতায় বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত দেখিতে পাই, এবং তখন হইতেই যে তিনি স্থায়িভাবে কলিকাতাবাসী হন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রামমোহন তখন সম্পন্ন ব্যক্তি, জীবিকার্জনের জন্য তাঁহার দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ানোর আর দরকার ছিল না। সুতরাং প্রথমেই তিনি কলিকাতায় বাস করিবার জন্য বাড়ী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার নামে দুইখানা বড় বাড়ী ক্রয় করা হইল। উহার প্রথমটি চৌরঙ্গীতে অবস্থিত বড় হাতা সংযুক্ত একটি দোতালা বাড়ী। উহা ২০,৩১৭ টাকায় এলিজাবেথ কেনউইক নামে এক মেমের নিকট হইতে কেনা হয়। দ্বিতীয় বাড়ীটি মাণিকতলায়; এই বাড়ীটি এখন উত্তর-কলিকাতায় পুলিসের ডেপুটি কমিশনারের আপিসে পরিণত হইয়াছে। উহা ১৩,০০০ টাকায় ফ্রান্সিস মেণ্ডেস নামে এক সাহেবের

নিকট হইতে কেনা। এই সময়ই সম্ভবতঃ জোড়াসাঁকোতে তাঁহার যে বাড়ীটি ছিল উহা বিক্রয় করিয়া ফেলা হয়।

বিষয়-সম্পত্তির সুব্যবস্থা করিবার কালে রামমোহন গ্রামে নূতন বাড়ী করিবার কথাও ভোলেন নাই। লাঙ্গুলপাড়ার বাড়ীর প্রতি আর তাঁহার কোন আকর্ষণ ছিল না, এই বাড়ীতে তাঁহার নিজের অংশ তিনি ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায়কে দান করেন (নবেম্বর-ডিসেম্বর ১৮১৪)। এই সময়ে কিংবা কিছু পূর্ব্বে মাতা তারিণী দেবীর সহিত আবার তাঁহার মতান্তর বা মনান্তর উপস্থিত হয়, তাহার কিছু কিছু আভাস আমরা পাই। এই কারণেই হউক কিংবা অন্য কারণেই হউক তিনি লাঙ্গুলপাড়া ত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী রঘুনাথপুরে একটি নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করেন। বাড়ী সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮এ জানুয়ারি (১৭ মাঘ ১২২৩) রামমোহনের পরিবার লাঙ্গুলপাড়ার বাড়ী ত্যাগ করিয়া রঘুনাথপুরের নূতন বাড়ীতে চলিয়া আসেন।

কলিকাতা আসিবার অল্প দিনের মধ্যেই রামমোহন সেখানকার এক জন গণ্যমান্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তাঁহার তখন অর্থের অভাব ছিল না, সুতরাং কলিকাতায় তিনি ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির মতই থাকিতেন, দশ জনের কাছেও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির মতই মান্য হইতেন। তাঁহার মাণিকতলার বাড়ীতে শহরের বহু সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হইত। উঁহাদের মধ্যে দেশী লোক ভিন্ন বহু বিদেশী ব্যক্তিও থাকিত। বিদেশ হইতে যাঁহারা ভারত-ভ্রমণে আসিতেন তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই রামমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। এইরূপ পরিব্রাজকদের মধ্যে ফিট্‌স্‌ক্লারেন্স (আর্ল অব মান্‌স্টার) ফরাসী বৈজ্ঞানিক ভিক্তর জাকমঁ ও ইংরেজ-মহিলা ফ্যানী

পার্কসের নাম উল্লেখযোগ্য। এই ইংরেজ মহিলা তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে রামমোহনের বাড়ীতে একটি উৎসবের বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন :—

> ১৮২৩, মে—সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা রামমোহন রায় নামে একটি ধনী বাঙালী বাবুর বাড়ীতে একটি 'পার্টি'তে গিয়াছিলাম। বাড়ীর বড় হাতায় বেশ ভাল রোশনাই হইয়াছিল এবং চমৎকার বাজীপোড়ান হইয়াছিল। বাড়ীর ঘরে ঘরে নাচওয়ালীরা নাচগান করিতেছিল··· উহাদের গান গাহিবার রীতি অদ্ভুত; সময়ে সময়ে স্বর নাকের ভিতর দিয়া আসিতেছিল; কতকগুলি সুর বেশ মিষ্ট; এই নাচওয়ালীদের মধ্যে নিকীও ছিল—তাহাকে প্রাচ্য জগতের কাটালানী বলা হইত।

ইহা হইতে দেখা যায়, সেকালের সকল বড়লোকের মত রামমোহন মুসলমানী ধরণধারণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নিজে মুসলমানী জোব্বা চাপকান প্রভৃতি পরিতেন এবং এই পোষাক শোভন বলিয়া মনে করিতেন। এমন কি, অনেকের ধারণা ছিল, তিনি মুসলমানের সহিত পান-ভোজনও করেন। এই জন্ত হিন্দু-আচারের পক্ষপাতী লোকেরা তাঁহাকে অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিত ও 'যবন' বলিয়া নিন্দা করিত। রামমোহন কিন্তু সেজন্ত নিজের আচার-ব্যবহারের কোন পরিবর্ত্তন বা মুসলমান বন্ধুদিগকে বর্জ্জন করেন নাই।

রামমোহনের বিরুদ্ধে গোবিন্দপ্রসাদের মকদ্দমা

এই সকল আমোদপ্রমোদ ও বড়মাহুষি ছাড়া রামমোহনের জীবনে ঝঞ্ঝাটও যথেষ্ট ছিল। এই সময়ে তিনি বিষয়-সংক্রান্ত কয়েকটি মামলা-মকদ্দমায় জড়িত হইয়া পড়েন। এই সকল মকদ্দমার মধ্যে যাহা

একটির কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি। উহা ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ জুন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায় রুজু করেন এবং উহার শুনানি হয় কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের ইকুইটি-বিভাগে প্রধান বিচারপতি সার্ এডওয়ার্ড হাইড ঈস্টের সম্মুখে। এই মকদ্দমা সম্বন্ধে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। ডাঃ কার্পেণ্টার লিখিয়া গিয়াছেন যে, রামমোহন জাতি ও ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন এই কথা প্রমাণ করিয়া তাঁহাকে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য এই মকদ্দমা রুজু করা হয়, কিন্তু রামমোহন তাঁহার প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেন। রামমোহনের বন্ধু পাদরি অ্যাডামের বিবরণও এই মর্ম্মেরই। তিনি বলিয়াছেন, রামমোহনকে বিধর্ম্মী প্রমাণ করিয়া বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য তাঁহার মা এই মকদ্দমা করেন, কিন্তু তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই।

কার্পেণ্টার ও অ্যাডাম দুই জনই ধর্ম্মপ্রাণ পাদরি। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ উক্তি করিয়া আইন-জ্ঞানহীনতার পরিচয় দেওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়। এই মকদ্দমার প্রকৃত রূপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই মকদ্দমা যখন রুজু হয়, তখন রামমোহন কতকগুলি সম্পত্তি ভোগ করিতেছিলেন। গোবিন্দপ্রসাদ রায় বলেন, এই সম্পত্তিগুলি এক হিন্দু একান্নভুক্ত পরিবারের সম্পত্তি, উহাতে তাঁহার পিতা ও পিতামহেরও স্বত্ব ছিল, সুতরাং পিতার উত্তরাধিকারী হিসাবে এগুলিতে তাঁহারও অংশ আছে। রামমোহন এই দাবী সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন। তিনি বলেন, সম্পত্তিগুলি সম্পূর্ণ তাঁহার নিজের, কারণ ঐ সকল সম্পত্তি ক্রয়কালে তিনি এবং তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন।

কিছু দিন পরে গোবিন্দপ্রসাদ মকদ্দমা মিটাইয়া ফেলিলেন ও পিতৃব্যের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া নিম্নোক্ত পত্রখানি লিখিলেন—

শ্রীকৃষ্ণ
শরণং

সেবক শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ দেব শর্ম্মণঃ প্রণামা পরার্দ্ধ নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ। মহাশয়ের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এ সেবকের মঙ্গল পরং আমি অজ্ঞ অজ্ঞ লোকের কথা প্রমান মহাশয়ের নামে হিস্তা পাইবার প্রার্থনায় সুপরেম কোর্টে একুইটিতে অজথার্থ নালিশ করিয়াছিলাম একণে জানিলাম যে আমার বুঝিবার ভ্রমে এ বিষয়ে প্রবর্ত্ত হইয়া নানা প্রকার ক্লেশ পাইতেছি এবং মহাশয়েরও মনস্তাপ এবং অর্থব্যয় অতএব মহাশয় আমার পিতার তুল্য আমার অপরাধ মর্ব্যাদা করিয়া জদি আমাকে নিকট জাইতে অনুমতি করেন তবে আমি নিকট পৌঁছিয়া সকল বিশয় নিবেদন করি।

শ্রীচরণাম্বুজেষু ইতি।—
সন ১২২৭ সাল তাং ১৪ কার্ত্তিক,

পরম পূজনীয়—
শ্রীযুৎ রামমোহন রায় খুড়া মহাশয়,
শ্রীচরণ সরজেষু
পত্র দেনা মোং কলিকাতা।

মকদ্দমায় শেষ শুনানির দিন (১০ ডিসেম্বর ১৮১৯) গোবিন্দপ্রসাদ আদালতে উপস্থিত হইলেন না, এজন্ত তাঁহার মকদ্দমা ডিসমিস হইয়া গেল।

তারিণী দেবীর মৃত্যু

তারিণী দেবী বোধ হয় সংসারে বীতরাগ হইয়াছিলেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এক দিন একাকিনী শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে এক জন পরিচারিকাও লইলেন না। তথায় অবস্থানকালে তিনি প্রতি দিন জগন্নাথ-মন্দিরে ঝাঁট দিতেন। দুই বৎসর পরে—২১ এপ্রিল ১৮২২ তারিখে বৈষ্ণবের সেই বাঞ্ছিত তীর্থে তারিণী দেবীর মৃত্যু হয়।

ধর্ম্মমতের বিকাশ

রামমোহনের ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন কখন কি ভাবে হয়, তিনি কেন প্রচলিত ধর্ম্ম ও সামাজিক ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হন, এই নূতনত্বের অনুপ্রেরণা তাঁহার নিকট কোথা হইতে আসে, এই সকল প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারিলে মনের কৌতূহল মেটে না। সন্তোষজনক প্রমাণ সহ রামমোহনের ধর্ম্মজীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা আজিকার দিনে আর সম্ভব না হইলেও রামমোহনের ধর্ম্মমতের বিকাশ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোকপাত করা যে একেবারে অসম্ভব, তাহা মনে করিবার কারণ নাই। রামমোহনের বাল্য ও যৌবনের কতকগুলি ঘটনা হইতে তাঁহার মন ও কার্য্যকলাপের গতির অনেকটা আভাস পাওয়া যায়।

প্রথমে রামমোহনের প্রথম-জীবনের আবেষ্টনীর কথা ধরা যাউক। রামমোহন বিষয়ী-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার ফলে তিনিও যে বাল্য হইতেই বিষয়বুদ্ধিতে প্রবীণ হইয়া উঠিয়াছিলেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ রামমোহনের বাল্য ও প্রথম যৌবন সম্বন্ধে যাহা কিছু সুনিশ্চিত, সে-সকলই বিষয়কর্ম্ম-সম্পর্কিত—পিতার সম্পত্তির তত্ত্বাবধান, পিতার নিকট হইতে সম্পত্তিলাভ, সিবিলিয়ানদিগকে টাকা কর্জ দেওয়া, নিলামী সম্পত্তি ক্রয়, সম্পত্তি বেনামী ইত্যাদি।

এই আবেষ্টনীতে বর্দ্ধিত রামমোহন বাল্যকালে প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নাই, এই অনুমানের সপক্ষে অন্ত যুক্তি আছে। এক এক করিয়া উহাদের বিচার করা যাক।

যৌবনে রামমোহনের ধর্ম্মমত কি ছিল এ-সম্বন্ধে সাক্ষাৎ প্রমাণ যাহা কিছু আছে তাহা হইতে দেখা যায়, তিনি তখনও প্রচলিত ধর্ম্ম বা দেশাচারের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। প্রথমতঃ, ত্রিপুরাবাসীর ব্যবহার

বহন করিবেন এই অঙ্গীকার করিয়া ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি পিতার নিকট হইতে সম্পত্তি গ্রহণ করেন। এই ব্যয় তিনি নিয়মিতভাবেই বহন করিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ, পিতার মৃত্যুর পর রামমোহন স্বতন্ত্রভাবে কলিকাতায় একটি শ্রাদ্ধ করেন।

জীবনীকারগণ বলিয়া আসিয়াছেন যে, ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তনের জন্য রামমোহন দুই বার পিতৃগৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং পৈতৃক সম্পত্তি হইতেও বঞ্চিত হন। এই সকল কথা সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, রামমোহনও রামকান্ত রায়ের অন্য দুই পুত্রের মত পিতার সম্পত্তির ন্যায্য অংশ পাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া রামকান্তের সহিত রামমোহনের কোন বিরোধ বা মনোমালিন্য ছিল তাহারও কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে জানা যায় যে, সম্পত্তি-বিভাগের পরও রাম-মোহন পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বর্দ্ধমানে যাইতেন। এই সময়ে তিনি যে পিতার বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন, তাহার প্রমাণও আমরা পাই তাঁহার নিজের লিখিত দুইখানি চিঠি হইতে।

এখন দেখা প্রয়োজন, রামমোহন বাল্যকালে কাশী ও পাটনায় বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন এবং দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এই সকল কিংবদন্তীর মূলে সত্য কতটুকু। দলিলপত্র হইতে দেখা যায়, ১৭৯১ হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি লাঙ্গুলপাড়ায়, কলিকাতায় অথবা নিকটবর্ত্তী কোন-না-কোন জায়গায় রহিয়াছেন। এই কয় বৎসরের মধ্যে ১৭৯৬ হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি কখন কোথায় ছিলেন তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ আছে। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যে লাঙ্গুলপাড়ায় ছিলেন তাহারও সন্তোষজনক প্রমাণ আছে। একমাত্র মাঝের চার বৎসর তাঁহার কার্য্যকলাপের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু রামকান্ত রায়ের বিষয়াসক্তি ও রামমোহনের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে যাহা বলা

হইয়াছে তাহা হইতে রামকান্ত রায় পুত্রকে শিক্ষার জন্ম পাটনা ও কাশীতে পাঠাইয়াছিলেন অথবা রামমোহনই ধর্ম্মবিশ্বাসের খাতিরে স্বেচ্ছায় পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, সে-যুগে শিক্ষা একমাত্র জীবিকা-অর্জনের জন্যই দেওয়া হইত। যাঁহারা বৈষয়িক কর্ম্ম করিতেন, তাঁহারা তখন ফার্সী শিখিতেন ও যাহাদের অধ্যাপক ও পুরোহিত বৃত্তি ছিল তাঁহারা সংস্কৃত পড়িতেন। এই দুই প্রকার শিক্ষাই গ্রামে হইতে পারিত। উহার জন্ম বিদেশে যাইবার প্রয়োজন হইত না।

আর একটিমাত্র প্রশ্নের বিচার করিলেই রামমোহনের ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন বাল্যকালেই হইয়াছিল কি না, সে আলোচনা সম্পূর্ণ হয়। যে-রচনাটি রামমোহনের আত্মকথা বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, তাহা ঠিকমত না বুঝিয়া অনেকে বলিয়া আসিয়াছেন, ষোল বৎসর বয়সে রামমোহন হিন্দুদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি বাংলা পুস্তক রচনা করেন। রামমোহনের প্রণীত নিজের দ্বারা প্রকাশিত অন্য পুস্তক হইতে জানা যায় যে, পৌত্তলিকতা বর্জনের অব্যবহিত পরেই তিনি যে-পুস্তক রচনা করেন উহা আর্বী ও ফার্সী ভাষায় রচিত। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত *An Appeal to the Christian Public* নামক পুস্তকের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন :—

> **Rammohun Roy...although he was born a Brahman, not only renounced idolatry at a very early period of his life, but published at that time a treatise in Arabic and Persian against that system; and no sooner acquired a tolerable knowledge of English, than he made his desertion of idol worship known to the Christian world by his English publication—a renunciation that, I am sorry to say, brought severe difficulties upon him, by exciting the displeasure of his parents, and subjecting him to the**

dislike of his near, as well as distant relations, and to the hatred of nearly all his countrymen for several years.*

এই পুস্তক যে 'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুয়াহ্‌হিদীন' সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রামমোহন ইহার পূর্ব্বে কোন পুস্তক রচনা বা প্রকাশ করিয়া থাকিলে উহার উল্লেখ এস্থানে নিশ্চয়ই থাকিত। 'তুহ্‌ফাৎ' ১৮০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং উহার অল্প দিন পূর্ব্বে রচিত হয়। রামমোহনের বয়স তখন ত্রিশ। এই পুস্তকের শেষে বলা হইয়াছে, "In order to avoid any future change in this book by copyists, I have had these few pages printed just after composition." সুতরাং রামমোহন যে ১৮০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বাংলা বা অন্য ভাষায় কোন পুস্তক রচনা করেন নাই তাহা প্রায় সুনিশ্চিত।

রামমোহনের ধর্ম্মমতের বিকাশ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহার দ্বারা অনেক প্রচলিত ধারণা ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইলেও প্রকৃত ব্যাপার যে কি, তাহা জানা গেল না। এ-বিষয়ে সত্যনির্দ্ধারণের উপায় যে একেবারে নাই তাহা নহে। নানা আভাস-ইঙ্গিত হইতে রামমোহনের ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন ও মানসিক বিকাশ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। প্রথমে পারিবারিক কলহ ও মতান্তরের কথাই ধরা যাউক। ধর্ম্মমত ও দেশাচার পালন লইয়া মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের সহিত রামমোহনের মতান্তরের একাধিক পরিচয় আমরা পাই। রামমোহনের সহিত তাঁহার মাতার প্রথম কলহের উল্লেখ পাওয়া যায় রামকান্ত রায়ের শ্রাদ্ধের সময়ে অর্থাৎ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের মে-জুন মাসে। এই ঝগড়ার ফলে তিনি পিতার শ্রাদ্ধ নিজে স্বতন্ত্রভাবে কলিকাতায় করেন। এই কলহের

* এই পুস্তক তিনি নিজনামে প্রকাশ করেন নাই, পুস্তকে গ্রন্থকার হিসাবে "A Friend to Truth" নাম দেওয়া আছে।

কারণ যে একমাত্র ধর্ম্মমত, ইহা অনুমান করার হেতু নাই। এ ঘটনার অল্পকাল পূর্ব্বে তাঁহার পিতা এবং ঘটনার সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুই জনেই অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িয়া দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ ছিলেন। আর্থিক সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও রামমোহন পিতা বা ভ্রাতাকে সাহায্য করেন নাই, হয়ত ইহাও তাঁহার মাতার বিরাগের কারণ হইতে পারে।

এই ঘটনার পর এগার বৎসর রামমোহন গৃহ-পরিজন হইতে দূরে ছিলেন। ইহার মধ্যে পাচ বৎসর তিনি রংপুরে কাটাইয়াছিলেন। রংপুরে হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী আসিয়া উপস্থিত হন এবং (অন্ততঃ জানুয়ারি ১৮১২ হইতে) কয়েক বৎসর রামমোহনের নিকটেই অবস্থান করেন। রংপুরে ডিগবীর সাহচর্য্যে রামমোহন যেমন ভাল করিয়া ইংরেজী শিখিয়াছিলেন, তেমনি আবার তীর্থস্বামীর উপস্থিতির সুযোগ লইয়া হিন্দুশাস্ত্র ও দর্শনের রীতিমত চর্চা করেন।

সে যাহা হউক, যে এগার বৎসর রামমোহন বাহিরে ছিলেন, তাহার মধ্যে মাতার সহিত তাঁহার কলহের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। মনান্তর ও কলহের কাহিনী আবার শোনা যায় রামমোহন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া বেদান্ত দর্শন প্রভৃতি প্রকাশ করিবার পর। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত *Translation of an Abridgment of the Vedant* গ্রন্থের ভূমিকায় রামমোহন লেখেন :—

> By taking the path which conscience and sincerity direct, I, born a Brahman, have exposed myself to the complainings and reproaches even of some of my relations, whose prejudices are strong, and whose temporal advantage depends upon the present system.

ইহার পর-বৎসরই রামমোহনের সহিত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের মকদ্দমা উপস্থিত হয়। এই মকদ্দমায় রামমোহনের

পক্ষ হইতে তারিণী দেবীকে জেরা করিবার জন্ত যে প্রশ্নাবলী তৈয়ারী করা হয় তাহাতে আমরা পাই—

আপনার পুত্র রামমোহনের ধর্ম্মমতের জন্ত তাহার সহিত আপনার কি বিবাদ ও মনান্তর হয় নাই, এবং আপনি যে-ভাবে হিন্দুধর্ম্মের পূজা-অর্চনা করিতে ইচ্ছা করেন সেই সকল করিতে অস্বীকৃত হওয়ার প্রতিশোধস্বরূপ কি আপনি আপনার পৌত্রকে মকদ্দমা করিতে প্ররোচিত করেন নাই? আপনি, বাদী এবং আপনার অন্ত পরিজনেরা কি রামমোহনের রচনাবলী ও ধর্ম্মমতের জন্ত তাঁহার সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন নাই? আপনি কি বার-বার বলেন নাই যে আপনি রামমোহনের সর্ব্বনাশসাধন করিতে চান, এবং ইহাও কি আপনি বলেন নাই যে ইহাতে পাপ হওয়া দূরে থাকুক, রামমোহন পূর্ব্বপুরুষের আচার পুনরায় অবলম্বন না করিলে তাঁহার সর্ব্বনাশসাধন করিলে পুণ্যই হইবে? আপনি কি সর্ব্বসমক্ষে বলেন নাই, যে-হিন্দু প্রতিমা-পূজা ত্যাগ করে তাহার প্রাণ লইলেও পাপ নাই? হিন্দুধর্ম্মের প্রতিমাপূজা-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি করিতে কি রামমোহন প্রকৃতপক্ষে অস্বীকার করেন নাই? বাদী, আপনি এবং বিবাদীর অন্ত আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কি এই বিষয়ে পরামর্শ হয় নাই? ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে বিবাদী যদি আপনার ইচ্ছা ও অনুরোধ এবং পূর্ব্বপুরুষের প্রথার বিরুদ্ধাচরণ না করিতেন তাহা হইলে এই মকদ্দমা হইত না—এ-কথা আপনার জ্ঞান বিশ্বাস মত শপথ করিয়া অস্বীকার করিতে পারেন কি? বিবাদী প্রতিমা-পূজা বজায় রাখিতে অস্বীকার করিয়াছেন, সেজন্ত তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিবার জন্ত যথাসাধ্য করা, এমন কি মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াও কি আপনার বিবেকবুদ্ধিতে অনুচিত নয় বলিয়া বিশ্বাস করেন না? এই মকদ্দমা আরম্ভ হইবার পর আপনি নিজে বিবাদীর কলিকাতার সিমলার বাড়ীতে আসিয়া কি বিগ্রহের সেবার জন্ত কিছু জমি চান নাই? বিবাদী কি উহার পরিবর্ত্তে [illegible]

সাহায্যের জন্ত অনেক টাকা দিতে চাহেন নাই, এবং প্রতিমাপূজার জন্ত কোনরূপ সাহায্য করিতে অস্বীকার করেন নাই? তখন কি আপনি বিবাদীর উপর অসন্তুষ্ট হইয়া আপনার অনুরোধ অগ্রাহ্য করাতে বিবাদীর উপর বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই?

তারিণী দেবীকে শেষ-পর্য্যন্ত আদালতে উপস্থিত হইতে হয় নাই। সুতরাং এই সকল প্রশ্নের উত্তরে তাঁহার কি বলিবার ছিল তাহা আর আমাদের জানিবার উপায় নাই, কিন্তু এই প্রশ্নগুলি হইতে স্পষ্টই মনে হয়, প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠানাদি লইয়া রামমোহন ও তাঁহার মাতার মধ্যে বচসা হইত। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি রংপুর হইতে কলিকাতা ফিরিয়া রামমোহন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিচার এবং পুস্তক প্রকাশের আয়োজন আরম্ভ করেন। ঠিক এই সময়েই তিনি লাঙ্গুল-পাড়ার পৈতৃক বাড়ীর অর্দ্ধাংশ ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায়কে দান করিয়া বিগ্রহসেবার ব্যয়ভার হইতে মুক্ত হন। এই সকল কারণে কলিকাতা-প্রত্যাবর্ত্তনের কালকে তাঁহার ধর্ম্মমত পূর্ণবিকশিত হইবার কাল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই মত-পরিবর্ত্তনের সূচনার প্রথম প্রমাণ আমরা পাই ১৮০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'তুহ্ফাৎ' গ্রন্থে।

এখন দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার থাকে। প্রথমতঃ, রামমোহনের মত-পরিবর্ত্তন কাহার প্রভাবে ঘটে এবং দ্বিতীয়তঃ, কোথায় ঘটে।

যে মুসলমান ও ইংরেজ সংসর্গ এবং তাহার ফলে মুসলমানী ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার সহিত পরিচয় রামমোহনের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন ও মানসিক বিকাশের প্রধান কারণ, তাহার সূচনা যে কলিকাতায় ঘটে সে-সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইংরেজ-রাজত্ব স্থাপনের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কলিকাতা মুসলমানী, হিন্দু ও ইংরেজী, এই তিন প্রকার বিদ্যাচর্চারই কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। অর্থোপার্জ্জনের জন্ত তখন বহু

পণ্ডিত ও মৌলবী কলিকাতায় বাস করিতেন, এবং শাসনের সুবিধার জন্য ইংরেজরাও মুসলমানী ও সংস্কৃত শাস্ত্রাদির আলোচনা আরম্ভ করেন। এমন কি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে মিশনরীদের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া এক জন বাঙালী হিন্দুদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এই বাঙালীটির নাম রামরাম বসু; তিনি ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ঠিক এই সময় হইতেই কলিকাতা এবং কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও সদর দেওয়ানী আদালতের সহিত রামমোহনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়। ডিগবীর সহিত রামমোহনের পরিচয়ও কলিকাতাতেই ঘটে। সব দিক্ হইতেই রামমোহনের সহিত কলিকাতার সংস্রবের পরিচয় আমরা পাই।

রামমোহনের ধর্ম্মমতের বিকাশ সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইল তাহার দ্বারা রামমোহনের জীবন সম্বন্ধে এই স্থূল সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় বলিয়া আমার বিশ্বাস।—

রামমোহনের ধর্ম্মসংস্কারক বৃত্তি আরম্ভ হয় পরিণত বয়সে। একান্ত শৈশবের কথা দূরে থাকুক, পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের আভাসমাত্র দেখা দেয় নাই। কিংবদন্তী ছাড়িয়া দিয়া একমাত্র দলিলপত্রের উপর নির্ভর করিলে রামমোহনের প্রথম-জীবনের যে-পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে মনে হয় তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্য্যন্ত সে-যুগের সকল সম্ভ্রান্ত জমিদারসন্তানের মত স্বগ্রামে থাকিয়া পিতার ও নিজের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত ছিলেন। হয়ত বা তখন তাঁহার সাধারণ ভদ্রলোক অপেক্ষা ফার্সী ও সংস্কৃত জ্ঞান বেশী ছিল, কিন্তু তখনও তিনি দেশাচার বা প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কোনরূপ বিদ্রোহ করেন নাই। তাঁহার মনে এই সংশয় ও বিদ্রোহের সূচনা হয় যখন তিনি

প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া বৈষয়িক কাজের বশে বিদেশে আসিয়া এক নূতন জগতের সন্ধান পান। এই সংশয় প্রথমে মুসলমানী বিদ্যার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, পরে ইংরেজী-প্রভাবে ইহা পূর্ণবিকশিত হইতে প্রায় পনর বৎসর লাগিয়াছিল।

ধর্ম্মসংস্কারের প্রথম চেষ্টা

ভাল করিয়া ইংরেজী শেখায় এবং ধর্ম্ম ও রাজনীতিসংক্রান্ত গ্রন্থ ভাল করিয়া অধ্যয়ন করায় এক দিকে রামমোহনের যেমন জ্ঞানবৃদ্ধি হয়, আর এক দিকে তেমনই সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কারের ইচ্ছাও প্রবল হয়।

কলিকাতায় স্থায়ী অধিবাসী হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রামমোহন ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের কাজে ব্রতী হইলেন। তিনি নিজে এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন ও বলিতেন, এইরূপ ধর্ম্মই প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত। রামমোহনের যেরূপ পাণ্ডিত্য ছিল, তেমনই মনের প্রসারও ছিল। সেজন্য তিনি কোন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না রাখিয়া ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়েরই উন্নতি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ধর্ম্মসংক্রান্ত আন্দোলনই তিনি সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামমোহন একেশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি তাঁহার এই মত প্রচার করিবার জন্য চারি প্রকার পথ অবলম্বন করিলেন—

(১) পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ,
(২) কথোপকথন ও আলোচনা,
(৩) সভাস্থাপন,
(৪) বিদ্যালয় স্থাপন।

কলিকাতা আসিবার অল্প দিন পরেই রামমোহন অনুবাদ ও ভাষ্য সহ বেদান্ত গ্রন্থ প্রকাশ করেন (ইং ১৮১৫)। সে-সময়ে বাংলা দেশে বেদ-উপনিষদ্ প্রভৃতির চর্চা মন্দীভূত হইয়াছিল। রামমোহন নূতন করিয়া বেদান্ত-চর্চার সূত্রপাত করেন, বাংলা ভাষায় তিনিই বেদান্তের সর্ব্বপ্রথম ভাষ্যকার। ইহা ছাড়া ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় আলোচনার জন্য তিনি 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সভা স্থাপন করিয়াছিলেন (ইং ১৮১৫)। ইহার পর তিনি ক্রমান্বয়ে কেন, ঈশ, কঠ প্রভৃতি অনেকগুলি উপনিষদ্ প্রকাশ করেন। রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি হিন্দুদের প্রাচীন ও অতিসম্মানিত শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া প্রমাণ করিবেন, হিন্দুধর্ম্মে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই জন্য তিনি অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেন নাই। এই সকল ধর্ম্মগ্রন্থ তিনি বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন।

রামমোহনের প্রগাঢ় জ্ঞান ও ধর্ম্মালোচনায় এক দিকে যেমন অনেক গণ্যমান্য ও বিদ্বান্ ব্যক্তি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, আর এক দিকে রক্ষণশীল দল তেমনই তাঁহার প্রবল শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। এই দল কেবলমাত্র তাঁহার মতের বিরুদ্ধে পুস্তক প্রকাশ করিয়া ও তর্কবিতর্ক করিয়াই সন্তুষ্ট রহিল না,—তাঁহার চরিত্র, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধেও নানারূপ সমালোচনা করিতে লাগিল। রামমোহন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধীরতা না হারাইয়া ইহাদের যুক্তির উত্তর দিলেন।

নূতন ধর্ম্মমত প্রচারের জন্য রামমোহনের এক দিকে যেমন রক্ষণশীল হিন্দুদের সহিত বিরোধ আরম্ভ হইল, আর এক দিকে তেমনই গোঁড়া খ্রীষ্টান পাদরিদের সহিতও তর্কবিতর্ক বাধিল। খ্রীষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রে রামমোহনের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। বাইবেলের পুরাতন অংশ মূলে অধ্যয়ন করিবার জন্য তিনি হিব্রু ভাষা শিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি

খ্রীষ্টের জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলীকেই খ্রীষ্টধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ তত্ত্ব বিবেচনা করিতেন না, এবং খ্রীষ্টকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। তিনি বলিতেন, খ্রীষ্টের বাক্যাবলীতে মানুষের মন, চরিত্র ও ধর্ম্মবুদ্ধি উন্নত করিবার জন্য যে বহু উপদেশ আছে, উহাই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। এই উপদেশ এদেশের লোকদের বোধগম্য করিবার জন্য তিনি উহা হইতে নানা বিষয়ের একটি সঙ্কলন প্রকাশ করেন। এই সঙ্কলন লইয়াই খ্রীষ্টান পাদরিদের সহিত তর্ক বাধে। তখন শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান পাদরি মার্শম্যান ও কেরী খুব প্রতিপত্তিশালী। তাঁহারা তাঁহাদের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় লিখিলেন যে, রামমোহন খ্রীষ্টধর্ম্ম বুঝেন নাই এবং তাহার সারাংশই বাদ দিয়াছেন। রামমোহনও এই সমালোচনার উত্তর দিলেন। এইরূপে উত্তর-প্রত্যুত্তর হিসাবে বিরাট্ গ্রন্থ প্রকাশ হইতে লাগিল। এই সময় রামমোহন উইলিয়ম অ্যাডাম নামে এক জন খ্রীষ্টান পাদরিকে নিজের দলে টানিয়া আনিলেন। এই অ্যাডাম আজীবন তাঁহার সুহৃদ্ ছিলেন।

এই সকল পুস্তক ভিন্ন রামমোহন কয়েকখানি পত্রিকাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাদের নাম 'ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন—ব্রাহ্মণ সেবধি' (সেপ্টেম্বর ১৮২১), 'সম্বাদ কৌমুদী' (৪ ডিসেম্বর ১৮২১) ও 'মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার' (১২ এপ্রিল ১৮২২)। এইগুলির মধ্যে প্রথমটি ইংরেজী-বাংলায়, দ্বিতীয়টি বাংলায় ও শেষেরটি ফার্সী ভাষায় প্রকাশিত হইত।* 'সম্বাদ কৌমুদী' খুব উচ্চাঙ্গের সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। উহাতে বহু সারগর্ভ প্রবন্ধাদি থাকিত।

রামমোহন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন।

* এই সকল সাময়িক পত্রের বিস্তৃত বিবরণ আমার 'বাংলা সাময়িক-পত্র' পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

সেজন্য ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন সংবাদপত্রের জন্য গবর্মেণ্টের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হইবে, এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, তখন তিনি উহা নিষ্প্রয়োজন ও অসম্মানসূচক জ্ঞান করিয়া 'মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার' বন্ধ করিয়া দেন। তিনি এই প্রসঙ্গে যাহা লেখেন, নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল :—

মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার

শুক্রবার ৪ এপ্রিল ১৮২৩—(অতিরিক্ত সংখ্যা)

পূর্ব্বেই জানান হইয়াছিল যে, মহামান্য গবর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কৌন্সিল দ্বারা একটি আইন ও নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, যাহার ফলে অতঃপর এই নগরে পুলিস আপিসে স্বত্বাধিকারীর দ্বারা হলফ না করাইয়া ও গবর্মেণ্টের প্রধান সেক্রেটরীর নিকট হইতে লাইসেন্স না লইয়া কোন দৈনিক, সাপ্তাহিক বা সাময়িক পত্র প্রকাশ করা যাইবে না এবং ইহার পরও পত্রিকা সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট হইলে গবর্ণর-জেনারেল এই লাইসেন্স প্রত্যাহার করিতে পারিবেন। এখন জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ৩১এ মার্চ তারিখে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মাননীয় সার্ ফ্রান্সিস ম্যাক্‌নটেন এই আইন ও নিয়ম অনুমোদন করিয়াছেন। এই অবস্থায় কতকগুলি বিশেষ বাধার জন্য, মনুষ্য-সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা নগণ্য হইলেও আমি অত্যন্ত অনিচ্ছা ও দুঃখের সহিত এই পত্রিকা ('মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার') প্রকাশ বন্ধ করিলাম। বাধাগুলি এই :—

প্রথমতঃ, প্রধান সেক্রেটরীর সহিত যে-সকল ইউরোপীয় ভদ্রলোকের পরিচয় আছে, তাঁহাদের পক্ষে যথারীতি লাইসেন্স গ্রহণ অতিশয় সহজ হইলেও আমার মত সামান্য ব্যক্তির পক্ষে দ্বারবান ও ভৃত্যদের মধ্য দিয়া এইরূপ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিকট যাওয়া অত্যন্ত দুরূহ; এবং আমার বিবেচনায় যাহা নিষ্প্রয়োজন, সেই কাজের জন্য নানা

জাতীয় লোকে পরিপূর্ণ পুলিস আদালতের দ্বার পার হওয়াও কঠিন। কথা আছে,—

আব্রু কে বা-সদ্ খুন ই জিগর দস্ত্ দিহদ্

বা-উম্মেদ্-ই করম্-এ, খাজা, বা-দারবান্ মা-ফরোশ্

অর্থাৎ,—যে-সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, ওহে মহাশয়, কোন অনুগ্রহের আশায় তাহাকে দরোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না।

দ্বিতীয়তঃ, প্রকাশ্য আদালতে সম্ভ্রান্ত বিচারকদের সমক্ষে স্বেচ্ছায় হলফ করা সমাজে অত্যন্ত নীচ ও নিন্দার্হ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া সংবাদপত্র-প্রকাশের জন্য এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই, যাহার জন্য কাল্পনিক স্বত্বাধিকারী প্রমাণ করিবার মত বেআইনী ও গর্হিত কাজ করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, অনুগ্রহ প্রার্থনার অখ্যাতি ও হলফ করিবার অসম্মানভাজন হইবার পরও গবর্মেণ্ট কর্তৃক লাইসেন্স প্রত্যাহৃত হইতে পারে, এই আশঙ্কার জন্য সেই ব্যক্তিকে লোকসমাজে অপদস্থ হইতে হইবে এবং এই ভয়ে তাহার মানসিক শান্তি বিনষ্ট হইবে। কারণ, মানুষ স্বভাবতঃই ভ্রমশীল; সত্য কথা বলিতে গিয়া তাহাকে হয়ত এরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহা গবর্মেণ্টের নিকট অপ্রীতিকর হইতে পারে। সুতরাং আমি কিছু বলা অপেক্ষা মৌন অবলম্বন করাই শ্রেয় বিবেচনা করিলাম।

গদা-এ গোশা-নশিনি। হাফিজা! মাখ্রোশ্

রুমুজ্-ই-মসলিহৎ-ই খেশ্ খুস্রোয়ান্ দানন্দ্।

—হাফিজ। তুমি কোণঘেঁষা ভিখারী মাত্র, চুপ করিয়া থাক। নিজ রাজনীতির নিগূঢ় তত্ত্ব রাজারাই জানেন।

পারস্য ও হিন্দুস্থানের যে-সকল মহানুভব ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া 'মীরাৎ-উল্-আখ্বার'কে সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহারা যেন উপরোক্ত কারণসকলের জন্য প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় তাঁহাদিগকে

ঘটনাবলীর সংবাদ দিব বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম, সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য আমাকে ক্ষমা করেন, ইহাই আমার অনুরোধ; এবং ইহাও আমার অনুরোধ যে, আমি যে-স্থানে যে-ভাবেই থাকি না কেন, নিজেদের উদারতায় তাঁহারা যেন আমার মত সামান্য ব্যক্তিকে সর্ব্বদাই তাঁহাদের সেবায় নিরত বলিয়া জ্ঞান করেন।

কেবলমাত্র পত্রিকা বন্ধ করিয়া দিয়াই রামমোহন তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই। এই আইন রেজেষ্ট্রীকৃত হইবার পূর্ব্বে ইহা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-অপহারক বলিয়া তিনি তাঁহার কয়েক জন কলিকাতাস্থ বন্ধুর সহিত ইহার প্রতিবাদ করেন (৩১ মার্চ ১৮২৩)। তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় তাঁহারা ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট এক আবেদনপত্র পাঠাইয়াছিলেন।

রামমোহন আর কোন পত্রিকা পরিচালন করেন নাই বটে, তবে মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক আইন বিদ্যমান থাকা কালেই মাস-তিনেকের জন্য আর একখানি পত্রিকার অন্যতম স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন।* ইহা ৯ মে ১৮২৯ তারিখে প্রকাশিত 'বেঙ্গল হেরাল্ড'।

ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন ও সহমরণ-প্রথার উচ্ছেদ

কলিকাতায় আসিয়াই রামমোহন 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করিয়াছিলেন—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সভায় শাস্ত্রীয় আলোচনা,

* "I have the honor to inform you for the information of Government that Rammohun Roy and Rajkissen Sing have ceased to be proprietors of this newspaper, entitled the *Bengal Herald*, from the present date.—R. M. Martin, Principal Proprietor of the *Bengal Herald*, dated 30th July 1829, to G. Swinton, Chief Secretary to Government.

বেদপাঠ ও ব্যাখ্যা, ব্রহ্মসঙ্গীত প্রভৃতি হইত। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত এইরূপ একটি সভায় নিম্নের ব্রহ্মসঙ্গীতটি গীত হয়, ইহা সম্ভবতঃ রামমোহন রায়ের রচিত :—

কে ভুলালো হায়
কল্পনাকে সত্য করি জান, এ কি দায়।
আপনি গড়হ যাকে,
যে তোমার বশে তাঁকে
কেমনে ঈশ্বর ডাকে কর অভিপ্রায়?
কখনো ভূষণ দেও, কখনো আহার;
ক্ষণেকে স্থাপহ, ক্ষণেক করহ সংহার।
প্রভু বোলে মান যারে,
সম্মুখে নাচাও তারে—
হেন ভুল এ সংসারে দেখেছ কোথায়?

প্রথমে এই সভায় অনেকেই আসিতেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন রামমোহনের ধর্ম্মমত লইয়া তুমুল দলাদলি আরম্ভ হইল, তখন অনেকেই ভয় পাইয়া আত্মীয় সভায় আসা বন্ধ করিয়া দিলেন। এই সভা খুব কার্য্যকরী ও স্থায়ী না হওয়ায় রামমোহন 'ইউনিট্যারিয়ান কমিটি' নাম দিয়া আর একটি সভা স্থাপন করিলেন (সেপ্টেম্বর ১৮২১)। এই সভার ধর্ম্মমত খ্রীষ্টান ধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়াছিল ও উহাতে ইউনিট্যারিয়ান খ্রীষ্টান মতেই উপাসনা প্রভৃতি হইত। পুত্র রাধাপ্রসাদ, কয়েক জন আত্মীয় এবং তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব নামে দুই জন শিষ্য লইয়া রামমোহন এই সভায় যাইতেন। এই সভা প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনে অ্যাডাম রামমোহনের প্রধান সহায়ক ছিলেন। কিন্তু এই সভাও খুব কার্য্যকরী হইল না।

এক দিন রামমোহন ইউনিট্যারিয়ান কমিটির অধিবেশন হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময় তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব বলিলেন, আমাদের বিদেশী উপাসনা-মন্দিরে যাইবার প্রয়োজন কি ? আমাদের নিজেদেরই একটি মন্দির থাকা আবশ্যক। এই কথাটি রামমোহনের মনে লাগিল। তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি কয়েক জন বিশিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটি নূতন সভা স্থাপন করিলেন। এই সভার প্রথম অধিবেশন হয় ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ আগস্ট। ইহার নামকরণ হয়—"ব্রাহ্ম সমাজ"। সে সময়ে লোকে এই সভাকে ব্রহ্মসভা বলিত।

প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত সভার কাজ হইত। বাওজী নামে একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ বেদ এবং উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ্ পাঠ করিতেন। পরে হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বৈদিক শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলে সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইত। এই সঙ্গীত করিতেন বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী ও পাখোয়াজ বাজাইতেন গোলাম আব্বাস নামে এক জন মুসলমান। বিষ্ণু অতি সুকণ্ঠ ছিলেন। সকলেই তাঁহার গান মুগ্ধ হইয়া শুনিত। বিশেষতঃ রামমোহন তাঁহার কণ্ঠে নিম্নের স্তোত্রটি শুনিতে বড় ভালবাসিতেন :—

বিগতবিশেষং জনিতাশেষং সচ্চিৎসুখপরিপূর্ণং।
আকৃতিবীতং ত্রিগুণাতীতং ভজ পরমেশং তূর্ণং। ১।
ছিন্নাকারং হৃদয়বিকারং মায়াময়মত্যন্তং।
আশ্রয় মতন্তং সত্তাবিততং নিরবদ্যং তৎ সত্যং। ২।
বেদৈর্গীতং প্রত্যগতীতং পরাৎপরং চৈতন্যং।
অজরমশোকং জগদালোকং সর্ব্বৈকশরণ্যং। ৩।

গচ্ছদপাদং বিগতবিবাদং পশ্যতি নেত্রবিহীনং।
শৃণ্বদকর্ণং বিরহিতবর্ণং গৃহ্নদহস্তমপীনং। ৪।
ব্যাপ্যাশেষং স্থিতমবিশেষং নির্গুণমপরিচ্ছিন্নং।
বিততবিকাসং জগদাবাসং সর্ব্বোপাধিবিভিন্নং। ৫।
যস্ত বিবর্ত্তং বিশ্বাবর্ত্তং বদতি শ্রুতিরবিরামং।
নাথস্থূলং জগতো মূলং শাশ্বতমীশমকামং। ৬।

প্রথমে এই ব্রাহ্ম সমাজ বা ব্রহ্মসভার কোন নিজস্ব বাড়ী ছিল না। কিছু দিন পরে অর্থ সংগ্রহ করিয়া জোড়াসাঁকোয় জমি কিনিয়া বাড়ী করা হইল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ জানুয়ারি এই নূতন বাড়ীতে সমাজের কাজ আরম্ভ হয়। উদ্বোধনের দিন প্রায় ৫০০ হিন্দু (তন্মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মণ) সমবেত হইয়াছিল। একজন সাহেবও উপস্থিত ছিলেন, তিনি মণ্টগোমারি মার্টিন। ইহার প্রথম আচার্য্য হন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। রামমোহনের "ব্রাহ্ম সমাজ" কোন দিনই একটি বিশিষ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায় ছিল না—ইহা বিশেষ ভাবেই স্মরণীয়। এই সমাজে আসিয়া সকল সম্প্রদায়ের লোকই এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারিতেন; বস্তুতঃ হিন্দু-মুসলমান, খ্রীষ্টান-ইহুদী সকলেই এই উপাসনায় যোগ দিতেন। পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বিশিষ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সূচনা হইয়াছিল এবং এই সমাজই পরে আদি ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিচিত হইয়াছে।

রামমোহনের স্থাপিত সভায় কি ভাবে কাহার উপাসনা হইবে, তাহা তিনি একটি দলিলে লিখিয়া যান। তিনি নির্দ্দেশ করিয়া যান যে, ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পালনকর্ত্তা, আদিঅন্তরহিত, অগম্য ও অপরিবর্ত্তনীয় পরমেশ্বরই একমাত্র উপাস্য। কোন সাম্প্রদায়িক নামে তাঁহার উপাসনা হইতে পারিবে না। যে-কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত উপাসনা করিতে

আসিবেন, তাঁহারই জন্য জাতি, ধর্ম্ম, সম্প্রদায়, সামাজিক পদ নির্ব্বিশেষে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে। কোন প্রকার চিত্র, প্রতিমূর্ত্তি বা খোদিত মূর্ত্তি এই মন্দিরে ব্যবহৃত হইবে না। প্রাণিহিংসা হইবে না, পান-ভোজন হইবে না, জীবই হউক বা জড়ই হউক, কোন সম্প্রদায়ের উপাস্যকে ব্যঙ্গবিদ্রূপের ভাবে উল্লেখ করা হইবে না। যাহাতে পরমেশ্বরের ধ্যান-ধারণার প্রসার হয়, প্রেম নীতি ভক্তি দয়া সাধুতার উন্নতি হয়, এবং সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়, এখানে সেই প্রকার উপদেশ, বক্তৃতা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইবে; অন্য কোনরূপ হইতে পারিবে না।

রামমোহন যখন ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন, তখন এদেশে সহমরণ-প্রথা লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। রামমোহন সহমরণ-প্রথার বিরোধী ছিলেন ও যাহাতে এই নৃশংস প্রথা রহিত হয়, তাহার জন্য খুব চেষ্টা করিতেছিলেন। মোগল-সম্রাট্ আকবর প্রথমে এই প্রথা রহিত করিবার চেষ্টা করেন। ইংরেজ-শাসন স্থাপন হওয়া অবধি মিশনরীরাও এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছিলেন। ইংরেজ-শাসকদের মধ্যে লর্ড ওয়েলেস্‌লী প্রথমে এই প্রথা সংযমিত করিবার চেষ্টা করেন। তাহার পর হইতে গবর্মেণ্ট এই বিষয়ে নানা নিয়ম করিতেছিলেন, কিন্তু একেবারে বন্ধ করিয়া দিবেন কি-না, স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। রামমোহন কলিকাতা আসার অল্প দিন পর হইতেই সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্র হইতে প্রমাণ করেন যে, বিধবাদিগকে স্বামীর সহিত সহমরণে যাইতে হইবে, এমন কোন্ নির্দ্দেশ নাই। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই প্রথা আইনবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। রক্ষণশীল হিন্দুরা সতীদাহ বন্ধ হইলে হিন্দুধর্ম্ম লোপ পাইবে, এই কথা বলিতে লাগিলেন ও তাঁহাদের

মত প্রচার করিবার জন্য ধর্ম্মসভা বলিয়া একটি সভা করিলেন (১৭ জানুয়ারি ১৮৩০)।

সতীদাহ-প্রথা উচ্ছেদের চেষ্টাই এদেশের নারীদের জন্য রামমোহনের একমাত্র কাজ নহে। নারীজাতি সম্বন্ধে রামমোহনের অতিশয় উচ্চ ধারণা ছিল। তাহারা যাহাতে সম্পত্তির অধিকারিণী হয়, সে-বিষয়েও রামমোহন আন্দোলন করিয়াছিলেন। রামমোহন সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে আরও যে-সকল কাজ করেন, তাহাও এইখানে উল্লেখ করা উচিত। তিনি এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। সেই সময়ে এদেশের লোকদের শিক্ষা সম্বন্ধে একটা তর্কবিতর্ক চলিতেছিল। এক পক্ষের মত ছিল, এদেশে ইংরেজী শিক্ষা না দিয়া সংস্কৃত ও ফার্সী পড়ানোই সঙ্গত, অপর পক্ষ ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে ছিলেন। রামমোহন পাশ্চাত্য শিক্ষা দেওয়ার সপক্ষে যুক্তি দেখাইয়া ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর লর্ড আমহার্স্টকে একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন। তাঁহার মতে, সংস্কৃত এতই কঠিন যে, ভাষা আয়ত্ত করিতেই প্রায় সারা জীবন কাটিয়া যায়। বহু দিন ধরিয়া এই কারণেই সংস্কৃত ভাষা জ্ঞানের প্রসারের পক্ষে শোচনীয় বাধাস্বরূপ। সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁটিনাটি আয়ত্ত করিতেই যদি শিক্ষার্থীর প্রথম-জীবনের শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে সে শিক্ষায় উন্নতির আশা কোথায়? বেদান্ত,*

* "Neither can much improvement arise from such speculations as the following which are the themes suggested by the Vedanta,—in what manner is the soul absorbed in the Deity? What relation does it bear to the Divine Essence? Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe, that all visible things have no real existence, that as father, brother &c., have no actual entity, they consequently deserve no real

মীমাংসা কিংবা ন্যায়শাস্ত্রের শিক্ষাও শিক্ষার্থীর পক্ষে সবিশেষ উপকারী হইবে না। সংস্কৃত-শিক্ষাপ্রণালী দেশকে অজ্ঞানান্ধকারে রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায়। রামমোহন চাহিয়াছিলেন—যে-সকল কার্য্যকর জ্ঞান-বিজ্ঞান—যথা, গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীর সংস্থানবিদ্যা—চর্চা করিয়া ইউরোপীয় জাতিসমূহ পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে সমর্থ হইয়াছে, তাঁহার দেশবাসীর মধ্যেও যেন সেই প্রকার উদার শিক্ষানীতি প্রবর্ত্তন হয়। লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই পত্রে তিনি ইংরেজী ভাষা শিক্ষার কথা বলেন নাই, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষার কথাই বলিয়াছেন।

সে যাহা হউক, রামমোহন এ-বিষয়ে কেবলমাত্র মত প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি পূর্ব্বেই—১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার উপায়স্বরূপ নিজব্যয়ে হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল নামে একটি ইংরেজী স্কুলও স্থাপন করিয়াছিলেন।

বাংলা ভাষার উন্নতি ও প্রচারের জন্য রামমোহন যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা এ চরিতমালায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা-গদ্য সম্পর্কে তাঁহার কীর্ত্তির কথা অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে।

ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে রামমোহনের যেরূপ আগ্রহ ছিল, রাজনৈতিক ব্যাপারেও তেমনই আগ্রহ ছিল। ইউরোপ ও আমেরিকার

affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better."

বেদান্ত সম্বন্ধে রামমোহনের এই মতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। একেশ্বরবাদ ও নিরাকার উপাসনার পরিপোষক বলিয়াই তিনি বেদান্ত প্রচারের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই পত্রে উল্লিখিত বেদান্তদর্শনের আলোচিত বিষয়গুলি তাঁহার রচিত বেদান্তসার পুস্তকে স্থান পায় নাই।

রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি রাজনৈতিক ব্যাপারে উদার এবং আন্তর্জাতিক-মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন। স্বেচ্ছাচারী রাজার নিকট হইতে এক নিয়মানুগ শাসনতন্ত্র আদায় করিয়াও নেপল্স-বাসিগণ অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ কর্তৃক পুনরায় দাসত্বপাশে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হয়—ভারতবর্ষে এই সংবাদ শ্রবণে রামমোহন মনে মনে এতই আহত হন যে, ১১ আগস্ট ১৮২১ তারিখে সিল্ক বাকিংহামকে লেখেন :—

> I am afraid I must be under the necessity of denying myself the pleasure of your society this evening; more epecially as my mind is depressed by the late news from Europe...I consider the cause of the Neapolitans as my own, and their enemies as ours. Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be, ultimately successful.

স্পেনের স্বেচ্ছাচার হইতে দক্ষিণ-আমেরিকার উপনিবেশগুলির মুক্তির সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া রামমোহন স্বভবনে বহু ইউরোপীয় বন্ধুকে আমন্ত্রণ করিয়া ভোজে আপ্যায়িত করেন। ভোজ-সভায় তিনি বলেন :—

> 'What!' replied he (upon being asked why he had celebrated by illuminations, by an elegant dinner to about sixty Europeans, and by a speech composed and delivered in English by himself at his house in Calcutta, on the arrival of important news of the success of the Spanish patriots), 'ought I to be insensible to the suffering of my fellow-creatures wherever they are, or however unconnected by interests, religion or language?'—*Edinburgh Magazine* (Constable) for September 1823.

ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে উদারনৈতিক দল জয়ী হইতেছেন শুনিয়া তাঁহার অতিশয় আনন্দ হইত। ফ্রান্সে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়, তাহাতে তিনি অতিশয় আনন্দিত হন। ইংলণ্ডে যাইবার পথে তিনি যখন দক্ষিণ-আফ্রিকার কেপটাউনে, তখন দুইটি ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতাসূচক নূতন তিন রঙের নিশান উড়িতেছে দেখিয়া তাড়া-তা

গ্রাহ্য না করিয়া, সেই জাহাজগুলিতে গিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করেন ও ফিরিবার সময় "ফ্রান্স ধন্য, ধন্য, ধন্য" বলিতে থাকেন। ইংলণ্ডে প্রোটেস্টাণ্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে যখন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সাম্য প্রবর্ত্তিত হয়, তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে তিনি যখন বিলাতে, তখন "রিফর্ম্মস্ বিল" পাস হওয়া সম্বন্ধেও খুব উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন। এই সকল ব্যাপার ছাড়া, এদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংরক্ষণ, উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আইন পরিবর্ত্তন, জুরী-প্রথার প্রবর্ত্তন প্রভৃতি সম্বন্ধেও তিনি আন্দোলন করেন। তখন এদেশে রাজনৈতিক আলোচনা ছিল না বলিলেই চলে। রামমোহনকেই এ-বিষয়ে পথপ্রদর্শক বলা চলে।

বিলাত-প্রবাস ও মৃত্যু

বাঙালীদের মধ্যে রামমোহন রায়ই সর্ব্বপ্রথম বিলাত যাত্রা করেন। তিনি ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯এ নবেম্বর কলিকাতা হইতে দ্রুতগামী 'ফর্ব্বস' নামক ষ্টীমারে রওনা হইয়া পরদিন খাজরীতে পালের জোরে চালিত মন্থরগতি 'অ্যালবিয়ন' জাহাজকে ধরেন। এই অ্যালবিয়ন জাহাজে যাত্রা করিয়া পর-বৎসরের ৮ই এপ্রিল লিভারপুল শহরে জাহাজ হইতে অবতরণ করেন। ইউরোপ গিয়া সেখানকার আচার-ব্যবহার স্বচক্ষে দেখিবার ইচ্ছা রামমোহনের বহুকাল হইতেই ছিল। কিন্তু সুযোগের অভাবে যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। দ্বিতীয়-আকবর তখন নামে মাত্র দিল্লীশ্বর। তিনি ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনকে দূত-স্বরূপ বিলাতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করায় এই সুবিধা ঘটিল। দিল্লীর নিকটবর্ত্তী কতকগুলি জমিদারীর রাজস্বে নিজের অধিকার আছে বলিয়া দিল্লীশ্বর কোম্পানীর

কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। এই আবেদনে কোন ফল না হওয়ায় বাদশা ইংলণ্ডের রাজার নিকট আবেদন করিতে সঙ্কল্প করেন ও রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি দিয়া বিলাত পাঠাইতে মনস্থ করেন। মোগল-বাদশার দেওয়া এই 'রাজা' উপাধির জন্যই আমরা তাঁহাকে 'রাজা রামমোহন রায়' বলিয়া থাকি। কোম্পানী রামমোহনের এই দৌত্য এবং উপাধি স্বীকার করিলেন না এবং তাঁহাকে দূত-হিসাবে বিলাত যাইতে অনুমতিও দিলেন না। তখন রামমোহন সাধারণ ব্যক্তি হিসাবে বিলাত যাইবার অনুমতি চাহিলেন ও অনুমতি পাওয়ার পর বিলাত পৌঁছিয়া নিজেকে দিল্লীশ্বরের দূত বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

দিল্লীশ্বরের দৌত্য ভিন্ন অন্য কারণেও রামমোহন সেই সময়ে বিলাত যাওয়া প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। তখন সহমরণ-প্রথা রহিত করিবার বিরুদ্ধে রক্ষণশীল হিন্দুরা যে আপীল করিয়াছিলেন, প্রিভি-কাউন্সিলে তাহার শুনানি হইবার উদ্যোগ হইতেছিল, এবং ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নূতন সনন্দ দিবার ও ভারতবর্ষের ভাবী শাসন-প্রণালী স্থির করিবার সময়ও নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। রামমোহন বিলাতে গিয়া এই সকল বিষয়েই নিজের মতামত ব্যক্ত করেন ও যাহাতে এদেশের শাসনপ্রণালীর বিধিব্যবস্থা ভাল হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করেন।

রামমোহন যখন স্নেহলালিত পুত্র রাজারাম,* দুই জন সঙ্গী রামরত্ন মুখোপাধ্যায় ও রামহরি দাস এবং মুসলমান ভৃত্য শেখ বক্সুকে লইয়া ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত পৌঁছিলেন, তখন সকলে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল। পণ্ডিত ও সমাজসংস্কারক হিসাবে রামমোহনের খ্যাতি

---

* 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড (২য় সংস্করণ), ৭৭৩-৮৪ পৃষ্ঠায় রাজারামের পরিচয় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

বহু পূর্ব্বেই বিলাতে পৌঁছিয়াছিল।* সেখানে তাঁহার অনেক গণ্যমান্য বন্ধু-বান্ধব ছিলেন। তিনি বিলাত পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিলেন এবং সেখানে পৌঁছিলে তাঁহাকে সাদরে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। ৮ই এপ্রিল লিভারপুল পৌঁছিয়াই রামমোহন ঐতিহাসিক রস্কোর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান ও স্থানে স্থানে বক্তৃতা করেন। এই সময়ে তিনি সংবাদ পান যে, শীঘ্রই পার্লেমেণ্টে রিফর্ম্মস্ বিল সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইবে। শুনিয়াই তিনি তাড়াতাড়ি ১৬ই এপ্রিল লিভারপুল হইতে রওনা হইয়া ১৮ই তারিখে লণ্ডনে পৌঁছেন।

লণ্ডনে পৌঁছিবার অল্প সময় পরেই বিখ্যাত দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। বেন্থাম সে-যুগের এক জন বিখ্যাত লেখক ও চিন্তাবীর। তিনি রামমোহনকে যে সমাদর করেন, তাহা হইতেই বিলাতে রামমোহনের কিরূপ খ্যাতি হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায়। ইহা ছাড়া রামমোহন রাজসম্মানও লাভ করেন; ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাকে দূত বলিয়া স্বীকার না করিলেও রাজার নিমন্ত্রণে তাঁহাকে দূতদিগের মধ্যেই আসন দেওয়া হইয়াছিল। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও তাঁহাকে ভোজ দিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

বিলাতে রামমোহন ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত নানারূপ রাজনৈতিক

* ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত তাঁহার *Translation of an Abridgment of the Vedant* পুস্তিকাখানি বিলাতের *The Asiatic Journal and Monthly Register* পত্রে ঐ বৎসরের নবেম্বর সংখ্যায় PREFACE BY A BRAHMIN *To a Translation of an Abridgment of the Vedant* নামে পুনর্মুদ্রিত হয় (পৃ. ৪৬৮-৭৪)। পরবর্তী ডিসেম্বর সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্ণালে' এই প্রবন্ধে Britannicus-লিখিত একটি প্রশংসাসূচক পত্রও প্রকাশিত হইয়াছিল (পৃ. ৫৫৩-৫৬)।

আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন ও যাহাতে ইংরেজ-শাসনে এদেশের লোকদের উন্নতি হয় ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে, তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া দিল্লীশ্বরের যে-কাজের জন্য বিলাত গিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি কৃতকার্য্য হন। তাঁহার চেষ্টার ফলে বাদশার বৃত্তি বৃদ্ধি হয়। ইংলণ্ড হইতে রামমোহন নিজের ইংরেজী গ্রন্থাবলীও প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দার্শনিক ও রাজনৈতিক আলোচনায় উন্নত বলিয়া ফ্রান্স ও ফরাসী জাতি সম্বন্ধে রামমোহনের অতিশয় উচ্চ ধারণা ছিল। এই ফ্রান্স দেশ স্বচক্ষে দেখিবার জন্য রামমোহন ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর) প্যারিসে যান। তখন ফ্রান্সের রাজা লুই-ফিলিপ তাঁহাকে অতিশয় সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করেন।

রামমোহন ফ্রান্স-ভ্রমণের ছাড়পত্র চাহিয়া যে পত্রখানি রচনা করেন, তাহার একটি নকল বিলাতের ইণ্ডিয়া আপিসে আছে। ইহাতে দেশ ও জাতি নির্ব্বিশেষে মানবের ঐক্যের বাণী পরিস্ফুট হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, সেকালেও যে রামমোহনের মনে একটি জাতিসংঘ-গঠনের পরিকল্পনা জাগিয়াছিল, তাহাও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। পত্রখানি এইরূপ :—

To

The Minister of Foreign Affairs of France, Paris.

Sir,

You may be surprised at receiving a letter from a Foreigner, the Native of a country situated many thousand miles from France, and I assuredly would not now have trespassed on your attention, were I not induced by a sense of what I consider due to myself and by the respect I feel towards a country standing in the foremost rank of free and civilized nations.

2nd. For twelve years past I have entertained a wish (as

noticed, I think, in several French and English Periodicals) to visit a country so favoured by nature and so richly adorned by the cultivation of arts and sciences, and above all blessed by the possession of a free constitution. After surmounting many difficulties interposed by religious and national distinctions and other circumstances, I am at last opposite your coast, where, however, I am informed that I must not place my foot on your territory unless I previously solicit and obtain an express permission for my entrance from the Ambassador or Minister of France in England.

3rd. Such a regulation is quite unknown even among the Nations of Asia (though extremely hostile to each other from religious prejudices and political dissensions), with the exception of China, a country noted for its extreme jealousy of foreigners and apprehensions of the introduction of new customs and ideas. I am, therefore, quite at a loss to conceive how it should exist among a people so famed as the French are for courtesy and liberality in all other matters.

4th. It is now generally admitted that not religion only but unbiassed common sense as well as the accurate deductions of scientific research lead to the conclusion that all mankind are one great family of which numerous nations and tribes existing are only various branches. Hence enlightened men in all countries must feel a wish to encourage and facilitate human intercourse in every manner by removing as far as possible all impediments to it in order to promote the reciprocal advantage and enjoyment of the whole human race.

5th. It may perhaps be urged that during the existence of war and hostile feelings between any two nations (arising probably from their not understanding their real interests), policy requires of them to adopt these precautions against each other. This, however, only applies to a state of warfare. If France, therefore, were at war with surrounding nations or regarded their people as dangerous, the motive for such an extraordinary precaution might have been conceived.

6th. But as a general peace has existed in Europe for many years, and there is more particularly so harmonious an understanding between the people of France and England and even between their present Governments, I am utterly at a loss to discover the cause of a regulation which manifests, to say the least, a want of cordiality and confidence on the part of France.

7th. Even during peace the following excuses might perhaps be offered for the continuance of such restrictions, though in my humble opinion they cannot stand a fair examination.

First : If it be said that persons of bad character should not be allowed to enter France ; still it might, I presume, be answered that the granting of passports by the French Ambassador here is not usually founded on certificates of character or investigation into the conduct of individuals. Therefore, it does not provide a remedy for that supposed evil.

Secondly : If it be intended to prevent felons escaping from justice : this case seems well-provided for by the treaties between different nations for the surrender of all criminals.

Thirdly : If it be meant to obstruct the flight of debtors from their creditors : in this respect likewise it appears superfluous, as the bankrupt laws themselves after a short imprisonment set the debtor free even in his own country ; therefore, voluntary exile from his own country would be, I conceive, a greater punishment.

Fourthly : If it be intended to apply to political matters, it is in the first place not applicable to my case. But on general grounds I beg to observe that it appears to me, the ends of constitutional Government might be better attained by submitting every matter of political difference between two countries to a Congress composed of an equal number from the Parliament of each ; the decision of the majority to be acquiesced in by both nations and the Chairman to be chosen by each Nation alternately, for one year, and the place of meeting to be one year within the limits of one country and next within those of the other ; such as at Dover and Calais for England and France.

8th. By such a Congress all matters of difference, whether political or commercial, affecting the Natives of any two civilized

countries with constitutional Governments, might be settled amicably and justly to the satisfaction of both and profound peace and friendly feelings might be preserved between them from generation to generation.

9th. I do not dwell on the inconvenience which the system of passports imposes in urgent matters of business and in cases of domestic affliction. But I may be permitted to observe that the mere circumstance of applying for a passport seems a tacit admission that the character of the applicant stands in need of such a certificate or testimonial before he can be permitted to pass unquestioned. Therefore, any one may feel some delicacy in exposing himself to the possibility of refusal which would lead to an inference unfavourable to his character as a peaceable citizen.

My desire, however, to visit that country is so great that I shall conform to such conditions as are imposed on me, if the French Government, after taking the subject into consideration, judge it proper and expedient to continue restrictions contrived for a different state of things, but to which they may have become reconciled by long habit; as I should be sorry to set up my opinion against that of the present enlightened Government of France.

I have the honor to be,
Sir,
Your most obedient servant,
RAMMOHUN ROY

ইহার পর রামমোহন বিলাতে ফিরিয়া আসেন ও পর-বৎসর ব্রিস্টলে বাস করিতে যান। এই সময়ে তিনি অত্যন্ত আর্থিক দুশ্চিন্তায় কাল কাটাইতেছিলেন। তিনি কলিকাতায় যে হৌসের সহিত টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা ফেল হইয়া যাওয়ায় এই অসুবিধা ঘটে। রামমোহনের যখন এই অবস্থা, তখন তিনি কয়েকটি ইংরেজ-পরিবারের নিকট হইতে খুব যত্ন পাইয়াছিলেন। এই সকল পরিবারের

মধ্যে হেয়ার ও কার্পেন্টার পরিবারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডাঃ ল্যান্ট কার্পেন্টার রামমোহনের বিশেষ বন্ধু ছিলেন ও তাঁহার মৃত্যুর পর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখেন।

ব্রিস্টলে থাকা কালেই রামমোহনের জ্বর হয়। এই জ্বরে আট দিন মাত্র ভুগিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। পীড়ার সময়ে রামমোহন তাঁহার বহু ইংরেজ বন্ধু কর্ত্তৃক পরিবৃত ছিলেন। তাঁহাদের বহু যত্নেও রোগের কোন উপশম হইল না। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭এ সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহার দেহান্তর ঘটিল। তিনি যজ্ঞোপবীত কখনও পরিত্যাগ করেন নাই; মৃত্যুকালেও তাঁহার দেহে দ্বিজত্বের প্রতীক যজ্ঞোপবীত বিদ্যমান ছিল।

পাছে তাঁহার পুত্রদের বিষয়-সম্পত্তি পাওয়া সম্বন্ধে কোন অসুবিধা ঘটে, সেজন্য রামমোহন পূর্ব্ব হইতেই বন্ধুদিগকে অনুরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যেন খ্রীষ্টান সমাধিস্থানে সমাহিত করা না হয়। তাঁহার এই নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহার দেহ ব্রিস্টলে যে বাড়ীতে তিনি থাকিতেন, তাহারই নিকট এক নির্জ্জন স্থানে সমাধিস্থ করা হয়। দশ বৎসর পরে তাঁহার বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত গিয়া তাঁহার দেহ স্থানান্তরিত করিয়া ব্রিস্টলের নিকট 'আরনোস্ ভেল' নামে একটি জায়গায় সমাধিস্থ করেন ও তাহার উপর একটি সুন্দর মন্দির তৈয়ার করাইয়া দেন।

রামমোহনের কীর্ত্তি

রামমোহন পাণ্ডিত্যে যেমন শ্রেষ্ঠ ছিলেন, দৈহিক শক্তি ও সৌন্দর্য্যেও তেমনই অসাধারণ ছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ ও বলশালী দেহ, উজ্জ্বল চক্ষু ও শ্রী-সম্পন্ন মুখ দেখিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। গল্প আছে

যে, তিনি দিনে বারো সের দুধ খাইতেন, একাই একটি পাঁঠা খাইয়া ফেলিতে পারিতেন এবং পরিমিতভাবে সুরাপানও করিতেন। ইহা সত্য হউক আর না-ই হউক, এইরূপ গল্প যে তাঁহার শারীরিক শক্তির পরিচায়ক, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রামমোহন অতিশয় তেজস্বী ছিলেন বলিয়া সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি চাকুরী করিবার সময়ে সার্ ফ্রেডারিক্ হ্যামিল্টনের অভদ্রতার বিরুদ্ধে যে-আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার আত্মসম্মানজ্ঞান ও সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। তেমনই তিনি আবার চরিত্রমাধুর্য্যেরও যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাল্যকালে রামমোহনকে অনেক বার দেখিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার বাড়ীতে প্রায়ই যাইতেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, রামমোহনের মত সুমিষ্ট মেজাজের লোক তিনি আর দেখেন নাই। এই ভদ্রতা, বিনয় ও তেজস্বিতার একত্র সম্মিলন রামমোহনের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল।

পাশ্চাত্য জ্ঞান, রীতিনীতি ও চিন্তাধারার সহিত ভারতীয় জ্ঞান, রীতিনীতি ও চিন্তাধারার সমন্বয়ের পথ নির্দ্দেশ রামমোহনের প্রধান কীর্ত্তি। তিনি চিন্তায় ও কর্ম্মে সার্ব্বভৌমিক ছিলেন, জাতীয় সঙ্কীর্ণতা পছন্দ করিতেন না। তবুও তিনি জাতীয় ধর্ম্ম ও আচার বর্জ্জন করিবার বিপক্ষে ছিলেন। তিনি মনে করিতেন, এক জাতির আচার-ব্যবহার অন্য জাতির মধ্যে জোর করিয়া প্রবর্ত্তন করা সম্ভব নহে, উচিতও নহে; সুতরাং সংস্কারের প্রয়োজন হইলেও প্রত্যেক জাতিরই উহা জাতীয়ভাবে করা উচিত। সেজন্য একেশ্বরবাদও তিনি উপনিষদ্ ও বেদান্তের সাহায্যেই প্রচার করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বিদেশী শাস্ত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও উহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করেন নাই। রামমোহনের পর যে-সকল মহাপুরুষ ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনে

বা ধর্ম্মজীবনে, সাহিত্যে বা শিল্পকলায় নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই তাঁহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। এই জন্যই রামমোহন রায় ভারতবর্ষে বর্ত্তমান যুগের প্রবর্ত্তক। বস্তুতঃ নানা ক্ষেত্রেই তিনি প্রথম পথ দেখাইয়াছিলেন। বহু বিষয়ে পথপ্রবর্ত্তকের সম্মান তাঁহারই প্রাপ্য। তাঁহার সমসাময়িক বয়োজ্যেষ্ঠ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের কথায়—

> দুর্গম বন পর্ব্বতে কণ্টকোদ্ধার করিয়া, প্রথম পথপ্রবর্ত্তক প্রাচীনতর বিদ্যাজ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতেরদের কর্ত্তৃক প্রকাশিত পথের পরিষ্কার করিয়া, সেই পথের পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমত্বকারীও যদি হউন প্রাচীন পণ্ডিতেরা, তথাপি তাদৃশ প্রাচীনতর পণ্ডিতেরদের হইতে বড় হন না; যে প্রথম পথপ্রবর্ত্তক সেই বড় ও তৎপ্রবর্ত্তিত ও তত্তত্তরপণ্ডিতপরিষ্কৃত যে পথ সেই পথ। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

রামমোহন রায় ও বাংলা-গদ্য

বাংলা-গদ্যের স্রষ্টা হিসাবে রামমোহন বহুবার বহুজন কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছেন, কিন্তু এই 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'য় ইতিমধ্যে প্রকাশিত জীবনীগুলি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অনুভব করিবেন, এই দাবী তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক লেখক করিতে পারেন। বাংলা-গদ্যসাহিত্যের ভিত্তিস্থাপনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতবৃন্দের দান অপরিসীম। তাঁহারা সকলেই রামমোহনের পূর্ব্বগামী। বিশেষ করিয়া মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নাম এই প্রসঙ্গে আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে। তিনি সর্ব্বপ্রথমে বাংলা-গদ্যকে সাহিত্য-রূপ দেওয়ার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

বাংলা-গদ্যের সাধু ও চলতি রীতি লইয়াও তিনি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং স্রষ্টা যদি কাহাকেও বলিতে হয়, তাঁহার দাবী সর্ব্বাগ্রে।

কিন্তু বাংলা-গদ্য সম্পর্কে রামমোহনের কীর্ত্তিও সামান্য নয়। তিনি বাংলা ভাষায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু পুস্তক ও বাংলা ভাষার একটি ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সে-যুগের বাংলা-গদ্যে সংস্কৃত শব্দের খুব বাহুল্য থাকিত, সেজন্য সাধারণ লোকের উহা বুঝিতে কষ্ট হইত। রামমোহন এই রীতির বিরোধী ছিলেন। তিনি বাংলা রচনা যাহাতে সাধারণ লোকের বোধগম্য হয়, তাহার পক্ষপাতী ছিলেন। অবশ্য তাহার নিজের লেখাও আজকালকার বাংলা-গদ্যের তুলনায় অনেক বেশী সংস্কৃতবহুল ও আড়ষ্ট। তবু তিনি যে সে-যুগের এক জন বিশিষ্ট বাংলা গদ্য-লেখক, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বাংলা-গদ্যে গুরুগম্ভীর বিষয় লইয়া প্রবন্ধরচনার অন্যতম প্রবর্ত্তক রামমোহন। তাঁহার শাস্ত্রবিচার ও তৎসংক্রান্ত বিবাদমূলক রচনার সাহায্যে বাংলা-গদ্যের গুরুত্ব যে প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি এক দিকে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহকে ভাষায় প্রকাশ করিয়া যেমন ভাষার ভাব ও শব্দসম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তেমনি অন্য দিকে তর্ক ও বিচারমূলক গ্রন্থ রচনা করিয়া ভাষায় প্রকাশভঙ্গির দৃঢ়তা ও মননশীলতা সঞ্চার করিয়া ইহাকে ঋজু, সতেজ ও পুষ্ট করিয়াছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ের মত এ-বিষয়ে তিনি সর্ব্বদা সজাগ ছিলেন। তাঁহার ব্যাকরণের বাক্যরীতি অধ্যায়ে তিনি পদের অন্বয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেই প্রমাণ হইবে যে, ভাষার সৌষ্ঠব সাধনে তিনি বিবিধ রীতি প্রয়োগের কথা জানিতেন। আমরা নিম্নে তাঁহার বহুবিধ রচনা হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতেই বাংলা-গদ্য সম্পর্কে তাঁহার কৃতিত্ব অনেকটা বুঝা যাইবে।—

প্রথমত বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপার নির্ব্বাহের যোগ্য কেবল কতক গুলিন শব্দ আছে এভাষা সংস্কৃতের জে রূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত এভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হটাৎ পারেণ না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থ বোধের সময় অনুভব হয় অতএব বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ২ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেণ এনিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। জাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর জাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সাহিত সহবাস দ্বারা সাধু ভাষা কহেন আর সুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক। বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। জে ২ স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতি শব্দ তখন তাহা সেই রূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন জে হেতু এক বাক্যে কখন ২ কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থ জ্ঞান হইতে পারে না তাহার উদাহরণ এই। ব্রহ্ম জাঁহাকে সকল বেদে গান করেণ আর জাহার সত্তার অবলম্বন করিয়া জগতের নির্ব্বাহ চলিতেছে সকলের উপাস্য হয়েন। এ উদাহরণে যদ্যপি ব্রহ্ম শব্দকে সকলের প্রথমে দেখিতেছি তত্রাপি সকলের শেষে হয়েন এই জে ক্রিয়া শব্দ তাহার সহিত ব্রহ্ম শব্দের অন্বয় হইতেছে আর মধ্যেতে গান করেণ জে ক্রিয়া

শব্দ আছে তাহার অন্বয় বেদ শব্দের সহিত আর চলিতেছে এ ক্রিয়া শব্দের সহিত নির্ব্বাহ শব্দের অন্বয় হয়। অর্থাৎ করিয়া জেখানে ২ বিবরণ আছে সেই বিবরণকে পর পূর্ব্ব পদের সহিত অন্বিত জেন না করেণ এই অনুসারে অনুষ্ঠান করিলে অর্থ বোধ হইবাতে বিলম্ব হইবেক না। আর তাহাদের ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো নাই এবং ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস নাই তাঁহারা ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির সহায়তাতে অর্থ বোধ কিঞ্চিৎ কাল করিলে পশ্চাৎ স্বয়ং অর্থ বোধে সমর্থ হইবেন বস্তুত মনযোগ আবশ্যক হয় এই বেদান্তের বিশেষ জ্ঞানের নিমিত্ত অনেক বর্ষ উত্তম পণ্ডিতেরা শ্রম করিতেছেন যদি দুই তিন মাস শ্রম করিলে এ শাস্ত্রের এক প্রকার অর্থ বোধ হইতে পারে তবে অনেক সুলভ জানিয়া ইহাতে চিত্ত নিবেশ করা উচিত হয়।—'বেদান্ত গ্রন্থ', ইং ১৮১৫, পৃ. ১২-১৪।

এস্থানে এক আশ্চর্য্য এই যে অতি অল্প দিনের নিমিত্ত আর অতিঅল্প উপকারে যে সামগ্রী আইসে তাহার গ্রহণ অথবা ক্রয় করিবার সময় যথেষ্ট বিবেচনা সকলে করিয়া থাকেন আর পরমার্থবিষয় যাহা সকল হইতে অত্যন্ত উপকারি আর অতি মূল্য হয় তাহার গ্রহণ করিবার সময় কি শাস্ত্রের দ্বারা কি যুক্তির দ্বারা বিবেচনা করেন না আপনার বংশের পরম্পরামতে আর কেহ ২ আপনার চিত্তের যেমন প্রাশস্ত্য হয় সেইরূপ গ্রহণ করেন এবং প্রায় কহিয়া থাকেন যে বিশ্বাস থাকিলে অবশ্য উত্তম ফল পাইব। কিন্তু এক জনের বিশ্বাসদ্বারা বস্তুর শক্তি বিপরীত হয় না যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে দুগ্ধের বিশ্বাসে বিষ খাইলে বিষ আপনার শক্তি অবশ্য প্রকাশ করে। বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে যদি কোন ক্রিয়া শাস্ত্রসংমত এবং সত্যকাল অবধি শিষ্ট পরম্পরাসিদ্ধ হয় কেবল অল্পকাল কোনো ২ দেশে তাহার প্রচারের ত্রুটি জন্মিয়াছে আর সংপ্রতি তাহার অনুষ্ঠানেতে লৌকিক কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না এবং হাস্য আমোদ জন্মে না তাহার অনুষ্ঠান করিতে কহিলে লোকে কহিয়া থাকেন

যে পরম্পরা সিদ্ধ নহে কিরূপে ইহা করি কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি যেমন আমরা সেইরূপে সামান্ত লৌকিক প্রয়োজন দেখিলে পূর্ব্বশিষ্টপরম্পরার অত্যন্ত বিপরীত এবং শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রকারে অন্তথা শত ২ কর্ম্ম করেন সে সময়ে কেহ শাস্ত্র এবং পূর্ব্বপরম্পরার নামো করেন না যেমন আধুনিক কুলের নিয়ম যাহা পূর্ব্বপরম্পরার বিপরীত এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ। আর ইঙ্গরেজ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাঁহাকে অধ্যয়ন করান কোন শাস্ত্রে আর কোন পূর্ব্বপরম্পরায় ছিল। আর কাগজ যে সাক্ষাৎ যবনের অন্ন তাহাকে স্পর্শ করা আর তাহাতে গ্রন্থাদি লেখা কোন শাস্ত্র বিহিত আর পরম্পরা সিদ্ধ হয় ইঙ্গরেজের উচ্ছিষ্ট করা আর্দ্র ওয়ফর দিয়া বন্ধ করা পত্র যত্নপূর্ব্বক হস্তে গ্রহণ করা কোন পূর্ব্ব পরম্পরাতে পাওয়া যায় আর আপনার বাটীতে দেবতার পূজাতে যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা আর দেবতাসমীপে আহারাদি করান কোন পরম্পরা সিদ্ধ হয় এইরূপ নানা প্রকার কর্ম্ম যাহা অত্যন্ত শিষ্ট পরম্পরা বিরুদ্ধ হঃ প্রত্যহ করা যাইতেছে। আর শুভসূচক কর্ম্মের মধ্যে জগদ্ধাত্রী রটন্তী ইত্যাদি পূজা আর মহাপ্রভুর নিত্যানন্দপ্রভুর বিগ্রহ এ কোন পরম্পরায় হইয়া আসিতেছিল তাহাতে যদি কহ যে এ উত্তম কর্ম্ম শাস্ত্র বিহিত আছে যদ্যপিও পরম্পরা সিদ্ধ নহে তত্রাপি কর্ত্তব্য বটে। ইহার উত্তর। শাস্ত্র বিহিত উত্তম কর্ম্ম পরম্পরাসিদ্ধ না হইলেও যদি কর্ত্তব্য হয় তবে সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধ আত্মোপাসনা যাহা অনাদি পরম্পরাক্রমে সিদ্ধ আছে কেবল অতিঅল্পকাল কোনো ২ দেশে ইহার প্রচারের ন্যূনতা জন্মিয়াছে ইহা কর্ত্তব্য কেন না হয়।—'ঈশোপনিষৎ', ইং জুলাই ১৮১৬, পৃ. ১২-১৫।

…দেখ কি পর্য্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে, অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ যাহারা দশ পোনর বিবাহ অর্থের নিমিত্তে করেন, তাহাদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারিবার

সাক্ষাৎ করেন, তথাপি ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকই ধর্মভয়ে স্বামির সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামি দ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন; আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্যবর্ণের মধ্যে যাহারা আপন২ স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন, তাহারদের বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক কিং দুর্গতি না পায়? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যে হেতু স্বামির গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্য বৃত্তি করে, অর্থাৎ অতিপ্রাতে কি শীতকালে কি বর্ষাতে স্থান মার্জ্জন, ভোজনাদি পাত্র মার্জ্জন, গৃহ লেপনাদি তাবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে; এবং সূপকারের কর্ম্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামি শ্বশুর শাশুড়ি ও স্বামির ভ্রাতৃবর্গ অমাত্যবর্গ এ সকলের রন্ধন পরিবেষণাদি আপন২ নিয়মিত কালে করে, যে হেতু হিন্দু বর্গের অন্য জাতি অপেক্ষা ভাই সকল ও অমাত্য সকল একত্র স্থিতি অধিক কাল করেন এই নিমিত্ত বিষয় ঘটিত ভ্রাতৃ বিরোধ ইহারদের মধ্যে অধিক হইয়া থাকে; ঐ রন্ধনে ও পরিবেষণে যদি কোন অংশে ত্রুটি হয়, তবে তাহারদের স্বামী শাশুড়ি দেবর প্রভৃতি কিং তিরস্কার না করেন; এ সকলকে ও স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্ম ভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদর পূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা সন্তোষ পূর্ব্বক আহার করিয়া কাল যাপন করে; আর অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ যাঁহারদের ধনবত্তা নাই, তাহারদের স্ত্রীলোক সকল গোসেবাদি কর্ম্ম করেন, এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘসি স্বহস্তে দেন, বৈকালে পুষ্করণী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন, রাত্রিতে শয্যাদি করা যাহা ভৃত্যের কর্ম্ম তাহাও করেন, মধ্যে২ কোনো কর্ম্মে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যদ্যপি কদাচিৎ

ঐ স্বামির ধনবত্তা হইল, তবে ঐ স্ত্রীর সর্ব্বপ্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টি গোচরে প্রায় ব্যভিচার দোষে মগ্ন হয়, এবং মাসমধ্যে এক দিবসও তাহার সহিত আলাপ নাই, স্বামী দরিদ্র যে পর্য্যন্ত থাকেন, তাবৎ নানাপ্রকার কায়ক্লেশ পায়, আর দৈবাৎ ধনবান্ হইলে মানস দুঃখে কাতর হয়, এ সকল দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধর্ম্মভয়েই তাহারা সহিষ্ণুতা করে, আর যাহার স্বামী দুই তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে, তাহারা দিবা রাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধর্ম্ম ভয়ে এ সকল ক্লেশ সহ্য করে; কখন এমত উপস্থিত হয়, যে এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সর্ব্বদা তাড়ন করে, এবং নীচলোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা সৎসঙ্গ না পায়, তাহারা আপন স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ ত্রুটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহারদের প্রতি হইলে চোরের তাড়না তাহারদিগকে করে, অনেকেই ধর্ম্মভয়ে লোকভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে, যদ্যপিও কেহ তাদৃশ যন্ত্রণায় অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্ন রূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহ ত্যাগ করে, তবে রাজ দ্বারে পুরুষের প্রাবল্য নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহারদিগকে সেই২ পতিহস্তে আসিতে হয়, পতি ও সেই পূর্ব্বজাতক্রোধের নিমিত্ত নানা ছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখন বা ছলে প্রাণ বধ করে; এ সকল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, সুতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না। দুঃখ এই, যে এই পর্য্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধন পূর্ব্বক দাহ করাহইতে রক্ষা পায় ইতি সমাপ্ত। ১৭৪১ শক ১৬ আগ্রহায়ণ।—'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ', ইং নবেম্বর ১৮১৯, পৃ. ৩১-৩৩।

শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্ম্মের

সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্ত রূপে তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রিষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্ম্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ ও অন্যের ধর্ম্মের অপকৃষ্টতা সূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচলোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোনো কারণে খ্রিষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কর্ম্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে। যদ্যপিও যিশুখ্রিষ্টের শিষ্যেরা স্বধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্ম্মের উৎকর্ষের উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে সে সকল দেশ তাঁহাদের অধিকারে ছিল না সেই রূপ মিশনরিরা ইংরেজের অনধিকারের রাজ্যে যেমন তুরকি ও পারসিয়া প্রভৃতি দেশে যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয় এরূপ ধর্ম্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন তবে ধর্ম্মার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্য্যের যথার্থ অনুগামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোক ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্ব্বল ও দীন ও ভয়ার্ত্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্ম্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্ম্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না, যেহেতু বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা দুর্ব্বলের মনঃপীড়াতে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হয়েন··· ।—'ব্রাহ্মণ সেবধি,' ইং ১৮২১। (রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি, পৃ. ৪৫৫)

চতুর্থ প্রশ্ন অনেক বিশিষ্ট সন্তান যৌবন ধন প্রভুত্ব অবিবেকতা প্রযুক্ত কুসংসর্গগ্রস্ত হইয়া লোক লজ্জা ধর্মভয় পরিত্যাগ করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদন সুরাপান যবন্যাদি গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহার শাসন ব্যতিরেকে এই সকল দুষ্কর্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে ···।০। উত্তর যৌবন ধন প্রভুত্ব অবিবেকতা প্রযুক্ত লজ্জা ও ধর্ম ভয় পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা বৃথা কেশচ্ছেদন সুরাপান যবন্যাদি গমন করেন তাঁহারা বিরুদ্ধকারী অতএব শাসনার্হ অবশ্য হয়েন সেইরূপ যাঁহাদের পিতা বিদ্যমান আছেন এ নিমিত্ত ধন ও প্রভুতা নাই কেবল যৌবন ও অবিবেকতা প্রযুক্ত ধর্মকে তুচ্ছ করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদ সুরাপান ও যবন্যাদি গমন করেন তাঁহারাও শাসনযোগ্য হয়েন অথবা কেশে অন্ত্যজ রচিত কলপের ছোপ প্রায় প্রত্যহ দেন ও সম্বিদা যাহা সুরাতুল্য হয় তাহার পান এবং স্বভৃত্য যবন স্ত্রী ও চণ্ডালিনীবেশ্যা ভোগ করেন সে ২ ব্যক্তিও বিরুদ্ধকারী ও শাসনার্হ হয়েন। যেহেতু পিতা অবিদ্যমানে ধন ও প্রভুত্ব এ দুই অধিক সহকারী হইলে তাঁহাদের বিপর্য্যস্ত অসৎ প্রবৃত্তির সম্ভাবনা না হইবেক?।—'চারি প্রশ্নের উত্তর', ইং মে ১৮২২, পৃ. ২০-২১।

৯৯ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তিতে নিগূঢ় শাস্ত্রের অর্থ করেন যে "বহু বিজ্ঞজনের অগোচর যে শাস্ত্র তাহার নাম নিগূঢ় শাস্ত্র" পরে ১০০ পৃষ্ঠে ৪ পংক্তিতে কহেন "যে নিগূঢ় শাস্ত্রের অনুসারে অভক্ষ্য ভক্ষণ অপেয় পান ও অগম্যা গমন ইত্যাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন সে নিগূঢ় শাস্ত্রের নাম কি"

উত্তর, ধর্মসংহারকের এই লক্ষণ দ্বারা সম্প্রতি জানা গেল যে চরিতামৃতই নিগূঢ় শাস্ত্র হয়েন যেহেতু পণ্ডিতলোক সমাগমে চরিতামৃতে ডোর পড়িয়া থাকে তাহার কারণ এই যে বহু বিজ্ঞ জনের বিদিত না হয়, ও পরন্তে অভক্ষ্য ভক্ষণাদি ও উপাসনায় অগম্যা গমন বর্ণন ওই চরিতামৃতে বিশেষরূপে আছে অতএব ওই লক্ষণ দ্বারা চরিতামৃত সুতরা

নিগূঢ় শাস্ত্র হইলেন। গৌরাঙ্গ যাহার পরব্রহ্ম ও চৈতন্য চরিতামৃত যাহার শব্দ ব্রহ্ম তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ যদ্যপিও কেবল বৃথাশ্রমের কারণ হয়, তথাপি কেবল অনুকম্পাধীন এপর্য্যন্ত চেষ্টা করা যাইতেছে।

... ...

ধর্ম্ম সংহারক ২২৪ পৃষ্ঠে ১১ পংক্তি অবধি নবীন এক প্রশ্ন করেন যে "এস্থানে শৈব বিবাহের ব্যবস্থাপক মহাশয়কে এই ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করি যে যাঁহারা যবনী গমনে ও বেশ্যা সেবনে সর্ব্বদা রত তাঁহারদের স্ত্রীও বিধবা তুল্যা, যদি তাহারা সপিণ্ডা না হয় তবে ঐ সকল স্ত্রীকে শৈব বিবাহ করা যায় কিনা" উত্তর, স্মৃতি ও তন্ত্র উভয় শাস্ত্রানুসারে স্বস্ত্রী বঞ্চক পুরুষ সর্ব্বথা পাপী হয়েন, কিন্তু ভর্ত্তা বর্ত্তমানে স্ত্রীর বৈধব্য, কি মহেশ্বর শাস্ত্রে কি স্মৃতিশাস্ত্রে লিখেন না, তবে ভর্ত্তা বিদ্যমানেও বৈধব্যের স্বীকার এবং তাহার সহিত অন্যের বিবাহের বিধি ধর্ম্মসংহারকের মতানুসারে তাঁহার ক্রোড়স্থই আছে, অর্থাৎ পাঁচশিকা গোসাঁইকে দিলেই স্বামী থাকিতেও পূর্ব্ব বিবাহের খণ্ডন হইয়া স্ত্রীর বৈধব্য হয়, আর পাঁচশিকা পুনরায় প্রদানের দ্বারা তাহার সহিত অন্যের বিবাহ পরে হইতে পারে, অতএব ধর্ম্মসংহারক এরূপ বৈধব্যের ও পুনরায় বিবাহের উপায় আপন করস্থ থাকিতে অন্যকে যে প্রশ্ন করেন সে বুঝি তাঁহার স্বমতের প্রবলতার নিমিত্ত হইবেক।—'পথ্যপ্রদান', ইং ১৮২৩, পৃ. ১৩৫-৩৬, ২৫৯-৬০।

সকল প্রাণির মধ্যে মনুষ্যের এক বিশেষ স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম হয়, যে অনেকে পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া একত্র বাস করেন। পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া এক নগরে অথবা এক গৃহে বাস করিতে হইলে সুতরাং পরস্পরের অভিপ্রায়কে জানিবার এবং জানাইবার আবশ্যক হয়। মনুষ্যের অভিপ্রায় নানাবিধ হইয়াছে, এবং কণ্ঠ তালু ওষ্ঠ ইত্যাদির অভিঘাতে নানা প্রকার শব্দ জন্মিতে পারে; এনিমিত্তে এক ২ অভিপ্রেত বস্তুর বোধ জন্মাইবার

নিমিত্তে এক ২ বিশেষ শব্দকে দেশ ভেদে নিরূপিত করিয়াছেন। যেমন ভিন্ন ২ বৃক্ষ সকলের বোধের নিমিত্তে আঁম্র, জাম, কাঁঠাল, ইত্যাদি ভিন্ন ২ ধ্বনিকে গৌড় দেশে নিরূপণ করেন, সেই রূপ ভিন্ন ২ ব্যক্তি সকলের উবোধের নিমিত্তে রামচন্দ্র, রামহরি, রামকমল, ইত্যাদি নাম স্থির করিতেছেন; সেই ২ ধ্বনিকে শব্দ ও পদ কহেন, এবং সেই ২ ধ্বনিহইতে যাহা বোধগম্য হয় তাহাকে অর্থ ও পদার্থ কহিয়া থাকেন।—'গৌড়ীয় ব্যাকরণ,' ইং ১৮৩৩, পৃ. ১।

গ্রন্থাবলী

রামমোহন রায় যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেইগুলির মূল সংস্করণ বর্ত্তমানে অপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই কারণে প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল-সমেত তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তালিকা সংকলন করা যতই আপাত সহজসাধ্য বোধ হউক না কেন, কার্য্যতঃ তাহা অত্যন্ত দুরূহ। নানা অসুবিধা সত্ত্বেও আমরা একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থপঞ্জী সংকলন করিয়া দিলাম।

রামমোহনের অধিকাংশ পুস্তকেই গ্রন্থকার-হিসাবে তাঁহার নাম ছিল না; কতকগুলি আবার অপরের নামে বা ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। তবে এইগুলি যে তাঁহারই রচনা, সে-বিষয়ে সমসাময়িক সাক্ষ্য আছে। কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক বিবরণের (ইং ১৮১৯-২০ দ্বিতীয় পরিশিষ্টে দেশীয় ছাপাখানায় মুদ্রিত পুস্তকাবলীর যে তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে অনেকগুলি পুস্তকের গ্রন্থকার হিসাবে রামমোহনের নামের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে রামমোহনের ইংরেজী গ্রন্থাবলীর ১ম খণ্ডের ভূমিকায় সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ যে আলোচনা করিয়াছেন (pp. xvii-xviii), তাহাও দ্রষ্টব্য।

আর্বী-ফার্সী

১। তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুয়াহ্‌হিদীন। ইং ১৮০৩-৪।

এই পুস্তিকার ভূমিকাটি কেবল আর্বীতে রচিত। ঢাকা গবর্মেণ্ট মাদ্রাসার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মৌলবী ওবেদুল্লা (Obaidullah El Obeide) ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম ইহা *Tuhfat-ul-Muwahhidin*, or, *A Gift to Deists* নামে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। তাহার পর আরও কেহ কেহ করিয়াছেন।*

'তুহ্‌ফাৎ' সম্পর্কে একটি কথা বলিবার আছে। রামমোহন এই পুস্তকের শেষে লেখেন :—

> "এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আমি 'মনাজিরাৎ-উল্‌-আদিয়ান্‌' বা 'নানা ধর্ম্মের বিচার' নামে আমার আর একখানি পুস্তকে করিব।"

ইহা হইতে অনেকে ধরিয়া লইয়াছেন যে, রামমোহন এই পুস্তকখানিও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। রামমোহন হয়ত 'তুহ্‌ফাৎ' লিখিবার সময়ে আর একটি পুস্তক লিখিবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এমন কি, অংশ-বিশেষ রচনাও করিয়াছিলেন। কিন্তু এ-পুস্তক কখনও প্রকাশিত হয় নাই সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত। কেহ এ-পর্য্যন্ত 'মনাজিরাৎ'-এর এক খণ্ড আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। তাহা ছাড়া পর-জীবনে রামমোহন তাঁহার দ্বারা পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আর্বী বা ফার্সী ভাষায় লিখিত একখানি মাত্র পুস্তকেরই উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইহার নামে *An Appeal to the*

---

* বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে 'তুহ্‌ফাৎ'-সংক্রান্ত একখানি পুস্তিকা আছে; ইহা রামমোহনের রচিত হওয়া বিচিত্র নহে। পুস্তিকাখানি এই—

Jawaj-i-tuhfat ul Muwahhidin. An anonymous defence of Rammohun Roy's "Tuhfat..." against the attacks of the Zoroastrians. Calcutta [1820?]

Christian Public নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন; উহাতে তিনি লেখেন :—

"রামমোহন রায়…ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও অতি অল্প বয়সে পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করেন এবং সেই সময়ে আর্বী ও ফার্সী ভাষায় একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।"

'তুহ্ ফাৎ' ভিন্ন তাঁহার রচিত অন্য কোন আর্বী ও ফার্সী পুস্তক থাকিলে তিনি একাধিক গ্রন্থের নাম করিতেন।

বাংলা ও সংস্কৃত

এই তালিকায় প্রকাশকাল-সমেত প্রথম সংস্করণের পুস্তকেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। অধিকাংশ পুস্তকেরই মূল সংস্করণ দেখিয়াছি, কিন্তু দু-একখানি ছাড়া কোনখানিরই আখ্যা-পত্র নাই। আদৌ ছিল কি না সন্দেহ। এরূপ ক্ষেত্রে প্রচলিত গ্রন্থাবলীতে পুস্তকগুলির যে নাম ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি।

১। **বেদান্ত গ্রন্থ।** ইং ১৮১৫। পৃ. ১৭+১৬৬।

The Bengalee Translation of the Vedant, or Resolution of all the Veds; the most celebrated and revered work of Brahminical Theology, establishing the unity of the Supreme Being, and that He is the only object of worship. Together with a Preface, By the Translator. Calcutta: From the Press of Ferris and Co. 1815.

রামমোহন 'বেদান্ত গ্রন্থ' হিন্দুস্থানীতে অনুবাদ করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন—ইহার উল্লেখ *Translation of an Abridgment of the Vedant* পুস্তকের ভূমিকায় আছে।

২। **বেদান্তসার।** ইং ১৮১৫ *। পৃ. ২২।

ইহারও হিন্দুস্থানী অনুবাদ রামমোহন প্রচার করিয়াছিলেন।

৩। **তলবকার উপনিষৎ** (কেনোপনিষৎ)। ইং জুন ১৮১৬। পৃ. ১৭।

৪। **ঈশোপনিষৎ**। ইং জুলাই ১৮১৬। পৃ. ২০+৪+১৩।

৫। **উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার।** ইং ১৮১৬-১৭।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক বিবরণের (ইং ১৮১৯-২০) ২য় পরিশিষ্টে দেশীয় ছাপাখানায় মুদ্রিত পুস্তকাবলীর যে তালিকা আছে, তাহাতে উৎসবানন্দ ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার-সম্পর্কীয় সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই তিনখানি পুস্তিকার উল্লেখ পাওয়া যায় :—

SANSKRIT

Reply to the observations of Ootsobanund Bhuttacharjya	**Rammohun Roy...Lalloo Jee**	**[Sunscrit Press]**
Answer of the said Ootsobanund to the above	**Ootsobanund Bhuttacharjya**	**Ditto**
Rejoinder to the above answer of the said Bhuttacharjya	**Rammohun Roy**	**Ditto**

* সকলেই ইহার প্রকাশকাল "১৮১৬" খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া আসিতেছেন। রামমোহনের *Translation of an Abridgment of the Vedant* ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় (১ ফেব্রুয়ারি ১৮১৬ তারিখে *The Government Gazette* পত্রে ইহার সমালোচনা দ্রষ্টব্য)। 'বেদান্তসার' যে ইহার পূর্ব্বেই বাংলায় রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ এই ইংরেজী পুস্তিকার ভূমিকায় আছে। সুতরাং 'বেদান্তসারে'র প্রকাশকাল "১৮১৫" ধরাই সঙ্গত হইবে।

রামমোহনের ইহাই প্রথম শাস্ত্রীয় বিচার। ইহা ১৮১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল। শ্রীরামপুর কলেজে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত এই বিচারপুস্তকগুলি আছে (N.80.3.090)।

৬। **ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার***। ইং মে ১৮১৭ (১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৭৩৯ শক)। পৃ. ৩+৬৪।

এই পুস্তকের ভূমিকাটি (পৃ. ১-৩) রামমোহনের কোন বাংলা গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হয় নাই। আমরা উহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

॥ ভূমিকা ॥

ওঁতৎসৎ। মহামহোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্যের বেদান্তচন্দ্রিকা লিখিবাতে এবং তাঁহার অনুগতদিগের ঐ গ্রন্থ বিখ্যাত করাতে অন্তঃকরণে যথেষ্ট হর্ষ জন্মিয়াছে যে এইরূপ শাস্ত্রার্থের অনুশীলনের দ্বারা সকলশাস্ত্র প্রসিদ্ধ যে পথ তাহা সর্ব্ব সাধারণ প্রকাশ হইতে পারিবেক এবং কোন পক্ষে ভ্রম আর প্রতারণা ও স্বার্থপরতা আছে তাহাও বিদিত হইতে পারে এবং ইহাও একপ্রকার নিশ্চয় হইতেছে যে ভট্টাচার্য্য একবার প্রবর্ত্ত হইয়া পুনরায় নিবর্ত্ত হইবেন না অতএব দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকার উদয়ের প্রতীক্ষাতে আমরা রহিলাম। কিন্তু তিন প্রকারে অন্তঃকরণে খেদ জন্মে প্রথম এই যে সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া ভাষাতে বেদান্তের মত এবং উপনিষদাদির বিবরণ করিবার তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্বসাধারণ লোক ইহার অর্থবোধ করিতে পারেন কিন্তু প্রগাঢ়২ সংস্কৃত শব্দসকল ইচ্ছাপূর্ব্বক দিয়া গ্রন্থকে দুর্গম করা কেবল লোককে তাহার অর্থহইতে বঞ্চনা এবং তাৎপর্য্যের অন্যথা করা হয় অতএব প্রার্থনা এই যে দ্বিতীয় বেদান্ত-চন্দ্রিকাকে প্রথম বেদান্তচন্দ্রিকা হইতে সুগম ভাষাতে যেন ভট্টাচার্য্য

* ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে প্রকাশিত, মৃত্যুঞ্জয় বি [illegible] চন্দ্রিকা'র উত্তরে এই বিচারপুস্তক লিখিত। 'মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী'তে 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

লিখেন যাহাতে লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয়। দ্বিতীয়। বেদান্ত-চন্দ্রিকা সাতষষ্টিপৃষ্ঠ তাহাতে অভিপ্রায় করি যে বেদান্তের আট নয় সূত্রের অধিক নাই আর বেদের দুই তিন প্রমাণ লিখিয়া থাকিবেন অধিকন্তু এই সকল সূত্র কোন অধ্যায়ের কোন পাদের হয় আর ঐ শ্রুতি কোন উপনিষদের অথবা কোন ভাষ্যে ধৃত হয় তাহা লিখেন না এবং বেদান্ত-চন্দ্রিকার মঙ্গলাচরণীয় প্রভৃতি শ্লোকসকল কোন গ্রন্থের হয় তাহা প্রায় লিখেন না অতএব নিবেদন দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাতে যে সূত্র এবং শ্রুতি আর স্মৃত্যাদির প্রমাণ ভট্টাচার্য্য লিখিবেন তাহার বিশেষরূপে নিদর্শন যেন লিখেন। তৃতীয়। বেদান্তচন্দ্রিকার প্রথমে লিখেন যে এগ্রন্থ কাহার ভাষা বিবরণের উত্তর দিবার জন্যে লেখা যাইতেছে এমৎ নহে অথচ প্রথমঅবধি শেষ পর্য্যন্ত হে অপ্রাকৃনামরূপ অমুকেরা ইত্যাদি উক্তির দ্বারা কেবল আমাদিগ্যেই শ্লেষ করিয়াছেন এবং স্থানে২ যাহা আমরা কদাপি কোনো গ্রন্থে লিখি নাই এবং স্বীকার করি নাই তাহা আমাদের মত হয় এমৎ জানাইয়াছেন অতএব তৃতীয় প্রার্থনা এই যে শাস্ত্রার্থের অনুশীলনে সত্যকে অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাতে যদি আমাদের লিখিত মতকে ভট্টাচার্য্য দূষিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহার পৃষ্ঠ এবং পংক্তির নির্দ্দেশ পূর্ব্বক লিখিয়া যেন দোষ দেন তাহা হইলে বিজ্ঞলোক দোষাদোষ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রালাপে দুর্ব্বাক্য না কহেন এ প্রার্থনা বৃথা করি যেহেতু অভ্যাসের অন্যথা প্রায় হয় না যদি ভট্টাচার্য্য কৃপা পূর্ব্বক দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাকে পূর্ব্বের ন্যায় দুর্ব্বাক্যে পরিপূর্ণ না করেন তবে যথেষ্ট শ্লাঘা করিয়া মানিব ইতি।

৭। **কঠোপনিষৎ।** ইং আগস্ট ১৮১৭। পৃ. ৫৭।

৮। **মাণ্ডুক্যোপনিষৎ।** ইং অক্টোবর ১৮১৭। পৃ. ৪৩+১৯।

৯। **গোস্বামীর সহিত বিচার।** ইং জুন ১৮১৮। পৃ. ৫০।

ইহা "ভগবদ্গৌরাঙ্গপরায়ণ গোস্বামিজী পরিপূর্ণ ১১ পত্রে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহার উত্তর"।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক বিবরণের (ইং ১৮১৯-২০) সহিত যে পুস্তক-তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার বাংলা-বিভাগে রামমোহনের একখানি পুস্তিকার এইরূপ উল্লেখ পাইতেছি :—

Reply to a MS. of Ram-gopala Sormono.

ইহা 'গোস্বামীর সহিত বিচার' হওয়া অসম্ভব নহে।

১০। **সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ।** ইং নবেম্বর ১৮১৮। পৃ. ২২।

এই পুস্তিকার শেষে কোন প্রকাশকাল দেওয়া নাই। ইহা যে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়, ২৮ ডিসেম্বর ১৮১৮ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত নিম্নাংশ হইতে তাহা জানা যাইবে :—

> "সহমরণ।—কলিকাতার শ্রীযুত রামমোহন রায় সহমরণের বিষয়ে এক কেতাব করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্তু স্থূল এই লিখিয়াছে যে সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না।"

১১। **গায়ত্রীর অর্থ।** ইং ১৮১৮ (শকাব্দা ১৭৪০)।

১২। **মুণ্ডকোপনিষৎ।** ইং মার্চ ১৮১৯।

এই পুস্তকের শেষে প্রকাশকাল দেওয়া নাই। সকলেই ইহার প্রকাশকাল "১৮১৭" খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা যে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে প্রকাশিত হয়, ২৭ মার্চ ১৮১৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত নিম্নাংশ হইতে তাহা জানা যাইবে :—

"নূতন পুস্তক।—শ্রীযুত রামমোহন রায় অথর্ব্ব বেদের মণ্ডুকোপনিষদ ও শঙ্করাচার্য্য কৃত তাহার টীকা বাঙ্গালা ভাষাতে তর্জ্জমা করিয়া ছাপাইয়াছেন।"

পাদরি লংও তাঁহার মুদ্রিত-বাংলা-পুস্তকের তালিকায় লিখিয়াছেন,—"*Mundak Upanishad*, by **R. Ray, 1819.**"

রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ 'রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি'র ৮০৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, মণ্ডুকোপনিষৎ "মাণ্ডুক্যোপনিষদের পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার ভূমিকাতে এমন উল্লেখ আছে।" কিন্তু মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকায় এরূপ কোন উল্লেখ নাই।

রাজনারায়ণ বসু ও বেদান্তবাগীশ 'রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি'তে যে মূল পুস্তকের সাহায্যে মুণ্ডকোপনিষৎ পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহার একটি স্থল খণ্ডিত। গ্রন্থাবলীর ৫৮৭ পৃষ্ঠায় শেষে এই অংশ বসিবে :—

> ব্রহ্ম তেঁহই সত্য ইহা পূর্ব্বকালে অঙ্গিরাঋষি আপন শিষ্য শৌনককে কহিয়াছেন আর ব্রতোপাসনার অনুষ্ঠান যাহারা না করিয়া থাকেন তাঁহারা এ উপনিষদের পাঠ করিবেন না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রতি নমস্কার পুনরায় তাঁহাদের প্রতি নমস্কার দুইবার কথনের তাৎপর্য্য এই যে মুণ্ডকোপনিষদের সমাপ্তি হইল।
>
> ইতি মণ্ডুকোপনিষৎ সমাপ্তা।

১৩। **সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ** *। ইং নবেম্বর ১৮১৯। পৃ. ৩৩।

* কালাচাঁদ বসুর আদেশে কাশীনাথ তর্কবাগীশ 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' (আগষ্ট ১৮১৯, পৃ. ২৮) ইংরেজী অনুবাদ-সহ প্রকাশ করেন। ইহারই উত্তরে রামমোহন উপরিলিখিত পুস্তকখানি প্রচার করিয়াছিলেন।

Second Conference between An Advocate and an Opponent of the practice of Burning Widows Alive. সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ. Calcutta, Printed at the Mission Press. 1819.

১৪। **কবিতাকারের সহিত বিচার**। ইং ১৮২০। পৃ. ২৩+৪১।

"ঈশোপনিষৎ প্রভৃতির ভূমিকায় আমরা যাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি তাহার উল্লেখমাত্র না করিয়া কবিতাকার উত্তর দিবার স্থলে নানাপ্রকার কটূক্তি ও ব্যঙ্গ আমাদের প্রতি করিয়া এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন ··তাহার মধ্যে২ দেবতা বিষয়ের শ্লোক এই দুইকে একত্র করিয়া ঐ পুস্তককে প্রত্যুত্তর শব্দে বিখ্যাত করিয়াছেন ··।"

১৫। **সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার**। ইং ১৮২০। পৃ. ১৬।

ইহা দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায়, এবং বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় মুদ্রিত। শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরিতে ইহার এক খণ্ড আছে। ইহার ইংরেজী অনুবাদও *Apology for the Pursuit of Final Beatitude, independently of Brahmunical Observances* নামে মুদ্রিত হইয়াছিল।

* * *

এই সময় সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত রামমোহনের শাস্ত্রীয় বিচার হয়। বাংলা ও সংস্কৃতে রচিত রামমোহনের এই বিচার-পুস্তকখানির উল্লেখ কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক বিবরণের (ইং ১৮১৯-২০) পরিশিষ্টে মুদ্রিত পুস্তকাবলীর তালিকায় আছে। এই তালিকায় বাংলা এবং সংস্কৃত বিভাগে প্রকাশ :—

Reply to the Observations
of Sobha-sastree...Rammohun Roy...Baptist Mission Press.

সুব্বা শাস্ত্রী ও সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী উভয়েই সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

১৬। **ব্রাহ্মণ সেবধি ব্রাহ্মণ ও মিসিনরি সম্বাদ।** ইং ১৮২১।

এই সাময়িক পুস্তকের তিন সংখ্যা ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এগুলির এক পৃষ্ঠায় বাংলা ও অপর পৃষ্ঠায় তাহার ইংরেজী অনুবাদ (*The Brahmunical Magazine. The Missionary and the Brahmun*) থাকিত। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে প্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা *The Brahmunical Magazine* কেবল ইংরেজীতে মুদ্রিত।

১৭। **চারি প্রশ্নের উত্তর।** ইং মে ১৮২২। পৃ. ২৬।

২৫ চৈত্র ১২২৮ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী চারিটি প্রশ্ন করেন ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৩২৬-২৮ দ্রষ্টব্য)। এই প্রশ্নচতুষ্টয়ের উত্তর আলোচ্য পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে।

১৮। **প্রার্থনাপত্র।** ইং মার্চ ১৮২৩। পৃ. ৪।

ইহার ইংরেজী ও বাংলা অংশ একত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নামে প্রকাশিত হয়।

১৯। **পাদরি ও শিষ্য সংবাদ।** ইং ১৮২৩।

ইহার ইংরেজী অংশ ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল; বাংলা অংশও ঐ সময়ে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।

২০। **গুরুপাদুকা।** ইং ১৮২৩। পৃ. ৬।

পাদরি লঙের মুদ্রিত-বাংলা-পুস্তকের তালিকায় প্রকাশ :—

Guru Paduka, by R. Ray, pp. 6, 1823, reply to the Chandrika's defence of idolatry.

এই পুস্তিকার ভূমিকাটি এইরূপ :—

১৭ই আষাঢ় ৭০ সংখ্যার সমাচারচন্দ্রিকা সম্বলিত শ্রীমদ্ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির প্রিয় পৌত্রস্য কস্যচিৎ ক্ষুদ্র শিষ্যস্য ইতি স্বাক্ষরিত জ্ঞানাঞ্জন শলাকা নামে এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছিল যদ্যপি বিশেষ বিবেচনা করিলে সে দুর্ব্বাক্যের উত্তর দিবার প্রয়োজনাভাব কিন্তু গত চন্দ্রিকায় তদুত্তর প্রার্থনায় শ্রীগৌরাঙ্গ দাস এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন সুতরাং তাহার এবং তৎসংসর্গিদের কৃতার্থের নিমিত্ত গুরুপাদুকা নামিকা এই পত্রিকা প্রদান করিতেছি ইহাতে যদি জ্ঞান না জন্মে তবে চেষ্টান্তর করিতে হইবেক।—'ছোট পদ্ম', ২য় বর্ষ, ২৪ সংখ্যা, পৃ. ১১৭৯।

২১। **পথ্যপ্রদান***। ইং ডিসেম্বর ১৮২৩। পৃ. ২৬১।

পথ্য প্রদান সমাধনুষ্ঠানাক্ষমতজ্জন্যতাপবিশিষ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতা সংস্কৃত মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। শকাব্দা ১৭৪৫ MEDICINE for the sick offered By One who laments his inability to perform all righteousness. Calcutta, Printed at the Sungscrit Press. 1823.

২২। **ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ**। ইং ১৮২৬ (শকাব্দা ১৭৪৮)।

২৩। **কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার**। ১৮২৬ (শকাব্দা ১৭৪৮)।

২৪। **বজ্রসূচী** (১ম নির্ণয়)। ইং ১৮২৭ (শকাব্দা ১৭৪৯)।

২৫। **গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানং**। ইং ১৮২৭।

এই পুস্তিকার ইংরেজী অনুবাদ ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল।

* এই পুস্তকখানি উমানন্দন (বা নন্দলাল) ঠাকুরের নির্দ্দেশে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন-রচিত 'পাষণ্ডপীড়নে'র উত্তরে লিখিত। "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"র ৮ম প্রয়োগে 'পাষণ্ডপীড়ন' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

২৬। **ব্রহ্মোপাসনা**। ইং ১৮২৮।

২৭। **ব্রহ্মসঙ্গীত**। ইং ১৮২৮।*

২৮। **অনুষ্ঠান**। ইং ১৮২৯। পৃ. ৬+৪।

অনুষ্ঠান। শকাব্দাঃ ১৭৫১।

২৯। **সহমরণ বিষয়**। ইং ১৮২৯ (শকাব্দাঃ ১৭৫১) পৃ. ১১।

৩০। **গৌড়ীয় ব্যাকরণ**। ইং ১৮৩৩। পৃ. ৯৭।

Grammar of the Bengali Language. গৌড়ীয় ব্যাকরণ তদ্ভাষা বিরচিত শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায়দ্বারা পাচু লিপি ও কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটিদ্বারা এবং তদ্মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হয়। ১৮৩৩। Calcutta: Printed at the School-Book Society's Press; and sold at its Depository, Circular Road. 1833.

*   *   *

ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত পুস্তিকা দুইখানি রামমোহন-গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু এগুলির প্রকাশকাল জানা যায় নাই :—

ক্ষুদ্রপত্রী (বিতরণার্থ মুদ্রিত)

আত্মানাত্মবিবেক (বঙ্গানুবাদ সহ)

রামমোহন ভগবদ্গীতা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে' সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—

> ৬। শ্রীমদ্ভাগবতীয় একাদশ স্কন্ধের মূল ও শ্রীযুত সনাতন চক্রবর্ত্তি কৃত তাহার বাঙ্গালি অর্থ। শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই পুস্তকের সমস্ত মুদ্রিতাবস্থায় দেখিতে আমাদিগের বিশেষ বাসনা আছে,

* যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ-সম্পাদিত রামমোহন রায়ের ইংরেজী-গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় (i. xx) রামমোহনের রচনাবলীর যে তালিকা আছে, তাহা হইতে ২৩-২৭ সংখ্যক পুস্তিকার প্রকাশকাল গৃহীত।

> যেহেতু সংস্কৃত মূলের অর্থ বাঙ্গালি পদ্যে ইহাতে অতিসুচারু রূপে রক্ষা পাইয়াছে; বোধ হয়, শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায়কর্তৃক ভগবদ্গীতার অনুবাদ ভিন্ন অন্য কোন বাঙ্গালি পদ্যগ্রন্থে তদ্রূপ হয় নাই।—'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ', আষাঢ় ১৭৮০ শক, পৃ. ৭২।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সহমরণ বিষয়' পুস্তকে রামমোহন লিখিয়াছেন:—

> সহমরণাদি রূপ কাম্য কর্ম্মের নিন্দা ও নিষেধের ভূরি প্রমাণ গীতাদি শাস্ত্রে দেদীপ্যমান রহিয়াছে তাহার যৎকিঞ্চিৎ আমাদের প্রকাশিত ভগবদ্গীতার কতিপয় শ্লোকে ব্যক্ত আছে,…।—গ্রন্থাবলি, পৃ. ২১৭।

আমরা রামমোহন-কৃত গীতার পদ্যানুবাদ দেখি নাই। তবে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত 'ভগবদ্গীতা'র পদ্যানুবাদ দেখিয়াছি, বৈকুণ্ঠনাথ রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভার "নির্ব্বাহক" ছিলেন। "কোন পণ্ডিতের সহকারাবলম্বনে" তিনি 'ভগবদ্গীতা' অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ রামমোহন রায়ের বেনামী রচনা কি না, বলিবার উপায় নাই।

এই তালিকায় রামমোহন কর্তৃক "প্রকাশিত" অথচ প্রণীত নহে, এমন কতকগুলি পুস্তকের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে। যথা,—১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'শারীরক মীমাংসা' (পৃ. ৩৭৭), এবং ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক প্রভৃতি কয়েকখানি উপনিষদের মূল ও ভাষ্য। 'কুলার্ণব' সম্বন্ধেও ঐ কথাই প্রযোজ্য। 'কুলার্ণব' রামমোহন-গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু উহা বোধ হয় হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কলিকাতায় অবস্থানকালে ১৮১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন।*

* ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কাশীতে হরিহরানন্দের মৃত্যু হইলে, পরবর্তী ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'সমাচার দর্পণ' যাহা লেখেন, তাহার এক স্থলে আছে:—"প্রায় বারো বৎসর হইবেক একবার কলিকাতা নগরে আগমন করিয়াছিলেন তৎকালে কুলার্ণবনামে এক গ্রন্থ তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হয়।"

রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি। ইং ১৮৮০। পৃ. ৮১৪।

ইহা রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও পুনঃ-প্রকাশিত। ইহাই রামমোহনের বাংলা-গ্রন্থাবলীর একমাত্র উল্লেখযোগ্য সংস্করণ।

ইহার পূর্ব্বে, ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তেলিনীপাড়ার জমিদার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহনের বাংলা গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।* তাহার পর তত্ত্ববোধিনী সভা কর্ত্তৃক রামমোহনের ইংরেজী-বাংলা অধিকাংশ গ্রন্থেরই সারাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইংরেজী

রামমোহন রায়ের অনেকগুলি ইংরেজী রচনাও অপরের নামে বা ছদ্ম নামে প্রকাশিত হয়। তাঁহার সকল ইংরেজী পুস্তকের মূল সংস্করণ দেখিবার সুবিধা হয় নাই।

বিলাতে অবস্থানকালে তিনি অনেকগুলি ইংরেজী পুস্তক পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের তালিকা প্রধানতঃ মেরী কার্পেন্টারের *Last Days in England*...পুস্তকের পরিশিষ্টে প্রদত্ত তালিকা অবলম্বনে সঙ্কলিত। বিলাতে তিনি কয়েকখানি নূতন পুস্তিকাও প্রচার করিয়াছিলেন।

* "It affords us great pleasure to be able to announce that Baboo Annodapersaud Bonerjee, a distinguished Patron of native education has published at his own expense the whole of the Bengallee writings of the late RAJA RAMMOHUN ROY, for the purpose of disseminating generally the enlightened views of that Indian philosopher in respect to theology and the Hindoo Shasters."—*The Calcutta Courier* for January 6, 1840.

এই তালিকায় রামমোহনের এমন কতকগুলি রচনার নাম পাওয়া যাইবে, যেগুলি নবাবিষ্কৃত এবং প্রচলিত গ্রন্থাবলীতে স্থান পায় নাই।

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত :—

1. Translation of an abridgment of the Vedant, or Resolution of all the Veds; the most celebrated and revered work of Brahminical Theology; establishing the unity of the Supreme Being; and that He alone is the object of propitiation and worship. By Rammohun Roy. Calcutta 1816. 3+14 pp.

ইহার ভূমিকার এক স্থলে আছে :—

And, although men of uncultivated minds, and even some learned individuals, (but in this one point blinded by prejudice,) readily choose, as the object of their adoration, any thing which they can always see, and which they pretend to feed; the absurdity of such conduct is not, thereby, in the least degree diminished.

এই pretend to feed কথাগুলি প্রচলিত সকল রামমোহন-গ্রন্থাবলীতেই pretend to *feel* ছাপা হইয়া আসিতেছে।

রামমোহনের এই পুস্তিকাখানি পর-বৎসর জর্মান ভাষায় Auflosung des Wedant নামে (Jena, 1817) প্রকাশিত হয়। এই বৎসরেই আবার ইহা (কেনোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ-সমেত) বিলাত হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

2. Translation of the Cena Upanishad one of the chapters of the Sama Veda; according to the gloss of the celebrated Shancaracharya establishing the unity and the sole omnipotence of the Supreme Being and that He Alone is the object of worship. By Rammohun Roy. Calcutta: Printed by Philip Pereira, at the Hindoostanee Press, 1816. vii+11 pp.

3. Translation of the Ishopanishad, one of the chapters of the Yajur Veda: according to the commentary of the celebrated Shankar-Acharya; establishing the unity and incomprehensibility of the

Supreme Being; and that His worship alone can lead to eterna beatitude. By Rammohun Roy. Calcutta: Printed by Philip Pereira, at the Hindoostanee Press. 1816. xxii+8 pp.

4. A Defence of Hindoo Theism in reply to the attack of an advocate for Idolatry, at Madras. By Ram Mohun Roy. Calcutta. 1817. 29 pp.

5. A Second Defence of the Monotheistical System of the Veds, in reply to an apology for the present state of Hindoo Worship. By Rammohun Roy. Printed at Calcutta. 1817. 58 pp.*

6. Counter-Petition of the Hindu Inhabitants of Calcutta against Suttee. August (?) 1818.

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্ণালে' (পৃ. ১৫-১৭) ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। এটিকেও কেহ কেহ রামমোহনের রচনা বলিয়া মনে করেন।

7. Translation of a Conference between an advocate for, and an opponent of, the practice of burning widows alive; from the original Bungla. Calcutta. 1818.

8. Translation of the Moonduk Opunishad of the Uthurvu-Ved, according to the gloss of the celebrated Shunkuracharyu. Calcutta: D Lankheet, Times Press, 1819. 25 pp.

২৫ মার্চ ১৮১৯ তারিখের Supplement to *Government Gazette*-এ ইহার সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

9. Translation of the Kut'h-Opunishud of the Ujoor-Ved, according to the gloss of the celebrated Sunkuracharyu. Calcutta, 1819. 40 pp.

10. An Apology for the Pursuit of Final Beatitude, independently of Brahmunical Observances. By Ram Mohun Roy Calcutta Printed at the Baptist Mission Press, Circular Road 1280. 4 pp.

* ইহা ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের *An Apology for the present system of Hindoo Worship* পুস্তকের উত্তরে রচিত। মৃত্যুঞ্জয়ের ইংরেজী পুস্তকখানি ১৩৪৬ সালে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত 'মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী'তে স্থান পাইয়াছে।

ইহার আখ্যা-পত্রে প্রকাশকালটি ইং ১৮২০ স্থলে ভ্রমক্রমে "1280" ছাপা হইয়াছে।

11. A Second Conference between an advocate and an opponent of, the practice of burning widows alive. Translated from the original Bengalee. Calcutta: Printed at the Baptist Mission Press,—Circular Road. 1820.

12. The Precepts of Jesus, the Guide to Peace and Happiness; extracted from the Books of the New Testament, ascribed to the four Evangelists. With translations into Sungscrit and Bengalee. Calcutta: Printed at the Baptist Mission Press, Circular Road. 1820. iv+82 pp.

এই পুস্তকের আখ্যা-পত্রে সংস্কৃত ও বাংলা অনুবাদের কথা আছে, কিন্তু তাহা আর মুদ্রিত হয় নাই। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রাখালদাস হালদার এই পুস্তকের বঙ্গানুবাদ 'যীশুপ্রণীত হিতোপদেশ' নামে প্রকাশ করেন।

13. An Appeal to the Christian Public in Defence of the "Precepts of Jesus," by A Friend to Truth. Printed at Calcutta: 1820. 20 pp.

14. Second Appeal to the Christian Public, in defence of the "Precepts of Jesus." By Rammohun Roy. Calcutta: Printed at the Baptist Mission Press, Circular Road. 1821. 178 pp.

১ আগষ্ট ১৮২১ তারিখে 'ক্যালকাটা জর্ণালে' ইহা সমালোচিত হয়।

15. The Brahmunical Magazine: or, the Missionary and the Brahmun. Being a vindication of the Hindoo Religion against the attacks of Christian Missionaries. By Shivu-Prusad Surma. Nos. 1, 2 & 3. 1821.

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ইহার প্রথম তিন সংখ্যা ইংরেজী-বাংলায় প্রকাশিত হয়। তাহার পর আর বাংলা অংশ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন ঘটে নাই। দুই বৎসর পরে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর ৪র্থ সংখ্যা কেবল ইংরেজীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পৃ. সংখ্যা ২০; আখ্যা-পত্রটি এইরূপ:—

> **The Brahmunical Magazine: or, The Missionary and the Brahmun. To be continued occasionally. No. IV. By Shivu-Prusad Surma. Calcutta, 1823.**

'ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিনে'র ১ম-৩য় সংখ্যা ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে পুনর্মুদ্রিত হয় (পৃ. ৩+৪১)। এই সংস্করণে বাংলা অংশ বর্জ্জিত হইয়াছিল; তাহার কারণ সম্বন্ধে ২য় সংস্করণের ভূমিকায় এইরূপ উল্লেখ আছে :—

> ...*the 3rd No. of my Magazine has remained unanswered for nearly two years. During that long period the Hindoo community (to whom the work was particularly addressed and therefore printed both in Bengallee and English) have made up their minds that the arguments of the BRAHMUNICAL MAGAZINE are unanswerable ; and I now republish, therefore, only the English translation, that the learned among Christians, in Europe as well as in Asia, may form their opinion on the subject.*

16. **Brief Remarks regarding modern encroachments on the ancient rights of Females, according to the Hindoo Law of Inheritance. By Rammohun Roy. Calcutta : Printed at the Unitarian Press. 1822.**

১৮ জানুয়ারি ১৮২২ তারিখের *Calcutta Journal* পত্রে ইহা সমালোচিত হইয়াছে।

17. **Final Appeal to the Christian Public in Defence of the "Precepts of Jesus." Calcutta, Dhurmtollah, Unitarian Press, January 30, 1823. vii+379 pp.**

18. **Humble Suggestions to his countrymen who believe in the One True God. By Prusunnu Koomar Thakoor. Calcutta : 1823.**

ইহার ইংরেজী ও বাংলা অংশ একত্রে প্রকাশিত হয়। ১৫ মার্চ ১৮২৩ তারিখের 'ক্যালকাটা জর্ণালে' ইহা সমালোচিত হইয়াছে।

19. **Petitions against the Press Regulations :**

   (a) ***Memorial to the Supreme Court.*** **March 1823.**

এই আবেদনপত্রখানি ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্ণালে'র ৫৮১-৮৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

   (b) ***Appeal to the King in Council.*** **1825.**

এই আবেদনপত্রখানি সম্বন্ধে একটি ভুল আমাদের মধ্যে চলিতেছে। এই ভুলের সূত্রপাত হয় রামমোহন-জীবনীতে মিস কলেটের নিম্নলিখিত উক্তি হইতে :—

> "The Privy Council in November 1825, after six months' consideration, declined to comply with the petition, presented by Mr. Buckingham, late of the Calcutta Journal, against the Press Ordinance of 1823." (P. 105.)

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে এদেশবাসীর এই আবেদনপত্র বাকিংহামও দাখিল করেন নাই, "প্রিভি কাউন্সিলে" উপস্থাপিত করিবার জন্যও রচিত হয় নাই, উহা বোর্ড অব কন্ট্রোলের মারফৎ সম্রাট চতুর্থ জর্জের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল।

20. A Few Queries for the Serious Consideration of Trinitarians. Part I. Calcutta, May 9, 1823. 8 pp.

21. A Few Queries for the Serious Consideration of Trinitarians. Part II. Calcutta, May 12, 1823. 8 pp.

22. Two Dialogues. Calcutta, May 16, 1823. 8 pp.

(*a*) Dialogue First between a Trinitarian Missionary and Three Chinese Converts.

(*b*) Dialogue Second between a Unitarian Minister and an Itinerant Bookseller.

ইহার প্রথমটি রামমোহন রায়ের রচনা। দ্বিতীয়টি রাইট (Wright) নামে এক জন সাহেবের রচনা—১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের *Monthly Repository*…তে ইহার উল্লেখ আছে।

পূর্ব্বোল্লিখিত তিনখানি পুস্তিকা (নং ২০-২২) ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যা *Modern Review* পত্রে (পৃ. ৬২৪-২৮) পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এগুলির মূল সংস্করণ রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে আছে।

23. A Vindication of the Incarnation of the Deity, as the common basis of Hindooism and Christianity, against the Schismatic attacks

of R. Tytler, Esq., M. D....By Ram Doss. Calcutta : Printed by S. Smith and Co., Hurkaru Press. 1823.

24. **A Letter on European Education. Calcutta, 11 December 1823.**

এই পত্রখানি রামমোহন বিশপ হেবারের মারফৎ গবর্ণর-জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। হেবার লিখিয়াছেন :—

> "Rammohun Roy, a learned native, who has sometimes been called, though I fear without reason, a Christian, remonstrated against this [Orientalist] system last year, in a paper which he sent me to be put into Lord Amherst's hands, and which, for its good English, good sense, and forcible arguments, is a real curiosity, as coming from an Asiatic."—*Journal*, ii. 888.

এই পত্রের প্রতিলিপি বাংলা-গবর্মেণ্টের দপ্তরখানায় (*Copy book of Letters Received and Issued by the General Committee of Public Instruction*, 1823-24, pp. 42-50) রক্ষিত আছে। H. Sharp-সম্পাদিত *Selections from Educational Records* গ্রন্থের ৯৮-১০১ পৃষ্ঠাতেও ইহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

রামমোহনের এই পত্র সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের বা জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকশনের মন্তব্য আমি সর্ব্বপ্রথম সরকারী দপ্তর হইতে প্রকাশ করি; যাঁহারা ইহা পাঠ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে ১৯২৯ সনের মে সংখ্যা 'মডার্ণ রিভিয়ু'র ৬৫০ পৃষ্ঠা অথবা *J. B. O. R. S.*-এ প্রকাশিত (Vol. xvi. pt. II) "Rammohun Roy as an Educational Pioneer" প্রবন্ধের ১৬৯-৭০ পৃঃ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

25. **A letter to the Reverend Henry Ware on the Prospects of Christianity in India. Calcutta, 1824.**

26. **Translation of a Sunscrit Tract on different modes of worship. By a Friend of the Author. Calcutta : 1825.**

27. **Bengalee Grammar in the English Language. By Rammohun Roy. Calcutta : Printed at the Unitarian Press, 1826. 140 pp.**

28. **A Translation into English of a Sunskrit Tract, inculcating the divine worship ; esteemed by those who believe in the revelation of the**

Veds as most appropriate to the nature of the Supreme Being. Calcutta : 1827.

29. Answer of a Hindoo to the question, "Why do you frequent a Unitarian Place of worship instead of the numerously attended Established Churches ?" 1827.

মিস কলেট রামমোহন-জীবনীতে লিখিয়াছেন, "Towards the close of the year, he published a little tract entitled *Answer of a Hindoo*...It bears the signature of Chundru Shekhur Dev, a disciple of Rammohun ; but, as Mr. Adam informed Dr. Tuckerman in a letter dated Jan. 18, 1828, it was entirely Rammohun's own composition." (P. 127.)

30. Symbol of the Trinity. 1828 (?)

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্ণালে' (পৃ. ১১-১২) রামমোহনের এই রচনাটি মুদ্রিত হইয়াছে।

31. The Universal Religion : Religious Instructions founded on Sacred authorities. Calcutta : 1751 s. [1829.]

32. The Padishah of Delhi to King George the Fourth of England. Feb. 1829.

রামমোহন কর্তৃক রচিত এই আবেদনপত্রখানি আমার *Rajah Rammohu Roy's Mission to England* (1926) পুস্তকের ৫১-৮৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

33. Petition to the Government against Regulation III of 1828 for the resumption of Lakheraj Lands. 1829 (August ?)

ইহা ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্ণালে' (Asiatic Intelligence,—Calcutta, pp. 203-5) মুদ্রিত হইয়াছে। ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮২৯ তারিখে গবর্মেণ্ট এই আরজী নামঞ্জুর করেন।

এই আরজীখানি রামমোহনের রচনা বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

উইলিয়ম অ্যাডাম তাঁহার *A Lecture on the Life and Labours of Rammohun Roy* পুস্তিকায় এই আইন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

> "Rammohun Roy instantly placed himself at the head of the native land-holders of Bengal, Behar, and Orissa, and in a petition of remonstrance to Lord William Bentinck, Governor-General, protested against such arbitrary and despotic proceedings. The appeal was unsuccessful in India, was carried to England, and was there also made in vain ; ...Rammohun Roy, both in India and England, raised his powerful and warning voice on behalf of his countrymen whom he loved, and on behalf of the British Government to which he was in heart attached,..."

34. **Address to Lord William Bentinck, Governor-General of India, upon the passing of the Act for the abolition of the Suttee. 1830.**

এই মানপত্রখানি রামমোহনের রচনা বলিয়া ধরা হয়। ১৮ জানুয়ারি ১৮৩০ তারিখের *Government Gazette* পত্রে ইহার ইংরেজী ও বাংলা উভয় অংশই প্রথম প্রকাশিত হয়, পরবর্তী ২৩ জানুয়ারি তারিখে শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' (তখন দ্বিভাষিক) উহা উদ্ধৃত করেন। মানপত্রের বাংলা অংশও রামমোহনের রচনা হওয়া বিচিত্র নয়।

35. **Abstract of the arguments regarding the burning of widows, considered as a religious rite. Calcutta, 1830.**

36. **Essay on the rights of Hindoos over ancestral property, according to the Law of Bengal. Calcutta, 1830. 47 pp.**

ইহা ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩০ তারিখের *Bengal Chronicle* পত্রে সমালোচিত হইয়াছে।

37. **Counter-petition to the House of Commons to the memorial of the advocates of the Suttee.**

ইহা ৩০ নবেম্বর ১৮৩০ তারিখের *Bengal Chronicle* পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। 'এশিয়াটিক জর্নালে'ও (May 1831, Asiatic Intelligence,—Calcutta, pp. 20-21) ইহা প্রকাশিত হয়।

88. **The English in India should adopt Bengali as their language. (Unpublished)**

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যা 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে (পৃ ৬৩৫-৩৬) আমি ইহা প্রকাশ করিয়াছি।

89. **Hindu authorities in favour of slaying the Cow and eating its flesh.**

এই প্রবন্ধটি সম্বন্ধে শ্রীসুকুমার হালদার ১৮৭৫ শকের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (পৃ. ৬৩) লিখিয়াছেন :—

> "আমার পিতা ৺রাখালদাস হালদার...ইং ১৮৬১ খৃঃ তিনি উচ্চ শিক্ষালাভার্থ বিলাত গমন করেন। তথায় প্রবাসকালে তিনি রামমোহন রায়ের পরম বন্ধু Mr. William Adam-এর নিকট হইতে রাজার স্বহস্তলিখিত একটি প্রবন্ধ প্রাপ্ত হন। প্রবন্ধটির বিষয়—"Hindu authorities in favour of slaying the cow and eating its flesh." ইহাতে অপর হস্তে ইংরাজী ভাষায় লিখিত একটি অসম্পূর্ণ ভূমিকা ছিল। ইং ১৮৮৭ খৃঃ আমার পিতার মৃত্যুর পর কাগজগুলি আমার নিকটেই ছিল। কয়েক বৎসর হইল আমি ঐগুলি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক মহাশয়কে পাঠাইয়াছিলাম। এক্ষণে কাগজগুলি তাঁহারই নিকটে আছে।"

রামমোহনের এই প্রবন্ধটি এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। ইহা প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ENGLISH WORKS.

রামমোহনের ইংরেজী-গ্রন্থাবলীর মধ্যে এই তিনখানি উল্লেখ-যোগ্য :—

(a) **The English Works of Raja Ram Mohun Roy.** Edited by Jogendra Chunder Ghose. Vol. I (Aug. 1885), Vol. II (1887.)

(b) **The English Works of Raja Rammohun Roy.** Panini Office. 1906.

রামমোহনের কতকগুলি পত্র 'তুহ্ ফাৎ-উল্-মুয়াহ্ হিদীন'-এর ইংরেজী অনুবাদ ও শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-লিখিত গ্রন্থকারের জীবনী ছাড়া, এই সংস্করণ শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ মাত্র।

(c) Tht English Works of Raja Rammohun Roy (Social and Educational). The Centenary Edition. May 1934.

ইহাতে মুদ্রিত *Some Remarks in vindication of the resolution passed by the Government of Bengal in 1829*··· এবং *Bengalee Grammar in the English Language* পুস্তক দুইখানি রামমোহনের অন্যান্য গ্রন্থাবলীতে স্থান পায় নাই।

বিলাত হইতে প্রকাশিত :—

1. Translation of an Abridgment of the Vedant, or, Resolution of all the Veds ; the most celebrated and revered work of Brahminical Theology. Likewise a Translation of the Cena Upanishad, one of the chapters of the Sama Veda ; according to the gloss of the celebrated Shancaracharya, establishing the unity and the sole omnipotence of the Supreme Being ; and that He alone is the object of worship. By Rammohun Roy. London : Printed for T. and J. Hoitt, Upper Berkeley Street, Portman Square. 1817.

ইহাতে রামমোহনের মনিব-বন্ধু জন্ ডিগবীর ভূমিকা ও রামমোহনের একখানি পত্র স্থান পাইয়াছে। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে।

2. The Precepts of Jesus the Guide to Peace and Happiness, extracted from the Books of the New Testament ascribed to the Four Evangelists to which are added the First and Second Appeal to the Christian Public, in reply to the Observations of Dr. Marshman, of Serampore. London, 1823.

3. Final Appeal to the Christian Public in Defence of the "Precepts of Jesus." London, Hunter, 1823.

4. Answers to Queries by the Rev. H. Ware, of Cambridge, U. S., printed in "Correspondence relative to the Prospects of

Christianity, and the Means of promoting its Reception in India." London : C. Fox. 1825.

5. Treaty with the King of Delhi. Decision thereon by the Governor General of India, Reports of the British Resident and Political Agent at Delhi ; with Remarks. London : Printed by John Nichols, 47, Tottenham Court Road. 1831.

ইহা ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি সংখ্যা *Modern Review* পত্রের ৪৯-৬১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

6. Some Remarks in vindication of the Resolution passed by the Government of Bengal in 1829 abolishing the practice of Female Sacrifices in India. Nichols and Sons, Printers, Earl's Court, Cranbourn Street, Leicester Square. London [1831 Sep. ?] 8+4 pp.

ইহা সর্ব্বপ্রথম ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ সংখ্যা *Modern Review* পত্রে (পৃ. ২৭২-৭৬) পুনর্মুদ্রিত হয়। ইহার এক খণ্ড লাহোর ফোরম্যান খ্রীষ্টান কলেজ লাইব্রেরিতে আছে।

7. Essay on the Right of Hindoos over Ancestral Property, according to the Law of Bengal. By Rajah Rammohun Roy. Second Edition : with an appendix, containing Letters on the Hindoo Law of Inheritance. Calcutta : Printed, 1830. London : Smith, Elder, and Co., 65, Cornhill. 1832.

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে লণ্ডন-সংস্করণে প্রদত্ত "Appendix" অংশটি ছিল না।

8. Exposition of the practical operation of the Judicial and Revenue Systems of India, and of the general character and condition of its native inhabitants, as submitted in evidence to the authorities in England. With Notes and Illustrations. Also a brief Preliminary sketch of the ancient and modern boundaries, and of the history of that country. Elucidated by a Map. By Rajah Rammohun Roy. London : Smith, Elder and Co., Cornhill. 1832.

9. **Answers of Rammohun Roy to Queries on the Salt Monopoly. March 19, 1832.**

Parliamentary Papers of 1831-32 (Vol. XI, pp. 685-86) হইতে আমি ইহা ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মে সংখ্যা 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে (পৃ ৫৫৩-৫৫) পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি।

10. **Translation of several Principal Books, Passages, and Texts of the Veds, and of some controversial works on Brahmunical Theology. By Rajah Rammohun Roy. Second Edition. London: Parbury, Allen & Co. 1832. 282 pp.**

11. **Appeal to the British Nation against a violation of common justice and a breach of public faith by the Supreme Government of India with the Nativé Inhabitants. London. [1832 ?]**

এই পুস্তিকার এক খণ্ড লাহোর ফোরম্যান খ্রীষ্টান কলেজ-লাইব্রেরিতে আছে।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট লাখেরাজ বা নিষ্কর ভূমি-সংক্রান্ত আইন সম্বন্ধে এদেশবাসীর আবেদন অগ্রাহ্য করেন—এ-কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিলাতে অবস্থানকালে রামমোহন অন্যতম সঙ্গী রামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের নামে এ-বিষয়ে কোর্ট অব ডিরেক্টরদের নিকট আপীল করিয়াছিলেন। ইহাতে কোন ফল না পাইয়া তিনি শেষে ব্রিটিশ জনসাধারণকে সচেতন করিবার মানসে রামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের নামে আলোচ্য পুস্তিকাখানি প্রচার করেন। এই পুস্তিকায়, বঙ্গীয় গবর্মেণ্টকে প্রেরিত আবেদনপত্র (নং ৩৩ দ্রষ্টব্য) ছাড়া পূর্ব ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্তসার, বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট ও কোর্ট অব ডিরেক্টরদের উত্তর ও আরও কিছু সংবাদ ও মন্তব্যাদি স্থান পাইয়াছে। ৪ অক্টোবর ১৮৩৩ তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রে ইহা পুনর্মুদ্রিত হয়।

বিলাতের *Times* পত্র এই ব্যাপারে বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট ও কোর্ট অব ডিরেক্টরদের আচরণ সম্বন্ধে ৬ই ও ১৩ই এপ্রিল ১৮৩৩ তারিখে সম্পাদকীয় স্তম্ভে মন্তব্য করেন। ইহা পাঠ করিয়া, সম্ভবতঃ ভারত-সরকারের কার্য্যাবলীর

সহিত পরিচিত জনৈক ব্যক্তি "A. B." স্বাক্ষরে বিলাতের 'এশিয়াটিক জর্ণালে' (জুন ১৮৩৩, পৃ. ১০৯-১১) "Case of Ram Rutton Muckerjah" নামক প্রবন্ধে প্রতিবাদ করেন। ইহার প্রত্যুত্তর "C D." স্বাক্ষরে পরবর্তী জুলাই সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্ণালে' (পৃ. ২১৪-১৮) প্রকাশিত হয়। এই প্রত্যুত্তরের লেখক খুব সম্ভব রামমোহন।

আলোচ্য পুস্তিকাখানি এবং 'টাইম্‌স' ও 'এশিয়াটিক জর্ণালে' প্রকাশিত পত্রাবলী শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার-সঙ্কলিত *Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India* পুস্তকের ৫১৩-২৮ পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

12. **Translation of the Creed maintained by the Ancient Brahmins, as founded on the Sacred Authorities. Second Edition, reprinted from the Calcutta Edition.** London : Nichols and Son 1833. 15 pp.

13. **Autobiographical Sketch.** October., 1833.

রামমোহনের মৃত্যুর পর স্যাণ্ডফোর্ড আর্নট ৫ অক্টোবর ১৮৩৩ তারিখে বিলাতের *Athenaeum* পত্রে (পৃ ৬৬৬-৬৮) রামমোহনের জীবন-কথার সহিত এই আত্মজীবনী প্রকাশ করেন।* তিনি লিখিয়াছেন :—

"The Rajah gave this brief sketch of his life, shortly before he proceeded to France in the autumn of last year (1832), and it may serve to the public a general idea of his history, until a complete account of his life, character, and opinions, be compiled from the memoranda he has left behind him, his published works and the recollections of his friends. But a few particulars in illustration of the above sketch, by one who was for years in habits of daily confidential communication with him, both

* ২৮ ডিসেম্বর ১৯৩৩ তারিখের পাক্ষিক *Onward* পত্রের রামমোহন-সংখ্যায় "English Appreciation of Rammohun Roy" নামে আমি ইহা প্রকাশ করিয়াছি।

before and since his arrival in England, may gratify the rational curiosity of the public, regarding this eminent and truly remarkable man."

মিস কলেট এই আত্মজীবনীকে "spurious 'autobiographical letter' published by Sandford Arnot" বলিয়াছেন (*Life and Letters of Raja Rammohun Roy*, p. 7n.) কিন্তু কেন তিনি ইহাকে জাল মনে করেন, তাহার কোন কারণ উল্লেখ করেন নাই।

বাংলা-ইংরেজী পত্রাবলী

রামমোহনের জীবনচরিতগুলিতে, সরকারী দপ্তরে এবং সাময়িক পত্রাদিতে তাঁহার লিখিত যে-সকল পত্র আমার নজরে পড়িয়াছে, তাহার একটি তালিকা সংকলন করিয়া দিলাম।—

সাঙ্কেতিক শব্দ।—নগেন্দ্রনাথ = নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-কৃত 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত', কলেট = S. D. Collet : *Life and Letters of Raja Rammohun Roy*, 2nd ed.; মেরী কার্পেন্টার = Mary Carpenter : *The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy*, 2nd ed.; Panini = The English Works of Raja Rammohun Roy, pub. by the Panini office, Allahabad (1906) ; Banerjee = Brajendra Nath Banerjee : *Rajah Rammohun Roy's Mission to England* (1926) ; Majumdar = J. K. Majumdar : *Rammohun Roy and Progressive Movements in India* (1941) ; *M. R.* = *The Modern Review*.

তারিখ	কাহাকে লিখিত	কোথায় মুদ্রিত
১২ চৈত্র, ১২০২ [২২ মার্চ ১৭৯৬]	মৌজে সাহানপুরের কর্ম্মচারী	নগেন্দ্রনাথ
১২ ফাল্গুন ১২০৪ [২১ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৮]	মৌজে কাবিলপুরের কর্ম্মচারী	ঐ
১৯ ফাল্গুন ১২০৫ [২৮ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৯]	অভয়চরণ দত্ত, কর্ম্মচারী	ঐ

12 April	1809	Governor-General Minto	*M. R.* June 1929
	? 1816	John Digby	London ed. of the *Abridgment of the Vedant,...* (1817) ; Collet, p. 86.
5 Sep.	1820	V. Blacker	Panini ; *M. R.* March 1932
	? 1821	Rev. Thos. Belsham	*M. R.* March 1932
11 Aug.	1821	James Silk Buckingham	Panini
17 Oct.	1822	..., Baltimore	Panini ; *M. R.* March 1932
9 Dec.	1822	do.	do.
15 Dec.	1822	John Bowring	*M. R.* June 1927 (p. 764)
15 Feb.	1823	[Capt. Gowan ?]	*M. R.* March 1932
5 Feb.	1824	W. Ward, Jun. of Medford	*M. R.* July 1942
4 June	1824	Dr. T. Rees	Panini
7 Feb.	1827	J. B. Estlin, Bristol	Mary Carpenter
9 Oct.	1827	—	R. Rickard's *India* ; Panini ; *M. R.* July 1929
23 Nov.	1827	—	do.
8 Dec.	1827	—	do.
18 Jan.	1828	[Dr. Tuckerman ?]	Collet, p. 124
18 Aug.	1828	J. Crawfurd	Collet, p. 153
28 Feb.	1829	Chief Secy. to Govt.	Banerjee
26 Oct.	1829	do.	do.
8 Jan.	1830	Governor-General Bentinck	do.
7 March	1830	Secy. Stirling	do.
? Sept.	1830	Governor-General Bentinck	do. ; Collet
10 Nov.	1830	Delhi Heir-apparent	do.
1 May	1831	Jeremy Bentham	*Hindusthan Standard* Pujah Special for Oct. 1939, p. 41.
10 May	1831	J. B. Estlin	Mary Carpenter
25 June	1831	Chairman and Depy. Chairman, E. I. Co.	*M. R.* Janv. 1929

1 Aug.	1831	Garcin de Tassy	*Appendice aux Rudimens de la Langue Hindustani* Paris 1833.*
6 Sep.	1831	Chairman and Dy. Chairman, E. I. Co.	*M. R.* Jany. 1929
11 Oct.	1831	Sir Chas. Grant President, Board of Control	do
21 Oct.	1831	Hyde Villiers, Secy. B. Control	do.
4 Nov.	1831	Sir Chas. Grant	*M. R.* Feb. 1929
7 Nov.	1831	do.	do
22 Dec.	1831	T. Hyde Villiers, Secy. India Board	*M. R.* Oct. 1928
2[illegible] Dec.	1831	do.	do.
'		The Minister of Foreign Affairs of France, Paris.	do.
5 March	1832	Mrs. Belnos	'প্রবাসী', কার্তিক ১৩৩৯, পৃ. ৪৮
31 March	1832	Miss Kiddell	Mary Carpenter
16 April	1832	C. W. Wynn, M. P.	*M. R.* Oct. 1939
19 April	1832	do.	do.
27 April	1832	Mrs. Woodforde	Mary Carpenter

* এই পুস্তকের ৩১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ১৪ নং পত্রখানি রামমোহনের, ইহা উর্দুতে লিখিত; পূর্ব্ব-পৃষ্ঠায় ইহার ফরাসী অনুবাদও দেওয়া আছে। এই পত্র পাঠে জানা যায়, রামমোহন তিন মাসের অধিক ইংলণ্ডে রহিয়াছেন, শীঘ্রই তাঁহার প্যারিসে যাইবার ইচ্ছা আছে, এবং তাসির সাহায্য পাইলে সেজির (Chezyর) সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন।

Histoire de la Litterature Hindoui et Hindustani (1839, tome i. 413-17) পুস্তকে তাসি লিখিয়াছেন, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে রামমোহন ফ্রান্সে গমন করেন; তাসি তাঁহাকে প্যারিসে দেখিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট হইতে ইংরেজী ও হিন্দুস্থানীতে লিখিত অনেক পত্র পাইয়াছেন।

31 July	1832	Wm. Rathbone	Mary Carpenter
(Aug. ?)	1832	—	*India Gaz.* 22 Jan. 1833 Majumdar.
(Aug. ?)	1832	—	*India Gaz.* 28 Jan. 1833 *M. R.* June 1932
২২ সেপ্টেম্বর	১৮৩২	রামপ্রসাদ রায়	Mary Carpenter (3d ed., p. 185)
31 Jany.	1833	Mr. Woodforde	Mary Carpenter
7 Feb.	1833	Miss Kiddell, Bristol	do.
14 May	1833	do.	do.
12 June	1833	do.	do.
(June?)	1833	do.	do.
22 June	1833	Miss Castle	do.
9 July	1833	Miss Kiddell	Mary Carpenter
9 July	1833	Miss Castle	do.
19 July	1833	Miss Ann Kiddell	do.
19 July	1833	Miss Castle	do.
23 July	1833	Court of Directors	*M. R.* Oct. 1929
24 July	1833	Miss Ann Kiddell	Mary Carpenter
16 Aug.	1833	do.	do.
22 Aug.	1833	Mr. Woodforde	do.

মিস্ মূরের (Adrienne Moore-এর) *Rammohun Roy and America* পুস্তকে সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত রামমোহনের আরও কয়েকখানি পত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় (পৃ. ৭২, ৮৯, ১৫০--৫১) ; সেগুলির তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

***Christian Register* :**

1. Rammohun Roy to David Reed, editor of the *Christian Register*. Published on December 7, 1821, p. 65.

2. Rammohun Roy to "A gentleman in this city [i. e., Boston] who has lately visited him in Calcutta and who became acquainted with him there." Vol. I, p. 107 (February 14, 1828).

3. Rammohun Roy to David Reed, in answer to three specific questions asked him by David Reed. Vol. III, p. 154 (May 7, 1824).

4. Rammohun Roy to "a gentleman in this country and politely forwarded to us during the past week." Letter dated Calcutta, December 28, 1824. Vol. VI, p. 66.

5. Rammohun Roy to the Boston India Association, December, 1825, acknowledging receipt of money sent for the Unitarian Chapel in Calcutta. The letter is recorded, but not quoted, in *Christian Register*, April 22, 1826.

The Times, London :

1 Rajah Rammohun Roy to the editor. [A correction of the statements of the "Correspondent."] June 15, 1831. 5 c.

2 Letter from Rammohun Roy. [Letter asking that no further comment be made on him until he is well enough to speak for himself.] June 16, 1831. 3 b.

3. Rajah Rammohun Roy, a letter to the editor. October 9, 1833. 3 d.

Christian Reformer or Unitarian Magazine, London :

1. Letter from Rammohun Roy to William Alexander, dated July 16, 1831. Vol. III, p. 466 (1835).

রামমোহনের বাণী

[ইংরেজী রচনা ও পত্রাবলী হইতে]

Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be, ultimately successful.—Letter dated August 11, 1821 to J. S. Buckingham.

*   *   *

Wise and good men always feel disinclined to hurt those that are of much less strength than themselves, and if such weak creatures be dependent on them and subject to their authority, they can never attempt, even in thought, to mortify their feelings.

We have been subjected to such insults for about nine centuries, and the cause of such degradation has been, our excess in civilization and abstinence from the slaughter even of animals ; as well as our division into caste which has been the source of want of unity among us.—*The Brahmunical Magazine.* Preface to the 1st Edition.

*   *   *

Every good Ruler, who is convinced of the imperfection of human nature, and reverences the Eternal Governor of the world, must be conscious of the great liability to error in managing the affairs of a vast empire ; and therefore he will be anxious to afford every individual the readiest means of bringing to his notice whatever may require his interference. To secure this important object, the unrestrained Liberty of Publication, is the only effectual means that can be employed. And should it

ever be abused, the established Law of the Land is very properly armed with sufficient powers to punish those who may be found guilty of misrepresenting the conduct or character of Government, which are effectually guarded by the same Laws to which individuals must look for protection of their reputation and good name.—Memorial to the Supreme Court.

*

Asia unfortunately affords few instances of Princes who have submitted their actions to the judgment of their subjects, but those who have done so, instead of falling into hatred and contempt, were the more loved and respected, while they lived, and their memory is still cherished by posterity; whereas more despotic Monarchs, pursued by hatred in their lifetime, could with difficulty escape the attempts of the rebel or the assassin, and their names are either detested or forgotten....

A Government conscious of rectitude of intention, cannot be afraid of public scrutiny by means of the Press, since this instrument can be equally well employed as a weapon of defence, and a Government possessed of immense patronage, is more especially secure, since the greater part of the learning and talent in the country being already enlisted in the service, its actions, if they have any shadow of Justice, are sure of being ably and successfully defended....

A Free Press has never yet caused a revolution in any part of the world, because, while men can easily represent the grievances arising from the conduct of the local

authorities to the supreme Government, and thus get them redressed, the grounds of discontent that excite revolution are removed; whereas, where no freedom of the Press existed, and grievances consequently remained unrepresented and unredressed, innumerable revolutions have taken place in all parts of the globe, or if prevented by the armed force of the Government, the people continued ready for insurrection....

It is well known that despotic Governments naturally desire the suppression of any freedom of expression which might tend to expose their acts to the obloquy which ever attends the exercise of tyranny or oppression, and the argument they constantly resort to, is, that the spread of knowledge is dangerous to the existence of all legitimate authority, since, as a people become enlightened, they will discover that by a unity of effort, the many may easily shake off the yoke of the few, and thus become emancipated from the restraints of power altogether, forgetting the lesson derived from history, that in countries which have made the smallest advances in civilization, anarchy and revolution are most prevalent—while on the other hand, in nations the most enlightened, any revolt against government which have guarded inviolate the rights of the governed, is most rare, and that the resistance of a people advanced in knowledge, has ever been—not against the existence,—but against the abuses of the Governing power.... In fact, it may be fearlessly averred, that the more enlightened a people become, the less likely are they to revolt against the governing power, as long as it is exercised with justice tempered with mercy, and the rights and

privileges of the governed are held sacred from any invasion.—Appeal to the King in Council.

* * *

I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest. The distinction of castes, introducing innumerable divisions and sub-divisions among them has entirely deprived them of patriotic feeling, and the multitude of religious rites and ceremonies and the laws of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise...It is, I think, necessary that some change should take place in their religion, at least for the sake of their political advantage and social comfort.—Letter dated 18 January 1828 to Dr. Tuckerman (?)

* * *

The struggles are not merely between the reformers and anti-reformers, but between liberty and tyranny throughout the world; between justice and injustice, and between right and wrong. But from a reflection on the past events of history, we clearly perceive that liberal principles in politics and religion have been long gradually, but steadily, gaining ground, notwithstanding the opposition and obstinacy of despots and bigots.—Letter dated 27 April 1832 to Mrs. Woodforde.

* * *

Turning generally towards One Eternal Being, is like a natural tendency in human beings and is common to all individuals of mankind equally. And the inclination of each sect of mankind to a particular God or Gods, holding

certain especial attributes, and to some peculiar forms of worship or devotion, is an excrescent quality grown (in mankind) by habit and training.—*Tuhfat.* Introduction.

It is to be seen that the truth of a saying does not depend upon the multiplicity of the sayers and the non-reliability of a narration cannot arise simply out of the paucity of the number of the narrators.—*Tuhfat.*

* * *

I hope it will not be presumed that I intend to establish the preference of my faith over that of other men. The result of controversy on such a subject, however multiplied, must be ever unsatisfactory; for the reasoning faculty, which leads men to certainty in things within its reach, produces no effect on questions beyond its comprehension —*Trans. of an Abridgment of the Vedant.* Introduction.

* * *

I have often lamented that, in our general researches into theological truth, we are subjected to the conflict of many obstacles. When we look to the traditions of ancient nations, we often find them at variance with each other, and when, discouraged by this circumstance, we appeal to reason as a surer guide, we soon find how incompetent it is, alone, to conduct us to the object of our pursuit. We often find that, instead of facilitating our endeavours or clearing up our perplexities, it only serves to generate a universal doubt, incompatible with principles on which our comfort and happiness mainly depend. The best method perhaps is, neither to give ourselves up exclusively to the guidance of the one or the other; but by a proper use of the lights furnished by both, endeavour to improve

our intellectual and moral faculties, relying on the goodness of the Almighty Power, which alone enables us to attain that which we earnestly and diligently seek for.—*Trans. of the Cena Upanishad.* Introduction.

* * *

I have found the doctrines of Christ more conducive to moral principles, and better adapted for the use of rational beings, than any others which have come to my knowledge. —Letter dated......1816 to John Digby.

* * *

In matters of religion particularly men in general, through prejudice and partiality to the opinions which they once form, pay little or no attention to opposite sentiments (however reasonable they may be) and often turn a deaf ear to what is most consistent with the laws of nature, and conformable to the dictates of human reason and divine revelation.—*The Precepts of Jesus.* Introduction.

* * *

No human acquirements can ever discover the nature even of the most common and visible things.—Letter dated 5 Septr. 1820 to V. Blacker.

* * *

Truth and true religion do not always belong to wealth and power, high names, or lofty palaces.—*The Brahmunical Magazine.* Preface to the 1st Edition.

* * *

It is well known to the whole world, that no people on earth are more tolerant than the Hindoos, who believe all men to be equally within the reach of Divine beneficence, which embraces the good of every religious sect and

denomination.—*The Brahmunical Magazine.* Preface to the 2nd Edition.

* * *

If a body of men attempt to upset a system of doctrines generally established in a country, and to introduce another system, they are, in my humble opinion, in duty bound to prove the truth, or, at least, the superiority of their own....

My view of Christianity is, that in representing all mankind as the children of one eternal father, it enjoins them to love one another, without making any distinction of country, caste, colour, or creed.—Letter dated 17 October 1822 to a friend in Baltimore.

* *

As religion consists in a code of duties which the creature believes he owes to his Creator, and as "God has no respect for persons; but in *every nation*, he that fears him and *works righteousness*, is accepted with him;" it must be considered presumptuous and unjust for one man to attempt to interfere with the religious observances of others, for which he well knows, he is not held responsible by any law, either human or divine. Notwithstanding, if mankind are brought into existence, and by nature formed to enjoy the comforts of society and the pleasures of an improved mind, they may be justified in opposing any system, religious, domestic, or political, which is inimical to the happiness of society, or calculated to debase the human intellect; bearing always in mind that we are children of ONE Father, "who is above *all* and through

all and in us *all*."—*Final Apppeal to the Christian Public*, Preface.

* * *

There is a battle going on between reason, scripture and common sense; and wealth, power and prejudice. These three have been struggling with the other three.—Speech at the meeting of the Unitarian Association, London.

* * *

The Vedas (or properly speaking, the spiritual parts of them) uniformly declare, that man is prone by nature, or by habit, to reduce the object or objects of his veneration and worship (though admitted to be unknown) to tangible forms, ascribing to such objects attributes, supposed excellent according to his own notions: whence idolatry, gross or refined, takes its origin, and perverts the true course of the intellect to vain fancies. These authorities, therefore, hold out precautions against framing a deity after human imagination, and recommend mankind to direct all researches towards the surrounding objects, viewed either collectively or individually, bearing in mind their regular, wise and wonderful combinations and arrangements, since such researches cannot fail, they affirm, to lead an unbiassed mind to a notion of a Supreme Existence, who so sublimely designs and disposes of them, as is everywhere traced through the universe. The same Vedas represent rites and external worship addressed to the planets and elementary objects, or personified abstract notions, as well as to deified heroes, as intended for

persons of mean capacity; but enjoin spiritual devotion, as already described, benevolence, and self-control, as the only means of securing bliss.—*Trans. of several Principal Books*,......Introduction.

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৪

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৭৮৭—১৮৪৮

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—কার্ত্তিক ১৩৩৭
দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রাবণ ১৩৪৯

মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৫.২৪—৭।৮।১৯৪২

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসরে নূতন পদ্ধতিতে বাঙালী জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি যাঁহারা নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের মধ্যে বাঙালীর নাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কতিপয় কর্ম্মচারী, শ্রীরামপুর চুঁচুড়া বর্দ্ধমান মালদহ ও কলিকাতার কয়েক জন ইউরোপীয় মিশনরী এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের উৎসাহ ও চেষ্টায় নূতন পথে বাঙালী যে জয়যাত্রা সুরু করিয়াছিল, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ কয়েক জন দেশহিতৈষী তাহাতে যোগদান করেন। নিজেদের সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা করিয়া নিজেরাই একটা পথ করিয়া লইবার প্রবল প্রবৃত্তি ও আগ্রহ তখন হইতেই বাঙালীরা দেখাইতে সুরু করে। এই চিন্তাশীল দেশনায়কদের মধ্যে তৎকালে যে দুই চারি জন প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। রামমোহন ও রাধাকান্তের নাম পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, কিন্তু ভবানীচরণের সমসাময়িক প্রতাপ ইঁহাদের কাহারও অপেক্ষা ন্যূন না হওয়া সত্ত্বেও তিনি কেন বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া গেলেন, তাহা জানিতে হইলে সমাজ-বিপ্লবের মূল সূত্রটি ধরিয়া আলোচনা করিতে হইবে। আমরা তাহা না করিয়া, ভবানীচরণ তাঁহার সমসাময়িক সমাজে ও সাহিত্যে কতখানি প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন, সমসাময়িক ইতিহাস হইতে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি। এই সকল অধুনা-বিস্মৃত

ইতিহাস হইতে এই সত্যটি স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, সাংবাদিক ও সুলেখক হিসাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। কিন্তু যাঁহারা পরবর্ত্তী কালে এই সকল বিষয়েও এই যুগের ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ভবানীচরণ তাঁহার প্রাপ্য সম্মান লাভ করেন নাই। এক শত বৎসর অতীত হইতে-না-হইতেই আমরা তাঁহার কথা প্রায় বিস্মৃত হইয়াছি।

সুতরাং বাংলা কথা-সাহিত্যের প্রথম প্রবর্ত্তক, সাহিত্যিক ভবানীচরণের জীবনকাহিনী বিবৃত করিবার সার্থকতা আছে। এই বিবরণ-সঙ্কলনে ভবানীচরণের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, তাঁহার পুত্রের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত একখানি জীবনচরিত হইতে আমরা বিশেষভাবে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

বাল্যজীবন

"...পরগনা উখড়ার অন্তঃপাতি নারায়ণপুর নিবাসী ৺রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ধনোপার্জ্জনাভিলাষে কলিকাতা নগরে সমাগত হইয়া প্রথমত টাকশালের পদবিশেষে নিযুক্ত থাকিয়া অল্পকাল মধ্যে স্বকীয় সদ্ব্যবহার ও শীলতা সাধুতায় সকলের নিকট গণ্য মান্য পূজ্য হইলেন।

"উক্ত মহাত্মার জ্যেষ্ঠপুত্র বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৯৪ সালের আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে উক্ত পরগনার উক্ত গ্রামে জন্ম পরিগ্রহ করেন,...। তিনি শৈশবকালে শিশু প্রামাণিক [অর্থাৎ, আদর্শ শিশু] হইয়া প্রিয়ভাবে ও শান্ত স্বভাবে সর্ব্বথা জনক জননীর ও ভ্রাতৃ ভগিনীর সহক্রীড়ক বয়স্ত বালকাবলির আনন্দপ্রদ হন, এইরূপে প্রতিনিয়ত প্রফুল্ল বদনে ক্রীড়া কৌতুকে কৌমারকাল যাপন করিলেন, তদনন্তর তাঁহার পিতা কলিকাতা মধ্যে কলুটোলা স্থানে

একখানি বাটী ক্রয় পূর্ব্বক তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগে বিদ্যারম্ভ করাইলেন, যদিচ তৎকালে এক্ষণকার ন্যায় বিদ্যাশিক্ষার সরল সরণি ছিল না সুতরাং সামান্য শিক্ষকের নিকট বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রবৃত্ত হইলেন তথাপি স্বকৃত সুকৃতি বশত স্বল্পকাল মধ্যেই সুকৃতী হইলেন অর্থাৎ বঙ্গীয় পারসীয় এবং ইংলণ্ডীয় অর্থকরী বিদ্যা তাঁহার অভ্যাসের অগ্রসারিণী হইল,…। তিনি উৎসাহ সত্বে উপায়রাহিত্য বশত বিদ্যা শিক্ষায় বিরত হইয়া পরিবার পালনে ভারাক্রান্ত পিতার সাহায্যার্থ ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে বিষয় কর্ম্মাভিষিক্ত হন।" (জীবনচরিত, পৃ. ১-৩)

"বাবু মহাশয় নবম বর্ষ বয়ঃক্রমে উপনীত ও দশম বর্ষে উদ্বাহিত হন, পরগনা উখড়ার অন্তঃপাতি মল্লিক নওয়াপাড়া গ্রাম নিবাসি ৺কালীকিঙ্কর মল্লিকের কন্যা সহিত তাঁহার প্রথম পরিণয় হয়, তাঁহার বিংশ বর্ষ বয়সে প্রথম পুত্র শ্রীযুত রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাহার দুই বৎসর অন্তরে দ্বিতীয় পুত্র রাজরাজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার চতুর্বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে উক্ত পত্নী দৈহিক পীড়োপলক্ষে গতপ্রাণা হন,…জনকের অনুল্লঙ্ঘ্য অনুমতিতে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন, তৎপত্নীগর্ভে শ্রীযুত নিমাইচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সতী নাম্নী কন্যার জন্ম পরিগ্রহ হয়।" (জীবনচরিত, পৃ. ১১)

বিষয়কর্ম্মের বিবরণ

"বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমত ডকেট কোম্পানির কার্য্যালয়ে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অল্পকাল মধ্যে স্বীয় পরিশ্রমে কার্য্যপারদর্শিতা ও কৃতজ্ঞতা গুণদ্বারা সাহেবের অনুগ্রহ লাভ করত সদর মেটের কর্ম্মে নিযুক্ত হন, তাহার এক বৎসর অন্তর ঐ কোসের মুৎসদ্দি হইলেন, এই রূপে কিয়ৎকালযাপন *

* "Bhobanichurn Bannerjee served me 11 years in the capacity of a Sircar."—J. Duckett. 21 Novr. 1814.

পরে শুভ কালের উদয়ে তাঁহার হৃদয়ে দিগ্‌দর্শনের প্রবৃত্তি উদয় পাইল··· তিনি পিত্রাদির প্রবোধোদরার্থ প্রচুরার্থ উপার্জনের প্রয়োজন জানাইয়া ১২২১ সালে সর উলিয়ম ক্যার সাহেবের সহিত পশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করিলেন,···পরে সাহেবের সহিত মিরাটে অবস্থিত হইয়া সময়ে২ তীর্থাদি ভ্রমণ করত মনস্থ করিলেন যে কিঞ্চিদর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক বদরিকাশ্রমাদি যেসকল দূরস্থ দুর্গম তীর্থ আছে তাহা দর্শনে যাইবেন কিন্তু এক দিবস মিরাটের মধ্যে কস্তচিৎ তীর্থাশ্রমির নিকট পুরাণ শ্রবণ কালে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রকরণে জ্ঞাতা হইলেন যে পিতৃ মাতৃ সেবনে ধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহির সর্ব্বতীর্থ দর্শনজাত সম্যক্ ফলোদয় হয়, পিতৃসেবাবিমুখ ব্যক্তির অনিষ্ট ব্যতীত তীর্থ দর্শনে অভীষ্ট লাভ হইতে পারে না, এই পৌরাণিক উপদেশে পরিশেষে তাঁহার হৃদয়স্থা প্রগল্‌ভা আশা সংযতা হইল, পরে পঞ্চম বৎসরে স্বধামে পুনরাগত হওত পিত্রাদির আনন্দবর্দ্ধন হইলেন, অনন্তর সর উলিয়ম ক্যার সাহেব মিরাট হইতে আসিয়া কলিকাতা দুর্গের মেজর জেনরলী পদাভিষিক্ত হইলে উক্ত মহাত্মা তাঁহার নিজের মুৎসদ্দি হন, কিয়ৎকালান্তরে তাঁহার বিলাত গমন প্রযুক্ত কৌন্সেলী কেম্পটন সাহেবের বাটীতে কার্য্যাভিষিক্ত হইলেন, কালান্তরে ঐ সাহেব বোম্বাই গমন করাতে তিনি সর চার্লস ডাইলি সাহেবের নিকট কলিকাতা পরমিটের দারোগাগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য দ্বারা সরকার বাহাদুরের অনেক২ লাভের সোপান দর্শন করাইলে সাহেব তৎপ্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রধান কলকিউলেটরের কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন, কালক্রমে ঐ সাহেবের পাটনা গমন ও ক্যার সাহেবের বিলাত হইতে প্রত্যাগমন প্রযুক্ত পরমিটের কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক উক্ত সাহেবের নিজকার্য্য করিতে লাগিলেন, তৎপরে দ্বিতীয়বার ঐ সাহেব বিলাতগামী হইলে তিনি বিশপ মিডিলটন সাহেবের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, পরে সুপ্রিম কোর্টের চিফ জুষ্টিস সর হেনিরি ব্লাপেট সাহেবের নিজের মুৎসদ্দি হইলেন, এক দিবস লার্ড বিশপ হিবর সাহেব তাঁহার কার্য্যদক্ষতা নির্লোভিতা সত্যবাদিতাদি সদ্‌গুণের কথা শ্রবণ করিয়া আহ্বান পূর্ব্বক নিজ কার্য্যে নিযুক্ত করেন, এবম্প্রকারে কিয়ৎকাল গত হইলে সর

ক্রাইষ্টফর পুলর সাহেব চিফ জুষ্টিসীপদে অভিষিক্ত হইয়া [illegible] তাঁহার গুণানুরাগ শ্রবণে গুণগ্রাহী সাহেব লার্ড বিশাপ সাহেবকে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে আনয়ন করত নিজ কার্য্যের ভারার্পণ করিলেন, তাহাতে তাঁহাকে কিয়ৎকালের জন্য উভয় স্থানীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল, কএক মাস পরে চিফ জুষ্টিস সাহেব লোকান্তরিত হইলে তিনি কেবল লার্ড বিশাপের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, ঐ কালে উক্ত সাহেব বিশাপ্স কালেজ নামক বৃহদ্বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তদধ্যক্ষতা পদে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন, কতক কাল ঐ কার্য্য করিয়া পরে শোলা দানার নিমক এজেণ্ট মেং জিনিং সাহেবের অধীনে শোলা দানার মধ্য ডিবিজনের সিরিস্তাদারী পদে নিযুক্ত হন [জানুয়ারি ১৮২৬], কালক্রমে তথাকার বায়ুবারি তৎসম্বন্ধে স্বাস্থ্যকারি না হওয়াতে তিনি বাটী আইসেন, পরে ঐ কাছারি এবালিস হইলে কিছু কালের জন্য হুগলির কালেক্টরী খাজাঞ্চীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তদনন্তর ইংলিসম্যান পত্রের বিখ্যাত সম্পাদক মেং ইষ্টাকুইলর সাহেব তাঁহাকে নিজ আফিসের অধ্যক্ষেকপদে নিয়োজন করেন, কএক বৎসর পরে ঐ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া টেক্স আফিসের দেওয়ানী পদে অভিষিক্ত হন, তদনন্তর মিং হিকি বেলি কোম্পানির বাণিজ্যালয়ে প্রধান পদস্থ হইয়া কার্য্য করিতে২ অকস্মাৎ তাঁহার জীবন ও কার্য্যালয় সম কালেই কাল কর্ত্তৃক অবকলিত হয়। তিনি যে২ স্থানে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার প্রত্যেক স্থানীয় কর্ত্তাদিগের স্বাক্ষরিত প্রশংসা পত্র * প্রাপ্ত হন, তদ্দারা প্রকাশ হইবেক যে উক্ত তাবৎ কার্য্য ভিন্ন তাঁহার অন্য২ প্রধান২ স্থানেও বিষয় কর্ম্ম ছিল। তিনি অন্যায়াবলম্বনে কখন কোন স্থানে ধনার্জ্জনের যত্ন করেন নাই, ন্যায়ার্জিত বিত্তবে সর্ব্বদা সুসন্তোষ থাকিতেন, তন্নিকট অন্য২ প্রচুর ধনোপার্জ্জনের এবং অধিক সুখ সম্ভোগের কথা কহিলে তিনি হাস্য করিয়া কহিতেন যে 'সুখের কারণ ধন নহে কেবল নির্বিকার মনোবাঞ্ছা, শান্তচিত্ত লোকেরা সন্তোষামৃত পানে যেরূপ তৃপ্ত ও সুখী হইয়া থাকেন, সে রূপ ধনলুব্ধ

* ভবানীচরণের জীবনচরিতের ৩৮-৪০ পৃষ্ঠায় এই সকল প্রশংসাপত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

চঞ্চলমনা মনুষ্যেরা ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াও হইতে পারেন না যেহেতু আশার পার নাই' এই কথা কহিয়া মৌনী হইতেন ইতি।" (জীবনচরিত, পৃ. ৬-৭)

ভবানীচরণ কিছু দিন বিশপ হেবারের অধীনে চাকুরী করিয়াছিলেন—উপরি-উদ্ধৃত অংশে তাহার উল্লেখ আছে। তাঁহার সম্বন্ধে হেবার যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, এখানে তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।—

> *October* 10. [1823]...Over this plain drove to the fort, where Lord Amherst has assigned the old Government-house for our temporary residence...
>
> Then all our new servants were paraded before us under their respective names of Chobdars, Sotaburdars, Hurkarus Khansaman, Abdar, Sherabdar, Khitmutgars, Sirdar Bearer, and Bearers, cum multis aliis. Of all these, however, the Sircar was the most conspicuous,—a tall fine looking man, in a white muslin dress, speaking good English, and the editor of a Bengalee newspaper, who appeared with a large silken and embroidered purse full of silver coins, and presented it to us, in order that we might go through the form of receiving it, and replacing it in his hands... it was the relic of the ancient Eastern custom of never approaching a superior without a present, ...(i. 25.)
>
> ...My wife and children went by water, and I took our Sircar with me in the carriage. He is a shrewd fellow, well acquainted with the country, and possessed of the sort of information which is likely to interest travellers. His account of the tenure of lands very closely corresponded with what I had previously heard from others...(i. 86.)—*Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India, from Calcutta to Bombay, 1824-1825.* By the Late Right Rev. Reginald Heber, D. D. (1828.)

তীর্থযাত্রা বিবরণ

"প্রশংসিত মহাশয় সপ্তবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে দিগ্দর্শনেচ্ছু হইয়া ১২২১ সালে প্রথম বার দিগ্ভ্রমণে যাত্রা করেন, গমন কালে গঙ্গার উভয় তটস্থ সমস্ত

দেবালয় ধর্ম্মশালয় দেখিতেং রাজমহালে উপস্থিত হইয়া মেং ক্যার সাহেবের স্থানে কয়েক জন রক্ষক লইয়া বিন্ধ্যাচলে নানাস্থলে পর্য্যটন করিয়া তদনন্তর পূর্ব্বতনী মগধরাজের রাজধানী মুঙ্গেরের নিকট রামকুণ্ড সীতাকুণ্ডের শীতোষ্ণ জলে স্নানাবগাহন করিলেন, পরে মুঙ্গের হইতে যানারোহণে ত্রিলোকজননী সীতাজনক জনক রাজর্ষির রাজধানী মিথিলায় গমন করিয়া তত্রস্থ সমস্ত দেবাগার ও দেবাদিদেব মহাদেবের ভগ্ন কার্ম্মুক দর্শনে প্রফুল্ল মনে পাটনায় প্রত্যাগমনার্থ যাত্রা করত পথিমধ্যে শালগ্রাম শিলাগর্ভা গণ্ডকীসলিলে কৃতস্নাত হইয়া কহল গ্রামের অদূরে গঙ্গাগর্ভে উন্নত পবিত্র বারি প্রবাহ নিত্য ধৌত শিখরাগ্রে শ্রীশ্রীবৈদ্যনাথাখ্য শিব সন্দর্শন পূর্ব্বক পাটনায় উপস্থিত হইয়া ধানগ্রামীয় পর্ব্বত প্রভৃতি নানা স্থানীয় সৌন্দর্য্য দর্শন করেন। কথিত আছে দ্বাপরযুগের রাজচক্রবর্ত্তি জরাসন্ধের কারাগার উক্ত পর্ব্বতের উপত্যকায় ছিল অদ্যাপি ঐ স্থানে প্রাচীন ভগ্নাট্টালিকার নানা চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। পিতৃ বর্ত্তমানে গয়া গমনের সার্থকতা বিরহপ্রযুক্ত তাহাতে পরাঙ্মুখ হইয়া শোণাখ্য নদে স্নানাবগাহন করত আনন্দকানন কাশীধাম গমন পূর্ব্বক উত্তরবাহিনী সুরদীর্ঘিকা মণিকর্ণিকা নীরে শুদ্ধচিত্তে সুস্নাত হইয়া কারুণ্যনিধান বিশ্বনিদান নির্ব্বাণপ্রদ ভগবান বিশ্বেশ্বর পূজা সমাধান পূর্ব্বক বিধাতা বিশ্ববন্দ্যা বিশ্বজননী ভবানী অন্নপূর্ণার পূজা দ্বারা অভীষ্ট পূর্ণ করত পঞ্চক্রোশ মুক্তি ক্ষেত্রের দেবালয় দেবনিচয় দর্শন পুরঃসর তীর্থবিহিত নিয়মাচারে ত্রিরাত্রি বাস করিয়া মির্জাপুর গমন করিলেন, তথায় বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যবাসিনীর মোক্ষপ্রদ পাদপদ্মে মনোমধুপ নিবেশ করাইয়া ভক্তি মকরন্দ পানে তৃপ্তচেতা হইয়া তীর্থরাজ প্রয়াগে যাত্রা করিলেন, তথায় ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান দান শিরোমুণ্ডন দ্বারা নির্ধূতপাপ হওত বেণীমাধব অক্ষয়বট দর্শন পূর্ব্বক বিরাট যাত্রা করেন, তথায় কিয়ৎকাল অধিষ্ঠিত হইয়া পরে মুক্তিধাম মথুরা গমন করেন, তথা শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, গোপেশ্বরাদি দেব দর্শন এবং কালিন্দীতরলতরঙ্গাবগাহিত শৈত্য সৌগন্ধ্য মান্দ্য গুণযুক্তানিল দোলাইত কণন নিজিত কোকিল কোকিলাবলি কুহুকল কলিত

কেলিকেকা বিঘূর্ষিত বিকসিত কুসুমাবলি গলিত মকরন্দ পানাকুল অলিকুল গুঞ্জরিত সৌরভামোদিত মঞ্জুল নিকুঞ্জ পুঞ্জ ভ্রমণে, কোকিল বন, কাম্যবন, গোবর্দ্ধনাদি তীর্থ দর্শনে, এবং চতুরশীতি ক্রোশাবচ্ছিন্ন মথুরা মণ্ডল পরিক্রমণে পরম সুখানুভব করিলেন, তদনন্তর কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া হরিদ্বারে গঙ্গাস্নান করত আলমোরার পর্ব্বত পর্য্যটন পূর্ব্বক কেদারনাথে গমন করেন, এইরূপে প্রথম বার তীর্থ ভ্রমণ করিয়া গৃহে আইসেন, অনন্তর ১২৩০ সালে স্বীয় পিতার গঙ্গালাভ হইলে যথাবিধি শ্রাদ্ধাদি সমাধান করিয়া দ্বিতীয় বার তীর্থযাত্রা করেন তৎপ্রথমে গয়া গমন করত শ্রীশ্রীগদাধর পাদপদ্মে পিণ্ডদান পূর্ব্বক পাদ গয়া চন্দ্রনাথ গমন করত কামাখ্যা দর্শন করিয়া বাটী আইসেন, পরে ১২৫১ * সালে তৃতীয় বার তীর্থযাত্রা কালে রথযাত্রা সময়ে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রয়াণ করত পথিমধ্যে যাজপুর নাভিগয়ায় পিণ্ডদানদ্বারা ক্রিয়া সমাপন করিয়া পিতৃঋণ মোচিত হইয়া ভুবনেশ্বরে পুরুষোত্তমে এবং কোণার্কে তীর্থবিহিত নিয়মে স্নান তর্পণ দেবালয় দেব দর্শন করিয়া তৃপ্ত হন। তিনি নানা তীর্থ ভ্রমণ কালে যেসকল কার্য্য করিয়াছেন তাহা বিস্তার রূপে বর্ণিত হইলে একখানি বৃহদ্গ্রন্থ প্রস্তুত হইতে পারে। তাঁহার পরোপকারিতা ও বিচক্ষণতার কথা কি কহিব যখন যে তীর্থে গমন করিয়াছেন তখন সে তীর্থে নিগূঢ় সন্ধান লইয়াছেন, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে পাণ্ডারা প্রতারণা দ্বারা লোকনাথাখ্য শিবের অন্নভোগ বাজারে শ্রীশ্রীজগন্নাথের ভোগ বলিয়া বিক্রয় করিত এবং বহুকালাবধি সন্ধান না জানিয়া যাত্রিরাও তাহা ভোজন করিতেন কিন্তু শাস্ত্রে পুরুষোত্তম জগন্নাথের প্রসাদভিন্ন অন্য দেবতার অন্নভোগ ভক্ষণের বিধি নাই, তিনি চতুরতা দ্বারা ঐ কার্য্যের

* তারিখটি সম্ভবতঃ ১২৪১ সাল হইবে। ভবানীচরণ যে ১২৪১ সালেই শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করেন, তাহা ২০ ভাদ্র ১২৪১ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত নিম্নলিখিত সংবাদটি হইতে জানা যাইবে :—

"চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় সাপ্রতি শ্রীক্ষেত্রহইতে প্রত্যাগত হওয়াতে স্বীয় পত্রে তদ্বিষয়ক নানা উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।"

সন্ধান পাইয়া প্রথমত বিক্রেতাদিগকে নিষেধ করেন সে কথায় তাহারা মনোযোগ না করাতে পুরীর কালেক্টর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বিশেষ প্রকার বুঝাইয়া রাজকীয় শাসন দ্বারা ঐ কুপ্রথা চিররহিতা করিলেন, এই ব্যাপারে ক্ষেত্রের রাজা স্বয়ং প্রতিবাদী হইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, এই বিষয় সাধারণের কি প্রকার হিতকর তাহা সাধু লোকেরা বুঝিতে পারিবেন। অপর তিনি ক্ষেত্র গমন কালীন বহুতর নদীমধ্যে পারাবারকারি তরিবাহকদিগের অত্যাচার দৃষ্টি করিয়াছিলেন প্রত্যাগমন কালে কটকের কমিস্তনর সাহেবকে তদ্দৌরাত্ম্যমূলক বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া এমত আজ্ঞাপত্র অর্থাৎ পরবানা বাহির করাইলেন যে তদ্দ্বারা যাত্রিকেরা বিনা ক্লেশে বিনা ব্যয়ে নদী পার হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন ইতি।" (জীবনচরিত, পৃ. ৭-১১)

ধর্ম্মসভা সংস্থাপন

ভবানীচরণ রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন। পুরাতন এবং নূতনের সংঘর্ষে আমাদের সমাজে যে ভাঙন ধরিয়াছিল, তিনি পুরাতনের পক্ষ হইতে অমিতবিক্রমে তাহা রোধ করিতে চাহিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বহু শাস্ত্রগ্রন্থ টীকাটিপ্পনী-সমেত পুথির আকারে তুলট কাগজে পুনর্মুদ্রিত করিয়া দেশবাসীর মধ্যে প্রচার করেন। হিন্দুকলেজে ইংরেজী শিক্ষালাভের ফলে যুবকদের মধ্যে হিন্দু আচারের বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছে দেখিয়া তিনি নবীন আচার-ব্যবহারের ত্রুটি প্রতিপাদনের জন্ত লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এ জন্ত তাঁহাকে সে-যুগের ছাত্রসমাজের বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল। হিন্দুকলেজের এই সকল ছাত্রই উত্তরকালে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং

বিরোধী ভবানীচরণের কীর্ত্তি ন্যায্য মূল্য প্রাপ্ত হয় নাই। রামমোহন যখন সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করেন, তখনও ভবানীচরণ মসীযুদ্ধে তাঁহার সম্মুখীন হইতে ইতস্ততঃ করেন নাই। সহমরণ-নিবারণ-আইন জারি হইলে ভবানীচরণ ঐ আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার জন্য এবং "স্বধর্ম্ম ও সদাচার ও সদ্ব্যবহারাদি রক্ষার্থ" কলিকাতায় ধর্ম্মসভা নামে সমাজ-স্থাপনে অগ্রণী হইয়াছিলেন। এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই সভার সম্পাদকের কার্য্য বিশেষ কৃতিত্বের সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন।

১৭ জানুয়ারি ১৮৩০ তারিখে ধর্ম্মসভা স্থাপিত হয়। ভবানীচরণের জীবনীতে ধর্ম্মসভার একটি বিবরণ আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

> ১২৩৫ সালে স্বদেশীয় ধর্ম্মরক্ষার্থ উক্ত মহাত্মার প্রযত্নে এই ধর্ম্মসভা স্থাপিত হইয়া ইহার দ্বারা স্বদেশের যে২ হিতোপলব্ধি হইয়াছে তাহা সাধারণের অবিদিত নাই, যদিও এই সভার মুখ্যোদ্দেশ্য সতী সহগমন ধর্ম্ম নিবারণের আইন নিবারণ কুটিল কাল সহকারে না হউক তথাচ বিলাত হইতে অন্য২ ধর্ম্ম বিষয়ে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের হস্ত ন্যাস নিষেধ স্পষ্টাদেশ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং কলনাইজ অর্থাৎ এতদ্দেশে বিনাদেশে ইংলণ্ডীয় সাধারণের প্রতিবাসিতারূপে বসবাস করণ যাহা এতদ্দেশীয়দিগের অতি ভয়ানক তাহার নিবারণ হইয়াছে, এই সভার দ্বারা ভ্রষ্টাচারি কুপথ-বিহারি নাস্তিক মতাক্রান্ত হিন্দু সন্তানেরদিগের মতগর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া সনাতন ধর্ম্ম উজ্জ্বল আছে, নানাদেশীয় ধার্ম্মিকগণ ধর্ম্ম বিষয়ে নির্য্যাতন প্রাপ্ত হইয়া এই সভাকে অবগত করিলে ইহার দ্বারা যথাসাধ্য কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা হইয়া থাকে, এই মহাসভার শাখা সভা নানা প্রদেশে অর্থাৎ ঢাকা পাটনা মানাপুর আন্দুল প্রভৃতি স্থানে২ স্থাপিতা হইয়া ধার্ম্মিকবর্গের ধর্ম্মরক্ষা হইতেছে, সাধারণের অহিত ব্যাপার উপস্থিত হইলে এই সভা রাজদ্বারে আবেদন দ্বারা হিতৈষিণী হইয়া থাকেন, পাদ্রি সাহেবেরা বিজ্ঞাপনচ্ছলে

হিন্দু বালককে যে খ্রীষ্টাচারী করিতে নিতান্ত যত্নবান্ তন্নিবারণ কারণ শীল্‌স ফ্রি কালেজ নামক অবৈতনিক বিদ্যালয় এই সভার প্রধীন স্থাপিত হয়, নগরীয় প্রধান বংশ্য বালক বৃদ্ধাতুর বিধবাদি গ্রাসাচ্ছাদনে অবসন্ন হইলে এই সভাদ্বারা দানপত্রী হইয়া যথাযোগ্য মাসিক বৃত্তিস্বরূপ বিত্ত পাইয়া থাকেন ইত্যাদি প্রকার দেশীয় নানা মঙ্গল এই সভাদ্বারা হইয়া থাকে, এবম্ভূত ধর্ম্মসভার সৃষ্টিকর্ত্তা উক্ত মহাশয় তজ্জন্য ইহার সভ্যেরা এই সভার সম্পাদকত্ব পদে তাঁহাকে অভিষিক্ত করেন" ইতি। (জীবনচরিত, পৃ. ১৬-১৮)

প্রসঙ্গতঃ একটি কথা এখানে বলা আবশ্যক। ভবানীচরণের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম্মসভার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মসভা তাঁহারই তত্ত্বাবধানে অতীত সম্পাদক ভবানীচরণের একখানি জীবনচরিত সঙ্কলন করাইয়া প্রচার করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।* এই কারণে ভবানীচরণের এই তথ্যবহুল জীবনচরিতখানির বিশেষ মূল্য আছে।

* ভবানীচরণের এই জীবনচরিতখানির কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার নাম 'ধর্ম্মসভার অতীত সম্পাদক ৺বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনাচরিত দৃষ্টান্ত পবিত্র চরিত্র বিবরণ', পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪০। ইহা ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় প্রকাশিত হয়, ১৩ এপ্রিল ১৮৪৯ তারিখে 'সম্বাদ ভাস্কর' লেখেন :—

"অদ্য বৃহস্পতিবাসরীয়া চন্দ্রিকার সহিত আমারদিগের নিকট এক পুস্তক আসিয়াছে,...তাহাতে ৺বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে,... ।"

সাহিত্য-কীর্তি

সংবাদপত্র-পরিচালন

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক জন খ্যাতনামা সাংবাদিক ছিলেন। সংবাদপত্র-পরিচালনায় তাঁহার হাতেখড়ি হয় 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রে। ৪ ডিসেম্বর ১৮২১ তারিখে 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রথম প্রকাশিত হয়। এই সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম ত্রয়োদশ সংখ্যা প্রকাশ করিবার পর "অংশিগণের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে ঐকমত্য না হওয়ায়" তিনি 'সম্বাদ কৌমুদী'র সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভবানীচরণ উদ্যোগী পুরুষ; তিনি অনতিবিলম্বে কলুটোলায় সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্র স্থাপন করিয়া 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিলেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ৫ মার্চ ১৮২২ তারিখে। প্রথম দুই সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর ভবানীচরণ শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে এই ইস্তাহারটি প্রকাশ করেন :—

> ইস্তাহার।—কলিকাতার কলুটোলা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সকল বিজ্ঞ সদ্বিবেচক মহাশয়েরদিগকে বিজ্ঞাপন করিতেছেন যে তিনি সম্বাদ কৌমুদী নামক সমাচার পত্র ১ প্রথমাবধি ১৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছেন সম্প্রতি সমাচার চন্দ্রিকানামক এক পত্র প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে নানাদিগ্দেশীয় বিবিধ সমাচার অনায়াসে জানা যায়। প্রথম পত্র ২৩ ফালগুণ মঙ্গলবার প্রকাশ করিয়াছেন ২ দ্বিতীয় পত্র সোমবার প্রকাশিত হইয়াছে এবং পরেও প্রতিসোমবারে প্রকাশিত হইবে। এই পত্রগ্রাহক মহাশয়েরদিগের প্রতিমাসে ১ টাকা মূল্য দিতে হইবে।—'সমাচার দর্পণ', ২৩ মার্চ ১৮২২।

এই বিজ্ঞাপনটি বাহির হইবার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে—১৫ মার্চ তারিখে ইংরেজী সংবাদপত্র 'ক্যালকাটা জর্ণালে'ও ভবানীচরণ একই মর্ম্মে একটি ইংরেজী ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে পরবর্ত্তী ২৩এ মার্চ তারিখে 'সম্বাদ কৌমুদী'-সম্পাদক হরিহর দত্তের যে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> **The Editor of the *Sungbad Coumudy* observing an Advertisement, inserted in the *Calcutta Journal* of the 15th instant, by one Bhobanee Churn Bunnerjee, asserting that the first 13 Nos. of the *Coumudy* were edited by him, deems it indispensably necessary to state, for publication, that this declaration is a wicked and malicious fabrication of falsehood, advanced through sinister motives ; for he was no more than the real Editor's Assistant, and as such he was introduced to the notice of the gentlemen, under whose immediate and sole patronage and support the paper has been established.**
>
> **March 21, 1822. HURREE HUR DUTT.***

'সম্বাদ কৌমুদী'র প্রথম ১৩ সংখ্যা প্রকাশে ভবানীচরণ সম্পাদকই থাকুন বা সম্পাদকের সহকারীই থাকুন, পত্রিকা-পরিচালন ব্যাপারে তাঁহার যে হাত ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে এই সকল বিজ্ঞাপন হইতে 'কৌমুদী'-কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ভবানীচরণের রীতিমত বিবাদের আভাস পাওয়া যায়। ইহার কারণ যে ধর্ম্মমতের পার্থক্য, ভবানীচরণের জীবনীতে তাহার উল্লেখ আছে। এই বিবাদের ফলে উভয় পত্রিকাতেই পরস্পরের প্রতি আক্ষেপসূচক অশোভন নিন্দাবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল। ৩০ মার্চ ১৮২২ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' এক জন পত্রপ্রেরক লিখিলেন :—

---

* *India Gazette* for March 22, 1824. শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার *Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India* পুস্তকের ৩২৫ পৃষ্ঠায় এই বিজ্ঞাপনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

> ...সম্বাদ কৌমুদীকারক মহাশয়েরা পূর্ব্বে এক হইয়া কাগজ প্রকাশ করিতেছিলেন। পরে ১৪ সংখ্যাতে তাঁহারা ভিন্ন হইয়া সম্বাদ কৌমুদী ও সমাচার চন্দ্রিকা নামে দুই কাগজ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু উভয়ে পরস্পর বিবাদজনক অসাধু ভাষাতে পরস্পর নিন্দা স্ব২ কাগজে ছাপাইতেছেন ইহাতে আমার খেদ হইতেছে যেহেতুক সম্বাদ আর সমাচার নামে খ্যাত কাগজ। নানাদেশীয় নানাবিধ নূতন২ সুশ্রাব্য বিষয়রহিত হইয়া কেবল পরগ্লানিসূচক হইলে নামের বিপরীত হয়।...

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভবানীচরণ নিজে রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন; তাঁহার সম্পাদিত 'সমাচার চন্দ্রিকা' রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্রস্বরূপ হইয়াছিল। ইহার গ্রাহক-সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'সমাচার চন্দ্রিকা' সাপ্তাহিক হইতে দ্বি-সাপ্তাহিক (অর্থাৎ সপ্তাহে দুই বার প্রকাশিত) পত্রে পরিণত হয়। সে-যুগে ইহা একখানি বিশিষ্ট বাংলা সংবাদপত্রের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিল।

ভবানীচরণের জীবনচরিতে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল:—

> কথিত পুণ্যাত্মা ইংলণ্ডীয়দিগের দ্বারা এতদ্দেশে মুদ্রাযন্ত্রের ও সংবাদপত্রের স্থাপন দর্শনে বঙ্গভাষায় সংবাদপত্রের প্রকাশ করিতে ইচ্ছু হন তাহাতে ১২২৮ সালে সংবাদ কৌমুদী পত্রিকা কোন২ ব্যক্তির সংসৃষ্টতায় প্রকাশমানা করেন পরে অংশিগণের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে ঐকমত্য না হওয়ায় ঐ পত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমাচার চন্দ্রিকা পত্র প্রচার পুরঃসর নিজালয়ে এক ছাপাযন্ত্র স্থাপন করিলেন, অনন্তর অংশিরা কৌমুদীপত্র সম্পাদনে অশক্ত হইয়া তাহা মৃত রামমোহন রায়ের হস্তে ন্যস্ত করত চন্দ্রিকা পত্রের উন্নতি রোধার্থ বিবিধ উদ্যম করিতে লাগিল কিন্তু ধর্ম্মরক্ষিকা চন্দ্রিকা মনোরঞ্জিকা লিপিদ্বারা সাধারণ সমীপে সমাদরণীয়া হওয়াতে একবর্ষ মধ্যে ন্যূন আট শত গ্রাহক ব্যক্তি

ইহার গ্রাহক হইলেন ইহাতে কৌমুদী পত্রই অবসাদ পাইল, সুদীর্ঘ কাল এই বঙ্গরাজ্য যবনাধীন প্রযুক্ত দেশীয় ভাষা যাবনিক ভাষার সহিত মিশ্রিতা হইয়া যায় পরে চন্দ্রিকায় গৌড়ীয় সুকোমল সাধু ভাষা বিস্তৃতা হওয়াতে বিতানুরাগিগণের হৃদয়ে সাধু ভাষা শিক্ষার অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল অতএব ঐ পত্রকে এতদ্দেশীয় ভাষা পরিবর্ত্তনের মূলসূত্র বলিতে হয়, ইহা ভিন্ন ঐ পত্রে ধর্ম্ম ও রাজনীতি বিষয়ক বিবিধ প্রস্তাব প্রকাশ দ্বারা স্বদেশের যে কি পর্য্যন্ত উপকার হইয়াছে তাহা বিদ্বান্ লোকেরাই বিশেষরূপে জানিয়াছেন, কিছুকাল পরে উক্ত রায় এতদ্দেশীয়া সাধ্বীদিগের সনাতন ধর্ম্ম সহগমন নিবারণোদ্যোগে স্বীয়াভিপ্রায় কৌমুদী পত্রে ব্যক্ত করাতে উক্ত মহাশয় রায়ের প্রতিপক্ষরূপে লেখনী ধারণ করিলেন তদবধি রায়ের বিলাতপ্রাপ্তিপর্য্যন্ত সর্ব্বদাই উভয় পত্রিকায় বিবিধ বাদানুবাদ জল্পিত হইয়াছিল, উক্ত মহাশয়ের গদ্য পদ্য রচনায় ও উত্তর প্রত্যুত্তর লেখনে এমত পটুতা ছিল যে যেকোন কথা কটুতারূপে লিখিতা হইলেও মাধুর্য্যরসবর্জ্জিতা হইত না, এক২ সময়ে তাঁহার বাদ জল্প বিতণ্ডার প্রতি প্রতিপক্ষ রামমোহন রায় বহুশাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও তিরোভূত হইয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রতি সাধুবাদ করিতেন। (জীবনচরিত, পৃ. ১৪-১৫)

রচিত গ্রন্থ

গ্রন্থকার হিসাবেও ভবানীচরণের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য বাংলায় অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে খ্যাতনামা সাংবাদিক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্টচায) তৎসম্পাদিত 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রে তাঁহার রচনা-নৈপুণ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই গুণে আমরা শোকাকুল হইতেছি গৌড়ীয় ভাষায় ব্যাকরণশুদ্ধ গদ্য পদ্য লিখিতে এবং সংপ্রসঙ্গ

> কহিতে তাঁহার তুল্য ব্যক্তি আর দেখিতে পাই না, কোন বিষয়ে বাদানুবাদ উপস্থিত হইলে ভবানী বাবুর সহিত লিপিযুদ্ধে আমরা ভীত হইতাম, এবং অনেক বিষয়ে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে শিক্ষকরূপে মান্য করিয়াছি,...। (জীবনচরিত, পৃ. ২১)

ব্যঙ্গরচনায় ভবানীচরণ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বস্তুতঃ সরস ব্যঙ্গ-রচনায় সে-যুগে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। নীরস শাস্ত্রীয় বিচার-বিতর্কের যুগে তিনি বাংলা ভাষায় যে লালিত্য ও রস সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঠিক ইতিহাস রচিত হইলে সে-সংবাদ বাঙালীর অগোচর থাকিত না। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-গদ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপপূর্ণ সামাজিক চিত্র রচয়িতা হিসাবে তাঁহার নাম সর্ব্বাগ্রে করিতে হয়। ১৮২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে 'সমাচার দর্পণ' পত্রে "বাবুর উপাখ্যান" "শৌকীন বাবু", "বৃদ্ধের বিবাহ", "ব্রাহ্মণপণ্ডিত", "বৈষ্ণব" ও "বৈদ্য-সম্বাদ" এই কয়টি বিদ্রূপ ও হাস্যরসাত্মক চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।* এগুলি খুব সম্ভব ভবানীচরণেরই রচনা, অন্ততঃ "ব্রাহ্মণপণ্ডিত" চিত্রটির লেখক যে তিনিই, তাৎকালিক সাময়িক পত্রে তাহার ইঙ্গিত আছে।† ভবানীচরণের 'কলিকাতা কমলালয়', 'নববাবুবিলাস', 'দূতীবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালী সমাজের ঐতিহাসিক উপকরণে সমৃদ্ধ।

---

* 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', প্রথম খণ্ড (২য় সংস্করণ), পৃ. ১০৮-২৬।

† "We close this slight and imperfect sketch with a humorous description of the brahmuns and pundits in Calcutta, drawn up, we suspect, by the same able pen to which we are indebted for "The amusements of the modern baboo" [*Nava Babu Bilas.*] It was sent for insertion in the Bengalee Newspaper [*Sumachar Durpun.*]—"The Hindoo Priesthood"—*The Friend of India* (Quarterly), March 1826, p. 224.

ভবানীচরণ যে-সকল গ্রন্থ রচনা বা সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার প্রায় সকলগুলিই আমরা দেখিয়াছি। সংক্ষিপ্ত মন্তব্য সহ এই সকল গ্রন্থের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

১। কলিকাতা কমলালয়। ইং ১৮২৩। পৃ. ৮+৯১

শ্রীশ্রীহরি।—স্মরণ পূর্ব্বক।—শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত কলিকাতা কমলালয় প্রথম তরঙ্গ কলিকাতা সমাচারচন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল সন ১২৩০

পুস্তকের বিষয়—প্রশ্নোত্তরচ্ছলে কলিকাতার রীতিবর্ণন। পুস্তক-রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভবানীচরণ "ভূমিকা"য় বলিতেছেন :—

> পল্লিগ্রাম নিবাসী ও অন্যান্য নগরবাসী লোক সকল এই কলিকাতায় আসিয়া এখানকার আচার বিচার ব্যবহার রীতি ও বাক্‌কৌশলাদি অবগত হইতে আশু অসমর্থ হয়েন তৎপ্রযুক্ত শঙ্কাযুক্ত হইয়া এতন্নগরবাসি লোকেরদিগের নিকট গমনাগমন করেন এবং সভ্য ভব্য হইয়াও তাঁহারদিগের নিকটে অসভ্য ও অভব্যপ্রায় বসিয়া থাকেন কারণ যখন নগরবাসী বহুজন একত্র হইয়া প্রশ্নোত্তরভাবে পরস্পর কথোপকথন করেন তৎকালে পল্লিগ্রাম নিবাসি ব্যক্তি কোন সদুত্তর করিলেও নগরস্থ মহাশয়রা তাহা গ্রহণ না করিয়া কহেন তুমি পল্লিগ্রাম নিবাসী অর্থাৎ পাড়াগেঁয়ে মানুষ অত্যল্প দিবস কলিকাতায় আসিয়াছ এখানকার রীতিজ্ঞ নহ, তোমার এ কথায় প্রয়োজন নাস্তি এ উত্তরে নিরুত্তর হইয়া ঐ ব্যক্তি দুঃখিত হয়েন অতএব এই কলিকাতা মহানগরের স্থূলবৃত্তান্ত বিবরণ করিয়া কলিকাতা কমলালয় নামক গ্রন্থকরণে প্রবর্ত্ত হইলাম এতদ্গ্রন্থ পাঠে বা শ্রবণে অনায়াসে এখানকার ব্যবহার ও রীতি ও বাক্‌চাতুরী ইত্যাদি আশু জ্ঞাত হইতে পারিবেন,…।

রচনার নিদর্শনস্বরূপ 'কলিকাতা কমলালয়' হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

দেখ এ স্থানে যেসকল লোক দুর্গোৎসব করেন তাহাকে ঝাড় উৎসব, বাতি উৎসব, কবি উৎসব, বাই উৎসব, কিম্বা স্ত্রীর গহনা উৎসব, ও বস্ত্রোৎসব বলিলেও বলা যায় ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন।—পৃ. ১১

বি, প্র, মহাশয় এই কলিকাতার ভাগ্যবান্ লোকের বাটীতে আমারদিগের দেশস্থ কতকগুলিন লোক কোন২ কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন তাঁহারদিগের প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি যে বাবুসকল নানা জাতীয় ভাষার উত্তম২ গ্রন্থ অর্থাৎ পার্সি ইংরাজী আরবি কেতাব ক্রয় করিয়া কেহ এক কেহবা দুই গেলাসওয়ালা আলমারির মধ্যে সুন্দর শ্রেণী পূর্ব্বক এমত সাজাইয়া রাখেন যে দোকানদারের বাপেও এমত সোনার জল করিয়া কেতাব সাজাইয়া রাখিতে পারে না আর তাহাতে এমন যত্ন করেন এক শত বৎসরেও কেহ বোধ করিতে পারেন না যে এই কেতাবে কাহার হস্তস্পর্শ হইয়াছে অন্য পরের হস্ত দেওয়া দূরে থাকুক জেলদগর ভিন্ন বাবুও স্বয়ং কখন হস্ত দেন নাই এবং কোনকালেও দিবেন এমত কথাও শুনা যায় না, ...।—পৃ. ৬৭-৬৮

ন, উ, শুন যাহারা বাবুর মোসাহেব রূপে খ্যাত হয় তাহারদিগের বিষয় তোমাকে কি বলিব আমার বোধ হয় বুঝি ঐ নরাধমেরদিগের ইহকালও নাই পরকালও নাই, তবে দিনপাতের বিষয়, তাহা বাবুর প্রসাদে আপন২ উদর পূরণ হয়, যদি কাহার পরিবার থাকে তবে তাহারদিগের পরমেশ্বর দিন চালাইবেন ইহাই ভাবে, আর কখন২ বাবু কিছু২ দিয়া থাকেন তাহা বুঝি কেহ২ পরিবারেরদিগকে দেয়, প্রায় অনেকেই তাহারদিগের ইহকাল নিতান্ত কস্রীকেই দিয়া থাকে বাটীর পরিবারেরা কোন উপায় করিয়া লয়।—পৃ. ৮৯-৯০

"দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"র প্রথম গ্রন্থরূপে 'কলিকাতা কমলালয়' রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

২। হিতোপদেশ। ইং ১৮২৩। পৃ. ৩৪৫।

হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্র হইতে উদ্ধৃত শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মকর্ত্তৃক সংগৃহীত সংস্কৃত গ্রন্থ তদীয়ার্থ গৌড়ীয় ভাষায় শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংগৃহীত হইয়া কলিকাতায় সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। শকাব্দাঃ ১৭৪৫ সন ১২৩০

ইহার "ভূমিকা" নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

হিতোপদেশ গ্রন্থভাষা সংগ্রহকারের বিজ্ঞাপনমিদং অজ্ঞ বিজ্ঞ বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেরি উপকার জনক এই হিতোপদেশ গ্রন্থ শ্রীল শ্রীযুত কুমার শিবচন্দ্র রায় তথা শ্রীমৎ শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুরদিগের অনুমত্যনুসারে সংস্কৃত মূল শ্লোক রাখিয়া তাহার অর্থ গৌড়ীয় ভাষায় প্রকাশ করা গেল এই গ্রন্থ যাঁহারদিগের উপস্থিত থাকে তাঁহারা সকল বিষয়ের উত্তম অধম বিবেচনা করিতে পারেন এবং এই গ্রন্থ মতে কর্ম্ম করিলে লোকের ইহকালে ও পরকালে কোন দোষ স্পর্শে না যেহেতু এ গ্রন্থ অভ্যাস হইলে লোক ইহলোকে সভ্যভব্য ধার্ম্মিক হয়, ইহা বিজ্ঞদিগের বিদিত আছে ইহাতে যাঁহার সন্দেহ হয় তিনি গ্রন্থের পূর্ব্বাপর বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন ইতি।

৩। নববাবুবিলাস। ইং ১৮২৫ (?)

ভবানীচরণ পুস্তকে "প্রমথনাথ শর্ম্মণ" এই ছদ্ম নাম ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার জীবনচরিত পাঠে জানা যায়, 'নববাবুবিলাস'ই তাঁহার প্রথম রচনা।*

---

* পাদরি লঙের মতে (*Catalogue*, p. 82) 'নববাবুবিলাস' পুস্তকের প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ। শ্রীরামপুরের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' (অক্টোবর, ১৮২৫) "১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে" প্রকাশিত সংস্করণের আখ্যানবস্তুর আভাস দিয়া, "The Amusements of the Modern Baboo. A Work in Bengalee, printed in Calcutta, 1825" নামে একটি দীর্ঘ সমালোচনা করেন। লঙের তালিকাধৃত 'নববাবুবিলাসে'র

অনেকের ধারণা, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল'ই বাংলা ভাষায় প্রথম সামাজিক উপন্যাস। কিন্তু 'আলালে'র বহু পূর্ব্বে ভবানীচরণ 'নববাবুবিলাস' রচনা করিয়াছিলেন। 'নববাবুবিলাসে'র সহিত 'আলালে'র যে একটা সম্পর্ক আছে, তাহা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলিয়া গিয়াছেন। বাংলা ব্যঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস-প্রসঙ্গে তিনি 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' লিখিয়াছিলেন :—

> …যথার্থ ব্যঙ্গকাব্যের মধ্যে "নববাবুবিলাস" নামক গদ্য পুস্তকের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। তাহা ত্রিংশতাধিক বর্ষ হইল এক জন সুচতুর ব্যক্তি প্রস্তুত করেন। তাহাতে পিতার অমনোযোগে বালকের বিদ্যাভ্যাসের হানি হইলে স্ত্রৈণ্যতা ও পানদোষে কি পর্য্যন্ত অনিষ্ট ঘটিতে পারে তাহা তোতারাম দত্তের পুত্র বাবু কেশবচন্দ্রের উপন্যাসে প্রজ্বলরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যে সময়ে তাহা প্রস্তুত হইয়াছিল তৎকালে বর্ণিত বাবুর আদর্শ কলিকাতায় অপ্রাপ্য ছিল না। অল্পকালে হতপিতৃ অনেক ধনাঢ্যের চরিত্র অবিকল গ্রন্থোক্ত নববাবুর প্রতিরূপ মনে হইত।…
>
> পাঁচ বৎসর হইল মাসিক পত্রিকা নামক এক ক্ষুদ্র সাময়িক পত্রে "আলালের ঘরের দুলাল" শিরোনামে কএকটি প্রস্তাব প্রকটিত হয়, তাহা তদনন্তর সংশোধিত ও প্রকটীকৃত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ হইয়াছে।…ঐ প্রবন্ধের আদর্শ নববাবুবিলাস…। (শকাব্দা ১৭৮০, চৈত্র)

প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল—১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ, সম্ভবতঃ নির্ভুল নহে। এখানে বলা প্রয়োজন, 'নববাবুবিলাসে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ('বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ', মুন্সী শ্রীআবদুল করিম সঙ্কলিত, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ২০০ দ্রষ্টব্য)।

'নববাবুবিলাসে'র নায়ক কলিকাতার ধনী, কিন্তু অশিক্ষিত ভদ্রসন্তান। ইঁহাদের আচার-ব্যবহার ও নৈতিক চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যেই 'নববাবুবিলাস' রচিত হয়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনচরিতে বলা হইয়াছে, এই পুস্তকের দ্বারা প্রকৃতপ্রস্তাবেই কাহারও কাহারও উপকার হইয়াছিল। এই জীবনচরিতের ১৫ পৃষ্ঠায় আমরা পাঠ করি,—

> তিনি আত্মীয়গণের অনুরোধে গদ্য পদ্য রচনায় প্রথমতঃ নববাবু বিলাসাখ্য এক পুস্তক রচনা করেন ঐ পুস্তক সাধারণের কৌতুকজনক কলত তদ্দারা কৌশলে এতন্নগরীর ভাগ্যবান্ সন্তানদিগকে কটাক্ষ করাতে তদানীং অনেকে তদ্দৃষ্টে কুকার্য্য পরিহার করিয়া সৎপথাবলম্বন করেন।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত একটি পত্রেও ইহার আভাস পাওয়া যায়। পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন,—

> শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণেষু— ...এক্ষণে নূতন বাবুরদিগের পিতৃগণ পুত্রের কাপ্তেনি ভয় ও কলিকাতা নিবাসী অবোধ পল্লীগ্রামবাসির কুব্যবহার ভয় এবং কুলটা রমণী পতি বক্তার কুক্রিয়া ভয় ও লম্পটগণ পরদার গমনে শেষ বিচ্ছেদ এবং ধনক্ষয় ভয় হইতে মহাশয়ের কৃপাতে উদ্ধার হইয়াছেন যেহেতু নববাবু বিলাস ও কলিকাতা কমলালয় এবং দূতী বিলাস গ্রন্থ অপূর্ব্ব উপদেশে উক্ত দোষোদ্ধার উদ্দেশে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কে না স্বীকার করিতেছেন.. ।* ৫ ভাদ্র ১২৩৮ সাল—শ্রীর, বি,।

* 'নববাবুবিলাসে' গ্রন্থকাররূপে "প্রমথনাথ শর্ম্মণ" এই নাম আছে। ইহা যে ভবানীচরণেরই ছদ্ম নাম, 'সমাচার চন্দ্রিকা'-সম্পাদকরূপে তাঁহাকে লিখিত এই পত্রখানি তাহার আর একটি প্রমাণ।

'নববাবুবিলাস' যে একখানি উচ্চশ্রেণীর ব্যঙ্গ-চিত্র, তাহা অন্য সমালোচকেরাও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পাদরি লং সাহেব লিখিয়াছিলেন, ইহা "One of the ablest satires on the Calcutta Babu, as he was 30 years ago." 'নববাবুবিলাস' প্রকাশিত হইবার কিছু কাল পরে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রে উহার যে আলোচনা ও পরিচয় প্রকাশিত হয়, তাহাতেও 'নববাবুবিলাসে'র চরিত্রচিত্রণের প্রশংসা আছে। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' লেখেন,—

> It is a satirical view of the education and habits of the rich, and more especially of those families which have very recently acquired wealth and risen into notice. The character of the work, as well as its allusions and similes, are purely native, and this imparts a value to it superior to that which could be attached to a similar representation from a European pen. The knowledge of the author respecting the subject he handles, must necessarily be more correct than that which a foreigner could acquire, and his descriptions may therefore be received with great confidence. Though the work is highly satirical, and though some of its strokes of ridicule may be too deeply touched, we cannot venture to pronounce it a caricature. Every opportunity we have enjoyed of examining the subject has confirmed us in its justness. The humour of the work, however, is sometimes too broad, its different parts are not invariably in good keeping with each other; its episodes are occasionally dull and languid, and its poetry often inharmonious as well as prosing; but with all its defects, it is a valuable document; it illustrates the habits and economy of rich native families, and affords us a glance behind the scenes.—"The Amusements of the Modern Baboo. A Work in Bengalee, printed in Calcutta, 1825."—*The Friend of India* (Quarterly Series), October, 1825, p. 289.

এই সকল গুণের জন্য 'নববাবুবিলাস' খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। লং সাহেবের উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ঊনবিংশ

শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত উহার বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছিল। শুধু তাই নয়, এই সময়ে উহা নাটকাকারেও রূপান্তরিত হয়। ১১ জুলাই ১৮৫৭ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' আমরা এই বিজ্ঞাপনটি দেখিতে পাই,—

> 'বিদ্যাভূনীকৃত বাবুনাটক'।—কলিকাতা মহানগর নিবাসি বাবুগণের বাবুয়ানা ও তাঁহারদিগের ব্যবহার ও তাঁহারদিগের কথোপকথন অবগতি কারণ বহুকাল হইল বাবুবিলাস নামক গ্রন্থ প্রকাশ হয়, কিন্তু অতি পূর্ব্বকালের পুস্তক অজ্ঞ ভট্টাচার্য্য দ্বারা বিরচিত হইবায় এইক্ষণে তাহা পাঠযোগ্য নহে, এবং কথোপকথনও বর্ত্তমান প্রচলিত নিয়ম মত নহে, এ নিমিত্ত নূতন মতে পদ্য ও গদ্যে নাটকাকারে সুন্দররূপে লিখিত হইয়া মুদ্রিত আরম্ভ হইয়াছে, মূল্য ।০ আনা, ।

'নববাবুবিলাস' হইতে রচনার নিদর্শনস্বরূপ কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল :—

> অমাত্যবর্গরা কহিলেন বাবুরদিগের যেরূপ বুদ্ধি ও মেধা এরূপ প্রায় দৃষ্টচর নহে আমরা পাঠশালায় দেখিয়াছি অঙ্কের সঙ্কেত দেখাইবা মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং শ্রবণ মাত্রই শ্লোক অভ্যাস করেন ইহারা মহাশয়ের নাম সম্ভ্রম ও কুলোজ্জ্বল করিবেন আর কহিলেন বাঙ্গালা লেখাপড়া একপ্রকার হইয়াছে আর যদি কিছু অপেক্ষা থাকে তাহাও হইয়া উঠিবেক আপনারদিগের জাতি বিদ্যা আর এমনি এ বংশের গুণ আছে না পড়িলেও বিদ্যা হয় সংপ্রতি এই অবধি পারসী পড়াইলে ভাল হয় কর্ত্তা কহিলেন আমিও মনে মনে স্থির করিয়াছি যে এক বেলা বাঙ্গালা এক বেলা পারসী পড়াইলে ভাল হয় অমাত্যেরা কহিলেন উত্তম আজ্ঞা করিয়াছেন ইত্যাদি অনেক খোসামোদের কথা কহিতে লাগিলেন···।
>
> ···অনন্তর চট্টগ্রামনিবাসী অপূর্ব্ব মিষ্টভাষী এক উপযুক্ত মুনসী তিনি বোর্ট আপিসের বাবি ছিলেন, এক সার্টিফিকিট দেখাইলেন কর্ত্তার

যেরূপ বিদ্যা তাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি তাহাতেই সুবিদিত আছেন, কর্ত্তা মহাশয় ঐ ইংরাজী লিখিত সার্টিফিকিট পাঠ করিয়া বলিলেন যে অনেক দিবসাবধি এ ব্যক্তি মুনসীগিরি কর্ম্ম করিয়াছে তাহাতে লেখা আছে, যে এ ব্যক্তি মাঝি বড় ভাল মনুষ্য এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছে এ প্রযুক্ত আমার কর্ম্ম হইতে ছাড়াইল, কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কত কাল এ সাহেবের নিকট চাকর ছিলে, মুনসী কহেন উহাতে লেখা আছে আপনি দেখিবার চান তো দেখুন; কর্ত্তা কহিলেন হাঁ২ আছে বটে, কোন সাহেবের কর্ম্ম করিতে, আজ্ঞা কর্ত্তা, বালবর কোম্পানি, কোম্পানির মুনসী শুনিয়া মহা সন্তুষ্ট হইলেন পরে মাঝি পূর্ব্বলিখিত বেতনে সেই সকল কর্ম্ম স্বীকার করিলেন। পরদিবস বাবুদিগের পাঠ আরম্ভ হইল। অতিসূক্ষ্মবুদ্ধি-প্রযুক্ত দুই বৎসর মধ্যেই প্রায় করিমা সমাপ্ত করিলেন, গোলেস্তাঁ বোস্তাঁ আরম্ভ করিয়া ইংরাজী পড়িবার নিমিত্ত বাবুরা স্বয়ং চেষ্টক হইলেন বয়ঃক্রম প্রায় তের চৌদ্দ বৎসর হইয়াছে, ইংরাজী কাহার নিকটে পড়িবেন ইহার চেষ্টার কখন আরাতুন পিৎরুস, ডিকরুস, কালস ইত্যাদি সাহেবের ইস্কুলে গমনাগমন করেন, কিন্তু বাবুদিগের কেহ ভালমতে বুঝাইতে পারেন না,…।

"দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"র ৭ম গ্রন্থরূপে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক 'নববাবুবিলাস' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

৪। দূতীবিলাস। ইং ১৮২৫। পৃ. ৮+১৩২।

'দূতীবিলাস' "সুকোমল পয়ারাদি নানাচ্ছন্দ রচিত…আদিরস ভক্তিরস ঘটিত…সুরসিক রসায়ক পুস্তক"।

রচনার নিদর্শনস্বরূপ ইহা হইতে বড় ঘরের মেয়েদের মজলিসের বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

তোষাখানে সকলে বসিল সভা করি।
তাকিয়া ঠেসায় তারা লজ্জা পরিহরি।

গোপী দাসী সাজি আনি দিল পান দান।
কত মত ভ্রূকুটি করিয়া পান খান॥
কাহারো আল্‌বোলা এলো কার গুড়গুড়ি
সকলে তামুক খায় নবীনা কি বুড়ি॥
এ সব হইলে পরে রাত্রি কিছু ছিল।
প্রেমিকারা প্রমারার খেলা আরম্ভিল॥
যাও থাক এই শব্দ কেহ কেহ কহে।
কেহ মৌরেস্ত ডাকে কেহ তাহা সহে॥
সাবাসি কাগজ বলে কোন রসবতী।
শুনিয়া কাগজ ফেলে খেলুড়ি যুবতী॥

যুবতীদের অলঙ্কারের বর্ণনা :—

কুটিল কুন্তল কাল কপাল উপর।
সৌদামিনী জিনি সিঁতি অতি শোভাকর॥
কাণবালা কর্ণফুল কর্ণেতে পরেছে।
মনোহর মুক্তা লচ্ছা তাহাতে দিয়েছে॥
মুক্তায় মুণ্ডিত নত্ নাসায় দুলিছে।
মঞ্জনে মার্জ্জিত দন্ত দামিনী খসিছে॥
মুক্তালচ্ছা গলদেশে সাজে সাতনরি।
হীরাপান্না ধুক্‌ধুকি আছে শোভা করি॥
বাহুতে পরেছে বাজু হীরাতে জড়াও।
পরেছে তাবিজ কোলে করিয়া মেলাও॥
ধানি মুড়কি মরদানি পৈছে আছে হাতে।
নবরত্ন অঙ্গুরীয় শোভা করে তাতে॥
হীরার ফুলেতে স্বর্ণবালা সুশোভিত।
কটীতে কনক চন্দ্রহার মনোনীত॥

চাবিশিক্লি তাকে পুন দিয়েছে ঝুলায়ে।
পদাঙ্গুলে আছে চুটকি ছায়াতে মিশায়ে।
সুবর্ণের গোল মল পরিয়াছে পায়।
পরেছে ঢাকাই সাড়ী অঙ্গ দেখা যায়।

বর্ণনীয় বিষয়কে বিশদ করিবার জন্য এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে বারখানি লাইন-এনগ্রেভিং চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছিল।

৫। নববিবিবিলাস। ইং ১৮৩১ (?)

'নববিবিবিলাস' সম্ভবতঃ ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। পুস্তকখানি মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে সংবাদপত্রে এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইয়াছিল :—

> সম্প্রতি উক্ত যন্ত্রে ["বহুবাজারে নেবুতলার লেনে অমর সিংহ চৌধুরীর বাটীতে উপেন্দ্রলাল যন্ত্রে"]...বিবিবিলাস...যন্ত্রিত হইবে এতদ্‌গ্রন্থ গ্রহণাভিলাষী যদি কেহ হন তবে মলঙ্গার শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন সিংহ চৌধুরির নিকটে পত্রী প্রেরণ করিবেন...বিবিবিলাস ১৲ ইতি।—'সমাচার দর্পণ,' ২৮ আগষ্ট ১৮৩০।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে 'নববিবিবিলাস' তৃতীয় বার মুদ্রিত হয় * ; এই সংস্করণে গ্রন্থকাররূপে কাহারও নাম ছিল না। কিন্তু ১৮৫২ এবং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সংস্করণে ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আছে ; ইহা ছদ্ম নাম।

'নববিবিবিলাসে'র ভূমিকায় নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ভবানীচরণই ইহার লেখক ছিলেন :—

---

* 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ'—মুন্সী শ্রীআবদুল করিম সঙ্কলিত। ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ২০৩।

> যদ্যপি নব বাবু বিলাসে নব বাবুদিগের স্বভাব সুপ্রকাশ আছে, কিন্তু সে গ্রন্থের ফল খণ্ডে লিখিত ফলের প্রধান মূল বাবুদিগের বিবি, সেই বিবিরূপ প্রধান মূলের অঙ্কুরাবধি শেষ ফল তাহাতে সবিশেষ ব্যক্ত হয় নাই ; এ নিমিত্তে তৎপ্রকাশে প্রয়াসপূর্ব্বক নববিবি বিলাস নামক এই গ্রন্থ রচনা করিলাম।—পৃ. ৩
>
> কোন বাবু আপন আশার সুসারহেতু ঐ কামিনীর নিকট দূতী প্রেরণ করেন, সেই দূতী কামিনীকে যেরূপ রস দেখাইয়া বশ করে তাহা দূতীবিলাস গ্রন্থেই নির্যাস মতে প্রকাশ হইয়াছে, পুনরায় তাহা লিখন অপ্রয়োজন ; ··· ।—পৃ. ৬

বস্তুতঃ ভবানীচরণ যে 'নববিবিবিলাস' রচনা করেন, কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন :—

> ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কুকবি নহেন, সুকবিও নহেন, তদ্বিরচিত বাবু বিলাস বিবি বিলাস দূতী বিলাস গ্রন্থে ইয়ং বেঙ্গাল ওল্ড বেঙ্গালের যথার্থ চিত্র বিচিত্রিত হইয়াছে,···।—'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' (১৮৫২), পৃ. ৪৭

কলিকাতার রঞ্জন পাবলিশিং হাউস ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'নববিবিবিলাস' পুস্তক পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন।

৬। শ্রীশ্রীগয়াতীর্থ বিস্তার। ইং ১৮৩১।

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ ১২৩৮ সালে (১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে) এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'সমাচার চন্দ্রিকা' হইতে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি ; তাহা হইতে উক্ত সংস্করণের প্রকাশকাল জানা যাইবে :—

> শ্রীশ্রী৺গয়াতীর্থ বিস্তার গ্রন্থ পত্ত পয়ার ভাষায় সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জক হইয়াছে যেহেতু পুরাণাদিতে সকলি আছে বটে কিন্তু শূদ্রাদির

সকল পাঠ্য নহে।—কস্যচিৎ চন্দ্রিকাপাঠকস্য।… ৩ বৈশাখ।—'সমাচার চন্দ্রিকা', ২২ এপ্রিল ১৮৩১।

শ্রীশ্রীগয়াতীর্থ বিস্তার।—পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে গত ১২৩৮ সালে আমরা গয়াতীর্থ বিস্তার নামক একখানি ক্ষুদ্র বহি রচনা পূর্ব্বক মুদ্রিত করিয়া চন্দ্রিকা গ্রাহকগণের পারিতোষিক প্রদান করিয়াছি এক্ষণে সেই গ্রন্থ এ যন্ত্রালয়ে আর না থাকাতে কোন২ ব্যক্তির অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই তজ্জন্য পুনর্ব্বার ঐ পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করা গেল…। বায়ুপুরাণের সহিত ঐক্য করিয়া স্থান প্রত্যক্ষ করত গৌড়ীয় সাধুভাষায় পয়ারচ্ছন্দে রচনা করা গিয়াছে তাহা তদ্ধামগামিদিগের উপকারজনক বটে।—'সমাচার চন্দ্রিকা,' ৭ ডিসেম্বর ১৮৪৩।

৭। আশ্চর্য্য উপাখ্যান। ইং ১৮৩৫। পৃ. ২০।

আশ্চর্য্য উপাখ্যান অর্থাৎ মৃত কালীশঙ্কর রায়ের বিবরণ। কমভাবিকীর্ত্তিকৃতা ইহাতে বর্ণন। কলিকাতা নগরে সমাচারচন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। ১ চৈত্র ১২৪১ সাল।

যশোহর, নড়াইলের জমিদার কালীশঙ্কর রায়ের কীর্ত্তি-কাহিনী এই পুস্তিকায় পয়ার ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার শেষ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের নাম এই ভাবে দেওয়া আছে—

শ্রীভবানী চরণ দ্বিজ বন্দ্যোপাধ্যায়।
সুকৃতির পুণ্য কীর্ত্তি রচিলা ভাষায়।

৮। পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা। ইং ১৮৪৪। পৃ. ৭৭।

শ্রীশ্রীজগন্নাথঃ শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীতা পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা। অর্থাৎ শ্রীক্ষেত্রধামের বিবরণ। সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিতা হইল ইতি। ১৭৬৬ শকাব্দ ১২৫১ সাল।

এই পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর ইহার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৪৪ তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখিয়াছিলেন :—

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম চন্দ্রিকা। পাঠকবর্গের স্মরণ আছে আমরা পূর্ব্বে পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিতারম্ভ করিয়া আপনারদিগকে সংবাদ দিয়াছি এক্ষণে বিদিত করিতেছি যে সেই পুস্তক মুদ্রিত সমাপ্ত হইয়াছে…। গ্রন্থের সংক্ষেপ বিবরণ এই প্রথমত শঙ্খক্ষেত্র অর্থাৎ পুরীধামে শ্রীশ্রী যত দেবমূর্ত্তি আছেন এবং তথায় গমন করিয়া যেং প্রকারে তীর্থ করিতে হয় ও শ্রীশ্রীমূর্ত্তির দ্বাদশ যাত্রা ছত্রিশ নিয়োগ ইত্যাদি অশেষ বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে অপর ঐ ধামে প্রতিদিন যেং কার্য্য নির্ব্বাহ হয় তাহা উড়িষ্যা ভাষায় লিখিত হইয়া থাকে তাহার নাম মাদলা পঞ্জিকা কহে সেই পঞ্জিকা হইতে কলিযুগের আরম্ভাবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যত রাজা ঐ রাজ্য অধিকার করিয়াছেন ফলত রাজা যুধিষ্ঠিরাবধি বর্ত্তমান রাজা রামচন্দ্র দেবের অধিকারপর্য্যন্ত যতং নূতন কীর্ত্তি হইয়াছে ও তাঁহারদের রাজ্য কাল শকাব্দ সহিত মিলিত করিয়া এতাবৎ সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ আছে রক্ত বাহু কালাপাহাড় ইত্যাদির উপাখ্যান বা ইতিহাস অতি আশ্চর্য্য। দ্বিতীয় চক্রক্ষেত্র যাহা ভুবনেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ তথায় কোটি লিঙ্গ আছেন। তৃতীয় গদাক্ষেত্র ফলত যাজপুর যে স্থানে নাভিগয়া অর্থাৎ গয়াসুরের নাভিদেশ তথায় গয়াশ্রাদ্ধ করিতে হয়। চতুর্থ পদ্মক্ষেত্র যাহা কণারক বলিয়া খ্যাত তথায় সূর্য্য ও চন্দ্র মূর্ত্তি ছিলেন তাহা পুরীধামে আনীত হন ইত্যাদি নানা ইতিহাস সম্বলিত উক্ত চারি ক্ষেত্রের বিশেষ বিবরণ অস্মৎ কর্ত্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় গদ্য পদ্য রচনায় পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা নামে প্রস্তুত হইয়াছে। গ্রন্থের পুণ্য মূল্য ১ টাকা স্থির করা গিয়াছে ইতি।

সম্পাদিত প্রাচীন গ্রন্থ

ভবানীচরণ তাঁহার সমাচার চন্দ্রিকা মুদ্রাযন্ত্রে কয়েকখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনচরিতে প্রকাশ :—

> তিনি সটীক শ্রীভাগবতের ও সটীক মনুসংহিতার দুষ্প্রাপ্যতা নিরাকরণ কারণ বহুব্যয়ে পুস্তকদ্বয় মুদ্রিত করেন। এতদ্দেশে অত্রিসংহিতা প্রভৃতি মূলস্মৃতির প্রচলন ছিল না একারণ ঐ মহাত্মা দ্রাবিড়াদি নানাদেশ হইতে তাহার আদর্শ আনাইয়া ভাষ্যদ্বারা সংশোধন পূর্ব্বক উনবিংশতি সংহিতা মুদ্রাঙ্কিতা করিয়া দেশের পরমোপকার করেন, তদনন্তর সটীক শ্রীভগবদ্গীতা ও সটীক প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ও হাস্যার্ণব নাটক প্রভৃতি কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছেন, পরিশেষে গত বর্ষে বহুদিনের প্রতিজ্ঞাত শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত ২৮ তত্ত্ব নব্য স্মৃতি সম্পূর্ণ রূপ মুদ্রিত করেন।—পৃ ১৬

এই সকল গ্রন্থের মধ্যে আমি যেগুলির সন্ধান পাইয়াছি, তাহাদের নাম, প্রকাশকাল প্রভৃতি উল্লেখ করিতেছি :—

১। শ্রীমদ্ভাগবত। ইং ১৮৩০। পত্র ৫৩০।

ইহা পুঁথির আকারে তুলট কাগজে দুই খণ্ডে মুদ্রিত। ইতিপূর্ব্বে বোধ হয়, এই ধরণে আর কোন গ্রন্থ ছাপা হয় নাই। ভবানীচরণ 'শ্রীমদ্ভাগবত' ব্রাহ্মণদ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করাইয়াছিলেন। তিনি সংবাদপত্রে এই গ্রন্থের যে বিজ্ঞাপন দেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> চন্দ্রিকাযন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়স্য বিজ্ঞাপনমিদং শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের অপ্রাপ্তি দূর করণার্থে ছাপা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তুলাত কাগজে প্রাচীন ধারামত পুস্তকের পাত করিয়া বড় অক্ষরে মূল ক্ষুদ্রাক্ষরে শ্রীধর স্বামির টীকা এই প্রণালীতে সংশোধিত করিয়া চন্দ্রিকা-যন্ত্রে ব্রাহ্মণদ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করাইব ইহার মূল্য স্বাক্ষরকারি গ্রাহকের

নিমিত্তে ৩২ টাকা তদ্ভিন্নাক্ত গ্রাহক ৫০ টাকা স্থির করিয়াছি... ।—'সমাচার দর্পণ,' ২৫ আগষ্ট ১৮২৭।

গ্রন্থের পুষ্পিকায় ভবানীচরণের বংশ-লতা এবং মুদ্রণসমাপ্তিকাল (৩১ বৈশাখ ১৭৫২ শক — ১২ মে ১৮৩০) দেওয়া আছে। এই গ্রন্থ জোড়াসাঁকো-রাজবাটীর রাজা শিবচন্দ্র রায়ের অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত হয়। ৩১ মে ১৮৪৯ তারিখে 'সম্বাদ ভাস্কর' লেখেন :—

> রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর বিদ্যানুরাগী ছিলেন, তাঁহার ধনেতেই চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ অতি শুদ্ধরূপে মুদ্রাঙ্কিত হয়, তাহার প্রত্যেক গ্রন্থের মূল্য ৩২ টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া চন্দ্রিকাসম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু টাকা লইয়াছেন, রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর সে টাকা গ্রহণ করেন নাই।

২ **প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকং। ইং ১৮৩৩। পত্র ৫৪।**

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক' তুলট কাগজে পুথির আকারে মুদ্রিত হয়। গ্রন্থশেষে মুদ্রণসমাপ্তিকাল (২০ শ্রাবণ ১৭৫৫ শক) এই ভাবে দেওয়া আছে :—

> শরহরাভভূধরধরণিপরিমিতশকাব্দীয়শ্রাবণস্য বিংশতিবাসরে কলিকাতানগরে বন্দ্যঘটীয়শ্রীভবানীচরণশর্ম্মণা পরমকল্যাণবরপ্রবণ্যরাজবদান্যবংশপ্রসূত বড়ালনিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু রাধাচরণরায়মহাশয়মহোদয়স্যাজ্ঞানুমত্যা প্রবোধচন্দ্রোদয়নামধেয়নাটকমিদং সমাচারচন্দ্রিকাযন্ত্রেণ মুদ্রাঙ্কিতং।

৩। **মনুসংহিতা। ইং ১৮৩৩। পত্র ২৬৫।**

গ্রন্থের পুষ্পিকায় মুদ্রণসমাপ্তিকাল—২০ ফাল্গুন ১৭৫৪ শক — ২ মার্চ ১৮৩৩ দেওয়া আছে। ইহাও তুলট কাগজে পুথির আকারে মুদ্রিত। সাতক্ষীরার জমিদার (তৎকালে কাশীপুর-নিবাসী) প্রাণনাথ চৌধুরীর আনুকূল্যে মনুসংহিতা মুদ্রিত হয়।

৪। **ঊনবিংশ সংহিতা। ইং ১৮৩৩ (?)**

সংহিতাগুলির নাম—অঙ্গিরা, আপস্তম্ব, অত্রি, শঙ্খ, শাতাতপ, দক্ষ, গৌতম, হারীত, কাত্যায়ন, লিখিত, পরাশর, সম্বর্ত্ত, উশনা, বিষ্ণু, বৃহস্পতি, ব্যাস, যাজ্ঞবল্ক্য, যম ও বশিষ্ঠ সংহিতা। এই সকল সংহিতার কোনখানিতেই মুদ্রণকাল দেওয়া নাই। আনুমানিক ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এগুলি পুথির আকারে তুলট কাগজে মুদ্রিত হয়।

৫। **শ্রীভগবদ্গীতা। ইং ১৮৩৫।**

ইহাতে প্রকাশকাল এই ভাবে দেওয়া আছে :—"সিন্ধুশরধরাধর-ধরাশাকীয়াশ্বিনস্থ তৃতীয়বাসরে" (৩ আশ্বিন ১৭৫৭ শক)। ইহাও তুলট কাগজে পুথির আকারে মুদ্রিত হয়।

৬। **রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যকৃত অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব নব্য স্মৃতি।**

তুলট কাগজে পুথির আকারে মুদ্রিত। গ্রন্থে মুদ্রণকাল দেওয়া নাই। খুব সম্ভব ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহার মুদ্রণ সমাপ্ত হয়।

মৃত্যু

২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৮ (৯ ফাল্গুন ১২৫৪) তারিখে ভবানীচরণ ভাগীরথী-তীরে দেহরক্ষা করেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে তিনি বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন।

সে-যুগে জ্ঞানী, গুণী ও বিদ্বান্ ব্যক্তি হিসাবে তাঁহার কি প্রতিষ্ঠা ছিল, সমসাময়িক সাহিত্য ও সংবাদপত্রে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' তাঁহার সম্বন্ধে একবার লিখিয়াছিলেন :—

অনেককালাবধি শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমারদের আলাপ পরিচয় আছে এবং যদ্যপিও তাঁহার আমারদিগের সঙ্গে কোন পক্ষে সংপ্রতিপক্ষতাও থাকুক তথাপি সত্য কহিতে হইলে জ্ঞান বুদ্ধিতে তাঁহার তুল্য এতদ্দেশে অপর ব্যক্তি দুর্লভ। (১৮ জানুয়ারি ১৮৩২)

ভবানীচরণের মৃত্যুর পর 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' (৮ জুন ১৮৪৮) লেখেন :—

"Friday, June 2...the Dhurma Sabha is about to print, and circulate among its friends, a memoir of its late able Secretary, Baboo Bhobany Churn Banerjee...We take great shame to ourselves for having neglected distinctly to notice the death of this Native gentleman, one of the ablest men of the age ; ..."

জে. সি. মার্শম্যান শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাসে (২য় খণ্ড, পৃ. ২৪০) ভবানীচরণ সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন :—

...Bhobany Churun, a Brahmin of great intelligence and considerable learning, though no pundit, but remarkable for his tact and energy, which gave him great ascendency among his fellow-countrymen...

ভবানীচরণের জীবনচরিতে তাঁহার চরিত্রের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, এখানে তাহা উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না :—

কথিত মহাশয় অতিসদাশয় ও নির্মলাশয় ছিলেন, দেব দ্বিজ পূজনে স্বধর্ম্ম যজনে তাঁহার নিশ্চলা মতি ছিল, তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করত প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাধানান্তে তৈল গ্রহণ সময়ে সমাগত পরিচিতাপরিচিত শিষ্ট সাম্প্রদায়িক জনগণের সহিত ইষ্ট মিষ্টালাপ করত স্নান তর্পণ দেব পূজনাদি নিত্য কর্ম্মাবসানে ভোজনোত্তর বিষয়কার্য্য পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, অবকাশ মতে আত্মীয় সজ্জনের সহিত সদালাপ করিতেন, বিষয়াদে তাঁহার বৃথা

কালযাপন হইত না, নিকটে জনশূন্য হইলে পুস্তকাদি পাঠ করিতেন, প্রায় দিবসে নিদ্রা যাইতেন না, বিষয় কর্ম্মে আবৃত্ত থাকিলেও নিকটে মনুষ্য আগত হইলে সমাদরের সহিত তৎসহ কিয়ৎকাল কথোপকথন করিতেন, অপরিচিত দীনজনেরা ও তাপিত লোকেরা তাঁহার প্রিয়ালাপে শীতল হইত, তিনি পণ্ডিতগণকে লইয়া মধ্যে২ শাস্ত্রীয়ালাপ করিতেন, এবং সর্ব্বথা অধ্যাপকগণের উপকারেচ্ছু ছিলেন, নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্ম দান দেবার্চ্চনাদিতে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল, আত্মীয় বান্ধবগণকে দেখিয়া দূরে হইতে প্রফুল্লবদনে প্রিয়বচনে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, পরোক্ষে প্রিয়জনের প্রশংসা করা তাঁহার স্বাভাবিক কার্য্য ছিল, পরনিন্দা শ্রবণে অসহিষ্ণু ছিলেন, তন্নিকট বা তাঁহার সমক্ষে অন্যের নিকট কেহ পরদূষণে প্রবৃত্ত হইলে তিনি প্রতিবাদ করিয়া যথিকতে নিন্দাবাদ হইত তাহার গুণানুবাদে নিন্দককে নতশিরা করিতেন, তাঁহার এই গুণে কোন২ বিপক্ষও সপক্ষ হইয়াছিল, তিনি আত্মীয় স্বজনের ও প্রতিবাসিগণের পীড়া সংবাদ পাইলে কর্ম্মান্তর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পীড়িতজনের ঔষধ পথ্য প্রদান বা প্রদানীয় উপদেশ দান করিতেন, বিপদাপন্ন মনুষ্য তাঁহার শরণাপন্ন হইলে প্রাণপণে তাহার বিশিষ্ট হিতচেষ্টা করিতেন, কৃতকার্য্য হইলে ঈশ্বরের প্রতি সাধুবাদ পূর্ব্বক প্রফুল্ল হইতেন, তিনি দেবীমাহাত্ম্য পাঠ শ্রবণে নিরতানুরক্ত ছিলেন, অসাধ্য সাধনে উৎসুকতা ছিল না, যে বিষয়ে প্রবর্ত্ত হইতেন তাহা প্রায় অসিদ্ধ হইত না। এতদ্দেশীয় মনুষ্যকে স্বধর্ম্ম ও স্বভাবানুযায়ী করিতে তাঁহার বিশেষ উদ্যোগ ছিল, ধর্ম্মদ্বেষি দেবনিন্দক নাস্তিকাদির সহিত তিনি আলাপও করিতেন না, তাঁহার বাক্পটুতা ও বক্তৃতাশক্তি এমত নিপুণা ছিল যে তিনি যেসভায় গমন করিতেন তত্রস্থ সভ্যেরা তাঁহার নব নব রস বিকসিত বাক্যশ্রবণে আর্দ্রীভূত হইতেন, অতএব তিনি ভূরি২ সভায় সবক্তৃতা দ্বারা অসংখ্য ধন্যবাদ পাইয়াছেন, তিনি প্রতিদিন সায়ং সন্ধ্যার পর পুরাণ শ্রবণ পূর্ব্বক নগরীয়

যাবতীয় সংবাদপত্র পাঠ করিয়া রাত্রি দুই প্রহর পরে নিদ্রা যাইতেন। ইতি। (জীবনচরিত, পৃ. ১১-১৩)

১২৮০ সালে প্রকাশিত 'বঙ্গভূষণ' নামক পুস্তকে সুবিখ্যাত কবি ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে যে প্রশস্তি-কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

চন্দ্রমা-চন্দ্রিকা যথা নিশাযে যতনে
বিশদ বিভায়, মরি সাদরে সাজায় ;
তেমতি "চন্দ্রিকা" তব আলো বাঙ্গালায়
সাজাইছে রাজ-নীতি-বিভা বিতরণে।
দেশ-হিতে ব্রতী হয়ে যুঝিলে বিস্তর
বিপক্ষ পত্রের সহ, শুধু অস্ত্র-বল
আছিল "চন্দ্রিকা" তব ; গদাতে সবল
করি যথা ভীম দলে অরুনিকর।
যা কিছু সম্বাদ পত্র—নিরখি এখন—
বঙ্গভাষা-প্রকাশিত বঙ্গের ভিতরে,
তোমার "চন্দ্রিকা", দ্বিজ, অতি পুরাতন,
নির্বিঘ্নে আজিও বঙ্গে নিয়ত বিহরে।
এ বঙ্গে বিরল লোক তোমার মতন,
তাই ত আক্ষেপে সবে বিমর্ষ অন্তরে।

উপসংহার

ভবানীচরণের মত মনীষীর কীর্ত্তি ও কর্ম্মজীবনের এই ইতিহাস অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ; সমসাময়িক সমাজ-জীবনে তাঁহার যে কি পরিমাণ প্রতিষ্ঠা ছিল, আজিকার দিনে তাহা আমাদের পক্ষে অনুমান করাও কঠিন। সমগ্র হিন্দুসমাজ এক দিন সামাজিক ব্যাপারে মতামতের জন্য তাঁহার মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিত—তিনি সর্ব্বত্র নেতৃত্ব করিয়া ফিরিতেন। কিন্তু বাংলা-সাহিত্যের পরিপুষ্টির দিক্ দিয়াও ভবানীচরণের দান নগণ্য নহে। সাহিত্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ব্যঙ্গরচনার সূচনা করেন ; তাঁহারই স্পর্শে বাংলা-সাহিত্যের 'শুষ্কং কাষ্ঠং' ধীরে ধীরে 'নীরসতরুবরঃ' হইয়া উঠিবার লক্ষণ প্রকাশ করে, তিনিই সর্ব্বপ্রথম সাহিত্যের দর্পণে বাবু ও বিবি বাঙালীকে নিজ নিজ মুখ দেখাইয়া আত্মস্থ হইতে শিক্ষা দেন ; পথভ্রান্ত বাঙালীকে মানুষ করিয়া তুলিবার প্রথম ইঙ্গিত তাঁহার রচনাতেই আমরা দেখিতে পাই। শতাব্দীর পরপার হইতে এই মনস্বী বাঙালীকে তাঁহার সমকালিক সকল গরিমায় প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে আমাদের আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হইবে, তাঁহার প্রতি আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদিত হইবে।

ভবানীচরণ কালের অগ্রগতির সহিত তাল রাখিতে পারেন নাই বলিয়া নিজের কীর্ত্তিসমেত কালগর্ভে বিলীন হইয়াছেন, কিন্তু সাহিত্যের ঐতিহাসিকের নিকট তাঁহার দান অবহেলিত হইবার নহে। বাংলা-সাহিত্যের বর্ত্তমান সমৃদ্ধ হর্ম্ম্য নির্ম্মাণে ভবানীচরণের প্রতিভা ও অধ্যবসায়-রচিত ইষ্টকরাজি এক দিন সবিশেষ সাহায্য করিয়াছিল ; সেই হর্ম্ম্য যত দিন না ধসিয়া পড়িবে, তত দিন ভবানীচরণকে আমরা স্মরণ করিতে বাধ্য থাকিব। বাংলা-গদ্যে রসরচনার প্রথম শিল্পী হিসাবে ভবানীচরণের নাম চিরকাল কীর্ত্তিত হইবে

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১০

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

১৮১২—১৮৫৯

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—মাঘ ১৩৪৮
পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৪৯
পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ—মাঘ ১৩৫০

মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫৷২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৩.২—১১৷১৷১৯৪৪

যে কোনও দেশের সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই, নিতান্ত অকারণে আমাদের প্রবহমাণ জীবনধারায় বিপর্য্যয় ঘটাইয়া, সমুদ্রগর্ভে জলোচ্ছ্বাসের মত কচিৎ এক-এক জন লোকের আবির্ভাব হয়; ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বা ক্রমবিকাশের সহিত যাহাদের কোনও প্রত্যক্ষগোচর সম্পর্ক নাই, গ্রহ-উপগ্রহ-পরিব্যাপ্ত নিয়মতান্ত্রিক সৌরমণ্ডলে ধূমকেতুর আবির্ভাব-তিরোভাবের সহিত যাহাদের অভ্যুদয় ও তিরোধানের তুলনা করা চলে। বাংলা-সাহিত্য-ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে এইরূপ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় বলিয়াই মনে হইতে পারে।

কিন্তু ইহা আপাতদৃষ্টির কথা। একটু গভীর ভাবে অনুধাবন করিয়া দেখিলে আমরা অন্যরূপ দেখিব। আমরা বুঝিতে পারিব, বাংলা দেশের সাহিত্য-সমাজে গুপ্ত-কবির আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী এবং অমোঘ। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসেও তাঁহার স্থান অনন্যসাধারণ। নূতন ও পুরাতনের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া পুরাতন প্রবাহকে অব্যাহত রাখিয়াই তিনি নূতনের জন্য খাত খনন করিয়া তাহাতে নব নব ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশের চিহ্ন-পরিচয়-হীন ফল্গুধারাকে তিনি আপন বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া গঙ্গোত্রীর মত আলো-বাতাসের রাজ্যে উৎসারিত করিয়াছিলেন বলিয়াই মধুসূদন-বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথের সাধনা ও সিদ্ধি সম্ভব হইয়াছে এবং অন্য দিকে কবি ও শিল্পী ভারতচন্দ্রের কবি-টপ্পা-পাঁচালি-হাফ আখড়াইয়ের খিড়কি-দ্বারে যে সম্ভ্রমহীন গ্রাম্যতায় বাংলা কবিতার অপমৃত্যু হইতে বসিয়াছিল, ঈশ্বরচন্দ্রের চেষ্টায় তাহাই ঐশ্বর্য্য-সমারোহে উন্নীত হইয়া সময়ের রাজপাটে নবজীবন ও মুক্তি লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ বাংলা

কাব্য-সাহিত্যে পুরাতন ধারার তিনি শেষ কবি এবং নূতন ধারার তিনি উদ্বোদ্ধা। এক দিকে তিনি হরু ঠাকুর, রাম বসু, নিধুবাবু (রামনিধি গুপ্ত), গোঁজলা গুঁই, নিতাই বৈরাগী, রাসু-নৃসিংহ প্রভৃতি 'কবি'-কুলের শেষ ও সক্ষম প্রতিনিধি এবং অন্য দিকে দ্বারকানাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল ও মনোমোহনের (বসু) গুরু ও শিক্ষাদাতা তিনিই। নূতন ও পুরাতনের সংঘর্ষে যেখানে পথ-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, ঠিক সেইখানেই তিনি আপনাকে মাইলস্টোনের মত মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত রাখিয়া বিরাজ করিতেছেন ; হয়ত কালের প্রবাহে ধূলিজঞ্জালে সে দিনের সুস্পষ্ট পরিচয়-চিহ্নটি ঢাকা পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে পরবর্ত্তী যুগের বাঙালীদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইলেও সবটাই তাহাদের অপরাধ নহে। মহাকালের ঊর্দ্ধে সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাতকে অবজ্ঞা করিয়া যে-প্রতিভা আপনাকে সমুন্নত রাখিতে পারে, ঈশ্বরচন্দ্র ঠিক সেই জাতীয় প্রতিভাবান্ ছিলেন না। দীনবন্ধুর সহিত তাঁহার তুলনা করিতে গিয়া স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—

> কবিত্ব সম্বন্ধে গুরুর অপেক্ষা শিষ্যকে উচ্চ আসন দিতে হইবে। ইহা গুরুরও অগৌরবের কথা নহে।·· আগেকার দেশীয় ব্যঙ্গ-প্রণালী এক জাতীয় ছিল—এখন আর এক জাতীয় ব্যঙ্গে আমাদিগের ভালবাসা জন্মিতেছে। আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভাল বাসিত ; এখন সরুর উপর লোকের অনুরাগ। আগেকার রসিক, লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠি লইয়া সজোরে শত্রুর মাথার মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত। এখনকার রসিকেরা ডাক্তারের মত, সরু লান্‌সেটখানি বাহির করিয়া, কখন কুচ করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছু জানিতে পারা যায় না, কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষতমুখে বাহির হইয়া যায়।··· কবির প্রধান গুণ, সৃষ্টি-কৌশল। ঈশ্বর গুপ্তের এ ক্ষমতা ছিল না।—
> ভূমিকা : দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী।

ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাংলা দেশের কবি, এই জন্তই আমাদের স্মরণীয়। তাঁহার জীবনী ও কাব্য সম্যক্ অনুধাবন করিলে তদানীন্তন বাংলা সমাজ ও সাহিত্য-জীবনের মূল কেন্দ্রটিও আমাদের লক্ষ্যগোচর হইবে। এই কেন্দ্র হইতে আমরা বাহির ও ভিতরের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে বর্তমানে বিচ্যুত হইয়াছি বলিয়া পুরাতনের সঙ্গে যোগসূত্র খুঁজিয়া পাইতেছি না; অথচ জাতীয় জীবনের ক্রমোন্নতির পক্ষে এই সূত্র খুঁজিয়া বাহির করা একান্ত আবশ্যক।

ঈশ্বরচন্দ্রকে বিস্মৃত হইবার অপর কারণ—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

> ১৮৫৯।৬০ সাল বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়—উহা নূতন পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরাণ দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী, মধুসূদন ডাহা ইংরেজ।

সেই ইংরেজীয়ানার যুগে "ডাহা ইংরেজের" নিকট "খাঁটি বাঙ্গালী" পরাস্ত হইয়াছিলেন।

জীবনী

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দীর্ঘজীবী ছিলেন না। তাঁহার জীবন মাত্র ৪৭ বৎসরের; ১২১৮ বঙ্গাব্দের ২৫এ ফাল্গুন শুক্র বারে কাঁচরাপাড়ায় তাঁহার জন্ম এবং ১২৬৫ সনের ১০ই মাঘ শনি বারে তাঁহার মৃত্যু হয়। পিতা হরিনারায়ণ গুপ্ত দরিদ্র ছিলেন, প্রথমে কবিরাজী করিতেন, পরে কবিরাজী ব্যবসায় ছাড়িয়া গ্রামের নিকটে শেয়ালডাঙ্গার কুঠিতে মাসিক আট টাকা মাহিনায় চাকুরি করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের মাতার নাম ছিল শ্রীমতী দেবী। দশম বৎসরে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হওয়ার পর তিনি

কলিকাতা জোড়াসাঁকোর মাতুলালয়ে আশ্রয় পান। শৈশবে লেখাপড়া বিশেষ না শিখিলেও অসাধারণ মেধাবী ও স্মৃতিধর ছিলেন। অতি শৈশব হইতেই মুখে মুখে ছড়া কাটিতে পারিতেন এবং কবি ও হাফ-আখড়াইয়ের দলে গান বাঁধিয়া দিতেন। তিনি খুব দুরন্ত ছিলেন, এবং তখন হইতেই মেকির উপর খড়্গহস্ত ছিলেন। ১৫ বৎসর বয়সে গুপ্তিপাড়ায় গৌরহরি মল্লিকের কন্যা দুর্গামণি দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিশেষ কারণে তিনি আজীবন সংসার করেন নাই, কিন্তু স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ করিয়াছেন। স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক বিদ্বেষ ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের শিক্ষার অভাব উপলক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

> তিনি বাল্যকালে যে সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করেন নাই, ইহা বড় দুঃখেরই বিষয়। তিনি সুশিক্ষিত হইলে, তাঁহার যে প্রতিভা ছিল, তাহার বিহিত প্রয়োগ হইলে, তাঁহার কবিত্ব, কার্য্য, এবং সমাজের উপর আধিপত্য অনেক বেশী হইত।…তাহা হইলে তাঁহার সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্য অনেক দূর অগ্রসর হইত। বাঙ্গালার উন্নতি আরও ত্রিশ বৎসর অগ্রসর হইত।

জোড়াসাঁকোতে অবস্থানকালে পাথুরিয়াঘাটার সুবিখ্যাত গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। এই বন্ধুত্বের ফলে ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ (২৮ জানুয়ারি ১৮৩১) যোগেন্দ্রমোহনের সাহায্যে ও উৎসাহে এবং ঈশ্বরচন্দ্রের সম্পাদকতায় 'সংবাদ প্রভাকরে'র জন্ম এবং ইহা হইতেই ঈশ্বরচন্দ্রের ভাগ্য-পরিবর্ত্তন।

'সংবাদ প্রভাকর' বাহির করিবার তিন মাস পূর্ব্বে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তখন তাঁহার বয়স মাত্র উনিশ। এই উনিশ বর্ষবয়স্ক যুবকের সম্পাদনায় 'সংবাদ প্রভাকর' অচিরকালমধ্যে খ্যাত হইয়া উঠে

এবং তৎকালীন সম্রান্ত ধনবান্ ও কৃতবিদ্য লেখক ও পাঠক-সম্প্রদায় 'সংবাদ প্রভাকরে'র পৃষ্ঠপোষক হইয়া পড়েন। এই 'সংবাদ প্রভাকর' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্ত্তি; 'সংবাদ প্রভাকর'ই এক দিন বাংলা-সাহিত্যের ভাগ্য-বিধাতা ছিল, বাংলা গদ্য-রচনারীতি প্রভাকরের আদর্শে পরিবর্ত্তিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

> নিত্য নৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়। আজ শিখের যুদ্ধ, কাল পৌষপার্ব্বণ, আজ মিশনরি, কাল উমেদারি, এ সকল যে সাহিত্যের অধীন, সাহিত্যের সামগ্রী, তাহা প্রভাকরই দেখাইয়াছিলেন। আর ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কীর্ত্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবিশদিগের একটা কীর্ত্তি আছে। দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন।

ছাত্রদিগকে উৎসাহ দান ছাড়াও ঈশ্বরচন্দ্র 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রাচীন কবিওয়ালাগণের গান সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে থাকেন। বর্ত্তমানে তাঁহাদের যে-সকল কবিতা ও গান আমরা নানা সংগ্রহ-পুস্তকে দেখিয়া থাকি, তাহার পনর আনাই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংগ্রহ। এই কাজে তিনি পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি করিতেন না। তিনি প্রায় দশ বৎসরকাল কবিতা সংগ্রহের জন্য বাংলার নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়াছেন। ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৫ (১ মাঘ ১২৬১) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রাচীন কবি-প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র লেখেন :—

> প্রাচীন কবি।—...আমরা বহুকালাবধি নিরন্ত নিকর চেষ্টা ও প্রচুর প্রযত্নে প্রকর পরিশ্রম পুরঃসর এ পর্য্যন্ত যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার অধিকাংশ পত্রস্থ করিয়াছি, ক্রমে করিতেছি এবং ক্রমে ক্রমে আরো প্রকাশ করিব, কিছুই গোপন রাখিব না। যে উপায়ে হউক যত পাইব ততই মুদ্রিত করিব।

আমরা পূর্ব্বে ৺ রামপ্রসাদ সেন, ৺ রামনিধি গুপ্ত অর্থাৎ নিধু বাবু, ৺ রাম বসু, ৺ নিতাইদাস বৈরাগী ও তাঁহার সাহায্যকারিগণ, ৺ হরু ঠাকুর, ৺ রঘু গোঁসাই, গোঁজলা গুঁই, কৃষ্ণ মুচী ও লালুনন্দলাল প্রভৃতি কতিপয় মৃত কবিকে কীর্ত্তির সহিত সজীব করিয়াছি। অদ্য আবার ৺ রাসু নৃসিংহ ও ৺ লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসকে জীবিত করিলাম, অদ্যাবধি ইঁহারা এই বিশ্ব বিপিনে অমর হইয়া বিচরণ করিবেন।...

'সংবাদ প্রভাকর' পত্রের মাস-পয়লার কাগজে এই সকল কবিওয়ালার জীবনী ও রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল; কয়েকটির তালিকা দিতেছি—

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ... ১ আশ্বিন, ১ পৌষ, ১ মাঘ ১২৬০।
৺ রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) ... ১ শ্রাবণ ১২৬১।
৺ রাম [মোহন] বসু ... ১ আশ্বিন, ১ কার্ত্তিক, ১ অগ্রহায়ণ ১২৬১।
৺ নিত্যানন্দদাস বৈরাগী ... ১ অগ্রহায়ণ ১২৬১।
৺ হরু ঠাকুর ... ১ পৌষ ১২৬১।
৺ রাসু, নৃসিংহ ও ৺ লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস...১ মাঘ ১২৬১।

ঈশ্বরচন্দ্রের একান্ত বাসনা ছিল, এই সকল কবিওয়ালার রচনা তাঁহাদের জীবনচরিত-সমেত পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, কিন্তু তিনি তাহা করিয়া যাইতে পারেন নাই।* এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত হস্তক্ষেপ না করিলে বাংলার বহু প্রাচীন কবিগীত একেবারে লোপ পাইত। এই প্রবৃত্তির মূলে ছিল তাঁহার অসাধারণ

* ১৩০১ সালের বৈশাখ মাসে দক্ষিণেশ্বরনিবাসী শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'গুপ্তরত্নোদ্ধার বা প্রাচীন কবি-সঙ্গীত সংগ্রহ' প্রকাশ করেন। তিনি বিভিন্ন স্থান হইতে এই সকল গীত সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল' পুস্তকেও হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, গোঁজলা গুঁই, আণ্টুনি ফিরিঙ্গী প্রভৃতির গানের কিছু কিছু নিদর্শন আছে।

স্বদেশপ্রীতি, তিনি বাংলা দেশ ও বাঙালীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাহার প্রমাণ এই পুস্তকের অন্যত্র প্রকাশিত তাঁহার "স্বদেশ" কবিতায় আছে।

আবার অন্য পক্ষে কলিকাতা ও মফস্বলের অনেক সভা-সমিতিতে সম্পাদক পরিচালক ইত্যাদি ভাবে যোগদান করিয়া তিনি কালের গতির সঙ্গে সমানে তাল রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি সুবিখ্যাত 'তত্ত্ববোধিনী সভা', টাকীর 'নীতিতরঙ্গিণী সভা', দর্জ্জিপাড়ার 'নীতি-সভা' প্রভৃতির সভ্য-পদে থাকিয়া মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র সত্যই লিখিয়াছেন—

> সে কাল আর এ কালের সন্ধিস্থানে ঈশ্বর গুপ্তের প্রাদুর্ভাব। এ কালের মত তিনি নানা সভায় সভ্য, নানা স্কুল কমিটির মেম্বর ইত্যাদি ছিলেন—আবার ও দিগে কবির দলে, হাফ আখড়াইয়ের দলে গান বাঁধিতেন।

তিনি যে-সকল গ্রন্থ লিখিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে তাহার অধিকাংশই অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনীর ইহাই অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

কবিত্ব ও কবিতা

ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্ব ও কবিতা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। তিনি নিজে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলেও যুগ-প্রভাবে আধুনিকতার ছাপ তাঁহার লেখায় পড়িয়াছে এবং তিনি আধুনিক বহু বিষয়কে কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিসাধন সম্বন্ধে যে সকল ব্যক্তির গুণকীর্ত্তন করা আমাদের অভ্যাস হইয়াছে তন্মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের নাম যে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে কীর্ত্তিত হওয়া উচিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।...আমার বোধ হয়, ঈশ্বর গুপ্তের বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকের যে ঔদাসীন্য তাহার একটি প্রধান কারণ এই যে, তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট বড় একটা জানিত ছিলেন না।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিত্ব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিত্ব সম্বন্ধে সঠিক উত্তর পাওয়া যাইবে—

> মনুষ্য-হৃদয়ের কোমল, গম্ভীর, উন্নত, অস্ফুট ভাবগুলি ধরিয়া তাহাকে গঠন দিয়া, অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না। সৌন্দর্য্যসৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাঁহার সৃষ্টিই বড় নাই।...কিন্তু তাঁহার যাহা আছে, তাহা আর কাহারও নাই। আপন অধিকারের ভিতর তিনি রাজা।...তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা সহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্যদেশের কবি।

তাঁহার ব্যঙ্গ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—

> ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই। শত্রুতা করিয়া তিনি কাহাকেও গালি দেন না।...কেবল আনন্দ। যে যেখানে সম্মুখে পড়ে, তাহাকেই ঈশ্বরচন্দ্র তাহার গালে এক চড়, নহে একটা কাণমলা দিয়া ছাড়িয়া দেন—কারণ আর কিছুই নয়, দুই জনে একটু হাসিবার জন্য।

ঈশ্বরচন্দ্রের অনেক কথা ও পদ এখন প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। অথচ আমরা অনেকেই সেগুলি ঈশ্বরচন্দ্রের বলিয়া অবগত নহি। দৃষ্টান্ত: তদানীন্তন কলিকাতা সম্বন্ধে—

> রেতে মশা দিনে মাছি,
> এই তাড়য়ে কল্‌কেতায় আছি।

ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া—

তুমি হে আমার বাবা, "হাবা আত্মারাম"।

বিবিদের উপলক্ষ করিয়া—

বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে।

... ...

বিবিজান চলে যান, লবেজান কোরে।

বাঙালী মেয়েদের সম্বন্ধে—

সিন্দূরের বিন্দুসহ কপালেতে উল্কি।

নসী জসী ক্ষেমী বামী, রামী শ্যামী গুল্কী।

মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে স্তুতি করিয়া—

তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গোরু,
শিখি নি সিং বাঁকানো,
কেবল খাব খোল বিচিলি ঘাস।
যেন রাঙা আমলা, তুলে মামলা,
গামলা ভাঙে না।
আমরা ভুষি পেলেই খুসি হব,
ঘুসি খেলে বাঁচব না।

ইংরেজীয়ানাকে লক্ষ্য করিয়া—

বুঝি হুট্ বোলে, বুট পায়ে দিয়ে,
চুরুট ফুঁকে স্বর্গে যাবে।

পাঁঠা সম্বন্ধে—

এমন পাঁঠার নাম যে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয়, ঝাড়ে বংশে বোকা।

দেশপ্রেম সম্বন্ধে—

কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥

তখনকার দিনের নাটক সম্বন্ধে—

না-টক না মিষ্টি।

বঙ্গদেশ সম্বন্ধে—

এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা

তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—

তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল। যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কৃত-জনিত কোন বিকার নাই—ইংরেজিনবিশীর বিকার নাই। পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই—বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না—সরল, সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই—আর লিখিবার সম্ভাবনা নাই।

ঈশ্বরচন্দ্রের বিশেষ পরিচয় তাঁহার কাব্যের মধ্যে। তাঁহার কাব্য খণ্ড খণ্ড কবিতায়—বিবিধ ভঙ্গিতে বিবিধ বিষয়ে লেখা, অধিকাংশই সাময়িক। সাময়িক হইলেও গুপ্ত-কবির বহু রচনা মুখে মুখেও আমাদের কাল পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্রের এই সকল কবিতা মহাকালের দরবারে পরীক্ষিত হইয়া পাস-মার্কা পাইয়াছে। তাঁহার তথাকথিত নাটকগুলির মধ্যেও কবিতা-অংশ কম নয়, সঙ্গীতও আছে। সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্য তাঁহার বিভিন্ন ধরণের কবিতার নমুনা দিয়ে দেওয়া হইল। যাঁহারা ব্যাপকভাবে গুপ্ত-কবির কাব্যরস আস্বাদন

করিতে চান, তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'কবিতাসংগ্রহ' ও মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত-সম্পাদিত 'গ্রন্থাবলী' ব্যবহার করিবেন।

সব হায় ফাক

দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হায় ফাক্, বাবা সব হায় ফাক্।
ধনের গৌরবে কেন মিছা কর জাঁক, বাবা মিছা কর জাঁক।
পেয়েছ যে কলেবর, দৃশ্য বটে মনোহর,
মরণ হইলে পর, পুড়ে হবে খাক্।
আমি আমি অহঙ্কার, আমার এ পরিবার,
কোথায় রহিবে আর, আমি আমি বাক্।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হায় ফাক্।

নিশ্বাস হইলে রুদ্ধ, মৃত্তিকায় দেহ শুদ্ধ,
চারি দিকে হবে শুদ্ধ, রোদনের হাঁক্।
মুদিলে যুগল আঁখি, সকল হইবে ফাঁকি,
কোথায় রহিবে চাকি, ভেঙ্গে যাবে চাক্।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হায় ফাক্।

মিথ্যা সুখে সদা রত, শত শত অনুগত,
গৌরব করিয়া কত, গোঁপে দাও পাক্।
পোসাকের দাম মোটা, জুতা পায়ে এড়িওটা,
কপাল জুড়িয়া ফোঁটা, গোড়া করে নাক্।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হায় ফাক্।

নারীর কোমল কায়, মদনের সুধাপাত্র,
তাহার উপর মাত্র, মরণের ডাক্।
বসনে বিচিত্র মাত্র, কায়ায় রঞ্জিত কায়,

শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ, ঢেকে রাখ টাক্।
 দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক্॥

স্নেহ করে পরিজন সদাই সন্তুষ্ট মন,
 সুদে সুদে বাড়ে ধন, কত লাক্ লাক্।
রাখিয়াছে বাপদাদা, ধপ্ ধপ্ বর্ণ সাদা,
সারি সারি তোড়া বাঁধা, শোভে থাকে থাক।
 দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক্॥

হইয়া আশার বশ, ভ্রমে চাহ মিছা যশ,
 বিষয় বিষের রস, নহে পরিপাক্।
তুমি কেবা, কেবা পুত্র, আপনার নাহি সূত্র,
মিছামিছি মায়াসূত্র, শেষ কুম্ভীপাক্।
 দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক্॥

চিন্তা কর পরকাল, নিকট বিকট কাল
 উচ্চৈঃস্বরে বাজে তাল, শমনের ঢাক্।
জীবন ছাড়িবে কোল, না রহিবে কোন বোল,
হরেকৃষ্ণ হরিবোল, এই মাত্র ডাক্।
 দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক্॥

খল ও নিন্দুক

মহৎ যে হয় তার, সাধু ব্যবহার।
উপকার বিনা নাহি, জানে অপকার॥
দেখহ কুঠার করে, চন্দন ছেদন।
চন্দন সুবাস তারে, করে বিতরণ॥

কবিত্ব ও কবিতা

কাক কারো করে নাই, সম্পদ হরণ।
কোকিল করেনি কারে, ধন বিতরণ॥
কাকের কঠোর রব, বিষ লাগে কাণে।
কোকিল অখিলপ্রিয়, সুমধুর গানে॥
গুণময় হইলেই, মান সব ঠাঁই।
গুণহীনে সমাদর, কোনখানে নাই॥
শারী আর শুক পাখী, অনেকেই রাখে।
যত্ন করে কে কোথায়, কাক পুষে থাকে?
অধমে রতন পেলে, কি হইবে ফল?
উপদেশে কখন কি, সাধু হয় খল?
ভাল, মন্দ, দোষ, গুণ, আধারেতে ধরে।
ভুজঙ্গ অমৃত খেয়ে, গরল উগরে॥
লবণ-জলধি-জল করিয়া ভক্ষণ।
জলধর করিতেছে, সুধা বরিষণ॥
সুজনে সুযশ গায়, কুযশ ঢাকিয়া।
কুজনে কুরব করে সুরব নাশিয়া॥

নির্গুণ ঈশ্বর

কাতর কিঙ্কর আমি, তোমার সন্তান।
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান॥
বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান্।
একবার তাহে তুমি, নাহি দাও কাণ॥
সর্ব্বদিকে সর্ব্ব লোকে, কত কথা কয়।
শ্রবণে সে সব রব, প্রবেশ না হয়॥

হায় হায় কব কায়, ঘটিল কি জ্বালা।
জগতের পিতা হোয়ে, তুমি হোলে কালা ?

... ...

আবার কি কথা শুনি, প্রকৃতির কাছে।
তোমার নয়নে নাকি, দোষ ধরিয়াছে ?
লোচনের ঘার আর, না হয় মোচন।
অন্ধ হোয়ে পোড়ে আছ, করিয়া শয়ন ॥
চারি দিকে আপনার, পরিবার যারা।
অনিবার হাহাকার, করিতেছে তারা ॥
তুমি যদি অন্ধ হোয়ে, চক্ষু বুজে রবে।
আমাদের দশার কি, হবে বল তবে ?
দৃষ্টিহীন যদি হয়, পিতার নয়ন।
সুতের সন্তাপ তবে, কে করে হরণ ॥

... ...

অভিধান, অভিধান, রাখিয়াছে মুখ।
কিন্তু এ কি অসম্ভব, নাহি তব মুখ ॥
মুখ হোয়ে মুখ নাই, বিমুখ হোয়েছ।
মূক হয়ে একেবারে, নীরব রোয়েছ ॥
অজ গজ চারিমুণ্ড, পাঁচমুণ্ড যারা।
নাহি বুঝি মাথামুণ্ড, কি বোলেছে তারা ॥
শাস্ত্র সব মুখ বোলে, তাকে কোন্ গুণে।
মুণ্ডপাত হইতেছে, মুণ্ড নাই শুনে ॥
কহিতে না পার কথা, কি রাখিব নাম।
তুমি হে, আমার বাবা, "হাবা আত্মারাম" ॥
তোমার বদনে যদি, না সরে বচন।
কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন ?

আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায়।
ইসেরায় ঘাড় নেড়ে, সায় দিও তায়॥
তুমিতো আপন ভাবে, হইলে বিমুখ।
এই ভিক্ষে দীন সুতে, হও না বিমুখ॥
চরণে পরম পদ, যদি যাই ভুলে।
সে সময়ে একবার, চেও মুখ তুলে॥
তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, কুমার তোমার॥
গুপ্ত হোয়ে, গুপ্ত সুতে, ছল কেন কর?
গুপ্ত কার ব্যক্ত করি, গুপ্ত ভাব হর॥

ইংরেজী নববর্ষ

...   .

খ্রীষ্টমতে নববর্ষ, অতি মনোহর।
প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ, যত শ্বেত নর॥
চারু পরিচ্ছদযুক্ত, রম্য কলেবর।
নানা দ্রব্যে সুশোভিত, অট্টালিকা ঘর॥
মানমদে বিবি সব, হইলেন ক্ষেপ।
কেদারের কোলোনিস্, ছুটিকাটা ক্ষেপ্॥
শ্বেত পদে শিলিপর, শোভা তায় মাখা।
বিচিত্র বিনোদ বস্ত্র, গলদেশ ঢাকা॥
চিকন্ চিরুণি তার, চিকুরের জালে।
ফুলের জোহারা আসি, পড়িতেছে গালে॥
বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে।
আহা তায় রোজ রোজ, কত রোজ ফুটে॥

সুপ্রকাশ কিবা আস্য, মৃদুহাস্যভরা।
অধরে অমৃত সুধা, প্রেমক্ষুধাহরা॥
গোলাবের দলে বিবি, পড়িয়াছে চিক্।
অনঙ্গ ভ্রমররূপে, মাগে তথা ভিক॥
মনোলোভা কিবা শোভা, আহা মরি মরি।
বিবিশ্ উড়িছে কত, ফর্ ফর্ করি॥
চল চল ঢল ঢল, বাঁকা ভাব ধোরে।
বিবিজান চলে যান, লবেজান কোরে॥

... ...

শাড়ীপরা এলোচুল, আমাদের মেম।
বেলাক নেটিব লেডি, শেম শেম শেম!
সিন্দূরের বিন্দু সহ, কপালেতে উল্কি।
নসী, জমী, ক্ষেমী, বামী, রামী, শামী, গুল্কি॥
ঘরে থেকে চিরকাল, পায় মহাদুখ।
কখনো দেখে না পরপুরুষের মুখ॥
এইরূপে হিন্দুবামা, ভ্রষ্টাচার দেখে।
না পায় সুখের আলো, অন্ধকারে থেকে॥
কোথায় নেটিব লেডি, বলি শুন সবে।
পতন ঘটাবে আর, কত কাল রবে?
ধন্য রে বোতলবাসি, ধন্য লাল জল।
ধন্য ধন্য বিলাতের, সভ্যতার বল॥
দিশি কৃষ্ণ মানিনেকো, ঋষিকৃষ্ণ জয়।
মেরিদাতা মেরিসুত, বেরিগুড বয়॥
ঈশ্বর পরম প্রেম, স্পর্শ করে যাকে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম জেনেছেন, জ্ঞান নাহি থাকে॥

যা থাকে কপালে ভাই, টেবিলেতে খাব।
ডুবিয়া ভবের টবে, চ্যাপেলেতে যাব॥
কাঁটা ছুরি কাজ নাই, কেটে যাবে বাবা।
দুই হাতে পেট ভোরে খাব থাবা থাবা॥
পাতরে খাব না ভাত, গোটুহেল কালো।
হোটেলে টোটেল নাশ, সে বরণ ভালো॥
পূরিবে সকল আশা, ভেবো না রে লোভ।
এখনি সাহেব সেজে, বাঁধিব না ক্ষোভ॥

পৌষ-পার্ব্বণ

সুখের শিশির কাল, সুখে পূর্ণ ধরা।
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা॥
ধনুর তনুর শেষ, মকরের যোগ।
সন্ধিক্ষণে তিন দিন, মহা সুখ ভোগ॥
মকর সংক্রান্তি স্নানে, জন্মে মহাফল।
মকর মিত্তির সই, চল্ চল্ চল্॥
সারা নিশি জাগিয়াছি, দেখ সব বাসি।
গঙ্গাজলে গঙ্গাজল, অঙ্গ ধুয়ে আসি॥
অতি ভোরে ফুল নিয়ে গিয়াছেন মাসী।
একা আমি আসিয়াছি, সঙ্গে লয়ে দাসী॥
এসেছি বাপের কাছে, ছেলে মেয়ে ফেলে।
ধাঁধাবাজা হবে সব, আমি মেয়ে এলে॥
ঘোর ডাঁক বাজে শাঁক, যত সব রামা।
কুটিছে তণ্ডুল সুখে, করি ধামা ধামা॥
বাউনি আউনি ঝাড়া, পোড়া আখ্যা আর।
মেয়েদের মন পাড়া, অশেষ প্রকার॥

ফুক্ তাক্ মন্তর, কতরূপ খ্যাল্ ।
পাঁদাড়ে দুলিছে ডাল্, ডাল্ ডাল্ ডাল্ ।
খোলায় পিটুলি দেয়, হোয়ে অতি শুচি ।
হ্যাঁক হ্যাঁক শব্দ হয়, চাকা দেয় দুটি ।
উনুনে ছাউনি করি, বাউনি বাঁধিয়া ।
চাউনি কর্ত্তার পানে, কাঁদুনি কাঁদিয়া ।

... ...

মাগীদের নাহি আর, তিন রাত্রি ঘুম ।
পড়াপড়ি ছড়াছড়ি, রন্ধনের ধুম ।
সাবকাশ নাই মাত্র, এলোচুল বাঁধে ।
ডাল ঝোল মাচ ভাত, রাশি রাশি রাঁধে ।
কত তার কাঁচা থাকে, কত যায় পুড়ে ।
সাধে রাঁধে পরমান্ন নলেনের গুড়ে ।
বধূর রন্ধনে যদি, যায় তাহা এঁকে ।
শাশুড়ী ননদ কত, কথা কয় বেঁকে ।
হ্যাদে বউ, কি করিলি, দেখে মন চটে ।
এই রান্না শিখেছিস, মায়ের নিকটে ?
সাত জন্ম ভাত বিনা, যদি মরি ভুখে ।
তথাচ এমন রান্না, নাহি দিই মুখে ।
মধুর মধুর ধ্বনি, মুখ শতদল ।
সলিলে ভাসিয়া যায়, চক্ষু ছল ছল ।
আহা তার হাহাকার, দুখিনীর মত ।
বুঝিতে না পারে কিছু, মনে মনে কয় ।
অদৃষ্টকে রান্না মন্দ, ভাল হবে বার ।
ঠাকাবেতে বাঁটিতে পা, নাহি পড়ে ভূঁয় ।

হাসি হাসি মুখখানি, অপরূপ আড়া।
বেঁকে বেঁকে যান গিন্নী, দিয়ে নথ নাড়া॥
হ্যাগা দিদি এই শাক, রাঁধিয়াছি রেন্তে।
মাথা খাও সত্যি বল, ভাল লাগে খেতে॥
ছিছি ছিস কেন বোন, হেন কথা কোয়ে?
ষাট্ ষাট্ বেঁচে থাক, জন্মএয়ো হোয়ে॥
পুরুষেরা ভাল সব, বলিয়াছে খেয়ে।
ভাল রান্না রেঁধেছিস্ ধন্য তুই মেয়ে॥
এইরূপ ধুমধাম, প্রতি ঘরে ঘরে।
নানা মত অনুষ্ঠান, আহারের তরে॥
ভাজা ভাজা ভাজাপুলি, ভেজে ভেজে তোলে।
সারি সারি হাঁড়ি হাঁড়ি কাঁড়ি করে কোলে॥
কেহ বা পিটুলি মাখে, কেহ কাই গোলে।

… … …

আলু তিল গুড় ক্ষীর, নারিকেল আর।
গড়িতেছে পিটেপুলি, অশেষ প্রকার॥
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ, কুটুম্বের মেলা।
হায় হায় দেশাচার, ধন্য তোর খেলা॥
কামিনী যামিনীযোগে, শয়নের ঘরে।
খানীক খাবার দ্রব্য, আয়োজন করে॥
আদরে খাওয়াবে সব, মনে সাধ আছে।
ঘেঁসে ঘেঁসে বসে গিয়া, আপনের কাছে॥
মাথা খাও, খাও বলি, পাতে দেয় পিটে।
না খাইলে দীনদয়াল, পিটে দেয় পিটে॥

আকুলি বিকুলি কত, চুকুলির আশি।
চুকুলি গড়িয়া হন, চুকুলির ভাগী॥

... ...

ধন্য ধন্য পল্লীগ্রাম, ধন্য সব লোক।
কাহনের হিসাবেতে, আহারের ঝোঁক॥
প্রবাসী পুরুষ যত, পোষকার যবে।
ছুটি নিয়া ছুটাছুটি, বাড়ী এসে সবে॥
সহরের কেনা দ্রব্যে, বেড়ে যায় জাঁক।
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ, মেয়েদের ডাক॥
কর্ত্তাদের গালগল্প, গুড়ুক টানিয়া।
কাঁটালের গুঁড়ি প্রায়, ভুঁড়ি এলাইয়া॥
দুই পার্শ্বে পরিজন, মধ্যে বুড়া বোসে।
চিটে গুড় ছিটে দিয়ে, পিটে খান কোসে॥
তরুণী রমণী যত, একত্র হইয়া।
তামাসা করিছে সুখে, জামাই লইয়া॥
আহারের দ্রব্য লয়ে, কৌশল কৌতুক।
মাঝে মাঝে হাস্যরবে, সুখের যৌতুক॥

পাঁটা

রসভরা রসময়, রসের ছাগল।
তোমার কারণে আমি, হয়েছি পাগল॥
খর্ব্বকুঁকী গজগর্ভা, জননী তোমার।
উদরে তোমায় ধরে, কত গুণ তার॥
তুমি যার পেটে যাও, সেই পুণ্যবান।
সাধু সাধু সাধু তুমি, ছাগীর সন্তান॥

ত্রিতাপেতে তরে লোক, তব নাম নিয়া।
বাঁচালে দক্ষের প্রাণ, নিজ মুণ্ড দিয়া॥
চাঁদমুখে চাপদাড়ি, গালে নাই গোঁপ।
শৃঙ্গ খাড়া হাড়া হাড়া, লোমে লোমে খোপ॥
সে সময়ে অপরূপ, মনোলোভা শোভা।
দুটি মাত্র নেড়ে পাত্র, কথা কয় বোবা॥
স্বর্গ এক উপসর্গ, কল তাহে কলা।
দিবানিশি পোড়ে থাকি, ধোরে তোর গলা॥
চারি পায়ে ছাঁদ দিয়া, তুলে রাখি বুকে।
হাতে হাতে স্বর্গ পাই, বোকা গন্ধ শুঁকে॥
শুধু যায় পেট ভোরে, পাঁটারাম দাদা।
ভোজনের কালে যদি, কাছে থাকো বাঁধা॥
শাদা কালো কটারূপ, বলিহারি গুণে।
সাত পাত ভাত মারি, ভ্যা ভ্যা রব শুনে॥
মহিমার নাম ধর, শ্রীমহাপ্রসাদ।
তোমার প্রসাদে যায়, সকল বিষাদ॥
ঝাল দিতে কাল যায়, লাল পড়ে গালে।
কাটনা কামাই হয়, বাটনার কালে॥
ইচ্ছা করে কাঁচা খাই, সমূলের লোভে।
হাড়গুড় গিলে ফেলি, হাড়গিলে হোবে॥
মজাদাতা অজা তোর কি লিখিব যশ?
যত চুষি তত খুসি হাড়ে হাড়ে রস॥
গিলে গিলে ভোজ খায় [illegible]।
তাদের জীবন বৃথা শাকপাতা যুত॥

এমন পাঁটার মাস নাহি খায় যারা।
মোরে যেন ছাগী-গর্ভে জন্ম লয় তারা॥
দেখিয়া ছাগের গুণ কোরে অভিমান।
হইলেন বরারূপ নিজে ভগবান॥

... ...

সাধ্য কার এক মুখে মহিমা প্রকাশে।
আপনি করেন বাদ্য আপনার নাশে॥
হাড়িকাঠে ফেলে দিই খোরে ছুটী ঠ্যাং।
সে সময়ে বাদ্য করে ছ্যাড্যাং ছ্যাড্যাং॥
এমন পাঁটার নাম যে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয় ঝাড়বংশ বোকা॥
ভ্রমণে যে ভাবোদয় মম নদী-পথে।
রচিলাম ছাগ-গুণ যথাসাধ্যমতে॥
প্রতিদিন প্রাতে উঠি কোরে শুদ্ধ মন।
ভক্তিভাবে এই পদ্য পড়িবে যে জন॥
বিচিত্র পুষ্পের রথে পাঁটা পাঁটা বোলে।
সাতায় পুরুষ তার স্বর্গে যায় চোলে॥

নীলকর

ছিন্তেন।

হোলো ভক্ষকেতে রক্ষাকর্ত্তা, ঘটে সর্ব্বনাশ।
কাল সাপ কি কোন কালে, দয়াতে ভেকে পালে,
টাপাটপ অমনি করে গ্রাস॥
বাঙালী তোমার কেনা, এ কথা জানে কে না?
হয়েছি চিরকেলে দাস।
করি কত অভিলাষ।

তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু,
শিখি নি সিং বাঁকানো,
কেবল খাবো খোল, বিচিলি ঘাস।
যেন রাঙা আমলা, তুলে মামলা,
গামলা ভাঙে না,
আমরা ভুষি পেলেই খুসি হব,
ঘুসি খেলে বাঁচব না।

দুর্ভিক্ষ

বাউলচাঁদী সুর

রাগিণী দেশমল্লার—তাল আড়খেমটা।

হয় দুনিয়া ওলট্ পালট্,
আর কিসে ভাই! রক্ষে হবে?
আর কিসে ভাই! রক্ষে হবে?
পোড়া আকালেতে নাকাল করে,
ভাবাভোল পেয়েছে ভবে।
আমরা হাটের নেড়া, শিকে ধোরে,
ভিকে কোরে বেড়াই সবে।
হোলো সকল ঘরে ভিকে মাগা,
কে এখন আর ভিকে দেবে?
যত কালের বুড়ো, যেন ছুঁড়ো,
ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে।
ঘোরে তক্ক পুরুত মারে খুড়ো,
ভিখারী কি অন্ন পাবে?

যদি অনাথ বামুন হাত পেতে চায়,
ঘুসি মোরে ওঠেন তবে!
বলে, গতোর আছে, খেটে খেগে,
তোর পেটের ভার কেটা ববে?
যাদের পেটে ছেড়া, মেজাজ টেরা,
তাদের কাছে কেটা চাবে?
বলে, জো বাঙালি, ড্যাম, গো টু হেল,
কাছে এলেই কোঁৎকা খাবে।
আমি স্বপনে জানিনে বাবা,
অধঃপাতে সবাই যাবে।
হোয়ে হিঁদুর ছেলে, ট্যাঁসের চেলে,
টেবিল পেতে খানা খাবে।
এরা বেদ কোরাণের ভেদ মানে না,
খেদ কোরে আর কে বোঝাবে!
ঢুকে ঠাকুর ঘরে কুকুর নিয়ে,
জুতা পায়ে দেখতে পাবে।
হোলো কর্ম্মকাণ্ড, লণ্ডভণ্ড,
হিঁদুয়ানি কিসে রবে?
যত ছুঁড়ির শিশু, তোমে যীশু,
ডুবে মোলো জলের টবে।
আগে মেয়েগুলো, ছিল ভালো,
ব্রত ধর্ম্ম কোর্ত্তো সবে।
একা "বেথুন" এসে, শেষ কোরেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে?

যত ছুঁড়ীগুলো, তুড়ী মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্চে যবে।
তখন "এ, বি," শিখে, বিবি সেজে,
বিলাতী বোল কবেই কবে।

এখন আর কি তারা সাজী নিয়ে,
সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে?

সব কাঁটা চামচে ধোরবে শেষে,
পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে?
ও ভাই! আর কিছু দিন, বেঁচে থাকলে,
পাবেই পাবেই দেখতে পাবে।

এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী,
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।
আছে গোটাকত বুড়ো যদিন,
তদিন কিছু রক্ষা পাবে।
ও ভাই! তারা মোলেই দফা রফা,
এককালে সব ফুরুয়ে যাবে।

যখন আসবে শমন, কোরবে দমন,
কি বোলে তায় বুঝাইবে?

বুঝি "হুট" বোলে, "বুট" পায়ে দিয়ে,
"চুরুট" ফুঁকে স্বর্গে যাবে।
ঘোর পাপে তায়, হোলো ধরা,
খাঁচের বিবের হুকুম পবে।

তার নীলকরেরদের মেজোবিবি,
কেমন কোরে স্বর্গে সবে?

ও ভাই! তত দিন তো খেতে হবে,
যত দিন এ দেহ রবে।
এখন কেমন কোরে পেট চালাবো,
মোরে গেলেম ভেবে ভেবে।
রোজ অষ্ট প্রহর কষ্ট ভুগে,
তাতে পোড়া জোটে সবে।
তায় তেল জোটে তো নুন জোটে না,
কেঁদে মরি হাহারবে।
যে চিরটা কাল মাচ খেয়েছে,
কেমনে সে শুক্নো খাবে?

ঋতু বর্ণন

গ্রীষ্ম

আর তো বাঁচি নে প্রাণে, বাপ্ বাপ্ বাপ্।
বাপ্ বাপ্ বাপ্ এ কি, ভস্কটের দাপ।
বিষহীন হোয়ে গেল, বিষধর সাপ।
ভেক তার বুকে সুখে, মারিতেছে লাফ।
বলিতে মুখের কথা, বুকে লাগে হাঁপ।
বার বার কত আর, জলে দিব ঝাঁপ?
প্রাণে আর নাহি সয়, তপনের তাপ।
শূন্য হতে পড়ে যেন, অনলের চাপ।
বিকল হোয়েছে সব, শরীরের কল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল।
জল দে জল দে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল।

• • •

বর্ষার খুরধার

নিদাঘের সমুদয়, অধিকার লোটে।
থমকে চমকে লোক, চপলার চোটে॥
চপ্ চপ্ টপ্ টপ্, কলরব উঠে।
ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্, হুহুঙ্কার ছুটে॥
সুমধুর কত স্বর, ভেকে গীত গায়।
ঝম্ ঝম্ ঝাম ঝাম, জলদ বাজায়॥
কড়্ কড়্ মড় মড়্, রাগে বাজ বাজে।
হড় মড় কড় মড়, টিটকারী হাজে॥
ধীধি ধীধি শোভে গিরি, বজাঘের সাজে।
গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়্, মহরৎ বাজে॥
খরতর দিনকর, লুকাইল তাপে।
থর থর গর গর, ত্রিভুবন কাঁপে॥
হড় হড় হুড় হুড়, ঘন ঘন হাঁকে।
বর বর বর বর, সমীরণ ডাকে॥
ভন্ ভন্ ঝন্ ঝন্, মণ্ডুকের ধ্বনি।
কত রূপ নবরূপ, অপরূপ গণি॥
শশধর জর জর, জলধর-রবে।
তারা যারা পতিহারা, কাঁদে তারা সবে॥
চকোরিণী অভাগিনী, হাহাকার মুখে।
কুমুদিনী বিলাসিনী, ডুবাইল দুখে॥
ঘনঘোর অন্ধকার, হইল গগনে।
হাতমুখ [illegible], [illegible]॥
ঘন জলে মন জ্বলে, ব্যাকুল অন্তরে।
বহে ধীর [illegible], নবজনুলেন॥

বর্ষায় লোকের অবস্থা

রান্নাঘরে কান্নাকাটি, ভিজে কাট ভিজে মাটি,
মনোমতে নাহি জলে চুলো।
নাকে চোকে জল সরে, সেই দণ্ডে ইচ্ছা করে,
চুলোশুদ্ধ চোলে যায় চুলো।
ধনির সুখের ধনি, নিয়ত নিকটে ধনী,
নাহি যার মনের বিকার।
ভাল গাড়ী, ভাল বাড়ী, প্রতি হাতে মারে আড়ী,
মনোমত আহার বিহার।
স্থিরভোগে স্থিরবুদ্ধি, স্থির যোগে স্থির শুদ্ধি,
পাত্রে পাত্রে পাত্রের বিচার।
সদা তার সদাচার, আচারে কি কদাচার,
লোকাচারে বিহে ব্যভিচার।
দীন তাহা কোথা পায়, শুধুমাত্র জলপায়,
ভুড়ি সার বুদ্ধি নাই মুখে।
টাকা বিনে হতবুদ্ধি, কিসে বল হবে শুদ্ধি,
ঘাস কাটি ধান বনে ঢুকে।
বিদেশী বর্গের দাঁত, ভরসা কেবল ভাত,
ভাগ্যদোষে তাও যায় ভেসে।
বহু যাত্রে পেয়ে ছুটি, ছুটে আসে ছেড়ে কুটি,
চৌকিদার বসে চক্ষু মেসে।
যত সব বিলসাধা, সকল পরিবে কালা,
জামা শাল ঝিলমিল ঝলকে।
বহুকেলে ঐকা ধুলো, পাইয়া বুদ্ধির তুলো,
একেবারে উঠিল মস্তকে।

শরদের আগমনে লোকের অবস্থা বর্ণন

• • •

মনোহর সুধাকর, চারু কর ধরে।
নিরন্তর সুধাধার, সুধার বৃষ্টি করে।
শরদের আগমনে, আনন্দ আভাস।
পরমেশী পার্ব্বতীর, প্রতিমা প্রকাশ।
রোগ শোক পরিতাপ, প্রতি ঘরে ঘরে।
তথাপি পূজার হেতু, আয়োজন করে।
অনিবার হাহাকার, অর্থবল হত।
ঋণজালে বদ্ধ হোয়ে, অর্চনায় রত।
স্বদেশ বিদেশবাসী, যত দ্বিজগণ।
অর্থহেতু নগরে, করেন আগমন।
বিদ্যা নাই, জ্ঞান নাই, সাধ্য নাই কিছু।
গায়ত্রীর নাম নাই, বামনাই নিছু।
কপালের মাঝে এক, অর্দ্ধকলা জুড়ে।
যারে তারে ক্রমে তত্ত্ব, লন ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে।
পূজা সন্ধ্যা কেবা জানে, শাস্ত্রবোধ হত।
কথায় কথায় ক্রোধ, দুর্ব্বাসার মত।
শূদ্রের স্বভাব সব, বিষম বিকট।
করেন প্রতাপ বড়, শূদ্রের নিকট।
পেলে কিছু গদ গদ, আশীর্ব্বাদ মুখে।
না পেলে বাপান্ত গান, অনর্গল মুখে।
যাজক পূজক যত, যতাযার্ক ভিন্ন।
অন্বেষণ করিতেছে, পথ দিক দিক।

হত বড় বড় বড়, মুখে বসে হাট।
"অপবিত্র পবিত্রবা" উক্ত এই পাঠ*।
পূজাদির কার্য্য যত, সে কেবল যোগ।
পূকারে উকার লোপ, আকারের যোগ॥
বঙ্গজননী দুর্গে, পতিতপাবনী।
হিন্দুদের ত্রাণকর্ত্রী, তুমি মা জননী॥
এই হেতু করি তব, প্রতিমা নির্ম্মাণ।
সুখেতে থাকিব সব, তোমার সন্তান॥
এত দিন সুখে বটে, রাখিয়াছ তারা।
এ বছর কেন দেখি, বিপরীত ধারা?

• • •

গীত

জলের উঠেছে দাঁত, কার সাধ্য দেয় হাত,
অঙ্ক করে কেটে নয় বাপ্।
কালের স্বভাব দোষ, তাক ছাড়ে ফোঁস্ ফোঁস্,
জল নয় এ যে কাল সাপ॥
অপূর্ব্ব পূজনাদ্যে, কত দুখ মনে ভাবে,
বড় দুখ বলিব কিরূপে।
দুইদের কাঁড়ি বাড়ি, তাহে দেশ নাড়ি নাড়ি,
কত দেশ শীত-সমীরণে॥
বনবাস হত বড়, মনে হয় অন্তর,
[illegible] খেয়ে পড়ে॥
গায়ে কাঁটা দেয় খুব, [illegible]
[illegible]॥

নিশির না যায় ছিটি, শিশির সতত বৃষ্টি,
রবির তাহাতে তাপে ধ্যান।
বিষম প্রবল হিম, যে জন সাক্ষাৎ ভীম,
পার্শ্বমাঝে হবে তার জ্ঞান।
সন্ন্যাসী মোহন্ত যত, মাঠে ঘাটে শত শত,
ধুনী গাঁজার দম দিয়া।
ছাই অঙ্গে লোম ঢাকে, বম্ বম্ মুখে হাঁকে,
পোড়ে থাকে বুকে হাত দিয়া।
যেই জন ভাগ্যধর, গদী পাতা পাকা ঘর,
সদা সঙ্গে সুরত-রঙ্গিণী।
আহার তাহার মত, বিহার বিবিধ মত,
তাহারে জীবন মুক্ত গণি।
ধনির শরীরে সাল, গরিবের পক্ষে শাল,
কম্বল সম্বল করি রয়।
ত্যেনের পুঁটুলি হোয়ে, শুয়ে থাকে শীত সোয়ে,
উম্ বিনা ঘুম নাহি হয়।
চিরজীবি ছেঁড়া কাঁথা, সর্ব্বক্ষণ বুকে গাঁথা,
একক্ষণ তারে নাহি ছাড়ে।
সহরের ঘর কাঁচা, তার হয় প্রাণে বাঁচা,
জাড় তার মিটে হাতে হাতে।
সকালে খাইতে চায়, আয়োজনে বেলা যায়,
সন্ধ্যাকালে পায় তাতে ভাত।
শীতের কেমন খড়ি, উনান জ্বালে খড়ি,
জাঁতার মতন পর হাত।

নাশিতে পায়ের কাঁটা, মহার্ঘ আমের আঁটা,
কাটাকাটি করিলেক ভাই।
বিকুতেল কত মাখি, ঘৃতে মাখি ডুবে থাকি,
শরীরেতে তবু উড়ে ছাই॥

বসন্ত বিরহ

যদবধি প্রাণনাথ, প্রবাসেতে রয়।
বসন্ত পীযূষ সম, বিষোপম হয়॥
কোকিলের কুহুরবে, কুহক লাগায়।
আমার হৃদয়ে আসি, বিঁধে গেল প্রায়॥
বকুল মধুর গন্ধে প্রমোদিত বন।
আকুল করিল তায়, অভাগীর মন॥
পলাশে বিলাস করে, মালতীর লতা।
প্রবল করয়ে তায়, মনোমলিনতা॥
নাগেশ্বর কেশর বেশর সম শোভা।
প্রজাপতি বসে ধরি, মনোহারী প্রভা॥
যেন কোন চতুর লম্পট জন শেষ।
ভুলায় ললনা-মন, ধরি নানা বেশ॥
পরে মধু ফুরাইলে, অমনি প্রস্থান।
যে দিকে সৌরভ ছোটে, সে দিকে পয়ান॥
সেই মত আমারে, ভুলালে অবনীশ।
আশাপথ চেয়ে, আঁখি হোলো অনিমিষ॥

মাতৃভাষা

মায়ের কোলেতে শুয়ে, ঊরুতে মস্তক থুয়ে,
খল খল সহাস্য বদন।
অধরে অমৃত ক্ষরে, আধো আধো মৃদুস্বরে,
আধো আধো বচনরচন।
কহিতে অন্তরে আশা, মুখে নাহি ফুটে ভাষা,
ব্যাকুল হোয়েছ কত তায়।
মা-মা-মা-মা-বা-বা বা-বা, আবো, আবো, আবা, আবা,
সমুদয় দেববাণী প্রায়।
ক্রমেতে ফুটিল মুখ, উঠিল মনের সুখ,
একে একে শিখিলে সকল।
মেসো, পিসে, খুড়া, বাপ, জুজু, ভূত, ছুঁচো, সাপ,
স্থল, জল, আকাশ, অনল।
ভাল মন্দ জানিতে না, মলমূত্র মানিতে না,
উপদেশ শিক্ষা হোলো যত।
ধরেছে হাতে খড়ি, খাইয়া গুরুর ছড়ি,
পাঠশালে পড়িয়াছ কত।
যৌবনের আগমনে, জ্ঞানের প্রতিভা মনে,
বস্তু বোধ হইল তোমায়।
পুস্তক করিয়া পাঠ, দেখিয়া ভবের নাট,
হিতাহিত করিছ বিচার।
যে ভাষায় হোয়ে প্রীত, পরমেশ-গুণ-গীত,
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে।
মাতৃসম মাতৃভাষা, পুরালে তোমার আশা,
তুমি তার সেবা কর সুখে।

স্বদেশ

জান না কি জীব তুমি, জননী জনমভূমি,
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে ?
ভূমিতে করিয়া বাস, ঘুমেতে পূরাও আশ,
জাগিলে না দিবা বিভাবরী।
কত কাল হরিয়াছ, এই বার ধরিয়াছ,
জননী-জঠর পরিহরি।
যার বলে বলিতেছ, যার বলে চলিতেছ,
যার বলে চালিতেছ দেহ।
যার বলে তুমি বলী, তার বলে আমি বলি,
ভক্তি ভাবে কর তারে স্নেহ।
প্রসূতি তোমারে যেই, তাহার প্রসূতি এই,
বসুমাতা মাতা সবাকার।
কে বুঝে ক্ষিতির রীতি, তোমার জননী ক্ষিতি,
জনকের জননী তোমার।
কত শত কন্দমূল, না হয় যাহার মূল,
হীরকাদি রজত কাঞ্চন।
[illegible] জীবেরা খায়, বক্ষেতে বিপুল বয়,
বসুমতী [illegible] ধারণ।
[illegible], [illegible],
[illegible]।
[illegible], [illegible];
[illegible]

প্রণয় দেখায় পথ, পেয়ে পথ নদী, নদ,
জীবনে জীবন রক্ষা করে।
মোহিনী মোহীর মোহে, বহ্নি বাদি বহু দোঁহে,
প্রেমভাবে চরে চরাচরে।
প্রকৃতির পূজা হয়, পুলকে প্রণয় কয়,
প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে।
বিশেষতঃ নিজদেশে, প্রীতি বাধ সবিশেষে,
মূঢ় জীব যায় মোহবশে।
ইন্দ্রের অমরাবতী, ভোগেতে না হয় মতি,
স্বর্গভোগ উপসর্গ সায়।
শিবের কৈলাসধাম, শিবপূর্ণ বটে নাম,
শিবধাম স্বদেশ তোমার।
মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয়প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।
সুধাকরে কত সুধা, দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ সমাচার।
ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসীগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।
স্বদেশের প্রেম যত, সেই মাত্র অবগত,
বিদেশেতে অধিবাস যার।
ভাব তুমি ভাবে রবে, [illegible]
[illegible]

স্বদেশের শাস্ত্রমতে, চল সত্য ধর্ম্মপথে,
সুখে কর জ্ঞান আলোচন।
বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা, পূরাও তাহার আশা,
দেশে কর বিদ্যাবিতরণ॥
দিন গত হয় ক্রমে, কেন আর ভ্রম ভ্রমে,
স্থির প্রেমে কর অবধান।
বাস করি এই বর্ষে, এই ভাবে এই বর্ষে,
হর্ষে কর বিভুগুণগান॥
উপদেশ বাক্য ধর, দেশে কেন দ্বেষ কর,
শেষ কর মিছে সুখ-আশা।
তোমায় যে ভালবাসা, সে কোন না ভালবাসা,
আর কোথা পাবে ভালবাসা?
এ বাসা ছাড়িবে যবে, আর কি হে আশা রবে?
প্রাপ্ত হবে আশা-নাশা বাসা।
কেবা আর পায় দেখা, এসে একা, যাবে একা,
পুনর্ব্বার নাহি আর আসা॥

এণ্ডাওয়ালা তপ্সে মাছ

কষিত কনককান্তি, কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁপ দাড়ি, তপস্বির প্রায়॥
মানুষের দৃশ্য নও, বাস কর নীরে।
মোহন মণির প্রভা, ননীর শরীরে॥
পাখী নও কিন্তু ধর, মনোহর পাখা।
সুমধুর মিষ্ট রস, সর্ব্ব অঙ্গে মাখা॥
একবার রসনায়, যে পেয়েছে তার।
আর কিছু মুখে নাহি, ভাল লাগে আর॥

দৃষ্ট মাত্র সর্ব্ব গাত্র, প্রফুল্লিত হয়।
সৌরভে আমোদ করে, ত্রিভুবনময়।
প্রাণে নাহি দেরি সয়, কাঁটা আঁশ বাছা।
ইচ্ছা করে একেবারে, গালে দিই কাঁচা।
অপরূপ হেরে রূপ, পুত্রশোক হরে।
মুখে দেওয়া দূরে থাক, গন্ধে পেট ভরে।
কুড়ি দরে কিনে লই, দেখে তাজা তাজা।
টপাটপ্ খেয়ে ফেলি, ছাঁকাতেলে ভাজা।
না করে উদরে যেই, তোমার অর্পণ।
বৃথায় জীবন তার, বৃথায় জীবন।
নগরের লোক সব, এই কয় মাস।
তোমার কৃপায় করে মহাসুখে বাস।
গুণেতে সবাই কেনা, কেনা করে সব।
কেন কেন, কেনা কেনা, কে না করে রব?
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, কেহ আর নেই।
যে দিলে তপস্যা নাম, সাধু সাধু সেই।
সব গুণে বড় তব, আছে সর্ব্বজনে।
লোণাজলে বাস কর, এই দুঃখ মনে।
অমৃত থাকিতে কেন, রুচি হয় বিষে?
নুণ পোড়া, পোড়া জল, ভাল লাগে কিসে?
উলুবেড়ে আলো ক'রে, করিছ বিহার।
নগরের উত্তরেতে, গতি নাই আর।
বেলোয়ারে জোর তাঁটা, তাহেতেই সন্তোষ।
সমুদ্রের জল খেয়ে, বুঝি কর রোষ।

কিন্তু এক মম মনে, এই বড় শোক।
না জানে তোমার গুণ, উত্তরের লোক॥
তোমার চরণে করি, এই নিবেদন।
কর সবে সমভাবে, দয়া বিতরণ॥
গোঁৎ কোরে গোঁৎ ঠেলে, ডাকি পাং ছেড়ে।
উজানের পথে চল দাড়ি, গোঁপ নেড়ে॥
শাঁক ঘণ্টা বাজাইবে, যত মেয়ে ছেলে।
ভিটে বেচে পূজা দিব, ভিটে জলে এলে॥
যথা ইচ্ছা তথা থাক, মনোহর মীন।
পেট ভরে খেতে যেন পাই এক দিন॥

খেতে যদি নাহি পাই, মুখে লই নাম।
প্রণাম তোমার পদে, সহস্র প্রণাম॥
কত জলে থাক তুমি, নাহি তার লেখা।
তোমার আমার সঙ্গ, সহজে কি দেখা ?
কতক্ষণ ভাবদুঃখ, মানবের মনে।
পেয়েছি তোমায় আমি, জেলের কল্যাণে॥
পাতুরি হইলে তুমি, রস তার কত।
ঝাঁজা হোলে বাজা, সুখ নাহি হয় তত॥
তোমার ডিমের বাস, সুধার সমান।
পচা গলা বাসা খেয়ে, ঠাণ্ডা করি প্রাণ॥
এসব কহিবে যত, তবু রবে তাজা।
আমাদের আশীর্বাদে, হবে মাছো রাজা॥
জন্ম এয়ো হও তুমি, ভাগ্যবতী সতী।
পোয়াতীর গর্ভে থেকে; হও গর্ভবতী॥ :

কোন মতে নাহি মেটে, বাসনার ক্ষোভ।
যত পাই তত খাই, তবু বাড়ে লোভ॥
ভেজে খাই ঝোলে দিই, কিম্বা দিই ডালে।
উদর পবিত্র হয়, যেবা যায় গালে॥

• • •

আনারস

বন হোতে এলো এক, টিয়ে মনোহর।
সোনার টোপর শোভে, মাথার উপর॥
এমন মোহন মূর্ত্তি, দেখিতে না পাই।
অপরূপ চারুরূপ, অনুরূপ নাই॥
ঈষৎ শ্যামল রূপ, চক্ষু সব গায়।
নীলকান্ত মণিহার, চাঁদের গলায়॥
সকল নয়ন যাহে, রক্ত-আভা আছে।
বোধ হয় রূপসীর, চক্ষু উঠিয়াছে॥
ভাবুক স্বভাবে ভাবে, করে অনুরাগ।
বলে ও যে রাঙা নয়, নয়নের রাগ॥
রূপের সহিত গুণ, সমতুল হয়।
সুবাসে আমোদ করে, ত্রিভুবনময়॥
নাহি করে মুখভঙ্গি, কথা নাহি কয়।
সৌরভ গৌরবে দেয়, নিজ পরিচয়॥
চপলা রূপের কাছে, রয় চমকিত।
দৃষ্টি মাত্র সুখ পায়, দেহ পুলকিত॥
সংশয় হয়েছে মোর, মনমধ্যে মনে।
কে কামিনী, একাকিনী, বাস করে বনে?

লোকে বলে আনারস, আনারস নয়।
আনা রস কোলে কেন, ষোলো রস হয়?
তারে তায় জানা যায়, রস ষোল আনা।
অরসিক লোক তবু, বলে তারে আনা॥
ফেলিয়া পোনেরো আনা, এক আনা রাখে।
এই হেতু "আনারস" বলে লোক তাকে॥
অরসিকে নাহি করে, রসেতে প্রবেশ।
আনাতেই ষোল আনা, না জানে বিশেষ॥
কোথা বা আনার রস, এ আনার কাছে?
ক্ষুদ্র দাবে খেতে পাই, এত টুকি পাছে॥

... ...

মনের মানুষ

মনের মানুষ কোথা পাই?
মানুষ যদপি হবে তাই!
যাহা বলি কর তবে তাই,
বিপন্ন হয়েছে যারা, বিপদের হেতু তারা,
জগতে মানুষ কেহ নাই!
মনের মানুষ কোথা পাই?

মানুষ মানুষ করে সব,
মানুষ মানুষ শুধু রব,
হলে আমি দেখি সব শব,
মানুষ মানুষ করে সব।

নয় সব দেখি একাকার,
কিন্তু নাহি মানে একাকার !
একাকারে সবার বিকার।
একাকার মিছে ধরে, একাকার নাহি করে,
মনে নাহি ভাবে একাকার !
নয় সব দেখি একাকার।

ছাড় ছাড় ছাড় মিছা ভেক্,
করিয়া জ্ঞানের অভিষেক,
অন্তর বাহির কর এক,
হৃদয়ে পরম ধন, কর মন দরশন,
হও না কমল বনে ভেক্,
ছাড় ছাড় ছাড় মিছা ভেক্।

তুমি তো চকোর বট মন,
হয়েছে চাঁদের[1] দরশন,
সুখে কর পীযূষ ভোজন।
এখনি ঘুচাও ক্ষুধা, প্রভাতে[2] চাঁদের সুধা,
চকোর কি পেয়েছে কখন ?
তুমি তো চকোর বট মন।

বল দেখি কেন এলে ভবে ?
এ ভাবেতে কত দিন যাবে ?
কি ছিলে কি শেষে তুমি হবে ?

---

১ চাঁদ—আত্মা। ২ প্রভাতে—মৃত্যু।

আসিয়া জনমভূমি, তোমায় চেন না তুমি,
আমায় চিনিবে তবে কবে ?
বল দেখি কেন এলে ভবে ?

কালে আর রহিবে না কেহ,
পেয়েছ যে মনোহর দেহ,
দেহ নয় ভূতের সে গেহ,
বিফল প্রাণের আশা, ভাঙিবে ভূতের বাসা,
মিছামিছি কেন কর স্নেহ ?
কালে আর রহিবে না কেহ।

এখনো দিতেছ কেন ফাঁকি ?
করি বা কি, আর নাহি বাকি ?
প্রাণেরে কেমনে আর রাখি ?
হোয়েছি মরণগামী, কোথা তুমি কোথা আমি,
যখন মুদিব আমি আঁখি।
এখনো দিতেছ কেন ফাঁকি ?

'বোধেন্দু বিকাস' হইতে

ও কথা, আর বোলো না, আর বোলো না,
বলছ বঁধু, কিসের ঝোঁকে ?
এ বড় হাসির কথা, হাসির কথা,
হাসবে লোকে। হাসবে লোকে।*

---

* রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে এই গানটি বাল্যকালে [illegible] বলিয়াছেন।

বল হে, বোল্‌বো কত, বোল্‌বো কত,
বোল্‌তে হোলো মনের দুখে। মনের দুখে।
এ বড়, অনাসৃষ্টি, বিষম দৃষ্টি, সুধাবৃষ্টি,
সাপের মুখে। সাপের মুখে।

‘বোধেন্দু বিকাশ’ হইতে

দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে, রাৎ পোয়ানো ভার।
হোলো পূর্ণিমেতে অমাবস্যা, তেরো-পহর অন্ধকার।
এসে বৃন্দাবনে বোলে গেল বাঘী বষ্টমী।
একাদশীর দিনে হবে জন্ম-অষ্টমী।
আর তাদের বাসের সাতুই পোষে
চড়ক পূজোর দিন এবার। ১

সেই মরদা বাগী ঘরে গেল, মেরে বুকে শূল,
বাবুনগুলো ওষুধ দিয়ে মাথায় বোচ্ছে চুল,
কালো বিড়ালে ছিপি ভেসে পুড়ে হোলো ছারে খার। ২

ঐ পূর্ণিমাসী পূব্‌দিগে অস্তে চোলে যায়,
উত্তুর দখিন কোণ থেকে আজ,
বাতাস লাগ্‌চে গায়।
সেই বাজার বাড়ীর টাটু ঘোড়া
শিং উঠেছে দুটো তার। ৩

ঐ কলু বাবী বোবা শালী, হাস্‌তেছে কেমন।
এক বাপের পেটেতে এরা, জন্মেছে দুজন।
কাল কাকমশেতে কাক মরেছে,
কালীঘাটে হাহাকার। ৪

তত্ত্ব-বোধ

এই ত র'য়েছ তুমি অন্তরে আমার।
অন্তর অন্তর তবে কেন ভাবি আর ?
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম,
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার।
এই ত র'য়েছ তুমি অন্তরে আমার॥
তোমার বিষয়ে লোক করে কত দ্বেষ।
কা'র কাছে নাহি পাই সার উপদেশ॥
বিরূপ কিরূপ তুমি না জেনে বিশেষ।
ভ্রমে প'ড়ে ভ্রমিলাম এ দেশ ও দেশ॥
বৃথা এই চর্ম্মচক্ষু চিনে মায়া ছায়া।
আছে যা'র জ্ঞানচক্ষু সেই চেনে মায়া॥
মায়া তা'র মনে আর স্থান নাহি পায়।
যেখানে মায়ার ছায়া, সেখানে না যায়॥
সাধু সাধু, সাধু সেই, সাধু বলি তা'রে।
মানসের অন্ধকার যে ঘুচাতে পারে॥
গুরুমুখে শুনিলাম পেলাম সন্ধান।
ভাবময় ভক্তাধীন তুমি ভগবান॥
ভাবিলেই মনে হয় ভাবের উদয়।
স্বভাব অভাবে আর ভাবিতে না হয়॥
সদাই ভাবনা তা'র ভাব না যে লয়।
যে করে ভাবনা তা'র ভাবনা কি রয়॥
সভাবে ভাবিয়া হ'ল ভাবের সঞ্চার।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার॥

অন্তর অন্তর ভবে কেন ভাবি আর।
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম,
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার।
এই ত র'য়েছ তুমি অন্তরে আমার॥

আপনার কণ্ঠে হার দেখিতে না পায়।
ভ্রমে করে অন্বেষণ যথায় তথায়॥
আপনার নাভিপদ্ম হ'লে প্রস্ফুটিত।
কুরঙ্গ যেরূপ হয় গন্ধে আমোদিত॥
না জেনে কারণ তা'র ব্যাকুল হইয়া।
অবশেষে প্রাণে মরে ছুটিয়া ছুটিয়া॥
সেইরূপ ভ্রম-জালে হইয়া জড়িত।
কিছুমাত্র না হইল সময়ের হিত॥
হইলাম ঘোর অন্ধ থাকিতে নয়ন।
না হইল এক দিন বস্তু দরশন॥
আপনার ঘরে ধন থাকিতে সঞ্চিত।
আপনি আপন ধনে হলেম বঞ্চিত॥
নাভি মধ্যে বিকসিত শতদল দলে।
ভ্রমরার ভ্রম যথা চিত্রের কমলে॥
সে প্রকার আমি নাথ না চিনে তোমারে।
কত ভোগ ভুগিয়াছি প'ড়ে অন্ধকারে॥
এখন ঘুচিল সেই মনের বিকার।
এই ত র'য়েছ তুমি অন্তরে আমার॥
অন্তর অন্তর ভবে কেন ভাবি আর।
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম,
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার।
এই ত র'য়েছ তুমি অন্তরে আমার॥

গ্রন্থাবলী

যথোচিত শিক্ষাদীক্ষার অভাব সত্ত্বেও ঈশ্বরচন্দ্র বাংলা-সাহিত্যকে কি পরিমাণ সমৃদ্ধ করিয়াছেন, নিম্নের তালিকা হইতে তাহার কিছু আভাস পাওয়া যাইবে।

১। **কালীকীর্ত্তন**। ইং ১৮৩৩। পৃ. ২৭।

> শ্রীশ্রী তারা। ত্রিভুবন সারা। কালীকীর্ত্তন গ্রন্থ। লোকান্তর গত ৺ রামপ্রসাদ সেনের কৃত। শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যত্নানুসারে সংগ্রহণ পূর্ব্বক সংশোধিত হইয়া কলিকাতায় মৃজাপুরে শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির গুণাকর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। এই গ্রন্থ গ্রহণে যাঁহার অভিলাষ হয় তিনি মোং জোড়াসাঁক চাষাধোবা পাড়ায় শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট অথবা বাগবাজার নিবাসি শ্রী মহেশচন্দ্র ঘোষের বাটীতে স্বয়ং কিম্বা লোক প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ইতি। শকাব্দা ১৭৫৫ ইং ১৮৩৩ সাল।

'কালীকীর্ত্তন'ই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। এই পুস্তকখানির ভূমিকাস্বরূপ তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।—

> ঈশ্বরস্য হৃদয়ে পদাম্বুজং সন্নিধায় শশিখণ্ডভালিকে।
> চণ্ডমুণ্ডমুখমুণ্ডখণ্ডনপ্রাপ্তিমত্তরব দেবি কালিকে।
> অথ কালীকীর্ত্তনানুষ্ঠান।

> যতি কবিরঞ্জনাপরনাম রামপ্রসাদসেনকালীভক্তাবতারাবতারিত নবীন পদবী কালীকীর্ত্তনাভিধান ভক্তিরসপ্রধান মধুরগান পদাবলী পুস্তক অপ্রাচুর্য্য নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বজনশ্রবণগোচর হয় নাই যদপি গায়ক দ্বারা অথবা অন্য কোনপ্রকারে তাহার কথঞ্চিদংশে শ্রোতৃবর্গ মহাশয়ের

কর্ণপথগত হইয়াও থাকে তথাপি সমুদয় শ্রবণ ব্যতিরেকে তাদৃশাপূর্ব্ব রসাস্বাদন হইবার সম্ভাবনা হয় না ইহাতে তত্তন্মহাশয়েরদের যৎকিঞ্চিদংশ শ্রবণোত্তর কালে তত্তাবদংশ শ্রবণ স্পৃহাতে মনের ব্যগ্রতা সর্ব্বদা থাকে।

অপরঞ্চ কালীকীর্ত্তনব্যবসায়ি গায়ক যে কয়েক জন দৃষ্ট হয় তাহারদের উচ্চারণানভিজ্ঞতা ও সামান্যতো অজ্ঞতা প্রযুক্ত গীতকর্ত্তার অভিপ্রেত রস ভাবার্থব্যতিক্রমজন্ম রসভঙ্গ হওয়াতে শ্রবণ কালে মনে সুখোদয় না হইয়া বরং খেদোদয় হয় এবং এই পরকীয় দোষে গ্রন্থকর্ত্তার দোষানুমান হওয়াতে তাঁহার এই মহাকীর্ত্তিসুধাকরে কলঙ্কোদয় সম্ভাবনা হইলেও হইতে পারে।

অতএব পূর্ব্বোক্ত নানা দোষ পরীহারার্থ এবং ঐ অপূর্ব্ব গীতগ্রন্থের অবৈকল্যরূপে ও প্রাচুর্য্যরূপে বহুকালস্থায়িত্বার্থ আমি আকরস্থান হইতে মূলপুস্তক আনয়নপূর্ব্বক সংশোধিত করিয়া কালীকীর্ত্তনপুস্তক মুদ্রিত করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি ইহাতে সাধু সদাশয় মহাশয়েরা নয়নাস্তপাত করিলে তাঁহারদের মনে কালীভক্তিকল্পলতাঙ্কুরবৃদ্ধি ও পরগুণগ্রাহিতা প্রকাশ হয় এবং গ্রন্থকর্ত্তার মহাকীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হয় এবং আমারও এতাবৎ পরিশ্রমের সুফলসিদ্ধি হয়।

সংশোধিতামপি ময়া বহুলপ্রয়াসৈর্গীতাবলীং পুনরিমাং প্রতিশোধয়ন্ত।
সন্তঃ সুশান্তনয়নান্তনিরীক্ষণেন কৃত্বা কৃপামিহ মহীশ্বরচন্দ্রগুপ্তে।*

পরবর্ত্তী কালে—১ পৌষ ১২৬০ সালের 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বরচন্দ্র "কবিরঞ্জন ৺ রামপ্রসাদ সেনের 'জীবন বৃত্তান্ত' এবং তাঁহার প্রণীত 'কালীকীর্ত্তন' ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তনাভিধানভক্তি রসপ্রধান-মধুর গান এবং অবস্থাভেদের শান্তি, করুণা, হাস্য, ভয়ানক, অদ্ভুত ও বীর প্রভৃতি

* এই 'কালীকীর্ত্তন' পুস্তকখানি ৪৯শ ভাগ, ২য় সংখ্যা (পৃ. ৫৮-৬৩) 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

কতিপয় রস ঘটিত পদাবলী" প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার অভিলাষে তিনি ১৭ অক্টোবর ১৮৫৫ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করেন—

কবিরঞ্জন ৺ রামপ্রসাদ সেন।

উক্ত মহাত্মার "জীবন চরিত" এবং তাঁহার প্রণীত সঙ্গীতাদি নানা বিষয়ক কবিতা সকল আমরা অবিলম্বেই টীকা সহিত পুস্তকাকারে প্রকটন করিব, তাহার মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া পরে প্রকাশ করা যাইবেক।...এই বিষয় সংগ্রহ করণার্থ আমরা বিংশতি বৎসরাবধি গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছি,...।

কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত এই পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই।

২। **কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত।**

ইং ১৮৫৫। পৃ. ৬১।

ঈশ্বরো জয়তি। কবিবর ৺ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও বিরচিত হইয়া কলিকাতা প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। ১ আষাঢ় ১২৬২ সাল। এই গ্রন্থের মূল্য ১ এক তঙ্কামাত্র।

এই পুস্তকের ভূমিকায় ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়াছেন—

পূর্ব্বে কয়েকজন কবির জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া গত মাসের প্রথম দিবসের প্রভাকরে বিশ্ববিখ্যাত মহাকবি ৺ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনচরিত উদিত করিয়াছি, এবং অদ্য সেই বিষয় স্বতন্ত্ররূপে উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম। এতন্মধ্যে উক্ত মহাশয়ের প্রণীত অনেকগুলীন অপ্রকাশিত উৎকৃষ্ট পদ প্রকটিত হইয়াছে,—সেই সকল কবিতা এপর্য্যন্ত কাহারো নেত্র কর্ণের গোচর হয় নাই, তাহার মধ্যে সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি ও পারস্য ভাষার চমৎকার চমৎকার কবিতা

আছে, যিনি অভিনিবেশ পূর্ব্বক তৎপ্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবেন, তিনিই আশ্চর্য্যে অভিভূত হইবেন, তিনিই ভারতচন্দ্রের অসাধারণ ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্য বিষয়ের প্রচুর প্রতিষ্ঠা করিতে থাকিবেন। অপিচ আমরা এই গ্রন্থে অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরের কয়েকটী কঠিনতর ভাব-ভূষিত গূঢ়ার্থ-ঘটিত কবিতা টীকা সহিত প্রকটন করিয়াছি, তাহাতে সকলের মনে সন্তোষের সঞ্চার হইতে পারিবেক।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "ইহাই ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম পুস্তক প্রকাশ।" এই উক্তি ঠিক নহে। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'কালী-কীর্ত্তন গ্রন্থে'র কথা বঙ্কিমচন্দ্রের জানা ছিল না।

৩। **প্রবোধপ্রভাকর।** ইং ১৮৫৮। পৃ. ১২২।

ঈশ্বরোন্নতি। প্রবোধপ্রভাকর। প্রথম খণ্ড। জ্ঞানবর সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ শ্রীযুত পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কৃপায় সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া কলিকাতা। প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুঁড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট ৪২ নম্বর ভবন। ১ চৈত্র ১২৬৪।

ইহাতে পিতা-পুত্রের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে "কেবল নীতি এবং হিতোপদেশাদি বহুবিধ শিক্ষকর বিষয় লিখিত হইয়াছে, গদ্যের অপেক্ষা পদ্যের অংশই অধিক।"

ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার যে-সমস্ত রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, নিম্নে সেগুলির উল্লেখ করিতেছি। এই সকল রচনা প্রথমে 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হইয়াছিল।

৪। **হিত-প্রভাকর।** ইং ১৮৬১। পৃ. ১৭২।

HIT PROBHAKUR. By the Late Baboo Issurchunder Goopto. হিত-প্রভাকর। সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক শ্রীরামচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক

> প্রকাশিত হইয়া কলিকাতা। প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট ৩২ নং ভবনে। ১১ চৈত্র ১২৬৭।

গদ্য-পদ্যে বর্ণিত হিতোপদেশের গল্প এই পুস্তকের বিষয়বস্তু।

৫। মহাকবি ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের বিরচিত কবিতাবলীর সার সংগ্রহ। ইং ১৮৬২।

রামচন্দ্র গুপ্তই সর্ব্বপ্রথম ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতাসংগ্রহ পুস্তিকাকারে খণ্ডশঃ প্রচার করিতে সত্ত্বর করেন। ইহার প্রথম তিন সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৬৯ সালে (ইং ১৮৬২)। প্রত্যেক সংখ্যায় ৩২ পৃষ্ঠা পরিমাণ লেখা থাকিত। প্রথম সংখ্যার আখ্যা-পত্রটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

> ঈশ্বরোন্নতি মহাকবি ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের বিরচিত কবিতাবলীর সার সংগ্রহ প্রথম ভাগ প্রথম সংখ্যা সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গুপ্তের দ্বারা সংগৃহীত হইয়া কলিকাতা। সংবাদ প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল সন ১২৬৯ সাল মূল্য প্রত্যেক নম্বরের হিসাবে /০ এক আনা মাত্র

ইহার চতুর্থ সংখ্যা ১২৭৬ সালে, ৫ম-৭ম সংখ্যা ১২৮০ সালে, এবং ৮ম সংখ্যা ১২৮১ সালে প্রকাশিত হয়; আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই বলিয়াই মনে হইতেছে। ১৩ মার্চ ১৮৭৯ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' সম্পাদক রামচন্দ্র গুপ্তের একটি বিজ্ঞাপনে ইহার ৮ম সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশের সংবাদ আছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, রামচন্দ্র গুপ্তের সংস্করণ ছাড়া ঈশ্বরচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর অন্ততঃ আরও তিনটি সংস্করণ পরবর্তী কালে প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা দেওয়া হইল :—

(ক) কবিতাসংগ্রহ। সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। [১৫ই আশ্বিন] ১২৯২ সাল। পৃ. ৩৬৮।

ইহার ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ" মুদ্রিত হইয়াছে। পর-বৎসর ১লা মাঘ, ১২৯৩ সালে গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে এই কবিতা-সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ড (পৃ. ৩৪৮) প্রকাশিত হয়।

(খ) কবিবর স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী। কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত। বসুমতী আফিস। আশ্বিন ১৩০৩। পৃ. ১৭০।

বসুমতী-আপিস হইতে পরে ১ম ও ২য় ভাগ গ্রন্থাবলী (পৃ. ৩৮০) বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা-সহ একত্রে প্রকাশিত হয়।

(গ) গ্রন্থাবলী। প্রথম খণ্ড। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত সম্পাদিত। ১৩০৮ সাল। পৃ. ৩৩৬।

ভূমিকায় সম্পাদক লিখিয়াছেন, "এই খণ্ডে, কবিতা-সংগ্রহে প্রকাশিত কবিতা ব্যতীত আরো অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হইল।" এই গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড (পৃ. ৩১৬) ১৩০৮ সালেই প্রকাশিত হয়।

এই সকল গ্রন্থাবলীতে ঈশ্বরচন্দ্রের সকল রচনাই স্থান পাইয়াছে, এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। 'সংবাদ প্রভাকরে'র পৃষ্ঠায় ঈশ্বরচন্দ্রের সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ বহু রচনা ছড়াইয়া আছে। এতদ্ব্যতীত 'বসুধা' পত্রিকায় ঈশ্বরচন্দ্রের নিম্নলিখিত কবিতাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে; এগুলির সন্ধান হয়ত অনেকেই রাখেন না।

১১শ বর্ষ (১৩১৮) পৃ. ১২২—লেখকগণের প্রতি উপদেশ

১২শ বর্ষ (১৩১৯) পৃ. ৫১—আয়

পৃ. ৩৫—গোল আলুর দর্প

১৩শ বর্ষ (১৩২০) পৃ. ৫-৭—বাল্য-বিবাহ

৬। বোধেন্দু বিকাস। ইং ১৮৬৩। পৃ. ১৪০।

Bodhaindu Vicasa. By the Late Baboo Issur Chunder Goopto. Published by Ramchunder Goopto Editor of the Probhakur.

বোধেন্দু বিকাস। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অনুরূপ। অর্থাৎ যতাবানুযায়ি বর্ণন মহাকবি ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। প্রভাকর সম্পাদক শ্রীযুত রামচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা। প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত। সিমুলিয়া মদনচাঁদ দত্তের ষ্ট্রিট নং ৫৪ ১২৭০ সাল

এই পুস্তকের "উপক্রমণিকা" অংশে "শ্রীরামচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক" লিখিয়াছেন :—

মদগ্রজ মহাকবি ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের রূপক প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক সুললিত গদ্য পদ্য পূরিত "বোধেন্দু বিকাস" নামক যে নাটক বিরচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ছয় অঙ্কে সমাপ্ত হইয়াছে, এইক্ষণে আমি এই প্রথম ভাগে তাহার প্রথম তিন অঙ্ক মুদ্রাঙ্কন করিয়া সাধারণ সমাজে প্রকাশ করিলাম, এই মহোপদেশপূর্ণ পরম-জ্ঞানানন্দপ্রদ নাটক প্রথমতঃ মাসিক প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, পরে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কবিবর ইহার কোন কোন স্থান পুনর্ব্বার সংশোধন, পরিবর্ত্তন এবং নূতনরূপে রচনা করেন, মূলগ্রন্থে যেরূপ আছে, তাহা অপেক্ষা প্রত্যেক বিষয়ের যতার্থ বর্ণনা করাতে গ্রন্থখানি অনেক বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং এক ভাগে সমুদায়াংশ প্রকাশ করা বিবেচনাসিদ্ধ হইল না,…

৭। সত্যনারায়ণের ব্রতকথা। ইং ১৯১৩। পৃ. ১২।

সত্যনারায়ণের ব্রতকথা। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিরচিত। চুঁচুড়া, সাহিত্য-আলোচনা সমিতি হইতে প্রকাশিত। চুঁচুড়া, সারস্বতী প্রেস—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত। বিনামূল্যে দত্ত।

এই পুস্তিকার নিবেদন অংশ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> চুঁচুড়া-নিবাসী বালেশ্বরের প্রসিদ্ধ জমিদার ৺পদ্মলোচন মণ্ডল মহাশয় যখন তাঁহার জমিদারীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন পুরীধামে যাইবার পথে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। যথোচিত সমাদরপূর্ব্বক মণ্ডল মহাশয় তাঁহাকে ছন্দোবন্ধে সত্যনারায়ণের ব্রতকথা লিখিয়া দিতে অনুরোধ করেন; তাহাতেই এই অমূল্য ব্রতকথা রচিত হইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়—এই সময় হইতে উড়িষ্যা অঞ্চলে সত্যনারায়ণের পূজা প্রচলিত হয়।...
>
> সন ১৩১২ সালে, চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত "বঙ্গদর্পণ" পত্রে এই ব্রতকথা প্রথম প্রকাশিত হয়। সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ কাব্যকণ্ঠবিশারদ মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত হইয়া সম্প্রতি [১৩১৯ বঙ্গাব্দে] ইহাই অতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।
>
> মূল পাণ্ডুলিপি হইতে এই পুঁথি মুদ্রিত হইল, সুতরাং অপর পুস্তকের সহিত স্থানে স্থানে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইবে। ইহা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত, কিন্তু পুঁথির আকারে মুদ্রিত হইল বলিয়া ছন্দের ক্রম রক্ষিত হয় নাই।...শ্রীবলাইচাঁদ চট্টোপাধ্যায়।...২৪শে ফাল্গুন সন ১৩১৯ সাল।

সাময়িক-পত্র পরিচালন

সাংবাদিক হিসাবে সে-যুগে ঈশ্বরচন্দ্রের বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। তিনি যে-সকল পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

'সংবাদ প্রভাকর'

'সংবাদ প্রভাকর' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সর্ব্বপ্রথম দৈনিক সংবাদ-পত্র। কিন্তু প্রথমে ইহা সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম

সংখ্যা প্রকাশের তারিখ—২৮ জানুয়ারি ১৮৩১ (১৬ মাঘ ১২৩৭, শুক্রবার)। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রের কণ্ঠদেশে এই দুইটি শ্লোক মুদ্রিত থাকিত। শ্লোক দুইটি সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের রচিত—

। সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ।
। উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসম্বাদনবপ্রভাকরঃ।

।•••। নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু ক্বচিদ্ভ্রান্তংভ্রান্ত মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা কুধাকাতরাঃ।•••।

।•••। অত্যোভবিমল প্রভাকর কর প্রোত্তিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেকাবলং।•••।

'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশে ঈশ্বরচন্দ্রের সাহায্যকারী ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর। যোগেন্দ্রমোহন ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক এবং তাঁহার কবিতার গুণগ্রাহী। তাঁহারই ব্যয়ে 'সংবাদ প্রভাকর' প্রথমে চোরবাগানের একটি মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইত। কয়েক মাস পরে—১২৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে ঠাকুরবাড়ীতে 'সংবাদ প্রভাকর' মুদ্রণের জন্য একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইল। কিন্তু ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যুতে "প্রভাকর করের অনাদররূপ মেঘাচ্ছন্ন হওন জন্য এই প্রভাকর কর প্রচ্ছন্ন করিয়া কিছু দিন গুপ্তভাবে গুপ্ত হইলেন।" দেড় বৎসর পরে —২৫ মে ১৮৩২ (১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯) তারিখে ৬৯ সংখ্যা প্রকাশের পর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রের প্রচার রহিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ইহারও মাস-তিনেক পূর্ব্বে 'সংবাদ প্রভাকরে'র সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা' লেখেন—

…প্রভাকর উৎপত্যবধি গত মাঘ মাস [১২৩৮] পর্য্যন্ত বিলক্ষণরূপে ধর্ম্ম পক্ষ ছিলেন তৎপরে শুদ্ধ সম্পাদক ঐ পত্রের পরিত্যাগ

করিলে প্রভাকরের খর করের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল ফলতঃ তৎকালেই ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষদিগকে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন। যাহা হউক তথাচ প্রভাকর একেবারে ধর্ম্মদ্বেষী হন নাই কেননা ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে ঐ প্রভাকর প্রায় এক বৎসর চারি মাস বয়স্ক হইয়া ৬৯ সংখ্যক কিরণ প্রকাশ করিয়া গত ১৩ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অস্তাচল-চূড়াবলম্বন করিয়াছেন আর তাঁহার দর্শন হওয়া ভার······।

চারি বৎসর পরে, ১০ আগস্ট ১৮৩৬ (২৭ শ্রাবণ ১২৪৩) তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' পুনঃপ্রকাশিত হয়, তবে এবার সাপ্তাহিকরূপে নহে,— বারত্রয়িক(সপ্তাহে তিনবার)রূপে। ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়াছেন—

> ১২৪৩ সালের ২৭শে শ্রাবণ বুধবার দিবসে এই প্রভাকরকে পুনর্ব্বার বারত্রয়িকরূপে প্রকাশ করি তখন এই গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিতে পারি আমাদিগের এমন সম্ভাবনা ছিল না। জগদীশ্বরকে চিন্তা করিয়া এতৎ অসংসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে পাতুরেঘাটানিবাসী সাধারণ-মঙ্গলাভিলাষী বাবু কানাইলাল ঠাকুর তদনুজ বাবু গোপালচন্দ্র ঠাকুর মহাশয় যথার্থ হিতকারী বন্ধুর স্বভাবে ব্যয়োপযুক্ত বহুল বিত্ত প্রদান করিলেন এবং অদ্যাবধি আমাদিগের আবশ্যকক্রমে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা সাধ্যমত উপকার করিতে ত্রুটি করেন না।—'সংবাদ প্রভাকর', ১ বৈশাখ ১২৫৩।

এই ভাবে তিন বৎসর সগৌরবে চলিবার পর ১৪ জুন ১৮৩৯ (১ আষাঢ় ১২৪৬) তারিখ হইতে 'সংবাদ প্রভাকর' দৈনিক সংবাদপত্রে পরিণত হয়।

'সংবাদ প্রভাকর' বহু বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। ইহা যে সে-যুগের একখানি উচ্চাঙ্গের বাংলা সংবাদপত্র ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতির প্রাথমিক রচনাগুলি 'সংবাদ প্রভাকরে'ই প্রকাশিত হয়।

'সংবাদ রত্নাবলী'

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "প্রভাকর সম্পাদন দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণ্যে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার কবিত্ব এবং রচনাশক্তি দর্শনে আন্দুলের জমীদার বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক, ১২৩৯ সালের ১০ই শ্রাবণে 'সংবাদ রত্নাবলী' প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পত্রের সম্পাদক হয়েন।"

'সংবাদ রত্নাবলী' একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। ইহার সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন—

> বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আনুকূল্যে মেছুয়াবাজারের অন্তঃপাতী বাঁশতলার গলিতে 'সংবাদ রত্নাবলী' আবির্ভূত হইল। মহেশ চন্দ্র পাল এই পত্রের নামধারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার কিছু মাত্র রচনাশক্তি ছিল না। প্রথমে ইহার লিপিকার্য্য আমরাই নিষ্পন্ন করিতাম। রত্নাবলী সাধারণ সমীপে সাতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। আমরা তৎকর্ম্মে বিরত হইলে, রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভার পূর্ব্বতন সম্পাদক ৺ রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য সেই পদে নিযুক্ত হয়েন।—'সংবাদ প্রভাকর', ১ বৈশাখ ১২৫৯।

২৪ জুলাই ১৮৩২ তারিখে প্রকাশিত হইয়া 'সংবাদ রত্নাবলী' "এক বৎসর আট মাস তিন দিবস" পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ রামচন্দ্র গুপ্তও লিখিয়াছেন,—

> গুণাকর প্রভাকরকর বহুকাল রত্নাবলীর সম্পাদকীয় কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন না, তাহা পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ প্রদেশে শ্রীক্ষেত্রাদি তীর্থদর্শনে গমন করিয়া কটকে পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত শ্যামামোহন রায় পিতৃব্য মহাশয়ের সদনে কিছু দিবস অবস্থান করিয়া এক জন অতি সুপণ্ডিত দণ্ডির নিকট তন্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন, এবং তাহার কিয়দংশ বঙ্গভাষায় সুমিষ্ট কবিতায় অনুবাদও করিয়াছিলেন।—'সংবাদ প্রভাকর', ১ বৈশাখ ১২৬৬।

'পাষণ্ডপীড়ন'

২০ জুন ১৮৪৬ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর যন্ত্রালয় হইতে 'পাষণ্ডপীড়ন' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন—

> ১২৫৩ সালের আষাঢ় মাসের সপ্তম দিবসে প্রভাকর যন্ত্রে পাষণ্ড-পীড়নের জন্ম হইল। ইহাতে পূর্ব্বে কেবল সর্ব্বজন-মনোরঞ্জন প্রকৃষ্ট প্রবন্ধপুঞ্জ প্রকটিত হইত, পরে ৫৪ সালে কোন বিশেষ হেতুতে পাষণ্ডপীড়ন, পাষণ্ডপীড়ন করিয়া, আপনিই পাষণ্ড হস্তে পীড়িত হইলেন। অর্থাৎ সীতানাথ ঘোষ নামক অনেক কৃতঘ্ন ব্যক্তি যাহার নামে এই পত্র প্রচারিত হয়, সেই অধার্ম্মিক ঘোষ বিপক্ষের সহিত যোগদান করতঃ ঐ সালের ভাদ্র মাসে পাষণ্ডপীড়নের হেড চুরি করিয়া পলায়ন করিল, সুতরাং আমাদিগের বন্ধুগণ তৎপ্রকাশে বঞ্চিত হইলেন। ঐ ঘোষ উক্ত পত্র ভাস্করের করে দিয়া পাতরে আছড়াইয়া নষ্ট করিল।—'সংবাদ প্রভাকর,' ১ বৈশাখ ১২৫৯।

'সংবাদ ভাস্কর'-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ "পূর্ব্বে বন্ধুরূপে প্রভাকরের অনেক সাহায্য করিতেন" কিন্তু "১২৫৪ সালেই তর্কবাগীশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাদ আরম্ভ এবং ক্রমে প্রবল হয়। ঈশ্বরচন্দ্র 'পাষণ্ডপীড়ন' এবং তর্কবাগীশ 'রসরাজ' পত্র অবলম্বনে কবিতা যুদ্ধ আরম্ভ করেন। শেষে নিতান্ত অশ্লীলতা, গ্লানি, এবং কুৎসাপূর্ণ কবিতায় পরস্পরে পরস্পরকে আক্রমণ করিতে থাকেন।"

'সংবাদ সাধুরঞ্জন'

'পাষণ্ডপীড়ন' উঠিয়া যাইবার পর ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে (আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৪৭) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' নামে আর একখানি

সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহা প্রতি সোমবার প্রভাকর যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইত। 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রের কণ্ঠদেশে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

প্রচণ্ড পাষণ্ড তরু প্রভঞ্জনঃ। সমস্ত সল্লোক মনোঽনুরঞ্জনঃ।
সদাসদালোচন লোচনাঞ্জনঃ। প্রকাশতে সংপ্রতি সাধুরঞ্জনঃ।

। * । প্রচণ্ড পাষণ্ডরূপ তরুপ্রভঞ্জন। সমস্ত সজ্জনগণ মানসরঞ্জন।
। * । সদা সৎ আলোচন লোচন অঞ্জন। সম্প্রতি প্রকাশ হল এ সাধুরঞ্জন।

'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রমণ্ডলীর কবিতা ও প্রবন্ধ স্থান পাইত। কিছু দিন পরে 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রের অবস্থা কিঞ্চিৎ সচ্ছল হইলে, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা নবকৃষ্ণ রায়ের নাম সম্পাদক-রূপে প্রকাশ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিতে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, " 'সাধুরঞ্জন' ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর কয়েক বর্ষ পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল।" এই উক্তি ঠিক নহে। ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১২৬৫ সালের ১০ই মাঘ। 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পর-বৎসরের (১২৬৬) বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছিল।

উপসংহার

ঈশ্বরচন্দ্র দীর্ঘজীবী ছিলেন না। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ জানুয়ারি (১০ মাঘ ১২৬৫) "শনিবার রজনী অনুমান দুই প্রহর এক ঘটিকা কালে ৺ভাগীরথীতীরে নীরে সজ্ঞানে" পরলোক গমন করেন।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' পুস্তকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্বন্ধে যে প্রশস্তি-কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

স্রোতঃ-পথে বহি যথা ভীষণ ঘোষণে
ক্ষণ কাল, অল্পায়ুঃ পয়োরাশি চলে
বরিষায় জলাশয়ে; দৈব-বিড়ম্বনে
ঘটিল কি, সেই দশা সুবঙ্গ-মণ্ডলে
তোমার, কোবিদ বৈদ্য? এই ভাবি মনে,—
নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে,
তব চিতা-ভস্মরাশি কুড়ায়ে যতনে,
স্নেহ-শিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার তলে?
আছিলে রাখাল-রাজ কাব্য-ব্রজধামে
জীবে তুমি; নানা খেলা খেলিলা হরষে;
যমুনা হয়েছ পার; তেঁই গোপগ্রামে
সবে কি ভুলিল তোমা? স্মরণ-নিকষে,
মন্দ-বর্ণ-রেখা-সম এবে তব নামে
নাহি কি হে জ্যোতিঃ, ভাল স্বর্ণের পরশে?

পরিশেষে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যাহা বিশেষত্ব, তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গের শেষ করিব। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাংলার কবি ছিলেন, খাঁটি বাঙালী কবি ছিলেন; তাঁহার কবিতায় এক দিকে তদানীন্তন বাংলা দেশের অন্তর্লোকের খবর যেমন মেলে, তেমনই সে-যুগে ঘরে বাহিরে ব্যবহৃত খাঁটি বাংলা বুলিরও পরিচয় পাওয়া যায়। এমনটি আর উনবিংশ শতাব্দীর কোনও কবির রচনায় পাওয়া যায় না। গুপ্ত-কবির 'কবিতা-সংগ্রহ' প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশস্তিটি আমাদের স্মরণীয়। তিনি লিখিয়াছেন—

…আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে বোধ হয়—হৌক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের—আমাদের নহে। খাঁটি বাঙ্গালী কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব খাঁটি বাঙ্গালা। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না—জন্মিবার যো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারে না। আমরা "বৃত্রসংহার" পরিত্যাগ করিয়া "পৌষপার্ব্বণ" চাই না। কিন্তু তবু বাঙ্গালীর মনে পৌষ পার্ব্বণে যে একটা সুখ আছে—বৃত্রসংহারে তাহা নাই। পিঠা পুলিতে যে একটা সুখ আছে, শচীর বিম্বাধর-প্রতিবিম্বিত সুধায় তাহা নাই। সে জিনিষটা একেবারে আমাদের ছাড়িলে চলিবে না; দেশশুদ্ধ লোক, পদ্মিনের তৃতীয় সংস্করণে পরিণত হইলে চলিবে না। বাঙ্গালী নাম রাখিতে হইবে। জননী জন্মভূমিকে ভাল বাসিতে হইবে। যাহা মার প্রসাদ, তাহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে। এই দেশী জিনিষ গুলি মার প্রসাদ। এই খাঁটি বাঙ্গালাটি, এই খাঁটি দেশী কথাগুলি মার প্রসাদ। মার প্রসাদে পেট না ভরে, বিলাতী বাজার হইতে কিনিয়া খাইতে পারি—কিন্তু মার প্রসাদ ছাড়িব না। এই কবিতাগুলি মার প্রসাদ। তাই সংগ্রহ করিলাম।

ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতা এ-যুগের বাঙালী পড়ুন এবং পড়িয়া সে-যুগের বাংলা দেশের যথার্থ পরিচয় সংগ্রহ করুন, এই উদ্দেশ্য লইয়াই এই সংক্ষিপ্ত জীবনীটি সঙ্কলিত হইল।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ

১৭৯৯—১৮৫৯

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক

শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—শ্রাবণ ১৩৪৮

দ্বিতীয় সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৫০

মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

৫৭২—২৫।৯।১৯৪৩

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য দশক পর্যন্ত বাংলা সাময়িক-সাহিত্যের স্তম্ভস্বরূপ যে কয় জন শক্তিশালী সাংবাদিক বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ অন্যতম। এই খর্বাকৃতি ও তেজোদৃপ্ত ব্রাহ্মণ (খর্বাকার বলিয়া 'গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য' নামে তিনি অভিহিত হইতেন) মাত্র পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সুদূর শ্রীহট্ট হইতে বিদ্যার্জনের জন্য নিঃসম্বল অবস্থায় নৈহাটীতে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং স্বীয় প্রতিভা ও অধ্যবসায়বলে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও কবিখ্যাতির অধিকারী হইয়া ভাগ্যান্বেষণের জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। তৎকালে কলিকাতায় ধর্ম ও সমাজ-আন্দোলনের যে আবর্ত সৃষ্টি হইয়াছিল, গৌরীশঙ্কর তাঁহার প্রগতিশীল মনোবৃত্তি ও চিন্তাধারা লইয়া সেই আবর্তের মাঝখানে অবতীর্ণ হন এবং অল্প কালের মধ্যেই সে যুগের চিন্তানায়কগণের মধ্যে তাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান গড়িয়া উঠে। তাঁহার এক হাতে তৎকালীন সমাজ-জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতির বিরুদ্ধে নির্মম কশাঘাত এবং অন্য হাতে জাতি-গঠনের কল্যাণ-কর্মে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য তিনি সংবাদপত্র পরিচালনে মনোনিবেশ করেন। আমাদের প্রথম যুগের সাময়িক পত্রের ইতিহাসে 'ভাস্কর'-সম্পাদকের স্থান কাহারও পশ্চাতে নহে।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আজিকার দিনে তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত বিশেষ কিছুই জানিবার উপায় নাই। সমসাময়িক সংবাদপত্রাদি হইতে তাঁহার সম্বন্ধে যেটুকু জানিতে পারা গিয়াছে, আপাততঃ তাহাই আমাদের সম্বল।

অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' পুস্তকে গৌরীশঙ্করের বাল্যজীবন সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ দিতে পারিয়াছেন, তাহা এই :—

> গৌরীশঙ্কর ইটার পঞ্চগ্রামে কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় ব্রাহ্মণকুলে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য। জগন্নাথের দুই পুত্র শ্রীনাথ ও গৌরীশঙ্কর। গৌরীশঙ্কর গৌরবর্ণ ও খর্ব্বাকৃতি পুরুষ ছিলেন।
>
> গ্রামের চতুষ্পাঠীতেই গৌরীশঙ্করের ব্যাকরণ ও সাহিত্য শিক্ষা সমাপ্ত হয়। তৎপূর্ব্বেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। তিনি যখন কিশোরবয়স্ক, পিতা জগন্নাথ তখন পরলোক গমন করেন। পিতৃবিয়োগে গৌরীশঙ্কর অত্যন্ত বিচলিত হন এবং একদা গোপনে কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাটী পরিত্যাগপূর্ব্বক নবদ্বীপ গমন করেন। তখন গৌরীশঙ্করের বয়স পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র, পঞ্চদশবর্ষীয় বালক অপরিচিত নবদ্বীপে জনৈক অধ্যাপকের গৃহে উপস্থিত হইয়া বিদ্যাধ্যয়নের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। তৎকালে দেশে বিদ্যার্থীর অর্থের অভাব ছিল না, অধ্যাপকবর্গ ছাত্রের আহার দিতেন, দেশের জমীদারবর্গ হইতে তাঁহারা সাহায্য পাইতেন।
>
> গৌরীশঙ্কর নিরুদ্বেগে নবদ্বীপে ন্যায় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন ও অসাধারণ প্রতিভাবলে অল্প কাল মধ্যেই সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইলেন, তাঁহার যশঃপ্রভা কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলেও বিকীর্ণ হইয়া পড়িল।
>
> গৌরীশঙ্কর যথাকালে অধ্যাপক হইতে "তর্কবাগীশ" উপাধি লাভ করেন এবং কতিপয় মহানুভব ব্যক্তির পরামর্শে কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতায় অল্পকাল মাত্র অবস্থিতির পরেই তিনি শোভাবাজারের রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সহিত পরিচিত হন, গুণগ্রাহী কমলকৃষ্ণ তাঁহাকে সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া মাসিক ২০৲ টাকা

বৃত্তি, ও শোভাবাজারের বালাখানায় বাসের জন্য একটি বাটিকা নির্দ্ধারিত করিয়া দেন।—৪র্থ ভাগ, (১৩২৪), পৃ. ৭৪-৭৮।

এই বিবরণে গৌরীশঙ্করের নবদ্বীপে শাস্ত্রাধ্যয়নের কথা আছে। ইহা বোধ হয় ঠিক নহে। গৌরীশঙ্কর নৈহাটীতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ ('ন-ঠাকুরদা') নীলমণি ন্যায়পঞ্চাননের চতুষ্পাঠীতে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের নৈহাটীর বাটীতে পারিবারিক কাগজ-পত্রের মধ্যে, ১২৩৩-৩৪ সালে (ইং ১৮২৬-২৭) গৌরীশঙ্কর যে নৈহাটীতে অধ্যয়নরত ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। নীলমণি ন্যায়পঞ্চানন নিঃসন্তান ছিলেন, গৌরীশঙ্করকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গৌরীশঙ্করের প্রথম জীবন সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন :—

> মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয় যখন কলিকাতায় পণ্ডিত-মণ্ডলীর অগ্রগণ্য, সেই সময় আমার ন ঠাকুরদাদার এক ছাত্র আসিয়া তাঁহার সঙ্গে জোটেন। ইঁহার নাম গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য বা গুড়্গুড়ে ভট্টাচার্য্য। ন ঠাকুরদাদা গুড়্গুড়ে ভট্টাচার্য্যকে পালন করেন। কিছুদিন রামমোহন রায়ের সঙ্গে থাকিয়া অনেক বিষয়েই তাঁহাকে সাহায্য করিয়া তিনি তাঁহাকে ত্যাগ করেন ও ব্রহ্মসভার বিরোধী যে ধর্ম্মসভা ছিল, তাহাতেই উপস্থিত হন ও তাহার কর্ত্তা নন্দলাল ঠাকুরের দক্ষিণহস্ত হইয়া উঠেন। ...গৌরীশঙ্করের গুরুভক্তির বিশেষ অভাব ছিল না। আমাদের বাড়ীর কেহ কখনও কলিকাতায় আসিলে তিনি মহাসমারোহে তাহাকে কলিকাতার বাড়ীতে লইয়া যাইতেন ও বৎসর বৎসর ৺পূজার সময় আমার ন ঠাকুরদাকে ৺পূজার প্রণামীর টাকা ও কাপড় পাঠাইয়া দিতেন।—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, ১০ম অধিবেশন, রাধানগর। কার্য্য-বিবরণ, পৃ. ২০।

গৌরীশঙ্কর কলিকাতায় অবস্থানকালে দক্ষিণারঞ্জন (তৎকালে 'দক্ষিণানন্দন') মুখোপাধ্যায়ের সুনজরে পড়েন এবং ক্রমশঃ তাঁহার অতীব প্রিয় পাত্র হইয়া উঠেন। বর্দ্ধমানের পরাণবাবু ও তদীয় পরিবারবর্গের সহিত বিবাদের সময় "স্বর্গীয় মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের কনিষ্ঠা স্ত্রী শ্রীমতী মহারাণী বসন্তকুমারী ফৌজদারী সম্পর্কীয় বিচার প্রাপণার্থ" গৌরীশঙ্করকে মোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন।* দক্ষিণারঞ্জনেরই সুপারিশে গৌরীশঙ্কর এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার পাইয়াছিলেন। কিছু দিন পরে দক্ষিণারঞ্জন যখন "রাণী বসন্তকুমারীকে বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতায় আনিয়া কলিকাতার পুলিস্ ম্যাজিষ্ট্রেট বার্চ সাহেবের সম্মুখে Civil Marriage নামক বিবাহ করেন," তখন গৌরীশঙ্কর তাহার সাক্ষী থাকেন।†

১৮ জুন ১৮৩১ তারিখে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় "ইয়ং বেঙ্গল"দের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্র প্রকাশ করিলে, প্রুফ-সংশোধনাদি যাবতীয় সম্পাদকীয় কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশকেই নিযুক্ত করেন। তাঁহাদের উভয়কে লক্ষ্য করিয়া সমসাময়িক সংবাদপত্র 'সম্বাদ তিমিরনাশক' লিখিয়াছিলেন :—

> ...শ্রীযুক্ত দক্ষিণানন্দন ঠাকুর ইনি বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র বাঙ্গালা লেখা পড়া কিছুই জানেন না এবং বাঙ্গালা কথা কহিতে পারেন না তাহাতে রুচিও নাই তথাচ বাঙ্গলা সমাচার কাগজের এডিটর না হইলেই নয় যাহাতে যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চিত আছে তাহা তাবৎকে বঞ্চিত করিয়া ঐ কাগজের জন্য কথঞ্চিৎ কিছু ব্যয় করেন এক জন নাটুয়ে চট্টো

* এ বিষয়ে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের পত্র দ্রষ্টব্য।—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৩৩৩-৩৪।

† 'রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত', (১৩১৫), পৃ. ১১৯।

মদ্যপায়িকে পণ্ডিত জানিয়া চাকর রাখিয়াছেন সে নাস্তিক হিন্দুদ্বেষী কাগজ আরম্ভাবধি কেবল ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত চন্দ্রিকাকর মহাশয়কে কটূ কহে আর হিন্দুশাস্ত্র ভাল নহে তাহারি দোষ আপন বুদ্ধিতে যাহা আইসে তাহাই লেখে এজন্য ভদ্রলোকমাত্র কেহ ঐ কাগজ পাঠ করেন না তথাচ কাগজ ছাপা করিয়া জন কএক লোকের বাটীতে পাঠাইয়া দেন।

'জ্ঞানান্বেষণে'র পর গৌরীশঙ্কর আরও তিনখানি সাময়িক-পত্র পরিচালন করিয়া গিয়াছেন—তাহাদের কথা যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। এখানে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, তিনি সাংবাদিক হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন এক জন নির্ভীক সম্পাদক, তাঁহার রচনা সহজ সরল ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট ছিল। কলিকাতার খ্যাতনামা সাপ্তাহিক পত্র 'ক্যালকাটা কুরীয়ার' তাঁহার সম্বন্ধে একবার লিখিয়াছিলেন :—

> His writings, as far as we have been able to judge, are always characterized by good sense and a vigorous style. Being freed from the trammels of Hindoo superstition, he gladly embraces every opportunity of exposing the folly of his bigotted countrymen, and shewing the great utility of cultivating European knowledge.

গৌরীশঙ্কর কিরূপ উদারমতাবলম্বী ছিলেন, সে-সম্বন্ধে তাঁহার নিজেরই উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন যখন কলিকাতায় হিন্দু বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন গৌরীশঙ্কর এই বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সমর্থন করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

> আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি এবং তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম যদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং বিধবাদিগের বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয় সম্পাদনার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত আছি, তাহাতেই রাজা রামমোহন রায় আমারদিগকে নিকট রাখেন, এবং সহমরণ

নিবারণ বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাজার আনুকূল্য করি তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছি, সহমরণ পক্ষাবলম্বি পাঁচ ছয় সহস্র পরাক্রান্ত লোকের সাক্ষাতে গবর্ণমেন্ট হৌসের প্রধান হালে লার্ড বেন্টিঙ্ক বাহাদুরের সম্মুখে সহমরণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে যদি ভয় করি নাই তবে এইক্ষণে ভয়ের বিষয় কি, এখন আমরা আপনারদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করি ইহাতে দানবকেই ভয় করি না মানব কোথায় আছেন, আর সম্পাদ্য যুব হিন্দুগণ যাঁহারা বালিকাদিগের শিক্ষালয় স্থাপনে উল্লসিত হইয়াছেন তাঁহারাও কি স্মরণ করেন না জ্ঞানান্বেষণ পত্র যন্ত্রারূঢ় হইলে পর জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষা কবিতা করিতে তাঁহারাই আদেশ করিয়াছিলেন তাহাতে আমরা যুব বান্ধবগণের সম্মুখে দণ্ডায়মানাবস্থায় যে কবিতা করিয়াছিলাম সেই কবিতা জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষা হয়, তাহার অর্থই আমারদিগের অভিপ্রেত,...এই কবিতা দ্বারাই আমারদিগের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে এইক্ষণেও সেই ভাবের ভাবক আছি, সহস্র২ কি লক্ষ২ লোক যদি আমারদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, তথাচ আমরা বালিকাদিগের বিদ্যালয়ের অনুকূল বাক্যই কহিব,... ।—'সম্বাদ ভাস্কর', ২৬ মে ১৮৪৯

নানা সভা-সমিতি ও কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সহিত গৌরীশঙ্করের যোগ ছিল। সে-যুগে দেশের ইষ্টানিষ্টের সঙ্গে সম্পর্কিত রাজকার্য্যাদি-সংক্রান্ত বিষয়ের রীতিমত আলোচনার জন্য যে-সকল সভা গঠিত হয়, তন্মধ্যে বঙ্গভাষাপ্রকাশিকা সভাকে প্রথম বলিতে হইবে। এই সভার সহিত গৌরীশঙ্করের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, তিনি কয়েক বার এই সভার সভাপতিত্বও করিয়াছিলেন।*

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি অপুত্রক ছিলেন। ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্যকে তিনি পালিত পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

* 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৩০১, ৩০৪।

সংবাদপত্র-পরিচালন

গৌরীশঙ্কর একাধিক সংবাদপত্র পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। সাংবাদিক হিসাবে সে-যুগে তাঁহার প্রতিপত্তি কম ছিল না। তাঁহার পরিচালিত পত্রগুলির বিবরণ সংক্ষেপে দিতেছি। এগুলির বিস্তৃত বিবরণ আমার 'বাংলা সাময়িক পত্র' গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছি।

'জ্ঞানান্বেষণ'

সংবাদপত্র-পরিচালনে গৌরীশঙ্করের হাতেখড়ি হয়—'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রে। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন তারিখে দক্ষিণানন্দন মুখোপাধ্যায় এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। শিরোভূষা-স্বরূপ 'জ্ঞানান্বেষণে' যে কবিতাটি মুদ্রিত হইত, তাহা গৌরীশঙ্করের রচিত। কবিতাটি এইরূপ :—

এহি জ্ঞান মনুষ্যাণামজ্ঞানতিমিরং হর।
দয়াসত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপি সংহর।

বাঞ্ছা হয় জ্ঞান তুমি কর আগমন।
দয়া সত্য উভয়েকে করিয়া স্থাপন।
লোকের অজ্ঞানরূপ হর অন্ধকার।
একেবারে শঠতারে করহ সংহার।

দক্ষিণানন্দন নামে-সম্পাদক হইলেও, ইহার সম্পাদকীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেন গৌরীশঙ্কর। ইহা ইংরেজী-শিক্ষিত উদারমতাবলম্বী যুবকগণের মুখপত্র ছিল। ইহার প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছিল :—

এক প্রয়োজন এই যে এতদ্দেশীয় বিশিষ্ট বংশোদ্ভব অনেক মহাশয়েরা লোকের প্রপঞ্চ বাক্যেতে প্রতারিত হইতেছেন তাহাতে তাঁহারদিগের

কোনরূপেই ভাল হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া খেদিত হইয়া বিবেচনা করিলাম যে নানা দেশ প্রচলিত বেদবেদান্ত মনুমিতাক্ষরাপ্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনাদ্বারা তাঁহারদিগের ভ্রান্তি দূর করিতে চেষ্টা করিব।

দ্বিতীয়তঃ এই যে এতদ্দেশনিবাসি অনেকেই আপনং জাতিবিহিত ধর্ম্মের প্রতি জিজ্ঞাসা করিলে যথাশাস্ত্রানুসারে কহিয়া থাকেন কিন্তু সেই মহাশয়েরা এমত কর্ম্ম করেন যে তাহা কোন বিশিষ্টলোকেরই কর্ত্তব্য নহে ইহার কারণ কি তাহাও বিবেচনা করিতে হইবেক।

তৃতীয়তঃ এই যে ভূগোলপ্রভৃতি গ্রন্থ যদ্যপি এতদ্দেশে দেশান্তরীয় ও বঙ্গদেশীয় ভাষায় নানাপ্রকারে প্রকাশ হইয়াছে তথাপি সে অতি-বিস্তারিতরূপে প্রচার হয় নাই অতএব সকলের আশু বোধের নিমিত্তে সেই সকল গ্রন্থ আমরা বঙ্গদেশীয় ভাষায় ক্রমেং প্রকাশ করিব। এবং অন্যং বিষয় যাহা প্রকাশ করা আবশ্যক তাহাও উপস্থিতানুসারে প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না ইতি

'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের রচনার নিদর্শন-স্বরূপ আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

১৮৪০ সালে জ্ঞানান্বেষণে গবর্ণমেন্টের হিন্দু ধর্ম্ম প্রতিপালন বিষয়ে আমরা যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম তাহা এই।

১

ব্রাহ্মণ ভোজন।

মহারাজ্ঞীর সুপ্রিমকোর্ট তাঁহারদিগের মাষ্টর ডবলিউ পি গ্রাণ্ট সাহেবকে ৪০ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করণে কত ব্যয় হইবেক তাহা নিশ্চয় করণার্থ অনুমতি করিয়াছেন, এবং মাষ্টর সাহেব এক জন ব্রাহ্মণ কত আহার করিতে পারেন তাহা নিশ্চয় করিতেছেন, পশ্চাৎ লিখিত বিষয় সম্পাদনার্থ এই আজ্ঞা হইয়াছে, এক ব্যক্তি প্রাচীন মনুষ্য যাঁহাকে গবর্ণমেন্ট দরিদ্রতাবস্থায় পতিত করিয়াছিলেন, তিনি লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন

করাওনের নিমিত্ত ধন জমা রাখিয়া গিয়াছেন, যেহেতুক হিন্দুরা এই রূপ কার্য্য প্রশংসনীয় এবং অনেক২ পাপ নাশক বোধ করেন। রাসবিহারি শর্ম্মা নামক এক ব্যক্তি, কাশিমবাজারস্থ কোম্পানির রেসিডেণ্ট এবং কলিকাতার বিখ্যাত প্রাচীন সদাগর পেটি্ক মেট্‌লণ্ড এই দুই সাহেবকে তাঁহার ধনের অধিপতি করিয়া গিয়াছেন, তৎপরে এতদ্বিষয়ে সুপ্রিমকোর্টের ডিক্রির অনুসারে তৎসময়ের মাষ্টরের প্রতি সভাপতির আজ্ঞা হইয়াছিল যে লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে কত ব্যয় হইবেক এবং কোন ব্যক্তির উপর এতদ্বিষয়ের ভারার্পণ করা যাইবেক। মাষ্টর ৪৩০৩০ মুদ্রা ব্যয় এবং দেবনাথ শাকাল ভারার্পণের উপযুক্ত পাত্র রিপোর্ট করাতে ১৮২৩ সালে মঞ্জুর হইল। সভাপতি দুই ব্যক্তি ইংলণ্ডীয়ের হস্ত হইতে উক্ত মুদ্রা শাকালের হস্তে দিয়া অবশিষ্ট ধন আদালতে জমা রাখিলেন, কিন্তু এই ধন দেবনাথের প্রাপ্ত হওনের ৭ বৎসর পূর্ব্বে সুদ সমেত ৬৩০০০ মুদ্রা হইয়াছিল অতএব তিনি সাহস পূর্ব্বক এতদ্বিষয় সম্পন্নার্থ আবেদন করিয়াছিলেন কিন্তু দশ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পুনর্ব্বার আদালতে আবেদন করিলেন যে তিনি চতুর্দ্দশ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে অক্ষম হইলেন এবং অবশিষ্ট ১৭০০০ মুদ্রা কোর্টে ফিরাইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে ইংলণ্ডীয়দিগের ভারতবর্ষ অধিকার হওনের সপ্তদশ বৎসর পরে দশ সহস্র ব্রাহ্মণের অধিক প্রাপ্ত হওয়া গেল না, কিন্তু ইহার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ওয়ারেন হেষ্টিং সাহেবের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এতদপেক্ষা দশগুণ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার মাতার শ্রাদ্ধ কালীন একেবারে ৬০০০০ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছেন অতএব ব্রাহ্মণ বংশের পবিত্রতা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে বরং ক্রমে তাঁহারদিগের ধন ও স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইয়াছে।

তৎকালীন দেবনাথের পরলোক প্রাপ্তি হইল তাঁহার পুত্র এবং উত্তরাধিপতি সীতানাথ অপর ৪০ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে প্রার্থনা

করিলেন কিন্তু ব্রজনাথের পুত্র ইহা আপত্তি জানাইলেন অতএব কাহাকে ভারার্পণ হইবে তাহা কোর্টের বিচারাধীনে আছে। ৪০ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন হইবেক কিন্তু দেবনাথ ৮০ সহস্র ব্রাহ্মণ খাওয়াইয়াছিলেন 'ক না তাহা কোর্ট জানিতে ইচ্ছা করেন, এবং মাষ্টরের প্রতি এই সকল বিষয় অনুসন্ধানার্থ অনুমতি করিয়াছেন অতএব মাষ্টর, পূর্ব্বে কত ব্রাহ্মণ ভোজন হইয়াছে অবশিষ্ট ব্রাহ্মণদিগের নিমিত্ত কত ধন আছে এবং এক্ষণে এক জন ব্রাহ্মণের আহারের নিমিত্ত কত ব্যয় হয় এই সকল রিপোর্ট করিবেন। আমরা ঐ রিপোর্ট শুনিতে ব্যগ্র হইয়া রহিলাম, যেহেতু যাঁহারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া থাকেন তাঁহারা খেদ করেন যে মোসলমানদিগের অধিকারকালীন এক ব্যক্তির আহারের নিমিত্ত দুই আনা লাগিত কিন্তু ইংরাজদিগের অধিকার হওন পর্য্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে যে আট আনার ন্যূনে এক ব্যক্তির আহার চলে না। বস্তুতঃ এক ব্যক্তির আহার দুই আনা কিম্বা চারি আনাতে হইতে পারে কথা আমরা শুনিয়াছি উক্ত ভোজের বিষয়ে আট আনার ন্যূন নিস্তার হইবেক।—জ্ঞানান্বেষণ, ইং ১৮৪০ সাল।

'সম্বাদ ভাস্কর'

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম ভাগে এই সাপ্তাহিক পত্র খানি সিমলা হইতে প্রকাশিত হয়। সম্পাদকরূপে শ্রীনাথ রায়ের নাম থাকিলেও, প্রকৃতপক্ষে ইহার পরিচালক ছিলেন—গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। 'সম্বাদ ভাস্কর' প্রথম প্রকাশিত হইলে 'জ্ঞানান্বেষণ' লিখিয়াছিলেন :—

পূর্ব্বে আমারদিগের যে পণ্ডিত ছিলেন তিনি ভাস্কর নামক সংবাদ কাগজ প্রকাশ করিয়াছেন ঐ সম্বাদ পত্র অতি উত্তম হইয়াছে।

অল্প দিন পরেই—১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শ্রীনাথ রায়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে 'ক্যালকাটা কুরীয়ার' পরবর্ত্তী ১৪ই নবেম্বর তারিখে লিখিয়াছিলেন :—

> We understand that the death of Sreenanth Roy will not, in the least, diminish the usefulness and efficiency of the *Bhaskar*, as an appropriate instrument for the cultivation of the Bengally language and a legitimate organ of at least a certain section of the Hindoo community. Sreenauth Roy was not the principal editor of the paper. His contributions to it formed but a small part of the editorials. The individual to whom praise is due for the able manner in which that paper has hitherto been conducted, is still in the land of the living. He is the quondam Bengally editor of the *Gyannaneshun*..

উদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে, 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের বাংলা-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশই 'সম্বাদ ভাস্করে'র প্রধান সম্পাদক ছিলেন।

প্রথমাবস্থায় আন্দুল-নিবাসী মথুরানাথ মল্লিকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনাথ মল্লিক 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীনাথ মল্লিকের মৃত্যু হইলে গৌরীশঙ্কর তাঁহার সম্বন্ধে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। তাহার এক স্থলে তিনি লিখিয়াছিলেন, "শ্রীনাথ বাবু বহু] কাল আমারদিগকে টাকা দিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন, আমারদিগের সেই প্রতিপালক মিত্র গেলেন।" শ্রীনাথ মল্লিকের প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ 'সম্বাদ ভাস্করে'র শিরোভাগে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত, এরূপ হওয়াও বিচিত্র নহে :—

গৌরীশঙ্করবক্ত্র পদ্মজনকো শ্রীনাথপদ্মাকুরো
ধ্বান্তোহরং সমুদেতি ভাস্করবরঃ সম্বাদপদ্মোদয়ৈঃ।
স্বৎপদ্মপ্রকটায় সজ্জনহৃদো সম্বাদপদ্মার্থিনাং
লোকানাং বহু বেদপদ্মপ্রকটৈঃ শ্রীপদ্মযোনির্যথা॥

শ্রীনাথ মল্লিকের মৃত্যুর পর—১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ হইতে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ-রচিত একটি নূতন শ্লোক, এবং কিছু দিন পরে তাহার সহিত অপর একটি শ্লোক সংযুক্ত হইয়া 'সম্বাদ ভাস্করে'র কণ্ঠে শোভা পাইতে থাকে। শ্লোক দুইটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

ভ্রান্তর্কবোধসরোজ কিং চিরবসে মৌনস্থ নাস' কণো
পোষধ্বান্ত দিগন্তরং হর ন হে৽বক্তানমস্ত্রোচিতম্ ।
তো তোঃ সংপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকুতামতাপির্ব-
গৌরীশঙ্করপূর্ণপক্ষতনুখাতুঙ্ক, ভবে ভাস্কর. ।

নানালোককর' চ্ছ: সমুদিতে নব্যান্তে শাখত:
শশ্বৎবান্ধভ্রগামুতোচ্ছলকরৈ গোলাককারোজ বিভঃ ।
নানাদেশবিলাস এষ বিলসন্নক্ষকরৈঃ পরো
গৌরীশঙ্করপক্ষপক্ষতনুখাবোজ্জ ভবে ভাস্করঃ ।

'সম্বাদ ভাস্কর' প্রথমাবস্থায় আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবুর) বাটীতে ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রিত হইত। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি হইতে ইহা শোভাবাজার বালাখানার বাগানে গৌরীশঙ্করের নিজ ভবনে মুদ্রিত হইতে থাকে। 'সম্বাদ ভাস্কর' প্রথমে সাপ্তাহিক পত্ররূপে প্রতি মঙ্গলবারে, ১৪ জানুয়ারি ১৮৪৮ হইতে অর্দ্ধ-সাপ্তাহিকরূপে প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবারে, এবং ১২ এপ্রিল ১৮৪৯ হইতে প্রতি মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবারে প্রকাশিত হইত।

শোভাবাজারের কমলকৃষ্ণ বাহাদুর 'সম্বাদ ভাস্করে' লিখিতেন; এমন কি, গৌরীশঙ্করের অসুস্থাবস্থায় কিছু দিন 'ভাস্কর'-সম্পাদনাও করিয়াছিলেন।

'সম্বাদ ভাস্কর' সে-যুগের একখানি বিশিষ্ট সংবাদপত্র ছিল। রচনার

নিদর্শন-স্বরূপ 'সংবাদ ভাস্করে'র একটি সংখ্যা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল :—

বিলাতী ভাষায় লিখিত তদ্দেশীয় লোকেদের জীবনবৃত্তান্ত যাহা বঙ্গভাষায় সংগৃহীত হইতেছে আমারদিগের দেশস্থ লোকেরা ঐ সকল সংগ্রহ গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিবেন কোন ব্যক্তি যাবজ্জীবন দয়ার কর্ম্ম করিয়াছেন, কেহ বাহুবলে রাজা হইয়াছিলেন, কেহ বিদ্যাদ্বারা স্বদেশস্থ সমুদায় মনুষ্যকে সদুপদেশ দিয়াছেন, কেহ বা পুণ্যবলে ভারতকে পুণ্যাত্মা করিয়াছেন, ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকেরা উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু আমরা কি দুর্ভাগ্য এই সুসভ্যকালেও আমারদিগের দেশস্থ মান্য লোকদিগের জীবনবৃত্তান্ত দেখাইয়া উত্তর প্রদান করিতে পারিলাম না, ব্রহ্মদেশ, ভরস্থী, কাছাড়, মণিপুর, নেপাল, চীনাদি প্রদেশীয় রাজাপালদিগের জীবনবৃত্তান্ত কি দেশীয় ভাষায় লিখিত আছে, একখানি চিরকুটও নাই, ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক মহাশয়ের সহিত বিচারকালে আমরা নবদ্বীপের মহারাজগোষ্ঠীর জীবনবৃত্তান্ত চাহিয়াছিলাম, রাজবাটি হইতে প্রত্যুত্তর আসিল আমরা যাহা জানি তাহাই লিখিয়া উত্তর দিব তাহাতেই অনুভব হইল রাজপরিবারেরা আমারদিগের অপেক্ষা তাঁহারদিগের বংশাবলীর বিষয় অধিকানুসন্ধান করেন নাই, সুতরাং আমারদিগের জ্ঞাত বিষয় মাত্রই লিখিতে হইল আমরা তাহাতেই ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক মহাশয়ের সহিত বিচারে জয়ী হইয়াছি, নাটোর পুঁটিয়া রাজবংশ্যদিগের পূর্ব্বপুরুষীয় কাণ্ডও এই প্রকার গোলযোগে রহিয়াছে, কলিকাতার নগরীয় রাজগণ ও ধনিগণ কেহ পূর্ব্বপুরুষদিগের জীবনবৃত্তান্ত লেখেন নাই, কেবল শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর তাঁহার পূর্ব্বপুরুষীয় কাব্য চরিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, আর রাজা রামমোহন রায়ের জীবন বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে, দ্বারকানাথ বাবুর বৈষয়িক বিষয় আমরা সংক্ষেপে যাহা লিখিয়াছি তাহাতেই শেষ আর

কেহ বিস্তারিত বিবরণ লেখেন নাই, কিন্তু প্রকৃত রূপে তাহা লিখিলে এক বৃহৎ পুস্তক হয় এবং সাধারণ লোকেরাও তাহা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন, দর্পনারায়ণ ঠাকুর, গোপীমোহন ঠাকুর, হরিমোহন ঠাকুর, মোহিনীমোহন ঠাকুর, রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল বাহাদুর, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, রাজা রাজবল্লভ রায় বাহাদুর, শান্তিরাম সিংহ, প্রাণকৃষ্ণ সিংহ, জয়কৃষ্ণ সিংহ, রামদুলাল দেব, রামলোচন ঘোষ, নিমাইচরণ মল্লিক, গৌরচরণ মল্লিক, বৈষ্ণবদাস মল্লিক, রাজা গোপীমোহন দেব বাহাদুর, অক্রুরচন্দ্র দত্ত, দেওয়ান কাশীনাথ মল্লিক, দেওয়ান রামসেবক মল্লিক ইত্যাদি মহামহিম ব্যক্তিগণ।...তৎসমস্তাদি প্রকাশের 'বিবিধ কর্ম করিয়া পৃথিবী হইতে গিয়াছেন তাঁহাদিগের এক এক ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্তে একং ইতিহাস-পুস্তক হয় কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে ঐ সকল মহাপুরুষগণের বংশাবলীর নিকট প্রার্থনা করিলে তাঁহারা এমত চতুরঙ্গুলীপরিমিত পত্র দেখাইতে পারিবেন না যাহাতে কোন মহাজনের জীবনবৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে।

যে সকল মহাব্যক্তিরা বর্ত্তমান আছেন, ইঁহারাও অনেক সৎকর্ম করিয়াছেন ইঁহাদিগের জীবনবৃত্তান্তই বা কোথায় লিখিত হইল, আর এক শত বৎসর পরে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, গোপাললাল ঠাকুর, উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ, শিবনারায়ণ ঘোষ, রামনারায়ণ দত্ত, দুর্গাচরণ দত্ত, দেবনারায়ণ দেব, আশুতোষ দেব, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর, মতিলাল শীল, প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক, শ্রীকৃষ্ণ মল্লিক, ভজলাল দত্ত ইত্যাদি ধনিলোকেরা কিং সৎকর্ম করিয়াছিলেন তবে ঐ সকল মহাশয়দিগের কর্ম্মের বিষয় কেহ বলিতে পারিবেন না, অথচ

অনেকেই বলিয়া থাকেন, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" এস্থলে মহাজন বাক্যার্থ-পূর্ব্বপুরুষগণ, তাঁহারা যে পথে চলিয়াছেন সেই পথই পথ, কিন্তু পূর্ব্বপুরুষেরা কিং সংকর্ম্ম করিয়াছিলেন কেহ তাহা বলিতে পারেন না, ভিন্নদেশীয় লোকেরা হিন্দু জাতির ভাষায় তাঁহারদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছেন হিন্দু বালকেরা ঐ সকল লোকের জীবন-বৃত্তান্ত দেখিয়া তাঁহারদিগের কার্য্যের অনুগমন করিবে, ইহাতে, কেন, খ্রীষ্টীয়ান হইবেক না, অতএব আমরা পরামর্শ বলি যদি হিন্দু মহাশয়েরা আপনারদিগের মধ্যে চাঁদা করিয়া টাকা সংগ্রহ করুন, সেই টাকাতে পূর্ব্বপুরুষগণের জীবনবৃত্তান্ত লিখিত পুস্তক হউক, এবং আপনারদিগের জীবনের কার্য্যও লেখা হইতে থাকুক, এই সকল পুস্তক দেখিয়া উত্তর-কালীন বংশাবলী পৈত্রিক পথে চলিবেন, এবং যদি মহাশয়দিগের নাম কর্ম্ম লিখিত পুস্তক সকল পৃথিবীর ক্রোড়ে থাকিয়া সহস্রং বৎসর পরেও তাঁহারদিগের পরিচয় দিবে, বাঙ্গলা দশ রাজ্যের মহীশ্বর "মহারাজাধিরাজ রামকৃষ্ণ রায় বাহাদুর" কত সংকর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কি প্রকার জ্ঞানমৃত্যু হয় কোন পুস্তকে তাহা লেখা নাই, কেবল মহারাজের মৃত্যুকালের একটা ভাষা গান যাহা অদ্যাবধি সাধারণ লোকমুখে শুনিতে পাই এই স্থলে তাহার কিয়দংশ গ্রহণ করি, ঐ মহারাজ গঙ্গাতীরে দেহ স্থাপন করিয়া গান করে তাঁহার ভোলানাথ নামক ভৃত্যকে বলিয়াছিলেন, "আমার মন বান্দরে ভুলে, বালির শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে" এই গান করিতে করিতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, অতএব অনিত্য ধনের ও দেহের অভিমান মিথ্যা, ধন দেহ সঙ্গে যায় না, জীবনে যদি যাহা করেন তাহা লিপিবদ্ধ হইলে বহুকাল থাকে, এতদ্দেশীয় মান্য মহাশয়েরা ইহা বিবেচনা করিবেন।—২৭ মে ১৮৫১।

'সম্বাদ রসরাজ'

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ নবেম্বর 'সম্বাদ রসরাজ' প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রেও গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশই 'সম্বাদ রসরাজে'র প্রকৃত পরিচালক ছিলেন—যদিও আমরা কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ও ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায়ের নাম বিভিন্ন সময়ে সম্পাদক-রূপে উল্লিখিত হইতে দেখিয়াছি।

'সম্বাদ রসরাজ' প্রথমে সাপ্তাহিকরূপে প্রতি শুক্রবার, পরে অর্দ্ধ সাপ্তাহিকরূপে প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবারে প্রকাশিত হইত। গালিগালাজ ও অশ্লীল রচনা প্রকাশ করিয়া 'সম্বাদ রসরাজ' অনেকেরই বিরাগভাজন হইয়াছিল, এবং ইহার ফলে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের অর্থদণ্ড ও একাধিক বার কারাবাস ঘটে। শেষে "২৮ অগ্রহায়ণের [১২৬৩] রসরাজে বিধবা বিবাহের অনুকূলে অত্র নগরীয় সর্ব্বমান্য দলপতি মহামতি মহোদয়দিগের পরিবার পরীবাদ অকথ্য অসত্য প্রকাশ করাতে ভুবনমান্য কলিকাতার রাজগণেরাই রসরাজের মুণ্ডপাতার্থে সমুদ্যত হইলেন।" মহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুর 'রসরাজে'র নামে রাজদ্বারে অভিযোগের উদ্যোগ করাতে গৌরীশঙ্কর 'সম্বাদ রসরাজে'র প্রচার রহিত করিয়া সে-যাত্রা পরিত্রাণ লাভ করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে 'সম্বাদ রসরাজে'র তিরোধান ঘটে। গৌরীশঙ্কর 'সম্বাদ রসরাজে' এই বিদায়-বাণী লেখেন :—

"শোকাপনোদন" ও "রসরাজ বিদায়"

কৃষ্ণপক্ষ পাণ্ডুপক্ষ, উভয় পক্ষীয় বাহিনী মধ্যে যখন শ্রীকৃষ্ণ বিমান সংস্থাপন করিলেন তখন ধনঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন 'যদি প্রপন্নায় সর্ব্বাপদ্ভ্যোহস্মাকমুদ্ধোর্বাবিভিন্নবাদাৎ। অযাথা ভূসাবনপ্রযুক্ত প্রাজ্যঃ

সুরাণামপি চাধিপত্যং।" অর্থাৎ আমি যদ্যপি পৃথিবীতে অতুল সম্পত্তিযুক্ত নিষ্কণ্টক রাজ্য আর দেবতাদিগের আধিপত্যও পাই তথাপি যে শোকেতে আমার ইন্দ্রিয় সকল শুষ্ক হইতেছে তাহার নিবারণের কোন উপায় দেখি না।

আমরা এত কাল 'আমরাঃ' বলিতাম এইক্ষণে আর আমরাঃ বলিতে পারিতেছি না, যাঁহারদিগকে প্রাণাধিক বন্ধু জানিতাম এবং যাঁহারদিগকে আমরা জানিয়া 'আমরাঃ' লিখিয়াছি, যাঁহারা সঙ্কট সময়ে রক্ষা করিয়াছেন, দুঃখে দুঃখী হইয়াছেন, পীড়িত হইয়াছি ঔষধ পথ্য দিয়াছেন, বয়্যাপারে কি রাজদ্বারে যেখানে চাহিয়াছি সেইখানেই অর্থ দিয়া রক্ষা করিয়াছেন, সৎপরামর্শ দ্বারা সাহসে রাখিয়াছেন এইক্ষণে তাঁহারাই আমারদিগের বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন, সর্ব্ব প্রকারে যাঁহারদিগের অনুগ্রহে আমরা, আমরা, ছিলাম তাঁহারাই যদি পক্ষান্তর হইলেন তবে আর আমরা, আমরা কৈ? একাকী আমি, হইয়া পড়িয়াছি, অর্থাৎ এই বন্ধু বিচ্ছেদ শোক আমাকে মোহিত করিয়াছে, আমার সাহসিক স্বভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, অভিলাষকে নিকটে আসিতে দেয় না, আমোদবৃন্দ পলায়নপর হইয়াছে, ইন্দ্রিয় সকল অচল হইয়া গিয়াছে, নয়নদ্বয় ছলং করিতেছে, এই বন্ধু বিচ্ছেদ রূপ সঙ্কট সময়ে শোক পরিহারের উপায় কি, যদি কুবের তুল্য ঐশ্বর্য্য এবং দেবরাজ রাজ্যও পাই তথাচ এ শোক নাশের সদুপায় হইবেক না, নিদারুণ শোক হৃদয় বিদারণ করিতেছে।

দেশবাস্ত অগ্রগণ্য শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, যাঁহার সদ্গুণগণ পরিগণনা কালে আমার প্রখরা লেখনীও পরিহার স্বীকার করে এবং শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর যিনি কনিষ্ঠ হইয়াও সর্ব্বাংশে ঐ জ্যেষ্ঠের ন্যায় শিষ্টাচারে গৌরব গরিষ্ঠ হইয়াছেন এবং অন্যান্য বান্ধব দলপতি মহাশয়গণ যাঁহারা দান মানাদি সর্ব্ব গুণে মান্য গণ্য খ্যাত করিয়াছেন,

২৮ অগ্রহায়ণ দিবসীয় রসরাজ পাঠে তাঁহারা সকলেই আমার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন, বাস্তবিক আমি তাঁহারদিগের বিপক্ষে অন্তঃকরণেও কটাক্ষ লক্ষ্য করি নাই, তথাচ বন্ধু বিচ্ছেদ শোকে আমার ঘনং দীর্ঘ নিশ্বাস হইতেছে, বান্ধবেরাই যদি বিপক্ষ হইলেন, বিশেষে আমার সর্ব্বাশ্রয় রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর যদি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন তবে আমি কি অবলম্বনে জীবন ধারণ করিব? তবে শোক সম্বরণের এই মাত্র উপায় দেখিতেছি রসরাজ বিদায়, রসরাজ হইতে সকলের মনোদুঃখ হইতেছে অতএব রসরাজকেই বিদায় দিলাম, ইহাতেও কি নিষ্কলঙ্কুল সাধুস্বভাব মহোদয়েরা প্রসন্নতা প্রদানে কৃপণ হইবেন, না, নীতি শাস্ত্রের অভিপ্রায় এরূপ নহে 'স্নেহচ্ছেদেপি সাধূনাং গুণা নায়ান্তি বিক্রিয়াং। ভঙ্গেনাপি মৃণালানামনুবধ্নন্তি তন্তবঃ'। সাধুগণের স্নেহ সূত্র বিচ্ছিন্ন হইলেও গুণসূত্র স্নেহপাত্রকে পরিত্যাগ করে না, মৃণাল সকল ভগ্ন হইলেও তন্তুসূত্র আবদ্ধ করিয়া রাখে।

আমি প্রসন্নতা প্রার্থনা করি, সেই গুণ মহৌষধ হইয়া আমার চিত্তকে প্রবোধ দিয়া শোক সাগর হইতে উত্তীর্ণ করিবে, হে মহামহিম দলপতি মহাশয়গণ, এত কাল যেমন মহাশয়েরা মহদ্গুণে আমাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই মহদ্গুণ সহিত কৃপাদানে নিরাশ্রয় একাকী আমাকে পুনর্ব্বার আশ্রয় করুন, আমি মহাশয়দিগের বিশেষতঃ পরমাশ্রয় শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট যে সকল উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি এ দেহে জীবন সঞ্চার থাকিতে তাহা ভুলিতে পারিব না, তাঁহার অনুরোধ প্রতিপালন সর্ব্বথা কর্ত্তব্য হইয়াছে।

এতদ্দেশীয় অনভিজ্ঞ লোকেরা অনেকে কুকর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছিল তাহারদিগের দমনার্থ রসরাজ পত্র প্রকাশ হয় কিন্তু রসরাজ হইতে আমরা বারম্বার নানা প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়াছি, ন্যূনাধিক বিংশতি সহস্র টাকা অপব্যয় দিয়াছি তাহাতে রসরাজ পরিত্যাগ জন্য অনেকে অনুরোধ

করিয়াছিলেন তৎকালে তাহা শ্রবণ করি নাই, এক্ষণে গৃহবিচ্ছেদ হইয়া উঠিল, রসরাজের প্রস্তাবে নগরীয় প্রধানেরা সকলেই বিরক্ত হইলেন এই কারণ আমারদিগের সর্ব্বাহ্লাদক বন্ধু শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর কহিলেন যাহাতে সকলের মনোদুঃখ হয় এমত কাগজ রাখিয়া প্রয়োজন নাই এবং আমরাও পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম রসরাজ পরিত্যাগ করিব, ইত্যাদি নানা কারণে অদ্য রসরাজকে বিদায় দিলাম, পাঠক মহাশয়েরা আর রসরাজ দেখিতে পাইবেন না।

'হিন্দুরত্নকমলাকর'

'সম্বাদ রসরাজে'র প্রচার রহিত করিয়া গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 'হিন্দুরত্নকমলাকর' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪এ ফেব্রুয়ারি ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় সম্পাদক লেখেন :—

> সর্ব্বসাধারণ হিন্দুগণ প্রতি আবেদন।—ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু মহাশয়গণ এই বিজ্ঞাপনে দৃষ্টি রোপণ করুন, উপস্থিত কাল কালরূপে উপস্থিত হইয়াছে, এই বিশাল কাল ধর্ম্ম গ্রাসে কাল বেশ ধারণ করিয়াছে, কালভয়ে হিন্দু জাতির ধর্ম্মদেহে শিরঃ কম্পন হইতেছে, কাল বলে বিজাতীয় ধর্ম্মপাল ভূপালগণ হিন্দু রাজ্যে রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন, তাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের অনুকূল নহেন, প্রতিকূল হইয়া হিন্দু কুলকে ব্যাকুল করিতেছেন, হিন্দু ধর্ম্মের বিনাশার্থ নাস্তিকতার বত্ত্যয়ন করেন, ইহাতে হিন্দু ধর্ম্ম দুর্ব্বলভাবে পলায়নপর হইয়াছেন, শান্ত স্বভাব হিন্দুগণ রাজাজ্ঞা পরিচ্ছেদন করিতে পারেন না, হিন্দু ধর্ম্মের দুর্ব্বলতায় কেবল মনোব্যথায় কাল বিলয় করিতেছেন, এমত ঘোরতর ভয়ানক সময়ে একখানি সমাচার পত্র দেখিতে পাই না, হিন্দু ধর্ম্ম পক্ষে একটী কথা কহিয়া উপকার করে, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মাতব্বর হিন্দু মহাশয়দিগের উপদেশ ক্রমে

আমরা 'হিন্দুরত্নকমলাকর' প্রকাশ করিলাম, এই পত্র হিন্দু ধর্ম্ম পক্ষে পক্ষ রক্ষার অস্ত্র স্বরূপ হইল, সর্ব্ব সাধারণ ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু মহাশয়গণ এই অস্ত্রকে ব্রহ্মাস্ত্র জ্ঞানে রক্ষা করুন,...।

'হিন্দুরত্নকমলাকর' পত্রের কণ্ঠদেশে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

ধর্ম্মরত্নমনুযত্নশালিভিঃ সৌরভে চ বিভবে ধৃতাদরৈঃ।
হিন্দুরত্নকমলাকরঃ পরং সজ্জনৈঃ সততমেব সেব্যতাম্‌॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর

গৌরীশঙ্করের সংবাদপত্র-পরিচালনার কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের সম্পর্কের উল্লেখ না করিলে এই প্রসঙ্গ অসমাপ্ত থাকিবে। বয়সে গৌরীশঙ্কর ঈশ্বরচন্দ্রের অপেক্ষা বারো বৎসরের বড় ছিলেন। কিন্তু উভয়েরই সাংবাদিক জীবন একই বৎসরে —১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হয়। তার পর ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এক পক্ষ কালের ব্যবধানে উভয়ের লোকান্তরপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ২৮ বৎসর ধরিয়া সে যুগের সংবাদপত্র-জগতের এই দুই দিক্‌পালের জীবন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিল। গুপ্ত-কবি তর্কবাগীশের পাণ্ডিত্য এবং সাংবাদিক হিসাবে তাঁহার কৃতিত্বের প্রশংসা করিতে কার্পণ্য করেন নাই। 'সংবাদ প্রভাকরে'র সঙ্গে তর্কবাগীশের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়া ১২৫৩ সালের ২রা বৈশাখের 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "সুবিখ্যাত পণ্ডিত ভাস্কর-সম্পাদক তর্কবাগীশ মহাশয় পূর্ব্বে বন্ধুরূপে এই প্রভাকরের অনেক সাহায্য করিতেন, এক্ষণে সময়াভাবে আর সেরূপ পারেন না।" ১২৫৪ সালের ১লা বৈশাখের 'প্রভাকরে'ও ঈশ্বরচন্দ্র পুনরায় লেখেন, "ভাস্কর-সম্পাদক ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই ক্ষণে যে গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, তাহাতে কি প্রকারে লিপি দ্বারা অস্মৎ পত্রের আনুকূল্য

করিতে পারেন? তিনি ভাস্কর পত্রকে অতি প্রশংসিত রূপে নিষ্পন্ন করিয়া বন্ধুগণের সহিত আলাপাদি করেন, ইহাতেই তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করি। বিশেষতঃ সুখের বিষয় এই যে, সম্পাদকের যে যথার্থ ধর্ম্ম, তাহা তাঁহাতেই আছে।"

এই মন্তব্য হইতে উভয়ের আন্তরিক প্রীতি ও মৈত্রীর সম্পর্কই সূচিত হয়। কিন্তু ১২৫৪ সালেই অকস্মাৎ কয়েক মাসের জন্য 'পাষণ্ড-পীড়ন' ও 'সম্বাদ রসরাজে'র পৃষ্ঠায় ঈশ্বরচন্দ্র ও গৌরীশঙ্করের মধ্যে তুমুল বাগ্‌যুদ্ধের সূত্রপাত হয় এবং ক্রমে তাহা রুচি ও শ্লীলতার মাত্রা অতিক্রম করে। এই সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

> ঈশ্বরচন্দ্র "পাষণ্ডপীড়ন" এবং তর্কবাগীশ "রসরাজ" পত্র অবলম্বনে কবিতাযুদ্ধ আরম্ভ করেন। শেষে নিতান্ত অশ্লীলতা, গ্লানি, এবং কুৎসাপূর্ণ কবিতায় পরস্পরে পরস্পরকে আক্রমণ করিতে থাকেন। দেশের সর্ব্বসাধারণে সেই লড়াই দেখিবার জন্য মত্ত হইয়া উঠে। সেই লড়াইয়ে ঈশ্বরচন্দ্রেরই জয় হয়।
>
> কিন্তু দেশের রুচিকে বলিহারি! সেই কবিতাযুদ্ধ যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা এখনকার পাঠকের বুঝিয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই। দৈবাধীন আমি এক সংখ্যা মাত্র রসরাজ এক দিন দেখিয়াছিলাম। চারি পাঁচ ছত্রের বেশী আর পড়া গেল না। মনুষ্যভাষা যে এত কদর্য্য হইতে পারে, ইহা অনেকেই জানে না। দেশের লোকে এই কবিতা-যুদ্ধে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বলিহারি রুচি! আমার স্মরণ হইতেছে, দুই পত্রের অশ্লীলতায় জ্বালাতন হইয়া, লং সাহেব অশ্লীলতা নিবারণ জন্য আইন প্রচারে যত্নবান ও কৃতকার্য্য হয়েন। সেই দিন হইতে অশ্লীলতা পাপ আর বড় বাঙ্গালা সাহিত্যে দেখা যায় না।

স্বাভাবিক নিয়মেই সে যুগের এই দুই জন শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকের কোন্দল লোকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং

সাময়িক-সাহিত্য-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইহাকে একটু বাড়াইয়াও দেখা হইয়াছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে এই বিবাদ অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই, এবং শেষ পর্য্যন্ত যে উভয়ের মধ্যে পূর্ব্ব সৌহার্দ্দ্য ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"তর্কবাগীশ গুরুতর পীড়ায় শয্যাগত হইলে, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহাকে দেখিতে গিয়া বিশেষ আত্মীয়তা প্রকাশ করেন।" ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুকালে তর্কবাগীশও মৃত্যুশয্যায়। তিনি সেই মৃত্যুশয্যা হইতেই 'ভাস্করে' প্রশ্নোত্তর-ছলে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার শেষাংশ হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, গুপ্ত-কবির সহিত তাঁহার হৃদয়-সম্পর্ক কি পরিমাণ গভীর ছিল। গৌরীশঙ্কর লেখেন—

> প্র। তাঁহার [ঈশ্বরচন্দ্রের] গঙ্গাযাত্রা ও মৃত্যুশোকের বিবরণ শনিবাসরীয় ভাস্করে প্রকাশ হয় নাই কেন?
>
> উ। কে লিখিবে? গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য শয্যাগত।
>
> প্র। কত দিন?
>
> উ। এক মাস কুড়ি দিন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এই দুইটী নাম দক্ষিণ হস্তে লইয়া বক্ষঃস্থলে রাখিয়া দিয়াছেন, যদি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান, তবে আপনার পীড়ার বিষয় ও প্রভাকর-সম্পাদকের মৃত্যুশোক স্বহস্তে লিখিবেন, আর যদি প্রভাকর-সম্পাদকের অনুগমন করিতে হয়, তবে উভয় সম্পাদকের জীবন বিবরণ ও মৃত্যুশোক প্রকাশ জগতে অপ্রকাশ রহিল।

গৌরীশঙ্কর তাহা প্রকাশের সুযোগ পান নাই। তাঁহাকে সত্বরই 'প্রভাকর'-সম্পাদকের অনুগমন করিতে হইয়াছিল।*

---

* "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর" প্রসঙ্গ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ গ্রন্থের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' প্রবন্ধের ৩৩-৩৬ পৃষ্ঠা অবলম্বনে লিখিত।

রচিত ও সঙ্কলিত গ্রন্থ

গ্রন্থকার হিসাবেও গৌরীশঙ্করের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা বা সঙ্কলন করিয়াছিলেন। যেগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, প্রকাশকাল সহ নিম্নে সেগুলির একটি তালিকা দেওয়া হইল।—

১। **ভগবদ্‌গীতা**—৯ম অধ্যায় পর্য্যন্ত। ১২৪২ সাল (ইং ১৮৩৫)।

২৯ আগস্ট ১৮৩৫ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' ইহার যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, তাহা উদ্ধৃত হইল—

> বিজ্ঞাপন।—সকলকে জানান যাইতেছে ভগবদ্গীতা গ্রন্থ পূর্ব্বে স্থানে২ বঙ্গ ভাষাতে অনুবাদ হইয়া প্রকাশ হইয়াছে কিন্তু তাহাতে শ্লোকের সম্পূর্ণভাব এমত সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় নাই যে তাহাতে অল্পবুদ্ধি জনের বোধগম্য হয়। তজ্জন্যে শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ মূলের নীচে অন্বয়সহিত স্বামিকৃত টীকা ও বঙ্গভাষানুবাদের নীচেও অন্বয়সহিত স্বামিকৃত টীকা দিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন ইহা দেখিবামাত্রই সকল সন্দেহ দূর হয়। এই গ্রন্থ কলিকাতার জ্ঞানান্বেষণ মুদ্রাযন্ত্রালয়ে অথবা যোড়াসাঁকোর শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহের পুষ্পোদ্যানে অন্বেষণ করিলে পাইতে পারিবেন।

২। **ভগবদ্‌গীতা**—সমগ্র অংশের অনুবাদ। ইং ১৮৫২।

২১ সেপ্টেম্বর ১৮৫২ তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে প্রকাশ—

> সুবিজ্ঞ পণ্ডিতবর ভাস্কর সম্পাদক শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক ভগবদ্গীতা গ্রন্থ গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদিত হইয়া মূল টীকা সহিত অতি পরিষ্কাররূপে মুদ্রাঙ্কিতানন্তর প্রকাশিত হইয়াছে।...সম্পাদক মহাশয় ইতিপূর্ব্বে ঐ গ্রন্থের প্রথমার্দ্ধ অর্থাৎ নবমাধ্যায় পর্য্যন্ত অনুবাদ করিয়া মূল টীকা শুদ্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন

তাঁহার অনুবাদিত গ্রন্থ পাঠে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রে নিরন্তর নিরতিশয় সুখানুভব করত প্রার্থনা করিতেন অপরার্দ্ধও ত্বরায় প্রকাশিত হয় কিন্তু মধ্যে কিয়ৎকাল সম্পাদক মহাশয় তদ্বিষয়ে পরিশ্রম স্বীকারে বিরতি অবলম্বন করাতে তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ হইতে পারে নাই এক্ষণে সম্পাদক মহাশয় উক্ত গ্রন্থের অপরার্দ্ধ অনুবাদ করিয়া সমুদায় একত্র মুদ্রিতানন্তর প্রকাশ করাতে সকলের মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিবেন। অন্যান্য ব্যক্তিদের কর্তৃক ভগবদ্গীতা গ্রন্থের অনুবাদ ভাষাপদ্যে সংকলিত হইয়া যাহা প্রকাশিত আছে তাহাতে গীতাশাস্ত্রের তত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি হইতে পারে না কেন না ঐ গ্রন্থের অর্থ তাৎপর্য্য অতিশয় কঠিন, অপর ছন্দোবন্ধে কোন পুস্তকের অবিকল অনুবাদ হয় না সুতরাং তাহাতে কাহারও বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা ছিল না। ·

১২৭৮ সালে গৌরীশঙ্করের পোষ্য পুত্র ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন এই ভগবদ্গীতা পুনঃপ্রকাশ করেন। ইহা হইতে গৌরীশঙ্কর-লিখিত ভূমিকাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

নমো জগদীশ্বরায়।

সদ্বিবেচক গুণগ্রাহক মহাশয়দিগের প্রতি এই পুস্তক সম্পাদকের বিনীত পূর্ব্বক নিবেদন।

ভগবদ্গীতা যেরূপ মান্য গ্রন্থ এবং তৎপাঠে যাদৃগুপকার দর্শে তাহা লিখিয়া জানাইবার প্রয়োজন করে না পৃথিবীর অনেক ভাগেতেই ভগবদ্গীতার সুন্দর অনুরাগ আছে, বিশেষতঃ ধর্ম্মশীল হিন্দু মাত্রই এ গ্রন্থকে হিন্দুদিগের সর্ব্ব শাস্ত্রের সার বলিয়া জ্ঞান করেন এবং গীতা মাহাত্ম্যেও লিখিত আছে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব শাস্ত্রের সারাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবদ্গীতার সংস্থাপন করিয়াছেন অতএব এতাদৃশ গ্রন্থের প্রশংসা বিষয়ে আর অধিক লিখিয়া জানাইতে হয় না।

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভগবদ্গীতার অত্যন্ত কঠিন ভাবসমূহ সকলের বোধগম্য হয় না এবং অন্যেরা ভাষাপদ্যে ভগবদ্গীতার যে

অনুবাদ করিয়াছেন আমি তাহার নিন্দা করি না বরঞ্চ এই কঠিন গ্রন্থের ভাষান্তর করণে সাহসী হইয়াছিলেন একারণ গ্রন্থকর্ত্তারা প্রশংসিত বটেন কিন্তু তাঁহারদিগের গ্রন্থে মূল গ্রন্থের ভাবৎ শব্দার্থ প্রকাশ হয় নাই এবং অল্পদর্শি ব্যক্তিরা তাহা বুঝিতেও পারেন না অতএব সম্পাদক গৌড়ীয় কোমল ভাষায় তাহার ভাষান্তর করিলেন, যাঁহারদিগের অক্ষর পরিচয় ও গৌড়ীয় ভাষায় শব্দবোধ হইয়াছে তাঁহারা এই অনুবাদ পাঠ করিয়া অনায়াসে ভগবদ্গীতার সার বুঝিতে পারিবেন, সম্পাদকের অভিলাষ এই পুস্তক দ্বারা পাঠকবর্গকে আহ্লাদিত করিবেন অতএব শ্রীধরস্বামির অভিপ্রায়ানুসারে স্বয়ং ভাষান্তর করিয়া অন্যান্য অধ্যাপকগণকে দেখাইয়াছেন ইহাতে ভরসা করেন পাঠক মহাশয়েরা হেয় জ্ঞান করিবেন না।

যদ্যপি কোন মহাশয় কোন শ্লোকের অনুবাদে সন্দেহ করেন এই কারণ সম্পাদক বামভাগে মূল, দক্ষিণে অনুবাদ, উভয়ের নিম্নে শ্রীধরস্বামির টীকা মুদ্রিত করিলেন, যাহার সংশয় জন্মে অনুবাদিত শ্লোকের অঙ্ক দেখিয়া তদঙ্কে অঙ্কিত মূল টীকা দৃষ্টি করিলেই তাৎপর্য্য জানিতে পারিবেন. ভগবদ্গীতার মূলে কোন২ স্থলে এক শ্লোকের সহিত অন্য শ্লোকের অন্বয় সম্বন্ধ আছে অতএব অনুবাদের মধ্যে২ এক এক স্থলে ঐ সকল দুই কিম্বা অধিক শ্লোকের অঙ্কপাত হইল।

... ...

গৌড়ীয় সাধুভাষায় শ্রীগৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভগবদ্গীতার ভাষান্তর করিলেন।

গৌরীশঙ্করের অনুবাদের নিদর্শন-স্বরূপ কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

কর্ম্মযোগ করিয়া শুদ্ধচিত্ত হইলে পর শরীর ও ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হয় এবং আত্মা সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী হইতে পারেন, অতএব এ প্রকার মনুষ্য যদ্যপি লোকরক্ষার্থক অথবা স্বাভাবিক কর্ম্মও করেন, তথাচ সে কর্ম্ম তাঁহার বন্ধনের কারণ হয় না। ৭। (কর্ম্ম করেন অথচ কর্ম্মজন্য বন্ধনেতে

লিপ্ত হয়েন না, এ কথা আপাততঃ অসঙ্গত বোধ হয়, অতএব কর্তৃত্বা-ভিমানাভাবরূপ বিশেষণ দিয়া সংশয় ভঞ্জন করিতেছেন) কর্ম্ম করিয়া ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে জ্ঞানবান ব্যক্তি, "ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব কর্ম্ম করিতেছে আমি তাহাতে লিপ্ত নহি" এই অবধারণ করিয়া, দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আঘ্রাণ, ভোজন, নিদ্রা নিশ্বাস ত্যাগ, আলাপ, মলমূত্রত্যাগ, দ্রব্যাদি গ্রহণ, উন্মেষ, নিমেষ, এই সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিয়া থাকেন, কিন্তু অন্তঃকরণে স্থির থাকে যে, ইন্দ্রিয়াদি হইতে এবং বিষয় হইতে আমি পৃথক্, অতএব আমি কিছুই করি না। ৮। ৯। (যে ব্যক্তি কর্ম্মত্যাগ করে নাই, অথচ আপনি কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করে সে ব্যক্তিও যে প্রকার কর্ম্ম করিলে বদ্ধ হয় না তাহা কহিতেছেন) ফলকামনা ত্যাগ পূর্ব্বক পরমেশ্বরেতে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে, বন্ধহেতু যে কর্ম্মজন্য পাপ, তাহাতে সে ব্যক্তি লিপ্ত হয় না, যেমন জলে স্থিত পদ্মপত্র জলেতে লিপ্ত নহে। ১০। শরীর দ্বারা স্নানাদি কর্ম্ম, মনের দ্বারা বস্তুর ধ্যানাদি, বুদ্ধি দ্বারা যথার্থনিশ্চয়াদি, এবং আসক্তিরহিত ইন্দ্রিয়দ্বারা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি—যোগিরা নিষ্কামী হইয়া কেবল চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত এ সকলের অনুষ্ঠান করেন। ১১। ফলাভিলাষ ত্যাগ পূর্ব্বক কেবল পরমেশ্বরে দৃঢ়ভক্তি করিয়া কর্ম্ম করিলে নির্ব্বাণ মোক্ষ হয় কিন্তু পরমেশ্বরবিষয়ে দৃঢ়তা ব্যতিরেকে ফলাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলেই তজ্জন্য ফল কর্ম্মকর্ত্তাকে বদ্ধ করে। ১২। ৷

৩। **জ্ঞানপ্রদীপ**, ১ম খণ্ড। বালকদিগের শিক্ষার্থ বিবিধ বিষয়ক প্রস্তাব ও দৃষ্টান্ত সকল। প্রকাশকাল—২০ আষাঢ় ১২৪৭ (জুলাই ১৮৪০)।

৪। **জ্ঞানপ্রদীপ**, ২য় খণ্ড। প্রকাশকাল—১৬ মাঘ, ১২৫৯ (২৮ জানুয়ারি ১৮৫৩)।

৫। **ভূগোলসার**—পৃথিবীর আকার ও বিবরণাদি নিরূপক নানা গ্রন্থ হইতে সংক্ষেপ সংগ্রহ। ২৫ কার্ত্তিক ১২৬০ (৯ নবেম্বর ১৮৫৩)।

৬। **নীতিরত্ন**। ১১ জুন ১৮৫৪ (৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৬১), পৃ. ৯৬।

পুস্তকের "ভূমিকা"-স্বরূপ গৌরীশঙ্কর যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

নীতি শিক্ষা বিষয়ে বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রস্তুত হয় নাই এই কথা বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করেন, আমিও বহু বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদের বঙ্গভাষা শিক্ষার পরীক্ষা করিয়াছি তাহাতে নীতিজ্ঞান বিষয়ে বালকেরা চাণক্য শ্লোক আর হিতোপদেশের দশ কিম্বা পঞ্চদশ পত্র মাত্রে পরীক্ষা দানে সক্ষম হইয়াছে কিন্তু বঙ্গদেশীয় লোকেরা বঙ্গভাষা শিক্ষালয়ে বালকগণকে অধিক দিন রাখেন না, বালকেরা অল্পকাল মধ্যে হিতোপদেশের অর্দ্ধাংশও পড়িতে পারে না, যাহা দেখে তাহাতে কাক, কচ্ছপ, শৃগাল ও কপোত মূষিকাদির কথোপকথনই অধিক তাহাতে নীতি-জ্ঞানের কি উপদেশ হইবে অতএব রামায়ণ পুরাণ মহাভারত হিতোপদেশ চাণক্যাদি নানা গ্রন্থে নীতি বিষয়ক যে সকল শ্লোক দৃষ্ট হইল আমি তাহার মধ্য হইতে বাছনী করিয়া সার২ শ্লোক সকল লিখিয়াছি এবং আপনি ভাষা কবিতায় তাহার অর্থ করিয়াছি, কবিতা সকল অতি কোমল সাধু শব্দে লিখিত হইয়াছে, বালক বৃদ্ধ স্ত্রীলোকাদি সকলের পাঠযোগ্য হইবে, এই নীতিরত্ন যিনি পাঠ করিবেন তিনি সভ্য, নীতিকুশল, দাতা, ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী হইবেন, সর্ব্ব জাতীয় সর্ব্ব সাধারণ মনুষ্যেরা নীতিরত্ন পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন গৃহে বসিয়া মহারত্ন পাইলেন, যদি বিদ্যারত্ন মহাধন হয় তবে নীতিরত্ন বিদ্যারত্নের অনুকূল হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই অথচ মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা অতএব আমি অনুরোধ করি সর্ব্বসাধারণ লোকেরা নীতিরত্ন পাঠ করিয়া নীতিরত্ন হউন।

শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

ভাস্কর সম্পাদক।

পুস্তকখানির শেষ কয় পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

শ্রীগৌরীশঙ্করেণৈব নীতিশিক্ষা স্বরৈষিণা।
শাস্ত্ররত্ননিধের্গর্ভাৎ নীতিরত্নং সমুদ্ধৃতং। ২৪৮।
সকলের নীতিশিক্ষা হইবে সত্বর।
এই অভিলাষবশে শ্রীগৌরীশঙ্কর।
শাস্ত্রনিধি হইতে বাছিয়া রত্ন সার।
করিলেন নীতিরত্ন পুস্তক উদ্ধার। ২৪৮।

৭। **মহাভারত**, ২য় খণ্ড। "উদ্যোগ পর্ব্বাবধি স্বর্গারোহণ পর্ব্ব পর্য্যন্ত। বঙ্গ ভাষা পদ্য কাশীদাস রচিত। শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য সংশোধিত।...সন ১২৬২ সাল পৌষ।"

ইহার ভূমিকাটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

আমরা যখন এই মহাভারত সংশোধন করি তখন ভাস্করে লিখিয়াছিলাম বহু ব্যয়ে নানা স্থান হইতে কাশীরাম দাসের সময়ের লিখিত পুস্তক আনাইয়া বাজারে প্রচলিত* কাশীদাসি মহাভারত সংশোধন করিতেছি, অতি শীঘ্র তাহা মুদ্রাঙ্কিত করিব, কাশীরাম দাস হস্তলিখিত দুই খণ্ড পুস্তকে মহাভারত প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সময় অনেকে তাঁহার পুস্তক লিখিয়া লইয়া যান তাহাতেই বঙ্গদেশের নানা প্রদেশে কাশীদাসি মহাভারত ব্যবহার হইয়াছে তৎপরে এতদ্দেশে ছাপাযন্ত্র

* কাশীদাসী মহাভারতের বটতলা-সংস্করণ কবে প্রথম মুদ্রিত হয়, নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপন হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে :—

"কাশীদাসি মহাভারত।—কলিকাতা নগরীর শোভাবাজার বটতলা স্থানীয় প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রয়কারি শ্রীযুত বাবু মধুসূদন শীল কাশীদাসি মহাভারত মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন, শ্রীরামপুরীয় পাদরি শ্রীযুত মার্সমেন সাহেবের মহাভারত ছাপার পরে এই ছাপা হইল,...।"—'সম্বাদ ভাস্কর', ৭ জানুয়ারি ১৮৫৫।

স্থাপিত হইলে কাশীদাসি মহাভারত মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বহুব্যাপক হয়, দোকানী পসারী পর্য্যন্ত সকলে কাশীদাসি মহাভারত পড়িতে আরম্ভ করে তাহাতেই ছাপাকরেরা বারম্বার ঐ মহাভারত ছাপিয়া অনেক লভ্য করিয়াছিলেন কিন্তু যখন দেখিলেন কাশীদাসি মহাভারতের প্রতি অনেক লোকের মনোযোগ হইল তখন সকলেই যথেচ্ছরূপে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া বিক্রয় করিতে লাগিলেন আর মূলের প্রতি প্রায় কেহ দৃষ্টিপাত রাখিলেন না, তাহাতেই কাশীদাসি অভিপ্রায় সকল বিপরীত হইয়া উঠিল, পদ পদার্থ মিলন পর্য্যন্তও রহিল না পরে শ্রীরামপুরের সম্পাদকেরা কাশীদাসি মহাভারত বিক্রয়ে লভ্য দেখিয়া প্রকাশ করিলেন কাশীদাসি মহাভারত সংশোধন করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতেছেন কিন্তু তাঁহারাও সংশোধন করেন নাই, শ্রীরামপুরে মুদ্রাঙ্কিত কাশীদাসি মহাভারত আমারদিগের নিকট রহিয়াছে এবং কাশীদাসের সময়ের হস্তলিখিত তিনখানা পুস্তক আনাইয়াছি তাহার সঙ্গে মিল করিয়া দেখিয়াছি শ্রীরামপুরে মুদ্রাঙ্কিত কাশীদাস মহাভারত রূপান্তর হইয়া গিয়াছে, কাশীদাসের সময়ের হস্তলিখিত মহাভারত, শ্রীরামপুরে মুদ্রাঙ্কিত মহাভারত, বাজারু মহাভারত, সকল মহাভারত দেখিয়া আমরা বহু ব্যয় পরিশ্রমে কাশীদাসের অভিপ্রায় উদ্ধারপূর্ব্বক কাশীদাসি মহাভারত মুদ্রাঙ্কিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম পরমেশ্বর কৃপায় শেষ খণ্ড অর্থাৎ উদ্যোগ পর্ব্বাবধি স্বর্গারোহণ পর্ব্ব পর্য্যন্ত সমুদায় পর্ব্ব মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছি এতদ্দেশীয় লোকসকল যাঁহারা কাশীদাস মহাভারতের প্রতি ভক্তি রাখেন তাঁহারা এই শেষ খণ্ডের মূল্য ২৲ দুই টাকা প্রেরণ করিয়া গ্রহণ করুন, আমরা আদি পর্ব্বাবধি বিরাট পর্ব্ব পর্য্যন্ত পর্ব্ব সকলের আদর্শ পূর্ব্বে প্রাপ্ত হই নাই শেষ খণ্ডের আদর্শ অগ্রে পাইয়াছিলাম। তৎপরে প্রধান প্রধান লোকদিগের নিকট হইতে আদি পর্ব্বাবধি বিরাট পর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রাচীন গ্রন্থ আনাইয়াছি সেই সকল পুস্তকের সহিত শ্রীরামপুর

> মহাভারতের পর পদার্থ মিলন করিতেছি অতি শীঘ্র প্রথম খণ্ড ছাপাইতে আরম্ভ করিব…। শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য। ("কাশীরামদাস-মহাভারত"—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে-লিখিত ভূমিকা, পৃ. ২৫-২৬।)

দেখা যাইতেছে, মহাভারতের শেষ খণ্ডটি—উদ্যোগ হইতে স্বর্গারোহণ পর্ব্ব পর্য্যন্ত—প্রথমে মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম খণ্ডটি—আদি হইতে বিরাট পর্ব্ব—পরে প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানিতে পারি নাই।

৮। **চণ্ডী**। মূল ও গোবিন্দরাম সিদ্ধান্তবাগীশাদি টীকাকারগণ সম্মতা টীকা সহিত। ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১৩ এপ্রিল ১৮৪৮)।

পাদরি লং এবং আরও কেহ কেহ 'পাকরাজেশ্বর' গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের নামোল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহার রচয়িতা ছিলেন—বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কার, গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর ১২৮০ বঙ্গাব্দে "বর্দ্ধমানাধীশ্বর শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহতাপ চন্দ বাহাদুরের আদেশমতে শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ কর্ত্তৃক সংশোধিত" হইয়া পুস্তকখানি পুনর্মুদ্রিত হয়।

গৌরীশঙ্করের কয়েকটি প্রবন্ধ অক্ষয়কুমার দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'সংবাদসার' পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। ১২ জানুয়ারি ১৮৫০ তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' গৌরীশঙ্কর লিখিয়াছিলেন :—

> 'সংবাদসার' এই পুস্তকের মধ্যে মধ্যে প্রতিমূর্তি আছে এবং ১২৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে…। সংবাদসার গ্রন্থে যত ভাষায় সকল সমাচার সার বিষয় উদ্ধৃত হইয়াছে এবং কোন জাতির ধর্ম্মের বিপক্ষ নহে অতএব সর্ব্বজাতীয় বালকেরাই ইহা পাঠ করিতে পারেন…বর্ত্তিত ১৮৩০ সালে আমরাই জ্ঞানান্বেষণ পত্রের সম্পাদক ছিলাম।

সংবাদ সুধাকর ইদানীং সম্বাদ ভাস্কর প্রভৃতি সমাচার পত্র হইতেই উক্ত গ্রন্থে অধিক বিষয় উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার বহুলাংশই আমারদিগের লিখিত, বালকদিগের পাঠার্থ এই গ্রন্থ চলিত হইলে অনুবাদক সমাজাপেক্ষা আমরা অধিক সুখী হইব।

উপসংহার

গৌরীশঙ্করের জীবন ও বহুমুখী প্রতিভার বিস্তারিত কাহিনী ইহা নহে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বিস্তারের অবকাশও আমাদের নাই। বর্তমান পত্রিকার স্বল্প পরিসরে সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানেরই আমরা চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। মানুষ হিসাবে গৌরীশঙ্করের অনমনীয় দৃঢ়তা এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব যেমন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তেমনই গ্রন্থাদি সম্পাদনে তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তাঁহার ওজস্বিনী ভাষা ও স্পষ্ট প্রকাশভঙ্গীও আমাদিগকে মুগ্ধ করে। অবশ্য, যে প্রগতিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া 'জ্ঞানান্বেষণ' মারফৎ তিনি সংবাদপত্র পরিচালনায় ব্রতী হইয়াছিলেন, শেষ-বয়সে '[illegible]কমলাকরে' তাহা রক্ষণশীলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল কি না, এ জটিল সমস্যার সমাধান করা এখানে সম্ভব নহে। কিন্তু বঙ্গদেশের অনগ্রসর পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়া আপন অধ্যবসায়, পাণ্ডিত্য এবং ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তিনি নাগরিক সভ্যতার মধ্যস্থলে আত্মপ্রতিষ্ঠার দুরূহ সাধনায় যে সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা অনন্যসাধারণ। আমাদের প্রথম যুগের বাংলা-গদ্য-রচয়িতৃবৃন্দের মধ্যে তাঁহার স্থান কোথায়, সে বিষয় বিশেষজ্ঞগণই স্থির করিবেন; কিন্তু সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক ও পণ্ডিত হিসাবে তাঁহার সম্মানিত উচ্চাসন অবশ্য-স্বীকার্য। সমসাময়িক সাংবাদিকগণের নিকট তিনি কি পরিমাণ শ্রদ্ধা অর্জন

করিয়াছিলেন, তাহার একটি মাত্র উদাহরণ দিয়া আমরা এই আলোচনা শেষ করিব। তাঁহার মৃত্যুর পাঁচ দিন পরে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখিয়াছিলেন :—

হা কি খেদের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ ভাষায় বিবিধ বিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধ আলোচনা করিয়া এদেশের মানব মণ্ডলীর ক্ষেম বিস্তারার্থ সকলেরই মনে অনুরাগ জন্মিয়াছে এ সময় এক পক্ষ মধ্যে দুই জন বাঙ্গালা সমাচার পত্র সম্পাদক মানব লীলা সম্বরণ করিলেন। পাঠকবর্গের অবগতি হইয়াছে প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় আকস্মিক রোগে আক্রান্ত হইয়া কএক দিবস মধ্যেই [২৩ জানুয়ারি, শনিবার] ভৌতিক কলেবর বিসর্জ্জন করিয়াছেন, ভাস্কর সম্পাদকও গত শনিবার [৫ ফেব্রুয়ারি] পূর্ব্বাহ্ণে ভাগীরথী তীরনীর স্থিত জীর্ণ শীর্ণ তনু পরিত্যাগ করিলেন। উল্লিখিত দুই সম্পাদক অতিশয় সুলেখক, দুই জন দুই বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতাবান ছিলেন, প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়ের বিবিধ বিষয়ক কবিতা যাহা দৈনিক ও মাসিক প্রভাকরে অক্ষয় নিবদ্ধ আছে তাহা যাবৎ বর্ত্তমান থাকিবে তাবৎ ঐ মহোদয়ের প্রশংসায় তদ্দেশ মানব মাত্রের রসনা কদাপি ক্ষান্ত হইবেক না, ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়ের গদ্য রচনায় বিশেষ পারকতা ছিল, বিশেষতঃ তিনি সহজ ভাষায় স্বাভাবিক বিষয় সকল এপ্রকার লিপিবদ্ধ করিতেন যে তাহা পাঠ করিয়া পাঠক মাত্রেরই অন্তঃকরণ পরমানন্দে পুলকিত হইত। উভয় সম্পাদক মহোদয় হইতে দেশের অবস্থা শোধন ও সর্ব্বসাধারণের জ্ঞান বর্দ্ধনার্থ সর্ব্বদা নানা প্রস্তাব বিরচিত হইত। তাঁহারা দীর্ঘজীবী হইলে বর্ত্তমান সময়ের সাধারণ বিদ্যানুরাগী ও স্বদেশীয় ভাষাপ্রিয় জনগণ অসংখ্য বিবিধ প্রকারে আনুকূল্য প্রাপ্ত হইতে পারিতেন, অতএব দেশের সৌভাগ্যানুযোগ সময়ে ঐ দুই মহাত্মার মানব লীলা সম্বরণ অতিশয় অনিষ্টকর হইল।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—২৭

নীলমণি বসাক
হরচন্দ্র ঘোষ

নীলমণি বসাক
হরচন্দ্র ঘোষ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ় ১৩৫০

মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
২.৩—১০।৭।১৯৪৩

নীলমণি বসাক

১৮০৮ ?—১৮৬৪

বঙ্কিম-পূর্ব্ব যুগের বাংলা গদ্য-সাহিত্যের কথা বলিতে গিয়া আমরা সাধারণতঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্তের নাম করি। সে সময় আরও অনেক কৃতী লেখক বাংলা গদ্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের নাম বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হওয়া উচিত। ইঁহাদের মধ্যে নীলমণি বসাকের গদ্য এখনও পুরাতন হয় নাই। তাঁহার রচনা সরল, সুললিত ও সুমার্জ্জিত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার "বাঙ্গালার সাহিত্য" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

> পরিবর্ত্তনসময়ের আর একজন প্রধান লেখক নীলমণি বসাক; ইঁহার পুস্তকাবলী অদ্যাপি লোকে পাঠ করিয়া থাকে, ইনি সরল গদ্যের জন্মদাতা; যখন লোকে বড় বড় সংস্কৃত কথা ভিন্ন ব্যবহার করিতেন না সেই সময় নীলমণি বসাক সহজ গদ্য লিখিয়া খাঁটি বাঙ্গালার কতদূর ভাব-প্রকাশকক্ষমতা আছে, তাহা লোককে দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার নবনারী আজিও বাঙ্গালি স্ত্রীলোকের উৎকৃষ্ট পাঠ্য গ্রন্থ।—'বঙ্গদর্শন', কার্ত্তিক ১২৮৭, পৃ. ৪১৮।

বাল্য ও ছাত্রজীবন

অনুমান ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে তন্তুবায়-কুলে নীলমণি বসাক জন্মগ্রহণ* করেন। তাঁহার পিতার নাম রামচন্দ্র বসাক। সে যুগে কলিকাতার

শেঠ-বসাকেরা যথেষ্ট সম্পন্ন ছিলেন। নীলমণিকে কিন্তু বাল্যে ও কৈশোরে দারিদ্র্যের মধ্যে কাটাইতে হয়। তাঁহাদের বাড়ী ছিল—রামবাগান উমেশ দত্তের লেনে। সেই বাড়ী পিতার দেনার দায়ে বিক্রয় হইয়া যায়। পরে তিনি তাঁহাদের পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে উঠিয়া যান এবং সেইখানেই বাস করিতে থাকেন। রামচন্দ্রের দুই পুত্র—নীলমণি ও কমলাকান্ত। কথিত আছে, বালক নীলমণি ডেবিড হেয়ারের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাহা হইতে অনুমান হয়, নীলমণি পুরাতন হিন্দুকলেজের ছাত্র ছিলেন।

চাকুরী-জীবন

হেয়ারের চেষ্টায় নীলমণি হুগলী কোর্টে অল্প বেতনের কেরাণীর পদ প্রাপ্ত হন। ক্রমে তিনি নিজের কর্ম্মদক্ষতা এবং প্রতিভাবলে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে উন্নীত হইয়া গেজেটেড অফিসর হইয়াছিলেন। চাকুরী ব্যপদেশে তিনি বহু দিন যাবৎ রাজশাহীতে অবস্থান করেন।* রাজশাহী হইতে তিনি বর্দ্ধমানে বদলি হন। বর্দ্ধমানে নীলমণি কমিশনরের পার্সন্যাল অ্যাসিষ্টেণ্ট ছিলেন। গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন-লিখিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবনচরিতে পাই:—

> যৎকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত খোলা হয়, তৎকালে একদিন পিতৃদেব আমাকে ও আমার মধ্যম সহোদরকে সঙ্গে লইয়া

* নীলমণি বসাকের পৌত্র [illegible] বসাকের নিকট হইতে আমরা এই জীবনীর উপকরণ সংগ্রহে সাহায্য পাইয়াছি।

বর্দ্ধমান দেখিতে যান। তথায় যাইয়া তাঁহার পরমাত্মীয় বন্ধু নীলমণি বসাক মহাশয়ের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হন। নীলমণি বাবু তখন কালেক্টর সাহেবের হেডক্লার্ক ছিলেন। তাঁহার বাটীটি রাণীসায়রের ধারে ছিল। তিনি পিতৃদেবকে পাইয়া এতদূর আনন্দিত হন, যে, তাহা তিনি প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া সহরের সর্ব্বত্র দেখাইয়া বেড়াইলেন।—হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিরত্ন: '৺গিরিশচন্দ্র-বিদ্যারত্নের জীবন-চরিত', পৃ. ৪৭।

মৃত্যু

বর্দ্ধমানের চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই অনেক দিন রোগ ভোগ করিয়া, ৬ আগষ্ট ১৮৬৪ তারিখে নীলমণি বসাক লোকান্তর গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স আনুমানিক ৫৬ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে পরবর্ত্তী ১৩ই আগষ্ট (শনিবার) কিশোরীচাঁদ মিত্র-সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' (*The Indian Field*) যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

> We regret to have to record the death of Baboo Nilmoney Bysack, Assistant to the Commissioner of Burdwan, which melancholy event took place on the night of Saturday last.... He published several works, among which the *Nobonaree* ranks as his best performance....It has been accepted as a standard work, in fact the best of its kind and will hand down the author's name to posterity. Baboo Nilmoney's translation of the Persian tales and the first volume of the Arabian Nights evince great graphic power. His History of India is the most elaborate and original of any that has yet appeared on the subject....

রচনাবলী

নীলমণি বসাক যে-সকল গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন, প্রকাশকাল ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ তাহাদের একটি তালিকা দিলাম :—

১। **পারস্য ইতিহাস।** (গদ্য) ইং ১৮৩৪।

এই গ্রন্থ ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ৯ আগস্ট ১৮৩৪ তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে প্রকাশ :—

> পারস্য ইতিহাস।—শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত নীলমণি বসাককর্ত্তৃক পারস্য ইতিহাস এবং ইঙ্গরেজীহইতে বঙ্গ ভাষায় গদ্যছন্দে ভাষান্তরিত জ্ঞানান্বেষণ যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া এই সপ্তাহে আমারদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হয়। ইহার "ভূমিকা" হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইল :—

> মকলিস নামক পারস দেশীয় একজন অতিবৃদ্ধ জ্ঞানি ফকীর যাহা এই গ্রন্থ রচিত হয় তিনি প্রথমতঃ সংস্কৃত বা হিন্দী ভাষায় রচিত কতিপয় নাটক কবিতার পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিয়া এক পুস্তক করেন, পরে ঐ পুস্তক বহুত বাড়াইবার নিমিত্ত "হাজার এক রোজ" নাম দিয়া উক্ত অনুবাদের রূপান্তর করত ইতিহাসের ন্যায় করিয়া লিখিলেন সে ইতিহাসের তাৎপর্য্য এই, যে এক রাজকন্যা পুরুষজাতকে বিশ্বাসঘাতক বোধে দ্বেষজ্ঞান করিয়া আপন উদ্বাহে নিতান্ত অসম্মতা হইয়াছিলেন, একারণ তাঁহার ঐ কুমতির উপশম হইয়া যাহাতে পুরুষের প্রতি বিশ্বাস জন্মে একারণে প্রত্যেক গল্পতে বিশ্বস্ত ও স্বাধীন পুরুষের সুশীলতা ও স্থূলতার উত্তম উপমা প্রদর্শিত হইয়াছে যদিও তাবৎ ইতিহাসের অভিপ্রায়ই এই, তথাপি ভিন্ন প্রকার মহাশয় রাজা-সম্পাদনে তাহাকে

এমত ভূষিত করিয়াছেন এবং ঘটনায় এমত পার্থক্য রাখিয়াছেন যে সকল গল্পই নূতন ও বিলক্ষণ মনোরঞ্জক বোধ হয়।…

এই গ্রন্থ ক্রমে ফরাসী ও ইংরাজী ভাষায় ভাষান্তর হইয়া অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও তত্তদ্দেশীয় রসজ্ঞ বিজ্ঞগণেরা রসাত্মক ও মনোরঞ্জক রূপে গুরুতর সমাদর করিয়াছেন, অতএব আমরা স্বদেশীয় অর্থাৎ বঙ্গীয় সাধুভাষায় গদ্যরূপে ঐ গ্রন্থের অনুবাদ করিলাম,… ।

বহু দিবস হইল এই গ্রন্থের প্রথম ভাগ শ্রীযুক্ত গৌরিশঙ্কর তর্কবাগীশভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক শোধিত হইয়াছিল এইক্ষণে শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ গোস্বামি মহাশয় কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার বিবেচিত ও সংশোধিত হইল।

২। **আরব্য উপন্যাস**। প্রথম খণ্ড। ১২৫৬ সাল। পৃ. ১৬৬।
দ্বিতীয় খণ্ড। ১২৫৭ সাল। পৃ. ১৭০।
তৃতীয় খণ্ড।* ১২৫৭ সাল।

আরব্য উপন্যাস। প্রথম খণ্ড ইংরাজী প্রসিদ্ধ আরেবিয়ান নাইট হইতে বাঙ্গলা ভাষায় শ্রীযুক্ত নীলমণি বসাক কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়া কলিকাতায় কলুটোলায় হিন্দুস্থান যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। ১২৫৬

গ্রন্থের "ভূমিকা" হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

যে কোন প্রকার পুস্তক হউক, সময় বিশেষে মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে অবশ্য তদ্দ্বারা কোন সদুপদেশ ও আমোদ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে তাঁহারদিগের নিপিজ্ঞ সমুদয় মানবগণের পক্ষে যদিও পুস্তক মাত্রই উপাদেয় হয় তথাপি ইহা বিবেচনাসিদ্ধ বটে যে যে স্থলে অল্প-সংখ্যক

* 'আরব্য উপন্যাসের' তৃতীয় খণ্ডটি অতীব দুষ্প্রাপ্য, কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে উহার এক খণ্ড আছে। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ভাগে তিন খণ্ড 'আরব্য উপন্যাস' "পুনঃ সংশোধিত এবং তাহাতে আর আর কতক উপকথা যুক্ত সংশোধিত করিয়া" একত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

ব্যক্তি পুস্তক পাঠে অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন তথায় আদৌ মনোরম্য পুস্তকেরই বাহুল্য হওয়া উচিত। অধিকন্তু অধিক বয়স্ক জনগণ শিশুদের ন্যায় শাসন অথবা তাড়নাদি দ্বারা পুস্তক পাঠে বাধ্য হইতে পারেন না সুতরাং তাঁহাদিগকে পুস্তক পাঠের রসজ্ঞ করিতে হইলে চিত্তরঞ্জক গ্রন্থেরই বৃদ্ধি করা আবশ্যক বোধ হয়। পরন্তু এই বঙ্গভূমিতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা মাতৃভাষায় কতিপয় প্রথম শিক্ষার পুস্তক ব্যতীত চিত্ততোষক সুললিত অধিক গ্রন্থ বিরচিত অথবা অনুবাদিত হয় নাই। অতএব আরেবিয়ান নাইট্স নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মনোহর উপন্যাস সকল স্বকীয় সুকোমল ভাষায় অনুবাদ করিয়া তাহার প্রথম খণ্ড মুদ্রাঙ্কিতানন্তর প্রকাশ করা গেল।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ প্রথম খণ্ড 'আরব্য উপন্যাস' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

…ঐ মসনদের উপর হইতে একটা আলোক আসিতেছিল তাহা দেখিয়া আমি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, এবং ঐ আলোক কোথা হইতে আসিতেছে তাহা জানিবার জন্য সিংহাসনের উপর উঠিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম যে মনুষ্যের ডিম্বের ন্যায় একখানা হীরা তথায় রহিয়াছে, তাহা অতি নির্ম্মল এবং এমত উজ্জ্বল যে দিবসে তাহার প্রতি দৃষ্টি করা যায় না। এই সকল দৃষ্ট করণানন্তর অন্য২ ঘরে প্রবেশ করিলাম তাহাতে যে সকল আশ্চর্য্য২ সামগ্রী দেখিলাম তাহাতে প্রায় আত্মবিস্মৃত হইয়া জাহাজ ও জাহাজিদিগকে ভুলিয়া থাকিলাম, ক্রমে যখন রাত্রি হইল তখন মনে পড়িল যে জাহাজে যাইতে হইবেক কিন্তু বাহির হইবার পথ অন্বেষণ করিয়া না পাইয়া যে ঘরে সিংহাসন ছিল ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই ঘরে আসিয়া পড়িলাম, তখন কি করি, বিবেচনা করিলাম অদ্য এই খানে শয়ন করিয়া থাকি, কল্য জাহাজে যাইব। এই ভাবিয়া স্বর্ণসিংহাসনে শয়ন করিয়া থাকিলাম, কিন্তু কোন প্রকারে

নিদ্রা হইল না, প্রায় অর্দ্ধ রাত্রির সময় বোধ হইল যেন কোন মনুষ্যে কোরাণ পাঠ করিতেছে তাহাতে আহ্লাদিত হইয়া সিংহাসন হইতে উঠিয়া একটা আলোক হস্তে করিয়া ঐ শব্দ লক্ষ্যে গমন করিলাম, পরে যে ঘরে কোরাণ পাঠ হইতেছিল তাহার দ্বারে আসিয়া আলোক অন্তরে রাখিয়া অঙ্গুলে দ্বার দিয়া দেখিলাম যে এক রূপবান যুবা পুরুষ একখান গালিচার উপর বসিয়া ভক্তি পূর্ব্বক ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিতেছে, ইহা দেখিয়া আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল কেন না যে স্থানে সকল মনুষ্য পাষাণ দেহ প্রাপ্ত সে স্থানে জীবৎ মনুষ্য থাকা অসম্ভব, সুতরাং মনে করিলাম ইহাতে কোন চমৎকার আছে। এই ভাবিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া উচ্চ স্বরে পরমেশ্বরের এইরূপ স্তব করিলাম যে হে পরমেশ্বর তোমার কৃপাতে আমরা নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়াছি এবং যে পর্য্যন্ত আমরা স্বদেশে পুনরাগমন না করি সে পর্য্যন্ত তুমি আমারদিগকে নিরন্ত রক্ষা কর। (পৃ. ১০৮)

৩। **নবনারী**। ইং ১৮৫২। পৃ. ২১৮।

নবনারী। অর্থাৎ নয় নারীর জীবনচরিত শ্রীনীলমণি বসাক কর্তৃক সংগৃহীত। কলিকাতা। সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। শকাব্দাঃ ১৭৭৪।

এই গ্রন্থ প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার "ভূমিকা"য় লিখিয়াছেন :—

ভিন্ন দেশীয় অনেকে মনে করিয়া থাকেন এতদ্দেশে বিদ্যাবতী বা গুণবতী নারী ছিলেন না। এ কথা নিতান্ত অমূলক। পূর্ব্বকালে এতদ্দেশে অনেক বিদ্যাবতী ও গুণশালিনী কামিনী ছিলেন; বিবিধ প্রাচীন গ্রন্থে ইহা প্রকাশ আছে। এবং একালেও গুণবতী নারীর অভাব নাই। কিন্তু এতদ্দেশে জীবনচরিত লিখিবার প্রথা না থাকাতে তাদৃশ স্ত্রীদিগের গুণ ও সৎকর্ম্ম বিশেষ রূপে সর্ব্বত্র বিদিত হইতে পারে নাই। এই ন্যূনতা পরিহার মানসে, এবং বালিকাদিগের নূতন শিক্ষিতা স্ত্রীদিগের

> উত্তম উত্তম চরিত্র দর্শন করিলে পবিত্র পথ অবলম্বন করিবেক এই অভিপ্রায়ে, অনেক প্রকার অনুসন্ধান ও নানা গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন পূর্ব্বক প্রাচীন ও আধুনিক নয় নারীর চরিত্র লিখিত হইল।

'নবনারী'তে এই নয়টি নারীচরিত্রের কথা আছে :—সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, লীলাবতী, খনা, অহল্যা বাই, রাণী ভবানী।

'নবনারী' বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছিল। তিন বৎসর যাইতে-না-যাইতেই প্রথম সংস্করণের পুস্তকগুলি নিঃশেষিত হইয়া যায়। "যেহেতু ভদ্রলোক মাত্রেই তাহা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং হিন্দুকালেজ প্রভৃতি কলিকাতায় ও অন্যান্য দেশস্থ অনেক বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক হইয়াছে। ইহা ভিন্ন এই নবনারী অনেক নারী পাঠ করেন,···।"

গ্রন্থকার পুস্তকখানি "পুনর্ব্বার সংশোধিত করিয়া" ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। "দ্বিতীয় বারের ভূমিকা"য় প্রকাশ :—

> নবনারী প্রথম মুদ্রাঙ্কন কালে, পণ্ডিতবর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় নানাবিধ কর্ম্মে আবৃত থাকিয়াও অনুগ্রহপূর্ব্বক অনেক শ্রমে ও যত্নে এই পুস্তক সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। এ জন্য আমার বিশেষ উপকার দর্শিয়াছে। প্রথমবারের ভূমিকা লিখিবার কালে এই বিবরণটি লিখিতে বড় ক্রটি হইয়াছিল।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ 'নবনারী' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল :—

> রাজা রামকান্তের লোকান্তর গমনের পর রাণী ভবানী সমুদায় ঐশ্বর্য্য আপন হস্তে পাইয়া দানাদি ও পুণ্য কর্ম্ম বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষায় মুক্তহস্ত হইয়া ছিলেন। কিন্তু যে সকল কীর্ত্তির জন্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে তখন পর্য্যন্তও তাহা করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ, তাঁহার এক কন্যা বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার গর্ভে পতি-পুত্রের উৎপত্তি হ

তবে তাঁহাকে তাবৎ ঐশ্বর্য্য ও ভূম্যাদির উত্তরাধিকারী করিবেন? এবং তাঁহার ইহাও বাঞ্ছা ছিল কন্যার বিবাহ দিয়া গঙ্গাবাসিনী হইবেন। এই অভিপ্রায়ে রঘুনাথ লাহিড়ি নামক খাজুরা-নিবাসী এক সৎকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণকুমারকে কন্যা দান করিয়া তাঁহাকে তাবৎ বিষয়ের অধ্যক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ হতভাগ্য ব্রাহ্মণকুমার বিবাহের অল্প দিবস পরে পরলোক গমন করিলেন। তাহাতে আপনি অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগে বঞ্চিত হইলেন ;এবং রাজনন্দিনীকেও চিরদুঃখিনী করিলেন। রাণী ভবানী জামাতার মরণে অত্যন্ত মনস্তাপ পাইয়াছিলেন এবং দান ধ্যানে সদা সুখে থাকিয়াও দুহিতার পতিহীনত্ব যন্ত্রণার জন্য সতত দুঃখিতা থাকিতেন।

কথিত আছে রাজকন্যা তারা অতি রূপবতী ছিলেন। তাঁহার রূপের গৌরব এমত ছিল যে মুরশিদাবাদের নবাব ও তৎপারিষদগণ অভিলাষী হইয়া তাঁহাকে হরণার্থ অনেক সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু জামাতার অন্নে প্রতিপালিত যাবতীয় কৌপীনধারী মহান্তগণ তাহাতে কুপিত হইয়া এক হস্তে ঢাল ও এক হস্তে করবাল লইয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; সেই জন্য তাঁহাকে হরণ করিতে পারে নাই। তাহার পর অবধি রাণী ভবানী তাঁহাকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিতেন, স্থানান্তরে যাইতে দিতেন না। তৎকালে যবন রাজাদিগের এই সকল দৌরাত্ম্যের জন্য বিশিষ্ট লোকের কন্যা ও পুত্রবধূরা কখন গৃহের বাহির হইতে পারিতেন না।

প্রথম সংস্করণের এক খণ্ড 'নবনারী' কলিকাতা রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে।

৪। **বত্রিশ সিংহাসন।** ইং ১৮৩৪। পৃ. ২০৩।

বত্রিশ সিংহাসন অর্থাৎ রাজা বিক্রমাদিত্যের কর্মকাণ্ড ও চরিত্র। হিন্দীপুস্তক হইতে শ্রীনীলমণি বসাক কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত। কলিকাতা টাকার ঘরে

শ্রীপালচাঁদ বিশ্বাস ও শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন দ্বারা বাহির মৃজাপুর, নং ১৩, ভবনে মুদ্রাঙ্কিত। সন ১২৫১। ইং ১৮৪৪ সাল।

গ্রন্থকারের "বিজ্ঞাপন"টি এইরূপ :—

বত্রিশ সিংহাসন পুস্তক প্রথমে সংস্কৃত ভাষাতে রচিত হয়, তৎপরে বাঙ্গালা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষাতে ক্রমশঃ প্রকাশ হয়। বাঙ্গালা ভাষাতে যে বত্রিশ সিংহাসন পুস্তক দেখা যায়, তাহা পদ্যে রচিত, এবং বিশিষ্ট সমাজে সমাদরণীয় নহে, তাহাও এক্ষণে প্রায় দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। হিন্দী ভাষাতে যে পুস্তক আছে তাহা যদিও এতদ্দেশে প্রচলিত নাই, কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে গণনীয়, এবং তাহাতে রাজা বিক্রমাদিত্যের চরিত্রের অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব ঐ হিন্দী পুস্তক হইতে সরল বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া এই বত্রিশ সিংহাসন পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

রাজা বিক্রমাদিত্য দেবতুল্য মনুষ্য ছিলেন। এতদ্দেশীয় লোক সকলকে তাঁহার সদ্গুণবৃত্তান্ত শ্রবণে সাতিশয় সমুৎসুক দেখা যায়। এই বত্রিশ সিংহাসন পাঠ করিলে, বোধ করি, তাঁহারা বিক্রমাদিত্যের অনেক বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন। বিশেষতঃ বালক বালিকাগণের পক্ষে এই পুস্তক অনেক বিষয়ে উপকারজনক হইবেক। এই পুস্তক প্রচার দ্বারা যদি আমার এই আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণা ও সফলা হয়, তাহা হইলে এতৎসঙ্কলনের সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। এই পুস্তক, শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্তৃক সংশোধিত হইল। সন ১২৫১ সাল ২১ এ, ভাদ্র।

রচনার নিদর্শন :—

উজ্জয়িনী নগরে ভোজ নামে অপূর্ব ঐশ্বর্য্যশালী অত্যন্ত প্রতাপান্বিত এক রাজা ছিলেন। পরমেশ্বর তাঁহাকে এমত রূপ বাসনা সম্পদ ও কান্তিযুক্ত পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে দেখিয়া পূর্ণিমার আপনাকে

হীনকান্তি বিবেচনা করিয়া লজ্জিত হইতেন। ভোজরাজ অতিশয় বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন এবং এমত প্রতাপান্বিত ছিলেন যে তাঁহার রাজ্যে ব্যাঘ্র ও ছাগ এক ঘাটে জল পান করিত। তাঁহার অধিকারে যথার্থ সদ্বিচার ও ন্যায়াচার ছিল, তাহাতে কেহ কাহার প্রতি অত্যাচার করিতে পারিত না। এই নিমিত্তই রাজধানী এমত জনাকীর্ণ ছিল যে তিলার্দ্ধ মাত্র স্থান শূন্য ছিল না, তাবৎ নগর অতি অপূর্ব্ব অট্টালিকাতে সুশোভিত ছিল। পথ ঘাট সকল এমত সুন্দর ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল যে ঐ নগরকে পাথার হৃদ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এবং সমস্ত রাজপথের প্রান্তে জলপ্রণালী থাকাতে প্রজাগণের জলকষ্ট মাত্র ছিল না। প্রজারা সকলে ঐ রাজধানীতে নানা প্রকার বাণিজ্য ব্যবসায় করিত, তাহাদের পণ্যবীথিকা সকল সকল সময়েই নানা জাতীয় দ্রব্যে সুশোভিত থাকিত এবং সকল প্রজারই গৃহ ধন ধান্যে পরিপূর্ণ ছিল, কাহার কিছুমাত্র দুঃখ ও দুরবস্থা ছিল না, অতএব নগরের কোন স্থানে নৃত্য, কোন স্থানে সংগীত, কোন স্থানে ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা কোন স্থানে দেবার্চ্চনা নিরন্তরই হইত। ভোজরাজের সভাতে বহুসংখ্যক বড় বড় পণ্ডিত উপস্থিত থাকিতেন। রাজা তাঁহাদের বিদ্যানুসারে রাজ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। (পৃ. ১-২)

'বত্রিশ সিংহাসনে'র প্রথম সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক কলিকাতার রামমোহন লাইব্রেরিতে আছে।

৫। রাজস্বসম্পর্কীয় নিয়ম, ১ম খণ্ড। ইং ১৮৩৫। পৃ. ১১৭।

রাজস্বসম্পর্কীয় নিয়ম।/ অর্থাৎ / রাজস্ব সম্পর্কীয় কর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত / রেবিনিউ বোর্ড হইতে অবধি যে সকল নিয়ম হইয়াছে / তাহার খোলাসা।/ শ্রী নীলমণি বসাক / কর্তৃক / ইংরাজী হইতে অনুবাদিত।/ প্রথম খণ্ড।/ কলিকাতা [illegible] / [illegible] বিদ্যান এণ্ড কোম্পানির দ্বারা, [illegible] মুদ্রাযন্ত্রে, সন ১০ / [illegible], মুদ্রিত।/

শকাব্দাঃ ১৭৭৭। সন ১২৬২। ইং ১৮৫৫ সাল।/ এই পুস্তক/ কলিকাতা হুতাম যন্ত্রে, প্রভাকর যন্ত্রে, এবং তত্ত্ববোধিনী সভায়, ও ওষ্ট / ব্রাউন ও রোজারিও কোম্পানির পুস্তকালয়ে, বিক্রয় হয়।

এই পুস্তক প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে "ভূমিকা"তে বলা হইয়াছে :—

> বাঙ্গালা ভাষাতে রাজস্বসম্পর্কীয় নিয়ম অর্থাৎ রেবিনিউ বোর্ডের সর্কুলারের অর্থের, তর্জমা না থাকাতে তৎসম্পর্কীয় কর্ম সম্পাদনে অনেক ক্লেশ হইয়া থাকে। অনেকে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ঐ সকল সর্কুলার অর্থের বঙ্গভাষাতে অনুবাদ করিবেন, কিন্তু পুস্তক বাহুল্য দেখিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হন নাই, কেহবা প্রবৃত্ত হইয়াও শ্রম ও ব্যয় বাহুল্য প্রযুক্ত তাহাতে বিরত হইয়াছেন। ফলতঃ এই সকল সর্কুলার অর্থের অনুবাদ করা সামান্য শ্রমের কর্ম ছিল না। কিন্তু বোর্ডের সম্প্রতিকার সেক্রেটরী শ্রীযুত গ্রোট সাহেব ঐ বিষয় বড় সহজ করিয়াছেন, অর্থাৎ বোর্ড স্থাপন অবধি একাল পর্য্যন্ত যত সর্কুলার প্রকাশ হইয়াছে তাহা রদ বদল করিয়া, এক এক বিষয়ের সকল নিয়ম একত্রে শ্রেণীসংখ্যার শ্রেণীমত প্রকাশ করিতেছেন। ইহা আমলা, জমীদার, উকীল ও মোক্তার লোকের পক্ষে বড় উপকারক হইয়াছে। অতএব ঐ সকল সর্কুলার-শ্রেণী বোর্ড হইতে যেমনঃ প্রকাশ হইবে তাহা বঙ্গভাষাতে অনুবাদ করিয়া ন্যূনাধিক এক শত পৃষ্ঠার এক এক খণ্ড পুস্তক প্রকাশ করা যাইবেক। সম্প্রতি প্রথম খণ্ড প্রকাশ হইল।
>
> এই পুস্তক অধিক উপকারী হয় এজন্য, রাজস্বসম্পর্কীয় নিয়ম সম্বন্ধীয় সেং আইন ও সদর দেওয়ানীর সর্কুলার বা আইনের অর্থ আছে তাহাও উদ্ধার করিয়া এই সঙ্গে প্রকাশ করা গেল। ইতি সন ১২৬২ সাল। শ্রী নীলমণি বসাক।

কিরূপ মুন্সিয়ানার সঙ্গে তিনি অনুবাদ করিতে পারিতেন, নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠে তাহা বুঝা যাইবে :—

কিপ্রকার কাগজ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

২৪। কর্ম নির্ব্বাহের নিমিত্ত একই প্রকার এবং একই পরিমাণের কাগজ ব্যবহার করা উচিত। অতএব যাহাকে ছোট ফুলস্কেপ বলা-যায় অন্য কাগজ অপেক্ষা সেই কাগজ এই কর্ম্মের উপযুক্ত। কেননা তাহা নাড়াচাড়ার পক্ষে সুবিধা, এবং পরিপাটিরূপে ভাজ করিয়া রাখা-যায়, আর ঐ সকল ভাজ করা কাগজের বাণ্ডিল বাঁধিলে কেবল যে এক রকম হয় এমত নহে, তাহার নীচে ও উপরে সেই পরিমাণের পাতলা তক্তা দিয়া ফিতার দ্বারায় বান্ধিয়া রাখিতে পারাযায়।

২৫। এই ফুলস্কেপ কাগজে সরকারী লিখিতে হইবে। যদি এই কাগজ কিম্বা ইহার তুল্য অথচ সুমূল্য কাগজ নিকটে পাওয়া যায়, ভাল, নতুবা শ্রীরামপুরের কলে প্রস্তুত কাগজের জন্য ষ্টেসনরী আপিসে পত্র লিখিবেন। উক্ত স্থানে ফুলস্কেপ আকার যে কাগজ প্রস্তুত হয় তাহা শক্ত এবং সকল কর্ম্মের উপযুক্ত, এবং তাহাতে পোকা ধরিতে পারে না। এবং যে স্থলে হরিতাল দেওয়া কাগজ জেলখানাতে প্রস্তুত হয় সেই স্থানে তাহাতে জবানবন্দি প্রভৃতি আর আর লেখা পড়া চলিবেক।

এই নিয়ম প্রস্তুতকালে গবর্ণমেণ্টের ১৮৫৪ সালের ২৭ আপ্রেল তারিখের হুকুম পাওয়া যায়, তাহাতে লেখে যেসকল কাগজপত্র চির কাল থাকিবে তাহা উপযুক্ত মতে প্রস্তুতকরা কাগজ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার কাগজে কখনই লেখা যাইবে না। (পৃ. ৮-৯)

'রাজস্বসম্পর্কীয় নিয়ম' পুস্তকখানি অতীব দুষ্প্রাপ্য। ইহার এক খণ্ড রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে আছে।

৬। **পারস্য উপন্যাস।** ইং ১৮৫৩।

এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক লিখিয়াছেন :—

এই সকল উপন্যাস "পারস্য ইতিহাস" সংস্কার পূর্ব্বে পত্রদ্বয়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। এবং যদিও তাহাতে পাঠকগণের সমাদর দেখা

যায় নাই, কিন্তু এইপ্রকার উপন্যাস পদ্যেই ভাল হয়। বিশেষতঃ এই ক্ষণে পদ্যের পদ্ধতি উঠিয়া যাইতেছে এবং গদ্যের অধিক গৌরব দৃষ্ট হইতেছে। অতএব তাহা গদ্যে প্রকাশ করিলাম।...১লা আষাঢ়। সন ১২৬৩।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ 'পারস্য উপন্যাস' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

পূর্ব্বকালে কাশ্মীর নগরে তগুলবহরী নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। পুত্রের নাম ফর্রুখরাজ; তিনি সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং সমরবিশারদ ছিলেন। রাজকন্যার নাম ফরোখনাজ; তিনি এমত রূপবতী ছিলেন যে, তাঁহার রূপ-লাবণ্য-দর্শনমাত্র পুরুষের মন একবারে বিমোহিত হইত, তাহাতে কেহ যাবজ্জীবন ক্ষিপ্তপ্রায় হইত, কেহ বা স্মরযোগে ক্রমশঃ জীর্ণকলেবর হইয়া যমপুরী দর্শন করিত।

এই রাজকন্যা মধ্যে মধ্যে মৃগয়ার্থ বনে গমন করিতেন; তৎকালে পীতচিহ্ন সুশোভিত শ্বেত অশ্বে আরূঢ়া হইয়া মুখাবরণ যুক্ত করিয়া রাখিতেন, এবং কৃষ্ণবর্ণা অশ্বারূঢ়া এক শত সহচরী তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া যাইত। এই সকল সঙ্গিনী নবীনবয়স্কা ও পরম সুন্দরী এবং নানা বেশ ভূষায় ভূষিতা। যেমন নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে চন্দ্রের শোভা হয়, সখীমণ্ডলের মধ্যে রাজদুহিতা সেইরূপ সুশোভিতা হইয়া যাইতেন। সকল লোকই তাঁহাকে দেখিতে ব্যগ্র হইত। বিশেষতঃ তাঁহার রূপের এমত যশোবৃদ্ধি হইয়াছিল যে, মৃগয়া-গমন-কালে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য পথিমধ্যে লোকারণ্য হইত। তাহারা তাঁহার লাবণ্য-দর্শনে নানা-প্রকার প্রশংসা করিয়া যথোচিত মনের আনন্দ প্রকাশ করিত, এবং সকলে নিকটে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইত, তাহাতে অশ্বারোহী খড়্গধারী সম্মুখস্থ রক্ষকগণ জনতা-নিবারণ-হেতু তাহাকে আঘাত ও তাহাকেও

সংহার করিত। দর্শকগণ ইহাতেও ভীত না হইয়া সেইরূপ জনতা করিয়া থাকিত, এবং তাহাদের ব্যগ্রতা দেখিয়া এমত বোধ হইত যেন রাজকন্যার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করে ইহাই তাহাদের বাসনা। (পৃ. ১-২)

'পারস্য উপন্যাস' সমালোচনাকালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' (সেপ্টেম্বর ১৮৫৩) লিখিয়াছিলেন :—

পাথুরিয়াঘাটা নিবাসি বহুগুণসম্পন্ন শ্রীযুত বাবু নীলমণি বসাখ মহাশয়ের অনুবাদিত পারস্য উপন্যাস নামক পুস্তক বহু দিবস হইল আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি ঐ পুস্তক প্রথমতঃ তিনি কবিতাছন্দে অনুবাদ করেন, এইক্ষণে তাহা গদ্যে প্রকটন করিয়াছেন, ইদানিন্তন প্রকাশিত প্রায় তাবৎ পুস্তকেই এক এক বিষয়ে এক এক দোষ দৃষ্ট হয়, কোন পুস্তকই সর্ব্ব বিষয়ে উৎকৃষ্ট দৃষ্টি করা যায় না, কিন্তু বাবু নীলমণি বসাখ মহাশয় আরব্য উপাখ্যান, নবনারী, বত্রিশ সিংহাসন প্রভৃতি যে যে পুস্তক প্রকটন করিয়াছেন তত্তাবতই অতি সুমিষ্ট কোমল সুসাধু বঙ্গ-ভাষায় লিখিত হওয়াতে পরম আদরণীয় হইয়াছে, বিশেষতঃ পারস্য উপন্যাস অতি সুমিষ্ট হইয়াছে, তাহা পাঠকালে চিত্ত আর্দ্র হইতে থাকে, অন্তঃকরণে সকল প্রকার রসের সঞ্চার হইয়া থাকে, এই পুস্তক আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি সকলেরই পাঠ করা আবশ্যক, তাহাতে আধুনিক কতিপয় লেখকদিগের ন্যায় স্বকপোলকল্পিত কোন উৎকট শব্দ লিখিত নাই, ইংরাজী হইতে অনুবাদিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অনুবাদক মহাশয় ইংরাজী শব্দের অনুরূপ কোন শব্দই নির্ম্মাণ করেন নাই, যথার্থ বাঙ্গালা লেখার ভঙ্গিক্রমেই লিখিয়াছেন, সুতরাং তাহা সর্ব্ব সাধারণ জনগণের পাঠোপযোগী হইয়াছে, আমরা পারস্য উপন্যাস পাঠে পরম পুলকিত হইয়াছি এবং এক একটি গল্প দুই তিন বার পাঠ করিয়াছি,…।

১। ভারতবর্ষের ইতিহাস, ১ম—৩য় ভাগ। ইং ১৮৫৭-৫৮।

প্রথম ভাগ। হিন্দু সাম্রাজ্য কাল। ইং ১৮৫৭। পৃ. ১০২

দ্বিতীয় ভাগ। মুসলমানদিগের রাজ্য। ইং ১৮৫৭। পৃ. ১৫০

তৃতীয় ভাগ। মোগল রাজাদিগের রাজ্যকাল। ইং ১৮৫৮। পৃ. ২৫৮

ইহার প্রথম ভাগের আখ্যাপত্র এইরূপ :—

ভারতবর্ষের ইতিহাস। অতি প্রাচীন কালাবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত। শ্রীনীলমণি বসাক কর্ত্তৃক সংগৃহীত। প্রথম ভাগ। হিন্দু সাম্রাজ্য কাল। কলিকাতা বাহির মৃজাপুর বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত। কলিযুগ ৪৯৫৮। শকাব্দা: ১৭৭৯। বঙ্গাব্দা: ১২৬৪। হিজরী ১২৭৪। ইংরাজী ১৮৫৭।

প্রথম ভাগের "বিজ্ঞাপনে" গ্রন্থ প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :—

এই দেশের যে পুরাবৃত্ত আছে তাহা ইংরাজী ভাষাতে লিখিত, বাঙ্গালা ভাষাতে এই পুরাবৃত্ত প্রায় নাই। এই ভাষাতে যে দুই এক খান পুস্তক দেখা যায় তাহা ইংরাজী হইতে ভাষান্তরিত, তাহাতে হিন্দুদিগের প্রাচীন বৃত্তান্ত কিছুই নাই, এবং তাহা এমত নীরস যে কোন ব্যক্তি তাহা পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন না, এবং পাঠ করিলেও তৃপ্তি বোধ হয় না। অধিকন্তু এই সকল পুস্তক বালকদিগের পাঠের উপযুক্ত নহে, এই জন্য তাহা কোন পাঠশালাতে পঠিত হয় না, সুতরাং বালকেরা ভারতবর্ষের ভাল মন্দ কিছুই জানিতে পারে না, এবং ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিয়া অনেক বালকের এমত সংস্কার জন্মে যে এ দেশের ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলি মিথ্যা, এবং হিন্দুরা পূর্ব্বকালে অতি মূঢ় ছিলেন। অপর বালকেরা অন্য দেশের ইতিহাস কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে কিন্তু জন্মভূমির কোন বিবরণ বলিতে পারে না।

আমি আশা করিয়াছিলাম এই সকল দোষ পরিহার জন্য কোন যোগ্য ব্যক্তি ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত লিখিবেন, তাহা হইলে এই দেশের

পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অবস্থার কথা সকলে প্রকৃতরূপ জানিতে পারিবেন, এবং কোন বিষয়ে কাহার সন্দেহ বা ভেদ থাকিবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি তাহা এপর্য্যন্ত লিখিলেন না। অতএব আমি এই কর্ম্মে স্বয়ং প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু ইহাতে আমার যেমন যেমন মানস ছিল তাহা সকল পূর্ণ হইল না, যেহেতু আমাদিগের পুরাবৃত্ত প্রায় নাই, যাহা আছে তাহা অসম্পূর্ণ ও অসত্য পর মিশ্রিত, অধিকন্তু তাহা কালসমন্বয়িক বা ধারাবাহিক নহে। এই সকল বিষয়ের বিরোধ সমন্বয় ও তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া লেখা সাধারণ ক্ষমতার কর্ম নহে। অতএব পূর্ব্বকালের সকল হিন্দু রাজ্যের বৃত্তান্ত বাহুল্যরূপে লিখিতে পারিলাম না, কেবল কয়েকটী প্রধান২ রাজ্যের সংক্ষেপ বিবরণ লিখিলাম।…

মুসলমানদিগের অধিকার অবধি ভারতবর্ষের যে সকল বৃত্তান্ত পাওয়া গেল, তাহা অসম্পূর্ণ বা অসত্য পর মিশ্রিত নহে। এই বিবরণ বাহুল্যরূপে লিখিয়াছি। ইহা দ্বিতীয় ভাগে আরম্ভ হইবে।

এই সকল বিবরণ সংস্কৃত, বাঙ্গলা, ইংরাজী ও পারসী অনেক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।…

এই স্থলে আর একটী কথাও লেখা কর্ত্তব্য, প্রথম খণ্ডে ধর্ম্ম বিষয়ক যে প্রস্তাব লিখিত হইল, তাহা কাদম্বরী-লেখক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর তর্করত্ন মহাশয় লিখিয়া দিয়াছেন, এবং বিদ্যা বিষয়ক প্রস্তাব [illegible] প্রদেশের বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধারক শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। শ্রী নীলমণি বসাক। ১ বৈশাখ।

৮। **ইতিহাস-সার।** ইং ১৮৫৩। পৃ. ২৩৭+১।

ইতিহাস-সার। অর্থাৎ অতি প্রাচীন কালাবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ইউরোপ, আসিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত। বালকদিগের পাঠার্থ শ্রীনীলমণি বসাক কর্ত্তৃক সংগৃহীত। কলিকাতা—বাহির মির্জাপুর, বিদ্যারত্ন যন্ত্র। বঙ্গাব্দ ১২৬০। ইংরাজী ১৮৫৩।

এই পুস্তক প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার "বিজ্ঞাপনে" লিখিয়াছেন :—

ইতিহাস মনুষ্যের চক্ষুঃস্বরূপ, ইহা পাঠ করিলে আমাদিগের জ্ঞান-বৃদ্ধি হয়। কোন্ দেশের মনুষ্যের কি চরিত্র, কিপ্রকারে তাহারা রাজ্য ঐশ্বর্য্য ও বলবৃদ্ধি করিয়াছে, বা কি দোষে পতনপ্রাপ্ত হইয়াছে, এই সকল জানিলে চিত্তসংস্কার হয়। এই কারণ, সকল দেশে বালকদিগকে ইতিহাস পাঠ করান গিয়া থাকে।

এ দেশে এই প্রথা প্রায় ছিল না। ইদানীং স্থানে স্থানে বাঙ্গলা পাঠশালা হইয়া তাহাতে ইতিহাস পড়াইবার নিয়ম হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাস এত অধিক নাই, বিশেষ, সকল দেশের বিবরণ জানা যায় এমন পুস্তক এ পর্য্যন্ত হয় নাই। অতএব, বালকেরা সকল দেশের বিবরণ অনায়াসে জানিতে পারে, এই বাসনা করিয়া আমি এই পুস্তকখানি লিখিলাম। ইহাতে সকল দেশের সংক্ষেপ বিবরণ আছে ইতি। ১৫ ভাদ্র।

হরচন্দ্র ঘোষ

১৮১৭—১৮৮৪

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধে নাটক নাম দিয়া 'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী', 'হাস্যার্ণব', 'কৌতুকসর্ব্বস্ব', 'রত্নাবলী' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল; এগুলিকে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের নীহারিকা-রূপ বলা যাইতে পারে।

পরবর্ত্তী অর্থাৎ প্রথম যুগের বইগুলি শুধু নামেই নাটক নয়, এগুলি অভিনয়োপযোগী নাটক হিসাবেই সংস্কৃত বা ইংরেজী রীতি অনুসরণে, অথবা উভয় রীতির সংমিশ্রণে রচিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্ত্তিবিলাস', ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি তারাচরণ শীকদারের* 'ভদ্রার্জ্জুন' এবং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (শেক্সপীয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' অবলম্বনে রচিত) প্রকাশিত হয়। কয়েক মাস পরে প্রকাশিত হইলেও হরচন্দ্রের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জ্জুনে'র অন্ততঃ এক মাস পূর্ব্বে রচিত। সুতরাং হরচন্দ্রকে "বাংলা নাটকের অন্যতম জন্মদাতা" বলিলে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

* তারাচরণ শীকদার 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত যুক্ত ছিলেন। ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩ তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' প্রকাশ:—"তিন বৎসরের অধিক হইল ৺প্রাপ্ত বাবু তারাচরণ শীকদার যিনি আমারদিগের যন্ত্রালয়ে বঙ্গভাষায় ইংরাজির অনুবাদ করিতেন, তিনি 'ভদ্রার্জ্জুন' নামে এক নাটক প্রকাশ করেন, তাহা যদিও আদরণ হইয়াছিল তথাচ সর্ব্বালঙ্কারপরিপূর্ণ হয় নাই।"

বস্তুতঃ বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে হরচন্দ্রের দান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হরচন্দ্র ঘোষের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম হলধর ঘোষ; ইঁহাদিগের আদি নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল-কৃষ্ণনগরে। হলধর হুগলীর কলেক্টরের হেড ক্লার্ক ছিলেন। হুগলী ঘোলঘাটের বাড়ীতে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় তিনি হুগলী বাবুগঞ্জে বাড়ী করেন; এই বাড়ীতেই হরচন্দ্রের জন্ম হয়।

ছাত্রজীবন

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, ঐ বৎসর ১লা আগস্ট হইতে কলেজে পাঠারম্ভ হয়। হাজী মহম্মদ মহসীনের অর্থে স্থাপিত বলিয়া ইহা মহম্মদ মহসীনের কলেজ নামেও পরিচিত ছিল। হরচন্দ্র ইংরেজী শিক্ষার জন্য কলেজে প্রবেশ করেন। তৎকালীন প্রথানুসারে তিনি বাল্যে আরবী-ফার্সী শিখিয়াছিলেন, বাংলা ভাষাতেও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। শীঘ্রই তিনি ইংরেজী শিখিয়া কলেজের এক জন কৃতী ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

গবর্ণর-জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড কলেজের ছাত্রগণকে মাতৃভাষার সেবায় উৎসাহিত করিবার জন্য মাঝে মাঝে পুরস্কার ঘোষণা করিতেন। বাংলা-শিক্ষায় হুগলী কলেজের ছাত্রেরা কলিকাতা হিন্দুকলেজের ছাত্রগণ অপেক্ষা অগ্রসর ছিল। বেকনের Truth বিষয়ক প্রবন্ধের অনুবাদে

হুগলী কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া হরচন্দ্র ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড অকল্যাণ্ডের নিকট হইতে একটি রূপার ঘড়ি পুরস্কার পাইয়াছিলেন :—

5. His Lordship was pleased to present to Hurrochunder Ghosh a Silver watch for the best Bengalee translation of Bacon's Essay on Truth.*

হরচন্দ্রের রচনাটির পরীক্ষক ছিলেন—জন্ ক্লার্ক মার্শম্যান। তিনি এইরূপ মন্তব্য করেন :—

The youth has not, in some few instances, caught the exact meaning of the author, but the general character of the translation is fidelity ; and some of the most difficult passages have been rendered with an accuracy and a just appreciation of the beauty of the original, which is surprising. The style of the Bengallee is remarkable for purity and classical excellence, the writer has a knowledge of his own language, which is rarely met with in young men whose time is devoted to English studies ; and very great credit is due to the instructions which he has received in his own tongue. If all the alumni of our Colleges could write Bengalee with equal ease, and chasteness, the reproach would be removed, that in their eagerness for the acquisition of a foreign language they had forgotten their own. (16 Decr. 1840.)—*General Report on Public Instruction,*...for 1839-40, pp. 43-44.

পর-বৎসর হরচন্দ্র আর একটি প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া লর্ড অকল্যাণ্ড-প্রদত্ত পুরস্কার—একটি সোনার ঘড়ি লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা হয় হিন্দুকলেজ ও

* Copy of a letter to the General Committee of Public Instruction dated 16-1-41 (forwarded to the Principal J. Sutcliffe on 26-2-41 by the Secretary) by members who visited Hooghly with the Governor General on Jan. 2, 1841.

হুগলী কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে। শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ :—

> The Right Hon'ble the Earl of Auckland having offered for competition at the Hindoo and Hooghly Colleges a prize of a Gold Watch for the best translation into Bengali of Hume's Essay "on the Dignity and Meanness of Human Nature," there appeared by the Reports of the Examiners an extraordinary superiority in the winner Hurrochunder Ghose (a Student of the Hooghly College) in his composition, over those of all the others (which were very inferior indeed,) of the Hooghly College and of the Hindoo College Students.—*General Report of the Late General Committee of Public Instruction*, for 1840-41 & 1841-42, p. 72.

চাকুরীজীবন

তখনকার দিনেও চাকুরী সংগ্রহ করা কম দুরূহ ছিল না, অনেক চাকুরীর লোভে অকালে কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইত। তাহাদের কেহ শিক্ষকের, কেহ বা বে-সরকারী আপিসে কেরাণীর পদে নিযুক্ত হইত, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সরকারী চাকুরী—মুন্সেফ, দারোগা বা কেরাণীর পদ লাভ করিত। রাজপুরুষদের মধ্যে অনেকে শিক্ষিত যুবকদিগকে চাকুরী দিয়া উৎসাহিত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন, আবকারী-বিভাগের কমিশনর ডোনেলী সাহেব তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে হরচন্দ্র বোয়ালিয়ায় ২য় শ্রেণীর আবকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ লাভ করেন। তিনি পর-বৎসর ডিসেম্বর মাসে ১ম শ্রেণীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-রূপে বালেশ্বরে স্থানান্তরিত হন। বালেশ্বরে অবস্থানকালে তিনি যে বিশেষ যোগ্যতার সহিত কার্য

করিতেছিলেন, তাহা ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি হইতে জানা যাইবে :—

> সম্পাদক মহাশয়, মালদহের বর্ত্তমান আবকারি সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এইরূপে অতি প্রশংসিতরূপে স্বীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, তিনি ১৮৪৪ সালের নবেম্বর মাসে বোয়ালিয়ার দ্বিতীয় শ্রেণীর সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্টের পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, পরে ৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মালদহে আসিয়া প্রথম শ্রেণীভুক্ত হয়েন, এইস্থানে ইঁহার আগমনাবধি ক্রমশই আবকারির উৎপন্ন বৃদ্ধি হইতেছে, পূর্ব্বে বাইশ হাজার টাকার অধিক হইত না, হরচন্দ্র বাবু আসিয়া ১৮৪৬।৪৭ সালে অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং এতদ্রূপ অল্প সময়ের মধ্যে সরকারের এবম্ভূত অধিক লাভ করাতে কার্য্য কর্ম্মে তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ও পারদর্শিতা প্রকাশ পাইয়াছে, ঢাকা প্রদেশের পূর্ব্বতন আবকারি কমিশুনর মহানুভব মৃত ডোনেলি সাহেব এ বিষয়ে হরচন্দ্র বাবুর বিস্তর সুখ্যাতি লিখিয়াছেন, ফলতঃ তিনি যথার্থ রূপ প্রশংসা প্রাপণের যোগ্য পাত্র তাহাতে সন্দেহাভাব।...
>
> এমত সুযোগ্য ব্যক্তির পদোন্নতি বিষয়ে রাজপুরুষেরা কিছুমাত্র বিবেচনা করেন না, যাঁহারা তাঁহার অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য তাঁহারা অনায়াসেই অধিক বেতন প্রাপ্ত হয়েন, অথচ এ পর্য্যন্ত ইঁহার বেতন ২০০ টাকার অধিক হইল না,...। ১ ভাদ্র ১২৫৫।

হরচন্দ্র মালদহে "প্রায় আট বৎসর কার্য্য করেন। এই স্থানে সন্তোষজনকভাবে কার্য্য করিবার পুরস্কার স্বরূপ তিনি রেভিনিউ সার্ভের ডেপুটি কলেক্টরের পদে উন্নীত হন এবং মহম্মদপুরে স্থানান্তরিত হন। এই স্থানে কিছু কাল কার্য্য করিবার পর তিনি ক্রমান্বয়ে রংপুর ও দিনাজপুরে বদলী হন। স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি থাকবস্ত বিভাগ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমান

জিলায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে যখন তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতির প্রভাবে তিনি এক ভীষণ দস্যুদলকে ধৃত করিয়া কর্তৃপক্ষগণের উচ্চ প্রশংসা লাভ করেন। দোকানীরা যে বাটখারা রাখিত তাহার ওজন ঠিক নহে বলিয়া তিনি চেষ্টা করিয়া সেই অসাধু প্রথা রহিত করিয়া দেন। অতঃপর অন্যান্য জিলায় শাসনকার্য্য করিয়া তিনি উড়িষ্যার অন্তর্গত কেন্দ্রপাড়া মহকুমা হইতে পেন্সন লন এবং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।"*

মৃত্যু

সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর তিনি দেশহিতকর কার্য্যে মনঃসংযোগ করেন। তিনি কিছু দিন হুগলী মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানের কার্য্য কৃতিত্বের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ২৪ নবেম্বর ১৮৮৪ তারিখে ৮৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রচনাবলী

হরচন্দ্র অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; এগুলির বেশীর ভাগই নাটক। তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি কালানুক্রমিক তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

* শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ : "বাঙ্গালা নাটকের অজ্ঞাত রচয়িতা"—ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩৩১, পৃ. ৩৭১-৭২।

১। **ভানুমতী চিত্তবিলাস নাটক।** ইং ১৮৫৩। পৃ. ২১৮+২।

ভানুমতী চিত্তবিলাস নাটক হুগলি বিদ্যালয়ের পূর্ব্ব ছাত্র ইদানীং বাঙ্গলার আবকারীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক রচিত। কলিকাতা পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। সন ১৮৫৩। শকাব্দা ১৭৭৫

ইহার দুইটি ভূমিকা আছে। একটি বাংলা; অপরটি ইংরেজী—অক্টোবর ১৮৫২ তারিখযুক্ত। বাংলা ভূমিকাটি এইরূপ :—

এতদ্দেশীয় বালকবৃন্দের জ্ঞান বৃদ্ধ্যর্থ উৎসাহান্বিত ইংলণ্ডীয় কোন বিচক্ষণ মহাজনের পরামর্শক্রমে আমি "সেক্সপিয়র" নামক ইংলণ্ডীয় মহাকবির রচনায় প্রসিদ্ধ মহানাটক হইতে "মরচেণ্ট-অফ-ভিনিস" ইত্যাভিধেয় অপূর্ব্ব কাব্যের আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ কাব্যের অনেকানেক স্থানের ভাব দেশীয় ভাষার ভাবের সহিত ঐক্য হয় না দেখিয়া কতিপয় প্রাচীন জ্ঞানবান্ মহাশয় উল্লেখিত কাব্যের আখ্যানের মর্ম্ম মাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক আমূলাৎ দেশীয় প্রণালীতে রচনা করিতে যুক্তিদান করেন। আমি উক্ত উক্তি যুক্তিযুক্ত বোধে তদনুসারে এই "ভানুমতী চিত্তবিলাস" নাটক গদ্য পদ্যে রচনা করিলাম। যদ্যপিও ইহাতে উল্লেখিত ইংরাজী কাব্যের আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ না হউক, তথাপি বর্ণিত মহাকবি সেক্সপিয়রের সদ্ভাবের বহুলাংশ অথচ সম্পূর্ণ আখ্যানের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি; তবে বহু স্থানে মূল কাব্যের সহিত মিলন করিলে নিবর্ত্তন পরিবর্ত্তনাদি দৃষ্ট হইবেক বটে, কিন্তু তাহা শুদ্ধ দেশীয় মহাশয়দিগের অবকাশ কালে এবং পাঠাথোদের আনুকূল্য বিবেচনায় করা হইল। অতএব যদি এতন্নাটক এতদ্দেশীয় ভদ্র সমাজের মনোনীত হয় তবে আমি প্রকৃষ্ট রূপে কৃত শ্রীয় পরিশ্রম সফল বোধ করিব। কিমধিকং সুধীবরেষিতি। হুগলী ভাব। ১৭৭৪ শকাব্দা

'ভানুমতী চিত্তবিলাস' নাটকে গদ্য-পদ্য রচনার নিদর্শনস্বরূপ কিছু কিছু উদ্ধৃত হইল :—

দয়ার তনয় গুণ লক্ষপতি যার।
দয়ার গুণের কথা বর্ণন না যায়॥
অসীম দয়ার গুণ জগতে প্রচার।
গগন অম্বুর ন্যায় সর্ব্বত্র বিস্তার॥
গগনাম্বু ক্ষিতি যেন স্থিতমতি করে।
দয়াধর্ম্ম সেইরূপ শুভ করে নরে॥
দুই মতে শুভকরী দয়ারে জানিবে।
দাতা প্রতীতার সেই কল্যাণ করিবে॥
দয়াবান্ হয় সুখী দয়া প্রকাশিয়া।
প্রতীত্য কল্যাণ দেখে গ্রহণ করিয়া॥

চিত্র. লক্ষধার তুমি এখনি যে ছুরিতে শাণ দিতেছ, ইহার কারণ কি?

লক্ষ. (তর্জ্জনপূর্ব্বক) ইহার কারণ যে বেটাদের প্রাণ নাই সেই বেটাদিগকে আরও অপ্রাণ করিব এই জন্য ছুরিতে শাণ দিতেছি।

চিত্র. লক্ষধার ঐ ছুরিকা তোমার পাষাণময় হৃদয়ে কেন ধারণ কর না তাহাতে বিলক্ষণ শাণ হইবে, কেননা করুণাবাক্য প্রায় হৃদয় বিঁধিতে সমর্থ হয় না অতএব তীক্ষ্ণ অস্ত্রেই তোমার কি প্রয়োজন, তোমার লোভ দ্বেষ ও পৈশুন্যরূপ যে তিন অস্ত্র আছে তাহা এমত তীক্ষ্ণ যে ত্রিশূলের অগ্রভাগ হইতেও তীক্ষ্ণতর।

লক্ষ. যদি শূলে না যাও তবে তুমি শূলের অগ্রভাগ হইতে দূরে থাক।

চিত্র. এই মহাত্মা লক্ষপতি হিংস্রক পশ্বাদির ন্যায় অতি নিষ্ঠুর। ইহাকে দেখিয়া আমার এমত মনে হইতেছে যে কোন হিংস্রক ব্যাঘ্রের মরণকালে তাহার কঠিন প্রাণ লক্ষের জঠর দেশে আবির্ভাব হইয়া থাকিবেক। যেহেতু এই মহাত্মের দুরাশা রাক্ষসীরূপা অতি ভয়ঙ্করী শোণিতাভিলাষিণী ক্ষুধার্ত্তা ও সর্ব্বগ্রাসিকা।

নক. তুই চিৎকার করিয়া কেবল আপনারই ক্ষতি করিতেছিস্। আগে ভাবিয়া দেখ আমার ঋণ হইতে তোদের কিসে পরিত্রাণ হইবে। আমি বিচারার্থ দণ্ডায়মান আছি।

'ভানুমতী চিত্তবিলাস' নাটকের "পরিশেষ" অংশে "ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ অথবা যাঁহারা ইংরাজী কোন নাটক গ্রন্থ পাঠ করেন নাই, তাঁহাদের বিজ্ঞাপনার্থে কতিপয় উপদেশ" লিখিত হইয়াছে।

এই নাটকখানি দুষ্প্রাপ্য। কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে ইহার এক খণ্ড আছে।

'ভানুমতী চিত্তবিলাস' কলেজের পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়, কিন্তু শেষ-পর্যন্ত হরচন্দ্রের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। তিনি তাঁহার দ্বিতীয় নাটক 'কৌরব বিয়োগে'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

> ...ইত্যগ্রে কিয়দংশ পদ্যে বিরচিত "ভানুমতী চিত্তবিলাস," ইত্যভিধেয় যে নাটক আমি প্রস্তুতপূর্ব্বক হুগলির কালেজের কৃপালু প্রধান অধ্যাপক সাহেবের মধ্যবর্ত্তিতায় বিজ্ঞাপনার্থ কৌন্সেলে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহা মহানুভব সভ্য মহাশয়েরা সুরচিত বোধ করিলেও

* হরচন্দ্রের 'ভানুমতী চিত্তবিলাসে'র প্রতি কাউন্সিল-অব-এডুকেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ কার্ (Kerr) লেখেন :—

> ...a Dramatic Composition written in Bengali, in imitation of Shakespeare's Merchant of Venice by Hurro Chunder Ghose... The author's Proficiency as a Bengalee scholar and the respectable appointment he at present holds are guarantees that this is not one of those hare-brained productions which sometimes emanate from young Hindoos. There is also a modesty in the plan of the work which recommends it highly.—K. Zachariah : *Hist. of Hooghly College*, p. 52.

অদ্যাপি কালেজাদিতে ব্যবহৃত হয় নাই ; অথবা বর্ণিত মহাশয়দিগের তাহা তদর্থে উপযোগী জ্ঞান করেন নাই, ইহা মদীয় দুর্জ্ঞেয়। বস্তুতঃ প্রাগুক্ত নাটক "সেক্সপিয়র" কৃত মহানাটকের মনোনীত একাংশের (অর্থাৎ মরচ্যান্ট-অব-বেনিসের) দেশীয় পরিচ্ছদ মাত্র। কিন্তু এতদ্দেশস্থ যে সমস্ত মহাশয়েরা সেক্সপিয়র সাহেবকৃত স্বনাম প্রসিদ্ধ মহানাটক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই বিবেচনা করিয়া থাকিবেন যে ঐ প্রতিষ্ঠিত কাব্য নানা রসঘটিত, ও তাহার একরূপ সরল অভিপ্রায় রচিত যে নীতি জ্ঞানান্বেষী ছাত্রগণের তাহা পাঠের যোগ্য বোধ করিতে "ভারতচন্দ্রের" স্থান নিরূপণ করা বৈফল্য বোধ হয়।

২। কৌরব বিয়োগ নাটক। ইং ১৮৫৮। পৃ. ১১৮+২।

কৌরব বিয়োগ নাটক। এতাবতা রাজা দুর্য্যোধনের উরু ভাঙ্গাবধি অন্য রাজাদির রজনীতে হত হওনপর্য্যন্ত মহাভারতীয় অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত নাটকের প্রণালীতে বঙ্গভাষায় গদ্যে ও অতি অল্পাংশমাত্র পদ্যচ্ছন্দে শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ঘোষকর্তৃক বিরচিত হইয়া শ্রীরামপুরের "তমোহর" যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। সন ১৮৫৮।

গ্রন্থে দুইটি ভূমিকা আছে, একটি বাংলা, অপরটি ইংরেজী। বাংলা ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :—

...ভারতবর্ষের অন্তঃপাতি নহে যে "মহাভারত" গ্রন্থ নীতিগর্ভ সমস্ত ভক্তির আধার, এবং সাংসারিক ও পারলৌকিক বিষয়ের ও উপদেশ নিকরের নিকেতন। এতৎকারণ আমি ঐ মহাগ্রন্থের কিয়দংশ এতাবতা রাজা দুর্য্যোধনের উরু ভাঙ্গাবধি ও অন্য রাজাদির রজনীতে হত হওন-পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত যথাবিহিত মাতৃভাষায় অল্পাংশ গদ্য ছন্দে ও অতি অল্পাংশমাত্র পদ্যপ্রবন্ধে ইংলণ্ডীয় নাটকের প্রচলিত প্রণালীতে রচনা করিয়া "কৌরব বিয়োগ নাটক," এই আখ্যা দানে প্রকাশ করিলাম।... ইংলণ্ডীয় ও এতদ্দেশীয় বহুতর বিজ্ঞবরের অভিপ্রায়, যদ্যপি আমি ঐ

অভিলষিত অভিনব রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া "কাশীদাসের" কিরাতের প্রাচীন পরিচ্ছদ যাহা মলিন মুদ্রাযন্ত্রের মুদ্রাদোষে ক্রমশঃ মলিনতর প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা পরিবর্তন করিলাম।...হুগলী। নভেম্বর ১৮৫৭।

'কৌরব বিয়োগ' পঞ্চাঙ্ক নাটক। ইহাও কলেজের পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে রচিত। ইহার আখ্যানের জন্য হরচন্দ্র "নীতিগর্ভ ও সদ্গুণ ভক্তির আশ্রয়" মহাভারতের আশ্রয় লইয়াছিলেন। ইহার ভাষা অধিকাংশ স্থলেই সংস্কৃতবহুল। রচনার নিদর্শন :—

ধৃত। যুধিষ্ঠির, বিলাপ সম্বরণ কর, তুমি কুলতিলক। আর ইহলোকের ভার তোমাকর্তৃক সুসেবিত হইয়া আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। যেহেতুক রাজ্যচ্যুত হইয়াও আমরা তোমার অতিশয় যত্নহেতু পূর্ব্বসুখ ও সম্পত্তিভোগ করিতেছি। এই হেতু, হে পুত্রবৎ, তুমি কদাপি অপ্রিয় নও। রাজধর্ম্ম ও নীতি এই যে বার্দ্ধক্যে বনে গমন করত যথা শক্তি যোগ আচরণ করিয়া ইন্দ্রিয় সংযমন, ও সদ্গতি অন্বেষণ করিবেক। আর মহৈশ্বর্য্যবান রাজর্ষিবর্গেরাও মহীমধ্যে এইরূপ আচরণ করিয়াছেন, হে যুধিষ্ঠির, শাস্ত্রবিৎ তোমার জ্ঞানের ইহা অগোচর নহে, সেইহেতু আমিও ইহা মনন করিয়াছি। আর পরমার্থ চর্চার এইরূপে প্রতিরোধ করা পরম পুণ্যাত্মা তোমার কর্ত্তব্য নহে। যেহেতুক বাহুবলে তুমি সর্ব্ব রণ মহাসাগর পার হইয়া শত্রু নিকরে সংহার করত বসুন্ধরার সমুদ্ধার করিলায়, এইহেতু পৃথিবী মধ্যে সাধু ও সজ্জনেরা তোমার অনুক্ষণ ব্যাখ্যা করিতেছেন। অতএব উদ্বেগ পরিহার করিয়া বাহুবলে অর্জ্জিত বসুমতী সমস্ত সম্ভোগ কর। আর অস্মদাদির পারত্রিক কুশল-হেতু অনুকম্পা করিয়া আমাদিগকে অরণ্যে প্রেরণ করিতে অনুমতি দেও যে তোমার কল্যাণে আমরা তাবৎ তপোনুষ্ঠান করিতে পারি।

(পৃ. ১২৩-২৪)

বিদুর। হে রাজন্, শোক সম্বরণ কর। ঈশ্বর সকলকেই নশ্বর করিয়াছেন।

এই হেতু পশু পক্ষী কীট ফণী নাগ নরাদি করিয়া যাবজ্জীবেরা নিয়তি মতে কালে নাশকে পায়, ইহার কালাকাল বিবেচনা করিয়া জ্ঞানি লোকেরা প্রায় মূঢ় হয়েন না। আর শরীরিদের প্রাণ কমলদলস্থ জলের ন্যায় চপল, ইহা নিশ্চয় জানিয়া অনুক্ষণ পুণ্যানুষ্ঠানই কর্ত্তব্য।

[পদ্য।]

১। "উঠ২ মহারাজ, সকল বিধির কায,
সবার মরণ মাত্র গতি।
যে দিন নিয়তি যায়, সেই দিন মৃত্যু তায়,
তাহা নাহি ছুটে মহামতি।

২। মহা২ বীরবর, নিত্য যায় যম ঘর,
মৃত্যু বশ সর্ব্ব চরাচর।
সব সংহরয়ে কাল, নাহি তার কালাকাল,
অনুশোচ করহ অন্তর।"

৩। বাল্যকালে মরে কেহ, যৌবনে ত্যজয়ে দেহ,
কেহ যায় বর্ষী পরশে।
অনিত্য এসব দেহ, চিরজীবী নহে কেহ,
কেন মূঢ় হও মোহবশে।

৪। জীর্ণাম্বর পরিহরি, যেমন নব বাস পরি,
তেমতি আত্মার বিনিময়।
চঞ্চল জীবন অতি, অনিত্য তাহার গতি
জ্ঞানী কভু মূঢ় নাহি হয়।

৫। আমার বচন ধর, সর্ব্ব শোক পরিহর,
ধর্ম্ম পথে স্থির রাখ মন।
চরমে উত্তমা গতি, হইবেক মহামতি,
অন্যথা না ভাব কদাচন। (পৃ. ৫১-৫২)

৩। **চারুমুখ-চিত্তহরা** নাটক। ইং ১৮৬৪। পৃ. ১৮৫।

চারুমুখ-চিত্তহরা নাটক। এতদ্দেশীয় সরল সাধুভাষায় গদ্যপদ্য প্রবন্ধে (হুগলির) শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক রচিত। কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীটের ৫০ সংখ্যক ভবনে ষ্টেনহোপ যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত। ইং ১৮৬৪ সাল।

ইহার দুইটি ভূমিকা আছে ; একটি, ইংরেজী—"1863" তারিখযুক্ত, অপরটি, বাংলা। বাংলা ভূমিকা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

কিয়ৎকাল হইল ইংলণ্ডীয় ভাষায় প্রকাশিত "রোমীওজুলিয়েট" নামক মনোহর নাট্যকাব্য এতদ্দেশীয় ভাষাপ্রবন্ধ পরিচ্ছদে প্রকাশ করিতে কোন বিদ্যানুরাগী বান্ধব আমাকে কহিয়াছিলেন।…তাঁহার অভিপ্রায় ছিল যে, এই গ্রন্থ অতিশয় অলঙ্কৃত সুমার্জ্জিত সাধুভাষায় না লিখিয়া সামান্যতঃ কথিত কোমল সরলবাক্যে রচনা করিয়া সর্ব্বসাধারণের কৌতূহল জন্য একখানিকা নেপথ্যের উপযোগিনী করা যায়। আমিও সেই কথাক্রমে সেইমতই রচনা করিয়াছি। আর অতুল সদ্ভাবাপন্ন মূল গ্রন্থের অপূর্ব্ব রস মাধুরী বহুরূপে বিভিন্ন দেশভেদে ও বিজাতীয় ভাষান্তরে যে পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারা যায় তদর্থেও ত্রুটি করা যায় নাই। ফলতঃ, এতদ্দ্বারা এমত জ্ঞান না হয় যে, ইয়ুরোপ খণ্ডের ইটালী প্রদেশ হইতে "রোমিও জুলিয়েট"কে আমি ভারতবর্ষে আনিয়া বঙ্গদেশীয় বসনালঙ্কারে তাহাদিগকে এমত সুবেশিত করিয়াছি যে, তাহাদের আর চেনা যাইতে পারিবে না। সে এক প্রকার অসাধ্য। ফলতঃ, কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তার এই মাত্র অভিপ্রায় ছিল যে, ইটালী দেশের বর্ণিত ও

মেন্‌তুয়া নগর হইতে বঙ্গ-দূতী সর্ব্বস্ব নাড়িয়া ভারতবর্ষের কর্ণাট দেশে আনিয়া সেই সতী ও সতিপতি "রোমীও জুলিয়েট"কে অমরকেশীর নব বসনে বসাইলে কেমন দেখায়, তাই দেখা যায়।

হরচন্দ্রের অন্য নাটকগুলির তুলনায় 'চারুমুখ-চিত্তহরা'র ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রস্তাবনা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

সূত্রধার।...প্রিয়ে! সে কথাটি কি?

নর্ত্তকী। তা আমি তোমাকে বল্‌বো না। তোমার পেটে কথা থাকে না। আমি যে মেয়ে-মানুষ, তবু কত কথা চেপে রাখি। তুমি পুরুষ হয়েও একটি কথা পেটে রাখ্‌তে পার না।

সূত্রধার। প্রিয়ে! তুমি এইবারখানি বল, আমি যেমন করে পারি পেটে রাখ্‌বো। আমার দিব্বি, বই না বল। দেখ, আমি তোমা বই আর কারু নই।

নর্ত্তকী। তোমার সঙ্গে যখন যার ভাব হয়, তাকেই তো ঐ কথা বল হে প্রিয়ে! আমি নিতান্ত তোমারি। তোমার বই আর কারু নই। কিন্তু তুমি যে কার, তা তোমার বিধাতাই জানেন। (পৃ. ২)

ইহাতে ১৪টি গান আছে। একটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

রাগিণী গারা-ভৈরবী—তাল আড়া।
অনিত্য সংসার মাঝে, নিত্য নিরাকার যেই।
মুক্তিপদ লাভ হবে, মনে মনে ভাব সেই।
নিরস্ত নিরাকারে,
নিত্য রহিবে দেবে ;
পঞ্চভূত আত্মা যেই, সবে আছে সবে সেই।

৪। [illegible] । ইং ১৮৬৪ (১৭৮৬ শক)। পৃ. ৬৮।

ইহাতে সুরাপানের অপকারিতা বিষয়ে দুইটি বক্তৃতা মুদ্রিত হইয়াছে। প্রধানতঃ প্যারীচরণ সরকারের চেষ্টায় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর কলিকাতায় 'বঙ্গীয় মাদকনিবারণী সমাজ' (The Bengal Temperance Society) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সুরাপানের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলে। 'বারুণী-বারণ' বোধ হয় এই আন্দোলনেরই ফল।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে।

৫। **রজতগিরি-নন্দিনী নাটক।** ইং ১৮৭৪। পৃ. ৮১।

রজতগিরি-নন্দিনী নাটক। শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক বিরচিত এবং হুগলী হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা। শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৮১ সাল।

গ্রন্থকারের "ভূমিকা"টি এইরূপ :—

পূর্ব্বে এতদ্দেশে সাধারণ নাট্যশালা না থাকায় সুরচিত নাটক গ্রন্থের সৌন্দর্য্য প্রায় অন্তঃপটে থাকিত। রচনার পারিপাট্যে কেবল বিদ্বান্ লোকেরই অনুরাগ জন্মে। কিন্তু অভিনয় ব্যতীত সর্ব্ব সাধারণের আমোদ হয় না। ইদানীং সে অভাব দূর হওয়াতে নাটক রচনার চর্চ্চা বৃদ্ধি হইয়াছে।

অতএব এই সুসঙ্গতি হেতু বঙ্গদেশীয় এক মনোহর কাব্য আধুনিক নাটকের প্রণালীতে লিখিয়া প্রকাশ করিতেছি। যদি এই অভিনব নাটক গুণজ্ঞ লোকের মনোরম্য হয়, তবেই আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। তদ্ভিন্ন আর কোন স্বার্থ নাই। হুগলী বলাখা ১২৮১। বৈশাখ।

'রজতগিরি-নন্দিনী'তে দুইটি গান আছে, তাহার একটি এইরূপ :—

জীবন যৌবন প্রাণ সমর্পণ করিয়া।
নয়ন মন্দে নদী বন্দে শিব ধ্যান করিয়া।

কুরঙ্গেরা যাবে যেন যুবজন হইয়া।
দীপি-চর্ম পরিধৃত পৃষ্ঠে তূণ লইয়া।
হল শূল শতশূল সর্ব্ব বন ব্যাপিয়া।
বেগে যায় নাহি চায় যায় বন ত্যজিয়া। (পৃ. ৭)

এই নাটক প্রসঙ্গে ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে লিখিয়াছেন :—"ইহার পূর্ব্বেকার নাটকে গান নাই ; বোধ হয়, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতির অনুকরণে এইখানিতে গান দেওয়া হইয়াছে।" এই উক্তি ঠিক নহে, আমরা দেখিয়াছি, হরচন্দ্রের তৃতীয় নাটক 'চারুমুখ-চিত্তহরা'র ১৪টি গান আছে।

"নাটকটি একজন ইংরাজ গ্রন্থকারের Silver Hill নামক একটি ব্রহ্মদেশীয় উপাখ্যানমূলক গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও পরে উক্ত গ্রন্থ অবলম্বনে 'রজতগিরি' নামে একটি নাটক রচনা করেন। কিন্তু কোনও গ্রন্থই অভিনীত হইয়াছিল বা অভিনয়ে সাফল্যলাভ করিয়াছিল বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি। কিন্তু এই গ্রন্থ অবলম্বনে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় 'কিন্নরী' নামক যে নাটক প্রণয়ন করেন, তাহা মিনার্ভা থিয়েটারে অসাধারণ সাফল্যের সহিত অসংখ্য বার অভিনীত হইয়া দর্শকগণের তৃপ্তিসাধন করিয়াছে ও করিতেছে। অনেক সময়েই অগ্রণীরা যে ফললাভে বঞ্চিত হন, পরবর্তীরা সেই ফল ভোগ করিতে পারেন।"*

* [illegible] ঘোষ : "[illegible]", 'ভারতবর্ষ', চৈত্র ১৩৩১, পৃ. ৫০৯।

৬। সপত্নী সরো। ইং ১৮৭৫। পৃ. ১৪১।

সপত্নী সরো যথার্থ ঘটনামূলক উপাখ্যান। শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক বিরচিত এবং হুগলী হইতে প্রকাশিত।

> "O beware, my lord, of jealousy;
> It is the green-eyed monster, which doth mock
> The meat it feeds on."
>
> *Shakspere.—Othello.*

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক কলিকাতা,—শোভাবাজার রাজা কালীকৃষ্ণের লেন ৩০ নং ভবনস্থ নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত। সম্বৎ ১৯৩১।*

হরচন্দ্র উপন্যাস রচনা করিয়া সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—

> We have not a very high opinion of this novel, as there is not much action, neither are the characters well sustained, though some of the descriptions are good and the reflections just....

৭। রাজ তপস্বিনী, ১ম খণ্ড। ইং ১৮৭৬। পৃ. ১৭৬।

এই কাব্যখানি মহাভারতের অবান্তর উপাখ্যান-অবলম্বনে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত।

ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে এই গ্রন্থের এক খণ্ড আছে।

* এই উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠায় ইংরেজীতে প্রকাশকাল "1875" লেখা আছে। ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৩য় সংখ্যা, ১৩৩৩ সন) এবং শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ 'ভারতবর্ষে' (ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৩১) হরচন্দ্র ও তাঁহার রচনা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের কেহই 'সপত্নী সরো' দেখেন নাই। তাই তাঁহারা উভয়েই ইহার প্রকাশকাল "১৮৭৭ খ্রীষ্ট" লিখিয়াছেন।

হরচন্দ্র ইংরেজী রচনাতেও পটু ছিলেন। রেঃ লালবিহারী দে-সম্পাদিত 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' (মার্চ ১৮৮০) তাঁহার লিখিত Lessons from the Life of Sivaji নামে একটি সুলিখিত সন্দর্ভ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি তিনি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে হুগলী ইন্‌ষ্টিটিউশনে পাঠ করেন।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—২০

রাধাকান্ত দেব

১৭৮৪—১৮৬৭

রাধাকান্ত দেব

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—কার্তিক ১৩৪১
পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫০
মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
[illegible]

উপক্রমণিকা

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নব্যশিক্ষা লাভের ফলে বাঙালীর জীবনে নবজীবনের সঞ্চার হয়। যাঁহাদের সুকৃতিগুণে ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেব এক জন। রাধাকান্ত প্রাচীন কীর্তি বজায় রাখিয়া তাহার উপর সংস্কৃতির নূতন সৌধ নির্মাণ করিতে চাহিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার কোন কোন কার্য্য পরবর্ত্তী কালে নিন্দিত হইয়াছে। আসল মানুষটিকেও এখন আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। তিনি কি ধরণের মানুষ ছিলেন ও সমাজের হিতার্থে কি কি কাজ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের পক্ষে জানা ইদানীং কতকটা সহজ হইয়াছে। হিন্দুকলেজের সূচনা হইতে পরবর্ত্তী চৌত্রিশ বৎসরের কার্য্যবিবরণ, স্কুল সোসাইটির কার্য্যবিবরণ, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে লিখিত রাধাকান্তের পত্রাবলী ও সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে তাঁহার সম্পর্কে বহু নূতন তথ্য জানিতে পারিয়াছি। এই সব তথ্যের নিরিখে আমরা আসল মানুষটি সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করিয়া লইতে পারি।

কলিকাতা শোভাবাজার-নিবাসী মহারাজা নবকৃষ্ণ লর্ড ক্লাইভের মুন্‌শী ছিলেন। তাঁহার গৃহে রাজস্ব ও অন্যান্য সংক্রান্ত কয়েকটি সরকারী আপিস ছিল। নবকৃষ্ণ এ-সবের কর্ত্তা ছিলেন। ক্লাইভ ও বিভিন্ন সাহেব-সুবা তাঁহার গৃহে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। নবকৃষ্ণের পরিবারের লোকজন ইংরেজ-চরিত্র প্রত্যক্ষভাবে অনুধাবন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

রাধাকান্ত দেব মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের পোষ্যপুত্র রাজা গোপীমোহন দেবের পুত্র। ইংরেজ-চরিত্রের একটি দিক পিতা-পুত্র উভয়ের নিকটই

স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, তাহা হইল—ইংরেজের স্বদেশ ও স্বজন-প্রীতি। দেশবাসী মাত্রেই যে পরমাত্মীয় এবং তাঁহাদের সর্ব্ববিধ কল্যাণসাধন যে মহত্তম কার্য্য, এই বোধ রাজা গোপীমোহনের ভিতর প্রথম উদ্রিক্ত ও পুত্র রাধাকান্তের মধ্যে পূর্ণ বিকশিত হয়। এ-কারণ ধনীর দুলাল হইয়াও রাধাকান্ত যৌবনের উন্মেষেই জনসেবায় রত হইয়াছিলেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই, কলিকাতা প্রাচ্য সংস্কৃতির একটি বিশেষ কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইংরেজ তখনও ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রাচীন ধারা আর্বী, ফার্সী ও সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষায় তাহারা উৎসাহ প্রদান করিত। কলিকাতা মাদ্রাসায় ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে এই সব ভাষার চর্চ্চা হইতে থাকে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সরকারী সিবিলিয়ানগণ এই ভাষাত্রয় বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিত। দেশীয় ভাষাসমূহও তাহাদের শিখিতে হইত। সম্পন্ন গৃহস্থ ও উচ্চাভিলাষী ভারতীয়েরা এই প্রাচীন ধারা অনুসরণ করিয়া শৈশব হইতেই দেশীয় ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ভাষাগুলি অধ্যয়নে ব্যাপৃত হইতেন। রাধাকান্ত দেবেও ইহার ব্যতিক্রম দেখি না। অল্প বয়সেই তিনি আর্বী, ফার্সী ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন।

এই সময় ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন বিশেষ ভাবে অনুভূত হইতে লাগিল। ইংরেজ—শাসক, ইংরেজ—বণিক; কাজেই শাসন-ব্যাপারে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ইংরেজের সঙ্গে বাঙালীর অহরহ মিশিতে হইত। শীঘ্রই কলিকাতায় ইংরেজীর প্রথম পাঠ শিক্ষা দানের জন্য কতকগুলি প্রাথমিক স্কুল স্থাপিত হইল। কামিংহার সাহেবের ক্যালকাটা অ্যাকাডেমি এইরূপ একটি স্কুল। রাধাকান্ত এই স্কুলে তাঁহার ইংরেজী প্রথম পাঠ লেখেন। তখনকার বাঙালীরা দৈনন্দিন কাজকর্ম চালাইবার নিমিত্ত কতকগুলি ইংরেজী শব্দ মুখস্থ করিয়া লইত।

তাহাদের ইংরেজী শিক্ষার এই রূপেই অবসান হইত। কালিংহ্যামের স্কুলে রাধাকান্ত ইংরেজীর প্রথম পাঠ লইলেন বটে, কিন্তু এখানেই তাঁহার ইংরেজী শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। তিনি নিজের চেষ্টায় ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য আয়ত্ত করিয়া সে যুগের একজন খ্যাতনামা ইংরেজীনবীশও হইয়াছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সহ প্রাচীন ও নব্য শিক্ষা তাঁহার সকল কর্ম্মকে নিয়মিত করিয়াছে।

রাধাকান্ত দেব ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মার্চ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছিলেন। অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল তিনি বিবিধ জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। বৃন্দাবনবাস কালেও তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চা অব্যাহত ছিল। সর্ব্ববিধ শিক্ষা-প্রচেষ্টায় ও সমাজ-কল্যাণে রত থাকিলেও রাধাকান্ত আসলে ছিলেন সাহিত্যসেবী। আরবী, ফার্সী, সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী—এই পাঁচটি ভাষা তিনি সমভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। পাণ্ডিত্যের নিদর্শন তাঁহার বহু পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে।

রাধাকান্ত প্রথম জীবনে কি ধরণের কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিৎ আভাস ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই নবেম্বর গবর্মেণ্টকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে পাওয়া যায়। তাহা হইতে আবশ্যক অংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—

> Babu Radhakanta Deb, who is a director of the Hindoo College, Member of the Calcutta School Book Society, Native Secretary to the Calcutta School Society, Vice-President of the Agricultural and Horticultural Society of India, Corresponding Member of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Member of the Asiatic Society of Bengal and was a Member of the late Saugor Island Society, has compiled, translated and corrected several publications for the School Book Society. In 1821, he published a Bengali Spelling Book after

Lindley Murray's plan, and also an abridgement thereof in 1827. He translated a collection of Fables [*Nitikatha*] from English into Bengali and revised the Bengali translation of an Easy Introduction to Astronomy. He made his house first the Depository of the Society's publications, and distributed them among the Natives, and persuaded the indigenous school masters to use them, pledging himself there should not be introduced any religious matter therein; as particularised in the first and fourth reports of the Calcutta School Society.

He has, for many years, been engaged in the compilation of a Sanscrit dictionary, entitled *Sabda-Kalpadruma* in imitation of the *Encyclopædia Britannica*, of which three volumes have since been issued from the press, containing nearly 8,000 Quarto pages, and it will take some years more to complete the work. An account of this dictionary may be found in the Second Report of the Calcutta School Book Society, page 50; *Friend of India* of 1820, N. 1. page 140; Preface to Dr. H. H. Wilson's Sanscrit and English dictionary, edition 1, page 36; as well as in the preface to the Revd. W. Morton's Bengali and English dictionary, page 6. The author has received the thanks and appreciation of those learned Europeans and Natives to whom he presented copies of the work, for which applications are daily made to him from different quarters.

Radhakanta Deb was favoured with a diploma, dated May 17th 1826, from the Royal Asiatic Society, in testimony of the valuable information they received from him, and a very kind letter from Sir Alexander Johnston, Knight, Chairman of the Society, bearing date the 4th July 1826, stating in the concluding part thereof, that 'I shall, by the present opportunity, forward to the Governor General of India, a copy of the enclosed resolution, in order that he may be aware of the high respect which the Society entertains for your talents, and that he may promote, by such means as he may think proper, the literary pursuits in which you are engaged. Radhakanta has lately translated into English an extract from a Horticultural work in Persian, and transmitted it to the Royal Asiatic Society on the 3rd December 1829.

At the request of the Native community, he prepared addresses in the English, Bengali, and Persian languages, on the occasion of the departure of the Hon'ble Sir E. H. East, Kt., late Chief Justice, and the Most Noble the Marquis of Hastings, late Governor General, and read them before those gentlemen. He transmitted to the Oriental Literary Society, through one of its members, his remarks on Happiness, etc. and received their thanks for the same.

His first correspondence was published in the Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, volume 2nd, Appendix, pages 46, 61 and 68, Note 4 and 5. His accounts of the Agriculture of the 24-Parganas, etc., were among several useful papers contributed by him, inserted in the Transactions of the Agricultural and Horticultural Society of India, Volume 1, pp. 48 and 62, and Volume 2nd, Part 1st, page 1, and his two letters on Native Inoculation and Small Pox, were subjoined to Dr. Cameron's Report on the present state of Vaccine Inoculation in Bengal.

In 1822 he, at the desire of Mr. H. T. Prinsep, the late Persian Secretary, furnished him with the accounts of all respectable and opulent Natives of the Presidency.*

হিন্দুকলেজ

এই পত্রে রাধাকান্ত দেব প্রথমেই হিন্দুকলেজের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কলেজ-প্রতিষ্ঠা হইতে দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর তিনি ইহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এ কথা এখন সকলেই জানেন যে,

* শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারী দপ্তর হইতে এই পত্র উদ্ধার করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার প্রতিলিপি রাধাকান্ত দেবের অপ্রকাশিত পত্রাবলীর মধ্যে আমি দেখিয়াছি, তাহাতে পত্রের তারিখ দেওয়া হইয়াছে ১০ই এপ্রেল ১৮৩৩।

হিন্দুকলেজের মত একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা ভেভিড হেয়ারের। এই পরিকল্পনা যাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টাযত্নে কার্য্যে পরিণত হয়, তাঁহাদের মধ্যে শোভাবাজারের রাজা গোপীমোহন দেব ও তৎপুত্র রাধাকান্ত দেব অন্যতম। হিন্দুকলেজ বা মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও নিয়মাদি রচনার জন্য ২১ মে ১৮১৬ তারিখে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্ এডওয়ার্ড হাইড ঈস্টের ভবনে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দ্বিতীয় সভার অধিবেশন হয়। এই সভা ঐ উদ্দেশ্যে দশ জন ইউরোপীয় ও কুড়ি জন ভারতীয় লইয়া একটি সাব্-কমিটি গঠন করেন। রাধাকান্ত দেব এই সাব-কমিটির এক জন সভ্য ছিলেন। কলেজের কার্য্য আরম্ভ হয়, ৩৪ নং চিৎপুর রোডে কিরিঙ্গি কমল বসুর ভবনে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ জানুয়ারি। এই দিন কলিকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে রাধাকান্ত দেবও উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখনই সাহিত্যিক রূপে পরিচিত হইয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ আছে।

সূচনা হইতেই রাজা গোপীমোহন দেব হিন্দুকলেজের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। রাধাকান্ত ইহার ডিরেক্টর হন ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে। পিতা-পুত্র বহুদিন একযোগে কলেজের কর্ম্ম পরিচালনা করিয়াছিলেন। কর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবার পরই রাধাকান্ত ইহার কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি দিতে থাকেন। ছুটি, কার্য্য আরম্ভ ও পরিসমাপ্তির সময়, ছাত্রদের ভর্ত্তি হইবার নিয়ম, মাসিক বেতন, কলেজে ছাত্রদের অনুপস্থিতি, অনুপস্থিত হইলে অভিভাবকের কার্য্য, ছাত্রদের প্রতি শাস্তিবিধানের তারতম্য, প্রতি বৎসর পাঠ্য বিষয়ের পরীক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে তিনি নিয়মাবলী গঠন করেন ও ইহা পরিচালক-সভা দ্বারা অনুমোদন করাইয়া লন।

হিন্দুকলেজ প্রথম হইতেই ভাড়াটিয়া বাড়িতে অবস্থিত ছিল।

কলেজ-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় হিন্দুদের এককালীন দান হইতে প্রাপ্ত সুদ ও ছাত্রবেতন হইতেই সম্পূর্ণ নির্ব্বাহিত হইত। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কিছুকাল ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন লওয়া হইত না। হিন্দুকলেজের প্রথম দলের ছাত্রদের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, শিবচন্দ্র ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কলেজের নির্দ্দিষ্ট আয় হইতে ব্যয় সংকুলান কঠিন হইয়া পড়িলে কলেজ-কমিটি অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়া ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে সরকারের নিকট আবেদন করেন। এই আবেদনের ফলে নূতন গৃহ নির্ম্মাণ না-হওয়া পর্য্যন্ত ঘর-ভাড়া এবং এক জন বিজ্ঞান-অধ্যাপকের বেতন বাবদে সরকার মাসে দুই শত আশী টাকা মঞ্জুর করিলেন। রাধাকান্তের ঐকান্তিকতা ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী। অতঃপর সংস্কৃত কলেজের জন্য কলিকাতা পটলডাঙ্গায় গৃহ নির্ম্মিত হইলে তাহার এক অংশে হিন্দুকলেজ ১ মে ১৮২৬ তারিখে উঠিয়া আসে। এই মাস হইতে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও হিন্দু-কলেজে শিক্ষকের পদে বৃত হন।

এই সময় কলেজ-পরিচালনায়ও কতকটা নূতনত্ব ঘটে। ১৭ এপ্রিল ১৮২৫ তারিখে হিন্দুকলেজের কোষাধ্যক্ষ জোসেফ ব্যারেটো কোম্পানী দেউলিয়া হওয়ায় মূলধন উদ্ধারের আশা রহিল না। কলেজ-কর্তৃপক্ষকে অগত্যা সরকারের নিকটই সাহায্যের জন্য হাত পাতিতে হইল। সরকার কলেজকে একটি মাসহারা দেওয়া স্থির করেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই শর্ত্ত করা হইল যে, সরকার-তরফেও কমিটিতে এক বা একাধিক প্রতিনিধি থাকিয়া কলেজ-পরিচালনাকার্য্যে সহায়তা করিবেন। কিছু কাল আলাপ-আলোচনার পর ডক্টর হোরেস হেমান উইলসন সরকার-পক্ষে কমিটিতে গৃহীত হইলেন ও ইহার ভাইস-প্রেসিডেন্ট হইলেন। ডেভিড হেয়ার এত দিন কলেজের ভিজিটর বা পরিদর্শক মাত্র ছিলেন।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে তিনিও ইহার এক জন ডিরেক্টর নিযুক্ত হন।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিন্দুকলেজের মূল নিয়মাবলীর মধ্যে এইরূপ একটি নিয়ম ছিল যে, ইহার গবর্নরগণ প্রত্যেকে দুই জন এবং ডিরেক্টরগণ প্রত্যেকে এক জন করিয়া ছাত্রকে কলেজে বিনা বেতনে পড়াইতে পারিবেন। হিন্দুকলেজের কার্য্য-বিবরণে দেখা যায়, গোপীমোহন ও রাধাকান্ত দেবের আনুকূল্যে বহু ছাত্র কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া জীবনে উন্নতি করিয়াছিলেন। স্বনামধন্য পাদ্রি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রাবস্থায় কিরূপ উপকৃত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি রাধাকান্তের মৃত্যুর পর অনুষ্ঠিত স্মৃতিসভায় (১৪ মে ১৮৬৭) মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন।*

হিন্দুকলেজের শিক্ষায় এক দিকে যেমন সুফল ফলিতে লাগিল, অন্য দিকে তেমনই নব্যশিক্ষার প্রথম আভায় প্রচলিত আচার-ব্যবহারে বীতরাগ হইয়া যুবকগণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ ইহাতে প্রমাদ গণিলেন এবং অনেকে কলেজ হইতে নিজ সন্তানদের সরাইয়া লইতে লাগিলেন। তাঁহারা সন্তানদের এরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য কলেজের অন্যতম শিক্ষক ডিরোজিওকে দোষী করিলেন।

* I rise not so much to make a speech as simply to bear my personal testimony to the many excellencies which appeared in the character of the late Rajah Radhakanta, and to express my personal gratitude for the benefits which I myself derived from his patriotic exertions to promote education in our country. It was in the Central Vernacular school of the late Calcutta School Society, of which he was Secretary conjointly with Mr. David Hare that I received my early education, while my later education was due to Hindoo College, of which he was both a founder and manager.—*Rajah Sir Radhakant Deb Bahadur*, K. C. S. I., p. [illegible].

কলেজ-কমিটির অধিকাংশ দেশী সভ্যও একজ ডিরোজিওকে দায়ী করিয়া তাঁহার পদত্যাগ দাবি করিলেন। ডিরোজিও নিজ অপবাদ ক্ষালনের জন্য উইলসন সাহেবকে এক পত্র লেখেন। রাধাকান্ত এ সম্পর্কে সম্পাদককে লিখিলেন (২৭ এপ্রিল ১৮৩১),—

> As to the excuses contained in Mr. Derozio's resignation, they are of no use and shall not be attended to when he was dismissed on the public feeling.

রাধাকান্ত দেব প্রতিষ্ঠানটিকেই বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, তিনি তখন ঐরূপ দৃঢ়তা অবলম্বন করায় হিন্দুকলেজ আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

ইহার পর হইতে কলেজের শিক্ষক নির্ব্বাচনে রাধাকান্ত দেব বিশেষ সতর্ক হইলেন। ডিরোজিওর অপসারণের অব্যবহিত পরেই কলেজের প্রধান শিক্ষক ডি. আনসেল্ম্ পদত্যাগ করেন। তাঁহার স্থলে জি. টি. এফ. স্পীড প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। তাঁহার নিয়োগ অনুমোদন করিয়া রাধাকান্ত তাঁহাকে যে পত্র লেখেন (৬ জুলাই ১৮৩১), তাঁহার একটি অংশ এই,—

> Allow me therefore to recommend that you should pay strict attention equally to the study and morals of the Hindoo students and adhere to the rules and regulations passed to the effect and be careful to check any evils similar to those for which one of the teachers was recently removed.

ঠিক এই সময় হইতেই কলিকাতায় কয়েক জন খ্রীষ্টান পাদ্রি কলেজের নব্যশিক্ষিত ছাত্রদের নিকট খ্রীষ্টতত্ত্ব প্রচারে উদ্গ্রীব হইলেন। তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল—হিন্দু যুবকদের খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা। ইহার সূচনা হয় পাদ্রিদের সাধারণ সভায় বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা দ্বারা। কলেজ-কমিটি পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইয়াছিলেন। তাঁহাদের আদেশে

ছাত্রগণকে ঐ সব বক্তৃতা শ্রবণ হইতে নিবৃত্ত করা হইল। কোন পাদ্রি বা অজাতকুলশীল ইংরেজ যাহাতে হিন্দুকলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত না হয়, সেদিকে রাধাকান্ত দেবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। রামমোহনের বন্ধু উইলিয়ম অ্যাডামকে ব্যবহারশাস্ত্র ও অর্থনীতির অধ্যাপক নিয়োগের প্রস্তাব হইলে তিনি উইলসনকে ১১ জানুয়ারি ১৮৩২ তারিখে লেখেন,—

> For my part I cannot entrust the morals and education of those I regard, to such an one that was once a Missionary, then a Vaidantic or disciple of Rammohan Roy and lastly a Unitarian.

ইহার পর বিলাত হইতে কোর্ট অব্ ডিরেক্টর্স পাদ্রি ডক্টর জেম্স্ অ্যাডামসনকে কলেজের অধ্যক্ষপদে নিয়োগের সুপারিশ করিয়া ভারত-সরকারকে পত্র লেখেন। কলেজ-কমিটির দেশীয় সদস্যগণের ঘোরতর আপত্তি থাকায় এ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। বলা বাহুল্য, এ বিষয়েও রাধাকান্ত অগ্রণী হইয়াছিলেন।

সপরিষদ্ বড়লাট লর্ড মিণ্টো ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ধার্য্য করেন যে, হিন্দু-কলেজ-কমিটির সকল সভ্যই জেনারেল কমিটি অব্ পাব্লিক ইন্‌স্ট্রাক্শন বা সরকার-নিযুক্ত শিক্ষাবিষয়ক কমিটির সম্মানিত সদস্য (Honorary Member) হইবেন এবং ইহার কার্য্য-পরিচালনে সহায়তা করিবার জন্য উহা দুই জনকে এই কমিটিতে প্রেরণ করিতে পারিবেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে কলেজ-কমিটি রাধাকান্ত দেব ও রসময় দত্তকে শিক্ষা-কমিটিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া পাঠান। ১৮৩৫ ও ৩৬ এই দুই বৎসর এবং পরে ১৮৪১-৪২, ৪২-৪৩, ৪৩-৪৪ এই তিন বৎসর রাধাকান্ত দেব ইহার সদস্য ছিলেন।

হিন্দুকলেজে ইংরেজী শিক্ষার উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হইত। সুতরাং ছাত্রদের বাংলার মাধ্যমে সুষ্ঠু ভাবে শিক্ষা দিবার জন্য ১৮৪০, ১৮ই জুন কলেজ-গৃহের সন্নিকটে ইহার অধীনে একটি বাংলা পাঠশালা

প্রতিষ্ঠিত হইল। রাধাকান্ত দেব পাঠশালা-প্রতিষ্ঠায় অগ্রণীদের মধ্যে এক জন ছিলেন। ইহার কার্য্য পরিচালনে, ছাত্রদের পরীক্ষাদি গ্রহণে ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে সাহায্য করিতেন।

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজ পরিচালনে বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। এত দিন, গবর্মেণ্ট অর্থসাহায্য করিলেও, কলেজ-সংক্রান্ত বিষয়ে কমিটির দেশীয় সদস্যদের মতামতই বলবৎ থাকিত। শিক্ষা-কমিটির ইহা কখনই মনঃপূত হয় নাই। তাঁহারা অন্যান্য স্কুল-কলেজের মত হিন্দুকলেজকেও তাঁহাদের নির্দ্ধারিত নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আনিবার প্রস্তাব করিয়া উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এক বিবৃতি পেশ করিলেন। সরকার এই বিবৃতির নিরিখে এমন কতকগুলি নিয়ম করিয়া দিলেন, যাহাতে শিক্ষা-কমিটির কর্ত্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। রাধাকান্ত দেব এই সময়ে একাদিক্রমে তিন বৎসর শিক্ষা-কমিটির সদস্য ছিলেন; হিন্দুকলেজ পরিচালনার্থ ইহার গবর্নর, ম্যানেজার এবং শিক্ষা-কমিটির দুই জন প্রতিনিধি লইয়া ইহারই কর্ত্তৃত্বাধীনে যে কমিটি গঠিত হইল, তিনি তাহারও সদস্য রহিলেন। কিন্তু কর্ত্তৃত্ব এরূপে দ্বিধাবিভক্ত হওয়ায় শিক্ষা-কমিটি ও কলেজ-কমিটি উভয়ের মধ্যে এই সময় হইতে প্রায়ই দ্বন্দ্বের উদ্ভব হইতে থাকে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই এমন দুইটি ঘটনা ঘটে, যাহাতে এই দ্বন্দ্ব চরমে উঠে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজের শিক্ষক কৈলাসচন্দ্র বসু খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে হিন্দু সমাজে তীব্র চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। কলেজ-কমিটির যে-সভায় এ-বিষয়ের আলোচনা হয়, তাহাতে উপস্থিত তিন জন দেশীয় সদস্যের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রাধাকান্ত দেব খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত কৈলাসচন্দ্র বসুকে কলেজের কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি দিবার দাবি করেন। সংখ্যাল্পতা হেতু তাঁহাদের দাবি অগ্রাহ্য হয়। কিন্তু তাঁহাদের—সুতরাং হিন্দু সমাজের—মনোভাব গবর্ন্মেণ্টের গোচরে

আনিবার জন্য শিক্ষা-কমিটিকে অনুরোধ করিতে সকলেই সম্মত হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, শিক্ষা-কমিটিতে এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে যে-সব ইউরোপীয় সদস্য পূর্ব্বে সম্মত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই এখানে ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিলেন; ফলে হিন্দু সমাজের মনোভাব গবর্মেণ্টের গোচরে আনা আর সম্ভবপর হইল না। ইহার প্রতিবাদ-স্বরূপ প্রসন্নকুমার ঠাকুর কলেজের গবর্ন‍র-পদে ইস্তফা দেন।

ইহার কিছুকাল পরে, ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে, গুরুচরণ সিংহ নামে কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীর এক ছাত্র খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্র দ্বারা কমিটিকে ইহা জানাইলে এ বিষয়ে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের জন্য সদস্যগণের মতামত আহ্বান করা হয়। দেশীয় ও ইউরোপীয় সদস্যগণ ছাত্রটিকে কলেজ হইতে অপসারণের পক্ষেই মত দিলেন; গুরুচরণ সিংহও কলেজ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মূল নীতির ব্যাখ্যা লইয়া শিক্ষা-কমিটির প্রেসিডেন্ট মিঃ জ্রিঙ্কওয়াটার বীটন (তখন কলেজ-কমিটিরও প্রেসিডেন্ট) এবং রাজা রাধাকান্ত দেবের মধ্যে তুমুল বাদানুবাদ আরম্ভ হয় ও ইহার জের পর-বৎসর পর্য্যন্ত চলে। রাধাকান্ত দেব অবশেষে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন কলেজের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করেন। কলেজের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগের মূল কারণ যে কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে এইরূপ মতভেদ ও মনান্তর, ৭ই অক্টোবর ১৮৫১ তারিখে ডক্টর হোরেস হেম্যান উইলসনকে লিখিত রাধাকান্ত দেবের নিম্নলিখিত পত্রাংশে তাহা সুস্পষ্ট,—

> From the period that the former [Hindoo College] was placed under the Government patronage the Council of Education had been gradually encroaching on the privilege of the Managing Committee till under the presidentship of the late Mr. Bethune this encroachment became so complete as to render the native members mere non-entities. This invasion of their rights has

often brought the Council and the Committee in open collisions with each other. On one occasion a serious difference arose between these two bodies on a subject involving the violation of certain fundamental rules of the College which terminated in the retirement of Baboo Prosunnocumar Thakoor the Governor of the College from his post. On a similar subject, after an interchange of many angry minutes between myself and the late President my feelings were so exasperated that I was obliged to dissolve my connection with the Institution. Virtually there is no native management at present.

কমিটি রাধাকান্ত দেবের পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিয়া ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ মে তাঁহার কৃতিত্বের প্রশংসা করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কমিটির পক্ষে সেক্রেটরী রসময় দত্ত রাধাকান্ত দেবকে ইহা প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ইংরেজী শিক্ষা ও মিশনরী আন্দোলন

ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার প্রসঙ্গে রাধাকান্ত দেবের আরও কয়েকটি কার্য্যের কথা এখানে স্মরণীয়। খ্রীষ্টান পাদরিদের আন্দোলনের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দু যুবকদের মনে যখন প্রচলিত ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহারের প্রতি সংশয় ও অনাস্থা উপস্থিত হইল, তখন সুযোগ বুঝিয়া খ্রীষ্টান পাদরিরা প্রচারকার্য্য শুরু করেন। এই বিষয়ে অগ্রণী হইলেন ডক্টর আলেকজাণ্ডার ডাফ। হিন্দুকলেজের প্রসিদ্ধ ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, মধুসূদন দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর কয়েক বৎসরের মধ্যে একে একে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। একবার, ১৮[illegible] খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি হিন্দুকলেজের সম্মুখেই পাদরিরা কৃষ্ণমোহনকে দিয়া একটি গির্জা নির্মাণ করাইতে প্রয়াসী হন।

কিন্তু রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতির চেষ্টায় তাহা সম্ভব হয় নাই।

খ্রীষ্টান পাদরিদের প্রচার-কার্য্য কিন্তু অবাধ গতিতে চলিতে লাগিল। কলিকাতায় ও অন্যত্র তাঁহারা অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টতত্ত্বও তরুণ ছাত্রদের শিখাইতে থাকেন। ফলে নানা স্থানে খ্রীষ্টান হইবার ধুম পড়িয়া যায়। সুবিধা পাইলে অল্প বয়স্ক বালকদেরও তাঁহারা জোর করিয়া খ্রীষ্টান করিতেন। রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল সকল শ্রেণীর হিন্দুরাই ইহাতে শঙ্কিত হইলেন। পাদরিদের এবম্বিধ কার্য্যের বিরুদ্ধে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' আন্দোলন শুরু করিলেন। ইহার অধ্যক্ষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপদ্রব দূরীকরণের জন্য অগ্রসর হইলেন। তাঁহার এই কার্য্যে সহায় হইলেন রাজা রাধাকান্ত দেব। মিশনরীদের প্রতিষ্ঠিত অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলিই খ্রীষ্টানির কেন্দ্র হইয়াছিল। দরিদ্র হিন্দু ছাত্রগণকে যাহাতে বিদ্যাশিক্ষার জন্য এই সব বিদ্যালয়ে না-যাইতে হয়, সেজন্য হিন্দু নেতৃবর্গ অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হন। রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে ২৫ মে ১৮৪৫ তারিখে এই উদ্দেশ্যে সহস্রাধিক হিন্দুর একটি জনসভা হয়। এই দিনকার সভায় এককালীন চল্লিশ হাজার টাকা দান ও মাসিক চারি শত টাকা চাঁদার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। এই বিষয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (আষাঢ় ১৭৬৭ শক) লেখেন, "বিশেষতঃ রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর পক্ষপাত শূন্য হইয়া এ বিষয়ের সুসিদ্ধির জন্য যে প্রকার যত্নবান হইয়াছেন, ইহাতে কৃতকার্য্য হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দেখিতেছি।" বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য যে কমিটি গঠিত হয় রাধাকান্ত দেব তাঁহার সভাপতি হইলেন, সম্পাদক হইলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রামকমল সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিমোহন সেন।

প্রস্তাবিত বিদ্যালয় ১ মার্চ ১৮৪৬ তারিখে স্থাপিত হইল। ইহার নাম হইল হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় বা Hindu Charitable Institution।* কমিটি হিন্দুকলেজের অন্যতম মেধাবী ছাত্র ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। শিক্ষক নির্ব্বাচনেও যে রাধাকান্ত দেবের বিশেষ হাত ছিল, তাঁহার লিখিত পত্রাবলী হইতে তাহাও জানা যায়। বিদ্যালয়ের কার্য্য দুই বৎসরের অধিক কাল বেশ সুষ্ঠুভাবে চলে। কিন্তু ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের ফলে বিদ্যালয়ের প্রায় সমুদয় সঞ্চিত টাকাই নষ্ট হইয়া যায়। ইহার পরও কিছুকাল স্কুলটি চলিয়াছিল; কিন্তু তখন ইহার নিতান্তই হীনাবস্থা। ৩রা সেপ্টেম্বর ১৮৫১ তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পাঠে জানা যায়, তখনও হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় বিদ্যমান ছিল।

এই সময় শিক্ষা-বিভাগ ছাড়া সরকারী অন্যান্য বিভাগগুলিতেও মিশনরীদের প্রভাব লক্ষিত হয়। রাধাকান্ত দেব ডক্টর উইলসনকে পূর্ব্বোল্লিখিত পত্রে লেখেন,—

> Missionary influence is now on the ascendant; every department from the fountain head of Government to the lowest course of office is infected with it.

এই পত্রেরই আর এক স্থানে তিনি লেখেন,—

> The Christian bigots have marked me out as the butt of their rancour and hostility for my rigid adherence to principles.

রাধাকান্ত দেব এদেশে খ্রীষ্টান পাদরিদের ধর্ম্মপ্রচারের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষা-বিস্তারে সহায়তার প্রশংসা

* "The Hindu Charitable Institution...happily came to the birth on Sunday last, the 1st of March."—*The Friend of India*, March 5, 1846. W. Bph. of News. March 8.

করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি কাশীর জয়নারায়ণ ঘোষাল কলেজের অধ্যক্ষ পাদ্রি জে. ম্যাকাইকে ১ নবেম্বর ১৮৫০ তারিখে এক পত্রে এই মর্মে লেখেন যে, প্রাচ্যবাসীদের মধ্যে শিক্ষার প্রচারে প্রথম শ্রেণীর অক্লান্তকর্মা নিষ্ঠাবান মিশনরীদের প্রতিভা নিয়োজিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার স্বদেশবাসীরা ইহা দ্বারা আশানুরূপ লাভবান হয় নাই, কারণ খ্রীষ্টধর্ম প্রচার এই শিক্ষার এক প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এখানে প্রসঙ্গতঃ আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। খ্রীষ্টান মিশনরীদের ধর্মপ্রচার কার্য্য ব্যাহত করিবার জন্য এক দিকে যেমন অবৈতনিক ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, অন্য দিকে তেমনই যে-সব হিন্দু ইতিপূর্ব্বে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল তাহাদের পুনরুদ্ধারের জন্য ঐ সময় "পতিতোদ্ধার সভা" গঠিত হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রথম সাধারণ সভা হয় ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫এ মে চীৎপুরস্থ ওরিয়েন্টাল সেমিনারি গৃহে, এবং ইহার সভাপতিত্ব করেন রাজা রাধাকান্ত দেব। পতিতোদ্ধার সভার পক্ষে বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্ডিতদের নিকট হইতে পাঁতি সংগ্রহ করিয়া ভিন্ন ধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দুদের পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা হয়। ১৭৭৫ শকে (১৮৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে) মুদ্রিত বহু পণ্ডিতের নাম, তাঁহাদের প্রদত্ত পাঁতি এবং পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা সম্বলিত একখানি পুস্তিকা রাজা রাধাকান্ত দেবের পারিবারিক গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। রাধাকান্তের নেতৃত্বে আরব্ধ এই আন্দোলনকে সে যুগের বিখ্যাত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' (৫ জুন ১৮৫১) ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ("One of the most important events that has occurred in India in the present century.)

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজের সহিত রাধাকান্তের সম্বন্ধ ছিন্ন হ

বলিয়াছি। ইহার দুই বৎসর পরে শিক্ষা সম্পর্কে অন্য যে একটি আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহার সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, হিন্দুকলেজে হিন্দুদের কর্তৃত্ব তখন নামে মাত্র বিদ্যমান ছিল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের গোড়াতেই হীরা বুলবুল নামে কলিকাতাবাসী এক পশ্চিমা গণিকার পুত্র হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি হয়। ইহা লইয়া হিন্দুদের মধ্যে পুনরায় তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হইল। সরকারী শিক্ষা-সংসদ (কাউন্সিল অব এডুকেশন) কিন্তু স্থির করিলেন, কলেজ হইতে এই গণিকাপুত্রকে সরাইয়া দেওয়া হইবে না। হিন্দুরা ইহার প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তাঁহারা হিন্দু-কলেজের মত আর একটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিলেন। এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন ওয়েলিংটন স্ট্রীটস্থ দত্ত-পরিবারের রাজেন্দ্র দত্ত। রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশুতোষ দেব প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই প্রচেষ্টায় বিশেষ ভাবে যোগদান করেন। ইহার ফলে ২ মে ১৮৫৩ তারিখে চীৎপুর সিদ্ধিমাপটীর রামগোপাল মল্লিকের বৃহদ্বাটীতে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। মতিলাল শীলের শীলস্ ফ্রী কলেজ ও গুরুচরণ দত্তের ডেভিড হেয়ার অ্যাকাডেমি সমুদয় ছাত্র, আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম সমেত এই কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত হইল। রাধাকান্ত দেব সর্ব্বসম্মতিক্রমে কলেজ-পরিচালন-কমিটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। পৃষ্ঠপোষক—মতিলাল শীল; পরিচালন-কমিটিতে রহিলেন—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্র দত্ত, আশুতোষ দেব প্রভৃতি। কবি ও সাহিত্যিক হিন্দুকলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ইহার প্রধান বাংলা অধ্যাপক হইলেন প্রসিদ্ধ নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন। কলেজটি কিছু কাল বেশ সমারোহে চলিয়াছিল।

রাণী রাসমণি ইহার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুদের মধ্যে 'অনৈক্য ও অনুদ্যোগ' জন্য কলেজটি উঠিয়া যায়।

জনশিক্ষা

প্রত্যেক ব্যক্তির মাতৃভাষা আয়ত্ত করা অবশ্যকর্ত্তব্য। রাধাকান্ত বঙ্গসন্তানদের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মাতৃভাষা শিক্ষার দিকেও অবহিত ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের শেষে এবং ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভে, সেই 'অন্ধকার' বিশৃঙ্খল যুগেও বঙ্গদেশে পাঠশালার অপ্রতুল ছিল না। কিন্তু এ সমুদয় পাঠশালায় আগেকার সঙ্কীর্ণ প্রথায়ই শিক্ষা দেওয়া হইত। তখন পাঠ্য পুস্তকেরও একান্ত অভাব ছিল। যুগোপযোগী পাঠ্য পুস্তক ও সুপরিচালিত পাঠশালার অভাব বিশেষরূপ অনুভূত হইতে লাগিল। হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার মাত্র ছয় মাস পরে, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে পাঠ্য পুস্তক রচনার জন্য স্কুল-বুক সোসাইটি গঠিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিভিন্ন জনহিতকর কার্য্যে দেশী-বিদেশী গণ্যমান্য লোকেরা একযোগে কার্য্য করিতেন। এ ব্যাপারেও ইহার অন্যথা হইল না। স্কুল-বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হইতেই রাধাকান্ত দেব ইহার সঙ্গে যুক্ত হইলেন এবং কখনও একাকী, কখনও অপরের সহযোগে পুস্তক লিখিয়া বঙ্গভাষা শিক্ষা ও চর্চ্চার পথ সুগম করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত ইংরেজী পত্রে প্রকাশ, সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত বহু পুস্তক তিনি সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। রাধাকান্ত 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' রচনাকালে পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারকে সংস্কৃত সাহিত্য হইতে নানা উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দেন।

শুধু পাঠ্য পুস্তক রচনা দ্বারাই উন্নত ধরণের প্রাথমিক শিক্ষা প্রচার সম্ভব নয়। সোসাইটির কর্তৃপক্ষ ইহা স্থাপনের অল্পকাল পরেই বুঝিতে পারিলেন, দেশীয় পাঠশালাসমূহে নব-রচিত পাঠ্য পুস্তক প্রবর্তিত করাইতে হইলে ইহাদের সংস্কার সাধন আবশ্যক। তাঁহারা এজন্য ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি স্থাপন করিলেন। পুরাতন দেশীয় পাঠশালাগুলির সংস্কার সাধন ছিল ইহার প্রধান উদ্দেশ্য; কতকগুলি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করাও ইহার উদ্দেশ্য মধ্যে গণ্য হইল। তাঁহাদের ধারণা—বঙ্গসন্তানেরা এইরূপে মাতৃভাষার অধিকারী হইয়া হিন্দুকলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন, তাঁহাদের দ্বারা দেশাভ্যন্তরে শিক্ষা-প্রচার ও প্রসার সহজ হইয়া উঠিবে।

স্কুল-বুক সোসাইটির আনুকূল্যে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু ইহার কার্য্য-পরিচালনের ভার পড়িল একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কমিটির উপর। প্রথম হইতেই রাধাকান্ত দেব ইহার নেটিব সেক্রেটরী বা দেশীয় সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। সোসাইটির এই দেশীয় সম্পাদকের কার্য্য ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তখন কলিকাতায় যে সব প্রাথমিক স্কুল বা পাঠশালা ছিল তৎসমুদয় একে একে সোসাইটির নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা ছিল তাঁহার প্রধান কার্য্য। তখন খ্রীষ্টান মিশনরীদের প্রচার-পুস্তকগুলি ভাষায় রচিত হইতেছিল। সাধারণের মনে তখন এ ধারণা স্বতঃই উদয় হয় যে, পাঠ্য পুস্তকের নামে ঐ সব প্রচার-পুস্তক বুঝি বা পাঠশালাগুলিতে চালাইবার ব্যবস্থা হয়। রাধাকান্ত দেব প্রথমেই তাঁহার স্বদেশবাসীদের মন হইতে এই ধারণা নিরসন করিতে যত্নবান্ হইলেন। তিনি তখনকার পাঠশালাগুলি সুনিয়ন্ত্রণের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, সোসাইটির

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের কার্য্যবিবরণে তাঁহার নিজের লেখা বিবরণ হইতেই তাহা আমরা জানিতে পারি। তিনি এই মর্ম্মে লেখেন,—

> সোসাইটির স্কুল সমূহে অনুসৃত শিক্ষা-পদ্ধতির উপকারিতা আমার দেশবাসীরা এখন বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। ছেলেদের অভিভাবক ও শিক্ষক—যাঁহারা পূর্ব্বে শঙ্কান্বিত হইয়া পাঠ্যপুস্তক গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, তাঁহারাও এখন সোসাইটিভুক্ত হইবার জন্য লালায়িত। সোসাইটির সূচনায় আমি মাত্র ষোল কি সতের জন গুরুমহাশয়কে পাঠ্য-পুস্তক ব্যবহার করাইতে ও পরবর্ত্তী ২রা জুন [১৮১৯] এই সব পুস্তকের উপর বালকদের পরীক্ষা লওয়াইতে এই বলিয়া রাজী করাই যে, ইহাতে [খ্রীষ্ট] ধর্ম্ম সংক্রান্ত কোন বিষয়ই লেখা নাই। এই সময় কলিকাতা নগরীতে ১৮৮টি পাঠশালা ছিল। আমি শহরটিকে চারি ভাগে ভাগ করিলাম ও চারজন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বা তত্ত্বাবধায়ক স্থির করিলাম। এই পাঠশালাগুলির মধ্যে ৮৫টি এখন পর্য্যন্ত সোসাইটির আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে এবং অবশিষ্টগুলি শীঘ্রই করিবে। কলিকাতায় ইতিমধ্যে কতকগুলি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় সোসাইটির তিনটি পাঠশালা উঠিয়া গিয়াছে।

রাধাকান্ত দেব নিজ শোভাবাজার বাটীতে স্কুল-বুক সোসাইটির পুস্তকগুলি আমানত রাখিতেন এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে যথাসময়ে সে সব বিতরণ করিতেন। এখনও তাঁহার নিজ গ্রন্থাগারে এই সব পুস্তকের অনেকগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। সোসাইটি-ভুক্ত পাঠশালাগুলিকে নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে আনিবার জন্য তিনি বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করেন। স্কুল-বুক সোসাইটির পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার স্কুল-সোসাইটির পাঠশালাসমূহের পরিদর্শক (আধুনিক কালের ইন্সপেক্টর) নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার কার্য্য বাড়িয়া গেলে রাধাকান্ত দেব সোসাইটির পক্ষে তাঁহার কয়েক জন সহকারী নিয়োগ করিলেন।

তিনি নির্দেশ দিলেন যে, পাঠশালায় গুরুমহাশয়গণকে বাংলা ব্যাকরণ বিশেষরূপে আয়ত্ত করিতে হইবে। রাধাকান্ত স্বয়ং চতুর্থ বিভাগের তত্ত্বাবধায়কের কার্য্য করিতেন। নিজ শোভাবাজারস্থ বাটীতে তাঁহারই তত্ত্বাবধানে সোসাইটির অন্তর্গত পাঠশালাসমূহের ছাত্রদের বার্ষিক ও ত্রৈমাসিক পরীক্ষা হইত। মেধাবী ছাত্রদের পারিতোষিক দেওয়া হইত, গুরুমহাশয়গণও নিজ নিজ ছাত্রদের কৃতিত্ব অনুযায়ী সাময়িক বৃত্তি লাভ করিতেন। কোন কর্ম্মব্যাপদেশে কলিকাতার বাহিরে গেলে অনুপস্থিত কালের জন্য তিনি উপযুক্ত লোকের উপর কর্ম্মভার অর্পণ করিয়া যাইতেন। তিনি ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ মার্চ সোসাইটিকে দ্বিতীয় বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন। তাঁহার কৃতিত্ব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া সভাপতি জে. পি. লার্কিন্স লেখেন,—

> Nothing can be more satisfactory and encouraging than the report now submitted by our Native Secretary, the correctness of whose statement needs no construction...To the zeal and exertion of Radhakant Deb the Society owes much of its success with which their endeavours to disseminate instruction to the unenlightened Natives have been crowned and the Committee I am sure feel as they ought their obligation to the individual. To Mr Hare, too, their expressions of their best acknowledgement is due for his personal exertion in furthering the institution.

ডেভিড হেয়ারও স্কুল সোসাইটি স্থাপনের সময় হইতেই ইহার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি শিমুলিয়া, ঠনঠনিয়া ও পটলডাঙ্গায় তিনটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সোসাইটির ইউরোপীয় সম্পাদক ডবলিউ. এইচ. পিয়ার্স অসুস্থ হইয়া পড়িলে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ৩১এ ডিসেম্বর এই কর্ম্মে ইস্তাফা দেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভেই ডেভিড হেয়ার তাঁহার স্থলে ঐ পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি সোসাইটি যত দিন বিদ্যমান ছিল এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বলা বাহুল্য, রাধাকান্ত

দেব দীর্ঘকাল হেয়ারের সঙ্গে একযোগে পাঠশালাসমূহের উন্নতিকল্পে কার্য্য করিয়াছিলেন। সোসাইটির তত্ত্বাবধানে পাঠশালাসমূহে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া বঙ্গসন্তানগণ কিরূপ উপকৃত হইতেছিল, রাধাকান্ত দেব ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত রিপোর্টের শেষে তাহার এইরূপ উল্লেখ করেন,—

> In concluding this, I think it proper to add that in my opinion the Society has afforded considerable benefit to the Natives of the country by patronising the Indigenous Schools in the Metropolis. The children of all respectable Natives are taught therein as the schools are situated within their own houses or very near them and the exertion of the Society has occasioned a great improvement and their progress is increasing daily, for which the Society's kind attention to the Indigenous department is very desirable.

সোসাইটি প্রতি বৎসর পাঠশালাসমূহ হইতে উৎকৃষ্ট নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ছাত্রকে (প্রথমে কুড়ি জন, ও পরে ত্রিশ জন) নিজ ব্যয়ে হিন্দুকলেজে পড়াইবার ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থার ফলে বহু দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্র তৎকালীন উচ্চ শিক্ষা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। গবর্ণেন্ট ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রতিমাসে সোসাইটিকে পাঁচ শত টাকা করিয়া অর্থ সাহায্য করিতেন। কিন্তু ইহার ব্যয় বেশীর ভাগ চাঁদা-দাতাদের অর্থেই নির্ব্বাহিত হইত। কলিকাতায় ১৮৩০-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বড় বড় বাণিজ্য-কুঠী দেউলিয়া হয়। ইহার ফলে দেশী-বিদেশী নির্ব্বিশেষে সম্পৎশালী ব্যক্তিমাত্রেই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। তাঁহাদের পক্ষে সোসাইটিকে অর্থ সাহায্য করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। এই সময় সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ ম্যাকিণ্টস কোম্পানির পতন ঘটে এবং এখানে গচ্ছিত অর্থ একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। তখন ইহার কেবলমাত্র সম্বল থাকে গবর্ণেন্ট প্রদত্ত সাহায্য মাসিক পাঁচ শত টাকা। সোসাইটির বহু সাধ দেশীয় পাঠশালার সাহায্য ও এতৎসম্পৃক্ত অন্যান্য কার্য্য বন্ধ করিয়া দিতে হয়

ইংরেজী স্কুলগুলি রক্ষার সপক্ষে মত দেন। রাধাকান্ত দেব ইহার বিরোধিতা করিয়া এই মর্ম্মে একটি বিবৃতি দেন,—

> দেশী পাঠশালাগুলির সাহায্য বন্ধ করা কোন মতেই সমীচীন নহে। সোসাইটি একমাত্র ইংরেজী স্কুলগুলি রক্ষার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা রদ করা উচিত। কেন-না শহরে এখন ইংরেজী স্কুলের অভাব নাই, ইহার সংখ্যা অতি দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু দেশী পাঠশালাগুলি রক্ষার জন্ত স্কুল সোসাইটি ভিন্ন অপর কোন প্রতিষ্ঠানই এ পর্য্যন্ত মনোযোগী হয় নাই। যে পাঁচ শত টাকা সরকারী সাহায্য পাওয়া যাইতেছে তাহা হইতে হিন্দুকলেজে সোসাইটির ছেলেদের পড়াইবার জন্ত ব্যয় করিয়া অবশিষ্ট দুই শত টাকা পাঠশালা বিভাগের জন্ত খরচ করা হউক।

এই বিবৃতিতে বিশেষ কোন ফলোদয় হয় নাই। সোসাইটি অতঃপর কিরূপ ভাবে তাহার কার্য্য সঙ্কুচিত করিলেন, রাধাকান্তের কথায়ই তাহা বলিতেছি,—

> The School Society "was on account of the great mercantile failures in the year 1838 and the loss it sustained by the failure of its treasurers Messrs. Mackintosh & Co., so much reduced that it was obliged to relinquish the whole of its Bengalee schools—Indigenous and others and only to retain the two English schools which were united into one at Putuldanga in Calcutta. This school has continued ever since and is still flourishing with upwards of 470 pupils under the care of Mr. D. Hare."*

* [illegible] ১৫ই নবেম্বর ১৮৪০ তারিখে লিখিত রাধাকান্ত দেবের পত্র হইতে।

স্ত্রীশিক্ষা

রাধাকান্ত দেব স্ত্রীশিক্ষা প্রচারেও সমান অবহিত ছিলেন। পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার তাঁহার 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকে লিখিয়াছেন, "কলিকাতার রাজবাটীর প্রায় সকলেই [মহিলাই] লেখাপড়া বিদিত আছেন।" কলিকাতা রাজবাটী বলিতে শোভাবাজার রাজবাটী বুঝাইত। তখন প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে ভদ্র হিন্দু কন্যাদের পড়াইবার রেওয়াজ ছিল না। সম্পন্ন হিন্দুরা শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া মেয়েদের পড়াইতেন। ২ জুন ১৮২১ তারিখে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক সভায় কথা উঠে যে, হিন্দু নারীদের বিদ্যাশিক্ষার কোনই ব্যবস্থা নাই। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন সুপ্রিমকোর্টের (বর্তমান হাইকোর্ট) প্রধান বিচারপতি স্যর্ এডওয়ার্ড হাইড ঈস্ট। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই মর্মে এ কথার জবাব দেন যে, স্ত্রীজাতির শিক্ষাকল্পে এ-যাবৎ হিন্দুপ্রধানগণ প্রকাশ্যে কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই বটে, কিন্তু ইহা বড়ই সন্তোষের বিষয় যে, তাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ অবহিতই আছেন। তাঁহারা কেহ কেহ নিজ পরিবারের মধ্যে নারীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

রাধাকান্ত প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বালিকাদের পাঠাইবার পক্ষপাতী ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উৎসাহদাতা ও সমর্থক ছিলেন, এবং সমসময়ে ও পরবর্তী যুগে এ-বিষয়ে অগ্রণী বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন। রাধাকান্ত দেবের শোভাবাজার ভবনে স্কুল সোসাইটির ছাত্রগণের যে বার্ষিক ও ত্রৈমাসিক পরীক্ষা হইত, তাহাতে মিসেস কুবিনাইন সোসাইটির পাঠশালার বালিকারাও প্রথম প্রথম যোগদান করিত। ছেলেদের মত তাহাদেরও কৃতিত্বানুসারে পারিতোষিক

দেওয়া হইত, জলযোগাদিরও তাহারা ভাগ লইত। খ্রীষ্টতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়ার জন্য ঐ সব বালিকা-বিদ্যালয় কিন্তু সম্রান্ত হিন্দুদের মধ্যে কখনও জনপ্রিয় হয় নাই। নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্র হিন্দু বালিকারাই এখানে অধ্যয়ন করিত। খ্রীষ্টান মহিলারা দারিদ্র্যের সুযোগ লইয়া ছাত্রীদের অনেককে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিতেন। কোন রকম ধর্মশিক্ষা দেওয়া হইবে না—এই সর্ত্তে কলিকাতায় প্রথম সাধারণ প্রকাশ্য বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে। ভারত-সরকারের আইন-সচিব ও এডুকেশন কৌন্সিলের সভাপতি ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন সাহেব ইহার প্রতিষ্ঠাতা। এই কার্য্যে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করেন এডুকেশন কৌন্সিলের অন্যতম সদস্য রামগোপাল ঘোষ এবং দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার। তখনকার দিনের প্রগতিশীল সংবাদপত্র 'সম্বাদ ভাস্কর' এই প্রচেষ্টার সমর্থন করিলেও অন্য বহু পত্রিকা ইহার নিন্দা করিতে থাকে। এই সময়ে বীটন সাহেব 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে'র একটি অভিনব সংস্করণ প্রকাশের সঙ্কল্প করেন। এই পুস্তকখানির প্রকাশ এবং সাধারণ ভাবে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে রাধাকান্ত দেব ও বীটন সাহেবের মধ্যে পত্র ব্যবহার হয়। একখানি পত্রে (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৫১) রাধাকান্ত দেব স্ত্রীশিক্ষার নিন্দাবাদের প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে লেখেন,—

> My literary occupations leave me little or no time to look over the newspapers but I have learnt...that impudent publications are appearing therein to sully your reputation. They are certainly the vituperation of a malignant mind that cannot rest without doing evil.

আর একখানি পত্রে তিনি স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে তাঁহার অভিমত এবং ত্রিশ বৎসর যাবৎ এই উদ্দেশ্যে তিনি কি কি করিয়াছেন তাহার একটি

সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করেন (২০ মার্চ ১৮৫১)। ইহার মর্ম এখানে দিতেছি,—

> আপনি যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে এতটা প্রয়াসী হইয়াছেন সে সম্বন্ধে আমার অভিমত সম্পর্কে বিপরীত ধারণা দূর করিবার জন্য আমি এই সুযোগে বলিয়া রাখি যে, আমি নিজে এতকাল উপদেশ ও কর্মের দ্বারা দেখাইয়াছি যে, আমি স্ত্রীশিক্ষার একজন প্রধান উদ্যোক্তা। জাতির নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক সুখ বৃদ্ধির পক্ষে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক তাহা এখন আর ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে হইবে না।
>
> গত স্কুল সোসাইটির অধীনে কলিকাতার যে-সব দেশী পাঠশালা বিদ্যমান ছিল তাহাতে ছাত্রদের সঙ্গে বহু বুদ্ধিমতী বালিকাও অধ্যয়ন করিত। বালিকারা পিতার বা প্রতিবেশীদের গৃহে বসিয়া পড়াশুনা করিত। সোসাইটির পণ্ডিত ও তাঁহার সহকারীরা আমার ভবনে বালিকাদের পরীক্ষা লইতেন ও তাহাদের পারিতোষিক বিতরণ করিতেন। আমি নিজে সোসাইটির নেটিভ সেক্রেটারী* ছিলাম এবং এই ব্যবস্থার প্রশংসনীয় কার্যকারিতা দেখিয়া নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিতাম। এ কার্যের কেহই কোন প্রতিবন্ধকতা, বা ইহার কোন বিরুদ্ধাচরণ করিত না। আমার একান্ত বাসনা, এই ব্যবস্থা আবার প্রবর্তিত হয়।
>
> সেই [illegible] আমলেই প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা হয়। কিন্তু তদবধি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মাত্রেই এরূপ বিদ্যালয়ে কন্যাদের প্রেরণ মর্যাদাহানিকর বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছেন। আমি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে পাদরি ডব্লিউ. এইচ. পীয়ার্সকে যে পত্র লিখি তাহাতে এই কথা স্পষ্ট ছিল,—
>
> 'আমরা আমাদের কন্যাদের বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা পড়াইয়া থাকি। সকলে অবশ্য এরূপ করেন না, [illegible] শিক্ষকগণ

ধনী এবং সম্রান্ত লোকদের কন্যাদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে ছাত্রীরূপে পাইবেন না।'

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে যখন ব্রিটিশ অ্যাণ্ড ফরেন স্কুল সোসাইটি হিন্দু নারীদের শিক্ষা কল্পে কুমারী কুককে [পরে মিসিস উইলসন] এদেশে পাঠান তখনও প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে হিন্দু মেয়েদের প্রেরণে বিশেষ আপত্তি হয়। আমি উক্ত ভদ্রলোককে হিন্দু সমাজের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া তখন এই মর্মে লিখি,—

'শিক্ষয়িত্রী দ্বারা বিবাহের পূর্ব্বে বালিকাদের বাংলা পড়ানো সম্বন্ধে সকলকেই বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এখনই কোন কোন পরিবারে গৃহশিক্ষক রাখিয়া বিবাহের পূর্ব্বে আট-নয় বৎসর বয়স্ক মেয়েদের পড়াইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই সব কারণে সাধারণের পক্ষে আমি এই মত প্রকাশ করিতেছি যে, কুমারী কুক দ্বারা প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বালিকাদের শিক্ষাদান সম্পর্কে বিবেচনার্থ সোসাইটির কোন অধিবেশন আহ্বানের আবশ্যক নাই। কুমারী কুক প্রয়োজন হইলে দরিদ্র ছাত্রীদের জন্য সদ্যপ্রতিষ্ঠিত মিশনরী-স্কুলগুলিতে শিক্ষা দানে লিপ্ত হইতে পারেন।'

আর একখানি পত্রে আমি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম,—

'হিন্দুরা তাঁহার [কুমারী কুকের] প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিবেন, যদি দরিদ্র অথচ সদ্‌বংশজাত হিন্দুনারীরা তাঁহার নিকট সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ ও বাস্তুক বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারে। এরূপ শিক্ষিত নারীরা পরে হিন্দু-প্রধানগণের নারীদের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইতে পারিবেন। ইহাতে হিন্দুদের চিরাচরিত রীতিনীতির উপর আদৌ হস্তক্ষেপ করা হইবে না, অথচ নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার লাভ ঘটিবে।'

ইহা হইতে এখন পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, বালিকাদের জন্য

সাধারণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সমাজের গোঁড়া হিন্দুদের বিরূপ মনোভাব নূতন নহে, বিদ্যালয় স্থাপয়িতাদের প্রতি ঈর্ষামূলক মনোবৃত্তি হইতেও ইহা উদ্ভূত হয় নাই।...

আমার অভিমত এই যে, কর্তৃপক্ষের প্রকাশ্য সাধারণ বিদ্যালয়ে নবশাক-কন্যাদের ভর্তি করা উচিত। নবশাকগণ সমাজের খুব নিম্ন শ্রেণীর নহেন। স্কুল সোসাইটির মত একটি সোসাইটি গঠিত হইয়া বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহ দিলে ভাল হয়। ভাবী সাধারণ বালিকা-বিদ্যালয়সমূহের জন্য আবশ্যক শিক্ষয়িত্রীগণ ঐরূপ প্রকাশ্য বিদ্যালয় হইতে সরবরাহ হইবেন।

বীটন স্কুল (তখনকার নাম ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল) প্রতিষ্ঠার প্রায় সমকালে রাধাকান্ত দেব নিজ ভবনে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ১১এ মে ১৮৪৯ তারিখে 'সমাচার ভাস্কর' লেখেন,—

কলিকাতা নগরে বাঙ্গালীদের শিক্ষার্থ দ্বিতীয় বিদ্যালয়।—আমরা শ্রবণ করিলাম শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর তাঁহার বাটিতে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার্থ এক পাঠশালা সংস্থাপন করিয়াছেন, সংস্কৃত কলেজের একজন ছাত্র ঐ বালিকাগণকে ইংরেজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় শিক্ষাদান করিতেছেন।

ধর্ম্ম ও সামাজিক ব্যাপারে প্রাচীনপন্থী হইলেও, স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার-কল্পে রাধাকান্ত দেব যে সে-যুগে অগ্রণী ছিলেন, উগ্র প্রগতিপন্থী পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ঐ বৎসর বেথুন-সোসাইটির বক্তৃতাকালে তিনি বলেন,—

Are we to hear in 1849 objections which were so ably refuted as early as 1824 by the President of the Dharma Sabha himself ?...Have Wilson and Macaulay and Ryan and Cameron... produced educated men who are found to oppose that which Rajah Radhakant had himself publicly maintained so many years ago...?

সংস্কৃত শিক্ষা

রাধাকান্ত দেবের সংস্কৃত-চর্চ্চা সর্ব্বজনবিদিত। সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার সম্পর্কেও তিনি সমান অবহিত ছিলেন। পিতা গোপীমোহন সংস্কৃত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য হাতীবাগানে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন সে-যুগের বিখ্যাত পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার। শোভাবাজার-রাজপরিবার সংস্কৃতসাহিত্যানুরাগী ও পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া সে-যুগে সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন।

রাধাকান্ত কৈশোরেই সংস্কৃত চর্চ্চা আরম্ভ করেন। শেষ-জীবন পর্য্যন্ত তিনি সংস্কৃতের অনুশীলন অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন—স্বদেশবাসীর উন্নতির জন্য এক দিকে যেমন ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ আবশ্যক, অন্য দিকে তেমনই ব্যাপক ভাবে দেবভাষা মূল সংস্কৃত এবং তাহাতে লিখিত সাহিত্য ও শাস্ত্র চর্চ্চার প্রবর্ত্তনও একান্ত দরকার, এবং ইহা বুঝিয়াই তিনি যৌবনেই যুগপৎ সংস্কৃত ও ইংরেজী শিক্ষা প্রচারে মনঃসংযোগ করেন। এইখানেই রাধাকান্ত দেব এবং রামমোহন রায়ে প্রভেদ লক্ষ্য করি। রামমোহন লর্ড আমহার্ষ্টকে যে পত্র লেখেন তাহাতে তিনি যুক্তি-প্রমাণ সহযোগে ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, সংস্কৃতের চর্চ্চা দেশবাসীর মনকে নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাখিবারই প্রকৃষ্ট পন্থা। তখন সংস্কৃত শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার নিশ্চয়ই আবশ্যক হইয়াছিল। রাধাকান্ত দেব সংস্কৃত শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার সাধন করিয়া ইহার চর্চ্চা সহজসাধ্য ও সহজলভ্য করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কালে রাধাকান্তের প্রচেষ্টার যুক্তিযুক্ততা প্রমাণিত হইয়াছে।

ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বলিয়াছিলেন—সংস্কৃত সাহিত্যের আবিষ্কারের ফলে পরবর্তী বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের রেনেসান্স বা পুনর্জন্ম লাভ হইবে। একথা এখন একরূপ স্বীকৃত যে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলন উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা অনেকখানি বদলাইয়া দিয়াছে। এই শতাব্দীতে দেশ-বিদেশে সংস্কৃতের অনুশীলনে রাধাকান্ত দেবের প্রচেষ্টা বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছে। গত শতাব্দীর মধ্যভাগেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সংস্কৃত চর্চার ধুম পড়িয়া যায়। তথাকার উইলসন, ম্যাক্সমুলর, রুনো প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ ও রাধাকান্ত দেবের মধ্যে প্রায়ই পত্রের আদান-প্রদান চলিত। রাধাকান্ত দেব অনুমান ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'শব্দকল্পদ্রুম' নামক সুবৃহৎ সংস্কৃত অভিধান সঙ্কলন ও খণ্ডাকারে মুদ্রণ করিতে আরম্ভ করেন। এই অভিধান প্রকাশ সম্পূর্ণ হইতে তাঁহার চল্লিশ বৎসরেরও অধিক সময় লাগিয়াছিল। সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হইলে তিনি ম্যাক্সমুলরকে ১৮৫১, ১৮ই নবেম্বর এক পত্রে লেখেন,—

> When I ventured to assume the character of a Lexicographer my most ambitious wish was but to revive the study of Sanscrit in my own country where it has been on the decline. But I should not dissemble that love of fame stimulated my exertion through worldly tribulations where patience must have failed and perseverance wearied.
>
> I have devoted the greatest portion of my life and no inconsiderable labour and expense to the execution of the work and though as an Encyclopedist I have no claims to originality or to the merits of a genius yet I trust my industry and application will at least be applauded when I may be considered as a pioneer of Sanscrit learning.

উদ্ধৃত অংশে রাধাকান্ত দেবের 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রকাশের উদ্দেশ্য সুব্যক্ত। বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী ইহার সাহায্যে বিশেষ উপকৃত

হন ও সকলবিত্তা রাধাকান্ত দেবের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইউরোপের বহু নৃপতির নিকট হইতে রাধাকান্ত পদক ও পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পরিশিষ্ট খণ্ড প্রকাশের পর 'শব্দকল্পদ্রুম'-এর কার্য্য পরিসমাপ্তি হয়। ইহার এক বৎসর পরে, ১৮৫৯, ২৫এ নবেম্বর কলিকাতাস্থিত রাধাকান্ত দেবের স্বদেশবাসীরা এবং ইউরোপীয় মনীষীরা তাঁহাকে মানপত্র প্রদান করেন। মানপত্রদাতাদের মধ্যে প্রতাপচন্দ্র সিংহ, সত্যচরণ ঘোষাল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজেন্দ্র মল্লিক, রমাপ্রসাদ রায়, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, হরি ডকং (নেপাল মহারাজার প্রতিনিধি), শম্ভুনাথ পণ্ডিত, অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসাদ ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হাকিম মির্জা খালী, অ্যাশলি ইডেন, উইলিয়ম কে, জেমস্ লং প্রমুখ সে যুগের বহু ধনী, মানী, পণ্ডিত, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, প্রাচীনপন্থী, প্রগতিবাদী এবং খ্রীষ্টান মিশনরী ছিলেন। তাঁহারা মানপত্রে রাধাকান্তের ঐকান্তিক ও একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনার এবং অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের কথা এইরূপ বর্ণনা করেন,—

> It has long been the earnest desire of a portion of the community to express to you in a formal manner the high respect which they entertain towards you personally, and their sense of the great value of your labour in the cause of literature generally, and that of your own country in particular.
>
> Those labours have been eminently successful. Your researches into the mythology and antiquities of India have thrown much light on various interesting topics, and have revealed facts and analogies of which the full use yet remains to be made. Future generations of scholars will find ready help from them in the prosecution of a difficult class of studies, and the *Sabdakalpadruma*, in which are embodied most of the results of

your researches, will ever remain a mine of knowledge, where every enquirer into the history, religion, customs, and antiquities of a large portion of the human race, may seek for valuable aid.

The *Sabdakalpadruma* is, indeed, a noble work In other countries, the energies and means of many men were combined to produce works of analogous import and character, and we can scarcely do adequate justice to a production which evinces such depth of erudition and extent of research as this encyclopædia of Sanscrit history and literature. It has spead your name and reputation wherever knowledge is cultivated and scholarship appreciated.

* * *

Nor can we, on such an occasion, omit all allusion to your conduct in private life. Born in a position in which ease and enjoyment hold forth strong temptations, you undertook a life of servere toil, only alleviated by the love of knowledge and the desire to spread it. Such of us as have had the pleasure of personal intercourse with you, know to our delight how many rare accomplishments are united to those high qualities which have made you a worthy leader of the community, and a successful cultivator of letters,—accomplishments which have realised in you an acknowledged pattern of Indian gentlemanliness —*Rajah Sir Radhakant Bahadur, K. C. S. I.*, pp. 25-28.

*

বঙ্গদেশেও সংস্কৃত-বিদ্যার পুনঃপ্রচারে রাধাকান্ত দেবের কৃতিত্ব অনেকখানি। এ-কারণ বঙ্গদেশে সংস্কৃত শিক্ষার সরকার-প্রতিষ্ঠিত একমাত্র কেন্দ্র সংস্কৃত কলেজকে যখনই নানা ভাবে পঙ্গু করিবার চেষ্টা চলিত, তখনই তিনি তাহার প্রতিবাদ করিতেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজীকে শিক্ষার বাহন করা সাব্যস্ত হইলে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের মাসহারা প্রথমে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং পণ্ডিত ও অধ্যাপকের সংখ্যা হ্রাস ও ভাতা কমাইবারও প্রস্তাব করা হয়। রাধাকান্ত দেব ইহাতে যারপরনাই ক্ষুব্ধ হইলেন এবং বিলাতে হাইড ঈষ্ট, উইলসন ও

অন্যান্য শিক্ষানুরাগী সুপণ্ডিত বন্ধুগণকে পত্রে তাঁহার ক্ষোভের কথা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সংকোচ করিতে সরকারী শিক্ষা-কমিটি উদ্‌গ্রীব হইলেন এবং কেহ কেহ ইহা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য যে মূলতঃ ইউরোপীয় বিদ্যার অনুশীলন—এইরূপ ঘোষণা করিলেন। তখন রাধাকান্ত দেব ইহার প্রতিবাদে এক তীব্র মন্তব্য পেশ করেন।

এই সময় সংস্কৃত কলেজের অবস্থা সত্য সত্যই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পূর্ব্বে ডক্টর উইলসন প্রমুখ সুপণ্ডিত ব্যক্তিদের নির্দ্দেশে সংস্কৃত কলেজের কার্য্য সুষ্ঠুরূপেই নির্ব্বাহিত হইত। বাঙালীদের মধ্যে সুবিখ্যাত রামকমল সেন চরি বৎসর কাল (১৮৩৫-৩৮) ইহার সম্পাদক ছিলেন। স্বয়ং রাধাকান্ত দেবও স্বল্পকাল রামকমল সেনের অনুপস্থিতি সময়ে (১৮৩৬ ডিসেম্বর হইতে ১৮৩৭ মার্চ পর্য্যন্ত) ইহার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ সরকার যে রকম কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ করেন তাহাতে এদেশে সংস্কৃত-চর্চ্চার উন্নতি সম্বন্ধে তিনি হতাশ হইয়া পড়েন। সংস্কৃত কলেজের পরিচালন-ভার দীর্ঘকাল এমন সব লোকের উপর ন্যস্ত ছিল, যাঁহারা সংস্কৃতের এক বর্ণও বুঝিতেন না। তাই ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর রাধাকান্ত দেব উইলসন সাহেবকে এক পত্রে দুঃখ করিয়া লিখিলেন,—

> As for the Sanscrit College you can well imagine its fate it being placed under the superintendence of a body of men not one of whom understands a bit of or cares a whit for, Sanscrit.

রাধাকান্ত স্বদেশবাসীর মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারের জন্য স্বয়ং শোভাবাজারে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বৎসরের ৯ই ফেব্রুয়ারি 'সমাচার চন্দ্রিকা' লেখেন,—

> নূতন সংস্কৃত কলেজ। আমরা অতীব আনন্দ সলিলে অবগাহন-পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি অস্ম নগরীর অদ্বিতীয় মহারাজপদ্য স্বধীর

> পণ্ডিত মণ্ডলী উজ্জ্বল নৃপবর শ্রীমন্মহারাজ রাধাকান্ত বাহাদুর সম্প্রতি অভিনব সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।…পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র তর্কপঞ্চানন তথা শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র শিরোমণি শ্রীযুক্ত কালীকমল তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। বেলা ১০ দশ ঘণ্টাবধি দুই প্রহর চারি ঘণ্টা পর্য্যন্ত পাঠের কাল নির্ণীত হইয়াছে ১২ বারো জন বিদেশীয় ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। ঐ অভিনব কালেজে আপাততঃ ব্যাকরণ, অলঙ্কার, পদ, ভট্টী, কুমার, কাব্যাদি শব্দশাস্ত্র এবং নব্য প্রাচীন স্মৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যাপনা হইতেছে নিযুক্ত অধ্যাপকদিগের কথাই নাই, ঐ সকল বিদেশীয় ছাত্রগণেরাও রাজসংসার হইতে আহারীয় নগদ বৃত্তি পাইতেছেন ।

সমাজ-সেবা ও জনহিতকর কার্য্য

রাধাকান্ত দেবের প্রধান কার্য্যসমূহের এ-পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়াছি। ইহা ছাড়া, তিনি নানা সভা-সমিতি এবং সরকারী ও বেসরকারী বহু কমিটিতে যোগদান করিয়া নিজ জ্ঞানবুদ্ধিমতে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এখানে কয়েকটি প্রধান কার্য্যের মাত্র উল্লেখ করিব।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতায় হিন্দুকলেজে শিক্ষিত, পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত বাঙালীরা মিলিত হইয়া গৌড়ীয় সমাজ স্থাপন করেন। ইহার উদ্দেশ্য—'এতদ্দেশীয় লোকেদের বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানোপার্জন'। রাধাকান্ত দেব প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ইহার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গৌড়ীয় সমাজের কর্মকর্তৃ-সভায় ছিলেন লাডলিমোহন ঠাকুর, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীকান্ত ঘোষাল, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামজয় তর্কালঙ্কার, রাধাকান্ত দেব,

তারিণীচরণ মিত্র ও কাশীনাথ মল্লিক। এই সভা অনুমান দুই বৎসর চলিয়াছিল।

শোভাবাজার-রাজপরিবারে কখনও সতীদাহ-প্রথা অনুসৃত হয় নাই। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেহ সতী হইলে রাধাকান্ত বিশেষ মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতেন। তবে হিন্দুর কোন সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধে সরকার হস্তক্ষেপ করেন ইহা তিনি পছন্দ করিতেন না। এ-কারণ ১৮২৯, ৪ ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক আইনের বলে সতীদাহ-প্রথা রহিত করিলে যাঁহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া লিখিত প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন, রাধাকান্ত তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। বেণ্টিঙ্ক তাঁহাদের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিলে হিন্দু প্রধানগণ প্রধানতঃ ইহার প্রতিকারার্থ এদেশে ও বিলাতে আন্দোলন চালাইবার জন্য ২৭ জানুয়ারি ১৮৩০ তারিখে 'ধর্ম্মসভা' নামে একটি সভা স্থাপন করেন। এই সভার পক্ষে বিলাতের প্রিভি কৌন্সিলে আবেদন করা হইয়াছিল। আড়াই বৎসর পরে ১৮৩২, ১১ জুলাই প্রিভি কৌন্সিল এই আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া সতীদাহ-নিষেধক আইন বহাল রাখেন।* ধর্ম্মসভা ইহার পরও বহু দিন চলিয়াছিল। রাধাকান্ত দেব বরাবর ইহার সভাপতি ছিলেন।

গবর্ণমেণ্টকে লিখিত রাধাকান্ত দেবের যে পত্রখানি গোড়ার দিকে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটির সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগের উল্লেখ আছে। এদেশে কৃষিকর্ম্মের উন্নতির জন্যই মূলতঃ এই সভা স্থাপিত হয়। ইহা প্রতিষ্ঠার

* রাধাকান্ত দেব ১৮৩২, ১৭ই নবেম্বর তারিণীচরণ মিত্রকে লেখেন,—

I deeply regret to inform you that the Suttee Petition was dismissed after a long argument for three days. The dismissal, however, was not unanimous and impartial as 4 Lords of the Privy Council were in favour of the Petition and 6 against it.

প্রধান উদ্যোগী ছিলেন উইলিয়ম কেরী। রাধাকান্ত দেব একাধিক বার ইহার সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এই সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত রচনাবলীতে চব্বিশ-পরগণা জেলায় কৃষির উন্নতিবিষয়ক তাঁহার একটি প্রস্তাব মুদ্রিত হয়।

স্বদেশের শিল্পোন্নতির দিকেও রাধাকান্তের মন অভিনিবিষ্ট ছিল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে নূতন সনন্দ লাভ করে, তাহার ফলে ভারতবর্ষে ইহার একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার বিলুপ্ত হয়। এই সনন্দে আরও নির্দ্দেশ থাকে যে, শিক্ষিত ভারতবাসী দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দেই প্রথমটির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া বেসরকারী লোকদের দ্বারা ভারতবর্ষে চা উৎপাদন ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টিত হইলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে 'টি কমিটি' গঠন করেন। রাধাকান্ত দেব এই কমিটির একজন সদস্য নিযুক্ত হইলেন। এই কমিটি-প্রেরিত প্রতিনিধিগণ, আসামে যে প্রচুর চা জন্মে তাহা সর্ব্বপ্রথম সভ্য-জগতের গোচরীভূত করেন। সে-যুগের বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ ডক্টর এন. ওয়ালিচ এই দলের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন।

বেণ্টিকের আমলেই উচ্চশিক্ষিত দেশীয় যুবকদের ডেপুটি কলেক্টর প্রভৃতি উচ্চ পদে নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। পরিণতবয়স্ক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও গুরুত্বপূর্ণ অবৈতনিক পদে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং জে. পিও সর্ব্বপ্রথম কলিকাতার অবৈতনিক জাষ্টিস অফ দি পীস নিযুক্ত হইলেন। সপ্তাহে দুই দিন রাধাকান্ত দেব বিচারাসনে বসিতেন।*

* এই সম্পর্কে রাধাকান্ত দেব ডক্টর হোরেস হেম্যান উইলসনকে ৫ মার্চ ১৮৩৬ তারিখে একখানি পত্রে লেখেন,—

রাধাকান্ত দেব বিশ্বাস করিতেন—তাঁহার স্বদেশবাসীরা বিচার-কার্য্যে সুপটু, তাহাদের বিচারকার্য্য তাহারা নিজেরাই সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন করিতে পারে। দীর্ঘকাল আন্দোলনের পর জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে ভারতের সকল অধিবাসীই ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে গ্র্যাণ্ড ও পেটি উভয় প্রকার জুরী হইবার অধিকার লাভ করে। ভারতীয় জুরীরা কিরূপ যোগ্যতার সহিত বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, রাধাকান্ত ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ জুন সার্ হাইড ঈস্টকে লিখিত এক পত্রে তাহার সবিশেষ উল্লেখ করেন।

সরকার যখন লাখেরাজ বা নিষ্কর সম্পত্তির উপর কর বসাইতে মনস্থ করেন, তখন ইহার প্রতিবাদে কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। রাধাকান্ত দেব ছিলেন ইহার উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন। এই আন্দোলনের ফলে ১৯এ মার্চ ১৮৩৮ কলিকাতায় জমিদার-সভা গঠিত হইল। রাধাকান্ত দেব এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা হইতে জমিদার-সভার উদ্দেশ্য ও গবর্ণমেণ্টের তাৎকালিক শাসন-নীতি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা করা যায়। রাধাকান্ত দেব বলেন,—

> ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ শাসনের অধীনে প্রথমতঃ লোক সকল বিলক্ষণ সুখে কালযাপন করিতেন কিন্তু এইক্ষণে কৃষি বাণিজ্যাদি করণ বিষয়ে অত্যন্ত ভয় জন্মিয়াছে এবং ভূম্যধিকারিরাও উদ্বিগ্ন আছেন।

১ The renewal of the Company' charter...extended the powers of the Moonsiffs, Sudder Ameens, and Principal Sudder Ameens, nominated Native Deputy Collectors as well as Magistrates whereby Mr. J. Kyd, Dwarkanauth Tagore and I have been appointed honorary Justices of the Peace for the Town in Calcutta in August last. I am doing the duty of the conservancy department two days in a week, and the Tagore that of the assessment department.

পক্ষান্তরে গবর্ণমেণ্ট প্রজাবর্গের হিতার্থ কি কার্য্য করিয়াছেন কএক বৎসর হইল যখন দেশের কোন২ অংশ বন্যাপ্রযুক্ত উপদ্রুত হইল তাহাতে গবর্ণমেণ্ট কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত আপনারদের পাওনা স্থগিত রাখিয়াছিলেন কিন্তু পরে সুদ সমেত উশুল করিলেন তাহাতে অনেক জমিদারী নষ্ট হইল ও প্রজাবর্গের অত্যন্ত ক্লেশ ঘটিল। প্রজাবর্গের যে সকল অনিষ্ট বিষয়ে অভিযোগ হয় তন্মধ্যে প্রধান অনিষ্টকর নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্তকরণ। অতএব সর্ব্ব মতে আমারদের এক সমাজ স্থাপন করা উচিত হয় এইরূপ সমাজের দ্বারা উপকার কেবল কলিকাতার মধ্যে হইবে এমত নহে কিন্তু তাবৎ দেশেরই হইবেক যেহেতুক দেশের নানা জিলার সঙ্গে এই সমাজের লিখন পঠন চলিতে পারিবে। এই সমাজের দ্বারা তাবৎ অনিষ্ট বিষয় অনায়াসে গবর্ণমেণ্টের নিকটে জ্ঞাপন করা যাইতে পারে। এমত উক্ত আছে যে এক গাছি তৃণ অঙ্গুলির দ্বারা অনায়াসে ছিন্ন হইতে পারে কিন্তু অনেক তৃণ একত্র করিলে তদ্দ্বারা মত্ত হস্তি বন্ধন করিতে পারা যায় অতএব প্রজালোকের ঐক্য থাকা হওন অতি উচিত এবং গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মকারকেরদের উপর চৌকি দেওনের নিমিত্ত এবং গবর্ণমেণ্টের নিকটে আমারদের দরখাস্ত জ্ঞাত করণের নিমিত্ত এমত এক সমাজ স্থাপন করা উপযুক্ত বোধ হয়।*

জমিদার-সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় রাধাকান্ত দেব সভ্য নির্ব্বাচিত হন। এই সভা কিছু কাল বেশ সমারোহে চলে ও জনহিতার্থ কোন কোন কার্য্য সম্পাদনে সাফল্য লাভ করে। দশ বিঘা পর্য্যন্ত ব্রহ্মত্র ছাড়িয়া দিবার নিয়ম এই সভার উদ্যোগেই হইয়াছে।

ইহার চৌদ্দ বৎসর পরে ১৮৫১, ৩১শে অক্টোবর কলিকাতার

* শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৭। এই সভার এবং নিয়মাবলীর দুইটি অংশ এই পুস্তকের ১ম খণ্ড হইতে গৃহীত।

'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' বা ভারতবর্ষীয় সভা স্থাপিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল আরও ব্যাপক—ইংরেজ-অধিকৃত ভারতীয় সমুদয় অঞ্চলের ব্যাপক উন্নতি সাধন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার প্রথম সম্পাদক হইলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। রাধাকান্ত সভাপতি-পদ গ্রহণে সম্মতি জানাইয়া সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথকে পরবর্তী ৭ই নবেম্বর যে পত্র লেখেন, তাহা হইতে তাঁহার অকপট দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার বিষয় জানা যায়। এই পত্রে তিনি বলেন,—

> Although my age will not permit me to take an active part in the proceedings of the Society yet as I cannot forego the pleasure of participating in an undertaking so laudable and conducive to the future interests of our country I request you to inform the Society that I would feel myself honoured by their proposing me as Honorary Member and President of the Institution.
>
> The necessity of the formation of a well-organised Society to represent the wants and grievances of our country before the British Parliament has too long been felt but it grows imperative on so momentous an occasion as the termination of the East India Company's Charter. The noble objects therefore contemplated by the Society cannot but receive my hearty concurrnce.
>
> As the attempts which have hitherto been made by our countrymen in furtherance of the above views have proved abortive I trust the Society will be guided by such sound principles as to secure the permanent existence and give efficiency to all its proceedings.

রাজা রাধাকান্ত দেব মৃত্যু দিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় সভার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। শারীরিক অস্বস্থতা ও বার্দ্ধক্যজনিত অপটুতা সত্ত্বেও তিনি সভার প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনায়

হয় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া যোগদান করিতেন নতুবা এ সম্বন্ধে পত্র দ্বারা লিখিতভাবে নিজ অভিমত ব্যক্ত করিতেন। ভারতবর্ষে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদের বিচারের জন্ম স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। ঐ বৈষম্য দূর করিবার প্রথম উদ্যোগ করেন ভারত-সরকারের আইন-সচিব লর্ড মেকলে মহাশয়। পরে আইন-সচিব ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন, ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বার ইহার জন্ম চেষ্টা করেন। তৃতীয় বার এই উদ্দেশ্যে আইনের পাণ্ডুলিপি প্রচারিত হয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে তৎকালীন আইন-সচিব বঙ্গের পরবর্ত্তী লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্নর সার্ পিটর গ্রাণ্ট কর্ত্তৃক। ভারতবাসীরা আইনের উপকারিতা অনুভব করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারে সরকারের সমর্থন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইংরেজেরা প্রস্তাবিত আইনের ঘোর বিরোধী ছিল এবং ব্যঙ্গ করিয়া ইহার নাম দিয়াছিল 'ব্লাক অ্যাক্ট' বা কালো আইন। অন্যান্য বারের মত ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা ইহার বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন আরম্ভ করে। কৃষ্ণাঙ্গদের পক্ষে ভারতবর্ষীয় সভা আইনের সমর্থনে কলিকাতা টাউন হলে ৬ই এপ্রিল ১৮৫৭ তারিখে একটি বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান করেন। অসুস্থতা নিবন্ধন সভাপতি রাজা রাধাকান্ত দেব স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারিলেও পত্র দ্বারা তাঁহার অভিমত সভায় জানাইয়াছিলেন। ১০ এপ্রিল ১৮৫৭ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রখানির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ দিয়াছেন,—

> সকল প্রকার প্রজার বিচারকার্য্য এক প্রকার নিয়মে নির্ব্বাহ করাই রাজার কর্ত্তব্য হয়। শ্বেতাঙ্গদিগের বিচার কেবল সুপ্রিম কোর্টে এবং এতদ্দেশীয় কৃষ্ণাঙ্গগণের বিচার মফঃস্বল আদালতে হইলে রাজার পক্ষপাত হয়, অতএব প্রস্তাবিত নিয়ম সর্ব্ববিষয়েতেই উত্তম হইয়াছে, ইংরাজেরা যখন এদেশের প্রজারূপে গণনীয় হইয়াছেন তখন তাঁহারদিগের

অপরাধের বিচার নিমিত্ত স্বতন্ত্র প্রকার নিয়ম করা কোন মতেই সম্ভবপর হইতে পারে না,… ।

এই সভায় কিশোরীচাঁদ মিত্র, দিগম্বর মিত্র ও ভারত-বন্ধু জর্জ টমসন বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

দীনবন্ধু মিত্র-কৃত 'নীলদর্পণে'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইলে এতদ্দেশীয় শ্বেতাঙ্গ নীলকরগণ একেবারে ক্ষেপিয়া উঠে। তাহারা যখন জানিতে পারিল যে, এই অনুবাদের জন্য পাদ্রী লঙ সাহেব দায়ী তখন তাহারা কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টে তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করে। এই মোকদ্দমায় লঙ সাহেবের এক মাস কারাদণ্ড ও এক সহস্র টাকা জরিমানা হয়। মোকদ্দমার বিচারকালে বিচারপতি স্যর্ মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌স বাঙালী-জাতির চরিত্রের উপরে দোষারোপ করেন। লঙ সাহেবের মোকদ্দমায় যেমন, বিচারাসন হইতে ওয়েল্‌সের এইরূপ কটূক্তিতেও তেমনি ভারতবাসীদের মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ২৭ আগস্ট ১৮৬১ তারিখে রাজা রাধাকান্তের শোভাবাজার বাটির নাট্যমন্দিরে তাঁহারই সভাপতিত্বে একটি বিরাট্ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতার গণ্যমান্য প্রায় সমুদয় লোকই ইহাতে উপস্থিত ছিলেন। রাধাকান্ত দেবের সহায়ে সভার উদ্দেশ্য কিরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে ১৪ এপ্রিল ১৮৬২ তারিখের 'সোমপ্রকাশ এইরূপ লেখেন,—

> …অতঃপর লঙ্ সাহেব নিজের দায় ব্যক্ত করিলেন। নীলকরদিগের ব্যয়ে তাঁহার নামে মোকদ্দমা হইতে লাগিল। সর মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌স বিচারাসনের অনুচিত পক্ষপাত, রূঢ়তা, ঔদ্ধত্য ও অদূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়া লঙ্ সাহেবের একমাস কারাবাস ও ১০০০ টাকা জরিমানার আজ্ঞা দিলেন।…রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ তাঁহার উকীলের ব্যয় ও বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ জরিমানার টাকা দিলেন।…লঙ্ সাহেবের

> বিচারকালে সর মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌স যাবতীয় বাঙ্গালিকে গালি দিয়াছিলেন বলিয়া এতদ্দেশী সমুদায় প্রধান লোক একত্র হইয়া সভা বাজারে রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটিতে এক সভা করিয়া সর মর্ডাণ্ট ওয়েলসের দুঃস্বভাবের বিষয় ষ্টেট সেক্রেটারির গোচর করিলেন। প্রায় ২০,০০০ লোক ঐ আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করেন। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আবেদন পত্র গোপনে মুদ্রিত হইয়া স্বাক্ষরার্থ প্রায় এক মাস চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হয়, ইংলিশম্যান ও হরকরা সম্পাদক এক খণ্ডের জন্য ৫০০ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, এরূপ একতা হইয়াছিল যে, তথাপি কেহ এক খণ্ড দেয় নাই। সর চার্লস উড আবেদনের উত্তর দান কালে মর্ডাণ্ট ওয়েলসকে সাবধান করিয়া দিলেন।

প্রথম ভারত-সচিব স্যর্ চার্লস উড এই ব্যাপারে এবং নীলকরদের স্বার্থমূলক অন্যান্য আইন বিধিবদ্ধ হইতে সম্মতি না দেওয়ায় এই সময়ে ভারতবাসীদের বিশেষ শ্রদ্ধাপ্রীতি অর্জন করেন। বলা বাহুল্য, স্থানীয় শ্বেতাঙ্গগণ অবশ্য এই হেতু তাঁহার নিন্দাবাদ করিতে থাকে। ভারতবাসীরা যে স্যর্ চার্লসের ভারত-হিতে বিশেষ অবহিত হেতু প্রদর্শনের জন্য ভারতবর্ষীয় সভা তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন-পত্র প্রেরণের উদ্যোগ-আয়োজন করিয়াছিলেন। এ উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষীয় সভা-গৃহে হিন্দু মুসলমান প্রধানেরা মিলিত হইয়া ১৪ মার্চ ১৮৬০ তারিখে যে সভা করেন তাহাতেও সভাপতিত্ব করেন রাজা রাধাকান্ত দেব। তিনি স্যর্ চার্লস উডের মঙ্গলকর কার্য্যাবলীর প্রশংসা করিয়া একটি মনোগ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

শিক্ষা-সম্পর্কীয় বিষয়সমূহের আলোচনা কালে সরকারই রাধাকান্ত দেবের অভিমত চাহিয়া পাঠাইতেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডালহৌসি, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষাবিষয়ক ডেস্প্যাচ বা সরকারী নির্দেশ আলোচনা করিয়া

প্রস্তাব করেন যে, ভারতবর্ষের দেশীয় ভাষাসমূহই (provincial languages) তথাকার শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত। বাংলা-সরকার এই উপলক্ষ্যে কয়েক জন বিশিষ্ট ইউরোপীয় ও ভারতীয় শিক্ষানীতিবিদের অভিমত আহ্বান করেন। ইঁহাদের মধ্যে রাধাকান্ত দেব এক জন। রাধাকান্ত শুধু মাতৃভাষা শিক্ষার উপর জোর দেন নাই, মাতৃভাষা সম্যকরূপে আয়ত্ত করিয়া যুবকগণ যাহাতে কৃষি ও শিল্প শিক্ষা লাভ করিতে পারে, সেজন্য উপযুক্ত বিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষেও মত দেন। তাঁহার কথায়—

> As soon as the people will begin to reap the fruits of a solid vernacular education, agricultural and industrial schools may be established in order to qualify the enlightened masses to become useful members of society. Nothing should be guarded against more carefully than the insensible introduction of a system whereby, with a smattering knowledge of English, youths are weaned from the plough, the axe and the loom, to render them ambitious only for the clerkships for which hosts would besiege the Government and Mercantile offices, and the majority being disappointed (as they must be), would (with their little knowledge inspiring pride) be unable to return to their trade, and would necessarily turn vagabonds.

রাজা রাধাকান্ত দেব সুরাপান নিবারণ প্রচেষ্টায়ও একজন বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। একেশ্বরবাদী আমেরিকান্ পাদ্রী, সি. এইচ. এ. ডাল সাহেব গত শতাব্দীর মধ্যভাগে সুরাপান নিবারণের জন্য কলিকাতায় আন্দোলন উপস্থিত করেন। তিনি একখানি প্রতিজ্ঞাপত্রে ভারতীয় যুবকদের দ্বারা এই কথাগুলি স্বাক্ষর করাইয়া লইতে আরম্ভ করেন—'আমরা কখন মাদকদ্রব্য সেবন করিব না।' রাধাকান্ত দেব এই বিষয় সম্পর্কে ডাল সাহেবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। তিনি ডাল সাহেবের 'টেম্পারেন্স্ সের' বাংলায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করে

তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন। রাধাকান্ত তাঁহাকে সুখচর হইতে ২৩এ নবেম্বর ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত প্রচেষ্টা সম্পর্কে যে পত্র লেখেন তাহার মর্ম 'সোমপ্রকাশে' (১৪ ডিসেম্বর ১৮৬৩) প্রকাশিত হয়। আমরা এই পত্রখানি এখানে দিলাম,—

প্রিয় সুহৃদ!

আমি একণে বৃদ্ধ হইয়াছি, কিন্তু আমার মনোবৃত্তিসকল অদ্যাপি যুবার ন্যায় সবল আছে। বিশপ হিবর সাহেব এবং লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সময় অবধি বঙ্গদেশের যে সকল আচার ব্যবহার, রীতি, নীতি প্রভৃতি মহৎ মহৎ বিষয়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সেই সমুদয় আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তন্মধ্যে কতকগুলির নিমিত্ত পরমারাধ্য পরমেশ্বরকে অহরহ অগণ্য ধন্যবাদ দিতেছি। আর কতকগুলি বিষয় এইরূপ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, যাহাতে দুঃখ না করিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না। ঐ সকলের মধ্যে মদ্যপান স্পৃহা বহু বিস্তৃত হইয়াছে, এবং দিন দিন সাতিশয় বৃদ্ধি হইতেছে। সুরাপান যে কত দোষাবহ তাহা আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন, এতদ্দেশীয় কি অন্য দেশীয় শাস্ত্রকারেরাও তাহা নিন্দনীয় বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। পানদোষ বৃদ্ধির প্রথম কারণ এই যে, মদ্যশালার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে যেমন মক্ষিকাগণ মাকড়সার জালে বদ্ধ হয়, সেইরূপ অবিমৃশ্যকারী যুবকগণ উহাতে প্রলোভিত হইতেছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ আপনার দোষে এই নিন্দনীয় দোষে দূষিত হইতেছে। একণে আমার বক্তব্য এই যে, লোকে যাহাতে মাদকদ্রব্য হইতে পরাঙ্মুখ হয়, সেই বিষয়ে যত্নসহকারে চেষ্টা করুন এবং এতদ্দেশীয় যুবকগণকে মদ্যপানরূপ বিষম সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত সতর্ক হইয়া পরিশ্রম স্বীকার করুন। সাধ্যানুসারে যতদূর পারেন, মাদক নিবারণরূপ পবিত্র ব্রতে লোকদিগকে ঐক্যরূপে সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করুন। আমি অবগত আছি যে, শত শত হিন্দু যুবকগণ উপদেশ ও

পরামর্শ প্রাপ্তির আশয়ে আপনার নিকট গমন করিয়া থাকেন এবং আপনি ভ্রমণকালীন কিম্বা কোন সাধারণ সমাজে দেখিতে পাইলে, তাঁহাদিগকে চিত্তোন্মাদক মাদক দ্রব্য হইতে বিরত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। প্রিয়তম ড্যাল! আমার এইসকল অভিমত বাক্যের যত অনুসরণ করিতে পারেন, তত চেষ্টা করিবেন।

রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর

রাজসম্মান ও মৃত্যু

রাধাকান্ত দেব জনসেবার পুরস্কার-স্বরূপ বিভিন্ন সময়ে সরকারের নিকট হইতে বিশিষ্ট চিহ্ন ও উপাধি লাভ করেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারি বড়লাট লর্ড আমহার্স্ট খেলাৎ ও শিরপেচ দিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। তিনি ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর রাজা বাহাদুর এবং ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০এ এপ্রিল বৃন্দাবনবাস কালে কে. সি. এস. আই, উপাধি প্রাপ্ত হন। ভারতবাসীদের মধ্যে রাধাকান্তই সর্ব্বপ্রথম শেষোক্ত উপাধি লাভ করেন।

রাধাকান্ত দেব সুদীর্ঘ কর্মজীবন হইতে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবন গমন করেন। এখানে তিন বৎসর অবস্থানের পরে ১৮৬৭, ১৯এ এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হয়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

রাধাকান্ত দেব প্রাচীনপন্থী ছিলেন, এই জন্য পরবর্তী কালে এক শ্রেণীর লোকের নিন্দাভাজনও হইয়াছিলেন। তাঁহার সমসময়ে

ধর্ম্মে নিষ্ঠা, জ্ঞানে গভীরতা, বিশুদ্ধ চরিত্র, মধুর ব্যবহার এবং সমাজ-হিতৈষণার জন্য তিনি বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আদর্শ প্রজারঞ্জক জমিদাররূপেও তাঁহার খ্যাতি সুবিস্তৃত ছিল। ১৮৩২, ২৭ জুন শ্রীরামপুর হইতে 'সমাচার দর্পণ' লেখেন,—

> বাবু রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে যদ্যপিও আমারদিগের তাদৃশ আলাপাদি নাই তথাপি আমরা ইহা জানি যে যখন যাঁহার সঙ্গে তাঁহার আলাপাদি হইয়া থাকে সে অতি শিষ্টাচরণ। তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক আচার ব্যবহারেতে চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় যাহা কহিবেন সুতরাং তাহাই আমারদের বিশ্বাস্য। উক্ত বাবু স্বয়ং বিবিধ বিদ্যাতে বিদ্বান্ এবং সাধারণ বিদ্যাধ্যাপনের প্রধান পোষক ও প্রযোজক ইহা কে না অবগত আছেন। তিনি প্রথমাবধি হিন্দু কালেজ ও স্কুল বুক সোসাইটি ও হিন্দু পাঠশালার কর্ম্মে অন্যাপেক্ষা অত্যন্ত মনোযোগী আছেন এবং চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়াপেক্ষা অগ্রসর হইয়া তিনি স্বদেশীয় বালিকারদের বিদ্যাধ্যয়নের বিষয়েও পোষকতাচরণ করিয়াছেন। স্মরণ হয় যে ১৮২২ সালের আরম্ভকালে ত্রিশ জন বালিকার বিদ্যার পরীক্ষা লইতে তাঁহার বাটীতে দেখা গিয়াছে। কলিকাতার মধ্যে প্রথম যে হিন্দু কন্যারা বিদ্যাশিক্ষার্থ বিদ্যালয়ে আনীতা হয় সে ঐ বালিকারা। এবং শ্রীমতী বিবি উইলসনের পাঠশালাতে যে অনেকবার বালিকাগণের পরীক্ষা হয় সে স্থানেও ঐ বাবুকে আমরা দেখিয়াছি বোধ হয় এবং তিনি বালিকারদের যাহাতে বিদ্যা-শিক্ষাতে উত্তেজনা হয় এমত অনেক প্রস্তাবোপলক্ষে তাহারদিগকে দিয়াছেন এবং বিদ্যালাভে কিরূপ উপকার এতত্ত তাহারদিগকে অনেক উপদেশকতা করিতে তাঁহাকে দেখা গিয়াছে। আমরা ইহা হইতেও অধিক বাবুকে প্রশংসা করিতে পারি তাঁহার কিঞ্চিৎ জমীদারী দিয়া আমারদের গমনাগমন থাকাতে তাঁহার কতক প্রজারদের সঙ্গেও পরিচয়

আছে অতএব আমরা সানন্দে লিখিতেছি জমীদারস্বরূপেও তিনি অতি সদ্বিবেচক ও প্রশংসাপাত্র এমত আমরা জ্ঞাত আছি।

রাধাকান্ত দেব তাঁহার সময়ে বহু বিষয়েই অগ্রণী ছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে যাঁহারা তাঁহাকে পুরাতনপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাঁহারা যে নিতান্ত ভ্রান্ত, সে-যুগের অগ্রবর্ত্তী দলের প্রথমস্থানীয় পাদ্রি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিই তাহা সপ্রমাণ করে। রাধাকান্ত দেবের স্মৃতিসভায় (১৪ মে, ১৮৬৭) প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতা হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—

> To the remarks made on the Rajah's retrograde movements and his obstructions to progress, I can only say that it is unfair to compare him with persons who were his juniors by more than half a century, as unfair, indeed, as it would to disparage the statesmanship of a by-gone politician, such as Mr. Pitt, by saying that he was no reformer, or that he did not propose household suffrage. A man in this respect can only be compared with his own contemporaries. Judged by such a standared, the Rajah would certainly appear not behind, but in advance of his equals in age.

গ্রন্থাবলী

রাধাকান্ত বিরচিত ও সঙ্কলিত গ্রন্থগুলি এই—

১। **নীতিকথা**। এপ্রিল ১৮১৮। পৃ. ৩৫।

> নীতিকথা পাঠশালার নিমিত্তে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি দ্বারা বাঙ্গলা ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া সংগ্রহ ও মুদ্রিত করা গেল C. S. B. S. কলিকাতা শ্রীবিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় ছাপা হইল ইং ১৮১৮ এপ্রিল মাস

ইংরেজী ও আরবী হইতে ৩১টি কাহিনী বাংলায় অনুবাদ করিয়া

ইহাতে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই অনুবাদ করেন রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র ও রামকমল সেন।*

২। **শব্দকল্পদ্রুমঃ**। ইং ১৮১৯-৫৮।

> শব্দকল্পদ্রুমঃ অর্থাৎ এতদ্দেশস্থ সমস্ত কোষাদেষ শাস্ত্র সঙ্গীতকাব্যাদি বর্ণক্রম বিন্যস্ত ধাতু শব্দ তদনুগত লিঙ্গ নানার্থ পর্য্যায় প্রমাণাদি সহিত তত্তৎকৃত প্রসজোপিত কাব্যালঙ্কার ছন্দঃ প্রভৃতি লক্ষণোদাহরণ প্রমাণ যোগবিভাগ বৃত্তি ব্যবহারাদি সংযুক্ত সর্ব্বদর্শন মতানুসারি সংস্কৃতাভিধানং

প্রথম খণ্ড ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ও শেষ (সপ্তম) খণ্ড ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পরিশিষ্ট খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে।

৩। **বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ**। ইং ১৮২১। পৃ. ২৮৮।

ইহার ভূমিকার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি,—

> স্কুল সোসাইটি...তদ্দ্বারা পাঠশালার উপযোগি নানা প্রকার ব্যুৎপাদক গ্রন্থ প্রস্তুত ও... করিয়া কলিকাতার সকল পাঠশালায় এবং অন্যত্র বিতরণ ও গুরুদিগের অর্থাদি দ্বারা সাহায্য করা হইতেছে। তাহাতে বালকেরদিগের জ্ঞান বৃদ্ধির দ্বারা উপকার বৃদ্ধি হইতেছে।
>
> ঐ সমাজ সংস্থাপন হইলে পর তাহার হিতৈষী এবং প্রবন্ধকর্ত্তার... কোন ইংরেজের প্রার্থনাতে এক সংক্ষিপ্ত শিক্ষাপুস্তক ইংরেজী রীত্যনুসারে প্রস্তুত করা গিয়াছিল। কিন্তু কালান্তরে সেই পুস্তক ঐ সমাজস্থ সকলে গ্রাহ্য করিয়া ছাপাইবার অনুমতি দিলেপর তাহাতে নানা উপকারক বিষয় সংযুক্ত করিয়া এই বাহুল্য গ্রন্থ প্রস্তুত করা গিয়াছে। ইহার বিস্তারিত নির্ঘণ্টে ব্যক্ত হইবেক। ইহাতে আবং অনেক আবশ্যক বিষয় সংকলন

* এ-সম্বন্ধে সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত ১৩ সংখ্যক পুস্তক 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত', পৃষ্ঠা ২০—২৪ দ্রষ্টব্য।

করিবার বাঞ্ছা ছিল কিন্তু গ্রন্থকারের অনবকাশ এবং ঐ সমাজস্থ সাহেব-লোকের ত্বরা প্রযুক্ত এবার তাহা সংগ্রহ করা হইল না। বারান্তরে তাহা একত্র করিয়া এবং এই গ্রন্থে যদি কোন দোষ থাকে তাহা শুদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার ছাপান যাইবেক। শুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃত হইতে জন্মিয়াছে। এবং অনেক সংস্কৃত শব্দ ভাষায় চলিত আছে। এবং লোকে কহে যে সাধুভাষা সে সংস্কৃতানুযায়িনী। এবং সংস্কৃত জ্ঞান ব্যতিরেকে শুদ্ধ লেখন পঠন ও কথন...না এ কারণ এই গ্রন্থ ভাষা সংস্কৃত মিশ্রিত রচিত হইয়াছে। 'অতএব গুণী ও গুণজ্ঞের নিকট প্রার্থনা এই ইহার কোন ত্রুটি গ্রহণ না করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রাহ্য করেন ইতি।

'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থে' বর্ণমালা, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, গণিতাদি বিষয় আছে। ইহা হইতে 'সাংকেতিবাক্য'গুলি (পৃ. ১৭৭-৮১) এখানে দিলাম।

অরণ্যে রোদন—নির্দ্দয়ের নিকট আত্মদুঃখ কথন

অর্দ্ধচন্দ্র দেও—গলাটিপি দেও

আগড়া ভাঙ্গা—নিষ্ফল কর্ম্ম করা

ইন্দ্রের শচী—যখন যাহার নিকট থাকে তখন তাহারি

উদোরপিণ্ড বুধোর ঘাড়ে—একের কর্ম্মে অন্যকে নিযুক্ত করে

উড়কুড় তুলে দেওন—শৃঙ্খল কর্ম্মে বিশৃঙ্খল করণ

উনপঞ্চাশ হইয়াছে—পাগল হইয়াছে

ওর নাই—সীমা নাই

কাণে মাছি—অসাবধান কর্ম্ম হইতেছে

কাণ্ডরা পড়িয়াছে—ডাকাইতে মানুষ কাটিয়াছে

কালীঘাটের চণ্ডীপড়া—এক কর্ম্ম অনেকের বলিয়া প্রতারণা করা

কুকুরের লেজ ঘি দিয়া মলা—বাঁকা সোজা হয় না

গাধা পিটিয়া ঘোড়া করা—অধমকে উত্তম করা

চম্পট করিল—পলায়ন করিল

চাকি ডুবিল—সূর্য্য অস্ত গেল

চাক্তি নাই—টাকা নাই

চুকাও হইল—শেষ হইল

চেবরা পিঠ—কচ্ছপ

ছাতারিয়ার নৃত্য—কর্ম্মের শৃঙ্খলা নাই

জনার্দ্দন হয় নাই—ভোজন হয় নাই

তেলা মাথায় তেল দেওয়া—যাহার আছে তাহাকে দেওয়া

দক্ষিণহস্তের ব্যাপার—ভোজন

দা কুমড়ার সম্বন্ধ—ছেদ্যছেদকতার সম্বন্ধ

দীর্ঘসূত্র—চিরকারী

দুর্ব্বাবনে মুক্তা ছড়ান—মূর্খ নিকটে সদালাপ

পঞ্চত্ব পাইয়াছে—মরিয়াছে

পটোল তুলিয়াছে—পলায়ন করিয়াছে

পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে—মরণ হইয়াছে

পথ ফিরিয়াছে—পলায়ন করিয়াছে

পলা কড়ি তুলিল—পলায়ন করিল

পাতুড়ীয়ার দেও—পাতড়িয়া হও

ফুটফাট হইয়াছে—প্রকাশ হইয়াছে, ছাড়াছাড়ি হইয়াছে

ফুলতোলা করিয়া লও—সর্ব্বত্র হইতে কিঞ্চিৎ লও

বকধার্ম্মিক—কাল্পনিক ধার্ম্মিক

বকে দিয়াছে—অকর্ম্মণ্য হইয়াছে

বরের ঘরের মাসী, কনের ঘরের পিসী—উভয় পক্ষে যে থাকে

বড়িশে বেধা—বশীভূত হওয়া

বাপের বাড়ি হইলেন—পুনরাগমন করিলেন

বাঘের ঘা করিয়াছে—বড় ফুটাই বাড়াইয়াছে

বাড়ন্ত—নাই

বাহাত্তুরিয়া হইয়াছে—অজ্ঞান হইয়াছে

বামনের গরু—অল্প আহার করিয়া অনেক দুগ্ধ দেয়

বাইশের ধক্কা—ভোজন

বিড়াল তপস্বী—ভণ্ড তপস্বী

বুড়া শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া উপড়ান—প্রাচীনকে শিক্ষা দেওন

বেগুন তোলা—অহং লওয়া

বেঙেকে ঘোড়া করা—ছোটকে বড় করা

ভস্মে ঘৃত ঢালা—কর্ম্ম বিফল হওয়া

ভিটায় ঘুঘু চরাণ—সর্ব্বনাশ করা

ভূতেখান—কালী দেওন

মটকা মারিয়াছে—নিদ্রা ছলে আছে, শেষ করিয়াছে

মুলা তোলা—মূলোৎপাটন করা

রুক্ষ মাথায় তেল দেওয়া—যাহার নাই তাহাকে দেওয়া

শাক খাও—পাতড়িয়া হও

শেয়ালের দৃষ্টি—রাত্রিতে পদার্থ হয় প্রাতে নাই

শ্রীঘরে পাঠাও—কারাগারে পাঠাও

শ্রীহরি কর—ভক্ষণ কর

সটকিয়াছেন—পলাইয়াছেন

সাত কথায় মুখো পাঁচ কথা—এক কথার উপর অত কথা, বড় কথার উপর ছোট কথা

হাত যোড়া আছি—কর্ম্মে নিযুক্ত আছি

হাত যাওয়া—ক্ষতি দিয়া লওয়া, অধিক লওয়া

হাত কাড়িয়াছে—দুষ্কর হইয়াছে

৪। **সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালা শিক্ষা-গ্রন্থ।** ইং ১৮২৭। পৃ. ১১১।

ইহা 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থে'র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

৫। **পদ্যাবলী।** বৃন্দাবনবাস কালে (১৮৬৪-৬৭) দুই ভাগে প্রকাশিত। ১ম ভাগের সমাপ্তি এইরূপ :—

অথ ভণিতা।

গুরুপদ করি আশ, রাধাকান্ত দেব দাস,
রাজোপাধি কলিকাতা বাস।
এবে বৃন্দাবন স্থিতি, রচে পদ্যের সংহতি,
গান করে গদাধর দাস ।*

৬। **Translation of an Extract from a Horticultural work, in Persian, by Baboo Radhakant Deb, of Calcutta.** Pp. 32.

রাধাকান্ত দেবের পারিবারিক গ্রন্থাগারে ইহার এক খণ্ড আছে।

* সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮০২।

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় :—"সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা" সাধারণ পাঠক ও বিশেষ অনুসন্ধানী, উভয়ের পক্ষে তথ্যের ভাণ্ডার হইয়া থাকিবে। বিদ্যাসাগর, রামমোহন, মধুসূদন, বঙ্কিম প্রমুখ বাঙ্গালা তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ চিন্তানেতাদের চরিত্র ও তাঁহাদের রচনাবলীর আলোচনায় এই "চরিতমালা" বহু কাল ধরিয়া প্রামাণিক পুস্তক বলিয়া গণ্য হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি এই পুস্তিকাগুলির অনেকগুলির সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, এগুলি হইতে বিশেষ জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিবার আশা পোষণ করি…। এই উপযোগী, সুলিখিত এবং সুমুদ্রিত পুস্তকগুলি প্রকাশ করা পরিষদের পক্ষে বিশেষ উচিত কার্য্য হইয়াছে।"

ডক্টর সুশীলকুমার দে :—"পুস্তিকাগুলি আকারে বৃহৎ না হইলেও প্রকারে বিশিষ্ট।…আসল কথাগুলি কথার বাহুল্যে বা ভাবের আতিশয্যে চাপা পড়ে নাই। পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর না থাকিলেও, বহু পরিশ্রম ও গবেষণা দ্বারা লব্ধ নূতন তথ্যের নিপুণ ও সংযত সমাবেশের মধ্যে পাণ্ডিত্যের অভাব নাই।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩০

রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ,
গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, লালমোহন বিদ্যানিধি

রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, লালমোহন বিদ্যানিধি

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৫০
মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৫২—২১।৯।১৯৪৩

রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার

১৭৯৩ ?—১৮৪৫

পরিচয়

দ্বিজ রামচন্দ্র বা কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার সেকালের এক জন খ্যাতনামা কবি। তাঁহার পিতামহ রূপরাম (ওরফে গোপাল) মুখোপাধ্যায় আদি বাসস্থান হুগলী জেলার গরিটী গ্রাম হইতে আসিয়া হরিনাভিতে বসতি করেন। গোপালের পুত্র রামধন, রামধনের তিন পুত্র—রামচন্দ্র, মাধবচন্দ্র ও হরচন্দ্র। এই রামচন্দ্রই আমাদের দ্বিজ রামচন্দ্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে হরিনাভি গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়।

রামচন্দ্র সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তাঁহাকে 'বিদ্যালঙ্কার', 'তর্কালঙ্কার' ও 'তর্কপঞ্চানন'—সাধারণতঃ এই তিন উপাধিতেই ভূষিত দেখিতে পাই। গান-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে 'কবিকেশরী' উপাধি দিয়াছিলেন,—

…উপাধি দিলেন শ্রেষ্ঠ
বুধগণে শ্রীকবিকেশরী।

রামচন্দ্রের শেষ জীবন রাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের আশ্রয়ে তাঁহার "সভাসদ্"-রূপে কাটিয়াছিল; কালীকৃষ্ণের আদেশেই রামচন্দ্র 'মাধবমালতী' ও 'হরপার্ব্বতীমঙ্গল' রচনা করেন।

রামচন্দ্র বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এগুলির অধিকাংশই কাব্য। এই সকল গ্রন্থের প্রত্যেকটির একাধিক সংস্করণ—প্রধানতঃ বটতলা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা অনুসন্ধানে তাঁহার রচিত যে-সকল গ্রন্থের কথা জানিতে পারিয়াছি, নিম্নে সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম।—

১। দুর্গামঙ্গলান্তর্গত **গৌরীবিলাস**। পৃ. ১৪০+১২৯+৩ (শুদ্ধিপত্র)+৪ (স্বাক্ষরকারিদিগের নাম)।

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এই গ্রন্থের এক খণ্ড আছে, কিন্তু তাহার আখ্যাপত্র নাই। ইহাতে ৮ খানি চিত্র আছে, তন্মধ্যে ২ খানি কাঠখোদাই, ৬ খানি লাইন-এনগ্রেভিং। গ্রন্থ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে—গৌরীবিলাস, পৃ. সংখ্যা ১-১৪০, দ্বিতীয় ভাগে—ভবানীর অভিশাপ, পৃ. সংখ্যা ১-১২৯। প্রথম ভাগের শেষ কয় পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

এত বলি পার্ব্বতী চাপিল আসি দুর্গাসুরে।
পড়িল বহুকণিক পুষ্পবৃষ্টি সুরপুরে।
দুর্গাসুর সংহারিয়া হৈল মার দুর্গা নাম।
কি কব নামের গুণ নাহি তার অনুপাম।
ব্রহ্মহত্যা আদি করি পঞ্চ মহাপাতকী।
দুর্গা নামে মুক্ত হয় অন্যের আর বাকী।
দুর্গানাম মাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ এইত কহিলা।
অতঃপর উদিতাম কহি একাদশ লীলা।
ভবানী কহিল পূর্ব্বে গৌতমে ভূপতি কথা।
দ্বিজ রামচন্দ্র কবি কহে শুন সকলা— (পৃ. ১৪০)

ইহার পর দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ। ইহার পৃষ্ঠাঙ্কও পুনরায় ১ হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে। আমরা সমগ্র গ্রন্থের নির্ঘণ্টটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।—

নির্ঘণ্ট পত্র

আলোচ্য গ্রন্থখানির আখ্যাপত্র পাওয়া না গেলেও, গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম গ্রন্থমধ্যে বহু বার উল্লিখিত হইয়াছে। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

(ক) অভয়ার পাদপদ্মে মধু করি আশ।

রচিল শ্রীরামচন্দ্র গৌরীর বিলাস॥ (১ম ভাগ, পৃ. ৩২)

(খ) পরিটী সমাজধাম গোপাল মুখটি নাম

তার সুত দ্বিজ রামধন।

তাহার তনয় তিন জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র দীন

গৌরীগুণ করিল রচন ॥ (১ম ভাগ, পৃ ১১৩)

(গ) শ্রীকবি কেশরী নাম নিজ কবিনাম্নিধাম

শ্রীদুর্গামঙ্গল রসগানে ॥ (২য় ভাগ, পৃ. ২)

গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের শেষে রচনাকাল ১৭৪১ শক (ইং — ১৮১৯) এই ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে :—

শশী কবি বেদশশী শকনর বার।

সমাপ্ত হইল গ্রন্থ তাহার ইচ্ছায়—

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইবার অব্যবহিত পরেই এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল। গ্রন্থের শেষে "স্বাক্ষরকারিদিগের নাম"-এর মধ্যে নীলমণি মল্লিক ও রামমোহন রায়ের নাম পাইতেছি, ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে নীলমণি মল্লিক পরলোক গমন করেন, এবং ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন।

'গৌরীবিলাস' গীত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত ; ইহাতে মাঝে মাঝে সুর, তাল, ধুয়া প্রভৃতির উল্লেখ আছে। অধ্যাপক কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন, "জয়ঘোষ নামে ইহাদের এক ধনাঢ্য শিষ্য ছিলেন, তাঁহার উৎসাহে রামচন্দ্র অনেক বাঙ্গালা কবিতাপুস্তক রচনা করেন।...এই সকল কাব্য যাত্রারূপে গীত হইত এবং শিষ্য জয়ঘোষ সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন।" * এই জয়নারায়ণ ঘোষের পিতা রামমোহনের † অর্থেই

* 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১ম সংখ্যা, ১৩০৫ সাল, পৃ. ১৪।

† 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ৩য় সংখ্যা, ১৩৩০ সাল, পৃ. ১১৫।

'গৌরীবিলাস' মুদ্রিত হইয়াছিল। গ্রন্থের ভূমিকায় রামচন্দ্র বলিতেছেন :—

পুস্তক প্রস্তুত করি ছিল অভিলাষ।
গায়ক দ্বারায় গীত করিব প্রকাশ।
অর্থ বিনা সে সকল না হয় পূর্ণিত।
শ্রীরামমোহন ধনী* করিলেন হিত।
ছাপিলা পুস্তক করি নিজ অর্থব্যয়।
শ্রমসার্থকতা হয় গুণীগণে লয়।

'গৌরীবিলাসে' কবি প্রচলিত পয়ার ত্রিপদী ছাড়া আরও কতকগুলি নূতন ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। 'গৌরীবিলাস' হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত হইল, এগুলি হইতে তাঁহার রচনাশক্তির আভাস পাওয়া যাইবে :—

হংস যেন ত্যজে নীর　　ভোজন করয়ে ক্ষীর
গুণীর নিকট গুণ সাজে।
মক্ষিকা মধু না পায়　　বাদুড়ে বাগায় খায়
ভেক যেন পদ্মবন মাঝে। (পৃ. ১২)

তোটক ছন্দ।

জটাজালে জলে গলে অহিমালা।
বোবো বোম বোবো বোম শিব শম্ভু ভোলা। (পৃ. ৩০)

* শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, "শ্রীরামমোহন ধনী" আর কেহই নহেন—স্বনামধন্য রামমোহন রায় ('প্রবাসী', পৌষ ১৩৩৭, পৃ. ৩৩৩)। এ অনুমান ঠিক নহে, কারণ, গ্রন্থশেষে "গ্রাহকবর্গদিগের নাম"-এর মধ্যে রামমোহন রায়ের নাম আছে। তাঁহারই অর্থে সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া থাকিলে "Subscriber" হিসাবে অন্যান্য গ্রাহকের নামের সঙ্গে তাঁহার নাম থাকিত না।

পঞ্চাবলী ছন্দ।

তোমার রূপে	সুধার কূপে	মন করেছে আল।
ভস্ম মাথায়	সে বুড়াটায়	সাজবে না তো ভাল।
পদ্মমুখে	গন্ধে সুখে	ভ্রমর করে ভোগ
সে ছার মুখ	দেখলে দুখ	পলাচ্ছে ভোগশোগ।
পাঁচটা মাথা	জটায় গাঁথা	তালের জটা যেন।
নবীন চাঁদে	রাহুর ফাঁদে	সাধে পড়িবে কেন।
তোমার কেশ	বিনোদ বেশ	তাতে বকুল ফুল।
তাহার জটা	বিষম জটা	গঙ্গা তো কুল কুল।
কপাল মাঝে	সিঁদুর সাজে	প্রভাতের রূপ।
তার কপালে	আগুন জ্বলে	তাতে মদন খুন।
ঝলক ঝিলক	ঝলক ফলক	তোমার বদন চাঁদ।
তাহার তুণ্ড	উচ্চ বক্র	গুণের মধ্যে চাঁদ।
অধর সুধা	পানে ক্ষুধা	চকোর কত ধায়।
সেই ত বুড়া	শোনের নুড়া	দাড়িগুলা তায়।
মুক্তা জিনি	দশন শ্রেণী	অধর বিম্বফল।
তাহার দাঁতে	জল আঘাতে	করে কি চল চল।
নয়ন তূণ	চক্ষুর গুণ	মদন দিচ্ছে বাণ।
তাহার আঁখি	ধূমে থাকি	ধুতুরা করে পান।
নানা রত্ন	বিবিধ যত্ন	দিতে তোমার গলে।
আর ত জ্বালা	সাপের মালা	তাহার কণ্ঠে দোলে।
সে কুটিল্যা	বিষ পুঁটিল্যা	চক্ষে আগুন ফেরে।
তাহার দাপে	জ্বলিবে তাপে	যদি তোমায় হেরে।
নবীন সম	নিরুপম	তনু ত নবীন।
তাহার আকার	কুলের থাকার	বয়েস সংখ্যাহীন।

তোমার বাবা সিংহ বাজা ডম্বুর কি তাল।
সাপে বেড়া কাঁকাল টেড়া বেড়া বাঘের ছাল।
তোমার পদে মত্ত মদে সেই ত সদা রয়।
তোমার সেই তাহার এই রামচন্দ্রে কয়। (পৃ. ৬৭-৬৮)

একাবলী ছন্দ।

সাজিল শঙ্কর রণের বেশ।
চারিদিগ আল রূপের শেষ।
রজত অচল তনুর রুচি।
বিভূতি ভূষণে ভজিছে শুচি।
কটিতটে ধটী বাঘের ছাল।
কলেবরে কিবা কঙ্কাল মাল।
… …
ঢুলু ঢুলু ঢুলু নয়ন ভঙ্গা।
কুলু কুলু কুলু মস্তকে গঙ্গা।
ধক ধক ধক ললাটে বঙ্ক।
শশধর উঠে উপর অঙ্ক।
… …
চলিলা শঙ্কর বৃষেরোপরি।
রচিল সুন্দর কবি কেশরী। (পৃ. ৭৭)

ললিত প্রবন্ধ ছন্দ।

শক্র কল্লোল সহ শঙ্খশব্দশালিনী।
অঙ্গে অর্দ্ধ সাজ শিব অর্দ্ধ অম্বাবিনী।
গঙ্গাধর সঙ্গাঙ্কিত অর্দ্ধচন্দ্র সুন্দরী।
অর্দ্ধ চন্দ্রভাল আভা অঙ্গ শোভা মাধুরী।

অর্দ্ধ অতসীর সম অর্দ্ধ রজতশোভিতং।
অর্দ্ধ তনু অস্থিমালা ভস্ম তথি ভূষিতং॥
অর্দ্ধ কটি ব্যাঘ্রাজীন উত্তরী গজাজীনং।
অর্দ্ধ শুভ্র বস্ত্রাবৃত স্তনপীন লোলিতং॥
অর্দ্ধ অঙ্গে ক্ষীণমধ্য অর্দ্ধাঙ্গ পয়োধরং।
অর্দ্ধোদরে অর্দ্ধ বক্ষ পৃথ্বেব কম্বীবরং॥
অর্দ্ধ মুখ হেম ইন্দু অর্দ্ধ নিষ্কলঃ শশী।
অর্দ্ধ কিবা কঞ্জশোভা অর্দ্ধ অরুণ রশ্মি॥
দক্ষ অক্ষি বৈশ্বানরে চুলু চুলু চোলিতং।
ইন্দীবর নিন্দি বামে লোচন সুলোলিতং॥
সিন্দূরাক্ত বিন্দু ভালে অর্দ্ধ ইন্দু বন্দিতং।
চন্দনেন চর্চ্চিতাঙ্গ অর্দ্ধ ভস্মে মণ্ডিতং॥
অর্দ্ধ শিরে বদ্ধ বেণী শোভে ভ্রমরশ্রেণী।
অর্দ্ধ জটাজূটঘটা গাঙ্গের তরঙ্গিণী॥
দেখে অপরূপ রূপ দেবমুখ অমরে।
তৎপদারবিন্দে রামচন্দ্রাচন্দ্র নমরে॥ (পৃ. ৮৫)

পিঙ্গল ছন্দ।

বাজিল রে রণডঙ্কা।
দগড় দগড় ডিমি বাজয়ে ঢিমি ঢিমি ঘোর ঘোষণ শঙ্কা॥
তাথই থই থই নাচয়ে খেই খেই মাথই মাথই ঝঙ্কা।
সাজয়ে সব দল ঝুলু ঝুলু কল কল কলরোল না চুক শঙ্কা॥
ঘুর ঘুর ঝাঁঝর ঝনু ঝনু বাগর ঝনঝন নূপুর বাজে।
কত পরিপাটি আঘাতী দণ্ডী নিশান বণ্ডী বিরাজে॥
তরবার চক্রবকী ঝকমক ধক ধকী চর্ম বর্ম পরি সাজে।
মুদল মৃদঙ্গর কামানে পূরি শর দাহকী ধকধক গাজে॥

রণরবে রঞ্জন চঞ্চল বাজা শন শন ঘন বাণ ডাকে।
মারই ধরই কাটই তাড়ই বাড়ই বাড়ই হাঁকে।
গজে উরগ সম চলিল তুরঙ্গম থর থর থর রথ দাপে।
সারি সারি চালি পাকি সঘনে সঘনে হাঁকি ধানুকী ধ'রি ধনু চাপে।
মদভরে গলিত লোচন লোহিত চলিত বড়ই রঙ্গে।
চলিল দলবল মেদিনী টল টল প্রলয় হয় বুঝি অঙ্গে।
কম্পিত ফণী ফণা কূর্মের বেদনা অধীরা ধরণী কৈরে কম্পে।
কহে রামচন্দ্র কবি ধূলায় ঢাকিল রবি অচল চলিত রথ লক্ষে।

(পৃ. ১২৮-২৯)

২। **অক্রূর সংবাদ।**

ইহা ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত এবং অব্যবহিত পরেই পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। কলিকাতা রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত এক খণ্ড 'অক্রূর সংবাদ' আছে, ইহার আখ্যাপত্রে প্রকাশ :—"শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত অক্রূর সংবাদ নামক গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কবিকেশরী কর্ত্তৃক অশেষ পক্ষ [পত্র ?] রচিত অক্রূর সংবাদ মথুরালীলা।" পুস্তকের শেষে রচনাকাল—১৭৪৫ শক (ইং ১৮২৩) দেওয়া আছে :—

সাগরের পূর্ব্বদিশী বাণ বেদ শশকে বসি
এই ছাদে গ্রন্থের বিস্তার।

৩। **আনন্দলহরী।** ইং ১৮২৪। পৃ. ৭২।

শ্রীশ্রীদুর্গা।—অথ—শিবাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিত আনন্দলহরী শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারকৃত ভাষার্থ সাধু ভাষা সমেত কলিকাতার কলুটোলার সমাচার চন্দ্রিকাযন্ত্রে মুদ্রিত হইল সন ১২৩০ সাল

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে

ইহাতে রূপচাঁদ আচার্য্য-কোদিত একখানি লাইন-এনগ্রেভিং আছে। পুস্তকের আরম্ভে গ্রন্থকার নিজ পরিচয়স্বরূপ লিখিয়াছেন :—

চ'বনাত্তি নিবাসী শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাভূষণঃ।
আনন্দলহরী ভাষাং করোতি সুবোধায় চ ॥ (পৃ. ০)

পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় রচনার তারিখ দেওয়া হইয়াছে :—

আনন্দলহরী গ্রন্থ সরসিজ।
তাহার করিল ব্যাখ্যা রামচন্দ্র দ্বিজ।
ইন্দু ইন্দুপিতা বেদ বাণ পরিমাণ।
এই শকে এই গ্রন্থ সমাপ্ত বিধান॥ ১০২॥
ইতি আনন্দলহরী সমাপ্তঃ সন ১২৩০ সাল।
তারিখ ২০ চৈত্র।

৪। **নলদময়ন্তী**। ইং ১৮২৭। পৃ. ২-৯২।

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ। নলদময়ন্তী উপাখ্যান। অর্থাৎ শ্রীযুক্ত নলরাজার কলি কর্ত্তৃক অক্ষক্রীড়া দ্বারা রাজ্যচ্যুত এবং কলিপরিত্যাগানন্তর পুনঃরাজ্যাভিষিক্ত। কলিকাতা। মহেন্দ্রলাল প্রেসে ছাপা হইল, নম্বর ২৭, শাঁখারিটোলা ১২৩৪

'নলদময়ন্তী'ও দুর্গামঙ্গলান্তর্গত। পরবর্তী একটি সংস্করণের পুস্তকের আখ্যাপত্রে আছে :—"নলদময়ন্তী। শ্রীশ্রী৺ দুর্গামঙ্গলান্তর্গত নলদময়ন্তি উপাখ্যান অর্থাৎ নৈষেধ কাব্য। তদ্ভাষা শ্রীযুত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের দ্বারায় পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত হইয়া" ।* কবি 'নলদময়ন্তী'র অনেক অংশে 'নৈষধচরিতে'র ছায়া অবলম্বন করিয়াছেন।

'নলদময়ন্তী'র শেষে কবি 'কদ্রুনীর অভিশাপে'র কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

* 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ', (১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা) পৃ. ১০৩-০৪ দ্রষ্টব্য।

নল দময়ন্তী কথা করিলে শ্রবণ।
কলির নাহিক তর পাপ বিমোচন॥
অতঃপর বলি কঙ্কালীর অভিশাপ।
রচিল শ্রীরামচন্দ্র সংগীত আলাপ॥

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, 'নলদময়ন্তী'ও দুর্গামঙ্গলান্তর্গত। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'র ন্যায় 'দুর্গামঙ্গল'ও স্বতন্ত্র কয়েক খণ্ডে বিভক্ত। 'গৌরীবিলাস', 'কঙ্কালীর অভিশাপ' ও 'নলদময়ন্তী' লইয়া 'দুর্গামঙ্গল' সম্পূর্ণ হইয়াছে।

৫। **কৌতুকসর্ব্বস্ব নাটক**। ইং ১৮২৮। পৃ. ৭৮।

বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে। মিউজিয়মের পুস্তক-তালিকায় ইহার এইরূপ বর্ণনা দেওয়া আছে :—

> GOPINATHA CHAKRAVARTI কৌতুক সর্ব্বস্ব নাটক। শ্রীযুক্ত কলিকাতা নগর রাজার উপাখ্যান। [*Kautukasarvasva nataka*. A Sanskrit play, with intervening portions appearing in a Bengali version in prose and verse by Ramachandra Tarkalankara.] pp. 78. ১২৩৫ [Calcutta? 1828.] 8.

পাদরি লঙের বাংলা পুস্তকের তালিকাতেও (পৃ. ৭৫) পাইতেছি :—

> *Koutuk Sarbasa* Natak, Ch. P. 1830, drama, by R. Chundra Tarkalankar of Harinabhi.

৬। **চন্দ্রবংশ**। ইং ১৮২৯।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে পীতাম্বর সেনের যন্ত্রালয়ে 'চন্দ্রবংশ' মুদ্রিত হয়।* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আখ্যাপত্রহীন এক খণ্ড 'চন্দ্রবংশ' আছে; তাহার পৃ. সংখ্যা ৪+১৪৪। পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় রচনাকাল ১৭৫০ শক (=ইং ১৮২৮-২৯) এই ভাবে দেওয়া আছে :—

* 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ৩৭।

শুন ভাই পুণ্যবান ভারতের উপাখ্যান
রসিকজনের রসলভ্য।
মৈত্র বাণ শূন্ত ডাকে সমাপন ঐ শাকে
কহে রামচন্দ্র কবিসভ্য।

কবি এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

শুন ভাই সর্ব্বজন চন্দ্র বংশ বিবরণ
সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলি সার।
নহুষের অবতংসে জন্ম যার চন্দ্রবংশে
যযাতি ভূপতি নাম যার।
কর কাব্য আস্তরস যাহাতে রসিক বশ
কাল গুণে আদর অধিক।
ভক্তি মুক্তি রসপ্রতি অনেকে না লয় মাত
দেখিলাম প্রায় চারি দিক।
কিন্তু পূর্ব্ব কবি যারা প্রকাশ করেছে তারা
আন্ত রস সংস্কৃতে গুপ্ত।
সাহিত্য নাটক যত প্রায় হইয়াছে হত
ইতে সংস্কৃত রস লুপ্ত।
তাহার কিঞ্চিৎ লয়া অনেকের মন হয়া
গুণিজনে না ধরিবে দোষ।
দ্বিজ রামচন্দ্র কয় যদ্যপি অগ্রাহ্য হয়
বিচক্ষণে পাইবে সন্তোষ।

৭। শাতাতপীয় কর্ম্মবিপাক। ইং ১৮২৯ (?)

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে 'কর্ম্মবিপাক' পীতাম্বর সেনের যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হয়। পাদরি লঙের মতে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রথম মুদ্রিত হয়। ১৮৫৪

খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তক শ্রীরামপুরে পুনর্মুদ্রিত হয়; ইহার এক খণ্ড (পৃ. ৬১) রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে আছে। আখ্যাপত্রে প্রকাশ:—"শাতাতপীয় কর্ম্মবিপাক। অর্থাৎ শাতাতপ মুনিকর্ত্তৃক সংগ্রহ মহাপাপ ও অতিপাপ ও সামান্য পাপকারি মনুষ্যদিগের জন্ম জন্মান্তরে তৎপাপ চিহ্ন যে সকল রোগ উদ্ভব হয় তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিবরণ। তত্ত্বাবার্থ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের দ্বারা সংগৃহীত হইয়া…"।

৮। মাধব মালতী।

ইহা ১৭৫২ শকে রচিত ও অব্যবহিত পরেই মুদ্রিত হয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত (পৃ. ১২২) "মাধব মালতী নামক গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারেণ বিরচিতং" এক খণ্ড আছে। গ্রন্থ-শেষে কবি 'মাধব মালতী'র রচনাকাল ১৭৫২ শক (ইং ১৮৩০-৩১) এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন:—

চন্দ্র চন্দ্রযোনি চন্দ্রললাটবদন।
চন্দ্রহ্রাসবৃদ্ধি যাতে শক নিরূপণ॥

কবির শেষ-জীবন শোভাবাজার-রাজপরিবারের আশ্রয়ে কাটিয়াছিল। কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের আদেশে তিনি এই কাব্যখানি রচনা করেন। কবি লিখিতেছেন:—

মহারাজা নবকৃষ্ণ বিখ্যাত জগতী।
তাহার বর্ণনা আমি কিরূপে বা করি।
আরোপিত কথনের নাম হয় ভব।
যে সব বর্ণনা করে নহে অসম্ভব।
দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য লইলেন জন্ম।
সেইমত তাহার ভাবত দেখি কর্ম।
তাঁর ছিল নবরত্ন ইহার সে রূপ।
সভাদের কিবা কব নিজে বিজ্ঞারূপ।
সাক্ষাৎ ব্রহ্মপুত্র নামে জগন্নাথ।
তর্কপঞ্চাননরূপে ভুবনবিখ্যাত।
মহাকবি বাণেশ্বর নহে নশ্বর।
বলরাম কামদেব আর গদাধর।

শিবরাম পদ্মপুরে স্মার্ত্ত কৃপারাম।
শান্তিপুরে বাস গোঁসাই ভট্টাচার্য্য নাম।
এই নবরত্ন লয়ে সর্ব্বদা আমোদ।
আপনি আছেন লক্ষ্মী কি কব সম্পদ।
মান্যের কি কব যার উজিরের পদ।
হুকুম আছিল যার করিবারে বধ।
বিলাতের বাদসাহ করিলে সম্মান।
গবর্ণরের ঘরে যিনি সদা চৌকী পান।
অধিকার হাতে শত পরগণাদি।
হেন জন নাহি ছিল হয় প্রতিবাদী।
রূপের তুলনা নাই যানে গোষ্ঠীপতি।

মুখ্য বিনা কর্ম্ম নাই তাহার সন্ততি।
তাঁর পুত্র বাহাদুর রাজা রাজকৃষ্ণ।
কি কব তাঁহার গুণ ন শক্ত ন দুষ্ট।
পিতাতুল্য মান নাম তাবত কর্ম্মেতে।
বিশেষ তাঁহার গুণ দয়ার ধর্ম্মেতে।
সেবীবর বঙ্গালের যে বা ছিল ঘাটি।
কায়স্থের কুলের করিল পরিপাটি।
তার পুত্র কালীকৃষ্ণ বাহাদুর নাম।
নবীন প্রবীণ যিনি সর্ব্বগুণধাম।
আত্মাশক্তি কমলার করিয় বিশেষ।
কবি রামচন্দ্র প্রতি করিলা আদেশ।

৯। **আচার রত্নাকর গ্রন্থ।** ইং ১৮৩৪ (?)

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর সংখ্যা *Calcutta Christian Observer* পত্রে (পৃ. ৫৭৪-৭৫) এই পুস্তক হইতে কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অরুণোদয় হইতে রাত্রিকাল পর্য্যন্ত সময়ের কর্ত্তব্য সদাচার কথনই—এই পুস্তকের বিষয়বস্তু।*

১০। **হরপার্ব্বতীমঙ্গল।**

আমরা এই গ্রন্থের রচনা বা প্রকাশকাল জানিতে পারি নাই, তবে ইহা যে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রকাশিত, তাহা সুনিশ্চিত।†

* মুন্সী শ্রী আবদুল করিম 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' (১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ২৩৮) গ্রন্থে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত এক খণ্ড 'আচার-রত্নাকরে'র সন্ধান দিয়াছেন।

† List of Bengalee Printed Books to the year 1839....*Haraparvati Mangal*, Praise of Hara and Parvati,...pages 864.—*Report of the General Committee of Public Instruction,...for the year 1838-39*, App. No. 6, p. 40.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত 'হরপার্ব্বতীমঙ্গলে'র এক খণ্ড পুস্তক (পৃ. ৩৩৯) আছে। ইহার আখ্যাপত্রে প্রকাশ :— "শ্রীহরপার্ব্বতী মঙ্গল মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে। তৎসভাসদ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কবিকেশরী ভট্টাচার্য্য কর্তৃক রচিত। বিচার করিবে গুণ গুণি বিজ্ঞবর। খলের স্বভাব দোষ দেখিতে তৎপর। পদ্মবনে ত্যজি মধু মৃণাল কুঞ্জর। ভেক ভক্ষণের আশে তাহার আসর।"

এই মহাকাব্যখানিও কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের আদেশে রচিত। 'হরপার্ব্বতীমঙ্গলে'র আখ্যাপত্রে কবি নিজেকে কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের "সভাসদ"রূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

'হরপার্ব্বতীমঙ্গলে'র কবির "আত্মপরিচয়" অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

ত্রিপদী।

জাহ্নবীর পূর্ব্বভাগ, যেনময় অনুরাগ,
অধিপতি ছিল মদন রায়।
নিজে যাযাবক গাজী, আপনি হইয়া রাজী,
বনমাঝে দেখা দিলা তায়।
সঙ্কেতে সন্ধান কৈরে, নবাবে কথন কৈরে,
সিরপা পাইল জমীদারী।
দত্ত কুল সম্ভব, গোষ্ঠীপতি খ্যাতি যব,
কায়স্থ কুলের অধিকারী।
বৃত্তিভোগী কত দ্বিজ, পঞ্চম তনয় নিজ,
কনিষ্ঠ শ্রীরাম বিচক্ষণ।
বুঝিয়া কাব্যের তত্ত্ব, জমীদারী তাহে বর্ত্ত,
তনয় শ্রীদুর্গাচরণ।

সহায় আনন্দময়ী, সর্ব্বাংশে হইলা জয়ী,
শ্রীমতী শ্রীমতী যার রাণী।
করিয়া সমাজস্থান, কত ভূমি কৈলে দান,
বারুইপুরেতে রাজধানী॥
তস্য পুত্র গুণধাম, শ্রীকালীশঙ্কর নাম,
অল্পকালে হৈলা লোকান্তর।
তস্য পুত্র মহাশয়, শ্রীরাজবল্লভ হয়,
চৌধুরী বিখ্যাত সর্ব্বত্তর॥
শৌর্য্য বীর্য্য ধৈর্য্যবরা, অবিবাদে পালে ধরা,
সাক্ষীযাতে রঘুপতি রায়।
অধিকার ইংরাজী, কেহ করি কারসাজী,
কিছু গ্রাম করায় নিলাম।
তার মধ্যে বাসস্থান, হরিনাভি সমাখ্যান,
কিনিলেন দুর্গারাম কর।
নহেন সামান্য ব্যক্তি, গুরু দেব দ্বিজে ভক্তি,
কীর্ত্তি কত দেশ দেশান্তর।
উভয়ত গুণযোগী, কিন্তু যায় বুদ্ধিভোগী,
আশীর্ব্বাদ করি পুনঃ পুন।
কবীন্দ্র মাতার কুল, ইষ্ট যার অনুকূল,
পিতৃপরিচয় কিছু শুন।
মুখটী বিখ্যাত কুলে, মেলবন্ধ যার মূলে,
শঙ্করের তনয় গোপাল।
ভরদ্বাজ মুনি অংশ, কানাই ঠাকুর বংশ,
আদান প্রদানে সব ভাল।

তিনি কুল ভঙ্গ নিজ, মাহিনগরেতে দ্বিজ
কামদেব সার্ব্বভৌমাখ্যান।
বিবাহ তনয়া তারি, তাহাতে সন্তান চারি,
রামধন তৃতীয় সন্তান।
তদঙ্গজ রামচন্দ্র, ইষ্ট চরণারবিন্দ,
একান্ত হৃদয়মাঝে ভাবি।
বিনোদরাম সুতাসুত,* রচিল বিনয়যুত,
সংপ্রতি নিবাস চক্রিনাভি।

১১। **কালীপুরাণ।**

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচিত এবং অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হয়। ১২৫৫ সালে মুদ্রিত পুস্তকের এক খণ্ড (পৃ. ৪+২৭৫) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আছে। ইহার আখ্যাপত্রে আছে,—"মূল কালীপুরাণ। অর্থাৎ কামাখ্যা বর্ণন এবং ভগবতী পূজা ইত্যাদি বহুবিধ প্রকরণ আছে। বক্তা মহামুনি ঔর্ব্ব গোস্বামী। শ্রোতা সূর্য্যবংশোদ্ভব সগর রাজা। তদ্ভাষা শ্রীযুত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কর্তৃক বিরচিত হইয়া⋯।"

গ্রন্থশেষে ইহার রচনাকাল—১৭৫৬ শক (ইং ১৮৩৪-৩৫) এই ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে :—

রসবাণ সমুদ্র পশ্চাত্ত সুধাকর।
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ শক নৃপবর।

গ্রন্থারম্ভে কবি আত্মপরিচয় দিয়া তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রচনাগুলির উল্লেখ করিয়াছেন, তৎপরে শোভাবাজার-রাজবংশের পরিচয় দিয়া জানাইয়াছেন

* এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়, কবি নিজেকে বিনোদরাম তর্কালঙ্কারের "সুতাসুত" অর্থাৎ পৌত্র বলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নিত্যধন ভট্টাচার্য্য কবির মাতামহকুলের যে পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নির্ভুল নহে ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ৩য় সংখ্যা, ১৩৪০ সাল, পৃ. ১১৫)।

যে, এই গ্রন্থও কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের আদেশে রচিত। আমরা এই অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

নিবাস জাহ্নবী তীর হরিনাভী গ্রাম।
সমাজ কায়স্থ দ্বিজ কত কব নাম।
বেদি বন্দ্য কুলেতে মুখুটি অবদাত।
অধুনা উপাধি তর্কালঙ্কার বিখ্যাত।
পূর্ব্বে কয়খানি গ্রন্থ করেছি রচনা।
বহু রস বহু ছন্দে তাহার সূচনা।
গৌরীর বিলাস নল দময়ন্তী কথা।
মাধব মালতী চন্দ্র বংশোদয় গাথা।
কৌতুক সর্ব্বস্ব হরপার্ব্বতী মঙ্গল।
আনন্দলহরী ভাষা আচার সকল।
কর্ম্ম বিবেকার্থ আর আছয়ে অনেক।
অক্রুর সম্বাদ বলি গিতলা কতেক।
করেছি অমর ভাষা শব্দ অনুমান।
সংপ্রতি রচিব ভাষা কালীকা পুরাণ।
বিক্রমাদিত্য তুল্য নবকৃষ্ণরাজ।
নবরত্ন সম যার পণ্ডিত সমাজ।
তাহার তনয় রাজকৃষ্ণ বাহাদুর।
রূপে গুণে দয়া ধর্ম্মে তাহাতে প্রচুর।
তাহার তনয় আট সবে বিলক্ষণ।
শিবকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠপুত্র সর্ব্ব সুলক্ষণ।
কালীকৃষ্ণ মধ্যম বর্ণনে বর্ণ চারে।
শাপে সুরপতি অবতীর্ণ এ সংসারে।
শান্ত ধীর দেবীকৃষ্ণ নামেতে তৃতীয়।
চতুর্থ অপূর্ব্বকৃষ্ণ সর্ব্বজনপ্রিয়।
পঞ্চম মাধবকৃষ্ণ বিজ্ঞ গুণবান।
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ষষ্ঠ উপেন্দ্র সমান।
সপ্তম নরেন্দ্রকৃষ্ণ মদন মূরতি।
যাদবেন্দ্রকৃষ্ণ নাম অষ্টম সন্ততি।
কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণসখ দেওয়ান বাটীর।
সসম্পর্ক ভাগিনেয় বিচক্ষণ ধীর।
বৃহস্পতিতুল্য সভাপণ্ডিত শ্রীকান্ত।
মধ্যমের গুণ বাল ধীর দয়া শান্ত।
সুশীল পণ্ডিত সুকুমার অনুপম।
ক্ষমা ধৈর্য্য দয়াশীল ধার্ম্মিক উত্তম।
সভাসত্ত রামচন্দ্র আজ্ঞা দিল তারে।
কালিকা পুরাণ ভাষা গীত রচিবারে।
সেই বাক্য অনুসারে হইল রচিত।
সম্প্রতি ছাপার গ্রন্থ হইবে মুদ্রিত।
রচিব মানস আরো যদি আয়ু পাই।
নিবেদন মাগি কিছু সাধুজন ঠাঁই।

উদ্ধৃত অংশে কবি স্বরচিত গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন। তন্মধ্যে 'গৌরীবিলাস' হইতে 'অক্রুরসংবাদ' পর্য্যন্ত গ্রন্থের নাম ছাড়া বহী ও গীতগুলা সম্বন্ধেও গ্রন্থরচনার আভাস পাওয়া যাইতেছে ;

বোধ হয়, ইহা ষষ্ঠীমঙ্গল ও শীতলামঙ্গল হইতে পারে। তদ্ভিন্ন 'অমরভাষা' বা অমরকোষের অনুবাদও তিনি করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন আয়ুতে কুলাইলে অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করিতেও তাঁহার বাসনা ছিল দেখা যাইতেছে। কিন্তু 'কালীপুরাণে'র পরে তিনি অন্য কোনও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না, জানিতে পারি নাই।

মৃত্যু

আনুমানিক ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কবিকেশরী রামচন্দ্র পরলোক গমন করেন। শ্রীযুত নিত্যধন ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন :—

> রামচন্দ্র দুই বিবাহ করেন; তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল। পুত্র আনন্দচন্দ্র অবিবাহিত অবস্থায় মারা যান; কন্যা গোলোকমণিও বাল‍বিধবা অবস্থায় বহু দিন বাঁচিয়া ছিলেন। এইরূপে তাঁহার বংশলোপ হয়। এখন তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা মাধবচন্দ্রের বংশধরেরাই হরিনাভিতে বাস করিতেছেন। ইং ১৮৪৫ সালের ১৬ই জুন তারিখ দেওয়া একখানি দরখাস্ত দেখিলাম। রামচন্দ্র তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার প্রথমা পত্নী গৌরীমণি দেবী ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র (মাধবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র) দ্বারিকানাথ মিলিত হইয়া তাঁহার সম্পত্তির অধিকার পাইবার জন্য এই দরখাস্ত করেন; সুতরাং বুঝা যায়, ইং ১৮৪৫ (বাং ১২৫২) সালের কাছাকাছি সময়ে রামচন্দ্র মারা যান।—"রামচন্দ্র কবিকেশরী বা মিশ্র রামচন্দ্র", 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ৩য় সংখ্যা, ১৩৪০।

মেট্রোপলিটান কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ১৩০৫ সালে একখানি পত্রে শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীকে লিখিয়াছিলেন :—

> প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হরিনাভি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ... ... প্রায় ৫৫ বৎসর হইল, রামচন্দ্রের কাল হইয়াছে।—'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১ম সংখ্যা, ১৩০৫, পৃ. ১৪।

কালীকৃষ্ণের এই উক্তি মোটামুটি ঠিক বলা যাইতে পারে।

মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ

?—১৮৮০

পণ্ডিত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের বংশ-পরিচয়াদি আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের এক জন সুযোগ্য ছাত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহপাঠী। সংস্কৃত কলেজের প্রায় প্রত্যেক শ্রেণীতেই—যেমন জ্যোতিষ, স্মৃতি—কৃতী ছাত্র হিসাবে মুক্তারাম পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৩৬ হইতে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত পূর্ণ তিন বৎসর স্মৃতির ছাত্র ছিলেন এবং ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দেই কলেজ ত্যাগ করেন।

চাকুরী-জীবন

সংস্কৃত কলেজের পাঠ সাঙ্গ করিয়া মুক্তারাম শিক্ষকতা-কর্ম্মে ব্রতী হন। শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্ট পাঠে তাঁহার চাকুরী-জীবনের কথা কিছু কিছু জানা যায়।

হিন্দুকলেজ-সংলগ্ন 'পাঠশালা'

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে হিন্দুকলেজ-সংলগ্ন 'পাঠশালা'র সূত্রপাত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য ছিল—বাংলার মাধ্যমে সাহিত্য এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। সংস্কৃত কলেজ

ত্যাগ করিয়া মুক্তারাম 'পাঠশালা'র পণ্ডিতের পদ লাভ করেন।* এই পদে তিনি এক বৎসর নিযুক্ত ছিলেন।

হিন্দুকলেজ

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি মুক্তারাম মাসিক ১৫৲ বেতনে হিন্দুকলেজের জুনিয়র-বিভাগের পণ্ডিতের পদ লাভ করেন।†

কলিকাতা মাদ্রাসা

দুই বৎসর হিন্দুকলেজের জুনিয়র স্কুলে শিক্ষকতা করিবার পর মুক্তারাম কলিকাতা মাদ্রাসার ইংরেজী-স্কুল-সংলগ্ন বাংলা-শ্রেণীর পণ্ডিতের পদে মাসিক ৪০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। এই পদে তাঁহার নিয়োগকাল—২৬ জুন ১৮৪৩। শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ :—

> By the demise of Sreenauth Roy, the Bengalee Master, on the 15th June 1843, the office became vacant, and was filled up on the 26th; of the same month by the appointment of Mooktaram, a Pundit in the Junior Department of the Hindoo College.—General Report on Public Instruction,...for 1843-44, p. 45.

এই পদে তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন।

---

* General Report of the late General Committee of Public Instruction, for 1840-41 & 1841-42, p. 52 n.

এই রিপোর্টে আরও প্রকাশ :—"The Patshala was opened and came into operation at the close of 1839-40··· It is situated a few yards from the [Hindoo] College, in the north westerly direction and across the College Street. It is a lower roomed house of good ventilation." (Pp. 72-73.)

† General Report on Public Instruction,...for 1840-42, p. 52.

‡ এই শিক্ষা-বিষয়ক রিপোর্টে হিন্দুকলেজের শিক্ষকবর্গের নামের তালিকায় মুক্তারামের নিয়োগকাল—২৯ জুন ১৮৪৩ দেওয়া আছে।

'পাঠশালা'য় শিক্ষকতাকালে মুক্তারাম হিন্দুকলেজের শিক্ষক ভুবনমোহন মিত্রের সহযোগিতায় 'পাঠশালা'র ছাত্রগণের ব্যবহারার্থ বাংলায় একখানি ভূগোল প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৪০-৪২ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে ইহার এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়।

Geography, in 2 Parts, with 4 Supplements.	**Compiled by Mooktaram Bhuttacharjea, a teacher of the Pautsalla, and Baboo Bhobunmohun Mittra, an Assistant Teacher of the Hindoo College.**
There is an engraved Map of Hindoosthan.	**The first part, containing Asia, is printed.** **The second, with Europe, Africa and America, is ready for Press. These 2 parts are for the Junior Department.** **The 4 Supplements, giving in detail the description of the four Quarters of the Globe, are for the Senior Departments.—General Report of the late General Committee of Public Instruction, for 1840-41 & 1841-42, App. VI, pp. xxxvii—viii.**

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে এক খণ্ড 'শিশুসেবধি। ভূগোলসূত্র' আছে (নং ৭৩১); ইহাই মুক্তারাম-রচিত পুস্তক বলিয়া মনে হয়। পুস্তকখানির পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬৩+৪, আখ্যাপত্র এইরূপ :—

শিশুসেবধি। ভূগোল সূত্র। হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষমহাশয়দিগের আদেশে পাঠশালার ব্যবহারার্থে ভূগোল বৃত্তান্তের সংক্ষেপ সংগৃহীত।

হিন্দুকালেজ প্রজাপুরস্থ শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির প্রজ্ঞাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।
সন ১২৪১।

অতঃপর আমরা মুক্তারামকে সংবাদপত্র সেবায় নিযুক্ত দেখিতে পাই। সেকালে যে-কয়খানি বাংলা সংবাদপত্র ছিল, 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'* তাহাদের অন্যতম। ইহার তৃতীয় সম্পাদক অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্যের আমলে (১৮৪১-১৮৭৩) বহু সুলেখক ও পণ্ডিত স্ব স্ব রচনাদি দ্বারা 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অদ্বৈতচন্দ্র-সম্পাদিত, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত, 'সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্রে'ও মুক্তারাম নিয়মিতভাবে লিখিতেন। খুব সম্ভব, তিনিই কল্কিপুরাণ পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত বাংলা গদ্যে অনুবাদ করিয়া ইহাতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বলাইচাঁদ সেন মুক্তারাম-কৃত কল্কিপুরাণের বঙ্গানুবাদ কবিতাকারে মুদ্রিত করেন।

অদ্বৈতচন্দ্র সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে শাস্ত্রগ্রন্থ, অভিধান ও সাহিত্যাদি বহু গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া মাতৃভাষা সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের "সাহায্যে" সম্পাদন করিয়া তিনি যে-সকল

* ১০ জুন ১৮৩৫ তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' মাসিক আকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রথম সম্পাদক। কথিত আছে, কিছু দিন পত্রিকা পরিচালনের পর তিনি ঢাকা কলেজে চাকুরী গ্রহণ করেন। এই সংবাদ সত্য হইতে পারে, কারণ, ১৮৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে দেখিতেছি, ২০ জানুয়ারি ১৮৪৮ তারিখে "হরচন্দ্র" ৩০৲ বেতনে ঢাকা স্কুলের (পরে, কলেজ) হেড পণ্ডিত নিযুক্ত হন। ১২৪৫ সালের পৌষ (১৮৩৯, জানুয়ারি ?) মাস হইতে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' সম্পাদক-রূপে উদয়চন্দ্র আঢ্যের নাম প্রকাশিত হয় ('বাংলা সাময়িক-পত্র,' পৃ. ৭৮)।

গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহার কতকগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি :—

১। **শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ** সটীকঃ। (বঙ্গাক্ষরে) মহামহোপাধ্যায় পরম ভাগবত শ্রীগোপাল ভট্ট সংগৃহীতঃ। সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদকোদ্যোগতো বহুতর সুবিজ্ঞ পণ্ডিতবরৈঃ সহ বিবিচ্য। শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশেন শোধিতঃ। শকাব্দাঃ ১৭৭১। পৃ. ৭১৭।

২। সেক্সপিয়র কৃত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত **অপূর্ব্বোপাখ্যান** মেং ল্যাম্ব ও মিস ল্যাম্ব কর্ত্তৃক রচিত। শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও অন্যান্য সুহৃদগণ সাহায্যে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় সংকলিত। সন ১২৫৯ সাল। পৃ. ৫০০। (ইহাতে শেক্সপীয়রের একখানি এবং উপাখ্যানগুলি-সংক্রান্ত ১৪ খানি কাঠখোদাই চিত্র আছে।)

১৩১৮ সালে এই গ্রন্থ বসুমতী-কার্য্যালয় কর্ত্তৃক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে, ইহার আখ্যা-পত্রে গ্রন্থকার-রূপে কেবলমাত্র "৺মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ"-এর নাম মুদ্রিত হইয়াছে।

৩। **শব্দাম্বুধি**। অর্থাৎ বিবিধ কোষ হইতে সঙ্কলিত বহুতর সংস্কৃত শব্দ সংকৃত গৌড়ীয় সাধু ভাষান্তর্গত বহুল শব্দের অর্থ প্রকাশক গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ এবং অন্যান্য বিজ্ঞ পণ্ডিত সাহায্যে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সংগৃহীত। শকাব্দা ১৭৭৫। পৃ. ৬০৪।

৪। **আরবীয়োপাখ্যান**। আরব দেশীয় অদ্ভুত গল্প সমূহ স্ক্রিন্ট পাদ্রি এড্‌বার্ড ফষ্টর সাহেবের সংগৃহীত ইংরেজী ভাষায় পুস্তক হইতে। শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সাহায্যে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক কর্ত্তৃক গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদিত।

ইহা চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ; প্রত্যেক খণ্ডের প্রকাশকাল ও পত্র-সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল :—

প্রথম খণ্ড	...	১৭৭৫ শক	পৃ. সংখ্যা ২৯৪
দ্বিতীয় খণ্ড	...	১৭৭৬ "	" ৩২৪
তৃতীয় খণ্ড	...	১৭৭৬ "	" ৩১৯
চতুর্থ খণ্ড	...	১৭৭৮ "	" ৩৩৮

এই গ্রন্থের এক খণ্ড কলিকাতা রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে।

৫। **শ্রীমদ্ভাগবত**। মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত। প্রথম স্কন্ধ। পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছ্রীধর স্বামিকৃত শ্রীভাগবত দীপিকার ব্যাখ্যানুসারে শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সাহায্যে পূর্ণচন্দ্র-সম্পাদক কর্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত। শকাব্দাঃ ১৭৭৭।

সমগ্র ভাগবত একাদশ বৎসর ধরিয়া দ্বাদশ স্কন্ধে প্রকাশিত হয়। প্রথম চারি স্কন্ধের বঙ্গানুবাদ ১৭৭৭ শকেই সমাপ্ত হয়; শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয়—৭ বৈশাখ ১৭৮৮ শকে। মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ১০ম স্কন্ধের কিয়দংশ পর্য্যন্ত অনুবাদে পূর্ণচন্দ্র-সম্পাদক অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্যকে সাহায্য করিয়াছিলেন, বাকী অংশের অনুবাদে সাহায্য করিয়াছিলেন তত্ত্ববোধিনী সভার সহ-সম্পাদক আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

৬। **নূতন অভিধান**। জগন্নারায়ণ শর্ম্মকৃত। বিদ্যার্থি ও জ্ঞানার্থি জনগণের ব্যবহারার্থ শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সাহায্যে পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্তৃক বহুতর শব্দ সংযোগ এবং সংশোধন পূর্ব্বক পুনর্নবীকৃত। শকাব্দাঃ ১৭৭৮। পৃ. ৩৫৬।

'সংবাদ অরুণোদয়'-সম্পাদক জগন্নারায়ণ শর্ম্মা (মুখোপাধ্যায়)-সঙ্কলিত 'নূতন অভিধান' সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে সর্ব্বপ্রথম

প্রকাশিত হয় ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে; ইহার পত্র-সংখ্যা ১২০ ও শব্দ-সংখ্যা ১২০০০ ছিল।*

৭। **অমরার্থ দীধিতি।** অর্থাৎ কবিবর অমরসিংহকৃতাভিধানস্থ শব্দ সকলের নাম লিঙ্গ প্রকাশিকা। শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সাহায্যে পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্ত্তৃক কোলব্রুকাদির সংস্কৃতাভিধান হইতে সংকলিত। সন ১২৬৩। পৃ. ১২৫+১১০।

ইহার এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আছে।

৮। **অন্নদামঙ্গল।** নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অনুমতি ক্রমে মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় কর্তৃক বিরচিত। শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সাহায্যে পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্ত্তৃক অনেক স্থানের পুস্তকের সহিত ঐক্য এবং সংশোধন পূর্ব্বক মুদ্রিত।

এই পুস্তকের ইংরেজী আখ্যাপত্রে আছে—Revised by *Pundit Mooktaram Bidyabagis.*

আমরা এই গ্রন্থের ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণের এক খণ্ড দেখিয়াছি। ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়—১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে। ১২ এপ্রিল ১৮৫২ তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' প্রকাশ:—

> ১২৫৮ সালের ঘটনা।—…কার্ত্তিক।…সুকবি ভারতচন্দ্রের সমগ্র পুস্তক সংশোধন পূর্ব্বক এ যন্ত্রে প্রকাশ পায়।

'অন্নদামঙ্গলে' অনেকগুলি কাঠখোদাই চিত্র আছে।

৯। **হিতোপদেশ।** শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সাহায্যে পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্ত্তৃক সংশোধন পূর্ব্বক। ১২৬৭ সাল। পৃ. ৪৮৩।

ইহার "ভূমিকা"য় প্রকাশ:— "…বাঙ্গালা ভাষায় তাহার [সংস্কৃত হিতোপদেশের] যত যত অনুবাদ হইয়াছে তাহার মধ্যে এক খানিও

* 'সুবর্ণবণিক্ সমাচার', ২য় বর্ষ, পৃ. ২৪০, ২৮৪ দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বাপর সংলগ্ন বা অবিকল অর্থ কিম্বা উত্তম রূপ সংশোধিত দেখিতে পাওয়া যায় না। এ নিমিত্তে আমি কয়েক জন প্রধান প্রধান পণ্ডিতের সাহায্যে সংস্কৃত হিতোপদেশ অনুবাদ করিয়া বিশিষ্ট পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় স্বীকার করতঃ এই পুস্তক খানি প্রস্তুত করিলাম।"

মৃত্যু

১ এপ্রিল ১৮৬০ তারিখে পণ্ডিত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা দেশ এক জন বড় পণ্ডিত ও স্মার্ত্তকে হারাইয়াছে। কলিকাতা মাদ্রাসার তৎকালীন অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন লীস্ (W. N. Lees) বিদ্যাবাগীশের মৃত্যুতে যে প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

Pundit Mooktaram Vidyabagish, the late Head Pundit, Anglo-Persian Department of this Institution, died on the 1st April 1860....

Mooktaram Vidyabagish was a Pundit of rare acquirements. Possessing a good knowledge of Sanscrit as a language, and a general acquaintance with Hindu Literature and Philosophy, he would have maintained the position of a man of learning in any society of his countrymen. His speciality, however, was Law, and in this branch of knowledge there was no Pundit in Calcutta who held a higher place, or was more frequently consulted, than the deceased Pundit. His equality of temper and his kindness of disposition peculiarly fitted him for an instructor of youth, and, with his many other excellent qualities, endeared him to his pupils, as well as to all who knew him. His loss is deplored, but not more deeply than it deserves to be, for I regret to record that Pundits of the merit of Mooktaram Vidyabagish are now not often to be met with.*

* General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, for 1859-60. Appendix A, p. 170 : Report of the Principal, Captain W. N. Lees, L. L. D.

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

১৮২২—১৯০৩

জন্ম ; বংশ-পরিচয়

চব্বিশ-পরগণার অন্তঃপাতি মদনমল্ল পরগণার মধ্যে রাজপুর গ্রামে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬এ সেপ্টেম্বর গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—রামধন বিদ্যাবাচস্পতি ; ইনি দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। রামধন "রাজপুরের চতুষ্পাঠীর অবস্থা মন্দ হওয়াতে কলিকাতায় আসিয়া ঠনঠনিয়া সিদ্ধেশ্বরী-গৃহের পশ্চাৎ ভাগে… কর্ণওয়ালিস্ রাস্তার পশ্চিমপ্রান্তে পুষ্করিণীর পাড়ের উপর এক টোলঘর বাঁধিয়া, কলিকাতার অধ্যাপক" হন।

বাল্য ও ছাত্রজীবন

গিরিশচন্দ্র স্বয়ং তাঁহার "বাল্যজীবন" লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে প্রকাশ :—

> আমাদের বাটীর অতিসন্নিকট উত্তরাংশে…তারাচাঁদ সরকারের বাটী ছিল। নিকটস্থ নূতন পুকুরের পশ্চিমাংশে বাসকারী মাণিক গুরু নামে এক ব্রাহ্মণ, ঐ সরকারের চণ্ডীমণ্ডপে ক্ষুদ্র বালকদিগের পাঠশালা করিয়াছিলেন ; আমার পঞ্চমবর্ষ বয়স্ উত্তীর্ণ হইলেই হাতে খড়ী হইয়া, ঐ মাণিক গুরুর নিকট তালপত্রে লিখন আরম্ভ করি।…এক বৎসর কাল

ঐ পাঠশালে আমার তালপত্রে লিখন ও সামান্য সামান্য অঙ্ক শিক্ষা হয়। পরে যখন কলাপাতে লেখা আরম্ভ হয়, নানাপ্রকার নাম লিখিতে ও চিঠী-পত্রাদি লিখিতে শিক্ষা হয়; তখন ঐ পাঠশালা ত্যাগ করিতে হইল। এক্ষণে যেখানে ভবশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (চণ্ডীচরণ ন্যায়ালঙ্কারের কনিষ্ঠ পুত্র) বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া পাকাবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ঐ স্থানে পূর্ব্বে নারায়ণ দেব বাড়ী ছিল, তিনি নিজ চণ্ডীমণ্ডপে কিঞ্চিদধিকবয়স্ক বালকদিগের শিক্ষার্থ এক পাঠশালা করিয়াছিলেন। আমি ৬ বৎসর বয়স্ উত্তীর্ণ হইলেই এ পাঠশালে শিক্ষা আরম্ভ করি। তথায় সকলপ্রকার বাঙ্গলা অক্ষর লেখা ও পত্রাদি-লিখন-প্রণালী এবং শুভঙ্করের অঙ্ক সমুদায় এক বৎসর মধ্যে শিক্ষা করি। তৎকালে রাজপুরে আর অধিক বিদ্যা অভ্যাসের উপায় ছিল না। অতএব কলিকাতায় ১ খানি চালঘরে বাসকারী আমার পিতা আমাকে তথায় আনিলেন।

ঐ সময়ে (খ্রী° ১৮২৪ সালে) কলিকাতা পটোলডাঙ্গানামক স্থানে গোলদিঘীর উত্তরাংশে, রাজকীয় বৃহৎ প্রাসাদে, কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য-জাতীয় ছাত্রদিগের সংস্কৃত শিক্ষার্থ কালেজ স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ দুই জাতি ভিন্ন অন্য জাতির (অর্থাৎ শূদ্রের) সংস্কৃত পাঠ নিষিদ্ধ ছিল। অন্য-জাতীয় বালকদিগের ইংরেজী শিক্ষার্থ তৎকালে ঐ সংস্কৃত কালেজের দুই পার্শ্বে বৃহৎ দুই একতালা বাটীতে হিন্দুদিগের অর্থসাহায্যে হিন্দুকালেজ নামে পাঠশালা স্থাপিত হয়। সংস্কৃত কালেজে নানা শাস্ত্রের অধ্যাপনার্থ অনেকগুলি এতদ্দেশীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে হালিসহর—কুমারহট্ট-নিবাসী শিবপ্রসাদ তর্কপঞ্চাননের পুত্র শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ব্যাকরণশাস্ত্রের একজন অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন।* ব্যাকরণ-পাঠের ছাত্রসংখ্যা অধিক

* গঙ্গাধর তর্কবাগীশও বাংলা ভাষার সেবা করিয়া গিয়াছেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'বোপদেবসার' প্রকাশ করেন। ১৩ মার্চ ১৮৩০ তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে প্রকাশ :—

হওয়াতে আর দুইজন পণ্ডিতও নিযুক্ত হন। গঙ্গাধর ৪০৲ টাকা বেতন পাইতেন এবং কলিকাতা সিমুলিয়া শিবচন্দ্র দাসের গলির ভিতর একখানি ক্ষুদ্র বাটী ক্রয় করিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন।...

তর্কবাগীশ মহাশয় কালেজের অধ্যাপনাকার্য্য শেষ হইলে, বেলা ৪টার সময়ে বাটী আসিয়া, বস্ত্রাদি ত্যাগপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া, আমার পিতার চতুষ্পাঠীর দাবায় বসিয়া, পাড়ার লোক দেখিতেন এবং নানা গল্প করিতেন। এমত সময়ে আমি ৮ বৎসর বয়সে পড়িবার জন্য কলিকাতায় আসিলাম। আমার আহারের জন্য পিতা অতিশয় বিব্রত হইলেন। আমাকে না খাওয়াইয়া কোথাও যাইতে পারিতেন না।

তর্কবাগীশ মহাশয় আমাকে দেখিয়া অতি সন্তুষ্ট হইলেন, এবং সংস্কৃত কালেজে আমার পাঠ করিবার প্রস্তাব করিলেন। পিতৃঠাকুর বলিলেন "আমি কি করিয়া ১০টার মধ্যে খাওয়াইয়া দিব"। তাহাতে তর্কবাগীশ মহাশয় বলিলেন, "প্রত্যহ ১০টার মধ্যে আমার বাড়ীতে খাইয়া কালেজে যাইবে"। পিতৃঠাকুর ঐ প্রস্তাবে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও উপকৃত হইলেন। তদবধি আমি ২ বৎসর কাল তাঁহার বাটীতে সকালে খাইয়া পড়িতে যাইতাম; তার পর মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রায় শেষ হইলে কালেজের নিয়মানুসারে পরীক্ষা দিয়া মাসিক ৫৲ পাঁচটী টাকা বেতন পাইতে লাগিলাম।...

"খোসগল্পসার।—সংস্কৃত কালেজের একজন অধ্যাপক খোসগল্পসার নামক একগ্রন্থ রচনা করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। তাহাতে দেশের মধ্যে যে সকল কৌতুকজনক কথা এবং তদনুরূপ খোসগল্প কথিত কতিপয় খোসগল্প তন্মধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে। চন্দ্রিকা, ১২ মার্চ।"

পাদরি লং তাঁহার বাংলা-পুস্তকের তালিকায় (পৃ. ৭৫) লিখিয়াছেন :—

TALES....Khos Galpa Sar, 1889, pleasing tales by Gungadhar Tarkavhagis, of Halishwar.

এইরূপে সংস্কৃত কালেজে প্রায় ১৩ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায়, স্মৃতি সকলশাস্ত্রই কিছু কিছু শিখিলাম। বৎসর বৎসর পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ক্রমে ৮৲ টাকা করিয়া বেতন পাইতে লাগিলাম; তাহাতে পিতাঠাকুরেরও যৎকিঞ্চিৎ খরচের সাহায্য হইতে লাগিল। পাঠের শেষাবস্থায় ন্যায়-স্মৃতি-অধ্যয়নকালে ২।° বৎসর ১৫৲ টাকা করিয়া স্কলারসিপ পাইলাম। শেষে যখন ২০৲ টাকা স্কলারসিপ হইল, তখন কালেজের নিয়মানুসারে আমাকে কালেজ ত্যাগ করিতে হইল, ২০৲ টাকা স্কলারসিপ ভোগ করিতে পাইলাম না।— হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিরত্ন: '৺গিরিশচন্দ্র-বিদ্যারত্নের জীবন-চরিত', পৃ. ৮-১১।

গিরিশচন্দ্র ১২ বৎসর ৫ মাস সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন, তন্মধ্যে এক বৎসর সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী-বিভাগের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকারের নিকট ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করেন। এই সময় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরী ও সংস্কৃত কলেজের পরীক্ষক জি. টি. মার্শাল তাঁহাকে যে প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

Certified that the bearer, Giroes Chunder Shurma, was a distinguished pupil of the Govt. Sanskrit College, in which he studied 12 years and which he has just been obliged to quit owing to the expiry of the time fixed for the college course. He stood *third* last year and *first* this year, on both which occasions I conducted the examinations. He was last year awarded a scholarship of 15 Rs. a month, and has frequently obtained Prizes. He has studied every branch of Sanskrit Literature and Science taught in the Institution with success and will no doubt in due time get a certificate to that effect. Amongst the Sanskrit Essays of this year, the subject of which was "Benevolence" his

Essay ranked the first. He is a very intelligent and well-disposed young man.

College of Fort William
19 Jany. 1844

G. T. MARSHALL.

P. S. He has studied the English language one year since the institution of the English Department. He is accustomed to, and excels in, Bengalee composition.

G. T. M.

১ জানুয়ারি ১৮৪৫ তারিখে গিরিশচন্দ্র সংস্কৃত কলেজ হইতে যথারীতি প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবন-চরিতে মুদ্রিত হইয়াছে।

চাকুরী-জীবন

সংস্কৃত কলেজের শেষ পরীক্ষা দিয়া গিরিশচন্দ্রকে বাড়ী ছুটিতে হইয়াছিল; সেখানে তাঁহার পিতা তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। দুই-এক মাস দেশে বাস করিয়া পিতৃহীন নিঃসম্বল গিরিশচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হইলেন। বিদ্যাসাগর তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদার; তিনি গিরিশচন্দ্রকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "গিরিশ, ভাবিস্ না; যত দিন তোর কোন চাকরি না হয়, আমার বাসায় থাক্।"

গিরিশচন্দ্রকে বেশি দিন বাসায় থাকিতে হয় নাই। তিনি ১৪ জানুয়ারি ১৮৪৫ তারিখে মাসিক ৩০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে কিছু কাল কার্য্য করিবার পর, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের (তৎকালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ) চেষ্টায় গিরিশচন্দ্র ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস হইতে ব্যাকরণ-শ্রেণীর পঞ্চম

অধ্যাপক নিযুক্ত হন। গিরিশচন্দ্রের চাকুরী-জীবন সংস্কৃত কলেজেই নিবদ্ধ ছিল। তিনি সংস্কৃত কলেজে বিভিন্ন পদে ৩৭ বৎসর ১১ মাস ১৮ দিন কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার চাকুরী-জীবনের সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দিতেছি :—

পদ	বেতন	কার্য্যকাল
পুস্তকাধ্যক্ষ ও ব্যাকরণ-শ্রেণীর ৫ম অধ্যাপক	৩০৲	১৪ জানুয়ারি ১৮৪৫—১১ নবেম্বর ১৮৫১
ব্যাকরণ-শ্রেণীর ৫ম অধ্যাপক	৪০৲	১২ নবেম্বর ১৮৫১—১৪ জুন ১৮৫৫
ব্যাকরণ-শ্রেণীর ৩য় অধ্যাপক	৪৫৲	১৫ জুন ১৮৫৫—৩১ মার্চ ১৮৬০
ব্যাকরণ-শ্রেণীর ২য় অধ্যাপক	৫০৲	১ এপ্রিল ১৮৬০—১১ জুন ১৮৬৩
ঐ	৬০৲	১২ জুন ১৮৬৩—২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৪
সংস্কৃত, অলঙ্কার ও ব্যাকরণের অধ্যাপক	৭০৲	২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৪—২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬
ঐ	৮০৲	১ মার্চ ১৮৬৬—৩০ জুন ১৮৭৩
সংস্কৃত-সাহিত্যের অধ্যাপক	১০০৲	১ জুলাই ১৮৭৩—১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪
সংস্কৃত-সাহিত্য ও ব্যাকরণের অধ্যাপক	১৫০৲	২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪—৩১ ডিসেম্বর ১৮৮২

৩১ ডিসেম্বর ১৮৮২ তারিখ পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজে চাকুরী করিয়া গিরিশচন্দ্র পর-বৎসরের ১ জানুয়ারি ১৮৮৩ তারিখ হইতে মাসিক ৭৫৲ পেন্‌সনে অবসর গ্রহণ করেন।

মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও কলিকাতায় বাসস্থান নির্ম্মাণ

গিরিশচন্দ্র কৃতী পুরুষ ছিলেন। তিনি স্বীয় উদ্যমের ফলে অতি সামান্য অবস্থা হইতে শেষে যথেষ্ট উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় 'বিদ্যারত্ন-যন্ত্র' স্থাপন করেন।* কিছু দিন পরে বটতলায় আর একটি বিদ্যারত্ন-যন্ত্র স্থাপিত হওয়ায় গিরিশচন্দ্র স্বীয় যন্ত্রের নাম রাখেন—গিরিশ-বিদ্যারত্ন-যন্ত্র।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পারসীর বাগানে ৫ কাঠা জমি ক্রয় করেন, এই পারসীর বাগান প্রথমে রোস্তমজী নামে এক জন পারসীর ছিল। জমি কিনিবার এক বৎসরের মধ্যেই গিরিশচন্দ্র বাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার বাটীর উত্তরবর্ত্তী গলির নাম—গিরিশ-বিদ্যারত্ন লেন। তিনি রাজপুরের ভদ্রাসনেও পাকাবাটী নির্ম্মাণ করেন।

দানাদি পুণ্যকর্ম্ম

গিরিশচন্দ্র স্বগ্রামে একাধিক পুষ্করিণী খনন, কাশীতে "গিরিশেশ্বর" শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা (ইং ১৮৮৪), বরাহনগরে ভাগীরথী-তীরে শ্রীরাধা-মদনমোহন ও গৌর-নিতাইদেবের মন্দির-সংস্কার, দশ হাজার টাকায়

* ইহার পূর্ব্বে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র আর এক ব্যক্তির সহযোগে গড়পারে 'কলিকাতা সুচারু যন্ত্র' নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। এই মুদ্রাযন্ত্রের বিজ্ঞাপন ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নীলমণি বসাকের 'রাজস্বসম্পর্কীয় নিয়ম' পুস্তকের মলাটে এইরূপ মুদ্রিত হইয়াছে :—

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ সমীপে নিবেদন এই।

শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস, যিনি ইষ্টানহোপ যন্ত্রের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি এক্ষণে উক্ত যন্ত্র পরিত্যাগ পুরঃসর শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সহযোগে, সাং কলিকাতা বাহির মৃজাপুর চাঁপাতলা পাড়ায়, নং ১৩ ভবনে "কলিকাতা সুচারু যন্ত্র" স্থাপন করিলেন।...

কলিকাতা সুচারু যন্ত্র। } শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস, তথা
সন ১২৬২ } শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

কোম্পানীর কাগজের মূলধনে রাজপুর টাউনের অন্তর্গত গ্রামসমূহের মধ্যে দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য দরিদ্রভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা (ইং ১৮৮৯) প্রভৃতি সৎকর্ম্মে অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

মৃত্যু

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর গিরিশচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

গ্রন্থাবলী

গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর অল্প দিন পরে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পিতার যে 'জীবন-চরিত' প্রকাশ করেন, তাহাতে "পিতৃদেবের গ্রন্থ" সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> সংস্কৃত কালেজে চাকরি করিবার সময় পিতৃদেব কতকগুলি সমস্যা পূরণ করিয়াছিলেন। সেগুলি "সমস্যাকল্পলতা" নামক পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে।
>
> পিতৃদেব কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কতকগুলি গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষা হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, আর কতকগুলি গ্রন্থ টীকাসমেত প্রকাশ করিয়াছেন। ইং ১৮৫১ সালে মল্লিনাথকৃত সঞ্জীবনী-টীকাসমেত সমগ্র "রঘুবংশ" প্রকাশিত করেন…। পরে ইং ১৮৫৬ (সন ১২৬৩) সালে আশ্বিন মাসে সংস্কৃত দশকুমার-চরিতের বঙ্গানুবাদ প্রথম প্রকাশ করেন। "বিধবা বিষম বিপদ্" নামে একখানি ক্ষুদ্র নাটক—বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সময় বিধবাবিবাহ-প্রচলনে উদ্যোগী

হইয়াছিলেন, সেই সময়—(ইং ১৮৫৮* সালে) রচনা করেন। পরে ইং ১৮৬০ (১৭৮২ শাক) সালে বৈশাখ মাসে "শব্দসার" নামক একখানি ব্যুৎপত্তিযুক্ত সংস্কৃত-বাঙ্গলা অভিধান প্রকাশ করেন। "উৎকর্ষবিধান" নামে একখানি বালকপাঠ্য বাঙ্গালা পুস্তক ইং ১৮৭০ (সন ১২৭৭) সালে শ্রাবণ মাসে প্রণয়ন করেন। ইং ১৮৭১ সালে জানুয়ারি মাসে "মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ" সরল টীকা, পদান্বয়, শব্দ ও ধাতুসাধন এবং পাণিন্যাদি ব্যাকরণের সূত্রোল্লেখসমেত প্রকাশ করেন। প্রথমশিক্ষার্থী বালকদিগের জন্য "মুগ্ধবোধসার" নামক একখানি ব্যাকরণও ইং ১৮৮০ সালে মে মাসে প্রকাশ করেন। "কাদম্বরী কথা" সরল-টীকা-সম্বলিত উত্তরভাগ ইং ১৮৮৩ সালে অগ্রহায়ণ মাসে ও পূর্ব্বভাগ ১৮৮৫ সালে শ্রাবণ মাসে প্রকাশ করেন। উত্তরভাগটি বি, এ, পরীক্ষার পাঠ্য হওয়াতে উহা প্রথমেই প্রকাশ করেন। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত এম্, এ, পরীক্ষার্থ সংস্কৃত দশকুমার-চরিত হইতে একটি সংগ্রহ করিয়া ইং ১৮৮৮ সালে প্রথম প্রকাশিত করেন। উহা চারি বৎসর পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকে।..

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, পিতৃদেবের চক্ষুতে ছানি পড়িয়াছিল। পরে যখন তিনি চক্ষু পুনর্লাভ করেন, তখন স্বহস্তে ভগবদ্গীতাখানি লিখিয়াছিলেন, এবং "শ্রীকৃষ্ণাষ্টক" নামে ৮টী শ্লোকও রচনা করেন।

পেন্সন লইবার পর পিতৃদেব আরও ২খানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ১ম—মধুসার, ২য়—কাশীখণ্ডসার। (পৃ. ৫৬-৫৭)

* এই তারিখ ভুল। 'বিধবা বিষম বিপদ' নাটক ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬ তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' প্রকাশ:— "...কয়েক দিবস হইল 'বিধবা বিষম বিপদ' নামে প্রকাশিত আর একখানি ক্ষুদ্র নাটক দেখিয়াছি।" পরবর্ত্তী ২০এ সেপ্টেম্বরের পত্রে নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরির বিজ্ঞাপনে এই নাটকের নাম আছে; ইহার মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল /১০।

উপরের তালিকায় গিরিশচন্দ্রের একখানি পুস্তকের নাম বাদ পড়িয়াছে। উহা ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ছাত্রশিক্ষা'। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে।

গিরিশচন্দ্র সাহিত্যরসিক ছিলেন। কোন লেখকই তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করিয়া বিমুখ হইতেন না। নীলমণি বসাকের 'বত্রিশ সিংহাসন', লালমোহন বিদ্যানিধির 'কাব্যনির্ণয়' প্রভৃতি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তিনি সযত্নে সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন।



শ্রীকালমোহন ভট্টাচার্য্য বিদ্যানিধি

লালমোহন বিদ্যানিধি

১৮৪৫—১৯১৬

আত্মপরিচয় ও বিবরণ

বিদ্যানিধি মহাশয় কর্তৃক স্বহস্তে লিখিত "আত্মপরিচয় ও বিবরণ" বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। এই "আত্মপরিচয়" নিম্নে মুদ্রিত হইল :—

শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্যের আত্মপরিচয় ও বিবরণ

জিলা নদিয়া বনগ্রাম সবডিবিজান মহেশপুর সমাজের ৺রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পুত্র ও রামলোচন তর্কসিদ্ধান্তের পৌত্র, ৺রামরাম তর্কপঞ্চাননের প্রপৌত্র, নদিয়ার প্রধান রাজজ্ঞাতি ৺তারণচন্দ্র রায়ের দৌহিত্র...

শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য

জন্ম সন ১২৫১ সালের চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথি। পঞ্চমবর্ষমধ্যে বিদ্যারম্ভ। সপ্তমবর্ষমধ্যে পাঠশালায় বাঙ্গালা লেখাপড়া সমাপ্ত। একাদশ বর্ষে উপনয়ন ও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ সংপূর্ণরূপে আবৃত্ত। ১৩শ বর্ষমধ্যে মুগ্ধবোধ, অমরকোষ অভিধান, কবিকল্পদ্রুম, ধাতুপাঠ ও ভট্টিকাব্য অধ্যয়ন। এই সমুদায়ের অধ্যয়ন মহেশপুরের, দিগম্বরপুর ও উলার চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন হয়। তৎপরে মহেশপুরের মডেল স্কুলে প্রবেশ তথা হইতে ১৪ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ১৮৫৮ ইং সনে

সংস্কৃত কালেজে প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৬৮ মধ্যে কাব্য, অলঙ্কার স্মৃতি, ন্যায়াদি অধ্যয়ন এবং তদ্বিষয়ে কৃতার্থতার নিদর্শনস্বরূপ কালেজ কমিটী হইতে বিদ্যানিধি এই উপাধি প্রাপ্তি। ইতিমধ্যে অর্থাৎ ১৮৬২ ইং অব্দে বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম অলঙ্কারগ্রন্থের রচনাকরণ। তাহাতে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ ই. বি. কাউলের সঙ্গে বিশেষ আনুগত্য এবং তৎকালোক্ত বঙ্গভাষার কাব্যেতিহাসাদির সভায় বিশেষ সৌহার্দ্দ এবং বহুসভ্যদিগের লেখন। তাহাতে বিষয়গুলীতে বিশেষরূপে পরিচিত। ১৮৬৮ শালের জানুয়ারীতে কটক কালেজের সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠান। ১৮৭০ শালে দিনাজপুর জেলার স্কুলসমূহের ডেপুটী ইন্স্পেক্টারের কার্য্যে নিয়োগ, ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ছোটনাগপুরের ডেপুটী ইন্স্পেক্টারের পদে অধিরোহণ। ১৮৭২ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৮৮ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান জিলায়, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ জিলায় কখন স্কুলসমূহের তত্ত্বাবধানকার্য্যে কখন বা ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকতায় থাকিয়া পুস্তকাদি লিখন। এই সময়ে ষড়দর্শনে ভারতীয় আর্য্য জাতির আদিম অবস্থার বর্ণন ও তদ্বিষয়ে কৃতার্থতালাভে বিশেষ সুখ্যাতি প্রাপণ। তৎপরে সম্বন্ধনির্ণয় গ্রন্থের লিখন ও প্রকাশকরণ।

সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের কিছু দিন পরে এই আত্মপরিচয় লিখিত হয়। 'সম্বন্ধ-নির্ণয়' গ্রন্থের ৪র্থ পরিশিষ্ট—১ম খণ্ডে (৪র্থ সং. পৃ. ১৫৫-৫৮) তাঁহার পুত্র মাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পিতার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী* মুদ্রিত করিয়াছেন, ইহা হইতে বিদ্যানিধি মহাশয়ের শেষ জীবনের কথা উদ্ধৃত করিতেছি :—

* এই জীবনীর মতে—কি প্রমাণের বলে জানি না—বিদ্যানিধি মহাশয়ের জন্ম-তারিখ ৩ চৈত্র ১৭৬৪ শক (ইং ১৮৪৩)। কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয় স্বয়ং "আত্মচরিতে" যে তারিখ দিয়াছেন, তাহা হইতে "ইং ১৮৪৫" পাওয়া যায়।

১৮৮৮ খৃঃ অব্দে তিনি ১০০৲ বেতনে হুগলী নর্ম্ম্যাল স্কুলের হেড্ পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন।...তিনি গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগে ৩৪ বৎসর অতি দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া, ১৯০১ সালের ১৪ই আগষ্ট হুগলী নর্ম্মাল স্কুল হইতে অবসর গ্রহণ করেন।...

তিনি ১৩২৩ সালের ১২ই আশ্বিন রাত্রি ৪৷০ ঘটিকার সময় (ইং ১৯১৬, ২৮শে * সেপ্টেম্বর) শান্তিপুরে জাহ্নবীতীরে ইহধাম ত্যাগ করেন।

গ্রন্থাবলী

বিদ্যানিধি মহাশয় যে-সকল পুস্তক রচনা বা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, প্রকাশকাল সমেত সেগুলির একটি তালিকা দিলাম।

১। **কাব্যনির্ণয়**। নবেম্বর ১৮৬২।

ইহা বাংলা ভাষায় অলঙ্কারাদি বিষয়ে আজিও একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ হইয়া রহিয়াছে। লেখক ইহাতে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মধুসূদন দত্ত প্রমুখ বিখ্যাত কবিদিগের রচনা হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া বাংলার ছন্দ, দোষ গুণ, রীতি ও অলঙ্কার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

২। **সম্বন্ধনির্ণয়**। [১৮ নবেম্বর ১৮৭৫] পৃ. ২৮৭

'সম্বন্ধনির্ণয়'—বঙ্গদেশীয় আদিম জাতিসমূহের সামাজিক বৃত্তান্ত। 'বঙ্গদর্শনে' সমালোচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে গ্রন্থখানির প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

* ইংরেজী মতে "২০এ" হইবে।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত এই গ্রন্থখানি, ইউরোপে প্রচারিত হইলে, একটা কোলাহল বাধিয়া উঠিত ; বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অতিউৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া বড় প্রশংসা পড়িয়া যাইত ; এবং অন্ততঃ কিছু কাল সকলের মুখে ইহার প্রশংসা শুনা যাইত। কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয়ের দুরদৃষ্ট ক্রমে তিনি বাঙ্গালি, বাঙ্গালা দেশে বসিয়া, বাঙ্গালা ভাষায়, এই পুস্তক লিখিয়া বাঙ্গালি সমালোচকের হস্তে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রশংসা দূরে থাক্—কিছু সুসভ্য গালি গালাজ খান নাই, ইহা তাঁহার সৌভাগ্য।

বিদ্যানিধি মহাশয় যে পরিমাণে বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা পুস্তকে দুর্লভ, বাঙ্গালি লেখক কেহই এত পরিশ্রম করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করে না।…অগ্রহায়ণ ১২৮২, পৃ. ৩৫২-৫৩।

বিদ্যানিধি মহাশয় 'সম্বন্ধনির্ণয়ে'র কয়েকটি ক্রোড়পত্র ও পরিশিষ্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন ; সেগুলি :—

(ক) সম্বন্ধনির্ণয়ের ১ম-২য় পরিশিষ্ট। শ্রাবণ ১৩০৭। পৃ. ৪২৪+১৬।

(খ) সম্বন্ধনির্ণয়ের ক্রোড়পত্র। ১৩১২ সাল। পৃ. ১৪২।

(গ) সম্বন্ধনির্ণয়ের তৃতীয় পরিশিষ্ট। বৈশাখ ১৩২১। পৃ. ২৮২।

৩। **ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা**। ইং ১৮৯১, জুন। পৃ. ২৯১।

লেখকের ভূমিকায় প্রকাশ, ইহার "কিয়দংশ আর্য্যদর্শন ও কিয়দংশ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল।…কতকগুলি নূতন প্রস্তাব লিখনপূর্ব্বক প্রবন্ধের উপক্রমণিকা তাদের সারত্তা সম্পাদন করিলাম।"

এই পুস্তকের এক খণ্ড কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরিতে আছে (নং বাংলা ৫০৮)।

৪। **মেঘদূতম্** (দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত সটীক সংস্করণ)। ইং ১৮৯৪। পৃ. ১০২।

৫। *The Meghaduta*. Trans. into English Verse with notes and illustrations, by H. H. Wilson. Edited by Lal Mohan Vidyanidhi. 1901. pp. 93.

বিদ্যানিধি মহাশয় কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তকও লিখিয়া গিয়াছেন। সেগুলি,—

(ক) **কবিকল্পদ্রুম:** (ধাতুপাঠ) পরিভাষা সমেত। সংবৎ ১৯২৩। *

(খ) **পত্র-প্রবন্ধ** বা আদর্শ পত্র-লিখন-প্রণালী। [২৭ অক্টোবর ১৮৭৬]

(গ) **শিক্ষাসোপান,** ১ম ভাগ। সাহিত্য ও ব্যাকরণ। [২০ ডিসেম্বর ১৯০৩]। পৃ. ৮৭।

(ঘ) **চারু-প্রবন্ধ**। (গদ্য ও পদ্য) জুন ১৯১০।

এই সকল পুস্তক ছাড়া বিদ্যানিধি মহাশয় 'রহস্য-সন্দর্ভ', 'বঙ্গদর্শন', 'ভ্রমর', 'আর্য্যদর্শন,' 'বান্ধব', 'নবপ্রভা', 'সাহিত্য-সংহিতা', 'প্রজাপতি', 'এডুকেশন গেজেট', 'বসুমতী', 'প্রতিভা' প্রভৃতি পত্রিকায় বহু সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেগুলি একত্র করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা উচিত।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১১

তারাশঙ্কর তর্করত্ন
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

তারাশঙ্কর তর্করত্ন
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ— চৈত্র ১৩৪৮
দ্বিতীয় সংস্করণ—অগ্রহায়ণ ১৩৫০
মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
২.৭—৩০।১১।১৯৪৩

তারাশঙ্কর তর্করত্ন

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাংলা দেশের ছাত্রসমাজ তারাশঙ্কর তর্করত্নের নামের সহিত বিশেষ পরিচিত না হইলেও তাঁহার রচিত 'কাদম্বরী'র সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। বিংশ শতাব্দী আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে সে পরিচয়ের সূত্রটুকুও ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। অথচ এই তারাশঙ্করের প্রভাব এক দিন বঙ্কিমচন্দ্রও বিশেষ ভাবে স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, বাংলা ভাষার এক প্রান্তে তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী' এবং অন্য প্রান্তে প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল'। সুতরাং বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে তারাশঙ্করের স্থান আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে।

ছাত্র-জীবন

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে নদীয়া জেলার কাঁচকুলি গ্রামে তারাশঙ্করের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।

তারাশঙ্কর কলিকাতা গবর্ণেণ্ট সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া বিভিন্ন শ্রেণীতে ১৩ বৎসর অধ্যয়ন করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র। ছাত্রাবস্থায় তিনি একবার কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া রবার্ট কার্ষ্ট সাহেব-প্রদত্ত ৫০৲ টাকার পুরস্কার লাভ

করিয়াছিলেন। প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা হয় ২১ নবেম্বর ১৮৪৫ তারিখে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে। এই পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে পরীক্ষক জি. টি. মার্শেল শিক্ষা-পরিষদ্‌কে লিখিয়াছিলেন :—

F. J. Mouat, Esq.
Secy. to the Council of Eduction.

Sir,

I have the honor to report for the information of the Council that on the 21 Nov. I examined 10 candidates for the Annual Prize of 50 Rupees given by Mr. [R N.] Cust to be awarded to the author of the best Sanscrit Poetical Essay.

The subject proposed by me was "What are the advantages and disadvantages of a Town and Country Life and which of the two deserves the preference ?"

Only two of the candidates. Tarasunker and Srish Chunder gave in the prescribed number of verses namely 25 I am of opinion that the Essay of Tarasunker deserves the Prize...

College of Fort William
27 Decr. 1845.

I have the etc.
G. T. Marshall

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তারাশঙ্কর সংস্কৃত কলেজের পাঠ সাঙ্গ করেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠান হইতে যে প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার অনুলিপি দিতেছি :—

No. 160

Government Sanscrit College of Calcutta.

We hereby certify that Tarasankar Tarkaratna has attended at the Sanscrit College for thirteen years and studied the following branches of Sanscrit Literature—Grammar, Belles-lettres, Rhetoric, Mathematics, Law and Logic, that he has attained eminent proficiency on the subject of these studies ; that he has made fair progress in the English Language and

Literature ; and that his conduct has been perfectly satisfactory. At the time of leaving the College he held a Senior Scholarship six years.

Fort William
The 9th January 1852

James Wm. Colville
President, Council of Education.
F. J. Mouat
Secretary, Council of Education
Eshwar Chandra Sharma
Principal.

চাকুরী-জীবন

সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ

কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হইলে সংস্কৃত কলেজে পুস্তকাধ্যক্ষের পদ শূন্য হয়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই পদে তারাশঙ্করকে সুপারিশ করিয়া ১০ নবেম্বর ১৮৫১ তারিখে শিক্ষা-পরিষদ্‌কে যে পত্র লেখেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

...Tarasankar Sharma be appointed to succeed Pundit Kasinath Tarkapanchanan.

Tarasankar is one of the most distinguished students of the Institution. He left the college in September last completing the full period allowed for study. He held a senior scholarship of the first class for five years and, for the last three years successively, kept the first place in the General list. His character is unexceptionable. In addition to his eminent proficiency in Sanscrit, he possesses a fair knowledge of English literature. When, in June last, the overcrowded state of the Grammar classes required a subdivision of the pupils he was temporarily appointed to take charge of a class and discharged his duties very satisfactorily. Of all the ex-students of the Institution, who are still employed, he is decidedly the best. If the Council be pleased to appoint

Tarasankar to the Librarian's post I shall derive great assistance from him.

তারাশঙ্কর ১২ নবেম্বর ১৮৫১ তারিখ হইতে মাসিক ৩০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ১৪ মে ১৮৫৫ তারিখ পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন।

নদীয়া সাব্-ইন্‌স্পেক্টর

১ মে ১৮৫৫ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ-পদ ছাড়া, দক্ষিণ-বঙ্গের অ্যাসিস্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্টর-অব-স্কুল্‌সের পদ লাভ করেন। শহরে ও গ্রামে গ্রামে মডেল স্কুল স্থাপন ও পরিদর্শন জন্য তাঁহাকে কয়েক জন সাব্-ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। তারাশঙ্করকে তিনি নদীয়ার সাব্-ইন্‌স্পেক্টর নির্ব্বাচিত করেন। সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করিয়া, তারাশঙ্কর মাসিক ১০০৲ বেতনে এই পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার স্থলে সংস্কৃত কলেজে পরবর্ত্তী ১৫ই জুন হইতে জগন্মোহন শর্ম্মা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

গ্রন্থাবলী

তারাশঙ্কর যে কয়খানি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন, সংক্ষিপ্ত মন্তব্য সহ নিম্নে তাহার তালিকা দিতেছি।

১। **ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যা শিক্ষা।** ইং ১৮৫০।

এই পুস্তিকাখানি প্রথমে হেয়ার-পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা হিসাবে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। ৭ই নবেম্বর ১৮৫০ তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্র লেখেন :—

> স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক পুস্তক।—শ্রীযুত তারাশঙ্কর শর্ম্মা পণ্ডিত মহাশয় ডেবিড হিয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সভার দত্ত স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব রচনা

করিয়া গত বৎসর শত মুদ্রা পারিতোষিক পাইয়াছেন এবং উক্ত সভা-হইতে তাঁহার সেই রচনা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে উক্ত পুস্তকের এক খণ্ড এপর্য্যন্ত অস্মদাদির হস্তগত না হওয়াতে আমরা তদ্বিষয়ে আপনারদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারি নাই সংপ্রতি জনৈক বন্ধুর দ্বারা তাহার এক খানি পাওয়াতে পাঠ করিয়া দেখিলাম পণ্ডিত মহাশয় এতদ্দেশীয় অবলাদিগের সকল প্রকার অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাহারদের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে শাস্ত্র ও প্রাচীন ব্যবহার প্রমাণ দর্শাইয়া শিক্ষা দেওয়া অত্যাবশ্যক ইহা সংস্থাপন করিয়াছেন।…

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ৫৮) প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বিদ্যাসাগর-গ্রন্থসংগ্রহে ইহার এক খণ্ড আছে।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ এই পুস্তিকা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

পয়ঃপান দ্বারা পিপাসা শান্তি হইলে যে প্রকার আনন্দ হয় চির বিযুক্ত মিত্র মিলন দ্বারা যে রূপ হৃদয়ে সুখ ধারা বর্ষণ করে নিবিড় ঘন ঘটায় ঘোরতর অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে রাজমার্গে আলোক অবলোকন করিয়া যে রূপ চিত্ত হর্ষে পুলকিত হয় তদ্রূপ বিদ্যামৃত অজ্ঞান তৃষ্ণা নষ্ট করিয়া হৃদয়কে তুষ্ট ও প্রফুল্ল করে। সেই বিদ্যামৃত পান করিলে স্ত্রী লোকেরা সুখী হইবে ইহাতে সন্দেহ কি ? বরং আরও পুরুষদিগের অশেষ ক্লেশ নিবারণ হইবার সম্ভাবনা। বিবেচনা করিলে ভারতবর্ষীয় পুরুষদিগের সংসারের অশেষ দুঃখ সম্ভোগ করিতে হয়। প্রথমতঃ ধনোপার্জ্জন ধন রক্ষণ ও ধন বর্দ্ধনের চিন্তা দ্বিতীয়তঃ তাহার সুনিয়মে ব্যয় তাবৎ চিন্তাই পুরুষদিগকে, করিতে হয়। কি কহিব কোন স্থানে এক খানি পত্র লিখিতে হইলে পুরুষের উপাসনা ব্যতিরেকে তাহা সম্পন্ন হয় না। কোন গৃহস্থ বিদেশে গমন করিতে বাধিত হইলে তাঁহার অন্তে

এই ভাবনা উপস্থিত হয় বাটীতে কে থাকিবে ও কি রূপে গৃহ কর্ম নিষ্পন্ন হইবে। বিশেষতঃ যাঁহাদিগের জমিদারি অথবা বাণিজ্য কিম্বা লাভ সংক্রান্ত ব্যাপার থাকে তাঁহাদিগের পুরুষ ব্যতিরেকে কোন প্রকারে চলে না। তদ্বিষয়ক লেখা পড়া ও হিসাব আমাদিগের অভ্যাস। স্ত্রী লোকেরা কিছুই জানে না তাহারা প্রায় এক কুড়ি দশ টাকা বই ত্রিশ টাকা কহিতে জানে না সুতরাং অনেক স্থানে শুনিয়াছি ও দেখিতেছি যোষিদগণের হস্তে তাবৎ বিষয় কর্মের ভার অর্পিত হইলে তাহা শীঘ্র বিনষ্ট হয়। দুষ্ট লোকেরা প্রলোভ দেখাইয়া, বা অপর উপায় দ্বারা তাহার বিষয় হস্তগত করে। ফলতঃ এতদ্দেশীয় স্ত্রী জনকে প্রতারণা করা অতি সহজ। কিন্তু তাহারা লেখা পড়া জানিলে বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সক্ষম হয় ও তদ্বিষয়ক সকল লেখা পড়া বুঝিতে এবং বুঝাইতে পারে। রাণী ভবানী যদি বাল্যাবস্থায় বিদ্যাভ্যাস না করিতেন তবে তাঁহার স্বামি মরণানন্তর কখন তাবৎ বিষয় রক্ষা করিতে পারিতেন না ও সকলের নিকট প্রতিষ্ঠা এবং সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইতেন না। রাণী ভবানীর এতাদৃশী কীর্তি যে বাঙ্গলায় অদ্যাপি সকল লোকে তাঁহার নাম স্মরণ করিতেছে কিন্তু কি আশ্চর্য্য তাঁহার পতির নাম অল্প লোকে অবগত আছে। শাস্ত্রকারেরাও ধন রক্ষণ ও ধন ব্যয়ের ভার স্ত্রী লোকের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন।

—২য় সংস্করণ, পৃ. ৩১-৩৩।

২। **পশ্বাবলী**। ইং ১৮৫২। পৃ. ১১২।

এই পুস্তকখানি প্রথমে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে লসন্ কর্তৃক সঙ্কলিত ও পীয়র্স কর্তৃক অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। তারাশঙ্কর কর্তৃক আমূল পুনর্লিখিত হইয়া, এই পুস্তকের একটি সংস্করণ কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটি কর্তৃক ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির ১৮শ কার্য্যবিবরণে (পৃ. ১) প্রকাশ :—

The new edition of Lawson's Animal Biography, in Bengali, re-written by Pandit Tarasankar, appeared in June last,...

৩। **কাদম্বরী।** ইং ১৮৫৪। পৃ. ১৯২।

KADAMBARI Bengali By Tara Shankar Sharma Calcutta Printed at the Sanscrit Press 1854.

কাদম্বরী। বাঙ্গালা অনুবাদ শ্রীতারাশঙ্কর শর্ম্ম প্রণীত। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত। সংবৎ ১৯১১।

গ্রন্থকারের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ :—

সংস্কৃত ভাষায় কাদম্বরীনামে যে মনোহর গদ্যগ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে তাহা অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লিখিত হইল। ইহা ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। গল্পটি মাত্র অবিকল পরিগৃহীত হইয়াছে। বর্ণনার অনেক অংশ পরিত্যাগ করা গিয়াছে।···কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয় ৩ আশ্বিন সংবৎ ১৯১১

গঙ্গাচরণ সরকার 'বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা বিষয়ে বক্তৃতা' (ইং ১৮৮০) পুস্তিকায় তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী'-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতাল পঞ্চবিংশতি ও জীবন-চরিতের পর পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাদম্বরী সাহিত্য সংসারে দর্শন দিল। কাদম্বরী তো কাদম্বরী! তাহাকে যেন কণকালের জন্ত মাতাইয়া তুলিল। যেমন শব্দের ঘটা, তেমনি সমাসের ছটা, তেমনি উপমার আড়ম্বর। বাঙ্গালায় জনসোনিয়ান্ ভাষা। বাঙ্গালায় গদ্যছন্দে কাব্যের উচ্ছ্বাস।—পৃ. ৬৯।

রচনার নিদর্শন :—

ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে বিন্ধ্যাচলের নিকটে এক অটবী আছে। উহাকে বিন্ধ্যাটবী কহে। ঐ অটবীর মধ্যে গোদাবরী নদীর তীরে ভগবান্ অগস্ত্যের আশ্রম ছিল। যে স্থানে ত্রেতাবতার ভগবান্ রামচন্দ্র পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালনের নিমিত্ত সীতা ও লক্ষণের সহিত পঞ্চবটিতে

পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া কিঞ্চিৎ কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। যে স্থানে দুর্ব্বৃত্ত দশাননপ্রেরিত নিশাচর মারীচ কনকমৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক জানকীর নিকট হইতে রামচন্দ্রকে হরণ করিয়াছিল। যে স্থানে মৈথিলীবিয়োগবিধুর রাম ও লক্ষ্মণ সাশ্রুনয়নে ও গদ্গদবচনে নানা প্রকার বিলাপ ও অনুতাপ করিয়া তত্রত্য পশুপক্ষীদিগকেও দুঃখিত এবং বৃক্ষদিগকেও পরিতাপিত করিয়াছিলেন। ঐ আশ্রমের অনতিদূরে পম্পানামক সরোবর আছে। ঐ সরোবরের পশ্চিমতীরে ভগবান রামচন্দ্র শরদ্বারা যে সপ্ততাল বিদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার নিকটে এক প্রকাণ্ড শাল্মলী বৃক্ষ আছে। বৃহৎ এক অজগর সর্প সর্ব্বদা ঐ বৃক্ষের মূলদেশ বেষ্টন করিয়া থাকাতে, বোধ হয় যেন, আলবাল রচিয়াছে। উহার শাখা প্রশাখা সকল এরূপ উন্নত ও বিস্তৃত, বোধ হয় যেন, হস্ত-প্রসারণ পূর্ব্বক গগনমণ্ডলের দৈর্ঘ্য পরিমাণ করিতে উঠিতেছে। স্কন্ধদেশ এরূপ উচ্চ, বোধ হয় যেন, একবারে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিবার আশয়ে মুখ বাড়াইতেছে। ঐ তরুর কোটরে, শাখাগ্রে, স্কন্ধদেশে ও বল্কলবিবরে কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া শুক শারিকা প্রভৃতি নানাবিধ পক্ষিগণ সুখে বাস করে। তরু অতিশয় প্রাচীন সুতরাং বিরলপত্র হইয়াও পক্ষিশাবকদিগের দিবানিশি অবস্থিতি প্রযুক্ত সর্ব্বদা নিবিড়-পল্লবাকীর্ণ বোধ হয়। কোন কোন পক্ষিশাবকের পক্ষোদ্ভেদ হয় নাই তাহাদিগকে ঐ বৃক্ষের ফল বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। পক্ষীরা রাত্রিকালে বৃক্ষকোটরে আপন আপন নীড়ে নিদ্রা যায়। প্রভাত হইলে আহারের অন্বেষণে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গগনমার্গে উড্ডীন হয়। তৎকালে বোধ হয় যেন, হরিদ্বর্ণদূর্ব্বাদলপরিপূর্ণ ক্ষেত্র আকাশমার্গ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহারা দিগ্দিগন্তে গমন করিয়া আহারদ্রব্য অন্বেষণপূর্ব্বক আপনারা ভোজন করে এবং শাবকদিগের নিমিত্ত চঞ্চুপুটে করিয়া খাদ্য সামগ্রী আনে ও যত্নপূর্ব্বক আহার করাইয়া দেয়।—৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৫-৭।

সদ্বংশে জন্মিলেই যে, সৎ ও বিনীত হয় এ কথা অগ্রাহ্য। উর্ব্বরাভূমিতে কি কণ্টকী বৃক্ষ জন্মে না? চন্দনকাষ্ঠের ঘর্ষণে যে অগ্নি নির্গত হয় উহার কি দাহশক্তি থাকে না? তবাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাই উপদেশের যথার্থ পাত্র। মূর্খকে উপদেশ দিলে কোন ফল হয় না। দিবাকরের কিরণ কি স্ফটিকমণির ন্যায় মৃৎপিণ্ডে প্রতিফলিত হইতে পারে? সদুপদেশ অমূল্য ও অসমুদ্রসম্ভূত বস্তু। উহা শরীরের বৈরূপ্য প্রভৃতি জরার কার্য্য প্রকাশ না করিয়াও বৃদ্ধত্ব সম্পাদন করে। ঐশ্বর্য্যশালীকে উপদেশ দেয় এমন লোক অতি বিরল। যেমন গিরিগুহার নিকটে শব্দ করিলে প্রতিশব্দ হয়; সেইরূপ পার্শ্ববর্ত্তী লোকের মুখে প্রভুবাক্যের প্রতিধ্বনি হইতে থাকে; অর্থাৎ প্রভু যাহা কহেন পারিষদেরা তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া অঙ্গীকার করে। প্রভুর নিতান্ত অসঙ্গত ও অন্যায় কথাও পারিষদ দিগের নিকট সুসঙ্গত ও ন্যায়ানুগত হয়, এবং সেই কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া তাহারা প্রভুর কতই প্রশংসা করিতে থাকে। তাঁহার কথার বিপরীত কথা বলিতে কাহারও সাহস হয় না। যদি কোন সাহসিক পুরুষ ভয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কথা অন্যায় ও অযুক্ত বলিয়া বুঝাইয়া দেন তথাপি তাহা গ্রাহ্য হয় না। প্রভু সে সময় বধির হন অথবা ক্রোধান্ধ হইয়া আত্মমতের বিপরীতবাদীর অপমান করেন। অর্থ অনর্থের মূল। মিথ্যা অভিমান, অকিঞ্চিৎকর অহঙ্কার ও বৃথা ঔদ্ধত্য প্রায় অর্থ হইতে উৎপন্ন হয়।—৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৪৫-৪৬।

৪। রাসেলাস। ইং ১৮৫৭। পৃ. ৮+২৪২।

RASSELAS A Free Translation by Tara Shankar Tarkaratna. রাসেলাস। **Calcutta: The Sanskrit Press. College Square No. 1. Printed And Published By Hurish Chandra Tarkalankar 1857**

পুস্তকে গ্রন্থকারের "বিজ্ঞাপন"-এর তারিখ—"কলিকাতা। সংস্কৃত-কালেজ। ২৫ এ ভাদ্র। সংবৎ ১৯১৪।"

"ইঙ্গরেজী ভাষায় জনসন প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ রাসেলাস গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লিখিত···ইহা ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে।" রচনার নিদর্শন হিসাবে এই পুস্তক হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল :—

> তাঁহারা প্রভাতে উঠিতেন, আমোদ প্রমোদ করিতেন, রাত্রিকালে সুখে নিদ্রা যাইতেন।. রাসেলাস ব্যতিরিক্ত আর সকলেই এই অবস্থায় সুখী ও সন্তুষ্টচিত্ত ছিলেন। এবং আমোদ আহ্লাদে কাল ক্ষেপ করিতেন। ছাব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রাসেলাসের মনে অসন্তোষের উদয় হইল। যেখানে আমোদ প্রমোদ হইত, যেখানে পাঁচজন আসিয়া একত্র বসিত, তিনি আর তথায় যাইতে ভাল বাসিতেন না। তিনি নির্জ্জনে বসিতেন, নির্জ্জনে বেড়াইতেন, মনে মনে সর্ব্বদাই নানাপ্রকার চিন্তা করিতেন। চিন্তায় এরূপ মনোনিবেশ করিতেন যে, ভোজনের সময় নানাবিধ সুখাদ্য সামগ্রী সম্মুখে থাকিত তিনি খাইতে বিস্মৃত হইতেন। কখন কখন তানলয়বিশুদ্ধ সুস্বর সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে অমনি উঠিতেন ও নির্জ্জন প্রদেশে চলিয়া যাইতেন। তাঁহার ভাবের পরিবর্ত্ত দেখিয়া সঙ্গিগণ তাঁহাকে নানাপ্রকার বুঝাইত এবং পুনর্ব্বার আমোদ প্রমোদে তাঁহার প্রীতি জন্মাইবার যথেষ্ট চেষ্টা পাইত; কিন্তু তিনি তাহাদিগের প্রবোধবাক্য ও সাদর সম্ভাষণ অগ্রাহ্য করিয়া প্রতিদিন নদীতীরে উপস্থিত হইতেন, তরুতলের ছায়ায় বসিয়া, কখন বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট পক্ষিগণের মধুর কলরব শুনিতেন, কখন বা জলে মৎস্য সকল সাঁতার দিয়া ক্রীড়া কৌতুক করিত দেখিতেন, কখন বা হঠাৎ মাঠের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, চতুর্দ্দিকে পশু সকল চরিতেছে, কোন কোন পশু শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছে, কেহ বা ঘাস খাইতেছে, কেহ বা দৌড়িতেছে, নিমেষশূন্য লোচনে অবলোকন করিতেন।—৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ১৮–১৯।

কবি হইবার মানসে নূতন প্রণালীক্রমে সকল বস্তু দেখিতে লাগিলাম। অর্থাৎ সকল বিষয়েই ক্রমশঃ মনঃসংযোগ হইতে আরম্ভ হইল। তদবধি কোন বিষয়েই অনাদর করিতাম না। পর্ব্বতে পর্ব্বতে আরোহণ করিতাম, বনে বনে ভ্রমণ করিতাম। মনোযোগ পূর্ব্বক সকল বস্তু দেখিতাম। বনের সমুদায় বৃক্ষ, উদ্যানের সমুদায় লতা, গিরিগর্ভজাত সমুদায় কুসুম, আমার চিত্তপটে সর্ব্বদা চিত্রিত থাকিত। পর্ব্বতের ভগ্ন প্রস্তর ও প্রাসাদের উন্নত চূড়া সমান মনোযোগ পূর্ব্বক অবলোকন করিতাম। কখন বক্রগামী গিরিনদীর তীরে তীরে ভ্রমণ করিতাম, কখন বা নিদাঘকালীন মেঘমণ্ডলীর নানাপ্রকারে পরীবর্ত্ত দেখিতাম। কবিদিগের কিছুই অনাবশ্যক হয় না। তাঁহারা দেখিয়া শুনিয়া মনে যাহা সঞ্চিত করিয়া রাখেন, সমুদায়ই কাজে লাগে। কি সুন্দর, কি ভয়ঙ্কর বস্তু সমুদায়ই তাঁহাদিগের মনোমধ্যে জাগরিত থাকা আবশ্যক। যাহা দেখিলে ভয় ও বিস্ময় জন্মে এরূপ বৃহৎ বস্তু এবং যাহা দেখিলে প্রীতি জন্মে এমন ক্ষুদ্র বস্তু, সকলই তাঁহাদিগকে স্মৃতিপথে উপস্থাপিত করিয়া রাখিতে হয়। উদ্যানের তরু, লতা, অরণ্যের পশু, ভূগর্ভস্থিত ধাতু, আকাশের উল্কা সমুদায় তাঁহাদিগের মনে নিরন্তর সঞ্চিত থাকা আবশ্যক। কারণ, নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ক প্রস্তাব সকল উজ্জ্বল বেশ ভূষায় ভূষিত ও নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা দৃঢ় করিবার নিমিত্ত, সমুদায় জ্ঞানেরই প্রয়োজন হয়। যিনি অধিক জানিতে পারিয়াছেন তিনি অসাধারণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া ও নানাবিধ সদুপদেশ দিয়া আপন বর্ণনাকে অলঙ্কৃত এবং পাঠকবর্গকে সৎপথে আনীত ও সন্তুষ্ট করিতে পারেন।—৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৫৭-৫৮।

মৃত্যু

তারাশঙ্করের সঠিক মৃত্যুকাল জানা যায় নাই। তবে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন 'কাদম্বরী'র ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখনও তিনি জীবিত। ইহার

অল্পদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা-রিপোর্টের শেষে, ৩১ ডিসেম্বর ১৮৭০ তারিখে বিদ্যমান শিক্ষা-বিভাগীয় কর্মচারীদের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা আছে; এই তালিকায় তারাশঙ্করের নাম পাওয়া যাইতেছে না; সম্ভবতঃ তিনি ইহার পূর্ব্বেই মারা গিয়াছিলেন। তারাশঙ্কর অল্পায়ু ছিলেন। কিন্তু এই স্বল্পকালের জীবনেই বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে বাংলা দেশের সংবাদপত্র-জগতে এক অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়। তত দিন পর্য্যন্ত বাংলা সংবাদ-পত্রে নিষ্ঠা, শুচিতা ও প্রাঞ্জলতার অভাব ছিল। পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ঐকান্তিক যত্ন, চেষ্টা ও সাধনায় মূলতঃ এই সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। বাংলা সংবাদপত্রকে নির্ভরযোগ্য রাজনীতির ও সমাজ-সংস্কারনীতির বাহন করিয়া তিনি বাংলা দেশের জনসাধারণের চেতনা ঐ সকল বিষয়ে উদ্‌বুদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, অসাধারণ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তাঁহার ভাষার প্রাঞ্জলতা ও ওজস্বিতার জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। তিনি তৎকালীন বাংলা সংবাদপত্রের অন্যতম প্রধান ধর্ম, কুৎসিত দলাদলি ও পরস্পর কর্দ্দম নিক্ষেপকে বিষবৎ বর্জ্জন করিয়াছিলেন। শুভ্রশুচিতামণ্ডিত হইয়া তাঁহার 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা অচিরাৎ বাংলা দেশে আদর্শ সংবাদপত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল। ঐ পত্রে সাহিত্য-সমালোচনাগুলিরও বৈশিষ্ট্য ছিল। 'সোমপ্রকাশে'র নামের সহিত জড়িত হইয়া পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নাম বাংলা-সাহিত্যে চিরস্থায়ী হইয়া আছে।

বাল্যজীবন

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' পুস্তকে মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাল্যজীবন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

> কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব পাঁচ ক্রোশ ব্যবধানে, চাংড়িপোতা গ্রামে, দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ কুলে দ্বারকানাথের জন্ম হয়। তাঁহার জন্মকাল বৈশাখ মাস, ১৮২০ সাল। তাঁহার পিতার নাম হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। ন্যায়রত্ন মহাশয় কলিকাতা শাস্তিবাগানের সুপ্রসিদ্ধ কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের ছাত্র। তিনি সংস্কৃত বিদ্যাতে পারদর্শী হইয়া কলিকাতাতেই টোল চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার অতিরিক্ত ছাত্রও থাকিত। অতিরিক্ত ছাত্রের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুরোধেই ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদন বিষয়ে তাঁহার সহায়তা করিতেন।
>
> দ্বারকানাথ তদানীন্তন প্রথানুসারে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে কিছুদিন পাঠ করিয়াই বজ্রাবত একজন আত্মীয়ের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৮৩২ সালের প্রারম্ভে তাঁহার পিতা তাঁহাকে টোল চতুষ্পাঠী হইতে লইয়া কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন।—পৃ. ২৮৫-৮৬।

দ্বারকানাথ সংস্কৃত কলেজের একজন কৃতী ছাত্র। ১২ বৎসর ৭ মাস সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া, ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কলেজ ত্যাগ করেন। পর-বৎসর সংস্কৃত কলেজ হইতে তাঁহাকে যে প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়, তাহাতে প্রকাশ :—

> ...Dwarkanath Vidyabhusan...studied for twelve years seven months...Grammar, Belles-lettres, Rhetoric, Arithmetic,

Logic, Theology, Law and English...On quitting the College he held a Senior Scholarship of the first grade. He left the College in January 1844.

Fort William
1st January 1846.

দ্বারকনাথ হিন্দু-ল কমিটির প্রশংসাপত্রও লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা-বিভাগীয় রিপোর্ট (পৃ. ৫৩) পাঠে জানা যায়, ছয় জন ছাত্রের মধ্যে একমাত্র দ্বারকানাথই হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পরীক্ষক সাদার্লাণ্ড সাহেব এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন :—"I have only recommended Dwarkanath for a diploma,..."

কর্ম্মজীবন

সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ নবেম্বর তারিখে নীলমাধব শর্ম্মার মৃত্যু হইলে সংস্কৃত কলেজে পুস্তকাধ্যক্ষের পদ শূন্য হয়। এই শূন্য পদে পরবর্ত্তী ১৩ই নবেম্বর হইতে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মাসিক ৩০৲ বেতনে নিযুক্ত হন।

২য় ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি গঙ্গাধর তর্কবাগীশের মৃত্যু হইলে, তাঁহার স্থলে ১৪ জানুয়ারি ১৮৪৫ তারিখে ৫০৲ বেতনে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ স্থায়ী ভাবে ব্যাকরণের ২য় শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহাকে এই পদে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরী

জি. টি. মার্শাল; শিক্ষা-পরিষদ্ তাঁহারই উপর নির্বাচনের ভার দিয়াছিলেন। মার্শাল সাহেব লেখেন :—

The Second Professorship of 50 Rupees per mensem I would recommend to be given to Dwarakanath Vidyabhushan an ex-student of the Sanscrit College who I have been informed by Dr. Mouat, stood first on the List of Candidates lately examined for these appointments and in fact answered correctly all the questions submitted on the occasion. This last I consider a very satisfactory proof of his perfect efficiency in the particular department which he would be required to teach. In general acquirements also, I know him to be thoroughly qualified. He holds a certificate from the Hindu Law examination Committee, of eminent proficiency in Smriti or Hindu Law. He passed with great credit through the entire regular course of the College, studying every branch of Literature and Science, and quitted the institution last year at the expiry of the prescribed period, 12 years, during 2 last of which he was the head student and held one of the First Scholarships of 20 Rupees a month. This youth (his age is about 25 years) is rather in his favor for this subordinate and laborious situation. I firmly believe no other candidate can produce equal proofs of qualification and I therefore strongly recommend Dwarakanath Vidyabhushan for the vacancy.—Letter dated 2 Jany. 1845 from G. T. Marshall, to Baboo Rassomoy Dutt, Secy. to the Council of Education, Sanst. College Dept.

দ্বারকানাথ এই পদে ১৪ মে ১৮৫৫ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছিলেন।

প্রিন্সিপ্যালের সহকারী

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে হইতে ৩০এ নবেম্বর পর্য্যন্ত দ্বারকানাথ প্রিন্সিপ্যালের সহকারি-রূপে মাসিক ১০০৲ বেতনে কার্য্য করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা ছাড়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর

নবপ্রতিষ্ঠিত আদর্শ (মডেল) বঙ্গবিদ্যালয়গুলির তত্ত্বাবধানের ভার পাড়য়াছিল। তিনি এই সকল বিদ্যালয় পরিদর্শনে বাহির হইলে, প্রধানতঃ তাঁহার স্থলে সংস্কৃত কলেজে অস্থায়ী ভাবে কাজ চালাইবার জন্য দ্বারকানাথ নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপক

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন পদত্যাগ করিলে, তাঁহার স্থলে ১ ডিসেম্বর ১৮৫৫ তারিখ হইতে দ্বারকানাথ মাসিক ৯০৲ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে তাঁহাকে সুপারিশ করিয়া অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয় ৭ ডিসেম্বর তারিখে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশনকে লিখিয়াছিলেন :—

> Pundit Sreeshchandra Bidyaratna Professor of Literature in the Sanscrit College having been appointed Law Officer of the Moorshidabad Circle I have the honor to recommend Pundit Dwarkanath Bidyabhushan Assistant to the Principal of the College for the Professorship. The latter Officer is a man of extensive acquirements and is in my humble opinion, fully competent to do justice to the post. He gave satisfactory proof of his abilities as a Teacher while serving as 2d Professor of Grammar previous to his present employment.

অবসর গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দ্বারকানাথ এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ

কিছু দিন হইতে দ্বারকানাথের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছিল। তিনি যথারীতি পেনশনের জন্য আবেদন করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে দ্বারকানাথের পেনশন মঞ্জুর হয়; তাঁহার পেনশনের পরিমাণ ছিল মাসিক ৬৯।১০। সংস্কৃত কলেজে তাঁহার চাকরি হইয়াছিল—"২৮ বৎসর ৭ মাস ১৮ দিন"; পেনশন-গ্রহণকালে তাঁহার বয়স—"৫৩ বৎসর

৩ মাস" ছিল। এই পেনশন-সংক্রান্ত কাগজপত্রে সংস্কৃত কলেজে তাঁহার চাকুরির যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

সংস্কৃত কলেজ		আরম্ভকাল	সমাপ্তিকাল
পুস্তকাধ্যক্ষ	৩০৲	১৬ নবেম্বর ১৮৪৪	১৩ জানুয়ারি ১৮৪৫
২য় ব্যাকরণ-অধ্যাপক	৪০৲	১৪ জানুয়ারি ১৮৪৫	১৪ মে ১৮৪৫
প্রিন্সিপালের সহকারী	১০০৲	১৫ মে ১৮৪৫	৩০ নবেম্বর ১৮৪৫
সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপক	৯০৲	১ ডিসেম্বর ১৮৪৫	১১ জুন ১৮৬৩
	১০০৲	১২ জুন ১৮৬৩	২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬
	১২০৲	১ মার্চ ১৮৬৬	২৭ মে ১৮৭০
	১৫০৲	২৮ মে ১৮৭০	৯ আগষ্ট ১৮৭২
অসুস্থতানিবন্ধন ছুটি	...	১০ আগষ্ট ১৮৭২	৩১ আগষ্ট ১৮৭২
সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপক	১৫০৲	১ সেপ্টেম্বর ১৮৭২	২ সেপ্টেম্বর ১৮৭২
অসুস্থতানিবন্ধন ছুটি	...	৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭২	১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৭২
সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপক		১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৭২	৩০ জুন ১৮৭৩

রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ

দ্বারকানাথ প্রাঞ্জল ভাষায় অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, ইহার অধিকাংশই স্কুলপাঠ্য। তাঁহার সময়ে সুলিখিত পাঠ্য পুস্তকের অভাব ছিল। প্রকাশকাল-সমেত এই সকল পুস্তকের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।—

১। **নীতিসার।**

'নীতিসার' তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। ইহার প্রথম ভাগ (সংবৎ ১৯১২, ৫ই চৈত্র) ও দ্বিতীয় ভাগ (পৃ. ১১৪ ; সংবৎ ১৯১৩, ১০ই বৈশাখ)

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে চাঁপাতলা বাঙ্গলা যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে (*I. O. L. Cat.*, p.191)।

'নীতিসার' "বালকদিগের নীতিশিক্ষার্থ" রচিত হয়। রচনার নিদর্শনস্বরূপ প্রথম ভাগ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল :—

> পাপ কর্ম করিলে আজ হউক, কাল হউক, দশ দিন পরে হউক, অবশ্য তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। পাপের ফল দুঃখ।
>
> কালীর মত দুষ্ট বালক প্রায় কেহ কখন দেখে নাই। কালী লেখা পড়ায় অত্যন্ত অনাবিষ্ট ছিল। পাঠশালায় গিয়া অন্য অন্য বালকের সহিত গল্প ও কলহ করিত। নিজে কিছু করিত না, অন্যকেও কিছু করিতে দিত না। অসতের সংসর্গ অতিশয় কদর্য্য। যে অসতের সংসর্গে থাকে, তাহার মঙ্গল হয় না। অসতের সংসর্গে থাকিলে সতেরও স্বভাব দূষিত হইয়া যায়।

২। **রোমরাজ্যের ইতিহাস**। ইং ১৮৫৭। পৃ. ২৫০।

> রোমরাজ্যের ইতিহাস লিয়োনার্ড স্মিট্‌জ ও আর্ণল্ড কৃত রোমীয় ইতিহাস-হইতে সংগৃহীত কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক বাঙ্গলা ভাষায় প্রণীত প্রথম ভাগ কলিকাতা চাঁপাতলা—বাঙ্গলা যন্ত্রে মুদ্রিত সন ১২৬৪ সাল মূল্য দুই টাকা

রচনার নিদর্শন :—

> গ্রন্থকারদিগের অনেকের এই রীতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা গ্রন্থের আরম্ভে গ্রন্থের প্রয়োজন এবং প্রতিপাদ্য বলিয়া থাকেন। এই রীতি কোনরূপে নিন্দনীয় নহে। গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় কি, গ্রন্থপাঠে কি উপকার লাভ হইবে, এ কথা অগ্রে বলিয়া দিলে পাঠক গণের সবিশেষ ঔৎসুক্য এবং মনোনিবেশ প্রবৃত্তি হইতে পারে। আমি গ্রন্থকারদিগের এই চিরপ্রচলিত প্রথার অনুগামী হইয়া প্রথমে গ্রন্থের সপ্রয়োজন অভিধেয়

নির্দ্দেশ করিতেছি। এই গ্রন্থে রোম নগরের পুরাবৃত্ত বর্ণিত হইবে। ইতিহাস পাঠ করিলে যে উপকার লাভ হয়, এই গ্রন্থ পাঠে সেই ফল অখণ্ডিতরূপে লব্ধ হইবে সন্দেহ নাই।

কত প্রকারে মানুষের অবস্থার পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে; মানুষের যত্ন ও বুদ্ধিবলে কতদূর পর্য্যন্ত হইতে পারে; মানুষের সদ্গুণ ও সৎকর্ম্ম দ্বারা কত ইষ্টফল এবং পাপ ও অসৎকর্ম্ম দ্বারা কত অনিষ্ট ফল উৎপাদিত হয়; রোমরাজ্যের ইতিহাস পাঠ করিলে এই সকল বিষয় সবিস্তর অবগত হওয়া যায়।

৩। **গ্রীসদেশের ইতিহাস।** ইং ১৮৫৭। পৃ. ৩৫৭।

গ্রীসদেশের ইতিহাস। প্রথমাবধি রোমকদিগের অধিকার পর্য্যন্ত ডিরোমার্ড স্মিথ মহোদয়ের কৃত গ্রীসদেশীয় ইতিহাস হইতে সংগৃহীত। গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পাঠশালা সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক প্রণীত কলিকাতা চাপাতলা—বাঙ্গলা যন্ত্রে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ১২৬৪ সাল মূল্য এক টাকা চারি আনা

এই পুস্তকের "বিজ্ঞাপন" অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

অতি পূর্ব্বকালে গ্রীসদেশীয়েরা সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছিল। কি প্রাচীন, কি নব্য, কোন কালের কোন জাতিই বিদ্যাবিশেষে তাহাদিগের তুল্য উৎকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। একদা তাহাদিগের সভ্যতা দ্বারা জগতের যথেষ্ট উপকার সাধিত হয়। তাহাদিগের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বহুজ্ঞতা ও বিজ্ঞতা জন্মে সন্দেহ নাই। অতএব তাহাদিগের ইতিহাস পাঠ করা অতিশয় আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে এই গ্রন্থ লিখিতে কহেন এবং একখানি ইংরাজী গ্রীসদেশীয় ইতিহাস আনাইয়া দেন। ঐ মহাশয় যথোচিত যত্ন ও উৎসাহ প্রদান না করিলে এই গ্রন্থের প্রণয়ন ও প্রচারণ এত শীঘ্র সম্পন্ন হওয়া ভার হইত।

সিরোনার্ড স্মিত মহোদয় ইংরাজী ভাষায় গ্রীসদেশের যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। ইংরাজী ভাষায় কতগুলি শব্দ আছে, বাঙ্গালা ভাষায় তদর্থ বোধক শব্দ নাই। সেই শব্দ গুলি নূতন সঙ্কলন করিতে হইয়াছে। সেই সকল শব্দ ও তাহার অর্থ গ্রন্থের শেষ ভাগে লিখিত হইল। শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ।
১২৬৪ সাল। ২৫শে অগ্রহায়ণ।

৪। **সুবুদ্ধি ব্যবহার।** ইং ১৮৬০। পৃ. ৫৭।

সুবুদ্ধি ব্যবহার। শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক অনুবাদিত। কলিকাতা। চাঁপাতলা বাঙ্গলা—যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৬৭ সাল ১২ চৈত্র মূল্য ৶০ আনা মাত্র।

পুস্তকের "বিজ্ঞাপন" অংশ এইরূপ :—

লার্ড বেকনের প্রণীত এডবান্সমেণ্ট অব লার্নিং নামে যে গ্রন্থ আছে বেকন তাহাতে সলোমন প্রভৃতির কয়েকটি উপদেশ বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমি সেই গুলি অনুবাদ করিয়া সুবুদ্ধি ব্যবহার নাম দিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। এতৎ পাঠে বালকদিগের ধর্ম্মনীতি, নীতি ও রাজনীতি জ্ঞানের সম্ভাবনা আছে।

রচনার নিদর্শন :—

"মৃদু উত্তরে ক্রোধ শান্তি হয়"।

যদি কোন রাজা অথবা প্রধান ব্যক্তি তোমার উপরে ক্রোধ করেন, আর, তোমার কথা কহিবার সময় উপস্থিত হয়, এরূপ স্থলে সলোমন দুটি উপদেশ দিয়াছেন। প্রথম, উত্তর দান করিতে হইবে; দ্বিতীয়, সেই উত্তর নম্র ও বিনীত হইবে। প্রথম উপদেশের তিনটি তাৎপর্য্য আছে। ১, যদি তুমি চুপ করিয়া থাক, তাহা হইলে এই বোধ হইতে পারে, হয়, তোমার দোষ আছে বলিয়া তুমি উত্তর দিতে পারিতেছ না, অথবা তুমি আত্মদোষ ক্ষালন করিবার নিমিত্ত যে তাবদুপযুক্ত বাক্য কহিবে, কোপপরায়ণ প্রধান ব্যক্তি তদ্বিষয়ে কর্ণপাত করিবেন না।

> প্রথম কল্পে মূঢ়তার দোষ তোমার স্কন্ধেই পতিত হইবে। দ্বিতীয় কল্পে প্রকারান্তরে প্রধান ব্যক্তির চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করা হইবে। ২, তুমি উত্তর দান ও আত্মদোষ ক্ষালন চেষ্টা বিষয়ে অধিক বিলম্ব করিও না; সেরূপ করিলে লোকে বোধ করিবে, হয়, সেই প্রধান ব্যক্তির ক্রোধ অধিক, তুমি তৎপ্রযুক্ত উত্তর দানে সমর্থ হইতেছ না, অথবা তুমি কোন চাতুরীগর্ভ কৃত্রিম উত্তরের সৃষ্টি করিতেছ। প্রথম কল্পে বাস্তবিক যদি প্রধান ব্যক্তির ক্রোধ অধিক না হয়, তাঁহার প্রতি অন্যায় অধিক ক্রোধের আরোপ করা হইবে; দ্বিতীয় কল্পে তোমার স্বভাবের দোষ আছে, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। অতএব তোমার আত্মদোষ ক্ষালনের নিমিত্ত অবিলম্বে তৎকালোচিত সরল উত্তর দান কর্ত্তব্য। ৩, যথার্থ উত্তর করিতে হইবে। কিন্তু সেই উত্তরে কেবল তোমার অপরাধের স্বীকার করামাত্র না হয়, সেই সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনাও যেন থাকে। কারণ অপরাধ স্বীকার করিলেই সকলে ক্ষমা করেন না, তাদৃশ সৎ উদারাশয় লোক জগতে অতি বিরল। দ্বিতীয় উপদেশের তাৎপর্য্য এই, উত্তর মৃদু ও মধুর হইলে ক্রোধোদ্দীপন হয় না।

৫। **ভূষণসার ব্যাকরণ।** ইং ১৮৬৫। পৃ. ৫৮।

ইহা "নূতন প্রণালী অনুসারে বাঙ্গলা ব্যাকরণ"। ১ মে ১৮৬৫ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' ইহার বিজ্ঞাপন প্রথমে প্রকাশিত হয়। আমি এখনও এই পুস্তকখানি কোথাও দেখি নাই।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'রহস্য-সন্দর্ভে' (৩ পর্ব্ব, ৩২ খণ্ড, পৃ. ১২২-২৮) ইহার যে সুদীর্ঘ সমালোচনা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

> ইনি একেলা সংস্কৃতশাস্ত্রে কৃতবিদ্য, এবং নবীন-সম্বাদ-পত্রের সম্পাদক মধ্যে এক জন প্রধান বলিয়া গণ্য। তাঁহার ব্যবসায়ের অনুরোধে তাঁহাকে সর্ব্বদাই বাঙ্গালী ভাষায় [illegible] লেখা করিতে হয়,

এবং নানা প্রকার বাঙ্গালী পত্রের আলোচনাও করিতে হয়। তিনি যে বাঙ্গালী ভাষায় বিশিষ্ট মর্ম্মজ্ঞ হইবেন ইহা অবশ্য সম্ভাবনীয়। তিনি এ বিষয়ে বিশেষ মনোনিবেশও করিয়াছেন; তথাপ্রচলিত বাঙ্গালী ব্যাকরণ-সকলের দোষাবলী বিলক্ষণরূপে আলোচনা করিয়া [illegible] উপকারার্থে প্রস্তাবিত নূতন গ্রন্থের [illegible] প্রবৃত্ত হন। তাঁহার ভূমিষ্ঠ-হওন-সময়েও দুন্দুভি-ধ্বনির কোন মতে ত্রুটি হয় নাই। লিখিত হইয়াছে "গ্রন্থকারদিগের অনেকে বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃতি রীতির অনুসরণ না করিয়া সংস্কৃতের অনুসরণ করিয়াছেন। তন্নিবন্ধন তাঁহাদিগের প্রয়াস সম্যক্ ফলোপধায়ী হয় নাই। যাঁহা'দগের বাঙ্গলা রীতির প্রতি সমধিক দৃষ্টি ছিল, তাঁহাদিগেরও গ্রন্থে কএকটী মারাত্মক দোষ ঘটিয়াছে। কেহ অনাবশ্যক ও বালকদিগের দুর্ব্বোধ বিষয়দ্বারা গ্রন্থ পূর্ণ করিয়াছেন; কাহার বা রচনা এমনি দুরূহ হইয়াছে যে বালকের দূরে থাকুক বৃদ্ধেরও [illegible] করা ভার। এতদ্ভিন্ন ব্যাকরণজ্ঞের অনেক বিষয়ের মীমাংসা হয় নাই, আর কতকগুলি বিষয়ের অযথাযথ মীমাংসা করা হইয়াছে।" অপর গ্রন্থখানি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উৎকৃষ্ট চেষ্টার ফলস্বরূপ, তন্নিবন্ধনই বোধ হয়, ইহার নাম "ভূষণসার" হইয়াছে। এই সকল বিবেচনায় আমরা এই পুস্তকের এক খানি চারি আনা মূল্যে ক্রয় করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে আমাদিগের অর্থব্যয় উপকারজনক হইয়াছে ইহা কোন মতে অনুভূত হইতেছে না; প্রত্যুত আমাদিগের [illegible] অভাব বশতঃই হউক বা পণ্ডিত মহাশয়ের বর্ণনার দুরূহতা বশতঃই হউক, অনেক বিষয়ে আমাদিগকে ক্ষুণ্ণ হইতে হইয়াছে।...

৬। **বিশ্বেশ্বর বিলাপ।** ইং ১৮৭৪। পৃ. ১০৫।

বিশ্বেশ্বর বিলাপ। বিবিধ নীতিপূর্ণ বাঙ্গলা পদ্যে কাশীর পাপ বর্ণন করিয়া পাপ হইতে বিরত হইবার উপদেশ। শ্রী দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত। সোমপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৮১ সাল। মূল্য ॥০ আট আনা।

পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে"র অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি :—

এখন যাবতীয় তীর্থ স্থানেরই বিষম দুর্দশা ঘটিয়াছে। তীর্থস্থান-গুলিতে পাপের যে প্রকার বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। কাশী সর্ব্বপ্রধান তীর্থ স্থান, পাপও এখানে সর্ব্বপ্রধান পদ লাভ করিয়াছে। পৃথিবীতে এমন পাপ নাই এখানে যাহার নিত্য অনুষ্ঠান না হয়। সেই পাপ বর্ণন করিয়া তাহা হইতে বিরত হইবার উপদেশ দেওয়াই এ গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বিশ্বেশ্বর কাশীর অধিপতি। তাঁহার মুখে পাপ গুলি বর্ণিত হইলে পাঠকগণের অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইবে বলিয়া গ্রন্থের বিশ্বেশ্বর বিলাপ এই নাম দেওয়া হইল।...

বাঙ্গলা ভাষার কবিতা সরল ও সহজ ভাষায় রচিত না হইলে মনোহারিণী হয় না। পূর্ব্বকার বাঙ্গলাকবিরা এই নিগূঢ় কথাটী বুঝিতেন। তাঁহারা ঐ রীতিতে রচনা করিয়া কৃতার্থতা লাভও করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নব্য কবিরা এ কথা বুঝেন না। তাঁহারা কবিতাগুলিকে ইচ্ছা করিয়া এরূপ কঠিন করিয়া তুলেন যে সহজে তাহাতে দন্তস্ফুট করিবার যো থাকে না। এই কারণে এখনকার কাব্য গ্রন্থ গুলি প্রায়ই সহৃদয় ব্যক্তিদিগের একান্ত অনাদৃত হইয়া থাকে। আমি সেই অনাদর দর্শন করিয়া প্রাচীন কবিদিগের পথের পথিক হইয়াছি।

নীতিবিষয়ক উপদেশ দান এ গ্রন্থের অন্যতর মুখ্য উদ্দেশ্য।...

১২৮১ সাল ৪ ঠা ভাদ্র।

রচনার নিদর্শন :—

যেমন বণিক দলে   পৃথিবীর স্থলে জলে

ধীরে করে সঞ্চয় অশেষ।

ইংরেজী সেই ভাবে   দেখিলে শেখিতে পারে

হেরে নিজ স্বদেশ সব দেশ।

বৈদিক ধরম ক্ষীণ   হইতেছে দিন দিন
বাড়িতেছে ইংরেজী দল।
ইংরেজী শিখে যারা   স্পষ্ট তারে বলে তারা
পাথরে পূজিয়া কি বা ফল।
যাহা আলম্বিয়া তব   তব এত প্রাদুর্ভাব
তার মূলে করিছে আঘাত।
জপ তপ দান ধ্যানে   যাগ যজ্ঞে নাহি মানে
এ সকলে ভাবে উৎপাত।

… … …

কেমনে ভারত তুমি   জঠরে ধরিলে তুমি
এ সকল কুষ্মাণ্ড সন্তান।
তোমার এদের হতে   নাহি দেখি কোন মতে
হবে কিছু শ্রেয়ের বিধান।
যাহায় দেখিতে পাই   স্বজাতিতে প্রেম নাই
তার নাই স্বদেশের মায়া।
স্বদেশের মায়া বিনা   বাজে না উন্নতি বীণা
নাহি কৃপা করে বিভুজায়া।
যে দেখি এদের গতি   ভারতের অধোগতি
কেন বা না হবে বিপর্যয়।
স্বাধীনতা হারা হয়ে   চির পরাধীন রবে
দুখভার বাড়িছে বিস্তর।
আর না দেখিবে তুমি   এমন উর্ব্বর ভূমি
স্বর্ণময় শস্যের আধার।
কিন্তু দেখ চমৎকার   যেথা সদা হাহাকার
উদরান্ন জুটে উঠা ভার।

বিদেশিরা এই দেশে দেখ শুধু হাতে এসে
করে কত ধনের সঞ্চয়।
লয়ে যায় ধনরাশি যতেক ভারতবাসী
ফেল ফেল করে চেয়ে রয়।

৭। **উপদেশমালা**, ১ম ভাগ। ইং ১৮৮৩, পৃ. ৭৪।

উপদেশমালা। প্রথম ভাগ। বালকবালিকাদিগের নীতিশিক্ষার্থ পদ্যময় গ্রন্থ। শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত। সোমপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৯০ সাল। মূল্য দুই আনা।

পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :—

উপদেশমালা।

আমি বালকবালিকাদিগের শিক্ষার্থ পদ্যে কতকগুলি নীতিবাক্য সংগ্রহ করিয়া উপদেশমালা নাম দিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিলাম। ইহা ভাগ ভাগ ক্রমে বিরচিত, মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে। উপদেশমালা পদ্যে রচনা করিবার কারণ এই, এ দেশের গ্রন্থকারেরা অভিধান ও ধাতুপাঠ পর্য্যন্ত পদ্যে প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে এ দেশীয়দিগের পদ্যে রুচি স্বভাবসিদ্ধ। বালকবালিকারা গদ্য অপেক্ষা পদ্য অধিক ভালবাসে, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। গদ্য অপেক্ষা পদ্য সহজে কণ্ঠস্থ হয় এবং উহা দীর্ঘকাল স্মৃতিপথে থাকে। নীতিবাক্যগুলি বালকবালিকাদিগের সদা মুখস্থ থাকে, ইহা একান্ত অভিপ্রেত। কারণ, ইহা চরিত্র সংশোধনের একটি প্রধান উপায়। শৈশব হইতে চরিত্র সংশোধন না হইলে চরিত্র পবিত্র হয় না। পদ্য দ্বারা শব্দশাস্ত্রেরও বিশেষ উন্নতি হয়। বালকবালিকারা অনেক নূতন শব্দ শিখিতে পারে। যথা— কোন পদের প্রথম চরণের শেষে মাহাত্ম্যশব্দ প্রযুক্ত হইলে তাহার মিলনার্থ দ্বিতীয় চরণে দাক্ষিণ্যশব্দ প্রয়োগ দুঃসাধ্য হয় না। এই সকল কারণে আমি পদ্যে নীতি গ্রন্থ সংকলন করিতেছি।

উপদেশমালায় ছাত্রগণের প্রবৃত্তির দৃঢ়তা জন্মাইবার নিমিত্ত উদাহরণস্থলে কতকগুলি পৌরাণিক বিষয় উপন্যস্ত হইয়াছে। যথা— অর্জ্জুনের তপস্যা ও কিরাতরূপধারী মহাদেবের সহিত যুদ্ধ। এ দেশের কেবল বালকবালিকা কেন, যুবক ও প্রৌঢ়েরাও কোন একটী অলৌকিক কাণ্ড দেখিলে ভয়ে আড়ষ্ট হন। সুতরাং সেই অলৌকিক কাণ্ডের স্বরূপ নিরূপণ ও কারণ নির্ণয়ে প্রবৃত্তি বিধান করিতে পারেন না। আকাশে ধূমকেতুর উদয় হইলে অমঙ্গলের আশঙ্কায় সকলে আকুল হইয়া থাকেন। সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণ হইলে শঙ্খ কাংস্য বাজাইয়া দেশ মাতাইয়া তুলেন। যে দেশের লোকের স্বভাব এখনও এরূপ শোচনীয় হইয়া আছে, সে দেশে এমন পুরুষও জন্মিয়া গিয়াছেন, যিনি কিরাতের অলৌকিক ক্ষমতা দর্শন করিয়াও কিছুমাত্র ভীত ও অধ্যবসায় হইতে বিচলিত হন নাই। যখন নিতান্ত নিঃসম্বল হইলেন, তখনও সাহস-সহকারে বিপক্ষের বক্ষস্থলে দৃঢ়তর মুষ্টির আঘাত করিলেন। এই সকল চেষ্টা দেখিয়া বালকদিগের অধ্যবসায় ও সাহসাদিবিষয়ে দৃঢ়তর প্রবৃত্তি জন্মিবে বলিয়া উক্ত উদাহরণগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে।

... ...

১২৯০ সাল।	শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ।
১ লা আশ্বিন।	চাঙ্গড়িপোতা
	জেলা ২৪ পরগণা সোণারপুর ডাকঘর।

'উপদেশমালা' ২য় ভাগও খুব সম্ভব ১২৯০ সালে প্রকাশিত হয়; ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬৬।

৮। সাংখ্যদর্শন। ইং ১৮৮৬। পৃ. ৩০০।

সাংখ্যদর্শন। মূল, ভাষ্য ও সরল অনুবাদ সহ সোমপ্রকাশ সম্পাদক [illegible] পণ্ডিতবর ৺ দ্বারকা নাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত। ৬৪ নং [illegible]

সোমপ্রকাশ ডিপজিটরি দ্বারা প্রকাশিত। কলিকাতা, ৪৮ নং [illegible]প্রসাদ চৌধুরীর লেন সোমপ্রকাশ যন্ত্রে, শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত। সন ১২৯৩।

পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ :—

> সাংখ্যদর্শন মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। পরিতাপের বিষয়, যে মহাত্মা এত যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তিনি ইহার মুদ্রাকার্য্যের শেষ ও প্রকাশিত হওয়া দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। যাহা হউক, পরলোক গমনের পূর্ব্বেই তিনি ইহার অনুবাদাদি সমুদায় শেষ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

• • •

১৩ নবেম্বর ১৮৬৫ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' দ্বারকানাথ তাঁহার "প্রণীত" ও "প্রচারিত" কয়েকখানি পুস্তকের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে "প্রচারিত" পুস্তকখানি—"মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ...৯০"।

'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' পুস্তকখানি দ্বারকানাথ কর্ত্তৃক "সম্পাদিত" হইয়া তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে দুর্গাচরণ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।

সংবাদপত্র পরিচালন

দ্বারকানাথ-প্রসঙ্গে আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> বাঙ্গালা সাহিত্য যে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নিকট কতটা ঋণী তাহা বোধ হয় তোমরা ঠিক অনুভব করিতে পার না। তিনি রোমের ও গ্রীসের ইতিহাস বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন; কিন্তু তাঁহার 'সোমপ্রকাশ' বাঙ্গালা ভাষাকে ও বাঙ্গালা সাহিত্যকে গৌরবশ্রী দান করিয়াছিল।

সুন্দর সরল বাঙালা ভাষায় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, পলিটিক্স, আলোচিত হইতে লাগিল। বাঙালা ভাষায় সর্ব্বপ্রকার ভাব প্রকাশ করিবার এরূপ ক্ষমতা আছে, ইহা পূর্ব্বে লোক ভাল করিয়া ধারণা করিতে পারে নাই।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ৫৫।

'সোমপ্রকাশ'

'সোমপ্রকাশ' দ্বারকানাথের প্রধান কীর্ত্তি। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর (১ অগ্রহায়ণ ১২৬৫) সোমবার ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বারকানাথ এই সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন; ইহা প্রকাশের পরিকল্পনাটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের। 'সোমপ্রকাশে'র কণ্ঠে এই শ্লোকটি থাকিত :—

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

'সোমপ্রকাশ' প্রথমে কলিকাতায় চাঁপাতলার এক গলি হইতে প্রকাশিত হইত, প্রত্যেক সংখ্যার শেষে লেখা থাকিত :—

> এই পত্র প্রতি সোমবার চাঁপাতলা এমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের লেন ১ নং বাটী বাঙ্গলা যন্ত্রে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।

"তখন সেই ভবনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বদা পদার্পণ করিতেন; এবং পরামর্শাদি দ্বারা সোমপ্রকাশ সম্পাদন বিষয়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বিশেষ সহায়তা করিতেন" ('রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', পৃ. ২৮৮)।

পরে মাতলা রেল খোলা হইলে 'সোমপ্রকাশ' চাংড়িপোতা হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে "এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব, মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ

চাংড়িপোতা গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতে প্রকাশিত হয়।" *

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি হইতে কর্ম্মবাহুল্যের দরুন দ্বারকানাথ 'সোমপ্রকাশ' পত্রের সম্পাদকীয় আসন হইতে কিছু দিনের জন্য অবসর গ্রহণ করেন। ২ জানুয়ারি ১৮৬৪ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

বিজ্ঞাপন।

আমি ক্রমে ক্রমে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছি। তন্নিবন্ধন সোমপ্রকাশে যথোচিত মনোযোগ দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আমি আজি অবধি ইহার সম্পাদকতা ভার অন্য হস্তে সমর্পণ করিলাম। কিন্তু সোমপ্রকাশ আমার প্রতিষ্ঠিত, ইহার প্রতি আমার সবিশেষ যত্ন আছে, অত এব অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যের অবিরোধে যতদূর সাধ্য সাহায্য দান দ্বারা ইহার উন্নতি সাধন চেষ্টায় কদাচ পরাঙ্মুখ হইব না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা

দ্বারকানাথ কিছু দিনের জন্য যাঁহার হস্তে 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদনের ভার অর্পণ করেন, তিনি মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ। ৫ই জুন ১৮৬৪ তারিখে "সম্পাদককৃত বিজ্ঞাপন" প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার নীচে "শ্রীমোহনলাল বিদ্যাবাগীশ সোমপ্রকাশ সম্পাদক" নাম পাইতেছি।

* "১৮৫০ সালে হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁর পুত্র দ্বারকানাথকে সহায় ক'রে একটি মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন, এবং অল্প কালের মধ্যেই গতায়ু হন। ঐ যন্ত্র হইতে দ্বারকানাথের লিখিত রোম ও গ্রীসের ইতিহাস প্রভৃতি দুই একখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।"—শিবনাথ শাস্ত্রী : 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', পৃ. ২৮৩।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ভার্নাকিউলার প্রেস অ্যাক্ট নামক আইন হইলে "রাজকোপে পড়িয়া সোমপ্রকাশের এক বর্ষ আয়ু ক্ষয় হইয়া" যায়। পরে ১৯ এপ্রিল ১৮৮০ (৮ বৈশাখ ১২৮৭) তারিখ হইতে "২৩শ ভাগ ১ম সংখ্যা" 'সোমপ্রকাশ' "নব কলেবর ধারণ করিয়া…কলিকাতা মুজাপুর নপরিশাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রতি সোমবার প্রকাশিত" হয়।*

'সোমপ্রকাশ'-প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন :—

দেখিতে দেখিতে সোমপ্রকাশের প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। যেমন ভাষার বিশুদ্ধতা ও লালিত্য, তেমনি মতের উদারতা ও যুক্তি-যুক্ততা, তেমনি নীতির উৎকর্ষ। চিত্তের একাগ্রতাটাই সোমপ্রকাশের প্রভাবের মূলে ছিল।…তিনি সোমপ্রকাশে যাহা লিখিতেন তাহার এক পংক্তি কাহারও তুষ্টি সাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লিখিতেন না। লোক সমাজে আদৃত হইবার লোভে লোকের রুচি বা সংস্কারের অনুরূপ করিয়া কিছু বলিতেন না। যাহা নিজে সমগ্র হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিতেন, তাহা হৃদয়-নিঃসৃত অকপট-ভাষাতে ব্যক্ত করিতেন। তাহাই ছিল সোমপ্রকাশের সর্ব্বপ্রধান আকর্ষণ। এই আকর্ষণ এতদূর প্রবল ছিল যে বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজ কাগজের বার্ষিক মূল্য করিয়াছিলেন ১০৲ দশ টাকা, এবং তাহাও অগ্রিম দেয় …ইহাতেও সোমপ্রকাশের পাঠক সে সময়ের পক্ষে বহুসংখ্যক ছিল।

সোমপ্রকাশ যদিও ১৮৬৩ সালের পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ পর্য্যন্ত এই কালের মধ্যেই ইহার প্রভাব সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়; ইহা এক দিকে গবর্ণমেণ্টের, অপর দিকে দেশবাসিগণের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে।—'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', পৃ. ২৮৭-৮৮।

---

* 'সোমপ্রকাশ' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমার 'বাংলা সাময়িক-পত্র' পুস্তকে (পৃ. ২০৭-৫০) দ্রষ্টব্য।

'কল্পদ্রুম'

১২৮৫ সালের ভাদ্র মাস হইতে দ্বারকানাথ 'কল্পদ্রুম' নামে একখানি উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' ধারাবাহিক ভাবে প্রথমে প্রকাশিত হয়। অপটু স্বাস্থ্য লইয়া দ্বারকানাথ বেশী দিন 'কল্পদ্রুম' পরিচালনা করিতে পারেন নাই। পাঁচ বৎসর—১২৯১ সাল পর্য্যন্ত চলিয়া ইহা লুপ্ত হয়।

শেষ জীবন

দ্বারকানাথ বহু সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। পাপের প্রতি তাঁহার দারুণ ঘৃণার বহু দৃষ্টান্ত আছে। তাঁহার পরোপকারিতা ও দানধ্যানাদির কথা সে-যুগে সর্ব্বজনবিদিত ছিল। তিনি স্বগ্রামের বহু উন্নতিসাধন করেন। তাঁহারই ব্যয়ে হরিনাভিতে একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন :—

> বাস্তবিক একটি বিষয়ের জন্য তাঁহাকে বড় উদ্বিগ্ন দেখা যাইত। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুসমাজে ধর্মের শাসন ও ধর্মের উপদেশ রহিত হইতেছে বলিয়া দুঃখ করিতেন।...সাধারণ মানুষের ধর্মোপদেশের সুবিধার জন্য তিনি নিজভবনে হরিসভা করিতে দিয়া কথকতা, পাঠ, শাস্ত্রব্যাখ্যা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।—'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', পৃ. ২৮৯।

দ্বারকানাথ এই সময় বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। স্বাস্থ্য-লাভের আশায় তিনি বারুইপুরের অন্তর্গত শাকনায় গিয়া বাস করিতে-ছিলেন। তথায় ২২ আগস্ট ১৮৮৬ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-

রামনারায়ণ তর্করত্ন

১৮২২—১৮৮৬

রামনারায়ণ তর্করত্ন

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ —পৌষ ১৩৪৭
দ্বিতীয় সংস্করণ—ভাদ্র ১৩৫০

মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫৷২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা
২৭৫—১৪।৮।১৯৪৩



মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র পূর্ব্বে দুই এক জন বাঙালী কবি ইংরেজী কাব্যের প্রভাবে পড়িয়া সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতিতে কাব্যরচনার সূত্রপাত করিয়া থাকিলেও আমরা যেমন আজও পর্য্যন্ত তাঁহাকেই আধুনিক পদ্ধতির সর্ব্বপ্রথম কবি হিসাবে সম্মান করিয়া থাকি, রামনারায়ণ তর্করত্ন বা নাটুকে রামনারায়ণকেও তেমনই দুই চারি জন পূর্ব্বগামী নাট্যকারের নাট্যপ্রচেষ্টা সত্ত্বেও সর্ব্বপ্রথম আধুনিক নাট্যশিল্পীর সম্মান দিয়া থাকি। ইহার কারণ এই যে, মাইকেলের মত তিনিও অসাধারণ শিল্পপ্রতিভাবলে প্রাণহীন গতানুগতিকতার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন; উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে বাংলা দেশে যে রঙ্গমঞ্চের উদ্ভব হইয়াছিল, তাঁহারই কবিকীর্ত্তির দ্বারা তাহা সর্ব্বপ্রথম সার্থকতা লাভ করে। ইহা এক হিসাবে অধিকতর বিস্ময়কর এই কারণে যে, বহু-ভাষাবিৎ মাইকেল ইউরোপীয় জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন দীর্ঘকাল কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ব্যাকরণ অলঙ্কারের এক জন অধ্যাপক ছিলেন, ইউরোপীয় বা আধুনিক পদ্ধতির সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ কোনই পরিচয় ছিল না। সংস্কৃত কাব্য ও অলঙ্কারে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল, তিনি অধ্যাপক হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন—তাঁহার এই সকল পরিচয় আজিকার দিনে প্রত্নতত্ত্বের বিষয়ীভূত হইয়াছে; কিন্তু বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ নাট্যকার হিসাবে তিনি আজিও সগৌরবে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার জীবনী ও কীর্ত্তির পুনরালোচনা সহৃদয় বাঙালী পাঠকের নিকট অনাবশ্যক বিবেচিত না হইতেও পারে।

বাল্য ও ছাত্র-জীবন

২৬ ডিসেম্বর ১৮২২ তারিখে চব্বিশ-পরগণার অন্তঃপাতী হরিনাভি গ্রামে রামনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামধন শিরোমণি। রামনারায়ণ "বাল্যাবস্থাতেই দেশে ও বিদেশে চৌবাড়িতে ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতির কিয়দংশ এবং ন্যায়শাস্ত্রের অনুমানখণ্ড প্রায় অধ্যয়ন" করেন।

রামনারায়ণ শৈশবেই পিতামাতাকে হারাইয়াছিলেন। তাঁহার কোন পরিচিত বন্ধু লিখিয়াছেন, "তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর স্বর্গীয় প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর* ও তৎপত্নী কর্তৃক লালিত হইয়া পিতৃ মাতৃ বিয়োগ কষ্ট অনুভব করিতে পারেন নাই। আমরা তর্করত্ন মহাশয়কে স্বীয় ভ্রাতৃজায়ার গুণোদ্ঘোষণ করিয়া বলিতে শুনিয়াছি যে, 'তিনি শৈশবে আমায় মাতৃস্নেহে পালন না করিলে বোধ হয় শৈশবেই আমার সত্তা লোপ হইত'।" †

---

* প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর ১৮৪৩-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপকের প্রতিনিধিরূপে প্রায় তিন বৎসর সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তৎপরে ২০ মে ১৮৪৬ তারিখ হইতে মাসিক ৪০ টাকা বেতনে তিনি সংস্কৃত কলেজের চতুর্থ ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৫৫ সনের ৭ই মে তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর যে-সকল পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে আমি এই কয়খানি দেখিয়াছি:—'কুলচন্দ্র' (ইং ১৮৪৪), 'শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাশতকং' (ইং ১৮৫৫), 'ধর্ম্মসভা বিলাস' (ইং ১৮৫০) ও 'শ্রীশিবশতক স্তোত্রম্' (ইং ১৮৫৪)।

তিনি যোগ্যতার সহিত কিছু দিন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত 'সমাচার চন্দ্রিকা' সম্পাদন করিয়াছিলেন।

† "স্বর্গীয় কবিকেশরী রামনারায়ণ তর্করত্ন"—'নিত্যপুষ্পাঞ্জলি', ১২৯৪ সাল, পৃ. ১৫০।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর অস্থায়ী ভাবে কিছু দিনের জন্য গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক হন। এই সময় রামনারায়ণ ভ্রাতার নিকট থাকিয়া, সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন। ১৮৪৩ হইতে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত —দশ বৎসর তিনি গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বৃত্তিপ্রাপ্ত কৃতী ছাত্র হিসাবে কলেজে তাঁহার সুনাম ছিল।

কর্ম্মজীবন

হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ

কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের পাঠ সাঙ্গ করিয়া রামনারায়ণ হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। রাজেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কয়েক জন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির চেষ্টায় সিঁদুরিয়াপটীর ৺রামগোপাল মল্লিকের বৃহৎ বাটীতে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার সহিত শীল্‌স কলেজ ও ডেবিড হেয়ার অ্যাকাডেমিও সংযুক্ত হইয়াছিল। এই কলেজের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত রাণী রাসমণি দশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।* কলেজের কার্য্য আরম্ভ হয় "১৮৫৩ সালের ২রা মে সোমবার"।† রামনারায়ণের অধ্যাপনা বিষয়ে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল:—

> শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় হিন্দু মেট্রোপলিটন কালেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে অভিষিক্ত হওয়াতে ছাত্রদিগের বাঙ্গালা

---

* 'সংবাদ প্রভাকর,' ১৩ মে ১৮৫৩। † 'সংবাদ প্রভাকর,' ৩০ এপ্রিল ১৮৫৩।

শিক্ষা অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে, ইনি অতি সুপণ্ডিত, ও সংস্কৃত কালেজের একজন বৃত্তিধারি ছাত্র ছিলেন। বঙ্গভাষা লেখন পঠনেও বিশেষ পারদর্শী, পতিব্রতোপাখ্যান নামক পুস্তক লিখিয়া রঙ্গপুরের কুণ্ডি পরগণার বিখ্যাত ভূম্যধিকারি শ্রীযুত কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত প্রাইজ গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব এতাদৃশ সুযোগ্য মহাশয়ের সংযোগ দ্বারা অভিনব কালেজ বিদ্যালোকে পরিদীপ্ত হইবেক তাহার সন্দেহ নাই।—'সংবাদ প্রভাকর,' ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩।

২২ অক্টোবর ১৮৫৩ তারিখে রামনারায়ণ হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্রদিগের উপদেশার্থ বিদ্যা-বিষয়ক প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি মাতৃভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, আজিকার দিনেও তাহার মূল্য আছে। তিনি বলেন :—

তোমরা যেমন মনোযোগ পূর্ব্বক ইংরাজী শিখিবে বাঙ্গলাও সেইরূপ শিক্ষা করিবে, বাঙ্গলার প্রতি কদাচ অনাস্থা করিবে না, বাঙ্গলা এতদ্দেশীয় মাতৃভাষা, সুতরাং মাতৃবৎ এই মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। দেখ বর্ত্তমান কালে যে সকল প্রদেশ দৃষ্টি ও শ্রুতি গোচর হইতেছে সে সমস্ত দেশীয় লোকেরা সকলি স্ব স্ব দেশীয় ভাষাকে উত্তম ভাষা জ্ঞানে মান্য করিয়া থাকেন এবং সাধারণের এই এক প্রসিদ্ধ প্রথা আছে যে আপনং দেশীয় ভাষা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা না হইলে কেহই অন্য ভাষা প্রতি ধাবমান হয়েন না অতএব তোমাদিগের দেশ ভাষার প্রতি বিমুখ হওয়া কদাচ উচিত নহে।

রামনারায়ণ দুই বৎসর অতীব যোগ্যতার সহিত হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি গবর্ণেমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে যোগদান করেন।

কলিকাতা গবর্মেন্ট সংস্কৃত কলেজ

১৫ জুন ১৮৫৫ হইতে ৩১ ডিসেম্বর ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—অন্যূন সাড়ে সাতাশ বৎসর রামনারায়ণ সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। এই কয় বৎসরের মধ্যে তিনি কখন কি পদে কত বেতনে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার সঠিক সংবাদ সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্রের সাহায্যে দিতেছি :—

পদ	বেতন	কার্য্যকাল
অধ্যাপক, ৫ম ব্যাকরণ-শ্রেণী	৪০৲	১৫ জুন ১৮৫৫ হইতে ৩১ মার্চ ১৮৬০
ঐ ৪র্থ ঐ	৪০৲	১ এপ্রিল ১৮৬০ হইতে ১১ জুন ১৮৬৩
	৪৫৲	১২ জুন ১৮৬৩ হইতে ২৩ মার্চ ১৮৬৪
ঐ ৩য় ঐ	৫০৲	২৪ মার্চ ১৮৬৪ হইতে ৩০ জুন ১৮৭৩
দ্বিতীয় ব্যাকরণ-পণ্ডিত, সংস্কৃত কলিজিয়েট স্কুল	৬০৲	১ জুলাই ১৮৭৩ হইতে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪
প্রথম ব্যাকরণ-পণ্ডিত ঐ ঐ	৬০৲	১ মার্চ ১৮৭৪ হইতে ৭ জুন ১৮৭৪
সহকারী অধ্যাপক—সংস্কৃত, অলঙ্কার প্রভৃতি, সংস্কৃত কলেজ	৮০৲	৮ জুন ১৮৭৪ হইতে ৩১ জুলাই ১৮৭৯
	৮৫৲	১ আগষ্ট ১৮৭৯ হইতে ৩১ জুলাই ১৮৮০
	৯০৲	১ আগষ্ট ১৮৮০ হইতে ৩১ জুলাই ১৮৮১
	৯৫৲	১ আগষ্ট ১৮৮১ হইতে ৩১ জুলাই ১৮৮২
	১০০৲	১ আগষ্ট ১৮৮২ হইতে ৩১ ডিসেম্বর ১৮৮২

৩০ ডিসেম্বর ১৮৮২ তারিখে রামনারায়ণ পেন্‌সনের জন্য যথারীতি আবেদন করেন। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অস্থায়ী অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ৬ জানুয়ারি ১৮৮৩ তারিখে এই আবেদনপত্র সুপারিশ করিয়া শিক্ষা-বিভাগের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ১ জানুয়ারি ১৮৮৩ তারিখ

হইতে রামনারায়ণের পেন্‌সন মঞ্জুর হইয়াছিল।* সংস্কৃত কলেজে রামনারায়ণের শূন্য পদে নিযুক্ত হন—পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

মৃত্যু

সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর রামনারায়ণের শেষ দিনগুলি কি ভাবে কাটিয়াছিল, তাহার বিবরণ তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে পাওয়া যায়। ইহাতে প্রকাশ :—

> ...কার্য্যময় জীবন কোন কালে স্থির থাকিবার নয়, তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ শিক্ষাদানে অতিবাহিত হইয়াছিল, শেষাংশও সেই কার্য্য ত্যাগ করিতে পারে নাই। তিনি পেন্সন গ্রহণ করিয়াও বাটীতে দেশস্থ ব্রাহ্মণ বালকদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এইরূপে ঐ কার্য্যের সুবিধার জন্য খ্রীঃ ১৮৮৪ অব্দের ৩০শে নবেম্বর রবিবার স্বীয় জন্মগ্রামে একটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে দেশস্থ লোকেরা উপস্থিত থাকিয়া বিশেষ সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি, চতুষ্পাঠীতে বিদেশীয় ছাত্রগণের অবস্থান ব্যয়ের সাহায্য জন্য মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিল দূরদেশ হইতে ছাত্র আসিয়া চতুষ্পাঠীতে অবস্থান করিয়া শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার জন্মগ্রামের—অতিশয় হরিনাভি

---

* সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শিক্ষা-বিভাগকে রামনারায়ণের পেন্‌সন-সংক্রান্ত যে-সকল কাগজপত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা হইতে রামনারায়ণের জন্মতারিখ ও সংস্কৃত কলেজে চাকরির ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে। পেন্‌সন-সংক্রান্ত কাগজপত্রে রামনারায়ণের আকৃতির এইরূপ বর্ণনা আছে :—"Height—5 feet 6 inches. Marks—Perpendicular wrinkle between the eye-brows leaning on the right side etc."

প্রাণের—সৌভাগ্য সুখ সুহৃদ্বর—এক বৎসর অতীত হইতে না হইতেই তর্করত্ন মহাশয় সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। প্রায় ৬ মাস কাল উদরী রোগাক্রান্ত হইয়া অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া ১২৯২ সালের ৭ই মাঘ গত ১৯এ জানুয়ারিতে তিনটি পুত্র ও দুইটি কন্যা রাখিয়া ৬৩ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।*

১৯ জানুয়ারি ১৮৮৬ তারিখে রামনারায়ণের মৃত্যু হইলে 'সোমপ্রকাশ' যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল—

পণ্ডিত ৺রামনারায়ণ তর্করত্ন।—আমরা অতিশয় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপক কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের অন্যতম প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন গত ৭ই মাঘ মঙ্গলবার মানব-লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি প্রায় ৬ মাস কাল উদরীরোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তর্করত্ন নানাগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। যাঁহারা ইহাঁর সহিত অল্প সময়ের জন্যও আলাপ করিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহার রসপূর্ণ মিষ্টালাপ কখন বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। বাঙ্গালা নাটকের ইনি এক প্রকার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিতে হইবে। এইজন্য মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের প্রসিদ্ধ দেশীয় নাটক অভিনয়ের সময়ে ইনি একমাত্র সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহাঁর প্রণীত "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" নাটক বাঙ্গালা ভাষার প্রথম নাটক এবং এই নাটক হইতে প্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত অনেক নাটক আছে। "নবনাটক" "ধর্ম্মবিজয়" "বেণীসংহার" "চক্ষুদান" প্রভৃতি প্রত্যেক নাটকেই তাঁহার নাম এবং মাহাত্ম্য দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় তিনি কাব্য ও অলঙ্কার বিষয়ে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার ন্যায় সংস্কৃত কবি আর কেহ ছিল না। তাঁহার প্রণীত "আর্য্যাশতক" ও "দক্ষযজ্ঞ" সর্ব্বত্র বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছে। দক্ষযজ্ঞ প্রণয়ন

---

* "স্বর্গীয় কবিকেশরী রামনারায়ণ তর্করত্ন"—'বিশ্বপুষ্পাঞ্জলি,' ১২৯২ সাল, পৃ. ১৫৭।

করাতে ইংলণ্ডীয় মহাত্মা ই, বি, কাউয়েল ইহাকে "কবিকেশরী" উপাধি পাঠাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার কবিত্বশক্তি এতদূর মধুর এবং গাঢ় ছিল যে তাঁহার নাম না থাকিলে কেহ তাঁহার প্রণীত কাব্যগুলি আধুনিক কবির রচিত বলিয়া অনুমান করিতে পারেন না। তাঁহার সংস্কৃত রচনা এতদূর প্রাঞ্জল এবং অলঙ্কারপূর্ণ, যে তাঁহার আর্য্যাশতক এবং দক্ষযজ্ঞ সহসা কবিচূড়ামণি কালিদাসের রচিত বলিয়া ভ্রম হয়। কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে অলঙ্কারের পণ্ডিতরূপে বহুবার অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ইনি ছাত্রদিগের নিরতিশয় শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য ইঁহার এতদূর যত্ন ছিল যে সঞ্চিত অর্থ তিনি ক্রিয়াকলাপে ব্যয় করিতেন। তিনি নিজ বাটীতে একটী হরিসভা প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতি রবিবার বক্তৃতা ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠাদি দ্বারা সভ্যদিগকে উপদেশ দান করিতেন। তাঁহারই যত্নে তাঁহার জন্মভূমি হরিনাভিগ্রামে সংস্কৃত শিক্ষার নিমিত্ত একটী চতুষ্পাঠী খোলা হইয়াছিল। নিজে অধ্যাপকতা করিয়া অনেক দিন উক্ত চতুষ্পাঠীর মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন তাদৃশ সুবক্তাও ছিলেন। যে সভায় তিনি উপস্থিত থাকিতেন তাঁহার মধুর বক্তৃতা শুনিবার জন্য সভাস্থ সকলেই ব্যগ্র হইতেন এবং তিনিও তাঁহাদিগকে রসগর্ভ ও উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা মুগ্ধ করিতেন। ইঁহার অভাবে আপামর সাধারণ এবং বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্য বৈদিক সমাজ যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তাহা আর বলিবার অপেক্ষা নাই।

পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শৈশবাবস্থায় তাঁহার মাতা পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর দুরবস্থাপন্ন হইয়াও তাঁহার লালন-পালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় তিনি হরিনাভির প্রসিদ্ধ মধুসূদন বাচস্পতির নিকট প্রথমতঃ ব্যাকরণ, স্মৃতি ও

কয়েকখানি সংস্কৃত কাব্য অধ্যয়ন করেন। পরে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষার জন্য পূর্ব্ববঙ্গস্থ পোতা [পুঁড়া ?] নামক গ্রামে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে তিনি তাঁহারই নিকট অবস্থান করিয়া উক্ত কালেজে অনেক দিন পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ভ্রাতার মৃত্যুর পর তিনিও সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক হয়েন। অধ্যাপকতা বিষয়ে উক্ত কালেজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া অবশেষে প্রায় দুই বৎসর হইল পেন্সন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দুই বৎসর কাল পেন্সনভোগ করিয়া প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে ৩টী পুত্র ও ২টী কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।—'সোমপ্রকাশ', ১৩ মাঘ ১২৯২।

রচনাবলী

রামনারায়ণের রচনাবলীর মধ্যে নাটক ও প্রহসনের সংখ্যাই বেশী। নাটক-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'নাটুকে রামনারাণ' বলিত। সেকালে তাঁহার নাটক ও প্রহসনগুলি সখের নাট্যশালায় ও সাধারণ রঙ্গালয়ে সমারোহের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। এই সকল অভিনয়ের বিবরণ আমার 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে' পাওয়া যাইবে।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রামনারায়ণের প্রথম নাটক 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব'কে অনেকে বাংলার আদি নাটক বলিয়াছেন। কিন্তু 'কুলীন কুলসর্ব্বস্বে'র পূর্ব্বেও আরও কয়েকখানি বাংলা নাটক রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল; দৃষ্টান্তস্বরূপ ১২৫৮ সালে (১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ?) প্রকাশিত যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্ত্তিবিলাস', ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন', এবং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী

চিত্তবিলাস' ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু নাটকে'র নাম করা যাইতে পারে। এগুলির কোনটিই যে রঙ্গমঞ্চে বা সমসাময়িক সুধীসমাজে বিশেষ কোনও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। এই কারণেই বোধ হয়, সামাজিক সমস্যা লইয়া রচিত সামাজিক নাটকের মধ্যে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব'কেই কেহ কেহ সর্ব্বপ্রথম নাটকের মর্য্যাদা দিয়াছেন।

নাটক-রচনায় নৈপুণ্যের জন্য এবং বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম বিধিবদ্ধ ভাবে নাটক রচনার জন্য দি বেঙ্গল ফিলহার্মোনিক অ্যাকাডেমি ৯ মার্চ ১৮৮২ তারিখের অধিবেশনে রামনারায়ণকে 'কাব্যোপাধ্যায়' উপাধি ও 'হরকুমার ঠাকুর কনক-কেয়ূর' প্রদান করিয়াছিলেন। এই অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং ডিরেক্টর ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। এই উপলক্ষে রামনারায়ণকে প্রদত্ত মানপত্রখানি এইরূপ :—

THE BENGAL PHILHARMONIC ACADEMY.

PATRONS :

The Hon'ble Sir Ashley Eden, K. C. S. I.
Lieutenant-Governor of Bengal.

A. W. Croft, Esq. M. A.
Director of Public Instruction, Bengal.

Founder—Rajah Comar Sourindro Mohon Tagore,
Mus. Doc. Sangita Nayaka.
Companion of the Order of the Indian Empire.
Diploma of Honour No. 14.

The Executive Council of the above named Academy has, at its sitting of the 9th March 1882, conferred upon Pundita Ramnarayan Tarkaratna of Harinavi the title of Kavyopadhayaya together with a gold Harakumar Tagore Kayura, the insignia thereof, in consideration of his proficiency in dramatic writing and of his being the first writer of Bengali dramas in a systematic form.

Sourindro Mohon Tagore, Founder and President
ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী Director

Calcutta,
Pathuriaghata Rajbati
The 22nd August, 1882.

Baikunthanath Basu,
Honorary Secretary.

রামনারায়ণের সংস্কৃত রচনাও প্রসাদগুণবিশিষ্ট ছিল। 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন, "তাঁহার সংস্কৃত রচনা এতদূর প্রাঞ্জল এবং অলঙ্কারপূর্ণ, যে তাঁহার আর্য্যাশতক এবং দক্ষযজ্ঞ সহসা কবিচূড়ামণি কালিদাসের রচিত বলিয়া ভ্রম হয়।" 'দক্ষযজ্ঞ' পাঠ করিয়া সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত ই. বি. কাউয়েল বিলাত হইতে তাঁহাকে 'কবিকেশরী' উপাধি দিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

রামনারায়ণের সংস্কৃত রচনা প্রসঙ্গে আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিকথায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন, তিনি বলিয়াছেন :—

সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে তিনি যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, সেরূপ প্রায় দেখা যায় না। 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটকে ইহার যথেষ্ট নমুনা আছে। একটি শ্লোক আছে [পৃ. ১১০] যাহা মাঘ কবি লিখিলেও অগৌরব হইত না। কবিতাটি এই :—

অতিরক্তবপুঃ স্খলদ্গতি-
র্বসুহীনো বিগতাম্বরো রবিঃ।
পততি প্রতিবারি বারুণী-
বহুসেবাফলমেতদেব হি।

এই শ্লোকটির মধ্যে যে double entendre, যে pun রহিয়াছে, তাহা কেমন সুন্দর।

প্রথম অর্থ—সূর্য্যদেব অত্যন্ত লাল হ'য়ে মন্দগতি হ'য়ে, কিরণ সব মিলিয়ে যাচ্ছে এমন অবস্থায় সমস্ত আকাশ অতিক্রম ক'রে জলে ঝাঁপ দিচ্ছেন। পশ্চিম দিকে যাওয়ার এই ফল।

দ্বিতীয় অর্থ—মদ খেয়ে মাতালের শরীর লাল হ'য়ে উঠেছে, সে চলতে গিয়ে লোটাই খাচ্ছে. সব টাকা উড়িয়ে দিয়েছে, গায়ের কাপড় গা

> থেকে খসে পড়ছে, সে জলে ঝাঁপ দিচ্চে। অত্যন্ত মদ খাওয়ার ফল এই।—'পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম পর্য্যায়, পৃ. ১৫।

রামনারায়ণ যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রায় সকলগুলিই আমরা দেখিয়াছি। সংক্ষিপ্ত মন্তব্য সহ এই সকল গ্রন্থের একটি তালিকা নিয়ে দেওয়া হইল।

বাংলা রচনা

১। **পতিব্রতোপাখ্যান।** জানুয়ারি ১৮৫৩। পৃ. ৭৪।

> নব্য কল্পীরতার। পতিব্রতোপাখ্যান। জিলা রঙ্গপুরান্তঃপাতি কুণ্ডী নিবাসি ভূম্যধিকারি শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র রায় চতুর্দ্ধুরি মহাশয়ের আদেশে কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে শিক্ষিত হরিখিবস্ত শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য রচিত কলিকাতা গোরাবাজারীয় সবাদ ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। ১২৫৯ সাল ১১ মাঘ। ইংরেজি ১৮৫৩ সাল ২০ জানুয়ারি। Printed by Shibe-krist Mitter.

এই পুস্তক রচনার একটি ইতিহাস আছে। রংপুর কুণ্ডী পরগণার জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী পুরস্কার ঘোষণা করিয়া 'সংবাদ প্রভাকর,' 'সবাদ ভাস্কর' ও 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' পত্রে একটি বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহে' প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—

> বিজ্ঞাপন
>
> ৫০ টাকা পারিতোষিক
>
> [illegible] প্রবন্ধ রচনা
>
> এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণ কৃতবিদ্য মহোদয়গণকে বিজ্ঞাত করা যাইতেছে, যিনি 'পতিব্রতোপাখ্যান' ইত্যভিধেয় এক প্রবন্ধ রচনা করিয়া তন্মধ্যে মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন, তিঁহাকে, [illegible]

৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক। স্ত্রীজাতি স্বপতির মতাবলম্বিনী হইয়া, দেহযাত্রা নির্ব্বাহকরণে, দম্পতী প্রীতিবর্দ্ধন হওত: সৃষ্টিপ্রবাহের প্রতি প্রতিবন্ধকতা ছেদনপূর্ব্বক কি নিগূঢ় ইষ্টফলোৎপত্তি হইতে পারে? তদভাবেতেই বা কি অনিষ্টতা অথবা শান্তির ব্যাঘাত জন্মে? বিবিধ প্রমাণ ও বিবিধ সদ্যুক্তির দ্বারা প্রবন্ধ মধ্যে ইহাই প্রতিপন্ন করা প্রবন্ধকর্ত্তার মূলাভিপ্রেত। রচক মহাশয়েরা আগত আষাঢ় মাস শেষ হইতে না হইতে স্ব স্ব রচিত প্রবন্ধ রীতিমত প্রেরণ করিবেন।

রঙ্গপুর — শ্রীকালীচন্দ্র রায় চৌধুরী।
বঙ্গাব্দা ১২৫৮ সাল — কুণ্ডী পং জমীদার।
তারিখ ৭ কার্ত্তিক।

প্রতিযোগিতায় রামনারায়ণের রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় তিনি বিজ্ঞাপিত পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। 'পতিব্রতোপাখ্যান' পুস্তকের "ভূমিকা"য় প্রকাশ :—

অনেকে পতিব্রতোপাখ্যান লিখিয়া বাবুর নিকট পাঠাইয়াছিলেন তাঁহার সভাপণ্ডিত মহাশয়েরা সমস্ত পরীক্ষা করিয়া সংস্কৃত কালেজীয় সুপরীক্ষিত সুপাত্র ছাত্র শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্যের লিখিত এই গ্রন্থ মনোনীত করেন। পরে বাবুর অনুজ্ঞায় আদর্শ পুস্তক তাঁহার যন্ত্রাগারে আসিয়াছিল, শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র রায় চৌধুরি মহাশয় ন্যূনাধিক ১৫০ দেড় শত টাকা ব্যয়ে ইহা মুদ্রাঙ্কিত করাইলেন।

রচনার নিদর্শনস্বরূপ 'পতিব্রতোপাখ্যান' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

এই বসুন্ধরা মধ্যে প্রায় যাবতীয় ভদ্র ব্যক্তি এক্ষণে স্ব স্ব পুত্রকে সাদরে বিদ্যা শিক্ষা করাইতেছেন, পুত্রেরাও বিবিধ বিদ্যামন্দিরে সৎসঙ্গে সদালাপনে সময় যাপন পূর্ব্বক অপূর্ব্ব প্রকৃতি হইতেছে কিন্তু এতদ্দেশীয়া অভাগা বামাজাতির প্রতি কেহই দৃষ্টিক্ষেপ করেন না, ইহারা কন্যা সন্তানকে অনাস্থা করিয়া যে বিদ্যা শিক্ষা করান্ না এমত নহে

অস্মদ্দেশীয়েরা অতি ধনলোভি, ইঁহারা কহেন কন্যারা কি ধনোপার্জ্জন করিবে যে তাহাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করান আবশ্যক কিন্তু আমি এই ধনদাস দেশীয়দিগকে জিজ্ঞাসা করি ধনই কি কেবল তাঁহাদিগের সংসার যাত্রার উদ্দেশ্য, বিদ্যাভ্যাস করিলে বোধ বিধুর উদয় হয়, তাহাতে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়া যায় এবং সচ্চরিত্রতারূপ চন্দ্রিকার প্রচার অন্তঃকরণ কৈরব প্রফুল্ল, সুখসাগর বর্দ্ধমান, সৎপথে দৃষ্টিপাত, সাহসিক ব্যাপারের সঙ্কোচ হয়, বিদ্যার এই সকল ফল কি তাঁহারা দেখিতে পান না অতএব বিদ্যারসে স্ত্রীজাতিকে বঞ্চিত রাখা কদাপি যুক্তিযুক্ত নহে। স্ত্রীজাতিকে বিদ্যা শিক্ষা না করাইলে অনেকানেক দুষ্ট দোষ আছে ·। (পৃ. ২৪-২৫)

২। **প্রকাশ্য বক্তৃতা।** অক্টোবর ১৮৫৩। পৃ. ২০।

প্রকাশ্য বক্তৃতা অর্থাৎ কলিকাতার হিন্দু মেট্রোপোলিটন নামক বিদ্যালয়ের ছাত্র দিগের উপদেশার্থে তত্রস্থ প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত দ্বারা বিদ্যা বিষয়ক বক্তৃতা। ৭ কার্ত্তিক, সন ১২৬০ সাল। কলিকাতা ইষ্টানহোপ যন্ত্রালয়। বহুবাজারস্থ ১৮৫ সংখ্যক ভবনে শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস ও শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইল।

পুস্তিকাখানি দুষ্প্রাপ্য। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে ইহার এক খণ্ড আছে। আমি তাহার ফোটো-প্রতিলিপি আনাইয়াছি। এই পুস্তিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

তোমরা যেমন মনোযোগ পূর্ব্বক ইংরাজী শিখিবে বাঙ্গলাও সেইরূপ শিক্ষা করিবে, বাঙ্গলার প্রতি কদাচ অনাস্থা করিবে না; বাঙ্গলা এতদ্দেশীয় মাতৃভাষা, সুতরাং মাতৃবৎ এই মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। দেখ বর্ত্তমান কালে যে সকল প্রদেশ দৃষ্টি ও শ্রুতি গোচর হইতেছে সে সমস্ত দেশীয় লোকেরা সকলি স্ব স্ব দেশীয় ভাষাকে উত্তম ভাষা জ্ঞানে মান্য করিয়া থাকেন এবং সাধারণের এই এক প্রসিদ্ধ

প্রথা আছে যে আপনং দেশীয় ভাষা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা না হইলে কেহই অন্য ভাষা প্রতি ধাবমান হয়েন না অতএব তোমাদিগের দেশ ভাষার প্রতি বিমুখ হওয়া কদাচ উচিত নহে।... ... ...

একণে ইংরাজী ভাষায় বিবিধ প্রকার পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, রাজনীতি, ও চিকিৎসা বিষয়ক উত্তমোত্তম প্রবন্ধ সকল দৃষ্ট হইতেছে যদি তোমরা স্বদেশীয় ভাষার স্বরূপ যোগ্য হও তাহা হইলে ঐ সমস্ত উৎকৃষ্টং গ্রন্থ স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত করিতে পারিবে তাহাতে দেশীয় ব্যক্তিদিগের যে কত উপকার হইবে তাহা কথনাতীত। দেশীয় লোকেরাও তাদৃশ অসামান্য উপকারে উপকৃত হইয়া ঐ অনুবাদকর্ত্তাকে গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া চিরকাল স্ব স্ব স্মৃতিপথে আরূঢ় রাখিবেন, তাহাতে তাঁহার বিদ্যোপার্জ্জন সার্থক হইবে।

বর্ত্তমান কালে এই বিষয়ের দৃষ্টান্তপথে পতাকা স্বরূপ কতিপয় সুবিজ্ঞ মহোদয়েরা সাতিশয় যত্নপূর্ব্বক নানা সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থ দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছেন, একণেও করিতেছেন, তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা দেশীয়দিগের কত অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা একবার বিবেচনা করিলেই সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারা যায়; ফলতঃ ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ করা আবশ্যক বোধ করিয়াও স্বদেশীয় ভাষার প্রতি অনুরাগ রাখা নিতান্ত উচিত।

এই সুকুমার দেশীয় ভাষা ইহা শিক্ষা করিতে তোমাদিগকে নিতান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে না, যেহেতু ইহা এতদ্দেশীয় মাতৃভাষা। মাতৃ জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেই ঐ ভাষা কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইতে থাকে, এবং স্তন্যপান সমকালেও অনেক কণ্ঠস্থ হয়, পরে মাতা পিতা প্রভৃতি স্বপর সাধারণ সকলেরি নিকট সর্ব্বদা তাহা শ্রবণ করাতে বাল্যাবস্থাতেই প্রায় অর্দ্ধেক অভ্যস্ত হইয়া থাকে, অনন্তর কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া যথা নিয়মে শিক্ষা করিলেই সম্পূর্ণরূপে তাহাতে ব্যুৎপত্তি জন্মে, ফলতঃ

অনায়াসলভ্য এতাদৃশ উত্তম বস্তুতে কাহার্ না অভিলাষ হয় ? যদ পথিমধ্যে এক অমূল্য রত্ন পতিত হইয়া থাকে এবং তাহা গ্রহণ করিতে কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তাহা হইলে চক্ষুষ্মান্ পান্থ কি তাহ পরিহার করে ? কদাচ করে না ; কিন্তু যদি পথিক নয়ন বিহীন হ তবেই সেই বস্তু সুতরাং পরিত্যক্ত হয় তাহার ন্যায় যদি তোমাদিগের বিবেক নয়ন থাকে তবে কদাচ এই অযত্নলভ্য স্বদেশীয় বিদ্যারত্নকে অশ্রদ্ধ করো না ।

বর্ত্তমানাবস্থায় যে সমস্ত গ্রন্থ প্রচলিত আছে যদি ঐ সকল গ্র স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হয় তাহা হইলে এতদ্দেশের কত মঙ্গলোদয় হইবে তাহা পূর্ব্বে কহিয়াছি, অতএব যাঁহারা দেশানুরাগি তাঁহারা স্বদেশী ভাষার উন্নতি বিষয়ে একান্ত সচেষ্ট থাকেন । ইউরোপীয় যবন জাতীয় রাজারা আপনাদিগের ভাষার প্রতি নিতান্ত দৃঢ়ভক্তি রাখিয়াছিলেন ইঁহাদিগের মধ্যে কাহার২ নিজ ভাষার প্রতি এতাদৃশ অনুরাগ ছিল তাঁহারা তদ্ভাষার সম্যক্ প্রচার করিবার নিমিত্ত অন্যান্য ভাষার সমূলো পাটনেও চেষ্টা করিয়াছেন এবং ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতেরা যত দূর পর্য্যন্ত ক্ষমত স্বদেশীয় ভাষা প্রতি অনুরাগ রাখিয়া উহার দৃষ্টান্ত পথে দণ্ডায়মান আছেন কিন্তু এতদ্দেশের দৌর্ভাগ্য প্রযুক্ত এতদ্দেশীয় লোকেরা প্রায় অনেকেই দেশীয় ভাষার প্রতি দ্বেষ করেন্, বিদ্যালয়ে বাঙ্গলা বিদ্যা শিক্ষা ছাত্রদিগের অভিলাষানুসারেই চলিয়া থাকে, অর্থাৎ যে দিবস ইংরাজী শিক্ষা করিয় অবসর সময় থাকে ও আলস্য দোষ উপস্থিত না হয় সেই দিনই একবার দেশীয় ভাষার পুস্তক অনাস্থা বুদ্ধিতে গৃহীত হয়, নতুবা হয় না, ইহাতে যে কেবল ঐ সকল ছাত্র গণেরই দোষ এমত নহে, তাহাদিগের মাতা পিতাও এবিষয়ে দোষাক্রান্ত হইতেছেন, যেহেতু ইঁহারা স্ব স্ব সন্তান দিগের স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষা হইতেছে কি না ইহা একবারও দেখেন না, বালকেরা ইংরাজী পাঠাভ্যাস করিলেই প্রশংসা করেন, এবং যদি ঐ বালক

ইংরাজী কোন পুস্তক ক্রয় করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকটে দশ বা দ্বাদশ মুদ্রা প্রার্থনা করে তবে ইঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহা দেন কিন্তু বাঙ্গলা পুস্তক ক্রয় করিতে অর্দ্ধমুদ্রা যাচ্ঞা করিলেও কহেন অর্থের বড অনটন, কিছুদিন যাউক, এক্ষণ হইবে না, ইত্যাদি বিবিধ বাগাড়ম্বর করিয়া বালকদিগকে দেশ ভাষা শিখিতে অনুৎসাহ দেন, এই সমস্ত ব্যবহার কি দেশ ভাষা নির্ম্মূল করার কারণ নহে? হায় কি আশ্চর্য্য দেশ ভাষার প্রতি ইঁহাদিগের এত অরুচি কেন? কেহবা আপনি দেশানুরাগী ইহা জানাইবার নিমিত্ত মুখে মাত্র কহিয়া থাকেন যে 'আমাদিগের দেশ ভাষার উন্নতি করা নিতান্ত আবশ্যক' কিন্তু তাহা ইঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম নহে; যদি এমত অভিলাষিত হইত তাহা হইলে কি তাঁহারা দেশীয় সভায় বিদেশীয় ভাষায় বক্তৃতা করিতেন, কি দেশীয় ভাষায় আলাপ করিতে হইলে ইংরাজী ভাষা মিশ্রিত করিতেন? কখনই করিতেন না।

বঙ্গ ভাষার আলাপ মধ্যে ইংরাজী দুই এক শব্দ প্রয়োগ করা আর বাঙ্গালি পরিচ্ছদ অর্থাৎ ধুতি চাদর পরিধান করিয়া একটি উত্তম ইংরাজী টুপি ধারণ করা তুল্য হাস্যাস্পদ, সত্য মিথ্যা তোমরা বিবেচনা কর। যাহা হউক দেশীয় ভাষার আলাপ মধ্যে অন্য ভাষা সংশ্লিষ্ট করার কারণ দেশ ভাষার অনভিজ্ঞতা ব্যতীত আর কি বোধ হয়? বর্ত্তমান কালে ইংরাজ রাজপুরুষগণের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গলা ভাষা বিলক্ষণ জানেন কিন্তু ইঁহারা কি ইংরাজী কহিতে২ দুই এক বাঙ্গলা ভাষা কহিয়া থাকেন? যদি বল এতদ্দেশীয়েরা যে বাঙ্গলা কথার মধ্যে ইংরাজীর দুই এক শব্দ কহেন তাহাতে ইঁহাদিগের ইংরাজী ভাষার অনুরাগই প্রকাশ পায়, কিন্তু ইহা আমাদিগের কদাচ অনুভবে আইসে না। ইংরাজ মহোদয়দিগের কি বাঙ্গলা ভাষার অনুরাগ নাই এমত নহে, অনেকানেক ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতেরা এতদ্দেশীয় ভাষার প্রশংসা করিয়া থাকেন, তবে এই বরং কহা যায় যে এতদ্দেশীয়দিগের দেশ ভাষার অনুরাগ নাই, ইঁহারা দেশভাষা

ক্রমশঃ নির্ম্মূলিত করিবার মানসেই তাদৃশ ব্যবহার করেন কিন্তু ইহা নিতান্ত অনুচিত কর্ম্ম।

ইংলণ্ডীয় ভাষার প্রেমমুগ্ধ কোন২ ব্যক্তি কহেন যদি কোন লোক জ্ঞানোপার্জ্জনে অভিলাষী হয়, তবে কেবল ইংরাজী শিক্ষা করিলেই অভীষ্টসিদ্ধ করিতে পারিবে. স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষার অপেক্ষা কি, এতৎ-প্রদেশীয় সকল লোকের যদি জ্ঞানোপার্জ্জন কর্ত্তব্য হয় সকলেই ইংরাজী শিক্ষা করুন, কিন্তু আমি ইহাঁদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আত্মভাষায় বিদ্যা শিক্ষা ও পরভাষায় বিদ্যা শিক্ষা ইহার মধ্যে সুলভ কি, বোধ হয় ইহা বিবেচনা করিলে তাঁহারা আর এমত কথা কহিবেন না। অতএব ইহাঁরা স্বদেশের প্রতি প্রীতি রাখিয়া যাহাতে আত্মভাষার উচ্ছেদ না হয় এমত চেষ্টা করুন।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা জন্মভূমিকে জননীর তুল্য বলিয়াছেন, সুতরাং সেই জন্মভূমিকে দুরবস্থা হইলে মোচন না করা আর ব্যাধি পীড়িতা জননীকে ঔষধ প্রদান ও শুশ্রূষা বিধানাদি দ্বারা সুস্থা না করা তুল্য কথা।

যে স্থানে আমরা জন্ম গ্রহণ করিয়া শৈশবলীলায় লালিত হইয়াছি, যে স্থানে যৌবন যাপন কালে ধন, জন, বিদ্যা, বুদ্ধি, সুনীতি, সচ্চরিত্রতা, যশঃ, সম্পত্তি প্রভৃতি সকল উপার্জ্জন করিয়া সুখী হইতেছি এবং যে স্থানের স্মরণে মাতা, পিতা, দয়িতা, পরিণেতা, পুত্র, মিত্রাদির নির্ম্মল বদন কমল সহসাই স্মৃতি পথে পতিত হয় এতাদৃশ অস্মাদৃশ প্রেমাস্পদ জন্মভূমির প্রতি অশ্রদ্ধা করা কি আমাদিগের উচিত কর্ম্ম? যে ব্যক্তি দেশান্তরে অবস্থান করে সেই ব্যক্তিই জন্মভূমির মর্ম্মস্নেহ অবগত থাকে. জন্মভূমি তাহারি আনন্দভূমি বোধ হয়, অতএব এই আনন্দভূমির প্রতি যাহার স্নেহ নাই সে কি মনুষ্য?

দেশীয় ভাষায় যাঁহাদিগের নিতান্ত স্নেহ তাঁহারা ইংরাজী বিদ্যায়

আপনাদিগের গাঢ়তর ব্যুৎপত্তি জ্ঞাপন করাইবার নিমিত্ত স্বদেশীয় স্বজনগণের সহিতও ইংরাজী ভাষায় আলাপ করেন, কিন্তু নিজ২ বাটীর পরিজনের সহিত আলাপ করিতে হইলে অবশ্যই ইঁহাদিগের দেশীয় ভাষা অবলম্বিতা হয় তাহার সন্দেহ নাই ; সুতরাং যে ভাষা ব্যতীত সাংসারিক ব্যাপার সমাধা হয় না, তৎপ্রতি অনাস্থা বোধ বৈধ নহে, স্বদেশীয় ভাষা ব্যতীত মনোগত অভিপ্রায় প্রায় প্রকাশ পায় না। প্রসূতির স্তনক্ষীর যে প্রকার শরীরের পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা সম্পাদক, স্বদেশীয় ভাষাও তদ্রূপ মানসিক শক্তিদায়ক সন্দেহ কি ? ভাল স্বদেশীয় ভাষা প্রতি অশ্রদ্ধাকারিকে আরো জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা সেক্সপীয়্যার প্রভৃতি গ্রন্থ যখন পাঠ করেন তখন কি স্বদেশীয় ভাষায় ভাব উদয় করেন না ? অগ্রে দেশ ভাষায় ভাব গ্রহণ না করিলে কখনই ভিন্নভাষায় ভাবোদয় হয় না॥

অতএব হে ছাত্রগণ তোমরা বাঙ্গলা সাধুভাষা প্রতি কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ কর, ঐ ভাষা এতদ্দেশের দেশীয় ভাষা, যত দিন পর্য্যন্ত এতৎপ্রদেশে উহার শ্রীবৃদ্ধি না হইবে, তত দিন নানা ইংরাজী গ্রন্থ প্রচার হউক, উত্তমোত্তম শিক্ষক থাকুন, কিছুতেই এতদ্দেশীয় সাধারণের জ্ঞানরসাস্বাদন হইবে না।

৩। **কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক**। ইং ১৮৫৪। পৃ. ১২৭।

কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক। শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্ম প্রণীত। কলিকাতা। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসুর বহুবাজারস্থ ১৮৫ নং ষ্টানহোপ্ যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সম্বৎ ১৯১১।

'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব'-রচনার ইতিহাস এইরূপ। রংপুর কুণ্ডী-পরগণার বিদ্যোৎসাহী জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী 'সম্বাদ ভাস্কর'-আদি পত্রে পুরস্কার ঘোষণা করিয়া একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। ৮ নবেম্বর ১৮৫৩ তারিখের 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' পত্রেও বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইয়াছিল ; বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—

বিজ্ঞাপন।

৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণ কৃতবিদ্য মহোদয়গণকে বিজ্ঞাত করা যাইতেছে, যিনি সুললিত গৌড়ীয় ভাষায় ছয় মাস মধ্যে "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" নামক একখানি মনোহর নাটক রচনা করিয়া রচকগণ মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তাঁহাকে সঙ্কল্পিত ৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক।

রঙ্গপুর পং কুণ্ডী শ্রীকালীচন্দ্র রায় চৌধুরী
কুণ্ডী পং জমিদার।

এই বিজ্ঞাপন দেখিয়া রামনারায়ণ 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' রচনা করেন এবং ১০ মার্চ ১৮৫৪ তারিখে নিম্নোদ্ধৃত পত্রের সহিত রচনার পাণ্ডুলিপি রংপুরে পাঠাইয়া দেন :—

বিবিধ বিদ্যোৎসাহী গুণগ্রাহী মান্যবর
শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র চতুর্দ্ধুরীণ
মহাশয় সর্ব্বোপকারকেষু—

নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদনমিদং

আমি ভাস্কর পত্রস্থ মহাশয়ের বিজ্ঞাপন দৃষ্টে কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তাহার কারণ আপনি অদ্বিতীয় বিদ্যোৎসাহী ও আপনার প্রস্তাবিত বিষয় অতি উপাদেয়। কিন্তু রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই সাতিশয় শিরোবেদনা প্রভৃতি বিবিধ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কিছুদিন ক্ষান্ত হইতে হইয়াছিল তাহাতে পুস্তক প্রস্তুতপূর্ব্বক প্রেরণ করিতে শীঘ্র পারি নাই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। এক্ষণে দৈবানুগ্রহে শারীরিক সুস্থ হওয়ায় অত্যন্ত যত্ন ও অজস্র পরিশ্রম সহকারে উক্ত গ্রন্থ

রচনা করিয়া আপনকার নিকটে পাঠাইলাম পুরস্কার প্রদানে পরিশ্রম সার্থক করিবেন।...২৮ ফাল্গুনস্য।

শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মণঃ।
কলিকাতা হিন্দু মিট্রোপলিটান বিদ্যালয়স্থ
প্রধানাধ্যাপকস্য।

বলা বাহুল্য, রামনারায়ণ বিজ্ঞাপিত পুরস্কার ৫০৲ টাকা যথাসময়ে পাইয়াছিলেন।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে এই নাটক প্রকাশিত হয়। 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' (৩৫ খণ্ড) ইহার সমালোচনাকালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছিলেন :—

...এইক্ষণে...সহৃদয় ব্যক্তিগণ রঙ্গভূমিতে কবিতাসুধাকরের উদয় করণার্থে যত্নবান্ হইয়াছেন। যে গ্রন্থের প্রসঙ্গে এই প্রস্তাব আরব্ধ হইয়াছে তাহা এই নির্ম্মল চন্দ্রোদয়ের আদিকিরণ বলিলে বলা যায়।

পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় কয়েক খানি নাটক প্রকটিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা যথার্থ নাটক নহে। তাহাতে অনেক পদ্যাদি আছে, এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ সমীচীন ও সুসম্পন্ন এবং সুপাঠ্য বটে; কিন্তু সাহিত্যকারেরা যাদৃশ গুণপ্রযুক্ত নাটককে "দৃশ্য কাব্য" বলিয়া বর্ণন করেন, তাহার অত্যল্পমাত্র তাহাতে বর্ত্তমান দেখা যায়।

প্রস্তাবিত নাটক খানিতে রূপকের অনেক ধর্ম্ম রক্ষিত হইয়াছে; তাহার আখ্যায়িকা একানুগামিনী বটে, ইহার অভিপ্রায় উত্তম, ও ভাবও পরিশুদ্ধ। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত সাহিত্যালঙ্কার-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এবং কাব্যরচনায় তৎপর। তিনি সমীচীন-যত্নে এই নাটক-খানি রচনা করিয়াছেন; এবং সহৃদয় পাঠকগণ যে কেহ ইহা পাঠ করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন, যে তাঁহার প্রযত্ন ব্যর্থ হয় নাই। (পৃ. ২৫৫-৫৬)

'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' সম্বন্ধে আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতি-কথায় বলিয়াছেন, "বোধ হয় ইংরাজি খুব ভাল ভাল comedy অপেক্ষা কোনও অংশে ইহা মন্দ নহে।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম পর্য্যায়, পৃ. ৯৫)

'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটকের মাঝে মাঝে কবিতা আছে। বিবাহ-উৎসবে মেয়েদের সাজসজ্জার বর্ণনা এইরূপ :—

কুলপালকের গৃহে বিবাহ উৎসবে।
প্রতিবাসি রামাগণ নিমন্ত্রিত সবে॥
মনোমত সজ্জা করে বিভবানুসারে।
এই প্রথা সর্ব্বকালে সকলি সংসারে॥
মনের আমোদে মত্ত কোন কুলবালা।
কর্ণমূলে পরিল সুবর্ণ কাণবালা॥
কেহ কেরাপাত করে কেহবা চৌদানী।
না ছিল পূর্ব্বেতে ইহা হয়েছে ইদানী॥
শ্রবণযুগলে দোলে কাহার কুণ্ডল।
হেরি শোভা চমকিত যুবক মণ্ডল॥
ভালেতে শোভিছে ভাল কারো স্বর্ণস্মিতি।
যাহা হেরি যুবজন গণের বিস্মৃতি॥
মুক্তাফলে শোভা পায় যাহার নাসিকা।
বোধ হয় সেই নারী নিতান্ত রসিকা॥
কেহ করে পরে দিব্য সুবর্ণ বলয়।
তড়িতে জড়িত যেন নব কিসলয়॥
বাহুতে ধারণ করে কেহবা কেয়ূর।
হেরি সৌদামিনী বোধে হর্ষিত ময়ূর॥
কেহ কণ্ঠে পরে ডায়মোন্ কাটা চিক্।
দেখিতে অপূর্ব্ব যাহা করে চিক্‌চিক্॥

পরিল গলেতে কেহ মণিময় হার।
অম্বরে সম্বৃত তবু বাহিরে বাহার॥
রত্নের অঙ্গরী কেহ যত্ন করে পরে।
আপন সম্পদ কিছু দেখাইতে পারে॥
কোন নারী নিতম্বে ধরিল চন্দ্রহার।
বিরহি যুবার মন করিতে সংহার॥
কাহার চরণে চেম্বুতরঙ্গের মল।
রজত নির্ম্মিত যাহা অতি সুনির্ম্মল॥
কেহবা খোপার মাঝে গুঁজিয়া গোলাপ।
কোকিল কুণ্ঠিত কণ্ঠে করিছে আলাপ॥
করিয়া সুসজ্জা সবে আনন্দিত মন।
বিবাহবাটীতে দেখ করিছে গমন॥ (পৃ. ৪২-৪৪)

'কুলীন কুলসর্ব্বস্বে' উত্তম, মধ্যম ও অধম—তিন প্রকার ফলারের বর্ণনা আছে। ইহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না :—

উত্তম ফলার।

ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি, হুচারি আদার কুচি,
কচুরি তাহাতে খান দুই।
ছকা আর শাকভাজা, মতিচুর বঁদে খাজা,
ফলারের যোগাড় বড়ই॥
নিখুতি জিলাপি গজা, ছানাবড়া বড় মজা,
শুনে সক্‌সক্‌ করে নোলা।
হরেক রকম মণ্ডা, যদি দেয় গণ্ডা গণ্ডা,
যত খাই তত হয় তোলা॥
খুরী পুরী ক্ষীর তায়, চাহিলে অধিক পায়,
কাতারি কাটিয়ে সুখো দই।

অনন্তব বাম হাতে, দক্ষিণা পানের সাতে,
উত্তম ফলার তাকে কই ।

মধ্যম ফলার ।

সরু চিড়ে সুখো দই, মত্তমান ফাকাথই,
খাসা মণ্ডা পাত পোরা হয় ।
মধ্যম ফলার তবে, বৈদিক ব্রাহ্মণে কবে,
দক্ষিণাটা ইহাতেও রয় ।

অধম ফলার ।

গুমো চিড়ে জলো দই, তিতগুড় ধেনো খই,
পেট ভরা যদি নাই হয় ।
রৌদ্দুরেতে মাথা ফাটে, হাত দিয়ে পাত চাটে,
অধম ফলার তাকে কয় । (পৃ. ৮৮-৮৯)

৪ । **বেণীসংহার নাটক** । ইং ১৮৫৬ । পৃ. ৯৬ ।

বেণীসংহার নাটক । শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ব কর্ত্তৃক গৌড়ীয় চলিত ভাষায় অনুবাদিত । কলিকাতা : সত্যার্ণব যন্ত্রে মুদ্রিত । সংবৎ ১৯১৩ ।

'বেণীসংহার নাটক' ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে প্রকাশিত হয় । এই পুস্তকের "বিজ্ঞাপন"-এর তারিখ "২৮ জ্যৈষ্ঠ, সংবৎ ১৯১৩" । 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' (৪১ খণ্ড, পৃ. ১০৭) সমালোচনাকালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছিলেন :—

কবি না হইলে কাব্যের অনুবাদ করা অতিশয় দুরূহ । কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটককারের সে গুণের অভাব নাই ; তিনি সর্ব্বত্র কাব্যরস রক্ষা করিয়া অভিনয়োপযুক্ত চলিত ভাষায় পরিপাটীরূপে বেণীসংহার অনুবাদিত করিয়াছেন ।···

৫। **রত্নাবলী নাটক।** ইং ১৮৫৮। পৃ. ৯২।

রত্নাবলী নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন কর্ত্তৃক চলিত ভাষায় অনুবাদিত। কলিকাতা। শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮৫ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে যন্ত্রিত। সম্বৎ ১৯১৪।

'রত্নাবলী' ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার "ভূমিকা"র তারিখ "২৮ ফাল্গুন, সম্বৎ ১৯১৪"।

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' (৪৯ খণ্ড, পৃ. ১৮) সমালোচনাকালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছিলেন :—

> অবিশ্রান্ত পীযূষপানের ন্যায় গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্ত হইয়াছি।...তাঁহাকর্ত্তৃক রত্নাবলীর সৌন্দর্য্য যাদৃশ পরিপাটীরূপে বঙ্গভাষায় প্রকটিত হইয়াছে; বোধ হয় অতি অল্প লোকে তাদৃশরূপে সংস্কৃতের চাতুর্য্য বাঙ্গালীতে রক্ষা করিতে পারিতেন।

এই নাটকখানি পাইকপাড়া-রাজাদের বেলগাছিয়াস্থিত বাগান-বাটীতে প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চে সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হয়। এই অভিনয়ের তারিখ ৩১ জুলাই ১৮৫৮। 'রত্নাবলী' বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ছয়-সাত বার অভিনীত হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত ইংরেজ দর্শকদের সুবিধার জন্য পাইকপাড়ার রাজারা মাইকেল মধুসূদন কর্ত্তৃক 'রত্নাবলী' ইংরেজীতে অনুবাদ করাইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই ভাবে মান্দ্রাজ-প্রবাস হইতে সদ্যপ্রত্যাবৃত্ত মধুসূদনকে বঙ্গসাহিত্যের দিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিবার উপলক্ষ হিসাবে 'রত্নাবলী'র অভিনয় বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। এই 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দেখিয়াই মধুসূদনের মনে নাটক লিখিবার সঙ্কল্প জাগে।

৬। **অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক**। ইং ১৮৬০। পৃ. ১৩২।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন কর্ত্তৃক চলিত গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত। চতুষ্টয়োঽপি টীকানাং প্রাচীনানাঞ্চ তুষ্টয়ে। চমৎকৃতিকরী ভূয়ান্নবীনানাঞ্চ সংকৃতিঃ। কলিকাতা। শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবনে ইষ্টান্‌হোপ যন্ত্রে যন্ত্রিত। সম্বৎ ১৯১৭।

ইহা কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের অনুবাদ, "অধুনাতন নিয়মানুসারে নাটক অভিনয়োপযোগি করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে রসভাবাদি পরিবর্ত্তিত পরিত্যক্ত ও সন্নিবেশিত"। পুস্তকের "মঙ্গলাচরণ"-এর তারিখ "১০ আশ্বিন ১২৬৭"।

৭। **যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল**। প্রহসন। [ইং ১৮৬৫ ?]

৮। **নব-নাটক**। ইং ১৮৬৬। পৃ. ১৫৮।

বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নব-নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। কলিকাতা। বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানি কর্ত্তৃক মুদ্রিত। শকাব্দাঃ ১৭৮৮। মূল্য এক টাকা।

'নব-নাটক' ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার রচনার একটি ইতিহাস আছে।

জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীর গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—উভয়েরই বাল্যকালে নাট্যাভিনয়ের দিকে ঝোঁক ছিল। গোপাল উড়ের যাত্রা দেখিয়া তাঁহাদের অভিনয়-বাসনা জাগ্রত হয় এবং তাঁহারা ঠাকুর-বাড়ীতে একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। এই নাট্যশালার নাম জোড়াসাঁকো নাট্যশালা। অভিনয়োপযোগী অথচ লোকশিক্ষার অনুকূল উৎকৃষ্ট নাটকের অভাব অনুভব করিয়া, জোড়াসাঁকো নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২ জুন তারিখে 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' পত্রে বহুবিবাহ বিষয়ে একখানি উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞাপন

দিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প দিন পরেই সংবাদপত্র হইতে বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করিয়া, পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের উপর এই নাটক-রচনার ভার অর্পিত হয়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিরার' (তৎকালে পাক্ষিক) পত্রে জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটির এই বিজ্ঞাপনটি বাহির হয়:—

> The subject on Polygamy which was advertized in the *Indian Daily News* of the 22nd instant [June ?] is, after due consideration, withheld from public competition, as the Committee have been able to secure the services of Pundit Ram Narian Turkorutno for the task. The following gentlemen have kindly taken upon themselves task of examining the same :—
>
> Pundit Eshwar Chunder Bidyasagar.
> Baboo Raj Krishna Banerjee.

ইহার অল্প দিন পরেই রামনারায়ণ 'নব-নাটক' রচনা করিয়া, জোড়াসাঁকো নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে দুই শত টাকা পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। সংক্ষেপে ইহাই 'নব-নাটক' রচনার ইতিহাস।

৯। **মালতীমাধব নাটক**। [১৮ নবেম্বর ১৮৬৭] পৃ.১৭৯।

মালতীমাধব নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। কলিকাতা। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। বাং ১২৭৪। ইং ১৮৬৭।

পুস্তকের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ, "নাটকের সঙ্গীত কয়েকটী শ্রীযুত বাবু বনয়ারীলাল রায় মহাশয় রচনা করিয়া দিয়াছেন"।

১০। **উভয় সঙ্কট**। [১৯ নবেম্বর ১৮৬৯] পৃ. ২৭।

উভয় সঙ্কট। প্রহসন বন্ধুদিগের বিতরণার্থে। কলিকাতা। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৭৬ সাল।

১১। **চক্ষুদান।** [২৫ নবেম্বর ১৮৬৯] পৃ. ২৬।

চক্ষুদান। প্রহসন বন্ধুদিগের বিতরণার্থে। কলিকাতা। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৭৬ সাল।

১২। **রুক্মিণীহরণ নাটক।** ইং ১৮৭১। পৃ. ৯৯।

রুক্মিণীহরণ নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। কলিকাতা। শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সন ১২৭৮ সাল।

১৩। **স্বপ্নধন নাটক।** [৮ নবেম্বর ১৮৭৩] পৃ. ৮৩।

স্বপ্নধন নাটক। শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। সিমুলিয়া বঙ্গ রঙ্গভূমি হইতে প্রকাশিত। নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র কলিকাতা,—সিমুলিয়া, মাণিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৮। সম্বৎ ১৯৩০।

১৪। **ধর্ম্ম-বিজয় নাটক।** [১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫] পৃ. ১১৪।

ধর্ম্ম-বিজয় নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। হরিনাভি বঙ্গ নাট্যসমাজের সম্পাদক শ্রীকালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত। "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।" হরিনাভি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। ১২৮২।

'ধর্ম্ম-বিজয় নাটক' হরিশ্চন্দ্রের আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত। ১০ই ভাদ্র ১২৮২ তারিখে রামনারায়ণ এই নাটকখানি "সভ্যগণের আকিঞ্চনে" হরিনাভি বঙ্গনাট্যসমাজের সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যকে বিক্রয় করেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ই নাটকখানি প্রকাশ করেন; তাঁহার "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "শেষ ভাগে যে সকল সংগীত সন্নিবেশিত হইল, তজ্জন্য শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ সাণ্ডাল মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম।...হরিনাভি ২০এ ভাদ্র ১২৮২।"

১৫। **কংসবধ নাটক**। [৬ ডিসেম্বর ১৮৭৫] পৃ. ৭২।

কংসবধ নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন-প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানির বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৮২ সাল।

সংস্কৃত রচনা

১। **মহাবিদ্যারাধন**। ইং ১৮৭০ (?)

ইহা দশ মহাবিদ্যার স্তোত্র ও গীতিকা এবং ১২৭৮ সালে রচিত বলিয়া রামনারায়ণের আত্মকথায় প্রকাশ, কিন্তু তারিখটি ঠিকমত মুদ্রিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। ১২৭৮ সালের পূর্ব্বে—সম্ভবতঃ ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা রচিত। এই পুস্তিকাখানি আমি এখনও কোথাও দেখি নাই।

২। **আর্য্যাশতকম্**। ফেব্রুয়ারি, ১৮৭২। পৃ. ১০।

আর্য্যাশতকম্ কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃতবিদ্যালয়াধ্যাপকেন শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্নেন বিরচিতম্। কলিকাতা মৃজাপুর, অপরসরকিউলর রোড, নং ৫৮।৫ গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে তেনৈব মুদ্রিতঞ্চ। ইং ১৮৭২। ফেব্রুয়ারি।

পুস্তকখানি দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত। রচনার নিদর্শনস্বরূপ ইহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল :—

এষা মুধৈব বার্ত্তা ন সুধা বসুধাতলে সুলভ্যেতি।
নবরসরসিকজনাস্যোদ্ভূতভারতী যদস্তীহ ॥৭
লেখনি খনিরসি লোকে কবিকরকলিতা সুবর্ণরত্নানাম্।
সা ত্বং পরার্থসিদ্ধেঃ কর্ত্রী চাধোমুখীভূয় ॥৮
কোমলমিহ নবনীতং সমধিককোমলতরং সতাং চেতঃ।
আদ্যং স্বস্মিংস্তাপাদ্ দ্রবতি তু পরতাপতোঽপ্যন্যম্ ॥৯

ধরণী ধরতি সমস্তং ধরণিমনন্তঃ শিরোভিরপি ধত্তে।
যো হি বহতি পরভারং তস্য তু পতনং ন সম্ভাব্যম্ ॥১০
কস্মাৎ শিরসি নিদধ্যাৎ কো বা নিত্যং তবাদরং ধত্তে।
ছত্র স্বয়মপি তপ্তং পরতাপং চেন্ন বারয়সি ॥১১

৩। **দক্ষযজ্ঞম্ (পূর্ব্বার্দ্ধম্),** সর্গ ১-৫। ইং ১৮৮১। পৃ. ৪৩।

দক্ষযজ্ঞম্ (পূর্ব্বার্দ্ধম্) কলিকাতাস্থিত-সংস্কৃতবিদ্যামন্দিরস্য অধ্যাপকাগ্রতমেন শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্নেন বিরচিতম্ শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নেন সংশোধিতম্ কলিকাতা-রাজধান্যাম্ নং ২৪, গিরিশ-বিদ্যারত্নস্ লেন, গিরিশ-বিদ্যারত্ন-যন্ত্রে শ্রীহরিশ্চন্দ্র কবিরত্নেন পরিশোধিতং, মুদ্রিতং, প্রকাশিতঞ্চ। ইং ১৮৮১।

৪। **দক্ষযজ্ঞম্ (উত্তরার্দ্ধম্),** সর্গ ৬-১০। ইং ১৮৮২। পৃ. ৪১।

দক্ষযজ্ঞম্ (উত্তরার্দ্ধম্) কলিকাতাস্থিত-সংস্কৃতবিদ্যামন্দিরস্য অধ্যাপকাগ্রতমেন শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্নেন বিরচিতম্ শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নেন সংশোধিতম্ কলিকাতা-রাজধান্যাম্ নং ২৪, গিরিশ-বিদ্যারত্নস্ লেন, গিরিশ-বিদ্যারত্ন-যন্ত্রে শ্রীহরিশ্চন্দ্র কবিরত্নেন পরিশোধিতং, মুদ্রিতং, প্রকাশিতঞ্চ। ইং ১৮৮২।

রচনার নিদর্শনস্বরূপ দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত এই সংস্কৃত খণ্ডকাব্য হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল :—

হরো ব্রহ্মচারী কলঙ্কাপহারী
শশাঙ্কার্দ্ধধারী শ্মশানপ্রচারী।
বিপৎপাত্তবারী সদন্তর্বিহারী
ভবত্রাণকারী স্মৃতৌ মেঽস্তু নিত্যম্ ॥৩৩
ভবানীশমীশং সুরেশং গিরীশং
জনেশং মহেশং শিবং ব্যোমকেশং।
মহাভীমবেশং সুবেশৈকবাসং
সতাং সুপ্রকাশং স্মরামি স্মরারিং ॥৩৪

ত্বয়া যদ্‌বিধেয়ং তথা তদ্‌বিধেয়ং
বিধের্নাস্তি শক্তিস্তদন্তদ্‌বিধাতুম্‌।
অতঃ প্রার্থয়েঽহং ভবাম্ভোধিমগ্নঃ
ত্বয়া রক্ষণীয়ঃ শরণ্যাগ্রগণ্যঃ ।৩৫
নমো বিশ্বকর্ত্রে নমো বিশ্বধর্ত্রে
নমো বিশ্বভর্ত্রে নমো বিশ্বহর্ত্রে।
নমো বিশ্ববীজস্বরূপায় নিত্যং
ত্রিনেত্রায় তুভ্যং নমঃ শঙ্করায় ।৩৬
তদন্যন্ন চাস্তে ভবে বস্তু কিঞ্চিৎ
ত্বমেবাদিমশ্চান্তিমো মধ্যমশ্চ।
বিধাতুং স্তবং তে বিধাতুর্ন শক্তিঃ
কথং বক্তুমীশো ভবেয়ং ভবেশ ।৩৭

—পূর্ব্বার্দ্ধ, ৪র্থ সর্গ, পৃ. ২৮-২৯

* * *

সংস্কৃত কলেজের কাব্য-শ্রেণীর অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ছাত্রবর্গকে সময়ে সময়ে পূরণার্থ কতকগুলি সমস্যা দিতেন। এই সমস্যা পূরণ প্রসঙ্গে যে-সকল কবিতা রচিত হইয়াছিল, তাহা একটি পুস্তকে লিখিত হইত। এই পুস্তকের নাম 'সমস্যাকল্পলতা',* ১৭৬৭ শকে (ইং ১৮৪৫) ইহা সঙ্কলিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী সময়ের কয়েক জন ছাত্রের দ্বারাও এই পুস্তকের কলেবর কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। 'সমস্যাকল্পলতা'য় রামনারায়ণের কতকগুলি রচনা আছে।

* * *

ইহা ছাড়া রামনারায়ণ আরও দুইখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া সমসাময়িক কোন কোন ব্যক্তি উল্লেখ করিয়াছেন। পুস্তক

* ১৩০৭ সালে জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী 'সমস্যাকল্পলতা' পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

দুইখানি অন্যের নামে প্রচারিত, কিন্তু এগুলির রচনায় যে তাঁহার যথেষ্ট হাত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।—

(ক) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কালিদাস-প্রণীত 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের মর্ম্মানুবাদ করেন। নাটকখানি পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-গোষ্ঠীর আদি বাড়ীতে একাধিক বার অভিনীত হইয়াছিল। এই অভিনয়ে মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিদূষকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> রামনারায়ণ পণ্ডিত মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে…বলিলেন—'আমি আপনাকে ঠিক 'রত্নাবলী'র মত একখানা নাটক লিখিয়া দিব।' তাঁহার রচিত 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক আমরা প্রথম অভিনয় করিয়াছিলাম। ছোটরাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সেই একবার মাত্র stageএ অভিনয় করিয়াছিলেন; বড় রাজার অনুরোধে তিনি 'কঞ্চুকী' সাজিয়াছিলেন…। ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম পর্য্যায়, পৃ. ১৫৫)

মহেন্দ্রনাথের উক্তি একেবারে অমূলক বলিয়া মনে হয় না। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের প্রথম সংস্করণে (১২৬৬ সাল) অনুবাদকের নাম ছিল না; দ্বিতীয় সংস্করণে (১২৮৪ সাল) শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাম থাকিলেও, এই নাটক-রচনায় রামনারায়ণের যথেষ্ট হাত ছিল। ৭ জুলাই ১৮৬০ তারিখে এই নাটকের দ্বিতীয় বার অভিনয় হয়। এই অভিনয়-প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' (১৬ জুলাই ১৮৬০) লিখিয়াছিলেন :—

> আমরা পূর্ব্বে [২ জুলাই ১৮৬০] মহাকবি কালিদাস প্রণীত মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের বাঙ্গলানুবাদ সমাচার পাঠকগণের গোচর করিয়াছি। গ্রন্থ মধ্যে অনুবাদকের নাম ছিল না, সুতরাং তাহা পাঠকগণকে জানাইতে পারি নাই। এক্ষণে জানিতে পারিলাম, পাথুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু সৌরেন্দ্র

মোহন ঠাকুরের যত্নে অনুবাদ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পশ্চাৎ শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত বেশ ভূষা পরাইয়া দেন। সম্প্রতি উহার অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে।...

(খ) পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, 'পৌরাণিক ইতিবৃত্ত' (১২৭৭ সাল) পুস্তকখানি রামনারায়ণের রচনা। দত্ত-মহাশয় রামনারায়ণের ছাত্র ছিলেন। তাঁহার কথাও অমূলক না হইতে পারে; কারণ, পুস্তকে গ্রন্থকার-হিসাবে "ডব্লু অব্রাএন স্মিথ" নাম থাকিলেও ইহার "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ :—

> ...ইহাও বক্তব্য, পুস্তক প্রণয়নে শ্রীযুত রামনারায়ণ তর্করত্নেরও সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

কেহ কেহ লিখিয়াছেন, রামনারায়ণ 'ধনুর্ভঙ্গ' নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা মুদ্রিত হয় নাই।*

রামনারায়ণের অপ্রকাশিত পুস্তক ও মুদ্রিত প্রবন্ধাদির উল্লেখ তাঁহার আত্মকথায় পাওয়া যাইবে।

রামনারায়ণের আত্মকথা

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে রামনারায়ণ সংক্ষেপে আত্মকথা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এই আত্মকথা শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৩২৩ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তারিখগুলি সর্ব্বত্র নির্ভুল ভাবে মুদ্রিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। রামনারায়ণের আত্মকথা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

* "স্বর্গীয় কবিকেশরী রামনারায়ণ তর্করত্ন"—'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি,' ১২৯২ সাল, পৃ. ১৫৭।

সন ১২২৯ সালে আমার জন্ম। আমার পিতৃঠাকুরের নাম ৺রামধন শিরোমণি মহাশয়। ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি হরিনাভি নামক গ্রামে আমার বাস। আমি বাল্যাবস্থাতে দেশে ও বিদেশে চৌবাড়িতে ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতির কিয়দংশ এবং ন্যায়শাস্ত্রের অনুমানখণ্ড প্রায় অধ্যয়ন করি। পরিশেষে ইং ১৮৪৩ অর্থাৎ ১২৫০ সালে গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠার্থ প্রবিষ্ট হই। ইং ১৮৫৩ বাঙ্গলা ১২৬০ সালে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ হিন্দু মিট্রোপলিটন কলেজের প্রধান পাণ্ডিত্যপদে নিযুক্ত হই। দুই বৎসর তথায় কর্ম্ম করিয়া ১৮৫৫ সালের ১৬ই জুন* তারিখে (বাঙ্গলা ১২৬২ সালে) সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অদ্যাপি সেই কর্ম্মই করিতেছি।

১২৫৯ সালে পতিব্রতোপাখ্যান প্রস্তুত করি। রঙ্গপুরের ভূম্যধিকারী বাবু কালীচন্দ্র রায় উক্ত পুস্তকে ৫০৲ টাকা পারিতোষিক দেন।

কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক ১২৬১ সালে রচিত হয়, উহাতেও রঙ্গপুরের উক্ত ভূম্যধিকারী বাবু কালীচন্দ্র রায় ৫০৲ টাকা পারিতোষিক দেন; এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের সাহায্যে আরো ৫০৲ টাকা দান করেন। এই নাটক কলিকাতা নূতনবাজারে বাঁশতলার গলিতে ও চুঁচুড়াতে অভিনীত হয়।

বেণী-সংহার নাটক। ১২৬৩ সালে প্রস্তুত হয়। এই নাটক কলিকাতা জোড়াশাঁকোয় বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীতে ও নূতনবাজারে বাবু জয়রাম বশাকের বাটীতে অভিনীত হয়।

রত্নাবলী। ১২৬৪ সালে প্রস্তুত হয়। ইহাতে কান্দিনিবাসী রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ২০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। উক্ত রাজার কলিকাতার সন্নিকট বেলগেছিয়ার বাটীতে ৬।৭ বার ঐ নাটক অভিনীত

* তারিখটি "১৫ই জুন" হইবে। সংস্কৃত কলেজে রক্ষিত অধ্যাপকদের মাহিনার রসিদ-বহিতে প্রকাশ, রামনারায়ণ ১৮৫৫ সনের জুন মাসের বেতন বাবদ ২১।/৪ পাইয়াছিলেন।

হয়। তদ্ভিন্ন গীতাভিনয় প্রস্তুত হইয়া এক্ষণেও নানা স্থানে অভিনীত হইতেছে।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক। ১২৬৯ [১২৬৭ ?] সালে প্রস্তুত হয়। এই নাটক কলিকাতা শাঁকারিটোলার বাবু ক্ষেত্রমোহন ঘোষের বাটীতে ৫'বার অভিনীত হয়।

নবনাটক ১২৭৩ সালে রচিত হয়। ইহাতে কলিকাতা জোড়াশাঁকো-বাসি বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। এই নাটক তাঁহার বাটীতে ৯ বার অভিনয় হয়।

মালতীমাধব নাটক ১২৭৪ সালে প্রস্তুত করিয়া কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার সুপ্রসিদ্ধ রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরকে প্রদান করি। তিনি উহাতে ১০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। তাঁহার বাড়ীতে ঐ নাটক ১০।১১ বার অভিনীত হয়।

সুনীতিসন্তাপ নাটক ১২৭৫ সালে প্রস্তুত করিয়া কলিকাতা কাঁশারীটোলানিবাসি বাবু কালীকৃষ্ণ প্রামাণিককে প্রদান করি। তিনি আমাকে ২০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। ঐ নাটক কোন কারণে মুদ্রিত হয় নাই।

১২৭৮ সালে রুক্মিণীহরণ প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বোক্ত রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের নিকটে ৫০৲ টাকা পারিতোষিক পাই। ঐ নাটক তাঁহার বাটীতে ১০।১১ বার অভিনীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যেমন কর্ম্ম তেমন ফল, উভয় সঙ্কট এবং চক্ষুর্দ্দান নামে আরো ৩ খানি প্রহসন* অর্থাৎ হাস্যরসব্যঞ্জক ক্ষুদ্র নাটক প্রস্তুত করিয়া উক্ত রাজা বাহাদুরের নিকট যথাযোগ্য পুরস্কৃত হইয়াছি, সে সকল নাটকও প্রত্যেকে ৭।৮ বার করিয়া তাঁহারই বাটীতে অভিনীত হইয়াছে।

---

* এই প্রহসন তিনখানি অনেকে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রচনা বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে।

মধ্যে মধ্যে কল্কিপুরাণ, সমুদয় উত্তররামচরিত নাটক ও যোগবাশিষ্ঠের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া সর্ব্বার্থপূর্ণ···দয়···[সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র] নামক পত্রিকাতে ক্রমশঃ প্রকাশ করা হইয়াছে।

কেরলীকুসুম* নামে একখানি নাটক প্রস্তুত করা গিয়াছে; অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই।

সংস্কৃত গ্রন্থ

১২৭৮ সালে মহাবিদ্যারাধন নামে দশমহাবিদ্যার স্তোত্র ও গীতিকা এবং বর্ত্তমান বর্ষে আর্য্যাশতক প্রস্তুত করিয়াছি।

"বর্ত্তমান বর্ষে আর্য্যাশতক প্রস্তুত করিয়াছি"—আত্মকথার এই কথাগুলি হইতে কাহারও বুঝিতে অসুবিধা হইবে না যে, যে-বৎসর 'আর্য্যাশতক' প্রস্তুত হয়, সেই বৎসরই আত্মকথা লিখিত হইয়াছিল। 'আর্য্যাশতকম্'-এর প্রকাশকাল "ইং ১৮৭২। ফেব্রুয়ারি", সুতরাং রামনারায়ণের আত্মকথা যে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বা ১২৭৮ সালে রচিত, তাহা নিঃসন্দেহ। এই আত্মকথা লিখিত হইবার পরেও রামনারায়ণ আরও কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনার সম্পূর্ণ তালিকা হইতে সেগুলির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

* ইহাই 'স্বপ্নধন' নামে পর-বৎসর ১২৮০ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল।